তলস্তয় উপন্যাসসমগ্র

[প্রথম খণ্ড]

লেভ নিকোলায়েভিচ তলস্তয়

অনুবাদ

মণীন্দ্র দত্ত

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ॥ তুলি-কলম ॥
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক : নলিনীকান্ত প্রামাণিক ॥ কণ্টাই প্রেস ॥
২৪৪/২ মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা-৫৪

প্রচ্ছদ : সত্য চক্রবর্তী

জেঠামশায় ও বাবার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে—

TOLSTOY UPANYASSAMAGRA

VOL I

Translated by Manindra Dutta

Price Rupees Forty Only.

॥ কয়েকটি কথা ॥

প্রথম কথা ॥ "তলস্তয় গল্পসমগ্র"-এর ভূমিকায় লিখেছিলাম: "লেভ তলস্তয়-এর গল্প-উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ বাংলা-ভাষান্তর আমার অনেক দিনের স্বপ্ন।...দুটি খণ্ডে সমাপ্য "তলস্তয় গল্পসমগ্র" তলস্তয়-সাহিত্যের ভাষান্তরের ক্ষেত্রে আমার দ্বিতীয় পদক্ষেপ। রসিক পাঠকের সহানুভূতি ও সহযোগিতার আশ্বাস পেলে "তলস্তয় উপন্যাসসমগ্র" প্রকাশ করে বাংলা ভাষায় তলস্তয়-সাহিত্যের ত্রিপাদ-ভূমি পরিক্রমা সম্পূর্ণ করবার বাসনা রইল।" সে দুঃসাহসিক বাসনা আজ পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে। চারটি বৃহৎ খণ্ডে সমাপ্য "তলস্তয় উপন্যাসসমগ্র"-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। তলস্তয়-এর "আধুনিক জীবনভিত্তিক উপন্যাস" "আন্না কারেনিনা" এই খণ্ডে সংযোজিত হল। ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৮ সালে তলস্তয় লিখেছিলেন তাঁর এপিকধর্মী সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস "সংগ্রাম ও শান্তি" (War and Peace) আর ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর ধরে বহু বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়ে লিখেছিলেন তাঁর বহু-বিতর্কিত উপন্যাস "নবজন্ম" (Resurrection)। আর এই দুই উপন্যাসের মধ্যবর্তী কালে (১৮৭৩-১৮৭৮) লিখলেন "আন্না কারেনিনা": আর এক খ্যাতিমান রুশ কথাশিল্পী দস্তয়েভ্‌স্কির কথায়—রাশিয়ার তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের এক সুসংহত দলিল। এই উপন্যাসখানি লিখবার সময় তলস্তয় কোন দিনপঞ্জী লিখতেন না। শুধু লিখেছেন, "যা কিছু লিখবার 'আন্না কারেনিনা'-তেই লিখেছি; কিছুই বাকি রাখি নি।"

দ্বিতীয় কথা ॥ বসন্ত কাল সব সময়ই তলস্তয়কে কর্মে উদ্বুদ্ধ করত; নতুন সৃষ্টির প্রেরণা যেন তাঁর সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত। ১৮৭৩-এর বসন্ত কালেই তিনি তাঁর দ্বিতীয় বৃহৎ উপন্যাস "আন্না কারেনিনা" লিখতে শুরু করেন। একটানা দু'মাস লিখবার পরে হঠাৎ সামারা তৃণভূমি অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের ডাক পৌঁছল তাঁর কানে; লেখনী ফেলে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে তিনি জনকল্যাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৮৭৫-এর গোড়ার দিকে "আন্না কারেনিনা"র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। সমালোচক ও সাহিত্যিক মহলে খ্যাতিও জুটল; কিন্তু তলস্তয়ের উৎসাহে কেমন যেন ভাটার টান লাগল; তিনি লিখলেন, "My Anna is boring me." যা হোক বৎসরাধিক কাল পরে উপন্যাসটি লিখে শেষ করলেন।

"আন্না কারেনিনা" পড়তে পড়তে একটি প্রশ্নই সকলের আগে মনে জাগে: এই উপন্যাসের উপাদান কতটা তাঁর নিজের জীবন থেকে নেওয়া? আন্না, লেভিন, কিটি—এরা সব কারা? আন্নার যে রূপ তিনি বর্ণনা করেছেন তার

পিছনে কবি পুশকিন-এর কন্যার মুখখানি কি উঁকি দিচ্ছে ? তাঁর এক নিকট প্রতিবেশীর স্ত্রী ট্রেনের নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করেছিলেন ; আন্নার বিয়োগান্ত পরিণতিতে কি সেই দুর্ঘটনারই প্রতিফলন দেখতে পাই ? নায়ক লেভিন-চরিত্রের সঙ্গে তলস্তয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তো আশ্চর্য মিল : চাষীদের কল্যাণ-প্রচেষ্টা, ঈশ্বরের প্রতি একান্ত বিশ্বাস, মানুষের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা, মাটির পৃথিবীতেই ঈশ্বরের কল্যাণময় আত্মপ্রকাশের অনুভূতি— লেভিন-চরিত্রের এই সব বৈশিষ্টাই তো তলস্তয়-চরিত্রেরও প্রধান লক্ষণ। শিল্পী ইলিয়া রেপিন তলস্তয়-এর একখানি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন ; তাতে তিনি তলস্তয়কে এঁকেছেন নিজ হাতে ভূমিকর্ষণরত একজন শক্ত-সমর্থ চাষী-রূপে। "আন্না কারেনিনা" উপন্যাসটিতেও সেই একই ছবি আমরা দেখতে পাই "লেভিন" চরিত্রে। তার চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে তলস্তয় লিখেছেন, "এখন প্রায় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে লাঙলের ফলার মত নিজেকে ক্রমেই মাটির গভীর থেকে আরও গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে, তাই জমিতে একটা শিরালা না কেটে নিজেকে সেখান থেকে আর টেনে তুলতে পারবে না।" লেভ্ তলস্তয় নিজেও এমনি একটা গভীর শিরালা কেটে রেখে গেছেন রুশ সাহিত্য ও রুশ জীবনের মাটিতে !

"আন্না কারেনিনা"র একেবারে শুরুতেই তলস্তয় লিখেছেন : "অব্‌লনস্কি পরিবারে অনেক দিন থেকেই গোলমাল দেখা দিয়েছে"। এই একটিমাত্র পংক্তিতে উপন্যাসখানির মূল সুরটি ধরা পড়েছে। তৎকালীন রুশ জীবনের সার্বিক বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে ১৮৭০-এর ক্ষয়িষ্ণু পারিবারিক জীবনের বিষণ্ণ সুরটি এখানে ধরা পড়েছে। উপন্যাসের গোড়াতেই দেখি, নায়িকা আন্না কারেনিনা মস্কো এসেছে তার ভাই অব্‌লনস্কির দাম্পত্য কলহের একটা মিট-মাট করে দিতে। কিন্তু হায়। সেই থেকেই শুরু হল তার নিজের জীবনে ধ্বংসের তাণ্ডব : সব ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। অনেক চেষ্টা করেও কারেনিন তার নিজের সংসারকেও বাঁচাতে পারল না। আসলে, রাশিয়ার পুরনো সম্ভ্রান্ত পরিবারে যে ভাঙন তখন দেখা দিয়েছিল সেটাকেই তলস্তয় তার উপন্যাসে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। সে ভাঙন তখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাই বুঝি লেভিন-এর চোখ দিয়ে তিনি নিজেই স্বপ্ন দেখছেন : সাধারণ মানুষের জীবনের ভূমিতেই জন্ম নেবে নতুন পরিবার : পবিত্র শ্রমিক জীবনই হবে তার ভিত্তি। লেভিন-এর এই স্বপ্ন তার ব্যক্তিগত কোন খেয়ালমাত্র নয়—তলস্তয়-এর উপন্যাসে পরিবারগত ভাবনা ও জন-সাধারণকে নিয়ে ভাবনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

উদ্বেগ ও অস্বস্তিই "আন্না কারেনিনা" উপন্যাসের মূল সুর। তাই তো দেখি, "হতাশার কালো ছায়া" ঘিরে ধরেছে নায়িকার জীবনকে। এমন কি লেভিন-এর মত সরলপ্রাণ মানুষকেও জীবনের তাৎপর্য খুঁজতে গিয়ে এক-

সময় আত্মহত্যার কথা পর্যন্ত ভাবতে হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হতাশা ও অস্থিরচিত্ততা, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের একটা অশরীরী কালো ছায়া যেন গোটা উপন্যাসটার উপরে চেপে বসে আছে। তার হাত থেকে কারও রেহাই নেই, কারও মুক্তি নেই। শান্তি, স্বস্তি ও বিশ্বাসের পাষাণ-বেদীতে অসহায় ভাগ্যতাড়িত মানুষগুলি যেন বৃথাই মাথা খুঁড়ে মরছে।

"আন্না কারেনিনা" উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস। দস্তয়েভ্‌স্কি বলেছেন, মানবাত্মার যে প্রচণ্ড মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, যে অবিশ্বাস্য গভীরতা ও শক্তি, চরিত্র-চিত্রনের যে নির্মম বাস্তবতা এই উপন্যাসের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে "তা আজ পর্যন্ত আর কোথাও দেখি নি।" তুর্গেনেভ নিজে স্বীকার করেছেন, বইটা পড়তে পড়তে তার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল; তিনি চীৎকার করে উঠেছিলেন: "এত ভাল লেখা কি করে সম্ভব হতে পারে!" ১৮৮৭-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন ফরেস্ট-এর কাছ থেকে তলস্তয় একটা চিঠি পেয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল: "আর আন্না কারে-নিনা-র কথা—হায় অসহায়, গুণান্বিতা, বেপরোয়া আন্না—জীবনটাকে সে কী ভাবে নষ্ট করল!···দেখুন কাউন্ট, আপনার মতই আপনার চরিত্রগুলিও আমার কাছে একান্ত সত্য।" তলস্তয় নিজে "আন্না কারেনিনা"কে একখানি "বন্ধনমুক্ত সুদূর প্রসারী" উপন্যাস বলে বর্ণনা করেছেন। আরও লিখেছেন: "কেউ যদি আমাকে বলতে পারে যে, আজ আমি যা লিখছি আজকের ছেলেমেয়েরা ২০ বছর পরেও তা পড়বে এবং পড়ে কাঁদবে, হাসবে, জীবনকে ভালবাসবে, তাহলে আমার সমস্ত জীবন ও শক্তি এই লেখাতেই নিয়োগ করব।" শতাব্দীরও অধিককাল আগে এ কথা তিনি লিখেছিলেন। তাঁর রচনা কালোত্তীর্ণ মর্যাদায় আজও বিশ্বমানব মনে সুপ্রতিষ্ঠিত। যে শিশুদের কথা স্মরণ করে তলস্তয় কথাগুলি লিখেছিলেন তাদের পৌত্র-দৌহিত্ররা আজও তাঁর সৃষ্টি নিয়ে সমানভাবে মেতে আছে। তলস্তয়ের প্রতিটি নতুন রচনা পাঠকদের কাছে এক নতুন দিগন্তের উদ্ভাস। বুঝিবা লেখকের বেলায়ও সে-কথা সমান সত্য। তলস্তয় লিখেছেন: "আমি যা লিখেছি তা পাঠকের কাছে যেমন নতুন, আমার কাছেও তাই।" সত্যিকারের সৃষ্টির এটাই তো মূলমন্ত্র।

জীবন-কথা ॥ জন্ম: ১৮২৮-এর ২৮শে আগস্ট (৯ই সেপ্টেম্বর); স্থান—তলস্তয়-পরিবারের জমিদারি ইয়াস্‌নায়া পলিয়ানা। দেড় বছর বয়সে মায়ের মৃত্যু হয়। কাউন্টেস মারি তলস্তয় ছিলেন বুদ্ধিমতী, নম্র স্বভাব ও বিদুষী মহিলা; সাহিত্য ভালবাসতেন, যথেষ্ট পড়াশুনা করতেন, ছেলেমেয়েদের জন্য আশ্চর্য সুন্দর সব গল্প বানিয়ে-বানিয়ে বলতেন। মায়ের কাছেই তলস্তয়ের সাহিত্যের হাতে-খড়ি। তলস্তয়রা পাঁচ ভাই-বোন: নিকোলাস, সের্গে, দিমিত্রি, লেভ্‌ ও মারি। লেভ্‌-এর যখন আট বছর বয়স তখন বাবা

মারা যান। ভাই-বোনের ভার নেন প্রথমে ঠাকুরমা, ও তারপরে তাদের মাসিরা।

তলস্তয় যে দুটি বছর কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েছিলেন সেই সময় পড়াশুনার চাইতে পার্টি, বল-নাচ ও নানান আসরেই তাঁর বেশী সময় কাটত। প্রথম কয়েক বছর প্রাচ্য ভাষা নিয়ে পড়াশুনা করলেও শেষ পর্যন্ত সে সব ছেড়ে দিয়ে আইন পড়তে শুরু করলেন। তাতেও সুবিধা করতে না পেরে স্থির করলেন, গ্রামে ফিরে গিয়ে লেখাপড়া করবেন। প্রচুর পড়াশুনাও করলেন। সে সময় তাঁর প্রিয় দার্শনিক ছিলেন হেগেল, ভল্‌তেয়ার, এবং বিশেষ করে রুশো।

চব্বিশ বছর বয়সে প্রথম উপন্যাস "শৈশব, কৈশোর ও যৌবন (Childhood, Boyhood and Youth) লিখতে শুরু করেন। ১৮৫৪-৫৬ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ সেবাস্তোপল দুর্গের মুক্তি-যুদ্ধে যোগদান করেন এবং তৎকালীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে "সেবাস্তোপল-এর কাহিনী "(Tales of Sevastopol) লিখে প্রচুর সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করেন। তারপর একের পর এক অনেক গল্প লিখলেন, খ্যাতিও বাড়তে লাগল। ১৮৬৩-তে লিখতে শুরু করলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—সে উপন্যাস বিশ্ব-সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—"সংগ্রাম ও শান্তি" (War and Peace)। ১৮৭৩-৭৮-এ লিখলেন দ্বিতীয় বড় উপন্যাস "আন্না কারেনিনা"। ১৮৮৬-র অক্টোবর মাসে চাষীদের জীবনযাত্রা নিয়ে লিখলেন তাঁর বিখ্যাত নাটক "অন্ধকারের শক্তি" (The Power of Darkness)। যত দিন যাচ্ছে তলস্তয়ের জীবন-দর্শনের ততই পরিবর্তন ঘটছে। মাংসাহার ছেড়ে দিলেন ; ছেড়ে দিলেন ধূমপান ও মদ্যপান ; অত্যধিক পরিশ্রম করতে লাগলেন। তাঁর এই নতুন জীবন-চেতনারই ফলশ্রুতি বহু-বিতর্কিত ছোট উপন্যাস "ক্রয়ৎজার সোনাতা"। ১৮৯৯-তে সেন্সর-কণ্টকিত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয় তার সর্বশেষ উপন্যাস "নবজন্ম" (Resurrection)। যদিও অনেক আগেই লিখেছিলেন বিখ্যাত গল্প "শয়তান" (The Devil), "সের্গেই বাবা" (Father Sergius) ও "হাজী মুরাদ," তবু গল্প তিনটি প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে। বস্তুত "নবজন্মই" তাঁর সর্বশেষ সাহিত্য-কীর্তি। তারপর থেকে তলস্তয়ের যা কিছু বক্তব্য—অসহযোগ-দর্শন, চাষী-শ্রমিকদের দুঃসহ দারিদ্র্য নিয়ে ক্ষোভ ও সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদ—সবই তিনি প্রকাশ করেছেন নানা প্রবন্ধের মাধ্যমে। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর দৈনন্দিন জীবন-চর্যার একটি কর্ম-সূচী প্রণয়নের কাজেই তিনি মগ্ন ছিলেন। বিশ্বের সব ধর্মের ও সব দার্শনিক মতবাদের সারাংশ নিয়ে রচনা করেন "The Thoughts of Wisemen," "The Cycle of Reading," "The way of Life" এবং "Thoughts for Every Day."

আবার তলস্তয়ের জীবন-কথাতেই ফিরে যাই। ১৮৫৯-এ প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর নিজস্ব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইয়াস্‌নায়া পলিয়ানারই একটি অংশে। সেখানে প্রবর্তন করলেন শিক্ষার নববিধান : মুক্তির আনন্দ, শাস্তি নয়, শিশুদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা—এই হবে শিক্ষার মূল ভিত্তি। তলস্তয় লিখলেন : "Not only are they people, they are society, bound together by the same idea." ইওরোপীয় শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্ম বিদেশে গেলেন। ১৮৬০-এ জার্মেনী পরিভ্রমণের সময় খবর পেলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বড় দাদা নিকোলাস ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুশয্যায়। ফ্রান্সের গিয়ার্স-এ দাদার মৃত্যু-শয্যার পাশে উপস্থিত ছিলেন। দেশে ফিরে ১৮৬১-৬২-তে শিক্ষাবিস্তারের কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন। আরও অনেক বিদ্যালয় খোলা হল। তরুণ শিক্ষকরা এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। তবু আরও লোক চাই। তলস্তয় লিখলেন : "There are thousands of us, but millions of them—and what is being done for these millions ?"

১৮৬২-র বসন্তকালে তলস্তয়ের কাশ-রোগ দেখা দিল। চিকিৎসকরা পরামর্শ দিলেন সামারা তৃণভূমি অঞ্চলে বায়ুপরিবর্তনে যেতে। একটি চাকর ও দুটি প্রিয় ছাত্রকে নিয়ে সেখানেই চলে গেলেন। সেই বছর সেপ্টেম্বর মাসেই ঘটল তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—বয়সে সতেরো বছরের ছোট সোফিয়াকে তিনি বিয়ে করলেন ; তাঁকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে এলেন। কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারলেন যে দু'জনের জীবন-বোধ সম্পূর্ণ আলাদা। সোফিয়া মানুষ হয়েছেন শহরে, গ্রামের জীবন ও গ্রামের চাষীদের তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। আর তলস্তয় শহরকে ঘৃণা করেন, ভালবাসেন গ্রামকে, গ্রামের মানুষকে। সোফিয়া তাঁর দিন-পঞ্জীতে লিখেছেন : "I feel that he must choose either me or the peasants." ক্রমে চারটি সন্তান এল সংসারে : সের্গেই, তানিয়া, ইলিয়া ও লেভ্‌। ভাল মা হতে, ভাল স্ত্রী হতে সোফিয়া চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। কিন্তু কারও দৃষ্টি-ভঙ্গীরই পরিবর্তন ঘটল না। সোফিয়া সুখী হতে পারলেন না। তলস্তয় মনে করেন, সোফিয়ার মত একটি তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে ঘর বেঁধে তিনি অন্যায় করেছেন, আর সোফিয়ার মন বলে, স্বামীর জন্ম সর্বস্ব ত্যাগ করেও বয়সে অনেক বড় এই মানুষটির জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

তলস্তয় যত বেশী তাঁর দর্শনের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ততই তাঁর কাছে দুঃসহ হয়ে উঠতে লাগল। তিনি চাইলেন, নিজের সব জমি চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন, সব লেখার আয় দান করবেন জন-কল্যাণে। স্ত্রী বাধা দিলেন। ১৮৮৫-র জুন মাসে দু'জনের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হল। তলস্তয় বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু স্ত্রীর আসন্ন প্রসবের কথা

ভেবে ফিরে এলেন। নবজাত কন্যার নাম রাখলেন আলেক্সান্দ্রা। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে ১৮৯১-তে তাঁর সব সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন তৎকালে জীবিত ন'টি সন্তানের মধ্যে। প্রচলিত প্রথানুযায়ী সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ভানিচ্‌কা—আইভান ও তার মায়ের ভাগে পড়ল ইয়াস্‌নায়া পলিয়ানা। তলস্তয় আবার চাইলেন তাঁর লেখার উপস্বত্ব জনকল্যাণে দান করতে, কিন্তু স্ত্রীর প্রবল বাধায় সেটা সম্ভব হল না। অনেক কথা-কাটাকাটির পরে স্থির হল, ১৮৮০-র পরে যা তিনি লিখেছেন তার আয়টা জনকল্যাণে দান করা হবে।

তলস্তয়ের জীবনের শেষের দিনগুলি বড়ই দুঃখের। বাইরে রাজনৈতিক কারণে তাঁর দলীয় সহকর্মীদের উপর সরকারী নির্যাতন, বাড়িতেও পারিবারিক দুর্যোগ ও অশান্তির শেষ নেই। সাত বছর বয়সে সবার প্রিয় ভানিচ্‌কার মৃত্যু সকলকে শোকে অভিভূত করে দিল। মৃত্যু হল তাঁর বড় আদরের মেয়ে মারি-র। শান্ত, নির্জন জীবনের জন্য তলস্তয় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন; রাশিয়ার সরল সাধারণ মানুষদের সঙ্গেই কাটাতে চাইলেন শেষের দিনগুলি। ১৯১০-এর ২৮শে অক্টোবর সকলের অজ্ঞাতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। ককেসাস-এর পথে ট্রেনের মধ্যেই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ছোট রেলওয়ে স্টেশন আস্তাপাভো-তে নেমে পড়লেন। ৮ই নভেম্বর সকাল ছ'টা পাঁচ মিনিট। ঘনিয়ে এল মৃত্যুর ছায়া। পাশে দুই মেয়ে তানিয়া ও আলেক্সান্দ্রা। তাদের সান্ত্বনা দিতে বললেন, "লেভ্‌ তলস্তয় ছাড়া আরও অনেক মানুষ পৃথিবীতে আছে; শুধু এই একজনকে দেখলেই তো হবে না।" "সত্য··· আমি সকলকে ভালবাসি···" এই তাঁর শেষ কথা।

ইয়াস্‌নায়া পলিয়ানার পাহাড়ের গভীর খাতের অন্ধকারে ওক গাছের নীচে তলস্তয়ের সমাধি রচিত হল। শৈশবে ভাইদের সঙ্গে মিলে এখানেই খুঁজে বেড়াতেন সেই সবুজ কাঠি যাতে লেখা আছে সুখী জীবনের গোপন-কথা। সারাটা জীবন তলস্তয় তো সেই গোপন-কথাটিকেই খুঁজেছেন।

পরিশেষে, "তলস্তয় উপন্যাসসমগ্র"-র প্রথম খণ্ড প্রকাশের শুভলগ্নে রসিক পাঠককে ও ভাষান্তর-কর্মে নানাভাবে সাহায্যকারী সহৃদয় বন্ধুজনকে, বিশেষভাবে আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী বাণী দত্ত এবং বন্ধুবর শ্রীঅমররঞ্জন দাসকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

॥ সুদর্শন ॥ —শ্রীম

৭৮/১২, আর, কে, চ্যাটার্জি রোড,

কলকাতা-৪২

আন্না কারেনিনা

"প্রতিহিংসা আমার, আমিই তা
শোধ করব।"—প্রভুর বাণী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পর্ব

॥ ১ ॥

সব সুখী পরিবারই এক রকমের, কিন্তু প্রতিটি অসুখী পরিবার ভিন্ন ভিন্ন রকমে অসুখী।

অব্‌লন্‌স্কি পরিবারে অনেক দিন থেকেই গোলমাল দেখা দিয়েছে। পরিবারের প্রাক্তন ফরাসী গৃহশিক্ষয়িত্রীটির প্রতি স্বামী যে একটু বেশী মনোযোগ দিচ্ছে সেটা বুঝতে পেরে স্ত্রী জানিয়ে দিয়েছে যে সে আর তার সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করবে না। তিন দিন ধরে এই অবস্থা চলেছে; এ জন্য স্বামী-স্ত্রী দু'জনই যন্ত্রণা ভোগ করছে, আর পরিবারের অন্য লোক এবং কাজের লোকরাও সে যন্ত্রণার ভাগীদার হয়েছে। সকলেই বুঝতে পারছে যে তাদের পক্ষেও আর একত্রে বসবাসের চেষ্টা করা হাস্যকর এবং কালে-ভদ্রে যে সব লোকের কোন হোটেলে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে তাদের পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ থাকে তাও বোধহয় অব্‌লন্‌স্কি পরিবারের লোকজন ও তাদের কাজের লোকদের মধ্যে নেই। মাদাম তার ঘর থেকেই বের হয় না, আর তিন দিন হল স্বামীও বাড়ি ফেরে নি। ছেলেমেয়েরা পাগলের মত সারা বাড়ি চষে বেড়াচ্ছে; ইংরেজ দাসীটি গৃহ-রক্ষকের সঙ্গে ঝগড়া করে নতুন চাকরি খুঁজে দেবার জন্য বন্ধুকে চিঠি লিখেছে। প্রধান পাচক কাল সন্ধ্যায় খাবার সময়ের ঠিক আগে চলে গেছে; রাঁধুনি ও কোচোয়ান মাইনে মিটিয়ে দিতে বলেছে।

ঝগড়ার পরে তৃতীয় দিন প্রিন্স স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ অব্‌লন্‌স্কি—সমাজে সে স্তেভ্‌ নামেই পরিচিত—যথাসময়ে অর্থাৎ প্রায় আটটা নাগাদ ঘুম থেকে জাগল—অবশ্য স্ত্রীর ঘরে নয়, তার লাইব্রেরির চামড়া-ঢাকা লাউঞ্জে। স্প্রিং-বসানো লাউঞ্জে পাশ ফিরে শুয়ে আর এক দফা ঘুমের চেষ্টায় দুই বাহুর মধ্যে কুশনটাকে জড়িয়ে ধরে গালের উপর চেপে ধরল। তারপরই হঠাৎ উঠে বসে চোখ মেলে তাকাল।

একটা স্বপ্নের কথা তার মনে পড়ে গেল। "আরে, আরে! কি যেন হল? হ্যাঁ, কি যেন হল? হ্যাঁ, আলাবিন একটা ডিনার-পার্টি দিল ডার্মস্টাডে; না, ডার্মস্টাডে নয়, ব্যাপারটা ছিল মার্কিনী। ঠিক, কিন্তু ডার্মস্টাড তো

আমেরিকাতেই। হ্যাঁ, আলাবিন কাঁচের টেবিলে ডিনার দিল, ঠিক, আর টেবিলে গান হল 'Il mio tesoro', না, 'Il mio tesoro' নয়, ওর চাইতে ভাল কিছু; আর কিছু মদের পাত্র—তারা সব নারী!" স্বপ্নের কথা স্মরণ করতে করতেই সে বলল।

কথাগুলি মনে পড়তেই প্রিন্স স্তেপানের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুখে ফুটল হাসি। সে ভাবতে লাগল, "হ্যাঁ, চমৎকার, চমৎকার! ব্যাপারটা অত্যন্ত রুচিসম্পন্ন; সেটাকে তুমি ভাষায় বর্ণনা করতে পার না, এমন কি চিন্তায়ও তার স্বরূপ প্রকাশ করতে পার না।" তারপর ভারি পর্দার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে দেখে সে মনের আনন্দে লাউঞ্জ থেকেই জরির কাজ-করা চামড়ার চটিতে পা গলাল—গত বছর জন্মদিনের উপহার হিসাবে তার স্ত্রীই চটিজোড়া তাকে দিয়েছিল—এবং গত নয় বছরের পুরনো অভ্যাস মত না দাঁড়িয়েই শোবার ঘরে যেখানে ড্রেসিং-গাউনটা ঝোলানো থাকে সেই দিকে হাতটা বাড়াল। এবং তখনই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, কেমন করে কি কারণে স্ত্রীর ঘরে না ঘুমিয়ে সে লাইব্রেরিতে ঘুমিয়েছিল; মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল; ফুটে উঠল ভ্রূকুটি।

যা কিছু ঘটেছিল সে সব মনে পড়তেই সে আর্তনাদ করে উঠল, "আঃ! আঃ! আঃ! আঃ।" আর স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া, পরিস্থিতির সর্বময় নৈরাশ্য এবং সবচেয়ে শোকাবহ তার নিজের অপরাধের সব খুটিনাটি নতুন করে মনের সামনে ভেসে উঠল।

তার মনে হল, "না! সে আমাকে ক্ষমা করবে না—ক্ষমা করতে পারে না; সবই আমার দোষ—আমার নিজের দোষ, অথচ আমি দায়ী নই। সবই যেন একটা নাটকের মত।" এই ঝগড়ার দুঃখদায়ক স্মৃতি ভেসে উঠতেই গভীর নৈরাশ্যে সে বার বার অস্ফুটকণ্ঠে বলতে লাগল, "আঃ! আঃ! আঃ!"

সব চাইতে অপ্রীতিকর হল সেই প্রথম মুহূর্তটি যখন স্ত্রীর জন্য একটা মস্ত বড় ন্যাসপাতি হাতে নিয়ে খুসি মনে সন্তুষ্ট চিত্তে থিয়েটার থেকে ফিরে সে স্ত্রীকে বসবার ঘরে পেল না, লাইব্রেরিতে পেল না, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে আবিষ্কার করল তার নিজের ঘরে, হাতে সেই মারাত্মক চিঠি যার থেকে সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

সে, তার ডলি, যাকে এতকাল সদাব্যস্ত, খিটখিটে ও বোকা জীব বলে ভেবে এসেছে, সে কি না চিরকুটখানা হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে আছে, আর তার দিকে তাকিয়ে আছে ত্রাস, নৈরাশ্য ও ক্রোধের দৃষ্টিতে।

চিঠিটা দেখিয়ে সে জোর গলায় বলল, "এটা কি? এটা?"

ঘটনার জন্য যতটা না হোক, স্ত্রীর এই কথায় যে জবাব সে দিয়েছিল সে কথা মনে হতেই প্রিন্স স্তেপান অধিকতর যন্ত্রণা বোধ করতে লাগল। কোন লজ্জাজনক কাজের সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ধরা পড়লে অন্য সকলের যে অভি-

জ্ঞতা হয়ে থাকে সেই মুহূর্তে তার অভিজ্ঞতাও সেই রকমই হয়েছিল। স্ত্রীর কাছে তার পাপকাজ ধরা পড়েছে, এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াবার মত মনোভাব সে প্রকাশ করতে পারে নি। সে অসন্তুষ্ট হতে পারত, ব্যাপারটা অস্বীকার করতে পারত, বা নিজেকে সমর্থন করতে পারত, ক্ষমা চাইতে পারত, অথবা ঔদাসিন্য দেখাতে পারত—কিন্তু আসলে সে যা করে বসল অন্য সব কিছু তার চাইতে ভাল হত। মস্তিষ্কের স্বয়ংক্রিয় কাজ হিসাবে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই—স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ মনস্তত্ত্ব ভালবাসে বলেই এই ভাবে ব্যাখ্যাটা দিয়েছিল—একান্তভাবে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হঠাৎ সে সাধারণ দিলখোলা এক অর্থহীন হাসি হেসে ফেলেছিল।

সেই অর্থহীন হাসির জন্য সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে নি। সেই হাসি দেখামাত্র ডলি দৈহিক যন্ত্রণায় কাঁপতে লাগল, তার স্বাভাবিক মেজাজ মতই মুখে তিক্ত কথার খই ফুটিয়ে সে ঘর থেকে পালিয়ে গেল। সেই সময় থেকেই সে আর স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নি।

স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ ভাবল, "সেই অর্থহীন হাসির জন্যই এত গোলযোগ।"

"কিন্তু এ ব্যাপারে এখন কি করি?" নিরাশ হয়ে এই প্রশ্নই সে নিজেকে করল, কিন্তু কোন জবাব পেল না।

॥ ২ ॥

স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ নিজের ব্যাপারে অকপট খাঁটি মানুষ। সে যা করেছে তার জন্য সে অনুতপ্ত—এ কথা নিজেকে বুঝিয়ে সে নিজেকে ঠকাতে চায় না। সে চৌত্রিশ বছরের একজন সুদর্শন অনুভূতিশীল মানুষ; তার চাইতে মাত্র এক বছরের ছোট হয়েও তার স্ত্রী সাত সন্তানের জননী—তাদের মধ্যে পাঁচটি জীবিত; সেই স্ত্রীকে সে আর ভালবাসে না বলে সে মোটেই দুঃখিত নয়। তার একটিমাত্র পরিতাপ যে একথা সে তার স্ত্রীর কাছ থেকে আরও ভালভাবে লুকিয়ে রাখতে পারে নি। কিন্তু পরিস্থিতির সব বোঝাটাই তার ঘাড়ে চেপেছে—এ জন্য স্ত্রী, সন্তান ও নিজের প্রতি তার করুণা হচ্ছে। এই খবরটা তার স্ত্রীর উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করবে এ কথা বুঝতে পারলে সে হয় তো আরও ভালভাবে তাকে ঠকাতে সক্ষম হত। স্পষ্টতই ব্যাপারটাকে সে কখনও এভাবে দেখে নি; বরং তার একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে তার স্ত্রী এই অবিশ্বস্ততার কথা জেনেও হাতের আড়াল দিয়ে ঢেকে রেখেছে। তার সজীবতা নষ্ট হয়ে গেছে, তাকে বুড়ি-বুড়ি দেখায়, সে আর মোটেই সুন্দরী নয়, এবং একজন চমৎকার মেট্রন হলেও এখন সে অভিজাত তো নয়ই বরং খুবই সাধারণ। স্তেপান ভেবেছিল, এ অবস্থায় নারীসুলভ ন্যায়বুদ্ধির

বশেই সে তার কাজকে সমর্থন করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘটল ঠিক তার বিপরীত।

"হা হতোস্মি! হায়! হায়! হায়!" প্রিন্স স্তেপান এই কথাগুলিই বার বার নিজেকে বলতে লাগল। সব দিক গুছিয়েও সে চিন্তা করতে পারছিল না। "এই ঘটনার আগে পর্যন্ত সব কিছু কেমন সুন্দর চলছিল! কী আনন্দে আমরা ছিলাম! সে তো সন্তানদের নিয়েই তুষ্ট ছিল, সুখী ছিল; কোন ভাবেই তার কাজে আমি কখনও হস্তক্ষেপ করি নি, ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে বা গৃহস্থালির ব্যাপারে তার ইচ্ছামত চলতে দিয়েছি! তাকে গৃহশিক্ষয়িত্রী রাখা যে ভাল হয় নি সেটা ঠিক; সেটা ভাল হয় নি। নিজের গৃহশিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে প্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে নিশ্চয় কিছুটা তুচ্ছতা ও গতানুগতিকতা রয়েছে। কিন্তু সে যে কী গৃহশিক্ষয়িত্রী! [মাদ্‌ময়জেল রোলাঁর কালো কুটিল চোখ ও তার হাসি মুহূর্তের জন্য তার মনে পড়ে গেল] কিন্তু যতদিন সে এ বাড়িতে আমার সঙ্গে ছিল ততদিন আমি কোন রকম সুযোগ নেই নি। আর সব চাইতে খারাপ এই যে এখন সে······। সব কিছু যেন আমাকে বিপন্ন করার জন্যই ঘটছে। হায়! হায়! হায়! কিন্তু কি করি?"

সব জটিল ও সমাধানোর্দ্ধ প্রশ্নের যে সাধারণ জবাব জীবনের কাছ থেকে পাওয়া যায় তা ছাড়া এ প্রশ্নেরও আর কোন জবাবই পাওয়া গেল না। জীবনের জবাব হল : অবস্থা অনুসারে তোমাকে বাঁচতে হবে; অন্য কথায়, নিজেকে ভুলে থাক। কিন্তু যেহেতু অন্ততঃ রাত্রি না আসা পর্যন্ত ঘুমের ঘোরে নিজেকে ভুলতে পার না, যেহেতু মদ-পরিবেশনকারিণীরা যে গান শুনিয়েছে তার মধ্যে ফিরে যেতে পার না, সেই হেতু জীবনের স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গিয়েই নিজেকে ভুলতে হবে!

"ক্রমে ক্রমে দেখছি", নিজের মনে এই কথা বলে স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ উঠে নীল রেশমের লাইনিং দেওয়া ড্রেসিং-গাউনটা পরল, তাড়াতাড়ি গিঁট দিয়ে ঝোপ্পাটাকে বেঁধে নিল, এবং ফুসফুসের মধ্যে অনেকটা শ্বাস টেনে নিল। তারপর স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় পদক্ষেপে জানালার কাছে গিয়ে পর্দাটাকে এক পাশে টেনে দিয়ে উচ্চশব্দে ঘণ্টাটা বাজাল। তা শুনে তার পুরনো বন্ধু খাস-খানসামা মাৎভে জামা-কাপড়, জুতো ও একখানি টেলিগ্রাম নিয়ে হাজির হল। তার পিছনে পিছনে দাড়ি কামাবার যন্ত্রপাতি নিয়ে এল নাপিত।

টেলিগ্রামটা নিয়ে আয়নার সামনে বসে স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ জিজ্ঞাসা করল, "আদালত থেকে কোন কাগজপত্তর এসেছে কি?"

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সাগ্রহে মনিবের দিকে তাকিয়ে মাৎভে জবাব দিল, "প্রাতরাশের টেবিলে আছে।" মুহূর্তমাত্র চুপ করে থেকে ধূর্ত হাসি হেসে আবার বলল, "এইমাত্র কে একজন আস্তাবল থেকে এসেছে।"

স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ একটি কথাও বলল না, তবে আয়নার মধ্যে মাৎভের দিকে তাকাল। পরস্পরের দৃষ্টি-বিনিময় থেকেই বোঝা গেল, একজন আরেকজনকে কতটা বুঝতে পারে। স্তেপান আর্কাদিয়েভিচের চাউনি দেখেই মনে হল সে যেন প্রশ্ন করছে, "তুমি তাকে কি বলেছ?"

মাৎভে কোটের পকেটে হাত দুটি ঢুকিয়ে দুটো পা একটুখানি ফাঁক করে দাঁড়াল, এবং তার ভাল-মানুষি মুখের উপর প্রায়-অদৃশ্য একটু হাসি ফুটিয়ে মনিবের দিকে ফিরে তাকাল।

"তাকে বলেছি পরের রবিবার আসতে, এবং ইতিমধ্যে আপনাকে অকারণে বিব্রত না করতে," ঠোঁটের উপর জবাবটা যেন তৈরিই ছিল এমন-ভাবে সে কথাগুলো বলল।

প্রিন্স স্তেপান বুঝতে পারল, মাৎভে রসিকতা করে নিজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে। টেলিগ্রামটা ছিঁড়ে সেটা পড়ল এবং উহ্য রাখা শব্দগুলো অনুমান করে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

……নাপিতটা তখন তার লম্বা কোকড়ানো দাড়ির ভিতর একটা গোলাপি দাগ টানতে ব্যস্ত ছিল; তার মোটা চকচকে হাতটা কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে প্রিন্স স্তেপান বলল, "মাৎভে, দিদি আন্না আর্কাদিয়েভ্না আসছে।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!" মাৎভে যেভাবে চেঁচিয়ে কথা বলল তাতে মনে হল এই আগমনের তাৎপর্যটা মনিবের মত সেও ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে— তার অর্থ হল প্রিন্স স্তেপানের স্নেহশীলা দিদি আন্না আর্কাদিয়েভ্না হয়তো স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পুনরায় মিলন ঘটাতে পারবে।

মাৎভে জিজ্ঞাসা করল, "একা আসছেন, না স্বামীকে নিয়ে?"

নাপিত তখন তার উপরের ঠোঁটটা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় স্তেপান আর্কা-দিয়েভিচ কথা বলতে না পেরে একটা আঙুল তুলে দেখাল। মাৎভে আয়নার দিকে মাথাটা নাড়ল।

"একা। তাঁর ঘরটা কি ঠিকঠাক করব?"

"দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্নাকে বল, সেই সব ব্যবস্থা করবে।"

মাৎভে আপত্তির সুরে আবার বলল, "দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্নাকে?"

"হ্যাঁ, তাকেই বল। আর এই নাও, টেলিগ্রামটা তাকে দাও এবং সে যা বলে তাই কর।"

"আপনি একটা নতুন পরীক্ষা করতে চাইছেন," এই কথাটাই মাৎভের মনে এলেও সে জবাবে শুধু বলল, "আপনার কথামতই কাজ হবে।"

স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ হাত-মুখ ধুয়ে চুল ঠিক করে পোষাক পরতে যাবে এমন সময় মাৎভে টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে বুটের শব্দ করতে করতে ধীর পায়ে ঘরে ফিরে এল। ……নাপিত তখন চলে গেছে।

"দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না আপনাকে বলতে বলল. সে চলে যাচ্ছে এবং তারা—মানে আপনি—যা বলবেন তাই যেন করি," চোখের কোণে হাসি ফুটিয়ে মাৎভে কথাগুলি বলল। দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে ঘাড়টাকে একদিকে কাৎ করে সে মনিবের দিকে তাকাল। স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ চুপচাপ। তারপরই একটা কৌতুককর—বরং বলা যায় করুণ হাসিতে তার সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঘাড় নাড়তে নাড়তে সে বলে উঠল, "হেই? মাৎভে? তুমি কি মনে কর?"

মাৎভে জবাব দিল, "ও কিছু নয় স্যার; ওর মাথা ঠিক হয়ে যাবে।"

"মাথা ঠিক হয়ে যাবে?"

"ঠিক তাই।"

"তুমি তাই মনে কর? —কে ওখানে?" দরজার বাইরে মেয়েদের পোষাকের খস্-খস্ শব্দ শুনে স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ প্রশ্ন করল।

"আমি," একটি জোরালো মধুর নারী-কণ্ঠ ভেসে এল আর দ্বারপথে দেখা দিল নার্স মাত্রিওনা ফিলিমনোভ্নার কঠিন ব্রণ-ভরা মুখ।

দরজার কাছে এগিয়ে স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ জিজ্ঞাসা করল, "এই যে, মাত্রিওনা, ব্যাপার কি?"

স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ নিজেই স্বীকার করেছে যে স্ত্রীর ব্যাপারে সব দোষই তার; তথাপি বাড়ির প্রায় সকলেই, এমন কি দারিয়ার প্রধান বন্ধু এই বুড়ি নার্সটিও তারই পক্ষে।

স্তেপান গম্ভীর গলায় বলল, "ব্যাপার কি?"

"স্যার, আপনি নীচে গিয়ে একবার তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। হয় তো প্রভুর কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি নিজেও খুব কষ্ট পাচ্ছেন, তাঁকে দেখলেও কষ্ট হয়; বাড়ির সব কিছুই কেমন অগোছালো হয়ে পড়েছে। আর ছেলেমেয়েদের কথা ভাবুন স্যার, তাদের উপর আপনার করুণা হওয়া উচিত। স্যার, তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। আর করবারই বা কি আছে?"

"কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে দেখাই করবেন না ·।"

"আপনি তাঁর কাছে যান, আপনার কর্তব্য আপনি করুন। ঈশ্বর দয়ালু স্যার: ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন।"

হঠাৎ লজ্জিত হয়ে স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ বলল, "বেশ, তাই চল।" ড্রেসিং-গাউনটা ছুঁড়ে দিয়ে মাৎভের দিকে ফিরে বলল, "বেশ, সব কিছু দাও তাহলে।"

মাৎভে সব কিছু ঠিক করেই রেখেছিল। শার্টের শক্ত কলার থেকে অদৃশ্য ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে তাই দিয়ে মনের সুখে মনিবের বিলাসী দেহটাকে সাজাতে শুরু করল।

॥ ৩ ॥

পোষাক পরা শেষ হলে স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ খুশিমত সারা দেহে ইউ-ডি-কোলোন ছিটোল, শার্টের কফ নামিয়ে দিল, টাকার থলি, সিগারেট, দেশলাই এবং লকেট ও ডবল চেন সহ ঘড়িটাকে পকেটে পুরল; তারপর মনে না হোক অন্ততঃ দেহে ফিটফাট, সুগন্ধিত, সুস্থ ও সুখী বোধ করে রুমালটা নাড়তে নাড়তে খাবার-ঘরের দিকে পা বাড়াল। সেখানে চিঠি ও আদালতের কাগজপত্র সমেত কফি সাজানোই ছিল।

চিঠিগুলো পড়া হল। একখানি চিঠি খুবই অস্বস্তিকর—লিখেছে জনৈক ব্যবসায়ী তার স্ত্রীর সম্পত্তিভুক্ত একটি জঙ্গল কেনার ব্যাপারে। জঙ্গলটা বেচা দরকার হয়ে পড়েছে, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছুই করা যাচ্ছে না। স্ত্রীর সঙ্গে বোঝা-পড়ার প্রশ্নের সঙ্গে এই বেচা-কেনার ব্যাপারে তার নিজের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে, এ কথা ভাবতে তার খুবই খারাপ লাগছে। এ ব্যাপারে নিজের স্বার্থই তার মূল উদ্দেশ্য, জঙ্গলটা বিক্রির আগ্রহেই সে স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট করতে চাইছে—এই চিন্তা তার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক।

চিঠিগুলো শেষ করে স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ আদালতের কাগজপত্রগুলো তুলে নিল, দ্রুতগতিতে দুখানি দলিলের পাতা ওল্টাল, একটা বড় পেন্সিল দিয়ে কিছু মন্তব্য লিখল এবং তারপর সে সব সরিয়ে দিয়ে কফিতে মনোযোগ দিল। কফিতে চুমুক দিতে দিতেই প্রাতঃকালীন ভেজা ভেজা সংবাদপত্রের পাতা খুলে পড়তে লাগল।

স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ এই উদারনৈতিক সংবাদপত্রের গ্রাহক ও পাঠক। সংবাদপত্রটি চরমপন্থী নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতকে সমর্থন করে থাকে। প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞান, কলা বা রাজনীতিতে তার কোন আগ্রহ না থাকলেও এ সব বিষয়ে সংবাদপত্রসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অভিমতকেই সে প্রবলভাবে সমর্থন করে থাকে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠরা মত পাল্টালে তবেই সেও মত পাল্টায়; অথবা আরও সঠিকভাবে বলা যায়, সে নিজে সেগুলি পাল্টায় না, অভিমত-গুলি অগোচরে আপনা থেকেই পাল্টে যায়।

প্রিন্স স্তেপান কখনও কোন কর্মপন্থা বা অভিমত বেছে নেয় না, বরং চিন্তা ও কাজ দুইই সে অপরের কাছ থেকে গ্রহণ করে, ঠিক যেমন টুপি বা কোটের ধরন সে কখনও নিজে পছন্দ করে না, যে রকমটা চলতি সেটাই গ্রহণ করে। আর সমাজের উঁচু স্তরে যারা বাস করে কিছু মানসিক কাজকর্মের প্রয়োজনেও কোন মতবাদের সামিল হওয়া তাদের পক্ষে অপরিহার্য, যেমন অপরিহার্য একটি টুপি রাখা। তার দলের কিছু লোক রক্ষণশীল মত অনুসরণ করলেও সে যে উদারনৈতিক মতকেই পছন্দ করে থাকে তার কারণ এ নয় যে এই মতটা অধিকতর যুক্তিসম্মত; আসলে এই মতটাই তার জীবনযাত্রার সাথে

বেশী মানায় বলেই সে এটা পছন্দ করে। উদারনৈতিক দল বলে, রাশিয়ার সব কিছুই দুর্ভাগ্যজনক; আর আসলে স্তেপান আর্কাদিয়েভিচের অনেক ধার-কর্জ রয়েছে এবং টাকার টানাটানিও চলছে। উদারনৈতিক দল বলে, বিবাহ একটি লুপ্ত ব্যবস্থা, তার সংস্কার দরকার; আর আসলে, স্তেপান আর্কাদিয়েভিচের পারিবারিক জীবন মোটেই সুখকর নয়, তাই নিজের স্বভাববিরোধী হলেও তাকে বাধ্য হয়ে মিথ্যা বলতে হয়, কপটতার আশ্রয় নিতে হয়। উদারনৈতিক দল বলে, অথবা সঠিক বলে ধরেই নিয়েছে, যে ধর্ম হল সমাজের বর্বর অংশের জন্য শৃংখলস্বরূপ; আর আসলে স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ সংক্ষিপ্ততম প্রার্থনা করতেও কষ্টবোধ করে, এবং এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা যখন এত সুখকর তখন পরলোক সম্পর্কে এই সব ভয়ঙ্কর বড় বড় কথার যে কি প্রয়োজন তাও বুঝতে পারে না। তাছাড়া, স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ নির্দোষ ঠাট্টা-তামাসা খুব পছন্দ করে বলে কোন শান্ত-শিষ্ট মানুষকে এই বলে নিন্দা করে মজা পায় যে, যে লোক নিজের জন্ম নিয়ে গর্ববোধ করে তার পক্ষে রিউরিক-এ যাওয়া এবং তার আদি পূর্বপুরুষ যে বানর সেটা অস্বীকার করা উচিত নয়। এইভাবে উদারনৈতিক দলটি স্তেপান আর্কাদিয়েভিচের কাছে একটা অভ্যাসের মত দাঁড়িয়ে গেছে এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে একটা চুরুট যেমন সে ভালবাসে ঠিক তেমনি ভালবাসে এই কাগজখানা, কারণ এটা পড়লে তার মাথাটা একটুখানি ঝিমঝিম করে। সে প্রধান প্রবন্ধটা পড়তে শুরু করল। তাতে বোঝানো হয়েছে কেমন করে আজকাল বিনা কারণেই সোরগোল তোলা হচ্ছে যে চরম সংস্কারপন্থীরা উদারপন্থীদের সব কিছু গ্রাস করে ফেলবে এবং সরকারের উচিত এই বিপ্লবরূপী "হাইড্রা" *-কে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা; অপর পক্ষে আরও বোঝানো হয়েছে, "আমাদের মতে আসল বিপদ বিপ্লবের কাল্পনিক হাইড্রাকে নিয়ে নয়, আসল বিপদ হচ্ছে প্রগতির পরিপন্থী ঐতিহ্যের জড়তাকে নিয়ে," ইত্যাদি। অর্থনীতির উপর লিখিত আর একটা প্রবন্ধে বেন্থাম ও মিল-এর উল্লেখ করা হয়েছে এবং সুকৌশলে মন্ত্রিসভাকে কিছুটা আঘাত করা হয়েছে। সেটাও আগাগোড়া পড়ে ফেলল। সব কিছু দ্রুত বুঝতে পারার এক বিশেষ ক্ষমতাবলে প্রতিটি বিষয় সে ঠিক ঠিক বুঝতে পারল,—কোন্ কথাটা কে লিখেছে, কার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে, সব বুঝতে পেরে সে যথেষ্ট মজা পেল। কিন্তু মাত্রিওনার পরামর্শ আর বাড়িময় বিশৃংখলার কথা মনে করে সে মজা বেশ খানিকটা ক্ষুণ্ণ হল। সে আরও পড়ল—কাউণ্ট ভন বিউ উইজব্যাডেন-এ চলে গেছে; মাথায় আর সাদা চুল থাকবে না; একখানা হাল্‌কা গাড়ি বিক্রি হবে; একটি যুবক চাকরি

---

* গ্রীক পুরাণের বহু-মাথাওলা সাপবিশেষ; এর মাথা একবার কাটলে আবার গজিয়ে উঠত।

খুঁজছে। কিন্তু এই সব খবর পড়ে সেই শান্ত তুষ্টি ও ব্যঙ্গাত্মক আনন্দ সে আজ পেল না যা সে সাধারণত পেয়ে থাকে।

খবরের কাগজ, দ্বিতীয় কাপ কফি ও একটা বাটার-রোল শেষ করে সে উঠে দাঁড়াল, ভেস্টের উপর থেকে রোল-এর টুকরোগুলো ঝেড়ে ফেলল এবং চওড়া বুকটাকে ফুলিয়ে স্ফূর্তিতে হেসে উঠল। তার মনে অসাধারণ সুখের কোন অনুভূতি যে জেগেছিল তা নয়, এ স্ফূর্তির হাসি ভাল হজমের ফলমাত্র।

কিন্তু এই হাসির সঙ্গে সঙ্গেই সব কথা মনে পড়তে সে আবার চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল।

দরজার ও-পাশে দুটি শিশু-কণ্ঠ শোনা গেল। স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ তার কনিষ্ঠ পুত্র গ্রিশা ও জ্যেষ্ঠ কন্যা তানিয়ার গলা চিনতে পারল। তারা যেন কি একটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সেটা উল্টে পড়েছে।

মেয়েটি ইংরেজিতে চেঁচিয়ে বলল, "বলছি গাড়ির মাথায় যাত্রী তুলো না। নাও, এবার ওদের তুলে নাও।"

স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ ভাবল, "সব কিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা মর্জিমত চলাফেরা করছে।" দরজার কাছে গিয়ে সে তাদের ডাকল। যে বাক্সটাকে রেল-গাড়ি বানিয়েছিল সেটাকে ফেলে দিয়ে তারা বাবার কাছে ছুটে এল।

ছোট মেয়েটি বাবার খুব আদরের। সে জোরে দৌড়ে এসে হাসতে হাসতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে তার গোঁফের সুগন্ধ তার নাকে গেল। তারপর বাবা মাথাটা নীচু করলে তার লাল্‌চে গালে চুমো খেয়ে আনন্দে ডগমগ হয়ে মেয়েটি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার চলে যেতে উদ্যত হতেই বাবা তাকে ধরে ফেলল।

মেয়ের মসৃণ নরম গলায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করল, "মা কি করছে?" পাশেই ছেলেটি স্যালুট করে দাঁড়িয়ে ছিল; হেসে তাকে বলল, "কেমন আছ?" সে জানে যে অপক্ষপাত হতে চেষ্টা করলেও ছোট ছেলেকে সে অপেক্ষাকৃত কম ভালবাসে।

কিন্তু ছেলেটি সে পার্থক্য বুঝতে পেরেই বাবার জোর-করে-আনা হাসির কোন জবাব দিল না।

জবাব দিল ছোট মেয়েটি, "মা? ঘুম থেকে উঠেছে।"

স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, "বোঝা যাচ্ছে, আর একটি বিনিদ্র রাত সে কাটিয়েছে।"

"কিরে? বেশ হাসিখুসি আছে তো?"

ছোট মেয়েটি জানে, বাবা ও মার মধ্যে একটা গোলমাল চলছে, সে কথা বাবা ভালই জানে, আর হাল্কাভাবে তাকে প্রশ্ন করার সময় সে ইচ্ছে করেই

না জানার ভাণ করেছে। বাবার প্রতি করুণায় তার মুখখানি লাল হয়ে উঠল। বাবাও সেটা বুঝতে পেরে লজ্জা বোধ করল।

মেয়েটি বলল, "আমি জানি না। মা বলেছে, আজ সকালে আমাদের পড়তে হবে না; মিস্ হালের সঙ্গে আমরা ঠাকুমার বাড়ি যাব।"

"তবে আর কি, দৌড় লাগাও মা।—আরে, দাঁড়াও," মেয়েকে আটকে দিয়ে তার ছোট হাতখানি নাড়তে নাড়তে সে কথাগুলি বলল।

আগের দিন তুলে-রাখা বন্‌বনের বাক্সটা ম্যাণ্টেলপিসের উপর থেকে নামিয়ে মেয়ের পছন্দসই চকোলেট ও ভ্যানিলার দুটো খণ্ড বেছে নিয়ে তাকে দিল।

চকোলেটটা দেখিয়ে মেয়ে বলল, "গ্রিশার জন্য?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," তার নরম গলায় হাত বুলিয়ে দিয়ে চুলে ও ঘাড়ে চুমো খেয়ে এবার বাবা তাকে ছেড়ে দিল।

মাৎভে বলল, "দরজায় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।" আরও জানাল, "একটি স্ত্রীলোক কি যেন চাইতে এসেছে।"

"সে কি অনেকক্ষণ এসেছে?" স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ জানতে চাইল।

"আধ ঘণ্টা হল।"

"কতবার না তোমাকে বলেছি, কাউকে বসিয়ে রাখবে না?"

"আপনার প্রাতরাশ তখনও শেষ হয় নি," সদয় কর্কশ গলায় মাৎভে এমনভাবে কথাগুলো বলল যাতে কেউ কখনও রাগ করতে পারে না।

ভুরু কুঁচকে প্রিন্স স্তেপান বলল, "ঠিক আছে, তাকে এখনই পাঠিয়ে দাও।"

আবেদনকারিণী ক্যাপ্টেন কার্লেনিনের স্ত্রী কতকগুলি অসম্ভব অর্থহীন সুবিধার জন্য প্রার্থনা জানাল। প্রিন্স স্তেপান যথারীতি তাকে বসতে অনুরোধ করল, বিনা বাধায় সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল, কার কাছে কি ভাবে আবেদন করতে হবে সে বিষয়ে সযত্নে পরামর্শ দিল, এবং তাকে সাহায্য করতে পারে এ রকম একজনের কাছে বড় বড় পেঁচানো অথচ সুন্দর ও স্পষ্ট অক্ষরে একখানি জোড়ালো চিঠিও লিখে দিল। ক্যাপ্টেনের স্ত্রীকে বিদায় করে স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ টুপিটা নিয়ে কিছু ভুল হয়ে গেল কিনা মনে করবার জন্য একটু দাঁড়াল। তার মনে পড়ল কিছুই সে ভুল করে নি, শুধু একটি কথা ছাড়া যেটা সে ভুলতেই চায়—তার স্ত্রী।

"ওঃ, হ্যাঁ!" তার মাথাটা নীচু হয়ে পড়ল। সুন্দর মুখের উপর নামল বিষাদের ছায়া। "যাব কি যাব না," নিজে নিজেই বলল; মনের মধ্যে কে যেন বলল, যাওয়া ঠিক হবে না, মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া এর থেকে পরিত্রাণ নেই, তাদের সম্পর্ককে আবার ভাল করে গড়ে তোলা অসম্ভব, কারণ স্ত্রীকে পুনরায় আকর্ষণীয় ও ভালবাসার যোগ্য করে তোলা, কিংবা নিজেকে ব্যবৃত-ইন্দ্রিয় একটি বৃদ্ধ করে তোলা দুইই অসম্ভব। মিথ্যাচার ও মিথ্যা

ভাষণ ছাড়া এর হাত থেকে বের হবার কোন পথ নেই, অথচ মিথ্যাচার ও মিথ্যাভাষণ তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

"কিন্তু আগে হোক পরে হোক এ তো করতেই হবে, চিরদিন এ ভাবে থাকতে পারে না," সাহস অর্জন করবার চেষ্টায় সে কথাগুলি বলল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট বের করল, আগুন ধরাল, দু'তিনটে টান দিল, মুক্তো-বসানো ছাইদানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল, দ্রুত পায়ে বসবার ঘরের দিকে গেল, এবং স্ত্রীর শোবার ঘরে যাবার দরজাটা খুলল।

॥ ৪ ॥

ঘরের মধ্যে ড্রেসিং-জ্যাকেট পরিহিতা দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না চারদিকে ইতস্তত: ছড়ানো জিনিসপত্রের ভিতর একটা খোলা টানা-ওয়ালা সিন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে তার ভিতরকার জিনিসপত্র বার করছিল। একদা ঘন ও সুন্দর কিন্তু বর্তমানে পাতলা হয়ে যাওয়া চুলগুলোকে তাড়াতাড়ি পিছনে টেনে আটকে দিয়েছে; বিবর্ণ শুকনো মুখের ভিতর থেকে বড় বড় দুটি চোখ এমন-ভাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে যে তাতে একটা ত্রাসের ভাব ফুটে উঠেছে। স্বামীর পায়ের শব্দ শুনে সে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল; বৃথাই চোখ-মুখে একটা কঠোর বিরূপ ভাব ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করল। সে জানে স্বামীকে সে ভয় করে আর এই সাক্ষাৎকারকেও সে ভয়ের চোখেই দেখছে। যে কাজটি গত তিনদিনে সে ডজনখানেক বার করার চেষ্টা করেছে এখনও সেই কাজটিই করছিল—কাজটি হল তার নিজের ও ছেলেমেয়েদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে মায়ের বাড়িতে পালিয়ে যাওয়া। তবু কাজটা সে কিছুতেই করে উঠতে পারছিল না। আগের মতই সে ভাবতে লাগল, এ অবস্থা চলতে পারে না, যত কষ্ট স্বামী তাকে দিয়েছে তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হিসাবেও তাকে শাস্তি দেবার বা লজ্জায় ফেলবার ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। সে এখনও ভাবছে, স্বামীকে ত্যাগ করা তার কর্তব্য, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝছে যে সেটা অসম্ভব; সে যে এখনও তার স্বামী, তাকে যে এখনও সে ভালবাসে, এ চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া সে এও জানে যে, নিজের বাড়িতে যদিও বা সে কোনক্রমে পাঁচটি ছেলেমেয়েকে যত্ন-আত্তি করতে পারছে, যেখানে সে যেতে চাইছে সেখানে সেটুকুও সম্ভব হবে না। ছোটটি এর মধ্যেই টক ঝোল খাওয়ার ফলে ভুগছে, আর বাকিগুলো কাল রাতে কিছুই খেতে পায় নি। চলে যাওয়া অসম্ভব জেনেও নিজেকে ধোঁকা দেবার জন্যই যাওয়ার ভাণ করে সে জিনিসপত্র গোছগাছ করছিল।

স্বামীকে দেখতে পেয়েই সে আলমারির টানার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল এবং স্বামী একেবারে কাছে এসে দাঁড়াবার আগে আর মাথা তুলল না।

তারপর যে রকম কঠোর কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে চেয়েছিল তার বদলে তার মুখে ফুটে উঠল বেদনা ও অস্থিরচিত্ততার আভাষ।

অস্পষ্ট মধুর কণ্ঠে স্বামী ডাকল, "ডলি"। মাথা তুলে একটি বিনীত আত্মসমর্পণকারী মুখ দেখবার আশায় সে স্বামীর দিকে তাকাল। কিন্তু দেখল, সতেজ জীবন ও স্বাস্থ্যে সে মুখ সমুজ্জ্বল। উজ্জ্বল জীবন ও স্বাস্থ্যদীপ্ত মুখের অধিকারী স্বামীকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সে ভাবল, "সে তো সুখী ও পরিতৃপ্ত—কিন্তু আমি? হায়, তার এই সুদর্শন মূর্তি দেখে অন্যরা কত খুসি হয়, আর আমার মনে জাগে বিদ্রোহ!" তার মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল, ডান চিবুকের মাংসপেশী সংকুচিত হতে লাগল, সে সোজা হয়ে চোখ মেলে তাকাল।

দ্রুত অস্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করল, "তুমি কি চাও?"

কাঁপা গলায় সে আবার বলল, "ডলি, আন্না আজ আসছে।"

"বেশ তো, তাতে আমার কি? আমি তাকে স্বাগত জানাতে পারি না।"

"তথাপি জানানো উচিত ডলি।"

"চলে যাও! চলে যাও! চলে যাও!" স্বামীর দিকে না তাকিয়েই সে চীৎকার করে উঠল, মনে হল দৈহিক যন্ত্রণায় কথাগুলো যেন তার ভিতর থেকে ছিঁড়ে আনা হচ্ছে। স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ মনে করছিল যে মাৎভের কথা-মতই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, সে আবার শান্তিতে সকালের কাগজ পড়তে পারবে, কফিতে চুমুক দিতে পারবে; কিন্তু স্ত্রীর যন্ত্রণা চোখে দেখে আর তার করুণ আর্তনাদ শুনে তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল, গলার মধ্যে কি যেন ঠেলে উঠল, দুই চোখ জলে ভরে গেল।

"হে ঈশ্বর! আমি কি করেছি? ঈশ্বরের দোহাই! দেখ……"

সে আর একটি কথাও বলতে পারল না, তার গলা আটকে গেল।

সজোরে টানাটা বন্ধ করে দারিয়া তার দিকে তাকাল।

"ডলি, আমি কি বলব? একটি কথাই বলতে পারি: আমাকে ক্ষমা কর। ভেবে দেখ! একটি মিনিট, মাত্র একটি মিনিটের দাম কি ন' বছরের জীবন দিয়েও শোধ হবে না?"……

চোখের পাতা নামিয়ে সে স্বামীর বক্তব্য শুনতে লাগল, হয়তো বা আশা করল যে তাকে আর ফাঁকি দেওয়া হবে না।

"একটি মুহূর্তের প্রলোভন," এই বলে কথা শেষ করে সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঐ কথাটি শুনেই ডলির ঠোঁটদুটি শারীরিক যন্ত্রণায় আবার দৃঢ়বদ্ধ হল, ডান চিবুকের মাংসপেশী আবার সংকুচিত হতে লাগল।

অধিকতর আবেগে সে চেঁচিয়ে উঠল, "চলে যাও, এখান থেকে চলে যাও, তোমার প্রলোভন আর শোচনীয় চরিত্রের কথা আমাকে বলো না।"

ঘর ছেড়ে চলে যাবার চেষ্টায় সে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, কোন রকমে

চেয়ারে ভর দিয়ে সামলে নিল। অব্‌লন্‌স্কির মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল, তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, দুই চোখ জলে ভরে উঠল।

প্রায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে বলতে লাগল, "ডলি, ঈশ্বরের দোহাই, ছেলে-মেয়েদের কথা ভাব। তাদের তো কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার। আমাকে শাস্তি দাও! আমাকে বলে দাও, কি ভাবে আমার দোষের প্রায়শ্চিত্ত করব।···আমি সব কিছু করতে প্রস্তুত। আমি দুঃখিত! কত যে দুঃখিত তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ডলি, আমাকে ক্ষমা কর।"

ডলি বসে পড়ল। তার দ্রুত শ্বাস টানার শব্দ সে শুনতে পেল, তার প্রতি করুণায় তার মন ভরে গেল। ডলি একাধিকবার কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না। স্তেপান অপেক্ষা করতে লাগল।

গত তিন দিন ধরে যে কথাগুলি তার মনের মধ্যে ছিল তারই একটির পুনরাবৃত্তি করে ডলি বলল, "ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে ভালবাস বলে তুমি তাদের কথা ভাব; কিন্তু আমিও তো তাদের কথা ভাবি, আমি জানি তাদের কি সর্বনাশ হয়েছে।"

তার গলার স্বর নরম হয়ে এল; স্বামী সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে এগিয়ে গেল যেন তার হাতটি ধরবে, কিন্তু স্ত্রী ঘৃণার সঙ্গে তাকে এড়িয়ে গেল।

"আমার ছেলেমেয়েদের কথা আমি ভাবি, তাদের জন্য সব কিছু আমি করব; কিন্তু আমি এখনও মনস্থির করতে পারি নি আমার কি করা উচিত— তাদের বাবার কাছ থেকে তাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, না কি সেই বাবার কাছেই তাদের রেখে যাওয়া যে একটি লম্পট—হ্যাঁ, লম্পট!······এবার আমাকে বল এর পরে—এই যা ঘটেছে তার পরেও আমরা কি একসঙ্গে থাকতে পারি। সেটা কি সম্ভব? বল, সেটা কি সম্ভব?" গলা চড়িয়ে সে জানতে চাইল। "যখন আমার স্বামী, আমার ছেলেমেয়েদের জনক, তাদেরই গৃহশিক্ষিকার সঙ্গে প্রেম করে ···"

···"কিন্তু এ ব্যাপারে কি করতে হবে? কি করতে হবে?" ভগ্নকণ্ঠে সে বাধা দিল, অথচ সে যে কি বলছে তা সে নিজেই জানে না; শুধু বুঝতে পারছে সে তখন সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত।

অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে ডলি চেঁচিয়ে বলল, "তুমি আমার কাছে ঘৃণার্হ, লজ্জার্হ। তোমার অশ্রু···শুধুই জল! তুমি কোনদিন আমাকে ভালবাস নি; তোমার হৃদয় নেই, সম্মানবোধ নেই। আমার চোখে তুমি ঘৃণার্হ, লজ্জার্হ; এখন থেকে আমার কাছে তুমি অপরিচিত,—হ্যাঁ, অপরিচিত," বিদ্বেষভরা ক্রোধে বার বার সে 'অপরিচিত' শব্দটা উচ্চারণ করতে লাগল, যদিও শব্দটা তার কানেও বড় ভয়ংকর হয়েই বাজল।

তার করুণার ফলে স্ত্রী এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল কেন সেটা বুঝতে না পেরে সে বিস্ময়ে, ভয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। স্ত্রীর প্রতি এটাই যে তার একমাত্র মনোভাব ডলি সেটা ভালই জানে; স্ত্রীর প্রতি তার সব ভালবাসাই আজ মৃত। তার মনে হল, "না, সে আমাকে ঘৃণা করে, সে আমাকে ক্ষমা করবে না।"

সে চীৎকার করে উঠল, "এ ভয়ংকর, ভয়ংকর!"

ঠিক সেই সময় পাশের ঘরে ছেলেমেয়েদের একজন কেঁদে উঠল। তা শুনে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার মুখ নরম হল। বাস্তবের মাটিতে ফিরে আসা মানুষের মত সব কথা তার মনে পড়ে গেল; সে যে কোথায় আছে সেটা মনে পড়তেই সে দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ছোটটির দুঃখে স্ত্রীর মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করে অব্‌লন্‌স্কি ভাবল, "অন্তত আমার সন্তানকে সে ভালবাসে। আমারই তো সন্তান; তাহলে আমাকে সে ঘৃণার্হ মনে করে কেন?"

স্ত্রীকে অনুসরণ করে সে বলল, "ডলি! আর একটি কথা।"

"তুমি যদি আমাকে অনুসরণ কর, আমি লোকজনদের ডাকব, ছেলে-মেয়েদের ডাকব, যাতে তোমার কুকীর্তির কথা সবাই জানতে পারে। আর আমার কথা, আমি আজই চলে যাচ্ছি, তুমি থাক তোমার···।" ঘর থেকে বেরিয়ে সে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ভুরু মুছল, তারপর ধীর পায়ে ঘর থেকে চলে গেল। "মাৎভে বলে, মিটে যাবে; কিন্তু কেমন করে? আমি তো কোন সম্ভাবনাই দেখ্‌ছি না। ওঃ! ওঃ! কী ভয়ংকর! আর কী বোকার মতই সে চেঁচামেচিটা করল," তাকে সে যা যা বলে গেল সে সব মনে হতে নিজের মনেই সে কথাগুলি বলল। "হয়তো দাসী-চাকরানীরাও কথাগুলো শুনেছে! কী নিদারুণ বোকা! নিদারুণ!"

দিনটা শুক্রবার। খাবার ঘরে জার্মান ঘড়িওয়ালা ঘড়িগুলোতে দম দিচ্ছিল। স্তেপান আর্কাদিয়েভিচের মনে পড়ল, এই সময়ানুবর্তী জার্মানটি সম্পর্কে একদা সে একটি রসিকতা করেছিল; বলেছিল, ঘড়িতে দম দেবার জন্য সে নিশ্চয়ই সারা জীবনের জন্য নিজেকেই দম দিয়ে রেখেছে; কথাটা শুনে লোকটি হেসেছিল। স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ রসিকতা ভালবাসে। সে ভাবল, "হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে! কথাগুলি বেশ ভাল; সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সে চেঁচিয়ে ডাকল, 'মাৎভে?" বুড়ো চাকর হাজির হলে বলল, 'মারিয়াকে বল, আন্না আর্কাদিয়েভ্‌নার জন্য সব চাইতে ভাল ঘরটা গুছিয়ে রাখতে।"

"খুব ভাল।"

লোমের কোটটা হাতে নিয়ে স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

সঙ্গে যেতে যেতে মাৎভে প্রশ্ন করল, "আপনি কি বাড়িতেই খাবেন ?'

"দেখা যাক। নাও, এটা রাখ, খরচের জন্ম দরকার হতে পারে," একটা দশ রুবলের বিল বের করে সে বলল। "এতেই হবে তো ?"

গাড়ির দরজা বন্ধ করে বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে মাৎভে বলল, "হোক আর নাই হোক, এতেই হওয়াতে হবে।"

এদিকে শিশুটিকে শান্ত করার পরে গাড়ির শব্দে যখন বুঝতে পারল যে স্বামী চলে গেছে তখন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না নিজের ঘরে ফিরে গেল। বাইরে বেরুলেই গৃহস্থালির যে সব সমস্যা চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরে তার হাত থেকে তার একমাত্র আশ্রয় এই ঘরটি। এমন কি যে অল্প সময় সে শিশুটির ঘরে ছিল তার মধ্যেই ইংরেজ পরিচারিকা ও মাত্রিওনা ফিলিমনোভ্না তাকে এত সব প্রশ্ন করেছে যার জবাব একমাত্র সেই দিতে পারে: ছেলেমেয়েদের কি পোষাক পরানো হবে ? তাদের কি দুধ খেতে দেবে ? তারা কি আর একটি রাঁধুনির জন্ম চেষ্টা করবে ?

"আঃ! আমাকে একা থাকতে দাও, আমাকে একা থাকতে দাও," চীৎকার করে বলতে বলতে সে ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে যেখানটায় স্বামীর সঙ্গে কথা বলছিল সেখানেই বসে পড়ল। সরু সরু হাতের আঙুলের আংটিগুলো টিলে হয়ে পড়েছে। হাত দুখানি চেপে ধরে সমস্ত কথাগুলিই সে আবার ভাবতে বসল।

"সে চলে গেছে! কিন্তু তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে কি ?" নিজেকেই প্রশ্ন করল। "সে কি এখনও তার কাছে যায় ? কেন সে-কথা জিজ্ঞেস করলাম না ? না, না, আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি না। আর যদি এক বাড়িতে থাকতেই হয়, আমরা থাকব অপরিচিত, চির অপরিচিত!" কথাটা তাকে নির্মমভাবে আঘাত করলেও সেই কথাটাকেই বিশেষ জোরের সঙ্গে সে বার বার উচ্চারণ করল। "আমি তাকে কত ভালবাসতাম! ঈশ্বর জানেন, আমি তাকে কত ভালবাসতাম! ···তাকে কত ভালবাসতাম! আর আজও কি তাকে ভালবাসি না ? তাকে কি আগের চাইতেও বেশী ভালবাসি না ? আর সব চাইতে ভয়ংকর···" বাধা দিল মাত্রিওভ্না। দরজায় দাঁড়িয়ে সে বলল, "দয়া করে আমার ভাইকে আসবার অনুমতি দিন: সে এখানে খাবে। সে অন্তত কিছুটা রান্না করে দিতে পারবে। অনুমতি না দিলে গতকালের মতই হবে, অর্থাৎ ছ' ঘণ্টার জন্ম ছেলেমেয়েরা কিছু খেতে পাবে না।"

"ঠিক আছে, আমি গিয়ে বলে দিচ্ছি। কিছুটা টাটকা দুধ চেয়ে পাঠিয়েছ কি ?"

এই ভাবে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না দৈনন্দিন কাজ-কর্মে হাত দিয়ে তখনকার মত নিজের দুঃখ-কষ্ট ভুলে গেল।

॥ ৫ ॥

নিজস্ব ক্ষমতাতেই অব্লন্স্কি স্কুলে বেশ ভাল ছাত্র ছিল, কিন্তু অত্যন্ত অলস ও দুষ্টুমিপরায়ণ হওয়ায় ক্লাসে সকলের শেষ স্থানটি নিয়েই স্কুলের জীবন শেষ করে। উচ্ছৃংখল স্বভাব, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স এবং সিভিল সার্ভিসে নীচু স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও মস্কোর শাসক দপ্তরের একজন বিভাগীয় প্রধান হিসাবে একটি সম্মানজনক মোটা মাইনের চাকরিই সে পেয়েছিল। তার ভগ্নিপতি আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিন ছিল ঐ বিভাগের উর্দ্ধতন মন্ত্রিসভার একজন বড় কর্মচারী। তার সহায়তায়ই অব্লন্স্কি চাকরিটা পেয়েছিল; কিন্তু কারেনিন যদি তার শ্যালককে ঐ পদে নিযুক্ত নাও করত, অন্য আরও শত শত দাদা, বোন, জ্ঞাতি-ভাই, মেসো, মাসি ও দূর সম্পর্কিত আত্মীয়ের কারও না কারও চেষ্টায় স্তেভ্ অব্লন্স্কি ঐ চাকরি অথবা অনুরূপ এমন একটা চাকরি অবশ্যই পেয়ে যেত যাতে বছরে ছ' হাজার উপার্জন তার হতে পারে, কারণ স্ত্রীর যথেষ্ট সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তার নিজের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না।

মস্কো এবং সেণ্ট পিতার্সবুর্গের অর্ধেক লোক অব্লন্স্কির বন্ধু অথবা আত্মীয়। এ জগতে যারা বড়লোক ছিল এবং এখনও আছে তাদের বংশেই সে জন্মগ্রহণ করেছিল। যে সব প্রবীণ লোকদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে তাদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ছিল তার বাবার বন্ধু এবং স্তেভ্কে তারা ছোটবেলা থেকেই চিনত; আর এক তৃতীয়াংশ ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু; আর বাদবাকিদের সঙ্গেও ছিল তার দহরম-মহরম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে চাকরি, সুযোগ-সুবিধা, মোটা উপার্জন প্রভৃতি জাগতিক সুখ-সুবিধা বিতরণের দায়িত্ব যাদের হাতে ছিল তারা সকলেই তার বন্ধু; কাজেই নিজেদের একজনের দাবীকে তো তারা অগ্রাহ্য করতে পারে না। একটা লাভজনক চাকরি যোগাড় করতে অব্লন্স্কিকে বিশেষ কাঠ-খড় পোড়াতে হয় নি; তার একমাত্র কাজ ছিল কোন কিছুতে আপত্তি না করা, কাউকে হিংসা না করা, কারও সঙ্গে ঝগড়া না করা এবং কারও ব্যবহারে ক্ষুব্ধ না হওয়া; আর যেহেতু এ সবগুলি কাজই ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ তাই তার কোনটাই সে কখনও করে নি। কেউ যদি তাকে বলত যে তার প্রয়োজনীয় বেতনের চাকরি তাকে দেওয়া যাবে না, তাহলে সে কথা তার কাছে অবাস্তব বলে মনে হত, কারণ সে তো অস্বাভাবিক কিছু চাইছে না; সে শুধু সেই বেতনটুকুই চাইছে যা তার বন্ধুরা পাচ্ছে, আর তার নিজের কাজকর্ম সে তো যে কোন বন্ধুর মতই ভালভাবে করতে পারে।

পরিচিত সকলেই স্তেভ, অব্‌লন্‌স্কিকে ভালবাসত ; তার দয়ালু, হাসিখুসি স্বভাব এবং সন্দেহাতীত সততার জন্য তো বটেই, তাছাড়া তার উজ্জ্বল, সুদর্শন চেহারা, ঝকঝকে দুটি চোখ, কালো ভুরু ও চুল এবং সুন্দর রক্তিম গায়ের রঙের মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্য তাকে যারা দেখে তারাই মুগ্ধ হয়; তার সদয় ব্যবহার ও হাসিখুসি ভাব তাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। যারাই তাকে দেখে তারাই হাসিমুখে বলে ওঠে, "আরে স্তেভ, আরে অব্‌লন্‌স্কি, তোমাকে দেখে ভারী খুসি হলাম!" তার সঙ্গে আলাপ করে যদি বুঝতেও পারে যে এতটা উচ্ছ্বসিত হবার কোন কারণ নেই, তথাপি দ্বিতীয়বার এবং তারও পরবর্তী কালে আবার দেখা হলেও সেই একই ভাবে খুসি হয়ে ওঠে।

মস্কো-আপিসের বিভাগীয় প্রধান হবার তিন বছরের মধ্যেই সে সহকর্মীদের, অধীনস্থ ও উর্ধ্বতন কর্মচারীদের এবং যাদের সঙ্গে মেলামেশা করছে তাদের সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছে। যে সব গুণের জন্য এই শ্রদ্ধা সে পেয়েছে তার মধ্যে আছে প্রথমত, নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সজাগ থাকার দরুণ অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সে ক্ষমার চোখেই দেখে থাকে ; দ্বিতীয়ত তার চরিত্রের উদারতা—যে উদারতা খবরের কাগজ পড়ে জন্মে নি, যে উদারতা রয়েছে তার রক্তের মধ্যে, এবং যার ফলে ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই সে সমান ব্যবহার করে থাকে ; আর তৃতীয়ত—সেটাই সব চাইতে বড় কারণ—নিজের কাজ সম্পর্কে তার একান্ত নিরাসক্তি যার ফলে তার মন কখনও বিচলিত হয় না এবং কোন ভুলও সে করে না।

আপিসে পৌছতেই দরোয়ান সসম্ভ্রমে অব্‌লন্‌স্কিকে নিয়ে তার ছোট নিজস্ব ঘরটায় ঢুকল ; সেখানে গায়ে ইউনিফর্ম জড়িয়ে সে বোর্ড-রুমে গেল। করণিক ও লিপিকাররা সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে তাকে অভিবাদন জানাল। সহজভাবে পা ফেলে অব্‌লন্‌স্কি তার নিজের জায়গায় গেল এবং বোর্ড-সদস্যদের সঙ্গে কর-মর্দন করে আসনে বসল। কিছু সময় হাসি-ঠাট্টা ও গল্প-গুজব করে কাজে হাত দিল। কি ভাবে সহজে, স্বাধীনভাবে, অথচ প্রথা-মাফিক কাজকর্ম করা যায় সেটা তার চাইতে ভাল করে কেউ জানে না। সচিব সসম্ভ্রমে অথচ হাসিখুসিভাবে কিছু কাগজপত্র হাজির করল এবং নিজের চেষ্টাতেই অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে যে সহজ আন্তরিকতার ভাব সে সৃষ্টি করেছে তার অনুরূপ সুরে বলল :

"শেষ পর্যন্ত পেঞ্জা গুবার্নিয়ার (জেলা) সে খবরটা আমরা পেয়ে গেছি। একবার দেখবেন না কি ?"

কাগজগুলোর মধ্যে একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে সে বলল, "পেয়েছেন না কি ? ভাল কথা। দেখুন ভদ্রমহোদয়গণ…" এইভাবেই দিনের কাজ শুরু হল।

গম্ভীর মুখে একটা প্রতিবেদন শুনতে শুনতে মাথাটা একদিকে কাৎ করে সে ভাবল, হায়, এরা যদি জানত আধ ঘণ্টা আগেই তাদের বিভাগীয়

প্রধানকে কী রকম একটি অপরাধী বালকের মত দেখাচ্ছিল। সে চোখ মিটমিট করতে লাগল। এই ভাবে দুটো পর্যন্ত কাজ চলবে, আর তারপরই হবে লাঞ্চের বিরতি।

তখনও দুটোও বাজে নি এমন সময় বোর্ড-রুমের বড় কাঁচের পাল্লা খুলে একজন ভিতরে ঢুকল। একখানি ছবি ও দ্বি-শির ঈগলের নীচে উপবিষ্ট বোর্ড-সদস্যগণ খুশি হয়েই দরজার দিকে তাকাল। কিন্তু হলের দরোয়ান সঙ্গে সঙ্গে অনধিকার প্রবেশকারীকে ঠেলে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

প্রতিবেদন শেষ হয়ে গেলে অব্লন্স্কি উঠে দাঁড়িয়ে শরীরটাকে টান-টান করল। উদার মনোভাববশতই সে বোর্ড-রুমের মধ্যেই একটা সিগারেট বের করল এবং দু'জন সহকারীকে নিয়ে নিজের আপিস-ঘরের দিকে পা বাড়াল: একজন নিকিতিন, কাজ করতে করতে বুড়ো হয়ে গেছে, আর একজন গ্রিনেভিচ্।

অব্লন্স্কি বলল, "লাঞ্চের পরেও আমরা সব কাজকর্ম শেষ করবার মত সময় পাব।"

"তা তো পাবই!" নিকিতিন বলল।

যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তার সঙ্গে জড়িত একজনের নাম উল্লেখ করে গ্রিনেভিচ বলল, "ওই ফোমিন লোকটা একটা রাস্কেল।"

সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করে অব্লন্স্কি গ্রিনেভিচ-এর দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালো; তাতেই সে বুঝতে পারল যে আগে থেকেই এ ধরনের মন্তব্য করা ঠিক হয় নি।

অব্লন্স্কি হলের দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল, "ঘরে কে ঢুকেছিল?"

"জানি না হুজুর; যেই আমি ঘুরে দাঁড়িয়েছি অমনি আমাকে না জিজ্ঞাসা করেই সোজা ঢুকে পড়েছিল। আপনার খোঁজই করছিল। আমি বলেছি, সভা শেষ হলে আপনার সময় হতে পারে—"

"এখন সে কোথায়?"

"নিশ্চয় নীচে চলে গেছে। এতক্ষণ উপর-নীচই তো করছিল। আরে, ওই তো লোকটা," দরোয়ান আঙুল বাড়িয়ে একটি লোককে দেখাল। তার চওড়া কাঁধ, খেলোয়াড়দের মত শক্ত গড়ন, কোঁকড়া দাড়ি; মাথার ভেড়ার চামড়ার টুপিটা না খুলেই জীর্ণ পাথরের সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠে আসছিল। বগলের নীচে একটা ফাইল নিয়ে একটি শুট্কো লোক সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছিল। একবার লোকটির দিকে বিরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়েই সে জিজ্ঞাসু চোখে অব্লন্স্কির দিকে তাকাল।

অব্লন্স্কি সিঁড়ির মাথায়ই দাঁড়িয়েছিল। ইউনিফর্মের পাট-করা কলারের উপরে তার হাসিখুসি মুখটা এমনিতেই জলজল করছিল। নবাগত লোকটিকে দেখে সে মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

লোকটি এগিয়ে আসতেই বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হেসে চেঁচিয়ে বলল, "আরে, শেষ কালে কি না স্বয়ং লেভিন্! আমার এই ডেরার খোঁজ পেলে কেমন করে?" কর-মর্দনটাই যথেষ্ট হবে না মনে করে বন্ধুকে একটা চুমো খেয়ে সে বলল, "অনেকক্ষণ এসেছ কি?"

কিছুটা বেজার হয়ে অস্বস্তি ও লজ্জার সঙ্গে সে বলল, "এসেই তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেছিলাম।"

বন্ধুর গর্বিত ও অস্বচ্ছন্দ লাজুকতার কারণ বুঝতে পেরে অব্‌লনস্কি বলল, "বুঝেছি; এবার আমার আপিসে চল।"

তাড়াতাড়ি বন্ধুকে নিয়ে সে নিজের আপিসে ঢুকল।

লেভিন অব্‌লন্‌স্কিরই সমবয়সী; দু'জনের বন্ধুত্বও ঘনিষ্ঠ; কিন্তু এক-সঙ্গে বসে শ্যাম্পেন খাওয়াটা তার কারণ নয়। প্রথম যৌবন থেকেই তারা বন্ধু। প্রথম যৌবনে সাধারণত যে রকম ঘটে থাকে, চরিত্র ও রুচির পার্থক্য সত্ত্বেও দুজন দুজনের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল। কিন্তু দুই বন্ধু জীবনে ভিন্ন কর্মক্ষেত্র বেছে নিলে যেমনটি হয়ে থাকে, তেমনি তারাও প্রত্যেকেই বিচার করে দেখে অপরের কর্মক্ষেত্রের প্রশংসা করলেও মনে মনে সেটাকে ঘৃণাই করত। প্রত্যেকেই মনে করে, যে জীবন সে বেছে নিয়েছে সেটাই আসল, আর বন্ধু যেটা বেছে নিয়েছে সেটা অতি তুচ্ছ। লেভিনকে দেখে অব্‌লন্‌স্কি একটু কৌতুকের হাসি না হেসে পারল না। গ্রামাঞ্চল থেকে মস্কোতে এসে লেভিন অনেকবার অব্‌লন্‌স্কির সঙ্গে দেখা করেছে। যখনই এসেছে তখনই তাকে উত্তেজিত, কর্মব্যস্ত ও বিরক্ত বলে মনে হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে সে কি কাজ করে সে খবর অব্‌লন্‌স্কি রাখে না। তবে তার ভাবগতিক দেখে সে হাসে, কিন্তু তবু তাকে ভালবাসে। ঠিকই একই ভাবে লেভিনও গোপনে বন্ধুর নাগরিক জীবন ও কাজকর্মকে ঘৃণা করে; তার মতে এ সবই সময়ের অপচয় মাত্র। দুজনের মধ্যে তফাৎ এই যে, অব্‌লন্‌স্কি হাসে সরল মনে, শান্ত ভাবে, আর লেভিন হাসে অশান্তভাবে, অনেক সময়ই বেজার মনে।

আপিসে ঢুকে লেভিন-এর কাঁধ থেকে হাতটা নামিয়ে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "অনেক দিন থেকেই তোমাকে আশা করছিলাম। তোমাকে দেখে খুসি হলাম। তারপর কেমন আছ? কখন এলে?"

কথার জবাব না দিয়ে লেভিন অব্‌লন্‌স্কির সঙ্গীদের অপরিচিত মুখগুলির দিকেই তাকিয়ে রইল; বিশেষ করে পরিচ্ছন্ন গ্রিনেভিচ-এর লম্বা সাদা আঙুল ও লম্বা হল্‌দে নখ এবং মস্ত বড় ঝকঝকে আস্তিনের বোতামগুলোর উপরেই তার সব মনোযোগ তখন নিবদ্ধ; আর কোনদিকেই তার মন নেই। সেটা লক্ষ্য করে অব্‌লন্‌স্কি হাসল।

বলল, "ঠিক বটে; তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমার সহকর্মী ফিলিপ আইভানোভিচ নিকিতিন, আর মিখাইল স্ট্যানিস্‌লাভিচ

গ্রিনেভিচ।" তারপর লেভিন-এর দিকে ঘুরে বলল: "কনস্তান্তিন দিমিত্রিচ লেভিন; জেলা-পরিষদের একজন সক্রিয় কর্মী, নতুন ধরনের গ্রাম্য ভদ্রলোক, ব্যায়ামবীর হিসাবে এক হাতে পাঁচ 'পুড' (রুশ ওজন : ১ পুড=৩৬ পাউণ্ড) তুলতে পারে, খেলোয়াড়, ভাল গরু-মোষ-পালক, আমার বন্ধু, এবং সের্গেই আইভানোভিচ কোজ্‌নিশেভ-এর ভাই।"

বুড়ো লোকটি বলল, "আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ পেলাম।"

লম্বা নখওয়ালা শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে গ্রিনেভিচ বলল, "আপনার ভাই সের্গেই আইভানোভিচ-এর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।"

ভুরু কুঁচকে নিস্পৃহভাবে হাতের উপর চাপ দিয়েই লেভিন তৎক্ষণাৎ অব্‌লন্‌স্কির দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সারা দেশে লেখক হিসাবে সুপরিচিত সৎ-ভাইয়ের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও নিজের কনস্তান্তিন লেভিন পরিচয়ের বদলে বিখ্যাত কোজ্‌নিশেভ-এর ভাই হিসাবে পরিচিত হওয়াটা সে বরদাস্ত করতে পারে না।

কেবলমাত্র অব্‌লন্‌স্কিকে উদ্দেশ করেই সে বলল, "জেলা-পরিষদের কাজে আমি আর এখন সক্রিয় অংশ নেই না। প্রত্যেকের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে; এমন কি পরিষদের সভায়ও আর যাই না।"

অব্‌লন্‌স্কি হেসে বলল, "এরই মধ্যে এত কাণ্ড করেছ! ব্যাপারটা কি হয়েছিল? ঝগড়ার কারণ কি?"

"সে এক লম্বা গল্প। তোমাকে পরে বলব," মুখে এ কথা বললেও লেভিন তখনই শুরু করে দিল। "সংক্ষেপেই বলছি। আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, জেলা-পরিষদের দ্বারা কাজের 'কাজ কিছুই হবে না। একদিকে এটা তো ছেলে-খেলা—পার্লামেণ্ট-পার্লামেণ্ট খেলা—আর ছেলেখেলা করবার মত বয়স আমার নয়; আমি ততটা ছোটও নই, আবার ততটা বুড়োও হই নি; অপর দিকে (একটু থেমে) এটা এখন গ্রাম্য ভদ্রলোকদের পকেট ভরবার একটা পথ হয়েছে। আগে তারা টাকা পেত পৃষ্ঠপোষকতা করে আর বিচারক হয়ে, এখন টাকা আসে জেলা-পরিষদ থেকে, ঘুষ-হিসাবে নয়, অনুপার্জিত মাইনে হিসাবে।" এমন উত্তেজিতভাবে সে কথাগুলি বলতে লাগল যেন উপস্থিত কেউ তার কথার প্রতিবাদ করছে।

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "আরে বাস্, তুমি যেন নতুন পথে পা দিয়েছ, রক্ষণশীল হয়ে উঠেছ। কিন্তু সে সব পরে আলোচনা করা যাবে।"

ঘৃণার দৃষ্টিতে গ্রিনেভিচ-এর নখের দিকে তাকিয়ে লেভিন বলল, "হ্যাঁ, পরে। এবার আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব।"

অব্‌লন্‌স্কি মৃদু হাসল।

ফরাসী দর্জির হাতে কাটা বন্ধুর নতুন স্যুটটায় হাত দিয়ে সে বলল,

"তুমিই না একদিন বলেছিলে আর কোন দিন ইউরোপীয় পোষাক পরবে না? হ্যাঁ, তাই দেখতে পাচ্ছি—নতুন অধ্যায়ই বটে।"

তারপর হঠাৎ লেভিন ছোট ছেলের মত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। বলল, "কোথায় আমাদের দেখা হতে পারে? তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।"

অব্‌লন্‌স্কি একটু ভেবে বলল, "আমরা গুরিন-এ মধ্যাহ্ন ভোজনটা সারতে পারি। আর সেখানেই কথা হতে পারে। তিনটে পর্যন্ত আমার ছুটি।"

একটু চুপ করে থেকে লেভিন বলল, "না, আমার একজনের সঙ্গে দেখা করবার আছে।"

"ঠিক আছে; তাহলে রাতে একসঙ্গে খাওয়া যাবে।"

"এক সঙ্গে খাওয়া? কিন্তু তোমার সঙ্গে শুধু একটি কথা বলার আছে; একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব। আলোচনা পরে হবে।"

"তাহলে সে কথাটা এখনই জিজ্ঞাসা কর। রাতে খাবার সময় বাকি কথা হবে।"

লেভিন বলল, "কথাটা এই···কি জান, আসলে বিশেষ কোন কথা নয়।" নিজের লাজুকতাকে চাপা দেবার চেষ্টা করে তারপর হঠাৎই বলে উঠল, "শেরবাত্‌স্কিদের সম্পর্কে কিছু বলতে পার? তারা কি আগের মতই আছে?"

অব্‌লন্‌স্কি অনেকদিন থেকেই জানে যে লেভিন তার শ্যালিকা কিটির প্রেমে পড়েছে; তাই সে ঈষৎ হাসল; তার চোখ দুটি ঝিলমিল করে উঠল।

"তুমি তো এক কথায় প্রশ্নটা করলে কিন্তু আমি তো এক কথায় উত্তরটা দিতে পারব না, কারণ···এক মিনিট।"

যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গে সচিব ঘরে ঢুকল। কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে অব্‌লন্‌স্কির কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের অজুহাতে কতকগুলি অসু-বিধার কথা তাকে বুঝিয়ে বলতে লাগল। তার সব কথা না শুনেই অব্‌লন্‌স্কি সচিবের কাঁধের উপর আস্তে একটা হাত রাখল।

হাসির আড়ালে তিরস্কারটুকু ঢেকে রেখে বলল, "না, আমি যে রকম বলেছি তাই করুন।" কাগজপত্রগুলোকে ঠেলে দিয়ে বলল, "জাখার নিকি-ভিচ, দয়া করে আমার কথামত কাজ করুন—ঠিক যেমনটি করতে বলেছি।"

বেগতিক বুঝে সচিব বেরিয়ে গেল। লেভিন এতক্ষণ সকৌতুক মনো-যোগের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার বলল, "এসব আমি বুঝতে পারি না—মোটেই বুঝতে পারি না"

"কি বুঝতে পার না?" একটা সিগারেট বের করে শান্ত হাসি হেসে অব্‌লন্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল। লেভিন-এর একটা পুরনো মন্তব্য শুনবার আশাই সে করছিল

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে লেভিন বলল, "তোমরা এখন যা করছ তার অর্থ আমি বুঝতে পারি না। এসব ব্যাপারকে এত গুরুত্ব দাও কেন ?"

"কেন দেব না ?"

"কারণ তোমাদের কিছু করবার নেই।"

"এটা তোমার মত, কিন্তু আসলে আমাদের তো কাজের অন্ত নেই।"

"কাজ নয়, বল কাগজপত্রের অন্ত নেই। কিন্তু সে জন্ম তো কিছু পাচ্ছও।"

"তুমি কি বলতে চাও যে আমার স্বভাবে কিছু ত্রুটি আছে ?"

"হয় তো তাই বলতে চাই," লেভিন বলল। "কিন্তু তাহলেও তোমার মহত্ত্বকে আমি প্রশংসা করি, আর এমন একজন মহৎ মানুষকে বন্ধুরূপে পেয়েছি বলে গর্ববোধ করি। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব তুমি দাও নি," অব্‌লন্‌স্কির চোখের দিকে সোজা তাকাবার একটা বেপরোয়া চেষ্টা করে সে কথাগুলি বলল।

"খুব ভাল। একটু অপেক্ষা কর; তুমি নিজেই জবাব পেয়ে যাবে। তুমি তো ভাগ্যবান মানুষ; কারাজিন উয়েজ্‌দ্‌-এ আট হাজার একর জমির মালিক, এমন পেশীবহুল শরীর, আর বারো বছরের ছেলের মত তাজা ও সুন্দর স্বাস্থ্য। কিন্তু একদিন তোমাকে এখানেই আসতে হবে। কিন্তু এবার তোমার প্রশ্নে ফিরে যাই: পরিবর্তন কিছু ঘটেনি, কিন্তু এটা খুবই দুঃখের যে তুমি এত দীর্ঘকাল দূরে সরে রয়েছ।"

ভয়ার্ত গলায় লেভিন-প্রশ্ন করল, "কেন ?"

অব্‌লন্‌স্কি জবাব দিল, "আরে না, বিশেষ কিছু না। সে কথা পরে হবে। তুমি এখানে এসেছ কেন ?"

আকর্ণ লাল হয়ে লেভিন বলল, "সে কথাও পরে হবে।"

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "খুব ভাল। ব্যাপার হল···তোমাকে সঙ্গে করে বাড়িতেই নিয়ে যেতাম, কিন্তু আমার স্ত্রী অসুস্থ। দেখ, তাদের সঙ্গে যদি দেখা করতে চাও,' আমার বিশ্বাস চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে চিড়িয়াখানায় গেলে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। কিটি সেখানে 'স্কেট' করতে যায়। তুমি তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাও। পরে আমি গিয়ে তোমাকে নিয়ে এক সঙ্গে খেতে যাব।"

"চমৎকার। বিদায় "

"মনে থাকে যেন! আমি তো তোমাকে চিনি; ভুলেও যেতে পার, আবার হুট করে গ্রামেও চলে যেতে পার!" অব্‌লন্‌স্কি হাসতে হাসতে বলল।

"কোন ভয় নেই!" বলে লেভিন আপিস থেকে বেরিয়ে গেল। দরজার কাছে পৌঁছে তবে তার মনে পড়ল যে অব্‌লন্‌স্কির সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হয় নি।

লেভিন চলে গেলে গ্রিনেভিচ মন্তব্য করল, "মনে হচ্ছে লোকটি খুব টগবগে প্রকৃতির।"

মাথা নেড়ে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "তা খুব। আর কী কপাল! কারাজিন উয়েজ্‌দ্‌-এ আট হাজার একর, সামনে পড়ে আছে গোটা জীবন, আর কী উৎসাহে ভরপুর! আমাদের মত নয়।"

"আপনারই বা অভিযোগ করবার কি আছে স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ?"

"সব কিছু। সব কিছুই ভুল হয়ে গেছে," গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অব্‌লন্‌স্কি কথাগুলি বলল।

॥ ৬ ॥

অব্‌লন্‌স্কি যখন লেভিনকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে মস্কোতে এসেছে কেন তখন লেভিনের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল, আর সেই লজ্জার জন্য সে নিজের উপরেই রাগ করেছিল, কারণ সে তখন বলতে পারে নি, "তোমার শ্যালিকার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতেই আমি এসেছি," যদিও সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সে মস্কো এসেছে।

লেভিন এবং শেরবাত্‌স্কি পরিবার মস্কোর দুটি প্রাচীন অভিজাত পরিবার; তাদের মধ্যে আগাগোড়াই ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। লেভিনের ছাত্রাবস্থায় এই ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পায়। ডলি ও কিটির ভাই তরুণ প্রিন্স শেরবাত্‌স্কির সঙ্গে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছে; দুজনই সেখানে ছাত্র ছিল। সেই সময় লেভিন প্রায়ই শেরবাত্‌স্কিদের বাড়ি যেত এবং বাড়িটাকেও ভালবেসে ফেলেছিল। অদ্ভুত শোনালেও এটাই খাঁটি কথা যে কনস্তান্তিন লেভিন ভালবসেছিল বাড়িটাকে, পরিবারটিকে, বিশেষ করে পরিবারের মেয়েদের। মায়ের কথা লেভিনের মনেই পড়ে না, তার একমাত্র দিদি বয়সে তার চাইতে অনেক বড়; বাবা ও মায়ের মৃত্যুর ফলে প্রাচীন অভিজাত, সংস্কৃতিবান পরিবারের যে পরিচয় থেকে সে বঞ্চিত হয়েছিল তার সঙ্গে লেভিনের প্রথম পরিচয় ঘটে এই শেরবাত্‌স্কি পরিবারের মাধ্যমে। গোটা পরিবারটাকেই, বিশেষ করে বাড়ির মহিলাদের, সে দেখল একটি রহস্য ও কাব্যের অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে; ফলে তাদের কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি তো তার চোখে পড়লই না, উপরন্তু কাব্যের রহস্য-গুণ্ঠনের অন্তরালে সে তাদের দেখল মহান অনুভূতি ও পরিপূর্ণতার প্রতিভূরূপে। তাই সে জানল যে তিনটি বোনসহ গোটা শেরবাত্‌স্কি পরিবারের সঙ্গে জড়িত সব কিছুই চমৎকার; আর আসলে সে ভালবাসল পরিবারটির রহস্যময় পরিমণ্ডলকে।

ছাত্রাবস্থায়ই লেভিন বড় বোন ডলির প্রেমে প্রায় পড়ে গিয়েছিল, এমন সময় বড় তাড়াতাড়ি অব্‌লন্‌স্কির সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। তখন তার মনে

হল সে মেজ বোনটির প্রেমে পড়েছে ; যেন যে কোন এক বোনের সঙ্গে প্রেমে পড়তে সে বাধ্য, শুধু কার প্রেমে পড়বে সেটাই স্থির করতে পারছিল না। মেজ নাতালও সমাজে চলাফেরা করতে করতেই দূতাবাসে কর্মরত লভোভ নামক একজনকে বিয়ে করে ফেলল। লেভিন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করল ছোট বোন কিটি তখন প্রায় শিশু। নৌ-বাহিনীতে চাকরি নিয়ে ভাইটি বাল্‌টিক সাগরে ডুবে মারা গেল ; আর তারপর থেকে সে পরিবারের সঙ্গে লেভিনের বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হত না, যদিও ডলির স্বামী অব্‌লন্‌স্কির সঙ্গে তার বন্ধুত্বটা বজায় রইল। কিন্তু একটা বছর গ্রামে কাটাবার পরে এই বছরই শীতকালে সে যখন আবার মস্কো এসেছিল এবং শেরবাত্‌স্কিদের সঙ্গে তার দেখাও হয়েছিল তখন সে ভালভাবেই জানত কোন্ বোনকে ভালবাসা তার নিয়তি।

স্বভাবতই মনে হতে পারে যে তার মত একজন ভাল পরিবারের বত্রিশ বছর বয়স্ক ধনী ভদ্রলোকের পক্ষে প্রিন্সেস কিটি শের্‌বাতস্কির পাণি-প্রার্থনা করাই তো সহজ সরল পথ। সকলের পক্ষেই তো প্রস্তাবটা গ্রহণীয় হবারই কথা। কিন্তু লেভিন তখন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, কাজেই তার চোখে কিটি তখন সর্বাঙ্গীন পূর্ণতার প্রতিমূর্তি, জাগতিক সব কিছুর অনেক উর্ধ্বে তার স্থান, আর সে নিজে এতই নিম্নস্তরের জাগতিক জীব যে স্বয়ং কিটি বা অন্য কেউই তাকে কিটির উপযুক্ত বলে মনে করবে না।

দুটি মন্ত্রমুগ্ধ মাস মস্কোতে কাটিয়ে এবং কিটিকে দেখবার আশায় প্রতিদিন সমাজে যাতায়াত করেও হঠাৎ সে স্থির করে ফেলল যে সেখানে তার কোন আশাই নেই ; কাজেই সে গ্রামে ফিরে গেল।

তার যে কোন আশা নেই লেভিনের এই ধারণা জন্মেছিল তার এই বিশ্বাস থেকে যে কিটির বাবা-মার চোখে সে সুন্দরী কিটির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না, এই বিয়ে তাদের দিক থেকে কোন সুবিধাও বয়ে আনবে না, আর তার মত একটি লোককে কিটিও ভালবাসতে পারে না। তার বাবা-মার চোখে লেভিনের কোন স্থায়ী নির্দিষ্ট চাকরি নেই, সমাজে কোন মর্যাদা নেই, অথচ তার সমসাময়িকদের মধ্যে যাদের বয়সও তার মতই বত্রিশ বছর তাদের অনেকেই কর্ণেল, অধ্যাপক, ব্যাংক ও রেলওয়ের ডিরেকটর বা অনুরূপ পদে অধিষ্ঠিত, অথবা অব্‌লন্‌স্কির মত কোন সরকারী আপিসের প্রধান। তাদের সঙ্গে তুলনায় সে তো একজন গ্রাম্য জমিদার মাত্র ; সে গরু চরায়, পাখি শিকার করে, গোলাবাড়ি চালায় ; অন্য কথায় সে তো একটা নির্বোধ অকর্মা মানুষ ; কেতাদুরস্ত সমাজের মতে সে তো এমন কাজই করছে যা মানুষ অনন্যোপায় হয়েই করে থাকে।

তাছাড়া, সুন্দরী রহস্যময়ী কিটি তার মত একটা অতি সাধারণ মানুষকে ভালবাসতে পারে না ; সে যে অত্যন্ত সরল ও বৈশিষ্ট্যবিহীন। তার মতে,

তার মত একজন অনাকর্ষণীয় ভাল মানুষকে বন্ধু হিসাবে ভালবাসা যায়, কিন্তু কিটির প্রতি তার যে ভালবাসা কেবলমাত্র একজন সুদর্শন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পুরুষকেই সে ভালবাসা দেওয়া যায়।

সে শুনেছে যে মেয়েরা অনেক সময় সরল অনাকর্ষণীয় পুরুষকে ভালবাসে, কিন্তু সে তা বিশ্বাস করে না; এ ব্যাপারে নিজের মনোভাব দিয়েই সে অপরের বিচার করে; সেও তো ভালবাসতে চায় কেবলমাত্র একটি সুন্দরী, রহস্যময়ী, অসাধারণ নারীকে।

কিন্তু দুটি মাস একাকি গ্রামে কাটিয়ে সে বুঝতে পেরেছে যে এটা প্রথম যৌবনের অনেক অনুরাগের মতই একটি অনুরাগমাত্র নয়। এই অনুরাগ তাকে এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে দেয় না কিটি তার স্ত্রী হবে কি না: এই প্রশ্নের উত্তর ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না। সে আরও বুঝতে পেরেছে যে তার এই নৈরাশ্য হয় তো কল্পনাপ্রসূত; তার প্রস্তাব যে প্রত্যাখ্যাত হবে এমন কোন প্রমাণ তো সে পায়নি। কাজেই বিয়ের প্রস্তাব করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়েই সে মস্কোতে এসেছে। প্রস্তাব গৃহীত হলে বিয়েটাও সেরে ফেলবে। কিন্তু প্রস্তাব যদি গৃহীত না হয়…। প্রত্যাখ্যাত হলে তার যে কি হবে তা সে ভাবতেও পারে না।

॥ ৭ ॥

সকালের ট্রেনে মস্কো পৌঁছে লেভিন সোজা গিয়ে উঠল তার মায়ের দিক থেকে সৎ-ভাই সের্গেই আইভানোভিচ কোজ্‌নিশেভ-এর বাড়ি। ভাইটি বয়সে তার চাইতে বড়। পোষাক বদলেই সে ভাইয়ের পড়ার ঘরে ঢুকল, মনের ইচ্ছা, যে জন্য সে এসেছে সে কথা বলে তার পরামর্শ নেওয়া। কিন্তু ভাইকে একা পেল না। খারকভ থেকে আগত দর্শনশাস্ত্রের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সমস্যা নিয়ে দুজনের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনার জন্যই অধ্যাপক এখানে এসেছে। অধ্যাপকটি বস্তুবাদের বিরুদ্ধে একটা জোরদার অভিযান শুরু করেছে; কোজ্‌নিশেভও সমস্যাটিতে খুবই আগ্রহী হয়ে তার মতের বিরোধিতা করে একটা চিঠি লিখেছিল। সেই প্রসঙ্গেই এই আলোচনার সূত্রপাত। সমস্যার মূল কথাটি হল: মানবিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানসিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোন সীমারেখা আছে কি না, এবং থাকলে সেটা কি?

কোজ্‌নিশেভ তার স্বাভাবিক নিস্পৃহ সস্নেহ হাসির সঙ্গে ভাইকে স্বাগত জানিয়ে অধ্যাপকের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে পুনরায় নিজেদের আলোচনায় ফিরে গেল।

পাণ্ডুর মুখ, ছোট কপাল, চশমা-চোখে অধ্যাপকটি মুহূর্তের জন্য আলোচনায় বিরতি দিয়ে পরিচয়-পাঠ শেষ হওয়া মাত্রই আবার নিজের কথায় ফিরে গেল। লেভিনের কথা যেন ভুলেই গেল। অধ্যাপক কখন চলে যাবে সেই প্রতীক্ষায় লেভিন বসে বসে তাদের আলোচনা শুনতে লাগল। আলোচনা চলতেই লাগল।...

॥ ৮ ॥

অধ্যাপক চলে যেতেই কোজ্‌নিশেভ ভাইয়ের দিকে মুখ ফেরাল:

"তুমি আসায় সাংঘাতিক খুসি হয়েছি। কতদিন পরে এলে? তোমার চাষবাস কেমন চলছে?"

লেভিন জানে, চাষবাসের ব্যাপারে ভাইয়ের কোন আগ্রহই নেই; শুধু ভদ্রতার খাতিরেই প্রশ্নটা করেছে; কাজেই সেও জবাবে সব বিক্রি করে যে টাকাটা এনেছে সেই কথাই শুধু বলল।

বিয়ের কথা বলে ভাইয়ের পরামর্শ চাইতেই লেভিন এসেছে কিন্তু ভাইকে দেখে, অধ্যাপকের সঙ্গে তার কথাবার্তা শুনে এবং চাষবাস সম্পর্কে (তাদের মায়ের সম্পত্তি এখনও ভাগ করা হয় নি আর লেভিনই সবটা সম্পত্তি দেখাশোনা করে) তার মুরুব্বির মত কথায় লেভিনের মনে হল যে কারণেই হোক বিয়ের কথা তার কাছে বলা চলবে না। কেন যেন তার মনে হল, ভাই এ ব্যাপারে তার মতে মত দেবে না।

"আচ্ছা, জেলা-পরিষদের কাজকর্ম কেমন চলছে?" কোজ্‌নিশেভ প্রশ্ন করল। জেলা-পরিষদের ব্যাপারে সে খুব আগ্রহী, আর ওসব ব্যাপারকে সে খুব গুরুত্বও দিয়ে থাকে।

"আমি ঠিক বলতে পারি না।"

"সে কি? তুমি তো কমিটির একজন সদস্য, তাই নয় কি?"

লেভিন উত্তর দিল, "এখন আর নেই। আমি পদত্যাগ করেছি। আজকাল সভায় আর যাই না।"

"দুঃখের কথা," ভুরু কুঁচকে কোজ্‌নিশেভ বিড়-বিড় করে বলল।

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আজকাল জেলা-পরিষদে যে সব কাণ্ডকারখানা চলেছে লেভিন তার বিবরণ দিতে লাগল।

কোজ্‌নিশেভ বাধা দিয়ে বলল, "এই তো দোষ। আমরা রুশরা সব সময় এই রকমই করি। এই যে নিজেদের দোষত্রুটিকে দেখতে পারার ক্ষমতা—এটা একটা গুণ হতে পারে, কিন্তু এটাকে নিয়ে আমরা বড়ই বাড়াবাড়ি করে ফেলি এবং মুখে যা আসে তাই বলে ফেলে ভাবি যে খুব বাহাদুরি করা গেল। আমি তোমাকে বলছি, জেলা-পরিষদকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে

সেটা যদি অন্য কোন ইওরোপীয় দেশ পেত—ধরো জার্মান অথবা ইংরেজরা পেত—তাহলে তার সাহায্যে তারা নিজেদের স্বাধীন করে তুলত আর আমরা তা নিয়ে শুধু হাসি-তামাসাই করি।"

লেভিন বিনীতভাবে বলল, "আমি কি করতে পারি? শেষ চেষ্টা করে দেখেছি। সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে কাজ করেছি। কিন্তু কিছুই করতে পারি নি। আমি অক্ষম।"

কোজ্‌নিশেভ বলল, "অক্ষম নও। সমস্ত ব্যাপারটাকেই তুমি ভুল বুঝেছ।"

"হয়তো তাই" লেভিন ভুরু কুঁচকে বলল।

"ভাল কথা, ভাই নিকোলাই আবার এখানে এসেছে।"

নিকোলাই কনস্তান্তিন-এর আপন বড় ভাই, কোজ্‌নিশেভ-এর সৎ-ভাই। লোকটি একেবারে পথে বসেছে। বিষয়-সম্পত্তি যা ছিল সব উড়িয়ে দিয়ে যত সব অজানা বদলোকদের আড্ডায় মিশে ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গিয়েছিল।

লেভিন আঁতকে উঠে বলল, "কি বলছ! কেমন করে জানলে?"

"প্রোকফির সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল।"

"এই মস্কোতে? সে কোথায় আছে—জান কি?" লেভিন এমনভাবে উঠে দাঁড়াল যেন এখনই তাকে খুঁজতে বেরিয়ে যাবে।

ছোট ভাইকে এতটা বিচলিত হতে দেখে তার মাথাটা নেড়ে দিয়ে কোজ্‌নিশেভ বলল, "তোমাকে কথাটা বলেছি বলে আমি দুঃখিত। সে যেখানে থাকে সেখানে লোক পাঠিয়েছিলাম; ক্রুবিন-এর কাছ থেকে সে হুণ্ডীতে যে টাকা নিয়েছিল এবং যে টাকা আমি ক্রুবিনকে দিয়ে দিয়েছি সেই হুণ্ডীটাও তাকে পাঠিয়েছিলাম। এই দেখ তার কি জবাব সে দিয়েছে।" কাগজ-চাপার নীচ থেকে একটা চিঠি বের করে সে ভাইয়ের হাতে দিল।

পরিচিত হাতের লেখা চিঠিটা লেভিন পড়তে লাগল: "তোমাদের কাছে বিনীত অনুরোধ আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও। মাননীয় ভাইদের কাছে এটাই আমার একমাত্র দাবী। নিকোলাই লেভিন।"

চিঠিটা পড়ে সেটা হাতে নিয়ে লেভিন কোজ্‌নিশেভ-এর সামনে দাঁড়িয়ে রইল; মাথাটাও তুলতে পারল না। একদিকে এই হতভাগ্য ভাইকে ভুলে যাবার ইচ্ছা, আর অন্যদিকে সে কাজটা যে অন্যায় এই চেতনা—এই দুই দিকের টানা-পোড়েনে তার মনের মধ্যে ঝড় চলছে।

কোজ্‌নিশেভ বলতে লাগল "মনে হচ্ছে সে আমাকে আঘাত দিতে চায় কিন্তু তা সে পারবে না; সর্বান্তঃকরণে তাকে সাহায্য করাই আমার উচিত, কিন্তু আমি জানি তাও অসম্ভব।"

লেভিন বলল, "আমি জানি। আমি জানি। তোমার মনোভাব আমি বুঝি, প্রশংসা করি। তবু আমি যাব, তার সঙ্গে দেখা করব।"

কোজ্‌নিশেভ বলল, "যেতে ইচ্ছা হয় যাও, কিন্তু আমি যেতে বলব না। অর্থাৎ তুমি গেলে তাতে আমার ভয়ের কিছু নেই, তোমার ও আমার মধ্যে সে কোন ঝগড়া বাঁধাতে পারবে না; কিন্তু তোমার ভালর জন্যই বলছি, তোমার সেখানে না যাওয়াই ভাল। তার ভাল করতে পারবে না। যাই হোক, তোমার যেমন ইচ্ছা তাই কর।"

"তার ভাল হয় তো করতে পারব না, কিন্তু আমার মনে হয়, বিশেষ করে এই সময়ে—কিন্তু সে তো অন্য কথা—আমার মনে হয়, না গেলে আমি শান্তি পাব না।"

কোজ্‌নিশেভ বলল, "দেখ, এটা আমি বুঝি না। শুধু বুঝি এটা নীচতার শিক্ষা। নিকোলাই আজ যা হয়েছে তার সেই উচ্ছৃংখলতাকে আমি অন্য চোখে, ক্ষমার চোখেই দেখি। সে কি করেছে জান?"

"ওঃ, ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর,!" লেভিন চেঁচিয়ে বলল।

কোজ্‌নিশেভ-এর চাকরের কাছ থেকে ভাইয়ের ঠিকানা নিয়ে সে তখনই বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু পরে কি মনে করে যাওয়াটা সন্ধ্যা পর্যন্ত স্থগিত রাখল। প্রথমেই যে প্রশ্ন নিয়ে সে মস্কো এসেছে তার একটা ফয়সালা করে সে মনের শান্তি ফিরিয়ে আনতে চায়। তাই সে চলে গেল অব্‌লন্‌স্কির আপিসে এবং শেরবাত্‌স্কিদের খবর জেনে যেখানে কিটিকে পাওয়া সম্ভব বলে শুনল সেই দিকে যাত্রা করল।

॥ ৯ ॥

বেলা চারটের সময় চিড়িয়াখানায় পৌঁছে লেভিন কম্পিত বুকে গাড়ি থেকে নেমে স্কেটিং-রিংক-এর দিকে এগিয়ে চলল; তার নিশ্চিত ধারণা কিটিকে সেখানে পাবে, কারণ শেরবাত্‌স্কি পরিবারের গাড়িটাকে সে ফটকে দেখেছে।

দিনটা ঠাণ্ডা, পরিষ্কার। ফটকে অনেক গাড়ি, স্লেজ, কোচয়ান ও সৈনিকের ভিড়। যেতে যেতে সে নিজের মনেই ভাবতে লাগল: আমি উত্তেজিত হব না; শান্ত থাকব; কিন্তু বুকের মধ্যে—এ কি? ধবক্ ধবক্ করছে কেন? আরে মুর্খ, শান্ত হও! কিন্তু যতই নিজেকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করেছে, ততই দম আটকে আসছে। একজন পরিচিত লোক তাকে ডাকল, কিন্তু সে তাকে চিনতেই পারল না। আর একটু এগিয়ে স্কেটিং-রিংক-এ পৌঁছেই অন্যদের সঙ্গে তাকেও সে দেখতে পেল।

মনের আনন্দ ও আশংকা দিয়েই বুঝি সে তাকে চিনতে পারল। রিংকের অপর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে একটি মহিলার সঙ্গে কথা বলতে দেখল। কি পোষাকে কি ভঙ্গীতে, কিটির মধ্যে এমন কিছু ছিল না যাতে অন্যদের থেকে তাকে আলাদা করা যায়, কিন্তু আলকুশীর ভিড়ের মধ্যে থেকে যেমন গোলাপকে সহজেই

খুঁজে পাওয়া যায় তেমনই লেভিন সেই ভিড়ের মধ্যেও কিটিকে সহজেই খুঁজে বের করল। সে যেন সব কিছুকেই আলোকিত করে রেখেছে। তার হাসি যেন ছড়িয়ে আছে চারদিকে। নিজের মনেই বলল, বরফের উপর দিয়ে হেঁটে কি তার কাছে যাওয়া চলে? কিটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সে স্থানটা যেন পবিত্র; সেখানে যাবার সাহস তার নেই; এক সময় সে তো ফিরে যাবে বলেই স্থির করল। কিন্তু তার পরেই ভাবল, এখানে তো কত লোকই এসেছে; সেও যে স্কেট করতেই আসে নি তাই বা কে জানে।

সপ্তাহের এই দিনটিতে এবং দিনের এই সময়টাতে একটা বিশেষ শ্রেণীর পরস্পরের পরিচিত জনরা এখানে ভিড় করে। তাদের মধ্যে স্কেটিং-এর পাকা খেলোয়াড় যেমন খেলা দেখাচ্ছে, তেমনই শিক্ষানবীশ ছেলে ও বুড়োর দলও কাঁপতে কাঁপতে বরফের উপর দিয়ে চলছে আর পড়ে-পড়ে যাচ্ছে।

কিটির জ্ঞাতি-ভাই নিকোলাই শের্‌বাতস্কি খাটো কুর্তা ও আটো ট্রাউজার পরে পায়ে স্কেট বেঁধে একটা বেঞ্চিতে বসে ছিল। সেই প্রথম লেভিনকে দেখতে পেয়ে হাঁক দিল:

"আরে, রাশিয়ার স্কেটিং-বীর যে। কতক্ষণ এসেছেন? বহুৎ আচ্ছা বরফ! স্কেট পরে নিন।"

লেভিন বলল, "আমার সঙ্গে স্কেট নেই।" তার দৃষ্টি তখনও কিটির উপরেই নিবদ্ধ। কিটি তখন তার দিকেই এগিয়ে আসছিল। তাকে দেখতে পেয়েছে। কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল "এখানে কতদিন এসেছেন?" তার হাত থেকে রুমালটা পড়ে যেতেই লেভিন সেটা কুড়িয়ে তার হাতে দিল। কিটি বলল, "ধন্যবাদ।"

লেভিন আমৃতা-আমৃতা করে বলল "আমি? না বেশী দিন হয় নি··· পরশু···মানে আজ···। তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবার ইচ্ছা ছিল।" কেন যে সে কিটির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল সে কথা মনে হতেই লজ্জায় আবার তার মুখখানা লাল হয়ে উঠল; সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। "আমি জানতাম না তুমি স্কেট করতে জান, আর এত ভাল জান।"

তার এই অস্বস্তির কারণ বুঝবার জন্য কিটি তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

"আপনার কথাগুলি প্রশংসার মতই শোনাচ্ছে। তবে এখানকার শ্রেষ্ঠ স্কেটার হিসাবে এখনও তো আপনার সুনাম আছে," বলতে বলতে কালো দস্তানায় ঢাকা ছোট হাতখানি দিয়ে সে পোষাক থেকে ছোট ছোট বরফের কণাগুলো ঝেড়ে ফেলতে লাগল।

"আহা, এক সময় স্কেটিংই ছিল আমার নেশা। আমি চেয়েছিলাম পূর্ণতা অর্জন করতে।"

কিটি হেসে বলল, "মনে হচ্ছে আপনি সব কিছুই নেশার ঝোঁকে করেন।

আপনাকে স্কেট করতে দেখতে বড় ভালবাসি! দয়া করে স্কেট পরে নিন; চলুন দু'জন একসঙ্গে স্কেট করি।"

একসঙ্গে স্কেট! তাও কি সম্ভব! চোখ না সরিয়েই লেভিন ভাবল। "ওখানে গিয়ে স্কেট পরে আসছি" বলেই সে চলে গেল।

লেভিন-এর পায়ে স্কেট পরিয়ে গোড়ালির সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আঁটতে আঁটতে পরিচারকটি বলল, "অনেক দিন আপনাকে দেখি নি স্যার। এ খেলাটা আপনার মত রপ্ত করতে আর কাউকে দেখলাম না। বেশ আরাম লাগছে তো।" ফিতেটা আঁটতে আঁটতে সে প্রশ্ন করল।

অনেক কষ্টে খুসির হাসি চেপে লেভিন বলল, "খুব আরাম। দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি কর।"

আঃ। এই তো জীবন! এই তো সুখ! সে নিজের মনেই বলল। কিটি বলেছে, একসঙ্গে, চলুন একসঙ্গে স্কেট করি! এখনই কি কথাটা বলা উচিত? কিন্তু এই সুখের জন্যই তো তাকে বলতে আমার এত ভয়। আশা আছে বলেই তো সুখ। কিন্তু তবু যদি···? কিন্তু আমাকে বলতেই হবে! অবশ্য বলতে হবে! অবশ্য! দুর্বলতা অনেক হয়েছে!

কোটটা খুলে অসমান বরফের উপর দিয়ে ছুটে গিয়ে সমান বরফের উপর পা ফেলে অতি সহজে সে যেন ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল। লাজুকভাবেই কিটির কাছে হাজির হল, কিন্তু তার হাসি আবার লেভিনকে ভরসা জোগাল।

কিটি হাত বাড়িয়ে দিল; দু'জনে স্কেটিং শুরু করল; ক্রমেই তাদের গতি বাড়ছে; গতি যত দ্রুততর হচ্ছে কিটি ততই শক্ত করে তার হাতটা চেপে ধরছে।

কিটি বলল, "আপনার সঙ্গে চললে আমি অনেক তাড়াতাড়ি শিখতে পারব। আপনার উপর আমি অনেক ভরসা রাখতে পারি।"

লেভিন বলল, "আর তুমি যখন আমার গায়ে ভর দাও তখন আমিও নিজের উপর ভরসা ফিরে পাই।" সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলার জন্য তার ভয় হল, তার মুখ লাল হয়ে উঠল। সত্যি তো, সূর্য যেমন মেঘের আড়ালে ঢেকে যায় তেমনই এই কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই কিটির মুখের নরম ভাবটাও যেন কিসে ঢাকা পড়ে গেল।

ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে লেভিন বলল, "আশা করি আপনার কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে না? কিন্তু এ প্রশ্ন করবার অধিকার তো আমার নেই।"

ঠাণ্ডা গলায় কিটি তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "কেন নেই? না, না, আমার কোনই অসুবিধা হচ্ছে না। মাদ্‌ময়জেল লিনোন-এর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে কি?"

"এখনও হয় নি।"

"তার কাছে যাবেন। তিনি আপনাকে পছন্দ করেন।"

কি ব্যাপার ? নিশ্চয় আমি তাকে অসন্তুষ্ট করেছি। হায় ঈশ্বর, আমাকে বাঁচাও ! যে বেঞ্চিটাতে সাদা চুল করাসী মহিলাটি বসে ছিল সেদিকে যেতে যেতে লেভিন নিজের মনেই কথাগুলি বলল। পুরনো বন্ধুর মতই মহিলাটি লেভিনকে অভ্যর্থনা জানাল। প্রাণখোলা হাসিতে তার নকল দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল।

চোখের ইসারায় কিটিকে দেখিয়ে মহিলাটি বলল, "হ্যাঁ, আমরা তো ক্রমেই বড় হয়ে উঠি। বয়স বাড়ে।" মহিলাটি হাসল। রূপকথার তিন ভালুকের গল্প থেকে সে যে তিন বোনকে "তিন ভালুক" বলে ডাকত সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলল, "সে কথা তোমার মনে আছে ?"

লেভিনএর মনে পড়ল না ; কিন্তু গত দশ বছর ধরে এই প্রসঙ্গটা তুলে ভদ্রমহিলা তাকে নিয়ে মজা করে চলেছে।

"আচ্ছা, তাহলে এখন যাও, স্কেট করগে। আমাদের কিটি এখন খুব ভাল স্কেট করতে শিখেছে, তাই না ?"

লেভিন যখন কিটির কাছে ফিরে গেল তখন তার মুখের উপর থেকে মেঘটা সরে গেছে। সে প্রশ্ন করল, "শীতকালে গ্রামে থাকতে আপনার এক-ঘেয়ে লাগে না ?"

"মোটেই না। হাতে কত কাজ থাকে।"

"বেশ কিছুদিন থাকবেন তো ?" কিটি জিজ্ঞাসা করল।

কিছু না ভেবেই লেভিন জবাব দিল, "জানি না।"

"সে কি ? আপনি জানেন না ?"

"না, জানি না। সবই তোমার উপর নির্ভর করছে।" কথাটা মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যেতেই সে আতংকিত হয়ে উঠল।

হয়তো কিটি কথাগুলি শুনেছিল, হয় তো ইচ্ছা করেই শোনে নি : কিন্তু সে যাই হোক, হঠাৎ সে থমকে গেল ; দ্রুত স্কেট করে মাদময়জেল লিনোন-এর কাছে গেল ; তাকে কি যেন বলে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেল। মহিলারা সে-খানেই পা থেকে স্কেট খোলে।

হায় ভগবান, আমি কি দোষ করলাম ? হে ভগবান, আমাকে বাঁচাও, আমাকে পথ দেখাও। হঠাৎ কি মনে করে বাঁয়ে-ডাইনে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে সে স্কেট করতে শুরু করল।

ঠিক সেই সময় একটি তরুণ স্কেট পায়ে কফি হাউস থেকে বেরিয়ে এসে বরফের উপর নানা রকম আয়াসসাধ্য স্কেটিং-এর কায়দা দেখাতে শুরু করে দিল।

তা দেখে লেভিনও সেই খেলা দেখাবার চেষ্টা করল। আসন্ন বিপদের আশংকায় নিকোলাই শের্‌বাত্‌স্কি চেঁচিয়ে উঠল, "আপনি মারা পড়বেন যে ! এটা করতে হলে অনুশীলন থাকা চাই।"

লেভিন কিন্তু অবলীলাক্রমেই হাসতে হাসতে খেলাটা শেষ করল।

কিটি ভাবল, বাঃ, এই রকমই তো চাই। ও কী ভাল! আমি জানি অন্য একজনকে আমি ভালবাসি। তবু ওকে কাছে পেলে আমার ভাল লাগে। কিন্তু আমি তো ভেবে পাই না ও রকম একথা ও বলল কেন!

লেভিন যখন আবার কিটিকে দেখতে পেল তখন সে তার মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি স্কেট ছেড়ে সে বাগানের ফটকে মা ও মেয়েকে ধরে ফেলল।

মা বলল, "তোমাকে দেখে খুসি হলাম। যথারীতি প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা বাড়িতেই থাকি।"

"তাহলে আজ?"

"হ্যাঁ, তুমি আজ এলেও খুসি হব," কঠিন গলায় মা বলল।

মায়ের এই কঠিন মনোভাবে বিরক্ত হয়ে সে ত্রুটিটা শুধরে দেবার জন্য কিটি হেসে তার দিকে ফিরে বলল:

"তাহলে আজ সন্ধ্যায়ই আপনার দেখা পাচ্ছি!"

ঠিক সেই সময় বিজয়ীর ভঙ্গীতে বাগানে ঢুকল অব্‌লন্‌স্কি; টুপিটা কাৎ করে বসানো, চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক। কিছুটা অপরাধীর মত সে ডলির স্বাস্থ্য সম্পর্কে শাশুড়ির প্রশ্নের জবাব দিল, গম্ভীর নীচু গলায় কিছু কথাবার্তা বলল; তারপর লেভিনকে জড়িয়ে ধরল।

"এখনই যাবে না কি? সারাক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম; তুমি আসায় অসম্ভব খুসি হয়েছি," অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে লেভিন-এর দিকে তাকিয়ে অব্‌লন্‌স্কি বলল।

লেভিন খুসিমনে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ।" তার কানে তখনও বাজছে সেই কথা ক'টি— আজ সন্ধ্যায়ই আপনার দেখা পাচ্ছি। তার চোখে এখনও ভাসছে কিটির সেই হাসি।

"কোথায় যাবে? ইংলিশ হোটেল-এ, না হার্মিটেজ-এ?"

"আমার কাছে সবই সমান।"

"তাহলে ইংলিশ হোটেলে-এই যাওয়া যাক। তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে তো? খুব ভাল! আমার গাড়িটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

সারা পথ দুই বন্ধুই চুপচাপ। লেভিন-এর মনে ভাসছে কিটির হাসি আর সেই কথাগুলি—আজ সন্ধ্যায়ই আপনার দেখা পাচ্ছি!

অব্‌লন্‌স্কি ভাবছে, খাবারের মেনু কি হবে।

হোটেলের কাছে পৌঁছে সে জিজ্ঞাসা করল, "আমার তো ধারণা তুমি পায়রাচাঁদা পছন্দ কর, তাই না?

"সেটা কি জিনিস?" লেভিন জিজ্ঞাসা করল। "ওহো, পায়রাচাঁদা মাছ। হ্যাঁ, পায়রাচাঁদা আমার ভীষণ পছন্দ।"

॥ ১০ ॥

হোটেলে ঢুকে দু'জন সোজা খাবার ঘরে চলে গেল। তাতার ওয়েটাররা দু'জনকে ঘিরে ধরল। বুড়ো তাতার ওয়েটারটি এগিয়ে এসে অব্‌লন্‌স্কিকে বলল, "এখানে বসুন ইয়োর এক্সেলেন্সি, এখানে কেউ আপনাকে বিরক্ত করতে আসবে না।" তাতারটির মাথার সব চুল পাকা, উরু দুটি এত চওড়া যে কোটের নীচের দিকটা অনেকটা ফাঁক হয়ে আছে। লেভিন-এর দিকে ফিরেও সে সসম্ভ্রমে বলল, "এখানেই বসুন ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

টেবিলের উপর একটা নতুন ঢাকনা পেতে দিয়ে ভেলভেটে-মোরা চেয়ার টেনে দিয়ে কাঁধে তোয়ালে ও হাতে মেনু-কার্ড নিয়ে সে অব্‌লন্‌স্কির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

"ইয়োর এক্সেলেন্সি যদি প্রাইভেট ঘর চান তাও পেতে পারেন। প্রিন্স ও লেডি গোলিৎসিন এখনই চলে যাবেন।" ঝিনুকের একটা নতুন চালান এসেছে।

"ওঃ ঝিনুক।"

অব্‌লন্‌স্কির প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবতে লাগল।

মেনু-কার্ড থেকে আঙুলটা তুলে নিয়ে বলল, "লেভিন, আমাদের খাবার ব্যবস্থাটা পাল্টালেই বোধ হয় ভাল হয়। তুমি ঠিক জান, ঝিনুকগুলো ভাল? ভেবে বল।"

"ফ্লেন্সবুর্গের ঝিনুক ইয়োর এক্সেলেন্সি, ওস্তেন্দ-এর নয়।"

"ফ্লেন্সবুর্গের ঝিনুক খুব ভাল, কিন্তু টাটকা তো?"

"কাল রাতেই এসেছে ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

"তাহলে ঝিনুক দিয়েই শুরু করা যাক, তারপর সুবিধামত ব্যবস্থা পাল্টা-লেই হবে, কি বল?"

"আমার কাছে কোন তফাৎ নেই। আমার বাঁধাকফির ঝোল আর গমের পরিজ হলেই যথেষ্ট। কিন্তু সে সব তো এখানে পাওয়া যাবে না।

নার্স যেভাবে বাচ্চার উপর ঝুঁকে পড়ে তেমনিভাবে লেভিন-এর উপর ঝুঁকে ওয়েটার বলল, "পরিজ আ লা রুশে স্যার?"

"ঠাট্টা তামাসা থাক। যা অর্ডার দেবে তাতেই আমার চলবে। স্কেটিং-এর ফলে তিমির মত ক্ষিদে পেয়েছে। তুমি যা পছন্দ করবে তাই আমার পছন্দ। মোদ্দা কথা, ভাল খাবার হলেই হল।"

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "তা হবে বলেই তো আশা করি। তুমি যাই বল, খাওয়াটাই জীবনের আসল সুখ। ঠিক আছে, তুমি তাহলে দুই—না, বরং তিন ডজন ঝিনুক নিয়ে এস···সঙ্গে তরকারির ঝোল—"

"প্রিঁ তানিয়ের," তাতারটি ফরাসীতে কথাটা বলল; কিন্তু অব্‌লন্‌স্কির সেটা মনঃপূত না হওয়ায় নিজের ভাষায়ই বলল, "তরকারির ঝোল, মনে থাকে

যেন। তারপর পায়রাচাঁদা ও ঘন চাটনি, তারপর…ধর…রোস্টবীফ—কিন্তু রান্না যেন ভাল হয়। খাসি মোরগও দিতে পারো, আর মোরব্বা তো অবশ্যই দেবে।"

অব্‌লন্‌স্কি খাবারের ফরাসী নাম পছন্দ করে না বুঝতে পেরে এবার আর সে ফরাসী প্রতিশব্দগুলি উচ্চারণ করল না; কিন্তু একটু পরেই পরম আনন্দে সোচ্চারে ফরাসী মেনু-কার্ডটা আগাগোড়া পড়ে গেল।

"আর পানীয় কি নেওয়া যায়?"

লেভিন বলল, "যা তোমার ইচ্ছা, তবে বেশী না। শ্যাম্পেন হলে কেমন হয়?"

"সে কি? শুরুতেই? কিন্তু হয় তো তুমি ঠিকই বলেছ। 'হোয়াইট সিল' পছন্দ কি?"

"কাচেৎ ব্লাঁ," তাতারটি যোগ করল।

"ঠিক আছে; ঝিনুকের সঙ্গে ওটাই দাও; পরে দেখা যাবে।"

"হ্যাঁ স্যার। আর টেবিল-মদ কি দেব?"

"নুইৎ। অথবা তার চাইতে চাব্লিসই দাও।"

"ঠিক আছে ইয়োর এক্সেলেন্সি। আর পনীরও চাই তো?"

"নিশ্চয়: পার্মেসান। নাকি তোমার আর কিছু পছন্দ?"

হাসি চাপতে না পেরে লেভিন বলল, "আমার কাছে সবই সমান।"

তাতারটি ছুটে চলে গেল; তার কোটের পিছনটা উড়তে লাগল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে খোলাশুদ্ধ এক প্লেট ঝিনুক ও আঙুলের ফাঁকে একটা বোতল ঝুলিয়ে ফিরে এল।

মাড় দেওয়া তোয়ালেটা ওয়েস্ট-কোটের মধ্যে গুঁজে দিয়ে চেয়ারের হাতলে দুটো হাত আরাম করে রেখে অব্‌লন্‌স্কি ঝিনুক নিয়ে পড়ল। রূপোর কাঁটা দিয়ে খোলা ভেঙে একটার পর একটা ঝিনুকের রসালো বস্তু খেতে খেতে সে বলে উঠল, "মন্দ না।" ভেজা চকচকে চোখে একবার লেভিন-এর দিকে, একবার তাতারের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, "মন্দ নয়।"

লেভিন যে ঝিনুক খেল না তা নয়, তবে সাদা রুটি ও পনীর হলেই তার বেশী ভাল হত। তবে অব্‌লন্‌স্কির খাওয়া দেখতে তার খুব মজা লাগছিল।

মদের গ্লাসটা শেষ করে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "আমার তো ভয় হচ্ছে, ঝিনুক তোমার খুব পছন্দ নয়, কি বল? না কি মনের মধ্যে আর কিছু ঘোরাফেরা করছে?"

"হ্যাঁ, মনে তো কিছু কথা আছেই; তবে তাছাড়াও এখানে কেমন যেন বাধ-বাধ লাগছে। গাঁয়ের মানুষ তো, আমার কাছে সবই কেমন যেন বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে; ঠিক যেমনটি মনে হয়েছিল তোমার আপিসের সেই ভদ্রলোকের হাতের নখ দেখে।"

অব্‌লন্‌স্কি হেসে বলল, "হ্যাঁ, বেচারি গ্রিনেভিচ-এর নখের দিকে যে তোমার নজর পড়েছিল সেটা আমি লক্ষ্য করেছি।"

"এ সব আমার বরদাস্ত হয় না," লেভিন বলল। "নিজেকে আমার জায়গায় বসিয়ে একটি গ্রাম্য মানুষের দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে দেখতে চেষ্টা কর। গ্রামদেশে আমরা হাতগুলোকে এমন অবস্থায় রাখি যাতে কাজকর্ম করতে সুবিধা হয়; তাই আমরা ছোট করে নখ কাটি, আর অনেক সময়ই আস্তিন গুটিয়ে রাখি। এখানে সকলে লম্বা নখ রাখে এবং জামার আস্তিনে চায়ের প্লেটের মাপের কাফ-লিংক লাগায়, যাতে হাত দিয়ে কোন কাজ না করা যায়।"

অব্‌লন্‌স্কি ভালমানুষের মত মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল। বলল :

"তাতেই বোঝা যায় তাদের হাত দিয়ে কিছুই করতে হয় না, তারা কাজ করে মাথা দিয়ে।"

"হয় তো তাই। তবু আমার কাছে এ সবই বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়, ঠিক যেমন খাওয়া নিয়ে এত সময় নষ্ট করাও একটা বাড়াবাড়ি। দেশে আমরা চেষ্টা করি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাওয়া শেষ করে কাজে হাত দিতে।"

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "তা তো ঠিকই। তবে কি জান, সভ্যতার উদ্দেশ্যই এই—সব কাজকেই আনন্দময় করে তোলা।"

"দেখ, এই যদি সভ্যতার লক্ষ্য হয়, তাহলে আমি বর্বরই থাকতে চাই।"

"তাই তুমি আছ। তোমরা সব লেভিনরাই বর্বর।"

লেভিন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। তার ভাই নিকোলাই-এর কথা মনে পড়ল। তার কথা মনে হতেই সে আহত হল, লজ্জিত হল, ভুরু কোঁচকালো। অব্‌লন্‌স্কিও আলোচনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল।

"আচ্ছা, তুমি কি আজ সন্ধ্যায় আমাদের পরিবার—অর্থাৎ শেরবাত্‌স্কি পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ?" তার চোখ দুটি অর্থপূর্ণভাবে ঝিলিক দিয়ে উঠল। শূন্য ঝিনুকের খোলাগুলি সরিয়ে দিয়ে সে পনীরের দিকে হাত বাড়াল।

লেভিন বলল, "সত্যি যাচ্ছি। যদিও মনে হয়েছিল যে আমাকে নেমন্তন্ন করতে প্রিন্সেসের খুব ইচ্ছা ছিল না।"

"সে আবার কি? যত সব বাজে কথা! তাঁর রকমই ওই···ওয়েটার। সুপটা নিয়ে এস।···তার রকমই ওই, ঠিক যেন ঠাকুরমাটি। আমিও যাচ্ছি, তবে যাবার আগে কাউন্টেস বানিনা-র রিহার্সেলটা দেখে যেতে হবে। আচ্ছা বল তো, সত্যি কি তুমি বর্বর নও? অন্যথায় এত দীর্ঘদিন মস্কো ছেড়ে থাকলে কেমন করে? শেরবাত্‌স্কিরা তো অনবরতই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে, যেন আমি তোমার সব খবরই রাখি। আমি তো শুধু একটা কথাই জানি—সেটা হল, যা কেউ করে না, তুমি সব সময় তাই কর।"

অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে ধীরে ধীরে লেভিন বলতে লাগল, "হ্যাঁ, তুমি

ঠিকই বলেছ। যত সব উদ্ভট কাজ আমি করি। কিন্তু গ্রামে না থেকে এখানে আসাটাই হচ্ছে সব চাইতে উদ্ভট কাজ। আমি এসেছি—"

লেভিন-এর চোখে চোখ রেখে অব্‌লন্‌স্কি বাধা দিয়ে বলল, "তুমি খুব ভাগ্যবান ছোকরা হে!"

"কেন?"

"আকাশ-পথে কি ভাবে পাড়ি জমায় তাই দেখে চিনি ঈগলকে; আর ভালবাসার ঝিলিক দেখে চিনি প্রেমিককে। তোমার সামনে তো পথ খোলা হে।"

"আর তুমি বুঝি সব কিছু পিছনে ফেলে এসেছ?"

"দেখ, ঠিক সব কিছু নয়। কিন্তু তোমার আছে ভবিষ্যৎ, আর আমার—অনেক উত্থান-পতন নিয়ে একটা বর্তমান।"

"একটু স্পষ্ট করে বলতে পার না?"

"এই মুহূর্তে প্রায় সবটাই পতন। কিন্তু নিজের কথা বলতে আমি চাই না, আর সব কিছু বুঝিয়ে বলাও শক্ত," অব্‌লন্‌স্কি বলল। "আচ্ছা, এবার বল তো, কিসের টানে মস্কো এসেছ?...এই যে ওয়েটার, প্লেটগুলো নিয়ে যাও।"

উত্তরে লেভিন বলল, "তুমি কি বুঝতে পার নি?"

"বুঝতে পেরেছি, তবে বলতে সাহস হচ্ছে না। এতেই তোমার বোঝা উচিত আমার অনুমান ঠিক কি না।" লেভিন-এর দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে অব্‌লন্‌স্কি কথাগুলি বলল।

কাঁপা গলায় লেভিন বলল, "এ বিষয়ে তুমি কি বল? তোমার কি মত?"

লেভিন-এর উপর থেকে চোখ না তুলে অব্‌লন্‌স্কি চাবলিস-এর গ্লাসটা ধীরে ধীরে শেষ করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত বলল, "আমার কথা যদি বল তো এর চাইতে বেশী আর কিছুই আমি চাই না। কিচ্ছু না। এর চাইতে ভাল ব্যবস্থা হয় না।"

সঙ্গীর চোখের দিকে তাকিয়ে লেভিন বলল, "তুমি কি নিশ্চিত যে তোমার ভুল হয় নি? কি বিষয়ে কথা হচ্ছে সেটা ঠিক বুঝতে পেরেছ তো? তুমি কি মনে কর এ কাজ সম্ভব?"

"নিশ্চয় মনে করি। কেন সম্ভব হবে না?"

"সত্যি মনে কর? বল, তোমার মনের কথা আমাকে বল। ধর, যদি...যদি আমাকে ফিরিয়ে দেয়? সেটাও তো যথেষ্ট সম্ভব যে..."

বন্ধুর উত্তেজিত অবস্থা দেখে হাসতে হাসতে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "সে কথা তোমার মনে হচ্ছে কেন?"

"দেখ, অনেক সময় সে আশংকাও আমার হয়। সেটা যে আমাদের দুজনেরই পক্ষেই ভয়ংকর—তার এবং আমার।"

"আরে না না ; সে এর মধ্যে ভয়ংকর কিছুই দেখতে পাবে না। বিয়ের প্রস্তাব করলে যে কোন তরুণীই তাতে গর্ববোধ করে।"

"হ্যাঁ, সব তরুণীইরা করে—কিন্তু সে নয়।"

অব্‌লন্‌স্কি হাসল। লেভিন-এর মনোভাব সে জানে। পৃথিবীর সব তরুণীদের সে দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছে : এক ভাগে আছে কিটি ছাড়া অন্য সব মেয়ে ; তারা সাধারণ মেয়ে, মানুষের দোষ-ত্রুটি সবই তাদের আছে ; অন্য ভাগে—কিটি একা, সব রকম দোষ-ত্রুটিমুক্ত ; সব জাগতিক মানুষের অনেক উর্ধ্বে তার স্থান।

লেভিন চাটনির পাত্রটা সরিয়ে দিতে তার হাতটা চেপে ধরে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "আহা, চাটনিটা চেখেই দেখ।"

তার কথামত লেভিন কিছুটা চাটনি মুখে দিল, কিন্তু অব্‌লন্‌স্কির খাওয়ায় বাধা দিয়ে বলল :

"একটু সবুর কর। তুমি তো জান, আমার কাছে এটা জীবন-মরণের কথা। একথা আমি কাউকে বলি নি, আর তুমি ছাড়া আর কাউকে বলতেও পারি না। তোমার আমার মধ্যে অনেক তফাৎ—রুচিতে, নীতিতে, সব কিছুতে ; তবু আমি জানি, তুমি আমাকে বোঝ, আমাকে পছন্দ কর ; তাই তো আমিও তোমাকে এত পছন্দ করি। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, আমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বল।

অব্‌লন্‌স্কি হেসে বলল, "আমি যা মনে করি ঠিক তাই তোমাকে বলছি। কিন্তু তার চাইতেও বেশী কিছু তোমাকে বলব : আমার স্ত্রী একটি অসাধারণ মহিলা।" স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান সম্পর্কের কথা মনে পড়তেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে একটু থামল। "তার বোধ হয় একটা তৃতীয় নয়ন আছে ; সে যে একটা মানুষের ভিতরটা দেখতে পায় তাই নয়, সে ভবিষ্যৎও বলে দিতেপারে, বিশেষ করে বিয়ের ব্যাপারে। যেমন ধর, সে আগেই বলে দিয়েছিল যে শাকোভ্‌স্কায়া ব্রেন্টেন-কে বিয়ে করবে। কেউ তখন সে কথা বিশ্বাস করে নি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাই তো ঘটেছে। আর আমার স্ত্রী তোমার পক্ষে।"

"কি বলতে চাও তুমি ?"

"আমি বলতে চাই, সে যে তোমাকে পছন্দ করে তাই নয়, সে বলে যে কিটি তোমাকে নিশ্চয় বিয়ে করবে।"

এ কথায় লেভিন-এর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; সে হাসি যেন খুসির অশ্রুরই কাছাকাছি।

লেভিন চেঁচিয়ে বলল, "সত্যি তিনি এ কথা বলেছেন ? তাই তো আমি সব সময়ই বলি, তোমার স্ত্রী অতীব মনোরমা। কিন্তু এ সব কথা থাক !" বলেই সে লাফিয়ে উঠল।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে ; এখন তো বস।"

লেভিন কিন্তু বসতে পারল না। দৃঢ় পদক্ষেপে সে পুরো ঘরটা হাঁটল, কোন রকমে চোখের জল সংবরণ করল, তারপর আসনে গিয়ে বসল।

বলল, "তুমি কি বুঝতে পারছ না? এটা প্রেম নয়। প্রেমে তো আগেও পড়েছি কিন্তু এ জিনিস সম্পূর্ণ আলাদা। এটা আমার অনুভূতি নয়, বাইরের কোন শক্তি আমার উপর ভর করেছে। আমি চলে গিয়েছিলাম, কারণ আমি জানতাম এ হবার নয়; এই পৃথিবীতে এত বড় সুখ কারও কপালে ঘটে না; দীর্ঘকাল নিজের সঙ্গে লড়াই করেছি, আর শেষ পর্যন্ত এই বুঝেছি যে এ ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না, আর তাই এসপার-ওসপার একটা করা চাই।"

"তাহলে পালিয়ে গেলে কোন্ বুদ্ধিতে?"

"দাঁড়াও। অনেক কথা বলার আছে। অনেক কিছু চাইবার আছে! শোন, এ কথা আমাকে বলে আমার যে কী উপকার করেছ তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। নিজের সুখে ভুলে থেকে আমি একটা জানোয়ার হয়ে উঠেছি, অন্য সব কিছু ভুলে গেছি; মাত্র আজই জেনেছি যে আমার ভাই নিকোলাই এখানে আছে—সে যে এখানে আছে তা কি তুমি জানতে? তাকে আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। এখন আমার মনে হচ্ছে যে তাকেও সুখী হতে হবে, আর সেটাই তো পাগলামি। কিন্তু এমন কিছু আছে যা ভয়ংকর—কথাটা তুমি বুঝতে পারবে কারণ তুমি বিবাহিত। আমাদের মত বয়স্ক লোক যাদের একটা অতীত ইতিহাস আছে—ভালবাসার নয়, পাপের ইতিহাস—তারা যখন হঠাৎ একদিন একটি নিষ্পাপ পবিত্র আত্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে সেটাই তো ভয়ংকর। এটা ঘৃণার্হ; এর ফলে তোমার নিজেকে অযোগ্য মনে হবেই।"

"আরে ধুর, এত কিছু পাপ তুমি কর নি।"

"তাহলেও, তাহলেও, অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গেই জীবনের অতীতের দিকে আমি তাকাই, তাকিয়ে শিউরে উঠি, নিজেকে অভিযুক্ত করি, তীব্রভাবে অনুশোচনা করি।...হ্যাঁ, এই হল পরিস্থিতি।"

অব্লন্স্কি বলল, "তা আর কি করা যাবে। এই তো জগতের নিয়ম। "একটিমাত্র সান্ত্বনা আমার আছে; সেই প্রার্থনাটা আমার মনকে বড়ই নাড়া দেয়: 'আমার প্রাপ্যের মাপে নয়, তোমার করুণার মাপে আমাকে ক্ষমা কর।' একমাত্র ঐ পথেই সে আমাকে ক্ষমা করতে পারে।"

॥ ১১ ॥

লেভিন তার গ্লাসটা শেষ করল। কিছুক্ষণ দু'জনই চপচাপ বসে রইল।

"তোমাকে আর একটা কথা বলা দরকার। তুমি কি ভ্রন্‌স্কিকে চেন?" অব্‌লন্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল।

"না চিনি না। কেন বল তো?"

"আর একটা বোতল আন," অব্‌লন্‌স্কি ওয়েটারকে বলল। সে লোকটা গ্লাসগুলো ভরে দিচ্ছিল আর কাছেই ঘুর-ঘুর করছিল।

"ভ্রন্‌স্কিকে চিনতে হবে কেন?"

"কারণ সে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী।"

"কে সে?" শিশুসুলভ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে লেভিন প্রশ্ন করল।

"ভ্রন্‌স্কি কাউন্ট কিরিল আইভানভিচ ভ্রন্‌স্কির ছেলে; পিতার্সবুর্গের সোনালী যৌবনের একটি চমৎকার নিদর্শন। যখন চাকরি উপলক্ষ্যে ত্বের-এ ছিলাম তখন তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল; সৈন্য-সংগ্রহের কাজে সে সেখানে এসেছিল। অসম্ভব ধনী, সুদর্শন, বড় বড় আত্মীয়-স্বজন, আর ইতিমধ্যেই এড-ডি-কং-এর পদে উন্নীত হয়েছে; তাহলেও ছেলেটি খুব ভাল, আর দয়ালু হৃদয়। কিন্তু সে এর চাইতেও বড়। সম্প্রতি তাকে আরও ভালভাবে জানবার সুযোগ আমার হয়েছে। জানতে পেরেছি, সে অত্যন্ত রুচিবান ও ততোধিক চালাকচতুর। অনেক উপরে সে উঠবে।"

লেভিন চোখ কুঁচকাল। কিছু বলল না।

"দেখ, তুমি চলে যাবার একটু পরেই সে এখানে এসেছিল। আমার মনে হল, কিটির প্রেমে সে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে তার মা—"

"আমি দুঃখিত। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না," লেভিন বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভাই নিকোলাই-এর কথা মনে পড়ে গেল; মনে পড়ল, কী জানোয়ারের মত সে তাকে ভুলে ছিল।

তার কাঁধে হাত রেখে হাসতে হাসতে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "হয়েছে, হয়েছে। আমি যা জানি সব তো তোমাকে বললাম; আবারও বলছি, এ সব ব্যাপারে অনুমানের যদি কোন মূল্য থাকে তো আমার বিশ্বাস তোমার দিকের পাল্লাই বেশী ভারী।"

লেভিন চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল। তার মুখ সাদা হয়ে গেছে।

লেভিন-এর গ্লাসটা ভরে দিতে দিতে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "আমি বলি কি, যত শীঘ্র সম্ভব ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেল।"

গ্লাসটা সরিয়ে দিয়ে লেভিন বলল, "ধন্যবাদ। আমি আর চাই না। নেশা হয়ে যাবে।" তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলল, "তারপর, দিনকাল কেমন চলছে?"

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "আর একটি কথা: যে কোন অবস্থাতেই আমার পরামর্শ, ব্যাপারটা এখনই মিটিয়ে ফেল। অবশ্য আমি বলছি না যে আজ রাতেই

কথা বলতে হবে। কাল সকালে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দাও। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।”

লেভিন বলল “তুমি না বলেছিলে আমাদের ওখানে শিকারে যাবে? তা এই বসন্তকালে এস না।”

অব্‌লন্‌স্কি হাসল। লেভিন-এর মনের অবস্থাটা সে বুঝতে পেরেছে। বলল, “তা যাওয়া যাবে এক সময়। আরে ভাই মেয়েমানুষকে ঘিরেই তো সব কিছু ঘোরে। আমার নিজের অবস্থাও এখন খারাপ, খুবই খারাপ। আর তারও কারণ মেয়েমানুষ। এবার আমি তোমার পরামর্শ চাই।” এক হাতে একটা সিগারেট বের করে অন্য হাতে মদের গ্লাস ধরে সে বলল।

“কি ব্যাপার?”

“ব্যাপার এই। ধর, তুমি বিয়ে করেছ, তোমার স্ত্রীকে ভালবাস কিন্তু অপর কোন স্ত্রীলোকের প্রতি তোমার মন মজেছে।”

“ক্ষমা কর ভাই, এ সব ব্যাপার আমার বুদ্ধির অতীত। এ যেন···এখান থেকে ভর-পেট খেয়ে বাইরে গিয়ে আমি যদি একটুকরো রুটি চুরি করি সেটা যেমন আমি বুঝতে পারি না, ঠিক তেমনই এটাও বুঝতে পারি না।”

অব্‌লন্‌স্কির চোখ দুটি অস্বাভাবিক রকমের জল্‌-জল্‌ করতে লাগল।

“কিন্তু কেন বুঝতে পারবে না? অনেক সময়ই তাজা রুটির গন্ধ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।”

বলেই সে হাসতে হাসতে একটা কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। শুনতে শুনতে লেভিনও হাসতে লাগল।

অব্‌লন্‌স্কি বলতে লাগল “হাসির কথা নয়, গুরুতর কথা। তোমাকে বলছি, সেই অপর স্ত্রীলোকটি ভীরু, মনোরমা, প্রেমময়ী, নিঃসঙ্গ; আমার জন্য সে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। এখন এতদূর এগিয়ে আমি কি তাকে ত্যাগ করতে পারি? ধর, পরিবারের শান্তি রক্ষার জন্য আমি তাকে ত্যাগ করলাম কিন্তু তাই বলে কি আমি তাকে দয়া করব না, তার যত্ন নেব না, তার দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করব না?”

“এ সব ব্যাপার আমি বুঝি না। তুমি তো জান আমার কাছে মেয়েদের দুটি শ্রেণী···অথবা একদিকে নারী আর অন্যদিকে···। পতিতাদের প্রতি কখনও কোন আকর্ষণ আমি বোধ করি নি, করবও না; ঐ বার-এর পিছনে বসে থাকা রং-করা ফরাসী মহিলাটির মত মেয়েদের আমি ঘৃণা করি—যেমন ঘৃণা করি সব পতিতাদেরই।”

“বাইবেল-এ উল্লেখিত পতিতাটিকেও?”

“ওঃ থাম। তাঁর কথার এরকম অপব্যবহার করা হবে জানলে খৃস্ট কখনও ও কথাগুলো বলতেন না। লোকে প্রভুর বাণীর ঐ কথাগুলিই মনে করে রাখে। যা হোক, আমি যা বলছি সেটাই আমার মনের কথা। পতিতা

নারীদের আমি ঘৃণা করি। তুমি মাকড়শা দেখে ভয় পাও, আমি ভয় পাই তাদের দেখে। বেশ জোর দিয়ে বলতে পারি, তুমি কখনও মাকড়শাদের পরীক্ষা করে দেখ নি, তাদের আসল চরিত্রও জান না; পতিতাদের বেলায় আমারও সেই একই অবস্থা।"

"ও কথা মুখে বলা সোজা; তুমি ডিকেন্স-এর উপন্যাসের সেই চরিত্রটির মত কথা বলছ যে সব অপ্রীতিকর সমস্যাগুলিকে ডান কাঁধের উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত। কিন্তু ঘটনাকে অস্বীকার করলেই তো ঘটনার শেষ হয় না। কি করব তাই বল। তোমার স্ত্রী বুড়ি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তোমার বুকের মধ্যে যৌবন এখনও টগবগ করছে। একথা বুঝবার আগেই তুমি বুঝতে পারলে, স্ত্রীকে যতই শ্রদ্ধা কর, তাকে ভালবাসা তোমার পক্ষে অসম্ভব। এমন সময় হঠাৎ দেখা দিল ভালবাসা, আর তুমিও পথ হারালে···হারিয়ে গেলে," অব্‌লন্‌স্কি হতাশভাবে বলে উঠল।

লেভিন নাকের ভিতর দিয়ে একটু শব্দ করল।

"হ্যাঁ, হারিয়ে গেলাম। এখন কি করব?"

"রুটি চুরি করো না।"

অব্‌লন্‌স্কি হাসল।

"হায় নীতিবাদী! কিন্তু এই দুটি নারীর ছবি আঁকতে চেষ্টা কর: এক-জন তার অধিকার দাবী করছে, দাবী করছে তোমার ভালবাসা যা তুমি তাকে দিতে পারছ না; অপরজন সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, কিন্তু কিছুই দাবী করছে না। এ অবস্থায় পুরুষ মানুষটি কি করবে? কেমন ব্যবহার করবে? এটাই তো ভয়ংকর ট্র্যাজিডি।"

"আমার সত্যিকারের অভিমত যদি জানতে চাও তো বলি, এর মধ্যে কোন ট্র্যাজিডিই নেই। কেন নেই? আমার মনে হয় যে ভালবাসা—প্লেটো তার 'সিম্পোসিয়াম' গ্রন্থে দু'রকম ভালবাসার সংজ্ঞাই দিয়েছেন মনে আছে তো—দু'রকম ভালবাসাই মানব-চরিত্রের পরীক্ষাস্থল; কিছু লোকে বোঝে এক রকম ভালবাসাকে, কিছু লোক অন্য রকমের; যাঁরা শুধু দেহগত ভালবাসা-কেই (non platonic) বোঝে, তাদের মুখে ট্র্যাজিডি কথাটাই শোভা পায় না, সে রকম ভালবাসা থেকে ট্র্যাজিডি ঘটে না: 'তোমার দয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রিয়া, এবার বিদায়'—তোমার ট্র্যাজিডি তো এখানেই শেষ; আবার দেহাতীত ভালবাসাতেও (platonic love) কোন ট্র্যাজিডি ঘটতে পারে না, কারণ সে ভালবাসা পবিত্র, উজ্জ্বল; সুতরাং···"

এই পর্যন্ত বলে লেভিন বুঝতে পারল যে আসল আলোচনা থেকে সে অনেকটা সরে এসেছে। তাই হঠাৎ সে বলল:

"হয় তো তোমার কথাই ঠিক। সেটা খুবই সম্ভব। আমি জানি না। সত্যি জানি না।"

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "দেখ, তুমি একনিষ্ঠ, আদর্শবাদী লোক। সেটাই তোমার গুণ, সেটাই তোমার দোষ। তুমি নিজে আদর্শবাদী, তাই তুমি চাও গোটা জীবনটাকেই আদর্শ দিয়ে গড়ে তুলতে, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। তুমি সিভিল সার্ভিসকে ঘৃণা কর, কারণ তুমি চাও সেখানকার কাজকর্ম আদর্শানুসারী হোক, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। তুমি চাও প্রতিটি মানুষের কাজ আদর্শানুসারী হোক, ভালবাসা ও পারিবারিক জীবন এক সঙ্গে চলুক। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। জীবনের যত বৈচিত্র্য, যত আকর্ষণ, যত সৌন্দর্য সবই তো আলো-ছায়ার খেলা।"

লেভিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। কোন জবাব দিল না। নিজের চিন্তায় সে এতই মগ্ন যে অব্‌লন্‌স্কির কথায় কান দেবার মত সময় তার নেই।

হঠাৎ যেন উভয়েই বুঝতে পারল যে, যদিও তারা বন্ধু, এক সঙ্গে খাচ্ছে, পান করছে, আর তার ফলে তাদের কাছাকাছি আসা উচিত, তবু প্রত্যেকেই নিজের ভাবনায়ই ডুবে আছে, অপরের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তার নেই।

অব্‌লন্‌স্কি হাঁক দিয়ে বলল, "ওয়েটার, বিল!" আর তাতারটি যখন বকশিস ছাড়াই ছাব্বিশ রুবলের উপর বিল এনে হাজির করল তখন নিজের ভাগেই চোদ্দ রুবল পড়েছে দেখে গেঁয়ো হিসাবে লেভিন-এর আঁতকে উঠবার কথা হলেও এ সময় সে দিকে সে কোন রকম মনই দিল না; সরাসরি বিল মিটিয়ে দিয়ে শেরবাত্‌স্কিদের বাড়িতে যাবার মত সাজপোষাক করবার উদ্দেশ্যে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। সেখানেই যে আজ তার ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

॥ ১২ ॥

প্রিন্সেস কিটি শেরবাত্‌স্কির বয়স আঠারো বছর। সে সমাজে চলাফেরা শুরু করার পরে এটাই প্রথম শীতকাল। তার দিদিরা তাদের কালে যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং কিটি যতটা জনপ্রিয় হবে বলে তার মা আশা করেছিল, কিটির জনপ্রিয়তা সে দুটোকেই ছাড়িয়ে গেছে। মস্কোর বিভিন্ন বল-নাচের আসরে যে সব যুবক যোগ দেয় তাদের প্রায় সকলেই তার প্রেমে পড়েছে; বিশেষ করে লেভিন ও কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি তো প্রথম মরশুমেই তার পাণিপীড়নের জন্ত যথেষ্ট উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল।

শীতের প্রারম্ভেই লেভিন-এর মনোযোগ, তার ঘন ঘন আসা-যাওয়া ও কিটির প্রতি ভালবাসা দেখে তার বাবা-মা সেই সর্বপ্রথম কিটির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করে এবং তাদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়। প্রিন্সের পছন্দ লেভিনকে; তাকে পেলে কিটির জন্ত সে আর কাউকে চায় না। তার স্ত্রী

কিন্তু আসল কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলতে থাকে যে, কিটি এখনও ছেলেমানুষ, লেভিন যে ব্যাপারটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে এমন প্রমাণ সে এখনও রাখে নি, কিটি তার প্রতি অনুরক্ত নয়, ইত্যাদি ; কিন্তু সে যে আসলে মেয়ের জন্য আরও ভাল বরের অপেক্ষায় আছে এবং লেভিনকে যে সে পছন্দ করে না বা বুঝতে পারে না, এই সত্য কথাটা সে একবারও বলে নি। লেভিন যখন অপ্রত্যাশিতভাবে চলে গিয়েছিল তখন মা খুসি হয়ে স্বামীকে বলেছিল : "দেখলে তো ? আমি ঠিক কথাই বলেছিলাম।" তারপর যখন ভ্রন্স্কি মঞ্চে দেখা দিল মা তখন আরও খুসি হয়ে বলল যে এর সঙ্গেই কিটিকে মানাবে ভাল।

কিটির মায়ের মতে, ভ্রন্স্কি ও লেভিন-র মধ্যে কোন তুলনাই হয় না। লেভিন-এর অদ্ভুত ও কড়া কথাবার্তা, সমাজের পক্ষে বেখাপ্পা চালচলন, গ্রাম্য জীবনে গরু-মোষ ও চাষীদের নিয়ে জীবন চালানোর দিকে তার অত্যধিক ঝোঁক—এ সব কিছুই তার পছন্দ নয়। সেদিক থেকে ভ্রন্স্কি মায়ের মনের সব সাধই পুরণ করতে সক্ষম। সে অত্যন্ত ধনী, চটপটে, বড় বংশে জন্ম, এর মধ্যেই মস্ত বড় অফিসার হবার পথে পা বাড়িয়েছে, আর দেখতে-শুনতেও চমৎকার। এর চাইতে ভাল আর কি চাইবার আছে।

তার নিজের বিয়ে হয়েছিল ত্রিশ বছর আগে ; ঘটকালি করেছিল মাসি। ভাবী স্বামী সম্পর্কে অনেক কথাই তাকে বলা হয়েছিল। একদিন তাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসাও হল। ভাবী বর-বধূ দু'জন দু'জনকে দেখল। পছন্দ হল। তখন বরের বাবা-মার কাছে প্রস্তাব পাঠানো হল। গৃহীতও হল। সহজ সরল ব্যাপার। কিন্তু প্রিন্সেস জানে, এখন দিনকাল পাল্টেছে। ছেলে-মেয়েদের হাতেই এখন বিয়ের ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে হয়। ঘটকালি করে বিয়ের কথা এখন কেউ ভাবতেও পারে না। প্রিন্সেস যার কাছেই কথাটা তুলেছে সেই বলেছে : "কী আশ্চর্য ! ও সব পুরনো কালের ব্যবস্থা এখন বাদ দিতে হবে। বিয়ে হবে ছেলেমেয়েদের, তাদের বাবা-মার তো নয়, কাজেই ব্যাপারটা তাদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে।" যাদের মেয়ে নেই তাদের পক্ষে কথাটা বলা খুবই সোজা। কিন্তু প্রিন্সেস তো ভাল করেই জানে, এ ধরনের সামাজিক মেলামেশার ফলে মেয়ে হয়ত এমন একজনকে ভালবেসে ফেলল যার বিয়ে করবার কোনরকম ইচ্ছাই নেই, অথবা ইচ্ছা থাকলেও ভাল স্বামী হবার মত যোগ্যতাই নেই। তাই তো কিটিকে নিয়ে তার এত ভাবনা।

এখন তার ভয় হচ্ছে, ভ্রন্স্কি হয় তো তার মেয়েকে নিয়ে পূর্বরাগ-পর্বের চাইতেও অনেক দূর এগিয়ে যাবে। তবে সে এটা বুঝেছে যে তার মেয়ে ভ্রন্স্কিকে ভালবাসে। আর ভ্রন্স্কিও ভাল ছেলে, তাই মেয়েকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে না। তবু কিছুই তো বলা যায় না। আজকালকার এই অবাধ মেলা-

মেশার যুগে একটা মেয়েকে তো সহজেই ঠকানো যায়, আর তাতে কারও বিবেকেও এতটুকু বাঁধে না। তার উপর লেভিন-এর হঠাৎ আগমনে তার উদ্বেগ আরও বেড়ে গেছে। মেয়ে তো একদিন লেভিনকেও ভালবাসত। এখন না জানি সব ব্যবস্থা কখন জট পাকিয়ে যায়।

বাড়ি ফিরেই প্রিন্সেস মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, "ও কি অনেক দিন এখানে এসেছে নাকি?"

"মাত্র আজই এসেছে মামন।"

"তোমাকে একটা কথা বলতে চাই কিটি।" মায়ের গম্ভীর মুখ দেখেই কিটি আসন্ন ঝড়ের আভাষ পেল।

লাজরক্ত মুখে মার দিকে ঘুরে সে বলল, "মামণি, দয়া করে ওসব কথা বন্ধ কর। আমি সব জানি।"

"আমি শুধু বলতে চাই একজনের মনে আশা জাগিয়ে—"

"দোহাই মামণি, কোন কথা বল না। এ সব কথা শুনলে আমার ভয় করে।"

মেয়ের চোখে জল দেখে মা বলল, "বলব না, বলব না। শুধু একটা কথা সোনা: কথা দাও আমার কাছ থেকে কিছুই লুকোবে না। কথা দাও।"

"দিলাম মা, কথা দিলাম। কিন্তু তোমাকে বলবার মত কিছুই নেই। আমি···আমি···কি যে বলব আমি জানি না। আমি জানি না···।"

মেয়ের মুখের উপর চোখ রেখে মা ভাবল, এমন যার চোখ সে মিথ্যা বলতে পারে না। হাসিমুখে সে ভাবতে লাগল, মেয়ের মধ্যে এখন না জানি কী তোলপাড়ই চলছে।

॥ ১৩ ॥

অতিথিদের সমাগম ও ভোজন-পর্ব আরম্ভের মধ্যবর্তী সময়টাতে কিটির মনের অবস্থা অনেকটা যুদ্ধের প্রাকালে যুবক সৈনিকের মনোভাবের মত। তার বুক ধুক-পুক করছে, কোন কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারছে না।

সে বেশ বুঝতে পারছে, আজ সন্ধ্যায় যখন তারা দুজন এই সর্বপ্রথম একত্র মিলিত হবে তখনই তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। সে মনের চোখে দুজনকেই দেখতে লাগল, কখনও আলাদা করে, কখনও একত্রে। অতীতের কথা ভাবতে গিয়ে লেভিন-এর সঙ্গে তার সম্পর্কের স্মৃতি বয়ে আনল আনন্দ ও মাধুর্য; শৈশব কালের স্মৃতি এবং মৃত দাদার সঙ্গে লেভিন-এর বন্ধুত্বের কথা তাদের সম্পর্ককে একটা কাব্যিক মাধুর্যে মণ্ডিত করে তুলল। লেভিন তাকে ভালবাসে, এই চিন্তা তাকে গর্বিত ও সুখী করে তুলল। লেভিন-এর কথা ভাবলেই তার মন স্বস্তিতে ভরে ওঠে। কিন্তু যখন ভ্রন্‌স্কির কথা ভাবে

তখনই একটা অদ্ভুত মনোভাব তাকে পেয়ে বসে; অথচ সে জানে ভ্রন্‌স্কি অত্যন্ত ভদ্র ও নাগরিকগুণসম্পন্ন। তবু তার মনে হয়, তাদের সম্পর্কের মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁকি আছে—ভ্রন্‌স্কির দিক থেকে নয়, তার নিজের দিক থেকেই; অথচ লেভিন-এর বেলায় সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও খোলামেলা। তথাপি যখন সে ভ্রন্‌স্কিকে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে তখন সে স্বপ্ন হয় আনন্দে উজ্জ্বল; আর লেভিনকে নিয়ে যে ভবিষ্যৎ সেখানে অনিশ্চয়তার যবনিকা।

প্রসাধন শেষ করে সাড়ে সাতটার সময় সবে সে বসবার ঘরে ঢুকেছে এমন সময় পরিচারক হাঁক দিল, "কনস্তান্তিন দিমিত্রিচ লেভিন।" বড় প্রিন্সেস তখনও তার ঘরে। প্রিন্সও তখন পর্যন্ত আসে নি। কিটি নিজের মনেই বলল, ঠিক যা ভেবেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের মধ্যে রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। আয়নায় বিবর্ণ যে মুখখানি এইমাত্র দেখে এসেছে তার কথা ভেবে সে চমকে উঠল।

সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছে যে তাকে একা পেয়ে বিয়ের প্রস্তাব করবার উদ্দেশ্য নিয়েই লেভিন এত আগে এসেছে। আর এই সর্বপ্রথম সমস্ত ব্যাপার-টাকে সে একটা নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পেল। এই প্রথম তার মনে হল যে এ সিদ্ধান্ত তার একার ব্যাপার নয়; সে কাকে ভালবাসে আর কাকে নিয়ে সুখী হবে সেটাই একমাত্র প্রশ্ন নয়; আর তার অর্থ, এখনই এই মুহূর্তে সে এমন একজনকে আঘাত করতে যাচ্ছে যাকে সে ভালবাসে। তাকে আঘাত করবে নিষ্ঠুরভাবে। কিন্তু কেন? কারণ সে ভালমানুষ, কারণ সে তাকে ভালবাসে, তার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু কোন উপায় নেই, এ কাজ করতেই হবে, অবশ্য করা চাই।

কিটি ভাবতে লাগল, হে ভগবান, এ কথা কি আমাকেই বলতে হবে? তাকে আমি কি বলব? তাকে ভালবাসি না, এ কথা কি আমি বলতে পারি? সে তো সত্য নয়। তাহলে তাকে কি বলব? বলব কি যে আমি অন্য এক-জনকে ভালবাসি? না, পারব না, আমি তা পারব না। এখান থেকে আমি চলে যাব।

দরজার কাছে যেতেই সে লেভিন-এর পায়ের শব্দ শুনতে পেল। না, এতো দুর্বল হৃদয়ের লক্ষণ। কিসের ভয় আমার? আমি তো অন্যায় কিছু করি নি। যা হয় হোক, তাকে আমি সত্য কথাই বলব। তার সামনে আমি বিচলিত হতে পারি না। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে কিটি নিজের মনে বলল, এই তো সে এসেছে; শক্তিমান অথচ ভীরু উজ্জ্বল দুটি চোখ আমার চোখের উপরই স্থিরনিবদ্ধ। সেও লেভিন-এর দিকে তাকাল; হাতটা বাড়িয়ে দিল যেন করুণাভিক্ষার ভঙ্গীতে।

ঘর জনশূন্য দেখে সে বলল, "মনে হচ্ছে আমি একটু অসময়ে এসে

পড়েছি ; বেশ আগে এসে গেছি।" তারা নিজের কথা খুলে বলবার পথে কেউ বাধা হয়ে সেখানে নেই দেখেও তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

"না না," বলে কিটি একটা ছোট টেবিলে বসল।

আসনে না বসে এবং পাছে সাহস হারিয়ে ফেলে এই ভয়ে কিটির দিকে না তাকিয়েই সে বলতে আরম্ভ করল, "আমিও ঠিক এই চেয়েছিলাম—তোমাকে একা পেতে চেয়েছিলাম।"

"মা এখনই এসে পড়বে। গতকালের পর থেকেই মা খুব শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। গতকাল…"

ঠোঁটে কি উচ্চারিত হচ্ছে সেটা না বুঝেই সে কথাগুলি বলল।

লেভিন তার দিকে তাকাল। কিটি লাল হয়ে চুপ করে রইল।

"তোমাকে বলেছিলাম কত দিনের জন্ম এখানে এসেছি আমি জানি না… সবই তোমার উপর নির্ভর করছে।" কিটির মাথাটা ক্রমেই আনত হচ্ছে। যা ঘটতে চলেছে তার কি প্রতিক্রিয়া তার দিক থেকে হবে তা সে এখনও জানে না।

লেভিন বলতে লাগল, "সবই তোমার উপর নির্ভর করছে। আমি বলতে চেয়েছিলাম…আমি বলতে চেয়েছিলাম…মানে যে জন্ম আমি এসেছি… তোমাকে বলতে এসেছি…তুমি আমার স্ত্রী হও!" কি বলেছে না বুঝেই কথাগুলি সেও উচ্চারণ করছে; কিন্তু চরম যা ঘটবার তা যখন ঘটে গেছে, তখন কিটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে চুপ করে রইল।

কিটি ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। চোখ তুলে তাকাতে পারল না। সে যেন বদলে গেছে। তার বুকটা আনন্দে ভরে উঠেছে। সে কখনও আশাই করে নি যে ভালবাসার ঘোষণা তাকে এমনভাবে অভিভূত করে ফেলবে। কিন্তু মনের এ ভাব মাত্র এক মুহূর্তের। ভ্রন্স্কিকে মনে পড়ল। স্পষ্ট দুটি চোখ তুলে সে লেভিনের মুখের দিকে তাকাল। মুখটা কী অসম্ভব কঠিন দেখাচ্ছে। কিটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল :

"এ হয় না…আমাকে ক্ষমা করুন…"

মাত্র একটি মুহূর্ত আগে সে লেভিন-এর জীবনের কত কাছাকাছি এসেছিল! আর এখন সে তার কাছ থেকে কত দূরে—কত অপরিচয়ের ব্যবধানে!

বাইরের দিকে তাকিয়ে লেভিন বলল, "এ ছাড়া আর কিছু হবার ছিল না।" অভিবাদন জানিয়ে সে বেরিয়ে যাবার জন্ম পা বাড়াল।

॥ ১৪ ॥

ঠিক তখনই প্রিন্সেস ঘরে ঢুকল। দুজনকে একাকী ও বিচলিত অবস্থায় দেখেই তার মুখে আতংক ছড়িয়ে পড়ল। লেভিন কথা না বলে শুধু অভি-

বাদন করল। কিটিও কোন কথা বলল না; চোখও তুলল না। এবার মা ব্যাপারটা বুঝতে পারল। মনে মনে বলল, কপাল ভাল যে মেয়ে ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে সেই হাসি ফুটে উঠল যে হাসি দিয়ে সে প্রতি বৃহস্পতিবার অতিথিদের অভ্যর্থনা জানায়। একটা আসনে বসে সে লেভিনকে তার গ্রামের জীবনযাত্রা সম্পর্কে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। লেভিনও আবার বসে পড়ল। যাতে সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়তে পারে সে জন্ম অতিথি-অভ্যাগতদের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল।

পাঁচ মিনিট পরে কিটির এক বান্ধবী এল। তার নাম কাউণ্টেস নর্ডস্টন। গত শীতকালে তার বিয়ে হয়েছে। তার ইচ্ছা, ভ্রন্স্কির সঙ্গেই কিটির বিয়ে হয়। লেভিনকে সে কোনদিনই পছন্দ করে না। আগে আগে যখনই তাদের দেখা হত, তার একমাত্র প্রিয় মজার খেলাই ছিল সকলে মিলে লেভিনকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা।

ঘরে ঢুকেই কাউণ্টেস নর্ডস্টন লেভিন-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"ওঃ, কন্স্তান্তিন দিমিত্রিস! আপনি তাহলে আমাদের পচা ব্যাবিলন-এ ফিরে এসেছেন!" কাউণ্টেস গোড়াতেই লেভিনকে স্মরণ করিয়ে দিল যে শীতের প্রারম্ভে সে মস্কোকে ব্যাবিলন বলত। "আচ্ছা, আমাদের ব্যাবিলন-এর কিছু উন্নতি হয়েছে, না কি আপনাকেও দূষিত করে তুলেছে?" কিটির দিকে বিদ্রূপের চোখে তাকিয়ে সে কথাগুলি যোগ করল।

লেভিন জবাব দিল, "আমার কথাগুলি আপনি মনে রেখেছেন দেখে আমি খুবই আত্ম-তুষ্টি বোধ করছি কাউণ্টেস। কথাগুলি নিশ্চয় আপনার উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করেছে।"

"সত্যি করেছিল! একটা বিশেষ নোট-খাতায় আমি কথাগুলি টুকে রেখেছি। আচ্ছা কিটি, তুমি কি আজ আবার স্কেট করতে গিয়েছিলে?"

কাউণ্টেস তখন কিটির সঙ্গে আলাপে জমে গেল। লেভিনও উঠবে-উঠবে ভাবছে, এমন সময় প্রিন্সেস তাকে ডেকে বলল:

"তুমি কি কিছুদিন মস্কোতে থাকবে? শুনেছি জেলা-পরিষদের কাজে তুমি খুব আগ্রহী, তাই বেশীদিন বাইরে থাকতে পার না।"

সে বলল, "না প্রিন্সেস, আজকাল আর আমি জেলা-পরিষদের কাজকর্ম করি না। মাত্র কয়েক দিনের জন্যই এসেছি।"

কাউণ্টেস নর্ডস্টন নিজের মনেই বলল, ওর ব্যবহারটাই অদ্ভুত! কেমন যেন নিরানন্দ আর গম্ভীর। কিন্তু আমি ছাড়ছি না। কিটির সামনে ওকে অপদস্ত করতে আমার খুব মজা লাগে। সেটাই চেষ্টা করে দেখি।

সে বলল, "কন্স্তান্তিন দিমিত্রিস, আপনি তো সব কিছুই জানেন—দয়া করে বুঝিয়ে দিন তো এর মানেটা কি: আমাদের কালুগা জমিদারির চাষীরা আর তাদের বৌরা তাদের যা কিছু ছিল সব খেয়ে বসে আছে, খাজনা দেবার

মত কিছুই তাদের হাতে নেই। এর অর্থটা কি? আপনি তো সব সময়ই চাষীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।"

ঠিক সেই সময় আর একটি মহিলা ঘরে ঢুকল। লেভিনও উঠে দাঁড়াল।

মহিলাটির পিছনে যে তরুণ অফিসারটি ঘরে ঢুকল তার উপর চোখ রেখে লেভিন বলল, "আমি দুঃখিত কাউন্টেস, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না; তাই কিছু বলতেও পারি না।"

সে ভাবল, ঐ লোকটি নিশ্চয় ভ্রন্স্কি। অনুমানটিকে যাচাই করবার জন্য সে কিটির দিকে তাকাল। লেভিন-এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ভ্রন্স্কির দিকে তাকাল, আর তার সেই উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি থেকেই লেভিন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল যে কিটি ঐ লোকটিকে ভালবাসে। কিন্তু আসলে লোকটি কেমন?

ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, লেভিন সেখান থেকে উঠতে পারল না। যে লোকটিকে কিটি ভালবেসেছে তার প্রকৃতি তাকে জানতেই হবে।

ভ্রন্স্কির আকর্ষণীয় গুণগুলি অতি সহজেই লেভিন-এর চোখে পড়ল। কালো চুল, মাঝারি উচ্চতা, শক্ত গড়ণ, সৌম্য মুখে দৃঢ়তার ছাপ। চেহারা ও বেশবাস সাদাসিধে অথচ সুরুচির পরিচায়ক। সে সোজা বড় প্রিন্সেসের কাছে গেল এবং তারপরই গেল কিটির কাছে।

কিটির দিকে এগোবার সময় তার সুন্দর চোখ দুটিতে খুসির আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল; প্রায় অদৃশ্য হাসির সঙ্গে সসম্মানে সে তার চওড়া ছোট হাতখানি বাড়িয়ে দিল।

অন্য সকলকে সম্ভাষণ জানিয়ে কিছু কথাবার্তা বলে সে বসে পড়ল। কিন্তু লেভিন-এর দিকে একবারও তাকাল না। ওদিকে লেভিন-এর চোখ কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তার মুখের উপর থেকে সরে গেল না।

লেভিনকে দেখিয়ে বড় প্রিন্সেস বলল, "তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেই— কন্‌স্তান্তিন দিমিত্রিচ লেভিন। কাউণ্ট আলেক্সি কিরিলোভিচ ভ্রন্স্কি।"

ভ্রন্স্কি উঠে দাঁড়াল। স্মিত হাসির সঙ্গে কর-মর্দন করল। প্রাণখোলা হাসির সঙ্গে বলল, "যতদূর মনে পড়ে, এই শীতকালে একদিন আপনার সঙ্গে ডিনার খাবার কথা ছিল, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে আপনি গ্রামে চলে গিয়েছিলেন।"

কাউন্টেস নর্ডস্টন বলল, "কন্‌স্তান্তিন দিমিত্রিচ শহর ও শহুরে লোকদের অপছন্দ করেন, ঘৃণা করেন।"

লেভিন বলল, "আমার কথাগুলো যখন আপনার এত ভাল মনে আছে তখন বুঝতে হবে সেগুলো আপনাকে খুবই প্রভাবিত করেছে।"

ভ্রন্স্কি লেভিন-এর উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে কাউন্টেস নর্ডস্টন-এর দিকে তাকিয়ে হাসল।

তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি সারা বছরই গ্রামে থাকেন? শীতকালে নিশ্চয়ই ঘুম একঘেয়ে লাগে।"

"হাতে কাজকর্ম থাকলে মোটেই একঘেয়ে লাগে না; তাছাড়া নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে একঘেয়ে লাগবার তো কোন কারণ নেই," লেভিন কাটা-কাটা জবাব দিল।

লেভিন-এর কথার সুরটা ধরতে পেরেও যেন কিছুই বুঝতে পারে নি এমনই ভাব দেখিয়ে ভ্রন্‌স্কি বলল, "গ্রাম আমার খুব পছন্দ।"

কাউন্টেস নর্ডস্টন বলল, "কিন্তু সারাটা জীবন সেখানে কাটাতে নিশ্চয় চাইবেন না।"

ভ্রন্‌স্কি বলতে লাগল, "তা বলতে পারি না, দীর্ঘদিন কখনও থেকে তো দেখি নি। কিন্তু একবার মায়ের সঙ্গে যখন নাইস-এ শীতকালটা কাটিয়েছিলাম তখন রাশিয়ার গ্রাম আর তার কাঠের স্যাণ্ডেল ও মুঝিকদের কী যে ভাল লেগেছিল সে আর কি বলব। আপনি তো জানেন, নাইস জায়গাটা ফুর্তিহীন। কিন্তু নেপ্‌লস্‌ ও সোরেন্টোও তো অল্প কিছুদিনই ভাল লাগে। রাশিয়ার যা কিছু উজ্জ্বল স্মৃতি—সে তো গ্রামকে ঘিরেই। সেখানেই…"

প্রধানত কিটি ও লেভিন-এর দিকে পর পর চোখ রেখেই কথাগুলি বলতে লাগল। আলোচনায় যোগ দেবার ইচ্ছা থাকলেও লেভিন তা পেরে উঠল না। সে শুধু নিজেকেই বলতে লাগল: চলে যাও, এখনই চলে যাও; কিন্তু যেতে সে পারল না; যেন একটা কোন ঘটনার জন্যই সে অপেক্ষা করতে লাগল।

আলোচনা চলতে চলতে টেবিলের উপর আত্মা নামানো ও ভূত-প্রেত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। কাউন্টেস নর্ডস্টন লেভিনকে জিজ্ঞাসা করল, "এ সবে কি আপনি বিশ্বাস করেন?"

"আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন? আমার উত্তর কি হবে তা তো আপনি জানেন।"

"কিন্তু আপনার মতামতটা শুনতে চাই।"

"আমার মত হল, এই সব টেবিলে আত্মা নামানোর ব্যাপার থেকেই প্রমাণ হয় যে আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজ চাষীদের চাইতে এক তিলও উঁচু নয়। তারা বিশ্বাস করে ভূতের দৃষ্টি আর মন্ত্রতন্ত্রে, আর আমরা বিশ্বাস করি—"

"তার মানে এ সব জিনিস আপনি বিশ্বাস করেন না?"

"বিশ্বাস করতে পারি না কাউন্টেস।"

"যদি বলি আমি নিজের চোখে এ সব দেখেছি, তবু না?"

"গ্রাম্য মেয়েরাও তো বলে যে তারা নিজের চোখে বাস্তু-ভূতদের দেখেছে।"

"আমি তাহলে মিথ্যে কথা বলছি," তিক্ত হাসি হেসে কাউণ্টেস বলে উঠল।

কিটি তাড়াতাড়ি বলল, "না, না মাশা: কন্স্তান্তিন দিমিত্রিচ শুধু বলেছেন যে তিনি এসব বিশ্বাস করেন না।"

অবস্থা সঙ্গীন বুঝে প্রাণখোলা হাসি হেসে এগিয়ে এল ভ্রন্স্কি। বলল, "এ সব জিনিস যে সম্ভব হতে পারে তাও কি আপনি স্বীকার করেন না? কেন করবেন না? বিদ্যুৎকে আমরা কেউ চোখে দেখি নি, তবু তো তার অস্তিত্বকে আমরা স্বীকার করি; তাহলে এমন কোন নতুন শক্তি কেন থাকতে পারবে না যা এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত হলেও—"

লেভিন বাধা দিয়ে বলল, "বিদ্যুৎ যখন আবিষ্কৃত হয়েছিল তখন সেই ঘটনাটাকেই শুধু স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেটা কোথা থেকে আসছে বা তার কি কি ক্ষমতা আছে তা তখন কেউ জানত না; তারপর অনেক বছর লেগেছিল সেই শক্তিকে কাজে লাগাবার উপায় বের করতে। কিন্তু এই সব আত্মাবাদীরা শুরুই করেছেন টেবিল চাপড়ে চিঠি চালানো আর আত্মাকে টেনে আনা দিয়ে, আর তারপরে বলছেন অজ্ঞাত শক্তির কথা।"

ভ্রন্স্কি বেশ আগ্রহের সঙ্গে মন দিয়ে শুনল; তার স্বভাবই তাই।

"ঠিক কথা, কিন্তু আত্মাবাদীরা বলেন: এই শক্তি কি তা আমরা আজ জানি না, কিন্তু শক্তিটা তো আছেই, আর এই সব ঘটনার মাধ্যমেই সে শক্তির প্রকাশও দেখতে পাচ্ছি; এখন বিজ্ঞানীদের কাজ এ শক্তির গুণাগুণ আবিষ্কার করা। আমার কথা যদি বলেন, একটা নতুন শক্তি কেন থাকতে পারে না তা কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, বিশেষ করে যখন—"

"থাকতে পারে না তার কারণ বিদ্যুতের ব্যাপারে একটা রজন লাগানো লাঠিকে যতবার আমি একটুকরো তুলোর গায়ে ঘসব ততবারই একটা পূর্ব-জ্ঞাত ফল পাব, অথচ এ ব্যাপারে সব সময় একই ফল পাওয়া যায় না, আর তাতেই বোঝা যায় যে এটা কোন প্রাকৃতিক ঘটনা নয়।"

আলোচনা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে দেখে ভ্রন্স্কি আর তর্কের দিকে না এগিয়ে মহিলাদের দিকে তাকিয়ে প্রসঙ্গটা পাল্টে দিতে চেষ্টা করল।

বলল, "আমি বলি কি, আসুন সকলে মিলে আমরা ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখি।"

কাউণ্টেস নর্ডস্টন বলল, "আপনাকে কিন্তু 'মিডিয়াম' হতে হবে; আপনার চরিত্রে একটা মহত্ত্ব আছে।"

কি বলতে গিয়েও লেভিন চুপ করে গেল। ভাবল, তার এখন চলে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু যাওয়া হল না। অন্য সকলে যখন পরীক্ষার জন্য একটা টেবিলকে ঘিরে বসতে শুরু করল, আর লেভিনও যাবার জন্য প্রস্তুত হল, ঠিক তখনই

ঘরে ঢুকল বুড়ো প্রিন্স। মহিলাদের সম্ভাষণ জানিয়ে সে লেভিন-এর দিকে তাকিয়ে বলল :

"আরে! তুমি কি অনেকক্ষণ এসেছ? তুমি যে এসেছ তা তো আমি জানতামই না। তোমাকে দেখে বড় ভাল লাগছে।"

বৃদ্ধ লেভিনকে জড়িয়ে ধরে তার সঙ্গে গল্পে মজে গেল। ভ্রন্স্কিও যে উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলবার জন্ত অপেক্ষা করে আছে সেদিকে তার কোন খেয়ালই নেই।

কাউন্টেস নর্ডস্টন বলল, "কন্‌স্তান্তিন দিমিত্রিচকে ছেড়ে দিন প্রিন্স, আমরা একটা পরীক্ষার আয়োজন করেছি।"

"পরীক্ষা? মানে টেবিলে আত্মা নামানো? দেখুন ভদ্রমহিলা ও ভদ্র-মহোদয়গণ, আপনাদের কাছে মার্জনা চেয়ে নিয়েই বলছি, এ খেলার চাইতে 'বোতাম-চোর' খেলা অনেক বেশী মজাদার।" তারপর ভ্রন্স্কির দিকে তাকিয়ে তাকেই এই খেলার উদ্যোক্তা ভেবে নিয়ে বলল, "বোতাম-চোর' খেলার তবু একটা অর্থ আছে।"

ভ্রন্স্কি অবাক হয়ে প্রিন্সের দিকে একবার তাকাল; তারপর ঈষৎ হেসে কাউন্টেসের দিকে মুখ ফিরিয়ে পরের সপ্তাহের বল-নাচের বিষয়ে কথা বলতে লাগল।

কিটিকে বলল, "আশা করি তুমিও নাচে আসছ।"

বুড়ো প্রিন্স সরে যেতেই লেভিন সকলের অগোচরে সেখান থেকে সরে পড়ল। বল-নাচের ব্যাপারে ভ্রন্স্কির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কিটির মুখখানি যেভাবে লাল হয়ে উঠেছিল সেই ছবিটা মনের মধ্যে এঁকে নিয়েই সে-সন্ধ্যার মত সে বিদায় নিল।

॥ ১৫ ॥

সন্ধ্যা উতরে যাবার পরে কিটি মাকে সব কথাই বলল। লেভিন-এর জন্ত তার দুঃখ হলেও তার কাছ থেকে প্রস্তাবটা পেয়ে তার ভালই লেগেছে। সে যে ঠিক কাজই করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকলেও অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়েও তার ঘুম পেল না। একটি দৃশ্যই তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল : লেভিন-এর মুখ, তার জোড়া ভুরু, চোখের নরম চাউনি—সব। ভাবতে ভাবতে বড় দুঃখে তার চোখ জলে ভরে উঠল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই যাকে সে বেছে নিয়েছে তার চিন্তাতেই সে মন দিল। তার দৃঢ়চিত্ত পুরুষোচিত মুখ, উদার গাম্ভীর্য, সকলের প্রতি সদিচ্ছা। মনে পড়ল, সে যাকে ভালবাসে সেও তো তাকে ভালবাসে। এই চিন্তায় তার মন আবার আনন্দে ভরে উঠল; স্মিত হাসি হেসে সে বালিশটাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

এদিকে নীচে তখন ছোট পড়ার ঘরে যথারীতি তার বাবা ও মায়ের মধ্যে আদরের মেয়েকে নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে।

"কি করেছ ? এই তো করেছ !" কাঠবিড়ালী ডোরা-কাটা জামাটা বন্ধ করে দুই হাত নেড়ে প্রিন্স চেঁচিয়ে বলতে লাগল। "তোমার কোন কাণ্ড-জ্ঞান নেই, মর্যাদাবোধ নেই, এই বাজে ঘৃণ্য ঘটকালি করে মেয়েটাকেও ডোবাচ্ছ !"

কাঁদো কাঁদো হয়ে প্রিন্সেসও চেঁচিয়ে বলল, "ঈশ্বরের দোহাই, আমি কি করেছি সেটা বলবে তো।"

"কি করেছ ? শোন কি করেছ : প্রথমত, তুমি প্রকাশ্যে এই ছেলেটাকে টেনে তুলবার জন্ম বড়শি ফেলেছ ; অচিরেই সারা মস্কো শহরে এই নিয়ে কথা শুরু হয়ে যাবে। সান্ধ্য মজলিস যদি বসাতে চাও, তাহলে শুধু প্রেমিক-দের নয়, সকলকেই সেখানে নেমন্তন্ন কর। সব তরুণ 'শিকারী বিড়াল'দের (প্রিন্স মস্কোর যুবক সমাজকে এই নামেই ডাকে) ডাক, একজন পিয়ানো-বাদক ভাড়া কর, তারা গান-বাজনা করুক ; আজকের রাতের মত শুধু প্রেমিকদের আড্ডা আর ঘটকালির ব্যাপার করো না। অতি জঘন্ম ব্যাপার ! যা চেয়েছ তা তো পেয়েছ ! মেয়েটা গভীর গাড্ডায় পড়েছে ! অথচ লেভিন হাজার গুণে ভাল। আর ঐ পিতার্সবুর্গের ফুলবাবু। ওর মত কত ছেলে তো মেসিনে ছাপ মেরে তৈরি হয়—সব সমান অপদার্থ। তার জমিদারী রক্ত নিয়ে সে থাকুক, তাকে দিয়ে আমার মেয়ের কোন প্রয়োজন নেই !"

"কিন্তু আমি কি করেছি ?"

"ওই তো বললাম," প্রিন্স রেগে চেঁচিয়ে উঠল।

"কিন্তু একটা কথা ঠিক জেন,—তোমার কথায় যদি কান দেই তাহলে কোনদিন তোমার মেয়ের বর জুটবে না। তাই যদি চাও, তাহলে তো গ্রামে গিয়ে বাস করলেই পারি।"

"হ্যাঁ, তাই ভাল ছিল।"

"অবুঝ হয়ো না। আমি কি কাউকে সাধতে গেছি ? মোটেই না। একটি যুবক অত্যন্ত ভাল ছেলে, তোমার মেয়েকে ভালবেসেছে, আর আমার ধারণা তোমার মেয়েও—"

"তোমার ধারণা ! বেশ তো, সে যদি প্রেমে পড়েই থাকে, আর ছেলেটি যদি তাকে বিয়ের কথা ভেবেই থাকে, তাতে কি হল ? আঃ, তাকে যদি চোখে না দেখতাম তো ভাল ছিল ! এই আত্মাবাদ ! এই নাইস ! এই বল-নাচ !" স্ত্রীর ভঙ্গী নকল করে প্রতিবার "এই" কথাটা বলবার সময় প্রিন্স একবার করে মাথা নোয়াল। "আর এর ফলে যদি কিটির জীবন দুঃখময় হয় তো ? সে হয় তো ভাবতে পারে"—

"কিন্তু সে কথা তোমার মনে হচ্ছে কেন ?"

"মনে হচ্ছে নয়, আমি জানি। এসব দেখার চোখ পুরুষদেরই থাকে, মেয়েদের থাকে না। দেখেই আমি ভাল মানুষ চিনতে পারি—লেভিন সেই দলের। আর তোমার ঐ সব অস্থিরমতি নাগরের দল, তারা তো জানে শুধু ফূর্তি করতে।"

"তোমার যত সব বাজে কথা!"

"ডলির বেলায় যেমন হয়েছে, এর বেলায়ও পরে আমার কথা মনে পড়বে; তবে তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে।"

"হয়েছে, হয়েছে, এ নিয়ে আর কোন কথা তোমার সঙ্গে বলব না," প্রিন্সেস তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

"বাঃ! চমৎকার! শুভরাত্রি!"

দু'জনই ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল, চুম্বন-বিনিময় করল, আর যার যার মত বজায় রেখেই রাতের মত বিদায় নিল।

প্রথমে প্রিন্সেসের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে আজ সন্ধ্যায়ই কিটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে; আর ভ্রন্স্কির মনোবাসনা পূর্ণ হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু স্বামীর কথা শুনে তার মন খারাপ হয়ে গেল। নিজের ঘরে ঢুকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার জন্য কিটির মত সেও আপন মনেই বার বার বলতে লাগল, দয়া কর ঈশ্বর, দয়া কর ঈশ্বর, দয়া কর ঈশ্বর!

।। ১৬ ।।

সত্যিকারের পারিবারিক জীবন কাকে বলে ভ্রন্স্কি তা জানেই না। যৌবনে তার মা ছিল সমাজের মক্ষিরাণী; স্বামী বেঁচে থাকতে, এবং বিশেষ করে তার পরে তার অনেক রোম্যান্টিক ব্যাপারের কথা অভিজাত মহলের সকলেরই জানা। বাবার কথা তার মনেই পড়ে না; লেখাপড়া শিখেছে "কোর অব পেজেস"-এ।

প্রতিভাবান তরুণ অফিসার হিসাবে স্কুলের পড়া শেষ করেই পিতার্সবুর্গের ধনী সামরিক সমাজেই তাকে মিশতে হয়েছিল। সমাজে অল্পসল্প যাতায়াত থাকলেও তার প্রণয়ঘটিত ব্যাপারগুলি তার বাইরেই সীমাবদ্ধ ছিল।

সেণ্ট পিতার্সবুর্গের স্থূল বিলাসী জীবনযাপনের পরে মস্কোতে এসেই প্রথম তার নিজের সমাজের এমন একটি নিস্পাপ মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার আনন্দ লাভের অভিজ্ঞতা তার হল যে তাকে ভালবাসে। কিটির সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে যে দোষের কিছু থাকতে পারে এটা তার মনেই হয় নি। বল-নাচে সে তাকে সঙ্গিনী করেছে, তাদের বাড়িতে গেছে। সমাজের সকলে যে সব অর্থহীন কথা সচরাচরই বলে থাকে, সেও কিটিকে সেই সব কথাই বলেছে; কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই কথাগুলি সে এমনভাবে বলেছে যাতে কিটি তার উপর

যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। যদিও এমন কিছুই সে তাকে বলে নি যা সকলের সামনেও বলা যায় না, তবু তার মনে হয়েছে যে কিটি ক্রমাগতই তার উপর বেশী নির্ভর করতে শুরু করেছে; এই মনে হওয়াটা যত বেড়েছে ততই সে বেশী করে আনন্দ পেয়েছে, আর ততই সে কিটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সে জানতই না যে কিটির প্রতি তার এই ব্যবহারের একটা সীমা আছে; বিয়ের কোন রকম ইচ্ছা নেই জেনেও সে একটি তরুণীর ভালবাসা কামনা করেছে, আর তার মত প্রতিভাবান ছেলেরা যে সব অন্যায় কাজ করে থাকে এই প্রেম-লীলাও তারই অন্যতম অন্যায়। সে ভাবত, এই বিশেষ ধরনের মজা সেইপ্রথম আবিষ্কার করেছে, আর সেই আবিষ্কারের নেশায়ই সে মেতে উঠল।

সেদিন রাতে কিটির বাবা-মার কথাগুলি যদি সে শুনত, একটা পরিবারের দৃষ্টিকোণ থেকে সে যদি ব্যাপারটাকে দেখতে পেত, যদি জানতে পেত যে কিটিকে বিয়ে না করলে সে কত দুঃখ পাবে, তাহলে সে অবাক হত, হয় তো বা এসব বিশ্বাসই করত না। যে সম্পর্ক তাদের দুজনকেই এত আনন্দ দিয়েছে তার মধ্যে যে দোষের কিছু থাকতে পারে এটা সে বিশ্বাসই করে না। কিটিকে যে তার বিয়ে করা কর্তব্য তাও সে বিশ্বাস করে না।

বিয়ের সম্ভাবনার কথাও সে কখনও ভাবে নি। সে যে পারিবারিক জীবন অপছন্দ করে তাই শুধু নয়, যে পরিবেশে সে চলাফেরা করে সেই পরিবেশের একটি অবিবাহিত যুবকের দৃষ্টিকোণ থেকে পারিবারিক জীবন, বিশেষ করে স্বামী হবার ব্যাপারটা তার কাছে বড়ই প্রতিকূল, অস্বাচ্ছন্দ্যকর ও হাস্যকর বলেই মনে হয়। তবে কিটির বাবা-মার মনের কথা না জেনেও শের্‌বাত্‌স্কি-দের বাড়ি থেকে চলে আসার পরে তার মনে হয়েছে যে সেদিন সন্ধ্যায় তার ও কিটির মধ্যে একটি রহস্যময় আত্মিক বন্ধন এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে এ বিষয়ে একটা কিছু করা দরকার। অবশ্য কি করা যেতে পারে, বা কি করা উচিত সে সম্পর্কে তিলমাত্র ধারণাও তার ছিল না।

সে মনে মনে ভাবতে লাগল, এখন কোথায় যাওয়া যায়। ক্লাবে?—ইগ্‌নাতভ-এর সঙ্গে বসে একহাত বেজিক খেলা ও এক বোতল শ্যাম্পেন? না! সেখানে যাব না। চাতু দ্য ফ্লিউর্স?—না সেখানে অব্‌লন্‌স্কির সঙ্গে দেখা হবে—সেই গান আর ক্যান্‌ক্যান্ নাচ। নাঃ! ও সব ভাল লাগে না। সেই জন্যই তো শের্‌বাত্‌স্কিদের বাড়ি যাই—অনেক বেশী ভাল লাগে। এখন বাড়ি ফিরব। সে সোজা ডুসর্ট'স হোটেলে গেল, রাতের খাবারটা ঘরে দেবার হুকুম করল আর পোষাক ছেড়ে বালিশে মাথা রাখতে না রাখতেই গভীর শান্তিময় ঘুমে ঢলে পড়ল।

॥ ১৭ ॥

পরদিন সকাল এগারোটায় ভ্রন্‌স্কি পিতার্সবুর্গ রেলওয়ে স্টেশনে গেল মার

সঙ্গে দেখা করতে, আর সেখানে মস্তবড় সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল অব্‌লন্‌স্কির সঙ্গে ; তার বোনেরও ঐ একই ট্রেনে আসার কথা।

অব্‌লন্‌স্কি চেঁচিয়ে বলল, "আরে, ইয়োর এক্সেলেন্সি কার জন্য এসেছ ?"

ভ্রন্‌স্কি হেসে বলল, "মাকে নিতে।" কর-মর্দন করে দু'জন এক সঙ্গেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। "মা আসছেন সেণ্ট পিতার্সবুর্গ থেকে।"

"সকাল দুটো পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করে ছিলাম। শের্‌বাত্‌স্কি-দের ওখান থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলে ?"

ভ্রন্‌স্কি জবাব দিল, "বাড়িতে। স্বীকার করছি, শের্‌বাত্‌স্কিদের ওখানে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে মনটা এত ভাল লাগছিল যে আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করল না।"

সম্প্রতি লেভিনকে যা বলেছিল অব্‌লন্‌স্কি সেই কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে বলল, "আকাশ পথে কি ভাবে পাড়ি জমায় তাই দেখে চিনি ঈগলকে, আর চোখে ভালবাসার ঝিলিক দেখে চিনি প্রেমিককে।"

ভ্রন্‌স্কি এমনভাবে হাসল যেন অভিযোগটা সে অস্বীকার করছে না। কিন্তু কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল।

জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কাকে নিতে এসেছ ?"

"একটি সুন্দরী মহিলাকে," অব্‌লন্‌স্কি বলল।

"বটে !"

"যার মনে পাপ তাকে ধিক। আমার বোন আন্না।"

"ও কারেনিন-এর স্ত্রী ?" ভ্রন্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল।

"আমার বিশ্বাস তুমি তাকে চেন।"

"অবশ্যই। আরে, না···সত্যি মনে পড়ছে না।" ভ্রন্‌স্কি অন্যমনস্কভাবে কথাটা বলল। তার মনে কারেনিন নামটা অপ্রীতিকর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত।

"আরে, আমার বিখ্যাত ভগ্নিপতি আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ্‌কে তুমি নিশ্চয় চেন। সারা জগৎ তাকে চেনে।"

"অবশ্য তাকে চোখে দেখেছি, তার খ্যাতিও শুনেছি। আমি জানি, তিনি বুদ্ধিমান, শিক্ষিত আর ধর্মাত্মা বা ঐ রকমই কিছু। কিন্তু···মানে···তুমি তো জান···ও সব ঠিক আমার জানবার কথা নয়।"

"লোকটি কিন্তু অসাধারণ—একটু রক্ষণশীল, তবে সত্যি প্রথম শ্রেণীর মানুষ। সত্যি প্রথম শ্রেণীর।"

ভ্রন্‌স্কি হেসে বলল, "সে তো ভাল কথা। "আরে, এই তো, এদিকে এস।" তার মায়ের পরিচারক একটি লম্বা বুড়ো লোককে দরজায় দেখতে পেয়ে সে বলে উঠল। তারপর অব্‌লন্‌স্কির গলা জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বলল, "আচ্ছা, রবিবারে প্রধান গায়িকার সম্মানে ভোজসভাটা হচ্ছে তো ?"

"অবশ্য হবে। আমি তো চাঁদা তুলেছি। ভাল কথা, কাল সন্ধ্যার পরে আমার বন্ধু লেভিন-এর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল কি?"

"হয়েছিল, তবে কোন বিশেষ কারণে সে আগেই চলে গিয়েছিল।"

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "চমৎকার ছেলে। তুমি কি বল?"

ভ্রন্‌স্কি জবাব দিল, "বলতে পারি না। আচ্ছা, সব মস্কোওয়ালারাই—অবশ্য, বর্তমান সঙ্গীটিকে বাদ দিয়েই বলছি—এত স্পর্শকাতর কেন? সব সময়ই রেগে আছে, যেন বলছে—খবরদার আমাকে যেন হেলা করো না।"

অব্‌লন্‌স্কি সহজ হাসির সঙ্গে বলল, "তা একটু আছে বটে।"

একটি স্টেশনের লোককে ভ্রন্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল, "শিগ্‌গিরই আসছে কি?"

লোকটি উত্তর দিল, "এল বলে।"

ট্রেন আসার সময় হতেই স্টেশনের ব্যস্ততা বেড়ে গেল। কুলিদের ছুটাছুটি সৈনিক ও স্টেশন-রক্ষীদের হাঁকাহাঁকি, আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে আসা মানুষের ভিড়।

অব্‌লন্‌স্কি আলোচনার রেশ টেনে বলল, "না আমার বন্ধু লেভিনকে তুমি ভুল বুঝেছ। সে একটু ভীরু প্রকৃতির; কখনও কখনও কিছুটা বিরক্তিকরও হয় বটে কিন্তু আসলে লোকটি চমৎকার। অসাধারণ রকম সৎ, সত্যবাদী ও হৃদয়বান। তবে হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যায় এমন কিছু কারণ ছিল যার জন্য সে বিশেষভাবে সুখী বা দুঃখিত হয়ে থাকতে পারে।"

"সেটা কি? তুমি কি বলতে চাও, কাল রাতে সে তোমার সুন্দরী শ্যালিকার কাছে প্রস্তাব করেছিল?"

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "খুব সম্ভব। আমার তো ধারণা সেই রকমই। হ্যাঁ, সে যদি আগেই মন খারাপ করে চলে এসে থাকে তাহলে বুঝতে হবে নিশ্চয় তাই করেছে। অনেক দিন আগেই সে তার প্রেমে পড়েছে; তার জন্য সত্যি আমার দুঃখ হয়।"

"আচ্ছা! তাহলে এই ব্যাপার!···অবশ্য আমি বলব আরও ভাল কোন প্রস্তাবের আশা কিটি নিশ্চয়ই করতে পারে।···কিন্তু ঐ যে, ট্রেন এসে পড়েছে।"

দূরে একটা ট্রেনের বাঁশি শোনা গেল। কয়েক মিনিট পরেই ট্রেনটা ধোঁয়া ছড়িয়ে সশব্দে ঢুকতেই স্টেশন-প্ল্যাটফর্মটা কাঁপতে লাগল। বাঁশি বাজাতে বাজাতে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে এল কণ্ডাক্টর; তার পিছনে একে একে ধৈর্যহারা যাত্রীরা; রক্ষীবাহিনীর জনৈক অফিসার; ব্যাগ হাতে জনৈক অস্থির ব্যবসায়ী; বস্তা কাঁধে একটি চাষী।

অব্‌লন্‌স্কির পাশে দাঁড়িয়ে ভ্রন্‌স্কি গাড়ি ও যাত্রীদের দিকেই তাকিয়ে ছিল। মায়ের কথা তার মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে; কিটিপ্রসঙ্গে যা সে এইমাত্র শুনেছে তাতেই সে খুসি ও উত্তেজিত। তার বুকটা ফুলে উঠেছে, চোখ দুটি চকচক করছে। সে এখন বিজয়ী বীর।

কণ্ডাক্টর ছুটে এসে ভ্রন্‌স্কিকে বলল, "কাউণ্টেস ভ্রন্‌স্কায়া গাড়িতেই আছেন।"

কণ্ডাক্টরের কথায় তার সম্বিত ফিরে এল। মায়ের কথা, তার সঙ্গে দেখা করার কথা মনে পড়ে গেল। আসলে মনে-প্রাণে সে মাকে মোটেই শ্রদ্ধা করে না, যদিও বাইরে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখায়; আর বাইরে যত বেশী শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দেখায়, মনে মনে তাকে তত কম ভালবাসে, কম ভক্তি করে।

॥ ১৮ ॥

কণ্ডাক্টরের সঙ্গে ভ্রন্‌স্কি গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল, কামরার দরজায় পৌঁছে একটি মহিলাকে নামবার পথ করে দিতে তারা এক পাশে সরে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এক নজর দেখেই ভ্রন্‌স্কি বুঝতে পারল যে এ মহিলা সমাজের একেবারে শীর্ষস্থানীয়া। আস্তে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ভিতরে পা ফেলতে গিয়েও কিসের যেন প্রেরণায় সে আর একবার মহিলাটির দিকে তাকাল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মহিলাটিও মাথাটা ফেরাল। ঘন আঁখি-পল্লবে ঢাকা ধূসর উজ্জ্বল দুটি চোখ বন্ধুর মত মুহূর্তের জন্য ভ্রন্‌স্কির মুখের উপর থামল, বুঝি বা তাকে চিনেছে আর তার পরেই যেন কারও সন্ধানে চোখ দুটি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। কিন্তু ঐ এক নজরেই ভ্রন্‌স্কি দেখতে পেল যে তার সারা মুখে, দুটি উজ্জ্বল চোখে এবং রক্তিম বাঁকা অধরের ঈষৎ হাসিতে একটা চাপা উল্লাস খেলা করছে। মহিলাটি সে উল্লাসকে চেপে রাখতেই চায় কিন্তু তার প্রায় অদৃশ্য হাসিতে সে উল্লাস ঝলমল করতে থাকে।

ভ্রন্‌স্কি কামরায় ঢুকল। মায়ের মুখে হাসি ফুটল। আসন থেকে উঠে থলিটা দাসীর হাতে দিয়ে মা তার সরু হাতটা বাড়িয়ে দিল। ছেলে হাতের উপর ঝুঁকে পড়তেই সে ছেলের মাথাটা তুলে ধরে কপালে চুমো খেল।

"আমার তার পেয়েছিলে তো? তুমি ভাল আছ? সবই তাঁর করুণা।"

"পথটা বেশ ভালই কেটেছে তো?" তার পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল। তার কান কিন্তু তখন পড়ে আছে দরজার ওপাশে একটি নারী-কণ্ঠের দিকে। সে জানে ওই কণ্ঠের অধিকারিণী সেই নারী একটু আগে কামরায় ঢুকতে গিয়ে যার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে।

মহিলাটি বলছে, "তবু আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না।"

"মাদাম, আপনি দেখছি পিতার্সবুর্গের দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলছেন।"

"পিতার্সবুর্গের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে।"

"বিদায় আইভান পেত্রভিচ। দেখুন তো আমার ভাই বাইরে আছে কি না, থাকলে এখানে পাঠিয়ে দেবেন।" দরজার কাছ থেকে কথাগুলি বলে মহিলাটি আবার কামরায় ঢুকল।

ভ্রন্‌স্কির মা জিজ্ঞাসা করল, "আপনার ভাইকে পেলেন?"

এবার ভ্রনস্কি বুঝতে পারল যে এই মহিলাটিই মাদাম কারেনিনা।"

উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনার ভাই এখানেই আছে। আপনাকে আগে চিনতে পারি নি বলে ক্ষমা করবেন ; কিন্তু খুব সামান্য পরিচয়ই আমাদের হয়েছিল। সে মাথাটা একটু নোয়াল। "আপনার নিশ্চয়ই আমাকে মনে নেই।"

"ওহো, আপনার মা ও আমি সারাটা পথ আপনার কথা ছাড়া আর কিছুই বলি নি; কাজেই আমি আপনাকে অবশ্যই চিনতে পারতাম।" কথাগুলি বলতে বলতেই তার হাসিতে সেই উল্লাস যেন আর একবার ফুটে উঠতে চাইল। "আমার ভাইটি গেল কোথায় ?"

"যাও তো আলেক্সি, তাকে ডেকে দাও," প্রবীণা কাউণ্টেস বলল।

ভ্রনস্কি প্ল্যাটফর্মে নেমে গেল।

হাঁক দিল, "অবলনস্কি ! এখানে এস !"

মাদাম কারেনিনা কিন্তু ভাইয়ের আসার জন্য অপেক্ষা করল না ; তাকে দেখতে পেয়েই দৃঢ় পদক্ষেপে কামরা থেকে নেমে গেল। ভ্রনস্কিও তার কাছে ফিরে গেল।

কাউণ্টেস বলল, "খুবই মনোরমা, নয় কি ? ওর স্বামী এসে আমার পাশে বসিয়ে দিয়েছিল। বেশ খুসিতেই সময়টা কেটেছে। সারাক্ষণ কথা বলেছি।"

ছেলে বলল, "এখন চল।"

কাউণ্টেসের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য মাদাম কারেনিনা আবার কামরায় ঢুকল।

খুসি গলায় বলল, "আচ্ছা কাউণ্টেস, আপনি ছেলের দেখা পেলেন, আমিও ভাইয়ের দেখা পেয়েছি। ভালই হল ; সব কথাই তো বলা হয়েছে ; নতুন করে আর তো বলার কিছু নেই।"

কাউণ্টেস তার হাতখানি ধরে বলল, "আপনাকে সঙ্গী পেলে আমি তো পৃথিবীর শেষ প্রান্ত অবধি যেতেও রাজী ; মোটেই একঘেয়ে লাগবে না। আপনার মত মহিলা সঙ্গে থাকলে চুপ করে থেকেও আনন্দ, কথা বলেও আনন্দ। দয়া করে ছোট ছেলেটিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না ; তার কাছ থেকে কখনও দূরে থাকবেন না তা তো হতে পারে না।"

মাদাম কারেনিনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ; দুটি চোখে হাসির ঝিলিক।

কাউণ্টেস ছেলেকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল, "আন্না আর্কাদিয়েভ্‌নার একটি আট বছরের ছোট ছেলে আছে ; আগে কখনও তাকে ছেড়ে থাকেন নি ; তাই এবার তাকে ছেড়ে আসায় খুব কষ্ট পাচ্ছেন।"

"হ্যাঁ, কাউণ্টেস ও আমি সারা পথ কথা বলতে বলতেই এসেছি, তিনি বলেছেন তার ছেলের কথা আর আমি বলেছি আমার ছেলের কথা।" বলতে বলতে মাদাম কারেনিনার মুখখানি আবারও হাসিতে ঝিলিক দিল, আর সে হাসি ভ্রনস্কিকে লক্ষ্য করে।

মহিলাটি তোষামোদের যে বলটা ছুঁড়ে দিল সেটাকে লুফে নিয়েই ভ্রন্‌স্কি বলল, "কথাগুলি নিশ্চয় আপনার খুব ক্লান্তিকর লেগেছে।" মহিলাটি কিন্তু সেই সুরে আর আলোচনা চালাতে চাইল না। সে কাউণ্টেসের দিকে মুখ ফেরাল।

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। গতকাল সময়টা যেন পাখা মেলে উড়ে গেল। বিদায় কাউণ্টেস।"

কাউণ্টেস বলল, "বিদায় লক্ষ্মী। আসুন, আপনার সুন্দর মুখখানিতে একটা চুমো খাই। বুড়ো মানুষ বলেই খোলাখুলি বলতে পারছি, সত্যি আমি আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি।"

কথাটা তুচ্ছ হলেও মাদাম কারেনিনা সেটা বিশ্বাস করে খুসি হল। তার মুখটা লাল হল, মুখটা নীচু করে কাউণ্টেসের ঠোঁটের কাছে এগিয়ে দিল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখে ও ঠোঁটে হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে ভ্রন্‌স্কির দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। ভ্রন্‌স্কি হাতটাতে একটু চাপ দিল, যেন অসাধারণ কিছু পেয়ে খুসি হল; মহিলাটিও উৎসাহের সঙ্গে তার হাতটা ধরে সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে একটু চাপ দিল। তারপরেই সারা শরীরটা দুলিয়ে দ্রুত পা ফেলে চলে গেল।

"বড়ই মনোরমা," কাউণ্টেস বলল।

ছেলেরও ঐ একই মত। ঠোঁটের সেই হাসিটুকু নিয়ে যতক্ষণ মহিলাটিকে দেখা গেল ততক্ষণ সে তার দিকেই তাকিয়ে রইল। জানালা দিয়ে দেখল, মহিলাটি ভাইকে কাছে পেয়ে তার হাতটা ধরে উৎসাহের সঙ্গে কি যেন বলছে। কথাগুলো যে তার সম্পর্কে নয় এ কথা মনে হতে ভ্রন্‌স্কি হতাশ বোধ করল।

মায়ের দিকে ফিরে বলল, "তুমি ভাল আছ তো মামন?"

"খুব ভাল আছি, চমৎকার আছি। আলেক্সান্দার খুব সদয় হয়েছে। আর মারিও অনেক উন্নতি করেছে। সে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।"

জানালা দিয়ে তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি বলে উঠল, "এঁই যে লাভ্রেন্তি এসে গেছে। যদি বল তো এবার আমরা যেতে পারি।"

যে বুড়ো খানসামাটি কাউণ্টেসের সঙ্গে এসেছে সে কামরায় ঢুকে জানাল যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কাউণ্টেস উঠে দাঁড়াল।

ভ্রন্‌স্কি বলল, "এস। এখন আর লোকের ভিড় নেই।"

দাসী একটা থলে ও পোষা কুকুরটাকে নিল, পরিচারক ও কুলি অন্য জিনিসপত্র তুলে নিল। ভ্রন্‌স্কির হাত ধরে মা-ও কামরা থেকে নামতে যাবে এমন সময় কিছু ভয়ার্ত লোক তাদের পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। অদ্ভুত রঙের টুপি পরা স্টেশন-মাস্টারও ছুটে গেল। যারা এইমাত্র ট্রেন থেকে নেমেছে তারাও ট্রেনের পিছন দিকে ছুটতে লাগল।

"কি ?···কি ?···কোথায় ?···লাফ দিয়েছে ?···কাটা পড়েছে ?···" এই কথাগুলি তাদের কানে এল।

ভিড় এড়াবার জন্য দিদিকে নিয়ে অব্‌লন্‌স্কিও ভীত মুখে কামরার দরজাতেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

মহিলারা আবার কামরায় ফিরে গেল। পুরুষ দু'জন দুর্ঘটনার ব্যাপারটা জানবার জন্য ভিড়ের পিছন পিছন এগিয়ে গেল।

মাতাল হবার জন্যই হোক আর কাপড়ে আপাদমস্তক মুড়ি দেবার জন্যই হোক, ট্রেন আসার শব্দ শুনতে না পেয়ে একটি পাহারাওলা কাটা পড়েছে।

ভ্রন্‌স্কি ও অব্‌লন্‌স্কি ফিরে আসার আগেই মহিলারা খানসামার কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে পারল।

কিন্তু তারা বিকৃত দেহটা দেখে এসেছে। অব্‌লন্‌স্কি খুবই অভিভূত হয়ে পড়ল। তার ভ্রূকুটিকুটিল চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল।

"কী ভয়ংকর! ওঃ আন্না, তুমি যদি দেখতে! কী ভয়ংকর!" সে বলতে লাগল।

ভ্রন্‌স্কির মুখে কথা নেই; তার সুন্দর মুখখানি গম্ভীর, কিন্তু প্রশান্ত।

অব্‌লন্‌স্কি বলেই চলল, "ওঃ কাউণ্টেস, আপনি যদি তাকে দেখতেন! বৌটাও এসেছে···তার দিকে তাকানো যায় না···মৃতদেহের উপর আছড়ে পড়ছে···। লোকে বলছে, একটা বড় পরিবারের সেই ছিল একমাত্র ভরসা। খুব শোচনীয় অবস্থা নয় কি?"

মাদাম কারেনিনা উত্তেজিত গলায় ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, "আমরা কি তাদের জন্য কিছু করতে পারি না?"

তার দিকে একবার তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি কামরা থেকে নেমে গেল।

দরজা থেকেই মুখ ফিরিয়ে বলল, "আমি এখনই আসছি মামন।"

কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে সে দেখল, অব্‌লন্‌স্কি কাউণ্টেসের সঙ্গে একটি নতুন নর্তকী সম্পর্কে কথা বলছে, আর কাউণ্টেস ছেলের জন্য বার বার দরজার দিকে তাকাচ্ছে।

কামরায় ঢুকে ভ্রন্‌স্কি বলল, "এবার যেতে হবে।"

সকলে একসঙ্গেই চলতে লাগল। ভ্রন্‌স্কি মাকে নিয়ে আগে আগে, আর ভাইকে নিয়ে মাদাম কারেনিনা পিছনে। তারা স্টেশন পার হবার আগেই স্টেশন-মাস্টার এসে ভ্রন্‌স্কিকে ধরে ফেলল।

"আমার সহকারীর হাতে আপনি দু'শ' রুবল দিয়েছেন। দয়া করে সঠিক বলে দিন সেটা কাকে দিতে হবে।"

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে ভ্রন্‌স্কি বলল, "বিধবাকে দেবেন। এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করছেন কেন তা তো বুঝতে পারছি না।"

পিছন থেকে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "তুমি দিয়েছ? খুব ভাল, খুব ভাল। বড় ভাল ছেলে, অ্যাঁ? আচ্ছা, বিদায় কাউণ্টেস।"

সে ও তার দিদি সেখানেই দাঁড়িয়ে দাসীর খোঁজ করতে লাগল।

তারা যখন রাস্তায় এল ততক্ষণে ভ্রন্‌স্কিদের গাড়ি চলে গেছে। যে সব লোক স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসছে তারা সকলেই দুর্ঘটনার কথাই বলাবলি করছে।

একজন বলল, "এ বড় দুঃখের মৃত্যু। একেবারে দু'খণ্ড হয়ে গেছে।"

আর একজন বলল, "আমি তা মনে করি না; এই তো ভাল; সঙ্গে সঙ্গেই শেষ।"

তৃতীয় জন বলল, "উপযুক্ত সাবধানতা কেন যে নেওয়া হয় না?"

মাদাম কারেনিনা যখন গাড়িতে উঠল তখন অব্‌লন্‌স্কি লক্ষ্য করল, তার ঠোঁট দুটি কাঁপছে; কিছুতেই যেন চোখের জল চেপে রাখতে পারছে না।

"কি হল আন্না?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"বড়ই খারাপ লক্ষণ," মহিলাটি বলল।

"যত বাজে কথা!" ভাই বলল। "তুমি এসে পড়েছ এটাই বড় কথা। তোমার উপরে যে কতখানি ভরসা করে আছি তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।"

"ভ্রন্‌স্কিকে তুমি কি অনেক দিন থেকে চেন?" সে জানতে চাইল।

"তা চিনি। তুমি তো জান, সে কিটিকে বিয়ে করবে।"

আন্না আস্তে বলল, "ও। এবার তোমার কথা বল। তোমার চিঠি পেয়েই আমি এসেছি।"

"তুমিই একমাত্র ভরসা," অব্‌লন্‌স্কি বলল।

"সব কথা খুলে বল।"

সে বলতে শুরু করল।

বাড়িতে পৌঁছে অব্‌লন্‌স্কি হাত ধরে দিদিকে গাড়ি থেকে নামাল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার হাতটা চেপে ধরল, আর তারপরেই আপিসে বেরিয়ে গেল।

॥ ১৯ ॥

ছোট বসবার ঘরে ঢুকে আন্না দেখল ডলি একটি নাদুস-নুদুস ছেলের পাশে বসে তার ফরাসী পড়া শুনছে। ছেলেটি দেখতে তার বাবার মত। ছেলেটি পড়ছে আর তার জামার একটা ঢিলে বোতাম ধরে টানছে। মা বারকয়েক তার হাতটা সরিয়ে দিলেও ছোট ছোট আঙুলগুলি লুকিয়ে আবার ও বোতামটা নিয়েই পড়ল। শেষ পর্যন্ত সেটাকে ছিঁড়ে পকেটে রেখে দিল।

"জ্বালাতন করো না গ্রিশা," বলে মা আবার তার বোনায় হাত দিল। বোনাটা অনেকদিন ধরেই চলেছে। যখনই কোন কারণে মন খারাপ হয় তখনই একবার করে ওটাতে হাত দেয়। এইভাবেই চলছে। আগের দিন সে স্বামীকে বলে পাঠিয়েছিল যে তার দিদির আসাটা তার কাছে কোন ব্যাপারই নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সব কিছু ব্যবস্থা করে সে তার জন্তই অপেক্ষা করছিল।

ডলি তখন নিজের ঝামেলাতেই আকণ্ঠ ডুবে ছিল। তবু তার ননদ আন্না যে একজন নাম-করা মহিলা, সেণ্ট পিতার্সবুর্গের একজন বিশিষ্ট জননেতার স্ত্রী, সে কথা তার মনে ছিল। তাই স্বামীকে ভয় দেখালেও তদনুসারে কোন কাজ সে করে নি।

ডলি ভাবছিল, আর যাই হোক আন্নার তো কোন দোষ নেই। আমি তো তাকে ভাল ছাড়া মন্দ বলে জানি না, আর আমার প্রতি সে সর্বদাই ভাল ব্যবহার করেছে।

অন্যদিকে, সেণ্ট পিতার্সবুর্গে কারেনিনদের বাড়িতে অতিথি হিসাবে কিছু-দিন কাটিয়ে এসে তাদের সম্পর্কে তার ধারণা ভাল হয় নি; তাদের পারি-বারিক জীবনে যেন কোথায় কিছু ফাঁকি আছে।

কিন্তু তাই বলে আমি তাকে অভ্যর্থনা করব না কেন? শুধু সে যেন আমাকে সান্ত্বনা দিতে না আসে। এই সব সান্ত্বনা, উপদেশামৃত, খৃষ্টীয় ক্ষমার ব্যাপার—ও সব আমি হাজার বার শুনেছি, ওতে কোন লাভ হবে না।

গত কয়েকদিন যাবৎ ডলি তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আলাদা কাটিয়েছে। তার দুঃখের কথা নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা তার নেই, আবার বুকের মধ্যে এত দুঃখ পুষে নিয়ে অন্য কোন কথাও তো তার মুখে আসবে না। সে জানে, কোন না কোন ভাবে আন্নাকে সব কথাই বলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছিল, ভালই হল যে বুকের সব দুঃখ সে উজাড় করে ঢেলে দিতে পারবে; কিন্তু পরক্ষণেই এই ভেবে তার রাগ হতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত কি না তারই দিদিকে নিজের অপমানের কথা বলতে হবে আর তার মুখ থেকেই শুনতে হবে সান্ত্বনা ও পরামর্শের বাণী।

স্কার্টের খস্‌খস্‌ শব্দ ও দরজায় লঘু পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাতেই তার বিচলিত মুখে খুসি অপেক্ষা বিস্ময়ের ভাবই বেশী ফুটে উঠল। এগিয়ে গিয়ে ননদকে জড়িয়ে ধরল।

তাকে চুমো খেয়ে বলল, "সে কি? এরই মধ্যে এসে গেছ?"

"তোমাকে দেখে খুব খুসি হলাম ডলি!"

আন্নার মুখের দিকে তাকিয়ে সে কিছু জানে কিনা অনুমানের চেষ্টা করে ঈষৎ হেসে ডলি বলল, "আমিও খুসি হয়েছি।" আন্নার চোখে সান্ত্বনার

আভাষ দেখে তার মনে হল, সবই সে জানে। "এস, এস। তোমার ঘরটা দেখিয়ে দেই।"

"এই বুঝি গ্রিশা? বাসরে, এত বড়টি হয়েছে!" ছেলেটিকে চুমো খেয়ে আন্না বলল, "না, এখানেই ভাল আছি।"

স্কার্ফ ও টুপিটা খুলে ফেলল। একগুচ্ছ কালো চুল টুপিতে আটকে যাওয়ায় সেটা খুলবার জন্ম সে মাথাটা নাড়তে লাগল।

প্রায় ঈর্ষাকাতর স্বরে ডলি বলল, "তোমার শরীর থেকে স্বাস্থ্য ও সুখ যেন ছড়িয়ে পড়ছে।"

আন্না বলল, "আমাকে বলছ?···তা হবে।" একটি ছোট মেয়ে দৌড়ে ঘরে ঢোকায় বলল, "আরে! এই তো তানিয়া? আমার সের্গেই-র সমবয়সী!" তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেয়ে বলল, "কী সুন্দর বাচ্চা! সব ক'জনকে দেখাও।"

একে একে আন্না সবার নাম বলে গেল। শুধু নাম নয়, তাদের জন্মের বছর ও মাস, তাদের বৈশিষ্ট্য, তাদের অসুখ-বিসুখের কথা পর্যন্ত। সে সব কথা শুনে ডলির ভাল লাগল।

বলল, "তাহলে চল। তাদের কাছেই যাই। কিন্তু কি আপশোস, ভাসিয়া যে ঘুমিয়ে আছে।"

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ শেষ করে দু'জন এসে বসবার ঘরে বসল। কফির ট্রেটা হাতে নিয়ে আন্না সেটা এক পাশে সরিয়ে রাখল।

বলল, "ডলি, ও আমাকে সব বলেছে।"

ডলি ঠাণ্ডা চোখে আন্নার দিকে তাকাল। সান্ত্বনার কিছু বাঁধা বুলি শুনবার অপেক্ষায় ছিল আন্না কিন্তু সে সব কিছুই বলল না।

বলল, "ডলি লক্ষ্মীটি, তার পক্ষ সমর্থন করবার বা তোমাকে সান্ত্বনা দেবার বাসনা আমার নেই; সেটা সম্ভবও নয়। কিন্তু তোমার এই কষ্ট দেখে আমি সত্যি দুঃখিত।"

তার দুটি উজ্জ্বল চোখের কোণে অশ্রুকণা জমল। ডলির আরও কাছে ঘেঁসে বসে তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। ডলি হাতটা সরাল না, কিন্তু তার মুখে কঠিন ভাবের কোন পরিবর্তন ঘটল না। বলল:

"আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে না। যা ঘটেছে তাতেই সব শেষ হয়ে গেছে; সব কিছু হারিয়ে গেছে।"

কথা বলতে বলতেই তার মুখটা নরম হল। ডলির ক্ষীণ শুকনো হাতটা তুলে ধরে আন্না তাতে চুমো খেল।

বলল, "কি করা উচিত তাই বল ডলি? এ রকম ভয়ংকর পরিস্থিতিতে কোন্ পথ আমাদের নিতে হবে? সেটাই আমাদের ভেবে দেখতে হবে।"

ডলি বলল, "সব শেষ হয়ে গেছে; এর বেশী আর কিছু বলার নেই।

কিন্তু তার চাইতেও দুঃখের কথা কি জান, তাকে আমি ছাড়তেও পারছি না; ছেলেমেয়েরা যে রয়েছে। আমার হাত-পা যে বাঁধা। কিন্তু তার সঙ্গে থাকা আমার পোষাবে না; তাকে দেখাটাই যন্ত্রণাদায়ক।"

"ডলি, সোনা, সে আমাকে বলেছে, কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই; সব কথা আমাকে বল।"

ডলি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

আন্নার মুখে আন্তরিক ভালবাসা ও সহানুভূতির ছায়া।

হঠাৎ সে বলল, "ঠিক আছে। তাহলে গোড়া থেকেই বলি। বিয়ের আগে আমি কি ছিলাম তুমি তো জান। মামনের শিক্ষা-দীক্ষাকে ধন্যবাদ, শুধু যে অজ্ঞ ছিলাম তাই নয়, বোকাও ছিলাম। কিছুই জানতাম না। আমি জানি, লোকে সাধারণত বিশ্বাস করে যে, স্বামী স্ত্রীকে আগের জীবনের সব কথাই বলে, কিন্তু স্তেভ্—" শুধরে নিয়ে বলল—"কিন্তু স্তেপান আর্কাদিয়েভিচ কিছুই বলে নি। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি সত্যি সত্যি জানতাম যে আমিই একমাত্র নারী যার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। আট বছর এইভাবে কেটেছে। বিশ্বাস কর, তার বিশ্বাসহীনতার সম্পর্কে কোনরকম সন্দেহই আমার হয় নি; শুধু তাই নয়, আমি সেটাকে অসম্ভব বলে মনে করে এসেছি। এবার কল্পনা করতে চেষ্টা কর, মনের এই ধারণা নিয়ে হঠাৎ যেদিন এই আতংক, এই নোংরামির খবর জানতে পারলাম সেদিন আমার মনের কি অবস্থা হল।…তুমি আমাকে বুঝতে চেষ্টা কর। নিজের সুখে মশ্‌গুল থেকে হঠাৎ একদিন…" কোনরকমে কান্না চেপে ডলি বলতে লাগল, "এই চিঠিটা আমার হাতে এসে পড়ল…আমার ছেলেমেয়েদের শিক্ষয়িত্রী তার প্রেমিকাকে লেখা এই চিঠি! ওঃ, কী ভীষণ!" তাড়াতাড়ি রুমাল বের করে সে মুখ ঢাকল। একটু থেমে আবার বলল, সাময়িক মোহটা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু ইচ্ছা করে, চালাকি করে এ ভাবে আমাকে ঠকানো …আর কার সঙ্গে?…একই সঙ্গে আমি স্বামীও থাকব আবার তাকে নিয়েও থাকবে! উঃ, কী ভীষণ! এ সব কথা তুমি বুঝতে পারবে না।"

তার হাতটা চেপে ধরে আন্না বলল, "হ্যাঁ, আমি সব বুঝি ডলি সোনা। সত্যি আমি বুঝি।"

ডলি বলল, "আর তুমি কি মনে কর যে আমার এই ভয়ংকর অবস্থাটা সে বুঝতে পারে? মোটেই না, সে তো মজায় আছে, সুখে আছে।"

আন্না তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, "না না! তারও মন খারাপ। সেও অনুতাপে ভেঙে পড়েছে।"

ননদের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ডলি প্রশ্ন করল, "তারও অনুতাপ হয়?"

"হ্যাঁ। আমি তাকে চিনি। তাকে দেখলে করুণা হয়। আমরা দুজনই

তো তাকে চিনি। সে দয়ালু, কিন্তু গর্বিত ; আর আজ সে কত বিনীত ! আমি সব চাইতে অভিভূত হয়েছি এই দেখে যে দুটো জিনিস তাকে কষ্ট দিচ্ছে : ছেলেমেয়েদের সামনে লজ্জা, আর যে তোমাকে সে এত ভালবাসে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পৃথিবীতে তোমাকেই সে সবচাইতে বেশী ভালবাসে, অথচ তোমাকেই সে কষ্ট দিয়েছে, তোমার জীবনটাকে চুরমার করে দিয়েছে। সে তো সব সময় বলে, "না, না, ডলি আমাকে কোন দিন ক্ষমা করবে না।"

কথাগুলি শুনতে শুনতে ডলি চিন্তিতভাবে বাইরে তাকিয়ে রইল। তার পর বলল, "হ্যাঁ, আমি বুঝি যে তার অবস্থাও শোচনীয় ; যে নির্দোষ তার চাইতে যে দোষী তারই কষ্ট বেশী, অর্থাৎ সে যখন বুঝতে পারে যে তার দোষেই সকলের এত কষ্ট। কিন্তু কেমন করে তাকে আমি ক্ষমা করব ? সে থাকা সত্ত্বেও কেমন করে আবার তার স্ত্রী হয়ে থাকব ? তার সঙ্গে থাকাও যে এখন অসহ্য, কারণ…"

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠায় তার কথা আর শেষ হল না।

তারপর আবার বলল, "সে যুবতী ! সে সুন্দরী ! কিন্তু তুমি তো জান আন্না, কে আমার যৌবন, আমার রূপ থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। সে আর তার ছেলেমেয়েরা। তার জন্য আমি তো যথাসাধ্য করেছি, সব কিছু বলি দিয়েছি। আর আজ তার মন পড়েছে ওই নোংরা, তাজা যুবতীর দিকে। আমার তো মনে হয় তারা আমার কথা আলোচনা করে, অথবা হয় তো কোন কথাই হয় না—বুঝতে পারছ ?" আবার তার দুই চোখে ঘৃণার স্ফুলিঙ্গ ঝিলিক দিয়ে উঠল। "আর এর পরেও সে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করবে…আর তুমিও কি আশা কর যে তার কথা আমি বিশ্বাস করব ? কখনও না। না, সব শেষ হয়ে গেছে ; আমার সান্ত্বনা, আমার কষ্টের পুরস্কার, আমার যন্ত্রণা…তুমি কি বিশ্বাস করবে ? গ্রিশাকে আমি পড়াতাম—পড়াতে ভাল লাগত, কিন্তু এখন সে কাজ করতে আমার ঘৃণা হয়। কেন এত কাজ করব ? এত পরিশ্রম করব ? কেন সন্তানের জন্ম দেব ? সব চাইতে দুঃখের কথা কি জান, আমার মনটাই বদলে গেছে। যেখানে ছিল ভালবাসা, ছিল মমতা, সেখানে জন্মেছে বিদ্বেষ, হ্যাঁ, বিদ্বেষ। আমি তাকে খুন করতে পারি এবং—"

"লক্ষ্মী সোনা, আমি সব বুঝি, কিন্তু নিজেকে এ ভাবে কষ্ট দিয়ো না। এত কষ্ট তুমি পেয়েছ, এত চাপ সহ্য করেছ যে আজ অনেক কিছুই তুমি ভুল চোখে দেখছ।"

ডলি আবার কিছুটা শান্ত হল। কয়েক মিনিট কোন কথা বলল না।

"এখন কি করি ? ভাল করে ভেবে আমাকে বল আন্না। আমি তো অনেক ভেবেও পথ খুঁজে পাচ্ছি না।"

পথের কথা আন্নাও জানে না। তবু ভ্রাতৃবধূর প্রতিটি কথা, মুখের প্রতিটি ভাব তার মনে সাড়া জাগিয়ে তুলছে।

সে বলল, "আমি শুধু একটা কথাই বলতে পারি। আমি তার দিদি, তার প্রকৃতি আমি জানি, সে সব ভুলে যায়, সব কিছু ভুলে যায়। আজ যেমন নতুনের মোহে পড়ে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছে, তেমনই একদিন তার জন্য পুরোপুরি অনুতাপ করাই তার স্বভাব। সে যা করেছে তা যে কেমন করে করল তা সে জানেও না, বোঝেও না।"

ডলি বাধা দিয়ে বলল, "না, না ; খুব বোঝে, ভাল করেই বোঝে! কিন্তু আমি···তুমি আমাকে ভুলে থাকবে, আর আমি তা অনায়াসে সহ্য করব?"

"তুমি থাম। সে যখন আমাকে সব কথা বলেছিল তখন তোমার এই ভয়ংকর অবস্থার কথা আমি বুঝতে পারি নি। আমি শুধু ভেবেছি তার কথা, ভেবেছি যে একটা সংসার ভেঙে যাচ্ছে ; তার জন্যই দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু এখন তোমার সঙ্গে কথা বলে সমস্ত ব্যাপারটাকে অন্য দৃষ্টিতে—একটি নারীর দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি। তোমার এই কষ্ট দেখে আমি যে কত কষ্ট পাচ্ছি তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু ডলি সোনা, তোমার কষ্টটা বুঝতে পারলেও একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। আমি বুঝতে পারছি না···বুঝতে পারছি না যে এখনও তার প্রতি কতখানি ভালবাসা তোমার মনে আছে। তাকে ক্ষমা করবার মত ভালবাসা এখনও তোমার অন্তরে আছে কিনা সে শুধু তুমিই জান। যদি থেকে থাকে তো তাকে ক্ষমা কর!"

"না," ডলি আরও কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আন্না আর একবার তার হাতে চুমো খেয়ে তাকে থামিয়ে দিল।

বলল, "জগৎটাকে আমি তোমার চাইতে ভাল চিনি। আমি জানি, স্তেভ্-এর মত মানুষরা এ সব ব্যাপারকে কি চোখে দেখে। তুমি বলছ, তোমার কথা নিয়ে সে তার সঙ্গে আলোচনা করেছে। কখনও না। এ সব লোক অবিশ্বস্ত হতে পারে, কিন্তু তাদের ঘর, তাদের স্ত্রী—এরা তাদের কাছে পরম পবিত্র বস্তু। অন্য নারীকে তারা ঘৃণার চোখে দেখে, তাদের কখনও নিজের পরিবারের ক্ষতি করতে দেয় না। অন্য নারী ও নিজের পরিবারের মধ্যে তারা একটা অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর তুলে রাখে। আমি এটা বুঝতে পারি না, তবু এটাই সত্য।"

"হাঁ, কিন্তু সে যে তাকে চুমো খেয়েছে—"

"শোন ডলি। স্তেভ যখন তোমাকে ভালবাসত তখন তাকে আমি দেখেছি। তোমাকে ঘিরে তার মনে তখন এতই কাব্যময় উদার মনোভাব ছিল যে আমার কাছে এসে তোমার কথা বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলত। আমি আরও জানি, তোমার সঙ্গে যত তার দিন কেটেছে ততই তোমার সম্পর্কে তার ধারণা উঁচু হয়েছে। সব কথার সঙ্গেই সে যখন একটি কথাই জুড়ে দিয়ে বলত "ডলি একটি আশ্চর্য নারী!" তখন আমরা তার কথা শুনে

হাসতাম। তার কাছে তুমি সব সময়ই ছিলে দেবী, আর এখনও তাই আছ ; এখানকার এই মোহ তার অন্তরের কথা নয়—"

"কিন্তু এই মোহ যদি চলতেই থাকে ?"

"আমার দৃঢ় ধারণা তা চলতে পারে না।"

"আচ্ছা, তুমি হলে তাকে ক্ষমা করতে ?"

"তা জানি না। ঠিক বুঝতে পারছি না।···হ্যাঁ, করতাম," একটু ভেবে নিয়ে আন্না বলল ; তারপর নিজেকে এই পরিস্থিতিতে ফেলে দু'দিক ভাল করে ওজন করে বলল : "করতাম, করতাম, আমি তাকে ক্ষমা করতাম। এই ভেবে ক্ষমা করতাম যেন ঘটনাটি ঘটে নি, কোন কালেই ঘটে নি।"

আন্না যেন তার কথারই প্রতিধ্বনি করেছে এমনিভাবে ডলি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "সে তো বলাই বাহুল্য। নইলে আর ক্ষমা কিসের। ক্ষমা যদি করি তো পুরোপুরিই করব। হ্যাঁ, পুরোপুরি। আচ্ছা, এবার এস, তোমার ঘরটা দেখিয়ে দেই।" এক সঙ্গে যেতে যেতে আন্নাকে জড়িয়ে ধরে ডলি বলল, "তুমি আসাতে কত যে খুসি হয়েছি ! এর মধ্যেই ভাল বোধ করছি। অনেক ভাল।"

॥ ২০ ॥

সারাটা দিন আন্না বাড়িতে অর্থাৎ অব্‌লন্‌স্কিদের বাড়িতেই কাটাল। তার আসার খবর পেয়ে কিছু বন্ধু বান্ধবী সেইদিনই তার সঙ্গে দেখা করতে এলেও সে কারও সঙ্গেই দেখা করল না। ডলি ও তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে সকালটা কাটিয়ে দিল, আর একটা চিরকুট লিখে ভাইকে জানিয়ে দিল সে যেন বাড়িতে এসেই খায়। লিখল, "বাড়ি চলে এস। ঈশ্বর করুণাময়।"

অব্‌লন্‌স্কি বাড়ি এসেই খেল। সাধারণভাবেই কথাবার্তা হল। স্ত্রী তাকে স্তেভ বলেই ডাকল, যদিও ও নামটা ইদানীং সে উচ্চারণ করতেই ভুলে গিয়েছিল। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য কিছুটা থেকে গেলেও ছাড়াছাড়ির কোন কথাই আর হয় নি, এবং অব্‌লন্‌স্কি বুঝতে পেরেছে যে আলোচনার পথে একটা মিলনের সম্ভাবনা এখনও আছে।

খাবার ঠিক পরেই কিটি এল। আন্নার সঙ্গে তার পরিচয় যৎসামান্য ; কাজেই দিদির কাছে আসবার পথে তার ভয় ছিল, না জানি পিতার্সবুর্গের এই কেতাদুরস্ত মহিলা কেমনভাবে তাকে গ্রহণ করবে। কিন্তু আন্নার তাকে ভালই লাগল, আর কিটিও সেটা বুঝতে পারল। আন্নাকে দেখতে কেতাদুরস্ত মহিলার মতও নয়, আট বছরের ছেলের মতও নয় ; দেখে মনে হয় যেন বিশ বছরের মেয়ে ; এতই ঝরঝরে, চপলগতি, চোখের চাউনিতে ও ঠোঁটের হাসিতে এতই উচ্ছলতা। এই গুণেই কিটি আরও আকৃষ্ট হল।

ডিনারের পরে ডলি চলে গেলে আন্না তাড়াতাড়ি ভাইয়ের কাছে গেল। সে তখন চুরুট টানছিল।

দুষ্টুমি ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে মাথার উপরে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে এবং চোখের ইঙ্গিতে দরজাটা দেখিয়ে আন্না মুখে শুধু বলল, "স্তেভ।"

তার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে অব্‌লন্‌স্কি সঙ্গে সঙ্গে চুরুটটা ফেলে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

সে চলে গেলে আন্না আবার সেই সোফাতেই এসে বসল যেখানে সে ছেলেমেয়েদের নিয়ে এতক্ষণ বসে ছিল। তাদের মা মাসিটিকে ভালবাসে দেখেই হোক, বা মাসির নিজস্ব আকর্ষণেই হোক, ছোট-বড় সবগুলি ছেলে-মেয়েই খাবার আগে থেকেই মাসির বাধ্য হয়ে পড়েছিল এবং খাবার পরেও তার পাশ ছেড়ে যায় নি। কে তার সব চাইতে কাছে বসতে পারে, তাকে আদর করতে পারে, তার ছোট হাতখানিতে চুমো খেতে পারে, তার আংটি নিয়ে খেলা করতে পারে, বা তার ফ্রকের কুঁচি ছুঁতে পারে—এটাই যেন তাদের কাছে একটা খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিজের আসনে বসে আন্না বলল, "এস, আগের মতই সকলে বসা যাক।"

এবারও গ্রিশা তার হাতের ভিতর দিয়ে মাথাটা ঢুকিয়ে কোলের উপর রাখল। তার মুখ থেকে গর্ব ও খুসির আলো যেন ঠিকরে পড়তে লাগল।

কিটির দিকে ফিরে আন্না বলল, "বল-নাচটা কবে হচ্ছে?"

"আগামী সপ্তাহে। চমৎকার বল হবে। আগাগোড়া মজাদার।"

"আগাগোড়া মজাদার কোন বল হয় নাকি?" খুসির সুরে আন্না জিজ্ঞাসা করল।

"হয়ই তো। বব্‌রিশেভদের বলা হয়, নিকিতিনদের বলা হয়, তবে মেঝ্‌কভদের বলা হয় একঘেয়ে। সেটা লক্ষ্য করেছেন?"

"না সোনা, কোন বলই আমার কাছে মজাদার মনে হয় না। শুধু একটা বল আর একটা বলের চাইতে কম একঘেয়ে ও বিরক্তিকর মনে হয় এই যা পার্থক্য?"

"বল একঘেয়ে লাগে তোমার কাছে?"

"কেন লাগবে না?" আন্না প্রশ্ন করল।

"কারণ যে কোন বলই হোক, আপনিই তো হবেন তার রাণী।"

লজ্জায় আন্নার মুখটা রাঙা হয়ে উঠল। বলল, "প্রথমত, আমি রাণী হই না; দ্বিতীয়ত, রাণী হলেই বা তফাৎটা কি?"

"এই বল-এ যাচ্ছেন তো?" কিটি জানতে চাইল।

"যেতে তো হবেই।" তানিয়া তার আঙ্গুল থেকে একটা আংটি খুলতে চেষ্টা করছিল; সেটা তার হাতে দিয়ে আন্না বলল, "এই যে, নাও।"

"আপনি যাচ্ছেন জেনে খুব খুশি লাগছে।"

"দেখ, তুমি খুসি হবে জেনেই তো আমার যাওয়া। গ্রিশা, চুল ধরে টেনো না, এমনিতেই আমার চুল উঠে যাচ্ছে।"

"আপনি কিন্তু ফিকে নীল রঙের পোষাক পরে যাবেন।"

আন্না হেসে বলল, "ফিকে নীল রং কেন? বাচ্চারা, এবার ছুটে চলে যাও। শুনতে পাচ্ছ না? মিস্ হাল্ তোমাদের চা খেতে ডাকছেন।" বাচ্চারা সব খাবার ঘরে চলে গেল।

"তুমি কেন আমাকে যেতে বলছ আমি জানি। এই নাচে তোমার অনেক বড় আশার ব্যাপার আছে, তাই তুমি চাইছ যে সকলেই তার অংশীদার হোক।"

"আচ্ছা; আপনি কেমন করে জানলেন?"

"আহা, কী সুখের দিনই তোমাদের যাচ্ছে! সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ে যে নীল কুয়াসা ছড়িয়ে পড়ে সে রকম কুয়াসার কথা তো আমারও মনে পড়ে। শৈশব শেষ হয়ে জীবনের পথ যখন সেই প্রকাণ্ড বৃত্তের মধ্যে পা বাড়ায় যেখানে সব কিছু সীমাহীন আনন্দে ভরা তখনই তো সেই নীল-নীল কুয়াসা সব কিছুকে ঢেকে ফেলে। সে কুয়াসা-ঢাকা পথে কে না পা ফেলেছে?"

কিটি হাসতে লাগল, কোন কথা বলল না। আন্নার স্বামী আলেক্সি আলেক-সান্দ্রোভিচ কারেনিন-এর কাঠখোট্টা চেহারাটা মনে পড়তেই কিটি ভাবল, না জানি এ মেয়ে কেমন করে সে পথে পা বাড়িয়েছিল। ওর প্রেমের গল্প শুনতে খুবই ইচ্ছা করে।

আন্না রহস্যের সুরে বলল, "কিছু কিছু আমি জানি। স্তেভ আমাকে বলেছে। তোমাকে অভিনন্দন জানাই; তাকে আমার খুব পছন্দ, রেলওয়ে স্টেশনে ভ্রন্স্কির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।"

কিটির গালে রঙের ছোপ লাগল। বলল, "আচ্ছা, সে বুঝি স্টেশনে গিয়েছিল? স্তেভ আপনাকে কি বলেছে?"

"আরে, সে তো সব বলে দিয়েছে। এ তো খুব ভাল কথা। গতকাল আমি ভ্রন্স্কির মায়ের সঙ্গে এক কামরায়ই এসেছি। তিনি তো সারাক্ষণ তাঁর আদরের ছেলের কথা ছাড়া আর কোন কথাই বলেন নি। আমি জানি, মায়েরা একটু এক-চোখো হয়, কিন্তু—"

"তার মা কি বললেন?"

"আরে, সে অনেক কথা। আমি জানি, সে মায়ের খুব আদরের ছেলে, তবু তার গুণপনা সম্পর্কে সন্দেহের কিছু নেই। যেমন ধর, তিনি বললেন, সে তার সব কিছু ভাইকে দিয়ে দিতে চেয়েছিল; একেবারে ছেলেবয়সে একটা আশ্চর্য কাজ করেছিল—একটি স্ত্রীলোককে জলে ডোবার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। এক কথায়—সে একটি নায়ক!" আন্না হাসতে হাসতে বলল; স্টেশনে দু'শ' রুবল দান করার কথাটাও তার মনে পড়ে গেল, কিন্তু সে কথার উল্লেখ করল না।

আন্না বলতে লাগল, "মহিলাটি বার বার বলে দিয়েছেন, আমি যেন তার সঙ্গে দেখা করি। যেতে পারলে আমিও খুসি হব। আগামী কাল যাবার ইচ্ছা আছে। আরে, স্তেভ যে ডলির ঘরে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিল।" প্রসঙ্গ বদলে নিয়ে আন্না উঠে দাঁড়াল।

"না, আমি আগে!" "না, আমি!" চায়ের পাট শেষ করে ছেলে-মেয়েরা আন্না-মাসির দিকে ছুটে এল।

"সকলে এক সঙ্গে," আন্না হাসতে হাসতে সকলকে কোলে তুলে নিয়ে নামিয়ে দিল। ছেলেমেয়েগুলি আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠল।

॥ ২১ ॥

বড়দের চায়ের জন্ত ডলি তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অব্‌লন্‌স্কি তার সঙ্গে এল না। মনে হচ্ছে, অন্য দরজা দিয়ে সে আগেই তার স্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

ডলি আন্নাকে বলল, "আমার আশংকা হচ্ছে, উপরতলাটা বড় ঠাণ্ডা হবে। তোমাকে একটা নীচের তলার ঘর দেব। তাহলে তুমি আমার কাছাকাছিও থাকতে পারবে।"

একটা বোঝা-পড়া হয়েছে কিনা জানবার জন্য ডলির মুখের দিকে তাকিয়ে আন্না বলল, "আমার জন্যে ভেব না।"

"আর নীচটায় আলোও বেশী হবে।"

"আমি তোমাকে বলছি, যে কোন সময় যে কোন জায়গায় আমি মরার মত ঘুমুতে পারি।"

পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অব্‌লন্‌স্কি স্ত্রীকে বলল, "ব্যাপার কি?"

তার কথার সুরেই কিটি ও আন্না দু'জনই বুঝতে পারল যে একটা মিটমাট হয়ে গেছে।

"আন্নাকে নীচে নিয়ে আসতে চাইছি; কিন্তু পর্দাগুলোকে তো নতুন করে টাঙাতে হবে। সে কাজটাও আমাকেই করতে হবে, আর কেউ তো পারে না," ডলি স্বামীকে কথাগুলি বলল।

"আঃ! ডলি, তিলকে তাল করো না," স্বামী বলল। "যদি বল তো সে ব্যবস্থাটা আমিই করে দিচ্ছি।"

আন্না ভাবল, মনে হচ্ছে এরা মিটিয়ে নিয়েছে।

ডলিও পাল্টা জবাব দিল, "তুমি যা ব্যবস্থা করবে সে আমার জানা আছে। তুমি তো মাৎভি-কে হুকুম করবে, আর সে হুকুম তামিল হবে না। তারপর তুমি বেরিয়ে যাবে আর সে একটা তালগোল পাকিয়ে বসবে।" কথা বলতে বলতে ডলির ঠোঁটের কোণটা তার স্বাভাবিক ব্যঙ্গের হাসিতে বেঁকে গেল।

আন্না ভাবল, পুরোপুরি মিলন, একেবারে পুরোপুরি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! এ ব্যাপারে নিজের ভূমিকার কথা ভেবে খুসি মনে সে এগিয়ে গিয়ে ডলিকে চুমো খেল।

ঈষৎ হেসে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "মোটেই তা নয়; মাৎভি ও আমার সম্পর্কে তোমার এত খারাপ ধারণা হল কেন?"

সারা সন্ধ্যা স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তায় ডলি তার সেই কপট বিদ্রূপের সুরটা বজায় রেখেই চলল, আর অব্‌লন্‌স্কিও বেশ হাসি-খুসিতেই কাটাল।

সাড়ে ন'টার সময় অব্‌লন্‌স্কিদের চায়ের টেবিলের এই হাসি-খুসিতে ভরা আলোচনা হঠাৎ এমন ঘটনায় বাধা পেল যেটা আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার হলেও যে কারণেই হোক সকলের কাছেই খুব অদ্ভুত ঠেকল। পিতার্সবুর্গের পরিচিত জনদের কথা আলোচনা করতে করতে আন্না হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

বলল, "তার একটা ছবি আমার অ্যাল্‌বামে আছে। আর আমার সের্গেই-র একটা ছবিও আপনাদের দেখাব," মায়ের স্বাভাবিক গর্বিত হাসির সঙ্গে সে বলল।

সে বসবার ঘর থেকে বের হবার মুখেই সদর দরজার ঘণ্টাটা বেজে উঠল।

"কে আবার এল," ডলি প্রশ্ন করল।

কিটি বলল, "আমাকে নিতে আসার সময় তো এখনও হয় নি, আর অন্য কারও সঙ্গে দেখা করবার পক্ষেও তো এখন অসময় হয়ে গেছে।"

"নিশ্চয় আমার কোন কাগজপত্র নিয়ে কেউ এসেছে," অব্‌লন্‌স্কি বলল। আন্না বড় সিঁড়িটা পেরিয়ে যেতেই একটি চাকর ছুটে এসে জানাল, একজন দর্শনার্থী এসেছে; নীচের হল-ঘরে বাতির পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। নীচে উঁকি দিয়েই আন্না চিনতে পারল লোকটি ভ্রন্‌স্কি; সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়-মিশ্রিত খুসির ভাব তার মনের মধ্যে উথ্‌লে উঠল। কোট গায়ে দাঁড়িয়ে সে পকেট থেকে কি যেন বের করছে। আন্না অর্ধেকটা সিঁড়ি উঠে গেলে ভ্রন্‌স্কি উপরে তাকিয়ে তাকে দেখতে পেল; লজ্জা ও ভয়ের একটা আভাষ তার মুখের উপর খেলে গেল। একটু মাথা নেড়ে সে উপরে উঠে গেল, আর পরমুহূর্তেই শোনা গেল অব্‌লন্‌স্কি তাকে উপরে উঠে আসতে বলছে; কিন্তু ভ্রন্‌স্কি শান্ত গলায় সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল।

অ্যাল্‌বাম নিয়ে ফিরে এসে আন্না দেখল সে চলে গেছে। অব্‌লন্‌স্কি জানাল, মস্কো পরিদর্শনে আগত একজন বিখ্যাত লোকের জন্য কাল যে ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে সে সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেই সে এসেছিল।

পরে বলল, "কিছুতেই উপরে এল না। আচ্ছা লোক বটে!"

কিটির মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বুঝতে পেরেছে কেনই বা সে এসেছিল,

আর কেনই বা তাদের সঙ্গে দেখা না করে চলে গেল। সে ভাবল, প্রথমে সে আমাদের বাড়ি গিয়েছিল; সেখানে আমাকে না পেয়ে এখানে এসেছিল আমাকে এখানে পাবে এই আশায়; কিন্তু ভিতরে আসে নি। কারণ অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর তাছাড়া আন্না এখানে রয়েছে।

পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় হল, কিন্তু কেউ কিছু বলল না। সকলেই আন্নার অ্যালবামের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

একটা প্রস্তাবিত ভোজসভার ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে কেউ যদি সাড়ে ন'টার সময় বন্ধুর বাড়িতে আসে এবং ভিতরে না ঢোকে তাতে আপত্তিকর বা অদ্ভুত কিছু থাকবার কথা নয়, তবু সকলের কাছেই ঘটনাটা অদ্ভুত ঠেকল। অবশ্য ঘটনাটা আন্নার কাছে যতটা অদ্ভুত ও অপ্রীতিকর মনে হল ততটা আর কারও মনে হল না।

॥ ২২ ॥

সবে বল শুরু হয়েছে, ফুল দিয়ে সাজানো আলোকোজ্জ্বল সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল কিটি ও তার মা। ঘরের ভিতর থেকে যেন মৌ-চাকের মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে। বল-নাচের ঘর থেকে ভেসে আসছে অর্কেস্ট্রার বেহালায় প্রথম ওয়াল্‌জের সুর। মা ও মেয়ে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ দাঁড়িয়ে চুল ও গাউন শেষবারের মত ঠিকঠাক করে নিল। অসামরিক পোষাক পরিহিত একটি বৃদ্ধ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এইমাত্র তার কপালের উপরকার পাকা চুলগুলি একটু চেপে বসিয়ে নিল। তার গা থেকে আতরের গন্ধ ভুরভুর করে বেরুচ্ছে। সিঁড়িতে মা ও মেয়ের মুখোমুখি হয়ে সে এক পাশে সরে দাঁড়াল। না চিনলেও কিটির প্রশংসা ফুটে উঠল তার চোখে। বুড়ো প্রিন্স শেরবাত্‌স্কি যাদের বলে ফুল-বাবু তেমনই একটি গোঁফ-না-গজানো যুবক সাদা টাই-টা সোজা করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে মাথা নীচু করে তাদের অভি-বাদন জানাল এবং এক পা এগিয়েই ফিরে এসে তার সঙ্গে একটা কোয়াড্রিল নাচতে কিটিকে আমন্ত্রণ জানাল। যেহেতু তার প্রথম কোয়াড্রিল নাচবার কথা ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে, তাই সে এই যুবকের সঙ্গে দ্বিতীয় কোয়াড্রিলটি নাচতে সম্মত হল। একজন অফিসার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দস্তানার বোতাম আঁটছিল; মা ও মেয়েকে ঢোকার পথ করে দিতে সে একপাশে সরে দাঁড়াল এবং কিটির গোলাপী মুখের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে গোঁফে তা দিতে লাগল।

বল-রুমে ঢুকবার মুখে মা মেয়ের ওড়নাটা একটু তুলে দিতে চেষ্টা করলে কিটি আস্তে মার হাতটা সরিয়ে দিল। সে ভাবল, সব কিছুই ঠিক যেমনটি থাকা উচিত তাই আছে; একে আর ভাল করা যাবে না, তার দরকারও নেই।

আজ কিটির অন্যতম সুখের দিন। তার বডিসটা আঁটো হয় নি, লেসটা কাঁধ থেকে ঝুলে পড়ে নি, ফিতের গোলাপী ফুল খুলে যায় নি, পায়ের উঁচু-গোড়ালি গোলাপী চপ্পল বেশ আরামদায়ক বোধ হচ্ছে। দস্তানার তিনটে বোতামের একটাও খুলে যায়নি, বা হাতটাকে চেপে ধরে নি। লকেটের কালো ভেলভেটের ফিতেটা আস্তে গলায় জড়িয়ে রয়েছে। ফিতেটা অতি চমৎকার মানিয়েছে। আর সব কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, কিন্তু ফিতেটা তর্কাতীতভাবে মানিয়েছে। এমন কি এই নাচের আসরেও আয়নায় নিজেকে দেখে কিটি না হেসে পারে নি। তার খোলা হাত ও গলার শ্বেতমর্মর-প্রশান্তি তাকে মুগ্ধ করেছে। নিজের রূপ দেখে নিজের চোখই জলজ্বল করেছে, নিজের রঙিন ঠোঁটেই ফুটে উঠেছে হাসি। বল-রুমে অন্য সব সুসজ্জিতা মহিলারা যেখানে নাচের আমন্ত্রণের অপেক্ষায় বসেছিল, কিটি ঘরে ঢুকে সেখানে যাওয়া মাত্রই এগোরুশ্‌কা কর্স্‌নস্কির মত নামকরা নাচিয়ে এসে তাকে ওয়াল্‌জে আমন্ত্রণ জানাল। এগোরুশ্‌কা লম্বা, সুদর্শন, বিবাহিত; বল-নাচের আসরে সেই তো প্রথম নাগর, সবার সেরা নাচিয়ে, যে কোন নাচের আসরের মধ্যমণি। এইমাত্র সে কাউণ্টেস বানিনার সঙ্গে অর্ধেকটা ওয়াল্‌জ শেষ করেছে। এমন সময় কিটিকে দেখতে পেয়েই সে তার দিকে এগিয়ে এল, কোন রকম অনুমতির অপেক্ষা না করেই কিটির সরু কোমরটা জড়িয়ে ধরবার জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল। হাতের পাখাটা গৃহকর্ত্রীর হাতে দিয়ে কিটিও হাতটা চেপে ধরল।

এক হাতে কিটির কোমর জড়িয়ে ধরে সে বলল, "ঠিক সময়ে এসে তুমি খুব ভাল করেছ। দেরিতে আসাটা আমি মনের থেকেই অপছন্দ করি।"

কিটিও বাঁ হাতটা বেঁকিয়ে তার কাঁধের উপর রাখল। গোলাপী চপ্পলে ঢাকা তার ছোট্ট পা দুটি বাজনার তালে তালে কখনও দ্রুত কখনও আস্তে ঝকঝকে মেঝের উপর চলে বেড়াতে লাগল।

প্রথম ধীর পদক্ষেপের পরে সঙ্গীটি বলল, "তোমার সঙ্গে ওয়াল্‌জ নেচে সুখ আছে। এমন সাবলীলতা আর এমন সঠিক পায়ের কাজ!"

প্রায় সব নাচের সঙ্গীর বেলায়ই এই একই কথা সে বলে থাকে। এ প্রশংসা শুনে কিটি হাসল। তার কাঁধের উপর দিয়েই ঘরের চারদিকটা ভাল করে দেখতে লাগল। ওই তো রয়েছে কর্স্‌নস্কির সুন্দরী স্ত্রী লিডা; রয়েছে গৃহকর্ত্রী; ঐ তো টাক-মাথা ক্রিভিন যে অভিজাত মহলের সব জমায়েতেই হাজির থাকে। ঘরের আর এক কোণে রয়েছে অব্‌লনস্কি, আর কালো ভেলভেটের পোষাকে সজ্জিতা আন্না। ঐ তো সেও রয়েছে। সেদিন সন্ধ্যায় লেভিন-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পরে তার সঙ্গে আর কিটির দেখা হয় নি। কিটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাকে চিনতে ভুল করে নি। লেভিনও তাকেই দেখছে।

সামান্য শ্বাস টেনে কর্সুন্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল, "আর একটা হবে না কি? তুমি শ্রান্ত বোধ করছ না তো?"

"না। ধন্যবাদ।"

"তোমাকে কোথায় নিয়ে যাব?"

"মনে হচ্ছে মাদাম কারেনিনা ওখানে আছেন। তার কাছেই যাব।"

"তোমার যেমন ইচ্ছা।"

"ক্ষমা করবেন মাদাম, ক্ষমা করবেন মাদাম" বলতে বলতে অতি সু-কৌশলে নাচের তালে তালেই ভিড় কাটিয়ে লোকটিকে নিয়ে আন্নার কাছে গিয়ে হাজির হল। আন্না কিটিকে বলল, "তুমি তো নাচতে নাচতেই ঘরে ঢুকেছিলে।"

কর্সুন্‌স্কি আগে কখনও আন্নাকে দেখে নি। তবু তাকে অভিবাদন জানিয়ে সে বলল, "এই ছোট্ট প্রিন্সেসটি হাজির থাকলে যে কোন বল-নাচের আসরই জমে ওঠে।" তারপর আর একটা অভিবাদন করে বলল, "এই ওয়াল্‌জটা কি আমি পেতে পারি আন্না আর্কাদিয়েভ্‌না?"

"আপনাদের পরিচয় আছে বুঝি?" গৃহকর্তা প্রশ্ন করল।

"আমি ও আমার স্ত্রী সকলের সঙ্গেই পরিচিত। আমরা হলাম সাদা নেকড়ে; সকলেই আমাদের চেনে। তাহলে এই ওয়াল্‌জ্‌টা আন্না আর্কাদিয়েভ্‌না?"

"এড়াতে পারলে আমি আর নাচি না," সে বলল।

"আজ রাতে কিন্তু আপনি এড়াতে পারবেন না," কর্সুন্‌স্কি জবাব দিল।

ঠিক সেই সময় ভ্রন্‌স্কি সেখানে হাজির হল।

ভ্রন্‌স্কি মাথা নোয়াল; কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আন্না তাড়াতাড়ি কর্সুন্‌স্কির কাঁধে হাত রেখে বলল, "আজ রাতে যখন নাচতে হবেই তখন চলে আসুন।"

কিটি অবাক হয়ে গেল। আন্না যে ইচ্ছা করেই ভ্রন্‌স্কিকে অগ্রাহ্য করল সেটা সে বুঝতে পারল। কিন্তু কেন সে ভ্রন্‌স্কির উপর অসন্তুষ্ট হল সেটা ভেবেই কিটি অবাক হল। ভ্রন্‌স্কি কিটির দিকে এগিয়ে গেল। তাদের প্রথম কোয়াড্রিল নাচের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল। তার কথা শুনতে শুনতেই কিটি তাকিয়ে দেখল, আন্না চমৎকার ওয়াল্‌জ নাচছে। ভ্রন্‌স্কি যদি তাকে ওয়াল্‌জ নাচতে ডাকে এই আশায় কিটি অপেক্ষা করে রইল, কিন্তু সে তাকে ডাকল না। কিটি আবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। ভ্রন্‌স্কি লজ্জা পেয়ে তাকে নাচতে ডাকল; কিন্তু কিটির সরু কোমরটা জড়িয়ে ধরে সবে তারা প্রথম পা-টা ফেলেছে এমন সময় বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। কিটি একদৃষ্টিতে ভ্রন্‌স্কির মুখের দিকে তাকাল; তার চোখ ভালবাসায় টলমল করছিল; কিন্তু ভ্রন্‌স্কির দিক থেকে কোন সাড়াই এল না। তাই তো তারপর থেকে দীর্ঘকাল,

অনেক অনেক বছর ধরে যখনই নিজের এই দৃষ্টিপাতের কথা তার মনে পড়ত তখনই একটা তীব্র ছুরিকাঘাতে তার বুকটা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।

ওদিকে হাতের কাছে যে তরুণীটিকে পেল তাকেই জড়িয়ে ধরে কর্স্‌নস্কি বলে উঠল, "মাফ করবেন, মাফ করবেন, একটা ওয়াল্‌জ্‌, একটা ওয়াল্‌জ্‌!" আর তার পরেই তাকে সঙ্গে নিয়ে নাচ শুরু করে দিল।

॥ ২৩ ॥

ভ্রন্‌স্কি ও কিটি এক সঙ্গে কয়েক পাক্‌ ওয়াল্‌জ্‌ নাচবার পরেই কিটি তার মায়ের কাছে চলে গেল। সেখানে কাউণ্টেস নর্ডস্টন-এর সঙ্গে দু'একটি কথা বলতে না বলতেই ভ্রন্‌স্কি আবার সেখানে এসে উপস্থিত হল। দু'জন প্রথম কোয়াড্রিল নাচতে চলে গেল। সে নাচের সময় কাজের কথা বিশেষ কিছু হল না। কথা হল কর্স্‌নস্কি দম্পতি সম্পর্কে; ভ্রন্‌স্কি তাদের দু'জনকে চল্লিশ বছরের খোকা-খুকু বলে ঠাট্টা করল। আর কথা হল একটা নতুন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের ব্যাপারে। অবশ্য কোয়াড্রিলের উপর কিটি খুব একটা ভরসাও করে নি। দুরু দুরু বুকে সে মাজুরকা নাচের জন্যই অপেক্ষা করে ছিল। সে জানত, মাজুরকার সময়ই সব ঠিক হয়ে যাবে। সে স্থির জানত, তারা দু'জন একত্রে মাজুরকা নাচবেই, আর সেই জন্যই মাজুরকা নাচের অন্য পাঁচটা প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছে।

যা হোক, একটি বোকা-বোকা ছেলের সঙ্গে শেষ কোয়াড্রিলটা নাচবার সময় সে একবার ভ্রন্‌স্কি ও আন্নার সামনা-সামনি পড়ে গেল। সন্ধ্যা থেকে সে আন্নাকে দেখে নি, কিন্তু এখন যাকে দেখল সে যেন অন্য মানুষ, নতুন ও অপ্রত্যাশিত। সাফল্যের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে তার সারা মুখে। এ উত্তেজনা তার চেনা; এর প্রতিটি লক্ষণ তার চেনা; সেই উত্তেজনা সে দেখতে পেল আন্নার মুখে; চোখে সেই কাঁপা-কাঁপা আলোর ঝিলিক, ঠোঁটে সেই খুসি ও উত্তেজনা মাখানো হাসি, প্রতিটি চলনে সেই লঘু, স্থির ও মনোরম ভঙ্গী।

কে সে? নিজেকেই সে প্রশ্ন করল। কোন একজন, না সকলে? কিটির তখন আর নাচে মন নেই; ভগ্ন হৃদয়ে সে শুধু ভ্রন্‌স্কি আর আন্নাকেই দেখতে লাগল। না, এ জনতার প্রশংসা নয়, কোন একজনের স্তুতি-ভাষণই এর কারণ? কিন্তু কে সেই একজন? সে কি? ভ্রন্‌স্কি যতবার কথা বলছে ততবারই আন্নার চোখ খুসিতে ঝলমল করে উঠছে, সুখের হাসিতে বেঁকে যাচ্ছে তার রঙিন ঠোঁট। আর ভ্রন্‌স্কি? তার দিকে তাকিয়ে কিটি ভয়ে কেঁপে উঠল। আন্নার মুখের আয়নায় যে জিনিসের ছায়া সে দেখেছে সেই একই ছবি সে এখানেও দেখতে পেল। তার মুখের সেই দৃঢ়, শান্ত, স্বচ্ছন্দ

ভাব কোথায় ? সে সব বিদায় নিয়েছে ; যখনই আন্নার সঙ্গে কথা বলছে তখনই এমনভাবে মাথাটাকে ঈষৎ নোয়াচ্ছে যেন এখনই তার সামনে নতজানু হয়ে বসবে ; দুটি চোখে ভীতি ও আত্মসমর্পণের ভঙ্গী ছাড়া আর কিছু নেই। ভ্রন্‌স্কির মুখের এমন ভাব সে কখনও দেখে নি।

তারা দু'জন হয় তো অতি সাধারণ তুচ্ছ কথাই বলছে, কিন্তু কিটির মনে হতে লাগল যে তাদের প্রতিটি কথাই তার এবং তাদের দুজনের ভাগ্যকে নির্ধারিত করছে।

তারপর যখন মাজুরকা নাচের সময় হল, চেয়ারগুলো সব সরিয়ে নেওয়া হল, এবং কিছু স্ত্রী-পুরুষ ছোট ঘরটা থেকে বড় ঘরে চলে গেল, তখন আতংক ও নৈরাশ্য যেন কিটিকে পেয়ে বসল। পাঁচ পাঁচ জনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেও সে এখন মাজুরকা নাচছে না। কেউ যে তাকে নাচে ডাকবে তার তিলমাত্র আশা নেই : এ নাচে সে এতই জনপ্রিয় যে তার নাচের সঙ্গী ঠিক হয় নি এটা কেউ ভাবতেই পারবে না। বড়ই শোচনীয় অবস্থা তার।

ছোট বসবার ঘরের একটা নির্জন কোণ বেছে নিয়ে সে একটা হাতল-চেয়ারে বসে পড়ল। পোষাকের বাহারে তাকে দেখাচ্ছে একটি প্রজাপতির মত ; যেন ঘাসের উপর বসে আছে, আর যে কোন মুহূর্তে রামধনু রঙের পাখা মেলে উড়ে যাবে। কিন্তু তার বুকের উপর চেপে বসেছে হতাশার এক দুঃসহ বোঝা।

একবার ভাবল, হয় তো আমারই ভুল, হয় তো এ রকম কিছুই আসলে ঘটেনি।

আবার যা কিছু দেখেছে মনে মনে সেই সব নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

নিঃশব্দে কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে এসে কাউণ্টেস নর্ডস্টন বলল, "এ সব কি কিটি ? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

কিটির নীচের ঠোঁটটা কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

"কিটি, তুমি কি মাজুরকা নাচবে না ?"

"না," চোখের জলে কাঁপা গলায় কিটি বলল।

কাউণ্টেস নর্ডস্টন ইচ্ছা করেই বলল, "আমি যে শুনলাম সে তাকে মাজুরকা নাচের জন্য ডাকল, আর সে বলল, "আপনি কি কিটির সঙ্গে নাচছেন না ?"

"আঃ, তাতে আমার কি ?" কিটি জবাব দিল।

কাউণ্টেস নর্ডস্টন গিয়ে কর্স্‌ন্‌স্কিকে পাঠিয়ে দিল কিটিকে ডেকে নিতে।

আন্না ও ভ্রন্‌স্কি কিটির ঠিক উল্টো দিকেই বসে ছিল। তীব্র দৃষ্টি দিয়ে সে তাদের দেখতে লাগল। আন্না হাসলেই ভ্রন্‌স্কিও হাসছে। আন্না গম্ভীর হলে সেও গম্ভীর হচ্ছে। কোন অলৌকিক শক্তি যেন কিটির চোখকে আন্নার

মুখের উপর আটকে রেখেছে। একটা সাধারণ কালো গাউনেই আন্নাকে চমৎকার দেখাচ্ছে ; চমৎকার দেখাচ্ছে হাতের ব্রেসলেটে ও গলার মুক্তোর মালায়। তবু তার সেই মনোহারিণী রূপ যেন বড় ভয়ংকর, বড় নিষ্ঠুর।

কিটির মনে হল, তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা অদ্ভুত, পৈশাচিক ও রমণীয়।

আহারাদি পর্যন্ত থেকে যাবার ইচ্ছা আন্নার ছিল না ; কিন্তু গৃহকর্তা পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

আন্নার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে কর্স্‌নস্কি বলল, "আসুন আর্কা-দিয়েভ্‌না, আট জনের দ্রুত নাচের একটা আশ্চর্য নতুন ধারণা আমার মাথায় এসেছে। উ বিজু।"

আন্না হেসে বলল, "না, আমি থাকতে পারব না। পিতার্সবুর্গে সারা শীতকালে যতটা নেচেছি তার চাইতে বেশী নেচেছি মস্কোতে এই একটা বল-এ।" তারপর ভ্রন্‌স্কির দিকে তাকিয়ে বলল, "যাবার আগে একটু বিশ্রাম তো চাই।"

"আপনি কি সত্যি কাল চলে যাবেন ?" ভ্রন্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, সেই রকমই তো ইচ্ছা," আন্নার জবাবে যেন একটা বিস্ময় প্রকাশ পেল। তবু তার হাসি ও চোখের ঝিলিক ভ্রন্‌স্কির মনে আগুন ধরিয়ে দিল।

নৈশভোজের জন্য অপেক্ষা না করেই আন্না বল থেকে বিদায় নিল।

॥ ২৪ ॥

শের্‌বাত্‌স্কিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে ভাইয়ের কাছে যেতে যেতে লেভিন ভাবল, হ্যাঁ, আমার মধ্যে অপ্রীতিকর, এমন কি বিরক্তিকর একটা কিছু আছে। অন্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারি না। সকলেই বলে, আমি বড় বেশী অহংকারী। না, আমি অহঙ্কারী নই। তা যদি হতাম, তাহলে এ অবস্থা হত না। মনের চোখে সে ভ্রন্‌স্কিকে দেখল : সুখী দয়ালু, কৌশলী, শান্ত ; সেদিন সন্ধ্যায় লেভিন-এর যে অবস্থা এমন অভিশপ্ত অবস্থায় তো সে কখনও পড়ে নি। অবশ্য কিটি তো তাকেই পছন্দ করবে। তাই তো করা উচিত। কারও বিরুদ্ধে কোন কিছুতেই তার কোন অভিযোগ নেই। দোষ তো আমার। তার জীবনকে সে আমার জীবনের সঙ্গে জড়াবে, এ আশা করবার কি অধিকার আমার আছে ? আমি কে ? আমি কি ? একটা অকর্মা, অপদার্থ মানুষ। এমন সময় ভাই নিকোলাইর কথা তার মনে পড়ে গেল। তার এই কথাই কি ঠিক নয় যে এ জগতের সব কিছুই ঘৃণ্য ও বিরক্তিকর ? তার প্রতি তো আমরাও সুবিচার করি নি। সে যখন ছেঁড়া কোট পরে মাতাল হয়ে ঘুরে বেড়ায় তখন সে অবশ্যই ঘৃণার পাত্র। কিন্তু তার

সত্যিকারের পরিচয় তো আমি জানি ; আরও জানি যে আমিও তারই মত। অথচ তার কাছে না গিয়ে আমি গিয়েছিলাম ডিনারে।

রাস্তার আলোর কাছে গিয়ে পকেট বই বের করে লেভিন ঠিকানাটা পড়ে নিল। তারপর একটা গাড়ি ডাকল। দীর্ঘ পথ যেতে যেতে নিকোলাইয়ের জীবনের সব কথাই তার মনে পড়তে লাগল। যতদিন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল, এবং তার পরেও বছর খানেক, সে সাধু-সন্তের মত জীবন যাপন করত। সঙ্গীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ সত্ত্বেও সব রকম ধর্মীয় উপবাস ও অনুষ্ঠান সে কঠোর-ভাবে পালন করত, গির্জার অনুষ্ঠানে যোগ দিত এবং সব রকম ইন্দ্রিয়-লালসা, বিশেষ করে নারীসঙ্গ বর্জন করে চলত। তারপর হঠাৎ সে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে যতদূর সম্ভব নীচ অসৎসঙ্গে ভিড়ে গেল এবং অতিমাত্রায় লাম্পট্যের পথে পা বাড়াল। মনে পড়ল, নিকোলাই গ্রামের একটা ছোট ছেলের লালন-পালনের দায়িত্ব নিয়ে রাগের মাথায় তাকে এমন মেরেছিল যে তার বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত হয়েছিল। মনে পড়ল, জনৈক জুয়ারীর সঙ্গে তাস খেলতে গিয়ে সব টাকা খুইয়ে তার কাছ থেকে টাকা হুণ্ডি করে পরে আবার তার বিরুদ্ধেই প্রতারণার দায়ে নালিশ করেছিল (সের্গেই আইভানোভিচ সেই টাকাটাই দিয়েছিল)। মনে পড়ল, উচ্ছৃংখল ব্যবহারের জন্য তার ভাইকে জেল খাটতেও হয়েছে। মায়ের সম্পত্তির ন্যায্য অংশ তাকে না দেওয়ার জন্য সে যে সের্গেই আইভানোভিচ-এর বিরুদ্ধেও মামলা করেছিল সেই লজ্জাজনক ঘটনাও তার মনে পড়ল। সব চাইতে বেশী করে মনে পড়ল, সে যখন পাশ্চাত্য দেশে চাকরি করত তখন একজন গ্রাম্য-প্রবীণকে মারধোরের অভিযোগে তাকে আদালতে হাজির হতে হয়েছিল। এ সবই অকথ্য রকমের ঘৃণার কথা, কিন্তু নিকোলাইকে যারা জানে না, তার জীবনের ইতিহাস জানে না, তার প্রকৃত স্বরূপ জানে না, তাদের কাছে এ সব ঘটনা যতখানি ঘৃণার্হ, লেভিন-এর কাছে ততটা নয়।

লেভিন-এর মনে পড়ল, নিকোলাই যখন সন্ন্যাসীর পবিত্র জীবন যাপন করছিল, উপবাসে ও প্রার্থনায় দিন কাটাচ্ছিল, ধর্মের পথেই নিজের আবেগ-প্রবণ স্বভাবকে সংযত রাখবার চেষ্টা করছিল, তখন কেউ তাকে সমর্থন করে নি ; বরং সকলেই, এমন কি সে নিজেও, তাকে ঠাট্টা করেছে, নোয়া ও সাধু বলে তাকে টিটকিরি দিয়েছে ; আর এখন সে যখন দল ছেড়ে বেরিয়ে গেছে তখনও কেউ তাকে সাহায্য করে নি ; উপরন্তু ভয়ে ও বিরক্তিতে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে।

লেভিন-এর মনে হল, বর্তমানের ঘৃণিত জীবন সত্ত্বেও অন্তরের গভীরে সে অপরাধী নয়। অসংযত কামনা ও অস্থির চিত্ত নিয়ে যে সে জন্মেছে সেটা তো তার অপরাধ নয়। সে তো ভাল হতেই চেয়েছিল। আমি তাকে সব কথা বলব, সেও আমাকে সব কথা বলবে; তাকে বোঝাব যে আমি

তাকে ভালবাসি, তাকে বুঝতে পারি। প্রায় এগারোটা নাগাদ লেভিন তার ভাইয়ের হোটেলে গিয়ে পৌছল।

দরোয়ান জানাল, "উপরতলার বারো ও তেরো নম্বর ঘর।"

"সে আছে তো?"

"তাই তো মনে হয়।"

বারো নম্বর ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা; তার ফাঁক দিয়ে যে আলো আসছে তাতেই দেখা গেল বাজে তামাকের ঘন ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে বেরিয়ে আসছে। লেভিন একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, কিন্তু তখনই বুঝতে পারল যে তার ভাইও সেখানে আছে—তার কাশির শব্দ তার কানে এল।

দরজায় পৌছে শুনতে পেল অপরিচিত কণ্ঠস্বরটি বলছে:

"যে শুভবুদ্ধি ও বিবেকের পথে কাজটা করা হবে তার উপরই সব কিছু নির্ভর করছে।"

ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়ে কন্স্তান্তিন লেভিন দেখল, বক্তা একটি যুবক, মাথায় এক বোঝা চুল, গায়ে একটা সেকেলে রুশ কোট। মুখে বসন্তের দাগ, আস্তিনছাড়া, কলার ছাড়া পশমী পোষাক পরা একটি তরুণী সোফায় বসে আছে। নিকোলাইকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার ভাই এহেন সঙ্গীসাথী-দের নিয়ে আছে দেখে তার কষ্ট হল। তবু তাদের কথা শুনতে সে কান পাতল।

তার ভাই কাশতে কাশতে বলল, "এই সব সুবিধাবাদী শ্রেণী চুলোয় যাক। মাশা, আমাদের জন্য কিছু খাবার আনাবার ব্যবস্থা কর; মদ থাকলে সকলকে দাও; আর যদি কিছু না থাকে তো আরও কিছুটা আনতে বল।"

স্ত্রীলোকটি উঠে দরজার কাছে এসেই লেভিনকে দেখতে পেল।

বলল, "নিকোলাই দিমিত্রিচ, একটি ভদ্রলোক এসেছে।"

নিকোলাই রুক্ষ গলায় হাঁক দিয়ে বলল, "কি চাই?"

"আমি," বলে লেভিন আলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

"কে আমি?" নিকোলাইয়ের গলা আগের চাইতেও রুক্ষ। তাড়াতাড়ি উঠে একটা কিছুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সে দরজার কাছে এগিয়ে লেভিনের একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। চেহারাটা তার পরিচিত হলেও সে যে কতখানি অসুস্থ ও বিপর্যস্ত তা দেখে লেভিন আঁতকে উঠল।

তিন বছর আগে লেভিন যখন শেষ বারের মত দেখেছিল তার চাইতেও অনেক শুকিয়ে গেছে। পরনে একটা খাটো কুর্তা। বড় বড় আঙ্গুল সমেত হাত দুটো যেন আরও বড় দেখাচ্ছে। মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে, গোঁফ জোড়া ঠোঁটের উপর ঝুলে পড়েছে, অদ্ভুত নিষ্পাপ দুটি চোখ নবাগতের দিকে তাকিয়ে আছে।

ভাইকে চিনতে পেরে সে চেঁচিয়ে বলল, "আঃ কন্স্তান্তিন।" খুসিতে চোখ দুটি ঝিলিক দিয়ে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঘরের অন্য যুবকদের দিকে তাকিয়ে তার মুখটা হঠাৎ বিকৃত হয়ে উঠল; ফুটে উঠল একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণার আভাষ।

"তোমাকে আর সের্গেই আইভানোভিচকে আমি তো চিঠিতেই জানিয়ে দিয়েছি যে তোমাদের সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না। তাহলে এটা কি হচ্ছে? কি চাও তুমি?"

লেভিন বিনীতভাবে বলল, "তোমার কাছে কিছু চাইতে তো আসি নি। শুধু তোমাকে দেখতে এসেছি।"

ভাইয়ের বিনীতভাবের জন্য নিকোলাইয়ের মন কিছুটা নরম হল। ঠোঁট দুটি বেঁকে গেল।

বলল, "বেশ, তা যদি হয় তো এস, বস। কিছু খাবে কি? মাশা, তিন-জনের খাবার আনাও। না, দাঁড়াও, একে চেন কি?" রুশ কোট পরা যুবকটিকে দেখিয়ে সে ভাইকে কথাগুলি বলল। "এর নাম ক্রিৎস্কি, কিয়েভ-এ থাকার সময় থেকে এর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। বড় ভাল ছেলে। বলাই বাহুল্য, যেহেতু এ শয়তান নয় তাই পুলিশ এর পিছনে লেগেছে।"

আবার সে ঘরের চারদিকে তাকাল। মেয়েটি বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে চেঁচিয়ে বলল, "দাঁড়াও, তোমাকে বললাম না!" তারপর ভাইয়ের দিকে ফিরে তাকে ক্রিৎস্কির কাহিনী বলতে লাগল। গরীব ছাত্রদের সাহায্যের জন্য একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং রবিবারে একটা স্কুলে পড়াবার জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেয়; তারপর সে একটা গ্রামের স্কুলের চাকরি নিয়ে চলে যায় ও বরখাস্ত হয়; আর তারপর থেকে একটা না একটা ছুতোয় তাকে আদালতে টানাটানি করতে থাকে।

লেভিন ক্রিৎস্কিকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র?"

ক্রিৎস্কি মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, "ছিলাম।"

মেয়েটিকে দেখিয়ে নিকোলাই বলল, "আর এই মেয়েটি হল মাশা, আমার জীবনসঙ্গিনী। একটা বেশ্যাবাড়ি থেকে ওকে উদ্ধার করে এনেছি, কিন্তু আমি ওকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, এবং যারা আমার বন্ধু হতে চায় তাদেরও বলি ওকে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে। ঠিক ওকে বিয়ে করলে যা করতাম আর কি। এখন বুঝতে পারছ তো কার কাছে এসেছ? এতে যদি তোমার মর্যাদায় লাগে—তো বর্ষাই হোক আর বরফই পড়ুক, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও।"

আর একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে সে সকলকে দেখল।

"এতে আমার মর্যাদায় লাগবে কেন তা তো বুঝতে পারছি না।"

"তাহলে—মাশা, তিনজনের মত খাবার আনতে বল। আর ভদকা ও মদ⋯না, দাঁড়াও।⋯না, দাঁড়িও না।⋯যাও।"

॥ ২৫ ॥

"দেখতে পাচ্ছ?" ভুরু কুঁচকে সমস্ত শরীরটা বেঁকিয়ে নিকোলাই বলল। যেন কি বলতে হবে, কি করতে হবে কিছুই সে জানে না। ঘরের এক কোণে কিছু লোহার রড এক সঙ্গে বাঁধন অবস্থায় পড়ে ছিল। সেটা দেখিয়ে বলল, "ওখানে দেখতে পাচ্ছ? একটা নতুন উদ্যোগের সূত্রপাত। একটা প্রস্তুত-কারক সমিতি।"

কথাগুলি লেভিন-এর কানে গেল না। তার রুগ্ন, ক্ষয়িষ্ণু মুখের দিকে তাকিয়ে লেভিন-এর দুঃখ বেড়েই চলল, নতুন উদ্যোগ সম্পর্কে সে যা বলছে তা শুনবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। সে বুঝতে পারল, নিজেকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টায়ই সে এই সমিতির খড়কুটোটিকেও আঁকড়ে ধরে রয়েছে।

নিকোলাই একটানা বলতে লাগল :

"তুমি তো জান, পুঁজিবাদীরা শ্রমিকদের ধ্বংস করছে। আমাদের শ্রমিক ও কৃষকরাই শ্রমের সব ফসল তাদের কাঁধে তুলে নিয়েছে, অথচ এমন অবস্থায় তাদের রাখা হয়েছে যে শত চেষ্টায়ও পশু-জীবনের উর্ধ্বে তারা উঠতে পারছে না। তাদের পরিশ্রমের যা ফল তা দিয়ে তারা হয় তো তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারত। কিছু বিশ্রাম ভোগ করতে পারত, এবং তার ফলে কিছু শিক্ষাও পেতে পারত, কিন্তু সে ফলের সবটাই ছিনিয়ে নেয় পুঁজিপতিরা। এমনই আমাদের সমাজ যে শ্রমিকরা যত বেশী পরিশ্রম করবে বণিক ও জমিদাররা তত বেশী ধনী হবে, আর শ্রমিকরা কোনদিনই ভারবাহী পশুর চাইতে ভাল কিছু হতে পারবে না। এ ব্যবস্থা পাল্টাতে হবে।" ভাইয়ের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে কথা শেষ করল।

ভাইয়ের ঠেলে-ওঠা চোয়ালের উপর একটু রঙের আভাষ দেখতে পেয়ে লেভিন বলল, "তা তো বটেই।"

"তাই তো আমরা কামারদের এই সমিতি গড়েছি; এখানে যা কিছু উৎ-পাদন হবে, যত টাকা আয় হবে, এবং সব চাইতে বড় কথা, কারখানার সব যন্ত্রপাতি—এ সব কিছুতেই থাকবে আমাদের সমান অধিকার।"

লেভিন প্রশ্ন করল, "তোমাদের এই সমিতির কাজ কোথায় হয়?"

"কাজান গুবার্নিয়া (জেলা)-র ভজ্‌দ্রেম গ্রামে।"

"গ্রামে কেন? আমার তো মনে হয় গ্রামের অন্য নিজস্ব কাজকর্ম আছে। কামারদের সমিতি গ্রামে কেন?"

ভাইয়ের আপত্তিতে বিরক্ত হয়ে নিকোলাই লেভিন বলে উঠল, "কারণ চিরকালের মত আজও কৃষকরাও ক্রীতদাস হয়েই আছে, আর তুমি এবং তোমার মালিক ভাইটি তাদের দাসত্ব-মুক্তির যে কোন চেষ্টার বিরোধী।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লেভিন নোংরা ঘরটার চারদিকে তাকাল। এই দীর্ঘশ্বাসই নিকোলাইকে বিরক্ত করে তুলল।

"তোমার এবং সের্গেই আইভানোভিচ-এর আভিজাত্যবাদী মতামত আমার জানা আছে। আমি জানি, তার চিন্তার যত কিছু শক্তি সব সে বর্তমান অন্যায়ের সমর্থনেই ব্যয় করে থাকে।"

লেভিন হেসে বলল, "সের্গেই আইভানোভিচকে নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা কেন?"

সের্গেই আইভানোভিচ-এর নাম শুনেই নিকোলাই লেভিন হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, "কেন? এই জন্য!···কিন্তু সে কথা বলে লাভ কি? সেই পুরনো কথা···। এখানে এসেছ কেন? এ সব কিছুই তো ঘৃণা কর; ঠিকই কর; এখান থেকে চলে যাও; শয়তান তোমার পিছু নিক: চলে যাও! চলে যাও! চলে যাও!" উঠে দাঁড়িয়ে সে চেঁচাতে লাগল।

লেভিন নরম স্বরে বলল, "আমি তাদের মোটেই ঘৃণা করি না। তোমার কথার প্রতিবাদ পর্যন্ত আমি করছি না।"

ঠিক সেই সময় মাশা ফিরে এল। নিকোলাই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। মাশা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তার কানে কানে কি যেন বলল।

কিছুটা শান্ত হয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে নিকোলাই বলল, "আমার শরীর ভাল নয়; আমি খিট্‌খিটে হয়ে গেছি। আর তুমি সের্গেই আইভানোভিচ ও তার সেই প্রবন্ধের কথা বললে। কী মিথ্যে, কী বাজে কথা, কী আত্ম-প্রতারণা? ন্যায়বিচার কাকে বলে তাই যে জানে না সে কি করে এ বিষয় নিয়ে লেখে? তুমি কি সে প্রবন্ধটা পড়েছ?" সে ক্রিৎস্কিকে জিজ্ঞাসা করল। তারপর আধ-পোড়া সিগারেটে প্রায় ঢেকে যাওয়া টেবিলের কিছুটা পরিষ্কার করে সেখানে গিয়ে বসল।

ক্রিৎস্কি বলল, "না, পড়ি নি।" এ আলোচনায় যোগ দেবার ইচ্ছা তার নেই।

"কেন পড় নি?" নিকোলাই জানতে চাইল।

"কারণ ও সব পড়ে সময় নষ্ট করতে আমি চাই না।"

"মাফ কর, সময় যে নষ্টই হবে তা তুমি জানলে কেমন করে? প্রবন্ধটা অনেকের পক্ষেই বেশ শক্ত—তাদের মাথায় ঢোকে না—কিন্তু আমার কাছে নয়। তার ধারণাগুলো আমি ধরতে পারি; বুঝতে পারি ভুলটা কোথায়।"

কেউ কিছু বলল না। ক্রিৎস্কি ধীরে ধীরে উঠে টুপিটা হাতে নিল।

"তোমার তাহলে খাবার চাই না? বেশ, বিদায়। সেই কামারটিকে কাল সঙ্গে করে এনো।"

সে চলে যেতেই নিকোলাই লেভিন হেসে চোখ টিপল।

বলল, "ওরও মেজাজ খারাপ। আমি বুঝতে পারি···।"

হল-ঘর থেকে ক্রিৎস্কি তাকে ডাকল।

বাইরে তার কাছে গিয়ে নিকোলাই বলল, "কি চাই?" মাশাকে একলা পেয়ে লেভিন তার সঙ্গে কথা শুরু করল।

"তুমি কি আমার ভাইকে অনেক দিন থেকে চেন?"

"এক বছরের বেশী। বড়ই গরীব। আর বড় বেশী মদ খায়।"

"মদ? কি মদ?"

"ভদ্‌কা, আর সেটা ওর পক্ষে খারাপ।"

লেভিন নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, "সে কি সত্যি খুব বেশী মদ খায়?"

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

ঘরে ঢুকে ভীত চোখে দু'জনের দিকে তাকিয়ে নিকোলাই বলল, "তোমরা কি কথা বলছ? কোন্ কথা?"

লেভিন অস্বস্তির সঙ্গে জবাব দিল, "বিশেষ কিছু না।"

"না বলতে চাও বলো না। কিন্তু ওর সঙ্গে তো তোমার কোন কথা থাকতে পারে না। ও একটা ভ্রষ্টা মেয়ে মানুষ আর তুমি একটি ভদ্রলোক," মাথা নাড়তে নাড়তে নিকোলাই বলল।

তারপরেই গলা চড়িয়ে বলে উঠল, "আমি জানি এর কোন কিছুই তুমি সমর্থন কর না। শুধু পথভ্রষ্ট ভাইকে দয়া করতে এসেছ।"

মাশা তার কাছে গিয়ে কানে কানে বলল, "নিকোলাই দিমিত্রিচ, নিকোলাই দিমিত্রিচ।"

"ওঃ, ঠিক আছে, ঠিক আছে…খাবার কি হল? আঃ, এই যে এসে গেছে।" ওয়েটার একটা ট্রে নিয়ে ঢুকল। অসন্তুষ্ট গলায় সে বলল, "এখানে, এখানে রাখ।" ভদ্‌কার বোতলটা টেনে নিয়ে একটা গ্লাসে ঢেলে ঢক ঢক করে সবটা খেয়ে ফেলল। "একটু খাবে?" অনেকটা ভাল মেজাজে ভাইকে বলল। "সের্গেই আইভানোভিচ-এর কথা অনেক হয়েছে। যাই বল, তোমাকে দেখে আমার ভাল লাগছে। যাই হোক না কেন, আমরা তো কেউ অপরিচিত লোক নই। এস, একটু খাও। বল, কি করছ?" লোভীর মত একটুকরো রুটি চিবুতে চিবুতে আর এক গ্লাস ভদ্‌কা ঢেলে নিয়ে বলল, "দিনকাল কেমন চলছে?"

ভাই যে রকম লোভীর মত পান-ভোজন চালাতে লাগল তা দেখে লেভিন ভয় পেয়ে গেল। তবু তার কথার জবাবে বলল, "এখনও গ্রামেই আছি; বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করি।"

"বিয়ে কর নি কেন?"

"সুযোগ হয়ে ওঠে নি," লেভিন সলজ্জভাবে জবাব দিল।

"সে কি? আমার কথা ছেড়ে দাও। নিজের সর্বনাশ নিজে করেছি। কিন্তু আগেও বলেছি, এখনও বলছি, দরকারের সময় আমার ন্যায্য অংশ যদি আমাকে দেওয়া হত তাহলে আমার পুরো জীবনটাই অন্য রকম হয়ে যেত।"

লেভিন তাড়াতাড়ি বিষয়ান্তরে চলে গেল।

"তুমি কি জান, তোমার ভান্নুশ্‌কা পোক্রভ্‌স্কোয়ে-তে আমার গদীতেই করণিকের কাজ করছে ?"

নিকোলাই মাথা নাড়তে নাড়তে যেন একটা দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল।

"পোক্রভ্‌স্কোয়ে-তে দিনকাল কেমন চলছে বল তো ? বাড়িটা কি এখনও খাড়া আছে ? তার গাছপালা আর স্কুল-বাড়িটা ? ফিলিপ মালী কি এখনও বেঁচে আছে ? গ্রীষ্মকালীন বাড়িটা আর সে বাড়ির যেখানটায় আমরা বসতাম—সব মনে আছে। বাড়িটার অদল-বদল করো না যেন ; তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে করে ফেল আর সব কিছু আগের মত সাজিয়ে গুছিয়ে রেখো। তারপর আমি যাব, তোমার সঙ্গে—মানে তোমার বৌএর সঙ্গে দেখা করব।"

লেভিন বলল, "আমার সঙ্গেই চল না। দু'জনে বেশ থাকব।"

"যদি সঠিক জানতাম যে সেখানে সের্গেই আইভানোভিচ-এর সঙ্গে দেখা হবে না তাহলে হয় তো যেতাম।"

"তার সঙ্গে দেখা হবে না। আমি সম্পূর্ণ একলা থাকি।"

"আমি জানি ; কিন্তু তুমি যাই বল, তার আর আমার মধ্যে তোমাকে বেছে নিতে হবে একজনকে।" বিনীতভাবে ভাইয়ের চোখে চোখ রেখে নিকোলাই কথাগুলি বলল।

তার এই বিনীত ভাব লেভিনকে স্পর্শ করল।

"এ ব্যাপারে যদি আমার মতামত শুনতে চাও তো আমি বলতে বাধ্য যে তোমার আর সের্গেই আইভানভিচ-এর মধ্যে এই ঝগড়ায় আমি কোন পক্ষেই নেই। তোমরা কেউ ঠিক কাজ করো নি। তুমি দোষ করেছ বাইরে-বাইরে, আর সে দোষ করেছে ভিতরে-ভিতরে।"

নিকোলাই খুসি হয়ে বলল, "আহা ! তুমি তাহলে সেটা বুঝতে পেরেছ ?"

"আর তুমি যদি জানতেই চাও তো বলি, ব্যক্তিগতভাবে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বকেই আমি বেশী দাম দেই, কারণ···"

"কারণ···কি ? কি ?"

লেভিন এ সত্যটা বলতে পারল না যে নিকোলাই বড় ভাগ্যহীন, তাই বন্ধুত্বের প্রয়োজন তারই বেশী। কিন্তু নিকোলাই যেন তার মনের কথাটা বুঝতে পেরেই চোখ কুঁচকে আবার ভদ্‌কার বোতলের দিকে হাত বাড়াল।

পানপাত্রের দিকে মোটা-মোটা খোলা হাতটা বাড়িয়ে মাশা বলে উঠল, "যথেষ্ট খেয়েছ নিকোলাই দিমিত্রিচ !"

নিকোলাই চীৎকার করে বলল, "থাম ! বাধা দিও না ! মারব এক ঘা !"

মাশা সদয় ভীরু হাসি হাসল ; নিকোলাইও সে হাসি ফিরিয়ে দিয়ে পানপাত্রটা হাতে নিল।

নিকোলাই বলল, "তুমি হয় তো ভাবছ ও কিছু বোঝে না ? আমাদের

চাইতে ও ভাল বোঝে। ওর স্বভাবটি বড় মিষ্টি, বড় ভাল, তাই নয় কি ?"

যেন কিছু বলবার জন্তই লেভিন মেয়েটিকে বলল, "এর আগে কি কখনও মস্কোতে এসেছ ?"

"ওর সঙ্গে অত ভদ্রতা করো না। তাতে ও ভয় পায়। একবার ও যখন শুধু পতিতালয় থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তখন ওর বিচারের সময় গ্রাম্য ম্যাজিস্ট্রেটটিই ওর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভদ্রতা করেছিল।" হঠাৎ সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হা ঈশ্বর! কী যে সব অর্থহীন কাজকারবারই চলেছে! এই সব নতুন প্রতিষ্ঠান, এই সব গ্রাম্য ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা-পরিষদ! এদের চাইতে আসুরিক আর কিছু কি হতে পারে ?"

কথা বলতে বলতেই নিকোলাই আবার আগের মত বলল, "এই যে, একটা কিছু পান কর। শ্যাম্পেন পছন্দ কি ? অথবা চল কোথাও বেরিয়ে পড়ি। বেদেনীদের গান শুনে আসি। বেদেদের আমি ভালবেসে ফেলেছি, আর ভালবেসেছি রাশিয়ার গান।"

তার জিভ ক্রমেই মোটা হয়ে আসছে ; কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে যাচ্ছে। মাশার সাহায্যে লেভিন তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। সে তখন পুরো মাতাল।

মাশা কথা দিল, দরকার হলেই লেভিনকে চিঠি লিখে জানাবে এবং নিকোলাইকে বোঝাবে সে যাতে গ্রামে গিয়ে তার সঙ্গেই বাস করে।

॥ ২৬ ॥

সকালেই লেভিন মস্কো ছাড়ল, আর বাড়ি পৌঁছে গেল সন্ধ্যায়। ট্রেনের কামরায় সহযাত্রীদের সঙ্গে রাজনীতি, নতুন রেলপথ ও ঐ ধরনের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করল, কিন্তু মস্কোতে যেমন হয়েছিল এখানেও তেমনি তার সব চিন্তা-ভাবনা কেমন যেন জট পাকিয়ে যেতে লাগল, অসন্তোষ দেখা দিল নিজের মধ্যেই, আর কারও প্রতি অন্যায় করার একটা অনুভূতি যেন তাকে চেপে রইল। কিন্তু যেই সে তার স্টেশনে পৌঁছে ট্রেন থেকে নামল, কোটের কলার তুলে দেওয়া এক-চোখো কোচয়ান ইগ্‌নাতকে দেখতে পেল, স্টেশনের জানালা দিয়ে আসা অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেল তার কার্পেট-পাতা স্লেজ-গাড়িটা আর তার লেজ-বাঁধা সাজানো ঘোড়া দুটো, ইগনাত্ যখন একে একে গ্রামের সব খবর তাকে জানাতে লাগল, তখন একটু একটু করে তার মনের জটগুলি যেন খুলতে লাগল, দূর হয়ে গেল মনের অসন্তোষ ও বিচলিত ভাব। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, সে যা আছে তাই থাকবে ; অন্য কিছু হতে চাইবে না। শুধু আগের চাইতে আরও ভাল হওয়া চাই। প্রথমত, বিয়ে প্রভৃতি ব্যাপার থেকে অসাধারণ কোন সুখের আশা সে আর করবে না, এবং নিজের বর্তমান জীবনকেও অনাদরের চোখে দেখবে না। দ্বিতীয়ত,

বিয়ের প্রস্তাব করতে গিয়েই যে পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করবার স্মৃতি তাকে এমনভাবে যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছিল সে পথে সে আর কখনও পা বাড়াবে না। আর তখনই ভাই নিকোলাইয়ের কথা মনে পড়তেই সে স্থির করল, আর কখনও সে তাকে ভুলে যাবে না; তার সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ রেখে চলবে যাতে তার প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য করতে পারে। লেভিন-এর আশংকা হল, সে দিন শীঘ্রই আসবে। তাছাড়া ভাইয়ের যে সব সাম্যবাদী কথাবার্তাকে সে তখন হাল্কাভাবে উড়িয়ে দিয়েছিল সেগুলি নিয়েই গুরুতর ভাবে ভাবতে শুরু করল। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উল্টে দেওয়াটাকে সে অবাস্তব অর্থহীন বলেই মনে করে, তবু চিরদিনই তার মনে হয়েছে যে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের তুলনায় তার নিজের সম্পদ অবিচারেরই নামান্তর; তাই সে স্থির করল, যদিও সব সময়ই সে কঠোর পরিশ্রম করেছে এবং কখনই বিলাসবহুল জীবন যাপন করে নি, তবু এখন থেকে সে আরও পরিশ্রম করবে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা আরও কমিয়ে ফেলবে, যাতে সে ভাবতে পারে যে জীবনে সে সঠিক পথেই চলেছে। এই সব ভাবতে ভাবতে রাত আটটার পরে সে যখন বাড়ি পৌঁছল তখন নতুন এক মহৎ জীবনের আশায় তার মনটা একেবারে ভরে উঠেছে।

বর্তমান গৃহকর্ত্রী পুরনো নার্স আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নার ঘরের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে ফটকের সামনে বরফের উপর। বুড়ি এখনও শুতে যায় নি! কুস্‌মাকে ডেকে দিতেই সে খালি পায়ে আধা ঘুমন্ত অবস্থায় ফটকে ছুটে গেল।

আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না বলল, "বড় তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন কর্তা।"

পড়ার ঘরের দিকে যেতে যেতে লেভিন বলল, "বাড়ির জন্য মন কেমন করছিল আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না। বেড়াতে যেতে ভালই লাগে, কিন্তু বাড়িতে ফিরতে আরও ভাল লাগে।"

মোমবাতি জ্বালাতেই ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠল। পরিচিত জিনিসগুলি সবই চোখে পড়ল: দেয়ালে হরিণের শিং, বইয়ের তাক, বড় স্টোভটা, বাবার সোফা, একটা বড় লেখার টেবিল, তার উপর খোলা বইটি, ভাঙা ছাইদানি ও নিজের হাতে লেখা পাতা ভর্তি নোট বইটা। এ সব দেখে মুহূর্তের জন্য তার মনে সন্দেহ দেখা দিল, স্লেজে চেপে আসতে আসতে যে নতুন জীবনযাত্রার স্বপ্ন সে দেখছিল সেটা তার পক্ষে সম্ভব হবে কি না। পুরনো জীবনধারার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই সব আসবাবপত্র যেন তাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, "না, আমাদের ফেলে তুমি যেতে পারবে না, আলাদা হতে পারবে না, যা ছিলে তোমাকে তাই থাকতে হবে—সেই সন্দেহে জর্জরিত, নিজেকে নিয়ে অসন্তুষ্ট, অবিরাম ভাল হবার চেষ্টা আর অবিরাম পরাজয়, যে সুখ কখনও আসে না, আসতে পারে না তারই জন্য নিয়ত প্রতীক্ষা।"

বাইরের জিনিসগুলো একথা বললেও তার অন্তরের গভীর থেকে আর একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, সে যেন অতীতের কাছে আত্মসমর্পণ না করে, সে যা হতে চাইছে তা হবার মত ক্ষমতা তার আছে। নিজের মনকে আরও তাজা করে তুলতে সে ঘরের কোণে রাখা ডাম্বেল দুটো তুলে ব্যায়াম করতে শুরু করে দিল। এমন সময় দরজার ও পাশে পায়ের শব্দ শোনা গেল। লেভিন তাড়াতাড়ি ডাম্বেল দুটো নামিয়ে রাখল।

মায়ের ঘরে ঢুকে জানাল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব খবরই ভাল; তবে নতুন শুকোবার যন্ত্রটা ব্যবহারের ফলে অনেক গম পুড়ে গেছে। খবর শুনে লেভিন-এর মন খারাপ হয়ে গেল। সে নায়েবকে বকাবকিও করল। নায়েব অবশ্য একটা সুখবরও দিল। পাভা গাইটার বাচ্চা হয়েছে।

"কুজ্‌মা, ভেড়ার চামড়াটা দিয়ে যা। আর একটা লণ্ঠন আনতে বল।" শেষের কথাটা নায়েবকে বলল। "আমি এখনই গিয়ে পাভাকে দেখব।"

গোয়ালে ঢুকে পাভাকে পরীক্ষা করল। বাদামী ছিটেওয়ালা বাচ্চাটাকে তার নড়বড়ে পায়ের উপর দাঁড় করাতে চেষ্টা করতে করতে লেভিন বলল, "লণ্ঠনটা একটু এগিয়ে ধর তো ফিয়দর। আঃ, বাচ্চাটা দেখতে ঠিক মায়ের মত হয়েছে, যদিও রংটা পেয়েছে বাপের। চমৎকার। বেশ লম্বা-চওড়া হয়েছে। ভারী সুন্দর না কি বল ভাসিলি ফিয়দরভিচ?" কথাগুলি সে নায়েবকে বলল।

"সুন্দর হবে না কেন? ক্রমে আরও হবে···হ্যাঁ, আপনি যেদিন চলে গেলেন সেই দিনই কণ্ট্রাক্টর সেমিয়ন এসেছে। তাকে দু'কথা শুনিয়ে দেবেন কন্‌স্তান্তিন দিমিত্রিচ," নায়েব বলল। "শুকোবার যন্ত্রটার কথা তাকে আগেই বলেছি।"

বাড়িতে আসতে না আসতেই লেভিন বিষয়-সম্পত্তির ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল। গোয়াল থেকে গেল গদীতে। সেখানে মায়েব ও সেনমিয়নের সঙ্গে কথা বলে সোজা উপরে বসবার ঘরে উঠে গেল।

॥ ২৭ ॥

বাড়িটা মস্ত বড়। একা বাস করলেও লেভিন সবগুলো ঘরই গরম রাখে, ব্যবহার করে। সে জানে এটা বোকামী, এমন কি ভুল, আর তার নতুন সংকল্পের পরিপন্থী তো বটেই। কিন্তু এই বাড়িটাই যে তার কাছে একটা গোটা জগৎ। এই জগতেই তার বাবা, তার মা বাস করেছে, মারা গেছে। যে জীবন তারা যাপন করে তার কাছে সেটাই আদর্শ জীবন, এবং নিজের স্ত্রী ও পরিবারকে নিয়ে সেই জীবনকে নতুন করে গড়ে তুলতেই সে চেয়েছিল।

মায়ের কথা লেভিন-এর মনেই পড়ে না। মা তার কাছে একটা পবিত্র

স্মৃতিমাত্র। সে কল্পনা করে এসেছে যে তার ভাবী স্ত্রীও হবে তার মায়ের মতই নারীত্বের এক সুন্দর, পবিত্র আদর্শ।

বিবাহসম্পর্কহীন নারীকে ভালবাসার কথা সে ভাবতেই পারে না। আসলে তার প্রথম চিন্তা পরিবারকে নিয়ে, তার পর সেই নারীর কথা সে ভাবে যে তাকে সেই পরিবার এনে দিতে পারবে। ফলে তার অন্য পরিচিত জনদের বিবাহসম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে তার ধারণা মোটেই মেলে না। তাদের কাছে বিয়ে একটা অন্যতম সামাজিক অনুষ্ঠানমাত্র, কিন্তু লেভিন-এর কাছে বিয়েটাই জীবনের প্রধান কথা, তার উপরই নির্ভর করে তার সব সুখ ও শান্তি : অথচ আজ তাকে সে চিন্তাকেই মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।

কিন্তু ছোট বসবার ঘরে ঢুকে সে যখন একটা বই হাতে নিয়ে হাতলচেয়ারটায় বসল এবং আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না চা নিয়ে এসে যথারীতি জানালার পাশে তার আসনটিতে বসল, তখন তার মনে হল কোন স্বপ্নই তার মন থেকে চলে যায় নি ; সে সব স্বপ্ন ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। যাকে নিয়েই হোক—সে স্বপ্ন নিশ্চয় সফল হবে। সে বইটা পড়তে লাগল আর তা নিয়ে ভাবতে লাগল। মাঝে মাঝে ভাবনা-চিন্তা থামিয়ে আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নার কথাও শুনল। বুড়ি তো অনবরত বক্‌বক্‌ করেই চলেছে। সে সব কথা যত শুনল ততই গৃহস্থালীর নানা অসংলগ্ন ছবি ভবিষ্যৎ পরিবারের ছবি তার কল্পনায় ভেসে উঠতে লাগল।

পোষা কুকুর লাস্কা কয়েকদিন পরে মনিবকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করতে করতে ঘরে ঢুকল ; তারপর লেজ নাড়তে নাড়তে লেভিন-এর কাছে এসে তার হাতের উপর নাকটা ঘসতে লাগল ; এমনভাবে কুঁই-কুঁই করতে লাগল যেন বলতে চাইছে যে তাকে একটু আদর করা হোক।

আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না বলল, "দেখেছেন তো, কুকুরটাও বুঝতে পেরেছে যে তার মনিব মন-মরা হয়ে ফিরে এসেছেন।"

"মন-মরা হয়ে ?"

"আপনি কি ভাবেন আমি কানা ? হাঁটতে শেখার বয়স থেকে ভদ্রলোকদের কাছে আছি, আমি তাদের ভাল করেই চিনি ! মন খারাপ করবেন না কর্তা। ভালভাবে থাকা আর বিবেককে শুদ্ধ রাখাই হল আসল কথা।"

লেভিন অবাক হয়ে গেল। তার মনের কথা বুড়ি বুঝল কেমন করে !

"আর এক কাপ চা এনে দেব কি ?" বলে সে কাপটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

লাস্কা মুখটা ঈষৎ হাঁ করে ঠোঁট দুটোকে বার কয়েক চেটে চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

লেভিন সব দেখল। নিজের মনেই বলল, আমিও এমনই করব। আমিও। মন খারাপ করব না। সব ঠিক আছে।

॥ ২৮ ॥

বল-নাচের পরদিন খুব সকালে আন্না একটা তার করে তার স্বামীকে জানিয়ে দিল যে সেইদিনই সে মস্কো থেকে রওনা হচ্ছে।

তার মনের এই আকস্মিক পরিবর্তনের কথা বোঝাতে গিয়ে সে ননদকে বলল, "হ্যাঁ, আমি যাব, আমাকে যেতেই হবে। আজই গেলে ভাল হয়।"

অব্‌লন্‌স্কি বাড়িতে খেতে আসে নি, কিন্তু কথা দিয়েছে সাতটার সময় এসে বোনের সঙ্গে দেখা করবে।

কিটিও আসে নি; একটা চিরকুট লিখে জানিয়েছে তার মাথা ধরেছে। ডলি ও আন্না ছেলেমেয়েদের নিয়ে খাওয়া শেষ করেছে। ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীটিও তাদের সঙ্গে ছিল।

খাওয়া শেষ করে আন্না তার ঘরে গেল পোষাক পরতে। ডলিও গেল।

"আজ তোমাকে কেমন অদ্ভুত লাগছে!" ডলি বলল।

"সত্যি নাকি? তোমার তাই মনে হচ্ছে? শুধু অদ্ভুত নয়, ভয়ংকর। মাঝে মাঝে এ রকম হয়। কেমন যেন কান্না পায়। কোন কারণ নেই, তবে ধীরে ধীরে সে অবস্থাটা কেটে যায়।" তাড়াতাড়ি কথাগুলি বলে আন্না নীচু হয়ে তার রাতের টুপি ও বাতিস্তে রুমালগুলি ছোট ব্যাগটায় ভরতে লাগল। চোখের জলে দৃষ্টিটা বারে বারেই ঝাপসা হয়ে আসছে। "এর আগে পিতার্সবুর্গ ছেড়ে আসতে চাই নি, আর এখন মস্কো ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না।"

তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে ডলি বলল, "তুমি এসে খুব ভাল করেছ।"

দুটি ভেজা চোখ তুলে আন্না তার দিকে তাকাল।

"ওকথা বলো না ডলি। আমি কিছুই করি নি, কিছু করতেও পারতাম না। অনেক সময়ই আমি অবাক হয়ে ভাবি, আমাকে কষ্ট দিতে লোক ষড়যন্ত্র করে কেন। আমি কি করেছি, আর কিইবা করতে পারতাম? আসল ব্যাপার তো তাকে ক্ষমা করবার মত যথেষ্ট ভালবাসা তোমার অন্তরে ছিল।"

"তুমি না এলে যে কি হত তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তুমি কী ভাগ্যবতী আন্না! তোমার মনটা কত ভাল, কত পবিত্র।"

"ইংরেজিতে একটা কথা আছে, সকলেরই গোপন ঘরে একটা কংকাল থাকে।"

"তোমার আবার কি কংকাল থাকবে? তোমার তো সব কিছুই কাঁচের মত স্বচ্ছ পরিষ্কার।"

"তবু একটা আছে," আন্না হঠাৎই কথাটা বলল। কি আশ্চর্য, এত চোখের জলের পরেও তার ঠোঁট দুটো বিদ্রূপের হাসিতে বেঁকে গেল।

ডলি হেসে বলল, "অন্তত তোমার সে কংকাল মজার ব্যাপার, দুঃখের নয়।"

"না, দুঃখের। আগামী কালের বদলে আজই আমি চলে যাচ্ছি কেন জান? এই স্বীকারোক্তি আমার বুকের উপর চেপে বসেছে; তোমাকে সব কথা খুলে বলতে চাই।"

ডলির চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে আন্না চেয়ারে বসল।

ডলি অবাক হয়ে দেখল, এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত, কাঁধের উপর ঝুলে পড়া চুলগুলি পর্যন্ত আন্নার সারা মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

সে বলতে লাগল, "কিটি কেন ডিনারে আসে নি জান? সে আমাকে ঈর্ষা করে। আমি···গত রাতের নাচের আসরে সে যে সুখের বদলে দুঃখই পেয়েছে সে জন্য আমি দায়ী। কিন্তু সেটা তো আমার দোষ নয়—সত্যি সত্যি নয়,—অথবা দোষ থাকলেও সেটা অতি সামান্য।"

"হায়, এ কথাটা তুমি স্তেভ-এর মতই বললে!" ডলি হেসে বলল।

ভুরু কুঁচকে সে বলল, "না, না, আমি স্তেভ-এর মতই নই! তোমাকে এ কথা বললাম, কারণ মুহূর্তের জন্যও নিজেকে আমি সন্দেহ করতে পারি নি।"

মুখে কথাগুলি বললেও সে জানত এ কথা মিথ্যা; নিজেকে সে সন্দেহ তো করেছেই, উপরন্তু ভ্রন্স্কির কথা মনে হলেই তার হৃদয় নেচে ওঠে, আর পাছে আবার তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সেই ভয়েই সে একদিন আগেই এখান থেকে চলে যাচ্ছে।

"হ্যাঁ, স্তেভ আমাকে বলেছে যে তুমি তার সঙ্গে মাজুরকা নেচেছ, আর সে—"

"সমস্ত ব্যাপারটা যে কত অবাস্তব তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। সেখানে গেলাম ঘটকালি করতে, আর কী করে বসলাম! হয় তো আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি···।"

লজ্জায় আরক্ত হয়ে সে থেমে গেল।

"পুরুষ মানুষ সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যাপারটা বুঝতে পারে," ডলি বলল।

আন্না বাধা দিয়ে উঠল, "কিন্তু আমি জানি, এ সব কিছু সে ভুলে যাবে আর কিটিও আমাকে আর ঘৃণা করবে না।"

"সত্যি কথা বলতে কি আন্না, কিটি এ বিয়ে করুক সেটা আমিও খুব একটা চাই না। আরও চাই না যখন দেখছি যে মাত্র একটি দিকেই ভ্রন্স্কি তোমার প্রেমে পড়ে গেছে।"

"হায় ঈশ্বর, সেটা তো খুবই হাসির ব্যাপার হত!" আন্না বলল। "আর তাই তো কিটিকে আমার শত্রু বানিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি, অথচ তাকে আমি কত ভালবাসি। সত্যি, সে কত ভাল মেয়ে! কিন্তু ডলি, তোমরা অবশ্য একটা মিটমাট করে ফেলো। করতে পারবে না?"

ডলি অনেক কষ্টে হাসি চাপল। সে আন্নাকে ভালবাসে, কিন্তু আন্নারও যে দুর্বলতা আছে তা দেখে সেও খুসি হয়েছে।

"শত্রু ? অসম্ভব।"

"আমি তোমাদের ভালবাসি; তাই আমি চাই যে তোমরাও আমাকে ভালবাসবে। এখন তো তোমাকে আগের চাইতেও বেশী ভালবাসি," চোখের জল ফেলতে ফেলতে আন্না বলল। "হায়রে, কী বোকার মত কাজই না আমি করছি!"

মুখের উপর রুমালটা রেখে সে সাজপোষাক পরতে লাগল।

যাবার ঠিক আগে অব্‌লন্‌স্কি এসে হাজির হল। তার মুখটা টকটকে লাল; নিঃশ্বাসে মদ ও চুরুটের গন্ধ।

আন্নাকে আলিঙ্গন করে ডলি বলল, "একটা কথা মনে রেখো আন্না: আমার জন্য তুমি যা করলে তা আমি কোনদিন ভুলব না। আরও মনে রেখো, আমি তোমাকে ভালবাসি, এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে চিরদিন ভালবাসব!"

তাকে চুম্বন করতে গিয়ে চোখের জল চেপে আন্না বলল, "কেন যে তা করবে তা কিন্তু আমি সত্যি জানি না।"

"তুমি আমাকে বুঝতে পেরেছ; তুমি সব কিছু বুঝতে পার। বিদায় লক্ষ্মীসোনা, বিদায়!"

॥ ২৯ ॥

ট্রেনের তৃতীয় ঘণ্টা পর্যন্ত অব্‌লন্‌স্কি কামরার দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাবার পরে আন্নার প্রথমেই মনে হল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এ-পাট চুকে গেল। দাসী আনুশ্‌কার পাশে নরম আসনটাতে বসে ঘুমন্ত গাড়িটার আবছা আলোয় সে চারদিকে তাকাল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কাল আবার সের্গেই ও আলেক্সি আলেক্সান্দ্রোভিচ্‌কে দেখতে পাব, আর আমার জীবনটাও যথারীতি পুরনো পথেই চলতে থাকবে।

দীর্ঘ পথযাত্রায় আরাম-আয়েসের জন্য লাল থলেটার ভিতর থেকে একটা কুশন বের করে সে হাঁটুর উপরে রাখল এবং পা দুটোকে ভালভাবে ঢাকাঢুকি দিয়ে আরাম করে বসল। একটি অসুস্থ স্ত্রীলোক ঘুমোবার উদ্যোগ করছে। অপর দুটি স্ত্রীলোক আন্নার সঙ্গে কথা বলল, আর একটি বৃদ্ধ মোটা-সোটা মহিলা হাঁটু ভেঙে বসে গরম লাগছে বলে দুঃখ প্রকাশ করল। স্ত্রীলোক দুটির সঙ্গে কথা বলে সুখ না পেয়ে আন্না আনুশ্‌কাকে একটা বাতি আনতে বলল এবং বাতিটাকে চেয়ারের হাতলের সঙ্গে আটকে নিয়ে একটা কাগজ-কাটা ছুরি ও একখানি ইংরেজী উপন্যাস থলে থেকে বের করে নিল। প্রথমে পড়ায় মন বসল না। ক্রমে ট্রেনের দুলুনি ও চাকার ঘর্ঘর শব্দে, জানালার কাঁচের উপর বরফ পড়ার দৃশ্যে, ঠাণ্ডা-গরমের দ্রুত পরিবর্তনে, আধো আলো-ছায়ার অস্পষ্ট

ছবিতে ও একই শব্দের গুঞ্জনে শেষ পর্যন্ত পড়ায় মন বসে গেল, আর যা পড়তে লাগল তার অর্থটাও বোধগম্য হয়ে উঠল। কোলের উপর লাল থলেটা রেখে আনুশ্‌কা ঝিমুতে লাগল।

উপন্যাসের নায়ক সবে ইংরেজ সুখী জীবনের আদর্শ একটি ব্যারণ উপাধি ও একটি সম্পত্তি পেতে চলেছে এমন সময় আন্নার ইচ্ছা হল সেও নায়কের সঙ্গে তার জমিদারি দেখতে যাবে। ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে হল, নায়কের লজ্জিত হওয়া উচিত আর সেই একই কারণে তারও লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু নায়ককে লজ্জিত হতে হবে কেন? সে নিজেই বা লজ্জিত হবে কেন? …সহসা বল-নাচের ছবিটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, ভেসে উঠল ভ্রনস্কির সপ্রশংস মুখটা, তার সঙ্গে নিজের সম্পর্কিত কথা। তার মধ্যে তো লজ্জার কিছু ছিল না। অথচ সে সব কথা মনে হতেই তার লজ্জা যেন আরও বেড়ে গেল। এর অর্থ কি? সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে তো আমি ভয় পাই না। কি দেখতে পাচ্ছি? এই নেহাৎই ছেলেমানুষ অফিসারটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি সাধারণ পরিচয়ের চাইতে বেশী কিছু হতে পারে? তাও কি সম্ভব? তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে চিন্তাটাকে মন থেকে মুছে ফেলে আবার সে বইটা তুলে নিল। কিন্তু যা পড়ল তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। কাগজ-কাটা ছুরিটাকে জানালার কাঁচের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে নিজের গালের উপর তার ঠাণ্ডা ফলাটাকে চেপে ধরল। হঠাৎ একটা অকারণ উল্লাসে সে হো হো করে হেসে উঠল।

মনে হল তার স্নায়ুগুলি যেন বেহালার তারের মত টান টান হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়েছে, হাত-পায়ের আঙুলগুলি বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে, ভিতর থেকে কি একটা যেন তার শ্বাস-প্রশ্বাসকে আটকে দিচ্ছে, আর কামরায় কাঁপা-কাঁপা আধো আলোয় সব দৃশ্য, সব শব্দ যেন অসম্ভব রকমের স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।…

এক সময় আপাদমস্তক পোষাক ঢাকা বরফে আবৃত একটি লোক যেন তার কানের কাছে চেঁচিয়ে কি বলে উঠল। উঠে দাঁড়াতেই ব্যাপারটা সে পরিষ্কার বুঝতে পারল। তারা একটা স্টেশনে এসে গেছে আর লোকটি ট্রেনের কণ্ডাক্টর। আন্না আনুশ্‌কাকে বলল তার টুপি ও শালটা দিতে। সেগুলো গায়ে চড়িয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

"মাদাম কি বাইরে যাচ্ছেন?" আনুশ্‌কা জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, খোলা বাতাসে একটু শ্বাস নিতে চাই। এখানটা বড়ই গরম।"

আন্না দরজাটা খুলল। বাতাস ও বরফ ছুটে এসে তার হাত থেকে দরজাটাকে ছিনিয়ে নিতে চাইল। টানাটানিটা তার ভালই লাগল। শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে সে দরজা খুলে বাইরে গেল। মনে হল, বাতাস যেন তার জন্য ওঁৎ পেতেই ছিল; হা-হা রবে চীৎকার করে উঠল; সিঁড়ির ঠাণ্ডা

লোহার রেলিংটাকে সজোরে চেপে না ধরলে হয় তো তাকে উড়িয়েই নিয়ে যেত। প্ল্যাটফর্মে নেমে সে গাড়ির শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গেল। সিঁড়ির উপরে বাতাসের বেগ ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু এখানে গাড়ির আড়ালে সে প্রচণ্ডতা চাপা পড়েছে। আলোকিত স্টেশনের দিকে তাকিয়ে সে মনের আনন্দে ঠাণ্ডা তাজা বাতাসে ফুসফুসটা ভরে নিতে লাগল—

|| ৩০ ||

ভীষণ ঝড় বইছে। বাতাস গর্জন করছে চাকার ফাঁকে-ফোকড়ে, আর ঝুঁটি ধরে যেন নাড়িয়ে দিচ্ছে স্টেশনের কোণে কোণে দাঁড়ানো বাতির খুঁটিগুলোকে। গাড়ি, খুঁটি, লোকজন, যা কিছু চোখে পড়ছে সব কিছুরই একটা দিক বরফের প্রলেপে ঢেকে গেছে। বরফ ক্রমেই ঘন হয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে যদি বা একটু শান্ত হচ্ছে, পরক্ষণেই ঝড়ের তীব্রতা এতই বাড়ছে যে দাঁড়িয়ে থাকা দায়। তারই মধ্যে লোকজন ছুটোছুটি করছে, ঠাট্টা-তামাসা করছে, প্ল্যাটফর্মের পাটাতনের উপর সশব্দে হেঁটে বেড়াচ্ছে, আর স্টেশনের বড় বড় দরজাগুলি একবার খুলছে, একবার বন্ধ হচ্ছে। আর একবার ক্ষুধার্ত ফুসফুসে তাজা বাতাস খানিকটা ভরে নিয়ে কামরার ভিতরে ফিরে যাবার জন্য আন্না সবে সিঁড়ির রেলিং-এ হাত রেখেছে, এমন সময় সামরিক গ্রেটকোট পরা একটি লোক এমনভাবে তার কাছে এসে দাঁড়াল যে বাতির কাঁপা আলোটাও ঢাকা পড়ে গেল। লোকটির দিকে তাকিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারল—সে ভ্রন্‌স্কি। এক হাতে টুপিটা তুলে মাথা নুইয়ে ভ্রন্‌স্কি জানতে চাইল তার কোন দরকার আছে কি না, তার কোনরকম সেবা সে করতে পারে কি না। আন্না তার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ কোন কথাই বলল না। তার উপর ছায়া পড়া সত্ত্বেও তার চোখ-মুখের ভঙ্গী আন্নার নজর এড়ালো না। সেই একই বিনীত স্তুতি সেখানে ফুটে উঠেছে যা গত কয়েক দিন ধরেই তাকে এত বিচলিত করেছে। গত কয়েক দিন সে বার বার নিজেকে বলেছে, যে শত শত যুবকের সঙ্গে তার প্রত্যহ দেখা হয়ে থাকে ভ্রন্‌স্কি তাদেরই একজন মাত্র, কাজেই তার কথা দু'বার ভাববার কোন দরকারই থাকতে পারে না। অথচ এখন সেই মানুষটির প্রথম দর্শনেই তার মন সানন্দ গর্বে ভরে উঠল। কেন সে এখানে এসেছে সে কথাটা জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজনও সে বোধ করল না। সে যেন নিশ্চিত করেই জানত, সে যেখানে আছে সেখানে থাকবে বলেই ভ্রন্‌স্কি এখানে এসেছে।

রেলিং থেকে হাতটা নামিয়ে আন্না প্রশ্ন করল, "আপনিও যে এই গাড়িতেই যাচ্ছেন তা তো জানতাম না: কেন যাচ্ছেন?" অদম্য আনন্দ ও উত্তেজনায় তার মুখটা জল্‌জল্‌ করতে লাগল।

আন্নার চোখের দিকে তাকিয়ে ভ্রন্স্কি তার কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলল, "কেন যাচ্ছি? আপনি তো জানেন, আপনি যেখানে আছেন সেখানে থাকব বলেই যাচ্ছি। এ ছাড়া আর কিছু করার উপায় আমার ছিল না।"

সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড ঝড়টাও যেন তার চোখে আশ্চর্য সুন্দর হয়ে দেখা দিল। যে কথা সে অন্তর দিয়ে কামনা করেছে আর ভয়ও করেছে সেই কথাই উচ্চারিত হয়েছে ভ্রন্স্কির মুখে। আন্না কোন জবাব দিল না, কিন্তু তার মুখ দেখেই ভ্রন্স্কি বুঝতে পারল যে তার মনের মধ্যে একটা ঝড় বয়ে চলেছে।

বিনীত ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গীতে সে বলল; "আমি যা বলেছি তাতে যদি আপনার আপত্তি থাকে তো ক্ষমা করবেন।"

ভদ্রভাবেই সে কথাগুলি বলল, কিন্তু এতই দৃঢ়তা ও স্থিরসংকল্প তাতে ছিল যে আন্না সঙ্গে সঙ্গেই কোন জবাব দিতে পারল না।

অবশেষে বলল, "এ রকম কথা বলা অন্যায়; তাই আপনাকে মিনতি করছি, যদি ভাল মানুষ হন তো যা বলেছেন তা ভুলে যান; আমিও ভুলে যাব।"

"আপনার মুখের একটি কথাও আমি কোনদিন ভুলতে পারব না; ভুলতে পারব না আপনার একটিও গতিবিধি।"

মুখের ভাবকে কঠোর করবার ব্যর্থ চেষ্টায় আন্না চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হয়েছে, হয়েছে!" ঠাণ্ডা রেলিংটা ধরে সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে সে দ্রুত পায়ে প্যাসেজে গিয়ে দাঁড়াল। ভ্রন্স্কির বা তার নিজের কথাগুলি স্মরণ না করেই মনে মনে সে বুঝতে পারল যে এই সংক্ষিপ্ত সংলাপটুকুই তাদের দু'জনকে ভয়ানকভাবে কাছে টেনে এনেছে; আর এ কথা ভেবে সে যুগপৎ খুসি ও ভীত বোধ করল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সেখানে দাঁড়িয়ে সে কামরায় ঢুকে নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসল। নানা চিন্তায় ও দুশ্চিন্তায় সারা রাত তার ঘুম হল না। সকালের দিকে সে চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল তখন চারদিক উজ্জ্বল ও আনন্দময় হয়ে উঠেছে; ট্রেনটা সেণ্ট পিতার্স-বুর্গের কাছাকাছি এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির কথা, স্বামী ও ছেলের কথা, আগামী দিনের নানান সঙ্কটের কথা তার মনে পড়ে গেল।

সেণ্ট পিতার্সবুর্গে ট্রেনটা থামলে সে গাড়ি থেকে নামল, আর প্রথমেই দেখতে পেল স্বামীকে। কী আশ্চর্য! ওর কানের কি হয়েছে? আন্নাকে দেখেই তার স্বামী এগিয়ে এল। ঠোঁটে সেই একই উদ্ধত হাসি। বড় বড় চোখ দুটি ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। আন্না হয় তো স্বামীকে অন্যরূপে দেখবে বলে আশা করেছিল; তাই তার শ্রান্ত ক্লান্ত চোখ দুটি দেখে তার বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল। তাকে দেখামাত্রই সে যেন নিজের উপরেই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল।

"আরে, দেখতেই তো পাচ্ছ আমি তোমার প্রেমময় স্বামী—ঠিক যেমনটি ছিলাম বিয়ের দিনটিতে—তোমাকে দেখার আশায় আকুল হয়ে উঠেছি!" ক্ষীণকণ্ঠে টেনে টেনে স্বামী কথাগুলি বলল। স্ত্রীর সঙ্গে সে এই সুরেই কথা বলে। এ ধরনের কথা যারা আন্তরিকতার সঙ্গে বলে তাদের ঠাট্টা করবার জন্যই যেন এই সুর সে ব্যবহার করে।

"সের্গেই ভাল আছে?" আন্না জানতে চাইল।

"আমার এত আকুলতার এই কি পুরস্কার?...হ্যাঁ। সে ভাল আছে, ভাল আছে।"

। ৩১

সে রাতে ভ্রন্‌স্কি ঘুমাবার চেষ্টাই করল না। হাতল-চেয়ারেই বসে রইল, কখনও সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে, কখনও বা লোকজনদের আসা যাওয়া দেখে। কিন্তু কারও দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। সকলেই যেন জড় পদার্থ।

আসলে ভ্রন্‌স্কি কিছুই দেখছে না, কাউকে দেখছে না। নিজেকে সে একটি রাজপুত্তুর মনে করছে; তার কারণ এই নয় যে আন্নাকে সে প্রভাবিত করতে পেরেছে—এখনও সে কথা সে বিশ্বাস করে না—কিন্তু আন্না তার উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে তাতেই সে সুখী, তাতেই সে গর্বিত।

বিনিদ্র রাত কাটানো সত্ত্বেও ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে সে যখন সেণ্ট পিতার্সবুর্গ স্টেশনে ট্রেন থেকে নামল তখন নিজেকে খুবই ঝরঝরে ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর বলে মনে হল। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে সে আন্নার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। আবার তাকে দেখব, এ কথা ভাবতেই নিজের অজ্ঞাতে তার মুখে হাসি দেখা দিল। তার মুখখানি দেখব, তার চলন দেখব, হয় তো সে কিছু বলবে, মাথাটা ঘোরাবে, আমার দিকে তাকাবে, এমন কি হাসবে। কিন্তু আন্নাকে দেখবার আগেই সে দেখতে পেল তার স্বামীকে। স্টেশন-মাস্টার সসম্ভ্রমে তাকে ভিড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। হ্যাঁ! তার স্বামী! এই প্রথম ভ্রন্‌স্কি পুরোপুরি উপলব্ধি করল যে স্বামীটি আন্নার প্রতি অনুরক্ত। সে জানত যে আন্নার একজন স্বামী আছে, কিন্তু তার অস্তিত্বে সে বিশ্বাস করে নি; কিন্তু যখন তাকে দেখতে পেল, দেখতে পেল তার মাথা, কাঁধ, কালো ট্রাউজারে ঢাকা পা, আর এগিয়ে এসে শান্তভাবে তার হাত চেপে ধরা—একমাত্র তখনই ভ্রন্‌স্কি আন্নার স্বামীর অস্তিত্বকে পুরোপুরি বিশ্বাস করল।

কারেনিন-এর জার্মান খানসামাটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে ছুটে এল। কারেনিন তাকে জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি চলে যেতে বলল। আর নিজে এগিয়ে গেল আন্নার কাছে। ভ্রন্‌স্কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎকারটি

দেখল ; প্রেমিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে বুঝতে পারল যে আন্না যে ভাবে স্বামীর সঙ্গে কথা বলছে তার মধ্যে ফুটে উঠেছে ঈষৎ আত্ম-সচেতনতার ভাব। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনেই বলে উঠল, না, সে তার স্বামীকে ভালবাসে না, ভাল-বাসতে পারে না।

"রাতটা বেশ ভালভাবে কেটেছে তো ?" পিছন থেকে এগিয়ে এসে স্ত্রী ও স্বামীকে একটিমাত্র অভিবাদন জানিয়ে ভ্রন্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল।

"খুব ভাল কেটেছে ; ধন্যবাদ," আন্না জবাব দিল।

আন্নাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে ; তার হাসিতে বা চাউনিতে সেই স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা যেন নেই। কিন্তু ভ্রন্‌স্কিকে দেখামাত্রই মুহূর্তের জন্য তার দুটি চোখে কি যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল ; যদিও সে ঝলকানি পরমুহূর্তেই নিভে গেল তবু তাতেই ভ্রন্‌স্কি খুসি। কারেনিন বিরক্ত চোখে ভ্রন্‌স্কির দিকে তাকাল ; লোকটা কে স্মরণ করতে চেষ্টা করল। সেই মুহূর্তে ভ্রন্‌স্কির ধৈর্য ও আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে সংঘাত বাঁধল কারেনিন-এর নিস্পৃহ আত্মপ্রত্যয়ের—যেন পাথরে ও ইস্পাতে ঠোকাঠুকি।

"কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি," আন্না বলল।

হাতটা বাড়িয়ে কারেনিন ঠাণ্ডা গলায় বলল, "মনে হচ্ছে আমরা পরিচিত।" তারপর যেন প্রতিটি কথা মেপে মেপে সে আন্নাকে বলতে লাগল, "এখান থেকে গেলে মায়ের সঙ্গে, আর ফিরে এলে তার ছেলেকে নিয়ে।" ছুটি কাটিয়ে এলেন বুঝি ? তারপর কথায় সেই ঠাট্টার সুর মিশিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, "মস্কো ছাড়বার সময় নিশ্চয় চোখের জলের বন্যা বয়ে গিয়েছিল ?"

কথাগুলি স্ত্রীকে বললেও সে ভ্রন্‌স্কিকে বোঝাতে চাইল যে সে এখন একা থাকতে চায়। আরও স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য ভ্রন্‌স্কির দিকে ফিরে সে টুপিতে হাত দিলে ; কিন্তু ভ্রন্‌স্কি আন্নাকে বলল :

"আশা করি আপনার সঙ্গে দেখা করবার সৌভাগ্য আমার হবে।"

কারেনিন ক্লান্ত চোখে তার দিকে তাকাল।

ঠাণ্ডা গলায় বলল, "তাহলে খুবই সুখী হব। সোমবারে আমরা বাড়িতেই থাকি।" তারপর ভ্রন্‌স্কিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্ত্রীকে বলল, "কী সৌভাগ্য যে তোমার সঙ্গে দেখা করে প্রেম নিবেদন করবার মত আধ ঘণ্টা সময় আমার কপালে জুটে গেল।" এই সামান্য কথার মধ্যেও সেই ঠাট্টার সুর।

পিছন হতে ভ্রন্‌স্কির চলে যাওয়ার পদশব্দ শুনতে শুনতেই আন্না তার স্বামীকে বার বার শুধু সের্গেই-র কথাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

"আহা, খুব ভাল আছে ! মারিয়েৎ তো বলে সে খুব লক্ষ্মীছেলে ; তবে তুমি হয় তো শুনে হতাশ হবে, তোমার অভাব সে খুব একটা বোধ

করে নি, যেমন বোধ করেছে তোমার স্বামী। একটা বাড়তি দিন আমাকে উপহার দিয়েছ বলে তোমাকে আবার ধন্যবাদ জানাই। আমাদের প্রিয় 'সামোভার' ও খুব খুসি হবে। (কারেনিন স্বনামধন্যা কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নাকে বলে 'সামোভার' কারণ সব সময়ই সে টগবগ করে ফুটতে থাকে।) তোমার কথা সে অনেক বলেছে। আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে আজই তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতাম। তুমি তো জান, অল্পেতেই সে বড় কষ্ট পায়। কিন্তু আর সব কিছু ছেড়ে এখন তার সব চাইতে বড় দুশ্চিন্তা অব্‌লন্‌স্কিদের মিটমাটের ব্যাপার নিয়ে।"

কাউণ্টেস লিডিয়া আইভান্‌ভনা কারেনিন-এর একজন বড় বন্ধু। পিতার্স-বুর্গের অভিজাত সমাজের সে কেন্দ্রবিন্দুও বটে। আর স্বামীর কল্যাণে আন্নাও ছিল সেই সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

"কিন্তু আমি তো তাকে চিঠি লিখেছি।"

"তা তো লিখেছ। কিন্তু খুটিনাটি সব কথাই তো তার শোনা দরকার। লক্ষ্মীটি, যদি খুব ক্লান্তি বোধ না করে থাক তো একবার যাও। কোন্দ্রাতি তোমাকে গাড়ি করে বাড়িতে নিয়ে যাবে; আমাকে একবার কমিটিতে যেতেই হবে। এবার থেকে আমাকে আর একা একা বসে খেতে হবে না। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার চলে না।"

কারেনিন তার হাতটাকে চাপ দিল; তারপর তাকে গাড়িতে তুলে দিতে দিতে একটু বিশেষভাবে হাসল।

॥ ৩২ ॥

বাড়িতে পৌঁছে আন্নার প্রথমেই দেখা হল ছেলের সঙ্গে। শিক্ষয়িত্রীর চেঁচামেচি সত্ত্বেও "মাম্‌মা, মাম্‌মা!" বলে ডাকতে ডাকতে সে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। তার কাছে পৌঁছেই গলা ধরে ঝুলে পড়ল।

শিক্ষয়িত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "আমি বল্‌লাম না মাম্‌মা এসেছে। আমি জানতাম।"

স্বামীর মতই ছেলেকেও প্রথমে দেখে আন্না হতাশ হল। কল্পনায় সে ছেলেকে বাস্তবের চাইতে অনেক ভাল মনে করেছিল। এখন ছেলেকে তার আসল স্বরূপে ভালবাসতে তাকে যেন মাটিতে নেমে আসতে হল। ছেলেটি কিন্তু খুবই সুন্দর; কোঁকড়া চুল, নীল চোখ আর চঞ্চল দুটি পা। তাকে কাছে পেয়ে, তার ভালবাসার স্পর্শ পেয়ে আন্নারও খুব ভাল লাগল। ডলির ছেলেমেয়েরা তার জন্য যে সব উপহার পাঠিয়েছিল ব্যাগ খুলে সেগুলো ছেলের হাতে দিল। মস্কোর ছোট্ট তানিয়ার কথা বলতে গিয়ে জানাল, মেয়েটি কী সুন্দর পড়তে পারে, এমন কি অন্য ছোটদেরও সে লেখাপড়া শেখায়।

"আমি কি তার চাইতে খারাপ ?" সের্গেই প্রশ্ন করল।

"আমার কাছে তুমি তো জগতের সেরা।"

"আমি জানি," সের্গেই হেসে বলল।

আন্না কফিটা শেষ করবার আগেই কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্না এসে হাজির। মহিলাটি বেশ উঁচু লম্বা, কিন্তু মুখটা স্বাস্থ্যহীন পাণ্ডুর, কালো চোখ দুটি সুন্দর, কিন্তু বিষণ্ণ। আন্না তাকে ভালবাসত, কিন্তু আজই প্রথম মহিলাটির সব দোষ ত্রুটিগুলি তার চোখে ধরা পড়ল।

ঘরে ঢুকেই কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্না প্রশ্ন করল, "আপনি কি অলিভ গাছের শাখা হাতে নিয়ে তাদের কাছে গিয়েছিলেন ?"

আন্না জবাব দিল, "হ্যাঁ, সব মিটে গেছে, তবে আমরা যতটা গুরুতর ভেবেছিলাম তেমন কিছু নয়। এদিকে প্রিয় বান্ধবীর দেখছি সাত-সকালেই শুভাগমন।"

আন্নার কথায় কান না দিয়ে কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্না বলে উঠল, "হ্যাঁ, জগৎটা যেন পাপে-তাপে ছেয়ে গেছে। মনটা আজ খুব খারাপ।"

হাসি চাপতে চেষ্টা করে বলে আন্না, "কেন কি হয়েছে ?"

"সত্যের নামে ন্যায়ের দণ্ড হাতে নিতে আমি ক্লান্তি বোধ করছি; ভাবছি এবার সব ছেড়ে দেব। 'দি সিস্টার্স' (একটি ধর্ম ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মানবকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান)-এর কাজকর্ম বেশ ভালভাবেই আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু এই সব ভদ্রজনদের জন্য কিছুই করা যাবে না। শুধু দু' তিনটি লোক, তার মধ্যে আপনার স্বামীও আছেন, এই প্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন, আর সকলেই চায় একে ধ্বংস করতে। গতকাল প্রাভ্‌দিন-এর একটা চিঠি পেয়েছি।"

প্রাভ্‌দিন দাসত্ব প্রথার সমর্থক একজন খ্যাতনামা নেতা; বিদেশে থাকে। কাউণ্টেস চিঠির বক্তব্য বুঝিয়ে বলতে লাগল। তারপর তাড়াতাড়ি চলে গেল, কারণ সেই দিনই কোন সমিতির একটা সভায় তাকে যোগ দিতে হবে।

কাউণ্টেস চলে যাবার পরে এল আন্নার আর একটি বন্ধু; জনৈক বিভাগীয় ডিরেক্টরের স্ত্রী। শহরের নানান খবর শুনিয়ে তিনটে নাগাদ সেও চলে গেল। কারেনিন তখনও ফেরে নি। তাই আন্না ছেলের পড়াশুনা ও খাওয়ার তত্ত্বাবধানে লেগে গেল। পারিবারিক পরিবেশে ফিরে এসে সে আবার শক্তি ও স্বস্তি ফিরে পেল। ট্রেনের মধ্যে যে আকর্ষণ, যে লজ্জার চাপ তাকে পেয়ে বসেছিল সেটা সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

আগের দিনের মনের অবস্থার কথা ভেবে সে অবাক হয়ে গেল। কি এমন ঘটেছিল ? কিছুই না। ভ্রন্স্কি একটা বোকার মত কথা বলল, আর আমিও শুরুতেই সেটাকে চেপে দিলাম; ঠিক মুখের মত জবাবই দিয়েছি।

সে সব কথা স্বামীকে বলার দরকার নেই ; বরং বলাটা ভুলই হবে। তাতে তুচ্ছ ব্যাপারটাকে অকারণ গুরুত্ব দেওয়া হবে। নিজের মনেই বলল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সত্যি তাকে বলার মত কিছু ঘটে নি।

॥ ৩৩ ॥

আলেক্সি আলেক্সান্দ্রোভিচ কারেনিন দপ্তর থেকে বাড়ি ফিরল চারটের সময় এবং যথারীতি স্ত্রীর কাছে না গিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকল ; কয়েকটি লোক দরখাস্ত হাতে সেখানে অপেক্ষা করছিল ; আপিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পাঠানো কিছু কাগজপত্রেও সই করল।

ডিনারে আমন্ত্রিত অতিথি (কারেনিনরা সব সময়ই অন্তত তিনজন অতিথিকে ডিনারে ডাকে) ছিল : কারেনিন-এর দপ্তরে চাকরিপ্রার্থী জনৈক যুবক। আন্না এসে বসবার ঘরে অতিথিদের অভ্যর্থনা করে বসাল। ব্রোঞ্জের পিটার-দি-গ্রেট ক্লকে শেষ ঘণ্টাটি বাজবার আগে ঠিক পাঁচটার সময় কারেনিন ঘরে ঢুকল। পরনে সান্ধ্য পোষাক, সাদা টাই, কোটের বুকে দুটো তারা, কারণ ডিনারের ঠিক পরেই তাকে একটি সভায় যেতে হবে। কারেনিন-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কোন না কোন কাজে নিয়োজিত, প্রতি দিনের প্রতিটি কাজ যাতে সুসম্পন্ন হতে পারে সে জন্য সে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলে। "না করি তড়িঘড়ি, না সময় নষ্ট করি"—এটাই তার নীতি। ঘরে ঢুকে সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে এবং স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সে তাড়াতাড়ি বসে পড়ল।

"দেখুন, আমার একাকিত্বের অবসান ঘটেছে। একা একা আহার করা যে কত বিরক্তিকর তা আপনারা বিশ্বাসই করবেন না।"

খেতে বসে কারেনিন স্ত্রীকে মস্কোর কথা বলল এবং উদ্ধত হাসির সঙ্গে অব্‌লন্‌স্কিদের কথা জিজ্ঞাসা করল। তারপর অতিথিদের সঙ্গে আধ ঘণ্টা সময় কাটিয়ে হেসে স্ত্রীর হাতে একটু চাপ দিয়ে সে কাউন্সিলের সভায় যোগ দিতে চলে গেল।

বেত্‌সি ত্ভের্স্কায়া নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও আন্না সেদিন সন্ধ্যায় তার বাড়িতে গেল না। থিয়েটারে একটা আসন সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু সেখানেও গেল না। না যাবার প্রধান কারণ যে গাউনটা পরে যাবে বলে আশা করেছিল সেটা তখনও তৈরি হয় নি। মস্কো যাবার আগেই আন্না বেশকারীকে তিনটে গাউন দিয়ে গিয়েছিল খুব ভালভাবে নতুন ডিজাইনে পাল্টে তৈরি করতে। কিন্তু পোষাকের আলমারি খুলে দেখল, তার একটাও আসে নি। প্রথমে তার খুব রাগ হল। তারপর নিজেই লজ্জিত হয়ে শান্ত হল। মনটাও আরও শান্ত রাখতে সে ছেলের ঘরে গেল। সারাটা সন্ধ্যা তার সঙ্গেই কাটাল। তাকে শুইয়ে

দিল ; তার উপরে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে কম্বলটা টেনে দিল। তারপর খুসি মনে অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে বসল এবং একখানা ইংরেজি উপন্যাস হাতে নিয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ঠিক সাড়ে ন'টায় দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠল এবং একটু পরেই কারেনিন ঘরে ঢুকল।

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে আন্না বলল, "শেষ পর্যন্ত তুমি তাহলে এলে!"

আন্নার হাতে চুমো খেয়ে সে পাশেই বসল।

বলল, "বুঝতে পারছি যে তোমার যাত্রা সফল হয়েছে।"

"তা হয়েছে।" আন্না গোড়া থেকেই সব কথা তাকে বলল। আরও জানাল, প্রথমে তার দুঃখ হয়েছিল ভাইয়ের জন্য, আর তারপরে ডলির জন্য।

কারেনিন কঠিন স্বরে বলল, "তোমার ভাই হলেও এরকম লোককে ক্ষমা করা আমি সম্ভব বলে মনে করি না"

আন্না শুধু হাসল। কারেনিন বলতে লাগল, "যা হোক, সব কিছু ভালয় ভালয় শেষ হয়েছে, আর তুমিও ফিরে এসেছ—এতে আমি খুসি হয়েছি।"

আরও নানান কথার ভিতর দিয়ে দ্বিতীয় কাপ চা, মাখন ও রুটি শেষ করে কারেনিন পড়ার ঘরে চলে গেল।

যেতে যেতেই বলল, "তুমি কি কোথাও যাও নি? সন্ধ্যাটা তাহলে খুব একঘেয়ে লেগেছে বল?"

"মোটেই না," বলে আন্নাও তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে পড়ার ঘরে ঢুকে বলল, "এখন কি পড়ছ?"

"পড়ছি ডুস্ দ্য লিলি-র Poesie des enfers, চমৎকার বই।"

আন্না বলল, "ঠিক আছে। তুমি পড়াশুনা, কাজকর্ম কর। আমি যাই। মস্কোতে কিছু চিঠি লিখতে হবে।"

কারেনিন তার হাতটা চেপে ধরে চুমো খেল।

নিজের ঘরে ফিরে আন্না আপন মনেই বলল, যাইহোক, মানুষটি বড় ভাল—ন্যায়বান, দয়ালু, নিজের কর্মক্ষেত্রে বিশিষ্ট। তাকে ভালবাসা অসম্ভব—কারও এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কারেনিনকে সমর্থন করতেই যেন সে কথাগুলি বলল। কিন্তু তার কান দুটো এমন অদ্ভুতভাবে বেরিয়ে এসেছে কেন? নতুন করে চুল-কাটার জন্যই কি?

ঠিক বারোটা বাজল। আন্না তখনও লেখার টেবিলে বসে ডলিকে লেখা চিঠিটা শেষ করছিল। এমন সময় কারেনিন-এর চটির শব্দ কানে এল। পরমুহূর্তেই ঘরে ঢুকে সে তার কাছে এগিয়ে এল। হাত-মুখ ধুয়েছে। চুলে চিরুনি চালিয়েছে। বগলের নীচে একখানা বই।

"সময় হয়ে গেছে, সময় হয়ে গেছে," বলতে বলতে একটা বিশেষ ধরনের হাসি হেসে সে শোবার ঘরে ঢুকল।

ভ্রন্‌স্কি যে ভাবে কারেনিন-এর দিকে তাকিয়েছিল সে কথা মনে হতেই আন্না ভাবল, ও ভাবে তার দিকে তাকাবার কী অধিকার তার ছিল ?

পোষাক ছেড়ে আন্না যখন শোবার ঘরে গেল তখন মস্কোতে থাকার সময় তার চোখে, তার হাসিতে জীবনের যে উচ্ছ্বলতা উথ্‌লে পড়ছিল তার চিহ্ন-মাত্রও তার মুখে দেখা গেল না ; মনে হল, তার অন্তরের সব দীপ্তি নিভে গেছে, আর না হয় তো বহুদূরে কোথায় সরে গেছে।

॥ ৩৪ ॥

সেণ্ট পিতার্সবুর্গ যাবার সময় ভ্রন্‌স্কি তার মর্স্ক'ায়া স্ট্রীটের বড় অ্যাপার্ট-মেণ্টটা তার বন্ধু ও প্রিয় সঙ্গী পেত্রিৎস্কিকে দিয়ে গিয়েছিল।

পেত্রিৎস্কি একজন তরুণ লেফ্‌টেন্যাণ্ট। বিশেষ কোন কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে নি। শুধু যে দরিদ্র তাই নয়, প্রচুর ঋণগ্রস্ত। সন্ধ্যা হলেই মদ গেলে আর যেখানে-সেখানে পড়ে থাকে। কিন্তু সহকর্মী ও উর্ধ্বতন অফিসাররা তাকে খুব পছন্দ করে।

দুপুর নাগাদ ভ্রন্‌স্কি যখন স্টেশন থেকে সোজা তার বাড়ির সামনে হাজির হল তখন দেখতে পেল, একটা পরিচিত ভাড়াটে গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ঘণ্টা বাজতেই সে শুনতে পেল অনেক পুরুষের হাসি আর একটি স্ত্রীলোকের বকবকানি। পেত্রিৎস্কি চেঁচিয়ে বলল : "কোন শয়তানকে ঢুকতে দিও না !" চাকরকে নিজের নাম ঘোষণা করতে না দিয়ে ভ্রন্‌স্কির সামনে ঘরে ঢুকল। পেত্রিৎস্কির বান্ধবী ব্যারনেস শিল্টন গোল টেবিলটায় বসে কফি তৈরি করছিল আর প্যারিসীয় উচ্চারণে ক্যানারি পাখির মত বক্‌বক্ কর-ছিল। তার পরনে হাল্কা বেগুনি রংয়ের বাফ্‌তার গাউন, আর গোলাপী গালে উজ্জল রংয়ের বাহার। তার এক পাশে বসে আছে পেত্রিৎস্কি ; পরনে টপ কোট। অন্য পাশে সামরিক ইউনিফর্ম পরা কামেরভ্‌স্কি ; বোঝা যাচ্ছে সবে সে আপিস থেকে ফিরেছে।

পেত্রিৎস্কি লাফিয়ে উঠে বলল, "সাবাস ভ্রন্‌স্কি ! স্বয়ং গৃহকর্তাই হাজির ! ব্যারনেস, ওকে নতুন পাত্র থেকে কফি ঢেলে দিন। আরে, খুব চমকে দিয়েছ ! আশা করি তোমার ঘরের এই নতুন রত্নটিকে দেখে খুসি হয়েছ," ব্যারনেসকে দেখিয়ে সে বলল ; "তোমাদের পরিচয় আছে তো ?"

ব্যারনেসের ছোট হাতখানিতে চাপ দিয়ে ভ্রন্‌স্কি খুসিতে হেসে বলল, "তা আছে। উনি আর আমি পুরনো বন্ধু।"

ব্যারনেস বলল, "এইমাত্র আপনি বেড়িয়ে ফিরলেন, কাজেই আমার এখন চলে যাওয়া উচিত। অসুবিধা থাকলে এই মুহূর্তেই আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

ভ্রন্‌স্কি বলল, "আপনি যেখানে থাকেন সেটাই তো আপনার বাড়ি ব্যারনেস।" তারপর কামেরভ্‌স্কির হাতটা ধরে ঠাণ্ডা গলায় বলল :

"অভিনন্দন কামেরভ্‌স্কি।"

ব্যারনেস পেত্রিৎস্কিকে বলল, "এমন সুন্দর করে কথা বলতে কিন্তু আপনি জানেন না।"

"আচ্ছা, জানি না বুঝি? খাবার পরে দেখবেন, আমিও সুন্দর করে কথা বলতে পারি।"

"খাবার পরে কোন কথাই নয়! যা হোক, হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক বদলে আসুন, তবে আপনাকে কফি দেব। হ্যাঁ, আরও কিছুটা কফি দিয়ে যাও তো পেত্রিৎস্কি। আগের কফির পাত্রে মিশিয়ে দেব।"

"কফিটাই নষ্ট করবেন দেখছি।"

"কিচ্ছু হবে না।" তার পরেই হঠাৎ ভ্রন্‌স্কির দিকে ঘুরে অপ্রত্যাশিত-ভাবে বলে উঠল, "আচ্ছা, আপনার স্ত্রী কোথায়? আপনার অনুপস্থিতিতে আমরা তো আপনার বিয়ে দিয়ে ফেলেছি। স্ত্রীকে সঙ্গে করে এনেছেন কি?"

"না ব্যারনেস। আমি জন্ম-যাযাবর, যাযাবর থেকেই মরব।"

"আরও ভাল কথা। হাতে হাত দিন।"

ভ্রন্‌স্কির হাতটা ধরে রেখেই ব্যারনেস তার জীবনের সাম্প্রতিক পরিকল্পনার কথা সবিস্তারে বলতে লাগল।

"সে এখনও বিবাহ-বিচ্ছেদে রাজী হচ্ছে না। (সে মানে তার স্বামী।) এ অবস্থায় আমি কি করি বলুন তো? আমি তো আদালতে যেতে চাই। আপনিও কি সেই পরামর্শ দেন? কামেরভ্‌স্কি, কফিটার উপর নজর রাখবেন, জল ফুটে গেছে! বুঝতেই পারছেন যে আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। হ্যাঁ, আমি মামলা করার কথাই ভাবছি, কারণ সম্পত্তিটা হাতছাড়া করতে চাই না। সে বলছে, তার প্রতি আমি বিশ্বাসভঙ্গ করেছি—এ রকম একটা বাজে কথা আপনি কল্পনা করতে পারেন? অথচ সেই অভিযোগ তুলে সে আমার সম্পত্তির আয়টা আত্মসাৎ করতে চায়।"

ভ্রন্‌স্কি খুসি মনেই এই সুন্দরী তরুণীটির বকবকানি শুনতে লাগল, তার প্রতি সহানুভূতি জানাল এবং কিছু কিছু পরামর্শও দিল।

কফি করা আর হল না; শুধু জলই ফুটতে লাগল; চলকে উঠে সকলের গায়ে ছিটিয়ে পড়ল, দামী কার্পেটটায় দাগ লাগল, আর ব্যারনেসের গাউন-টাতেও দাগ লাগিয়ে দিল। ফল যা আশা করা গিয়েছিল তাই হল : সকলে হৈ-হৈ করে হেসে উঠল।

"এবার তাহলে বিদায়, কারণ তা না হলে আপনি কোনদিন হাত-মুখ ধোবেন না।" তারপর ভ্রন্‌স্কির দিকে ফিরে বলল, "তাহলে তার গলায় ছুরি বসাবার পরামর্শই আপনি দিচ্ছেন?"

ভ্রন্স্কি জবাব দিল, "নিঃসন্দেহে, আর সেটা এমনভাবে করবেন যাতে আপনার হাত তার ঠোঁট পর্যন্ত পৌছয়। তিনি আপনার হাতে চুমো খাবেন, আর সব কিছু ভালভাবে শেষ হবে।"

"আচ্ছা, তাহলে চলি—ফরাসী থিয়েটারে আবার দেখা হবে!" রেশমের খস্‌খস্ শব্দ তুলে ব্যারনেস চলে গেল।

কামেরভ্‌স্কিও উঠে দাঁড়াল। ভ্রন্স্কিও হাতটা বাড়িয়ে দিল। তারপর স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সে যখন হাত-মুখ ধুতে লাগল তখন পেত্রিৎস্কি সংক্ষেপে তার নিজের দুরবস্থার কথা বলতে লাগল। হাতে একটা পয়সা নেই। বাবা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তাকে কিছু দেবে না, তার ধারও শোধ করবে না। দর্জি মামলা করবে বলে শাসিয়েছে। অন্য পাওনাদারদের অবস্থাও তাই। রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার সাফ বলে দিয়েছে, যখন-তখন ডুব-মারা বন্ধ না করলে তাকে পদত্যাগ করতে হবে। ব্যারনেসকে নিয়েও আর চলছে না; সে সব সময়ই টাকার জন্য চাপ দিচ্ছে। তবে একটি নতুন প্রাণীর উদয় হয়েছে—ভ্রন্স্কিকে পরে দেখাবে—প্রাচ্য দেশীয় সুন্দরীদের মত একটি বিস্ময়-কর মনোরমা। নিজের কথা শেষ করে পেত্রিৎস্কি আরও সব খবরও বলতে লাগল। নিজের বাড়ির পরিচিত পরিবেশে বসে সেই সব পরিচিত কাহিনী শুনতে শুনতে পুনরায় পিতার্সবুর্গের পুরনো মুক্ত জীবনের অংশীদার হবার আনন্দে ভ্রন্স্কির মন খুসিতে ভরে উঠল।

সে যখন শুনল যে লরা ফার্তিনহফ্‌কে ছেড়ে মিলেয়েভ-এর সঙ্গে বাস করছে তখন চীৎকার করে বলে উঠল, "এ হতে পারে না। হতে পারে না! আর সে বোকারামও চুপচাপ আছে? আর বুজুলুকভ-এর খবর কি?"

পেত্রিৎস্কি জোর গলায় বলল, "আরে, সে তো আর এক কাহিনী! চমৎকার! তুমি তো জান বল-নাচের নামে বুজুলুকভ একেবারে পাগল; কোন নাচের আসরই সে বাদ দেয় না। তারপর, নতুন শিরস্ত্রাণ পরে একটা বড় নাচের আসরে তো গেল। নতুন শিরস্ত্রাণগুলো দেখেছ কি? খুব সুন্দর —হাল্কা। সে তো দাঁড়িয়ে আছে···আঃ, মন দিয়ে শোনই না!"

টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ভ্রন্স্কি বলল, "শুনছি।"

"এমন সময় জনৈক রাজদূতকে সঙ্গে নিয়ে গ্র্যাণ্ড ডাচেস সেখানে এলেন। নতুন শিরস্ত্রাণের কথা উঠতেই গ্র্যাণ্ড ডাচেস রাজদূতকে একটা দেখাতে চাই-লেন। হঠাৎ তার নজর পড়ল সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের বন্ধুর উপর, আর গ্র্যাণ্ড ডাচেস তার শিরস্ত্রাণটাই চেয়ে বসলেন। কোন সাড়া নেই। কি হল? সকলে তাকে দেখিয়ে চোখ ঠাড়তে লাগল, মাথা নাড়তে নাগল, ভ্রূকুটি করল। ওটা ওঁকে দিয়ে দাও! কোন সাড়া নেই। লোহার দণ্ডের মত শক্ত হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। কল্পনা করতে পার? তখন সে···কি যেন তার নাম?···সে তার কাছ থেকে শিরস্ত্রাণটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল।

সেও দেবে না। ছোকরা তার হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে গ্র্যাণ্ড ডাচেসকে দিল। 'দেখছেন? এটাই নতুন।' ডাচেস শিরস্ত্রাণটাকে উল্টে-পাল্টে দেখলেন, আর অমনি—হা ভগবান! তার ভিতর থেকে নীচে পড়ল একটা ন্যাসপাতি, কিছু বন্-বন্, আর দু' পাউণ্ড চকোলেট! আমাদের প্রিয় বন্ধুটি সব চুরি করেছে!"

ভ্রন্স্কি হাসিতে ভেঙে পড়ল। তার পরেও বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ অন্য সব ফাঁকে ফাঁকেও সেই দৃশ্যটি মনে পড়তেই সাদা দাঁত বের করে সে হো-হো করে হাসতে লাগল।

সব খবর শোনা শেষ হলে খানসামার সাহায্যে সামরিক পোষাক পরে ভ্রন্স্কি হেডকোয়ার্টারে হাজির হল। ঠিক করল, সেখান থেকে বেরিয়েই তার ভাই, বেৎসি ও আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে যাবে; তাহলেই মাদাম কারেনিনার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। সেণ্ট পিতার্সবুর্গে সাধারণত যা করে থাকে আজও তেমনই বাড়ি থেকে বের হবার সময়ই সে বুঝল যে গভীর রাতের আগে বাড়ি ফেরা হবে না।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ ১ ॥

কিটির স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা কেমন এবং তার ক্ষীয়মান স্বাস্থ্যকে পুনরুদ্ধার করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত—এই সব স্থির করবার জন্য শীতের শেষে শেরবাত্‌স্কিদের বাড়িতে ডাক্তারদের একটি পরামর্শ-সভা বসল। কিটি অসুস্থই ছিল, বসন্তকালের গোড়াতেই তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। পারিবারিক চিকিৎসক প্রথমে কড-লিভারের তেল খেতে দিল, তারপর লৌহঘটিত ওষুধ দিল, তারপর দিল নীলঘটিত ওষুধ, কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কোন ওষুধেই কাজ না হওয়ায় সে অন্য ডাক্তার দেখাতে বলল, এবং একজন খ্যাতনামা ডাক্তারকে দেখানো হল। সে ডাক্তারটি যুবক ও সুদর্শন; সে মেয়েটিকে পরীক্ষা করতে চাইল। সে বার বার বলতে লাগল, একটি তরুণীর শ্লীলতা একটি প্রাচীন সংস্কার, বর্বর যুগের প্রথামাত্র; একটি যুবকের পক্ষে কোন তরুণীর নগ্নদেহকে প্রত্যক্ষ করার চাইতে স্বাভাবিক আচরণ আর কিছুই হতে পারে না। এটাই তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয় এই জন্য যে, প্রতিদিনই যে কাজ সে করে থাকে, আর তার ফলে তার মনে কোন রকম দূষণীয় অনুভূতি বা চিন্তা দেখা দেয় না; অন্তত সে তাই মনে করে, আর সেই জন্যই একটি তরুণীর শ্লীলতাবোধকে সে শুধু প্রাচীন সংস্কার বলেই মনে করে না, তার প্রতি ব্যক্তিগত অসম্মান বলেই মনে করে।

সারা পরিবারকে সেই প্রস্তাবই মেনে নিতে হল; যদিও সব ডাক্তারই একই স্কুলে পড়েছে, একই বই পড়েছে, একই শিক্ষালাভ করেছে, এবং কোন কোন লোক সেই খ্যাতনামা ডাক্তারকে একটি খারাপ ডাক্তার বলেও অভিহিত করে, তবু যে কারণেই হোক প্রিন্সেসের পরিবার ও তাদের পরিচিত জনরা ধরেই নিয়েছে যে একমাত্র এই খ্যাতনামা ডাক্তারটিই একটি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী এবং একমাত্র সেই কিটিকে বাঁচাতে পারবে। ডাক্তার রোগিনীকে ভালভাবে পরীক্ষা করল; হাত দিয়ে ঠুকে ঠুকে সব কিছু দেখল; মেয়েটির তো হতবাক হয়ে প্রায় ভেঙে পড়বার মত অবস্থা; যাই হোক, ভাল করে হাত ধোবার পরে বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার প্রিন্সের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। ডাক্তারের কথা শুনতে শুনতে প্রিন্স ভুরু কোঁচকাল, বার বার গলা খাঁকারি দিল। প্রিন্স অভিজ্ঞ মানুষ; বোকাও নয়, রুগ্নও নয়; ওষুধপত্রে তার বিশ্বাস নেই; তাই এই প্রহসন দেখে মনে মনে সে রেগে কাঁই, কারণ কিটির অসুখের কারণটা একমাত্র সেই জানে। খ্যাতনামা ডাক্তার যখন তার মেয়ের অসুখের লক্ষণগুলো হড় হড় করে বলে যাচ্ছিল, তখন সে মনে মনে

বলল, ব্যাটা ফাঁকা বেলুন। ওদিকে ডাক্তারটিও অনেক কষ্টে এই বৃদ্ধ ভদ্র-লোকটির প্রতি তার অবজ্ঞাকে চেপে রেখে তার বুদ্ধিশুদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলতে লাগল। সে জানত, এ বুড়োর সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই; এ বাড়িতে যা কিছু সিদ্ধান্ত নেবার তা রোগিনীর মাই নিয়ে থাকে। তার মনের ইচ্ছা, কথার মুক্তোগুলো সে তার সামনেই ছড়াবে।

ঠিক সেই সময় পারিবারিক চিকিৎসককে নিয়ে প্রিন্সেস ঘরে ঢুকল। পুরো ব্যাপারটা তার কাছে কি রকম হাস্যকর মনে হয়েছে সেটা যাতে ধরা না পড়ে সেজন্য প্রিন্স সেখান থেকে সরে গেল। কি করবে বুঝতে না পেরে প্রিন্সেস বিব্রত হয়ে পড়ল। তার মনে হতে লাগল, কিটির অসুখের সব দোষ বুঝি তারই।

সে বলল, "ডাক্তার, আমাদের ভাগ্য স্থির করে দিন। সব কিছু আমাকে বলুন।" সে বলতে চেয়েছিল, "কোন আশা আছে কি?" কিন্তু তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, প্রশ্নটা করতেই পারল না। "কি হয়েছে ডাক্তার?"

"এক সেকেণ্ড প্রিন্সেস; আমার সহযোগীর সঙ্গে কথা বলে নি; তারপর আমার মতামত আপনাকে জানাব।"

"আমি কি চলে যাব?"

"আপনার যেমন ইচ্ছা।"

প্রিন্সেস দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল।

পারিবারিক চিকিৎসক বিনীতভাবে তার মতামত জানিয়ে বলল, ক্ষয়-রোগের প্রাথমিক অবস্থাটা ধরা পড়েছে, কিন্তু ইত্যাদি ইত্যাদি। খ্যাতনামা ডাক্তার দায়সারা গোছের ভাবে তার কথা শুনলে শুনতেই মাঝপথে নিজের সোনার বড় ঘড়িটার দিকে তাকাল।

"খুব ভাল কথা," সে বলল।

পারিবারিক চিকিৎসক সসম্ভ্রমে থেমে গেল।

"আপনি তো জানেন, যক্ষ্মারোগের প্রাথমিক অবস্থাটা ধরবার কোন উপায় আমাদের হাতে নেই; যতদিন গর্তটা দেখা না দেয় ততদিন স্পষ্ট করে কিছুই বোঝা যায় না। অবশ্য সন্দেহটা করা যেতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে কিছু কিছু লক্ষণও আছে: অগ্নিমান্দ, স্নায়বিক উত্তেজনা, প্রভৃতি। আমাদের সমস্যা হল: যেহেতু আমরা যক্ষ্মা বলেই সন্দেহ করছি, সেক্ষেত্রে পুষ্টিবৃদ্ধির কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে?"

পারিবারিক চিকিৎসক বিজ্ঞের মত একটুকরো হাসি হেসে বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তো জানেন, এ সব ক্ষেত্রে একটা নৈতিক আবেগজনিত কারণও রোগের একেবারে মূলে থাকে।"

আর একবার ঘড়িটা দেখে নিয়ে খ্যাতনামা ডাক্তার বলল, "হ্যাঁ, সে কথা তো বলাই বাহুল্য। মাফ করবেন, ইয়াউজা সেতুটা কি খুলেছে, না কি সেই

অনেক পথ ঘুরে যেতে হবে ? আঃ, খুলেছে। খুব ভাল, তাহলে তো বিশ মিনিটেই পৌঁছে যাব। যা বলছিলাম, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে: পুষ্টি বাড়াতে হবে এবং স্নায়ুর চিকিৎসা চালাতে হবে। দুটো পরস্পর যুক্ত, দু'দিক থেকে আমাদের কাজ করতে হবে।"

পারিবারিক চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করল, "ওকে বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে কি বলেন ?"

"আমি বিদেশ ভ্রমণের বিরোধী। আমি বলতে চাই, যদি যক্ষ্মারোগই দেখা দিয়ে থাকে, যেটা জানবার কোন উপায় এখন আমাদের হাতে নেই, তাহলে বিদেশ ভ্রমণে তার কোন উপকার হবে না। তার কোন ক্ষতি না করে পুষ্টিবৃদ্ধির চেষ্টাই আমাদের করতে হবে।"

খ্যাতনামা ডাক্তার উষ্ণ জলের চিকিৎসা চালাবার পরামর্শ দিয়ে বলল, আর যাই হোক না হোক, তাতে রোগিনীর কোন ক্ষতি হবে না।

পারিবারিক চিকিৎসক গভীর মনোযোগের সঙ্গে সসম্ভ্রমে সব কথা শুনল। তারপর বলল, "বিদেশ ভ্রমণের স্বপক্ষে আমি এইটুকু বলতে চাই যে, পরিবেশের পরিবর্তন হলে এবং বেদনাদায়ক স্মৃতির সংস্পর্শ থেকে দূরে গেলে তার ফল ভালই হবে। তাছাড়া মেয়েটির মা যেতে ইচ্ছুক।"

"ওঃ! তাহলে যেতেই দিন। তবে ঐ সব জার্মান হাতুড়ে বদ্যিরা কিন্তু ওর ক্ষতি করবে। তারা যেন আমাদের কথামতই চলেন। বেশ, তাহলে যেতে দেবেন।"

সে আবারও ঘড়ি দেখল।

"ওঃ, সময় হয়ে গেছে," সে দরজার দিকে পা বাড়াল।

খ্যাতনামা ডাক্তার প্রিন্সেসকে বলল, সে আবার এসে রোগিনীকে দেখবে।

"সে কি! আবার পরীক্ষা ?" মা সভয়ে বলল।

"না, না; শুধু কয়েকটা জিনিস একটু মিলিয়ে নেব প্রিন্সেস।"

"ঠিক আছে।"

ডাক্তারকে নিয়ে মা বসবার ঘরে কিটির কাছে গেল। কিটি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল; দেহ শীর্ণ, গালে লাল আভা, এইমাত্র যে অসম্মান তাকে সইতে হয়েছে তারই জ্বালা দুটি চোখে। ডাক্তার ঘরে ঢুকতেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখে জল এল। তার অসুখ এবং তার চিকিৎসা নিয়ে এই সব ব্যবস্থা তার কাছে অত্যন্ত অসঙ্গত মনে হচ্ছে। এই চিকিৎসা তার কাছে ভাঙা ফুলদানি জোড়া দেবার মতই বোকামির মত লাগছে। তারা কি ভেবেছে যে বড়ি আর গুঁড়ো খেলেই এ অসুখ সেরে যাবে ? কিন্তু মাকে সে আঘাত দিতে চায় না, বিশেষ করে মা যখন মনে করছে যে এ জন্য সেই দায়ী।

খ্যাতনামা ডাক্তার বলল, "দয়া করে বসে পড়ুন তো প্রিন্সেস।"

হেসে তার উল্টোদিকে বসে ডাক্তার আবার তার নাড়ি টিপল, নানারকম ক্লান্তিকর প্রশ্ন করল। অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

"মাফ করবেন ডাক্তার, এ সবের কোন মানেই হয় না। একই প্রশ্ন আপনি আমাকে তিনবার করলেন।"

খ্যাতনামা ডাক্তার এতে ক্ষুন্ন হল না।

কিটি ঘর থেকে চলে গেলে মাকে বলল, "অত্যধিক বিরক্তিবোধ। তবে আমার দেখা হয়ে গেছে।"

প্রিন্সেসকে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে বলে ধরে নিয়েই ডাক্তার তার মেয়ের অসুখের একটা বৈজ্ঞানিক নাম বুঝিয়ে দিয়ে জলটা কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে কিছু নির্দেশ দিল, যদিও জলটার কোন প্রয়োজনই ছিল না। তাদের বিদেশে যাওয়া উচিত কি না জিজ্ঞাসা করা হলে সে এমন গম্ভীর চিন্তায় ডুবে গেল যেন একটা অত্যন্ত জটিল সমস্যার মীমাংসা করছে। শেষ পর্যন্ত জবাব বের হল: তারা বাইরে যেতে পারে, তবে ঐ সব হাতুড়ে বদ্যিদের কথা শোনা চলবে না; শুধু তার কথামতই চলতে হবে।

ডাক্তার চলে গেলে মনে হল যেন বাড়িতে একটা খুসির ব্যাপার ঘটে গেল! খোস মেজাজে মা মেয়ের ঘরে ঢুকল, আর মেয়েও এমন ভাব দেখাল যেন তার মন-মেজাজও খুস। আজকাল প্রায় সব সময়ই তাকে অভিনয় করতে হয়।

সে বলল, "আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি মামন, কিন্তু তুমি যদি বাইরে যেতে চাও তো চল।" সে যে প্রস্তাবিত ভ্রমণে আগ্রহী সেটা বোঝাবার জন্য সে যাত্রার আয়োজন সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে লাগল।

॥ ২ ॥

ডাক্তাররা চলে যাবার পরেই ডলি এল। সে জানত সেদিন ডাক্তাররা পরামর্শ করবে, তাই যদিও সম্প্রতি সে প্রসূতি-সদনে ছিল (শীতের শেষে তার একটি মেয়ে হয়েছে) এবং যদিও বাড়িতে অনেক রকম ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা চলছে, তবু বাচ্চাকে ও অসুস্থ ছোট মেয়েটাকে রেখেই সে চলে এসেছে কিটির খবর জানতে।

বসবার ঘরে ঢুকে মাথার টুপি না খুলেই সে বলল, "আরে? সকলকেই বেশ খুসি দেখছি। খবর ভাল?"

ডাক্তার যা বলেছিল সেই কথাগুলি বলবার চেষ্টাই তারা করল, কিন্তু তার বক্তৃতা এত দীর্ঘ ও দ্রুত হয়েছিল যে সব কথার পুনরাবৃত্তি করা তাদের পক্ষে

অসম্ভব। একটিমাত্র দরকারী কথাই তারা জানিয়ে দিল—বাইরে যাবার ব্যবস্থা পাকা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার বোন, তার সব চাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, চলে যাচ্ছে। তার নিজের জীবন মোটেই সুখের নয়। মিটমাটের পরেও অব্‌লন্‌স্কির সঙ্গে তার সম্পর্ক বড়ই অসম্মানকর হয়ে উঠেছে। আন্না তাদের গোলমাল মিটিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সেটা সাময়িক; তাদের দাম্পত্য জীবনে আবার ফাটল ধরেছে এবং সেই এক জায়গাতেই। নির্দিষ্টভাবে কোন কিছু ঘটে নি, কিন্তু অব্‌লন্‌স্কি প্রায়ই বাড়ি ফেরে না, হাতে টাকা-পয়সা নেই, স্বামীর অবিশ্বস্ততার সন্দেহ আবার ডলিকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। সে সন্দেহকে সে মন থেকে দূর করে দিতে চেষ্টা করে, যাতে সেই পুরনো ঈর্ষা আবার তাকে পেয়ে না বসে। কিন্তু সে ঈর্ষা মানুষের মনে বার বার আসে না। স্বামীর বিশ্বাসভঙ্গের প্রমাণ পেলেও সে আর আগের মত ভেঙে পড়ে না। শুধু তার ফলে দাম্পত্য ব্যবস্থাগুলির অবসান ঘটে। স্বামীর প্রতি ঘৃণায় এবং নিজের দুর্বলতার দরুণ বিরক্তিতে সে যেন ঠকতেই চায়। তার উপরে এত বড় একটা পরিবারের ঝঞ্ঝাট তাকে জ্বালিয়ে মারছে: বাচ্চাটার দেখাশুনা আছে, নার্স হয় তো কাজে ইস্তফা দিল, বা কোন সন্তানের অসুখ করল, কত কি।

মা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কেমন আছ?"

"ওঃ মামন, তোমার নিজেরই অনেক জ্বালা। লিলি একটা অসুখ বাধিয়ে বসেছে; মনে হচ্ছে হাম-জ্বর। খবরটা ঠিক কি না এখনও জানতে পারি নি; ঈশ্বর না করুন, হাম-জ্বর হলে তো ঘরে একেবারেই আটকা পড়ে যাব।"

ডাক্তাররা চলে গেলে বুড়ো প্রিন্স পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডলিকে একটা চুমো খেয়ে তার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে স্ত্রীকে বলল:

"তাহলে তোমরা যাচ্ছ? আমাকে কি করতে বল?"

স্ত্রী বলল, "তুমি বরং এখানেই থাক আলেক্সান্দ্র।"

"তুমি যেমন বলবে।"

"মামন, বাপি কেন আমাদের সঙ্গে যাবে না?" কিটি বলল। "তাহলে তো বাপিও খুসি হত, আমরাও খুসি হতাম।"

বুড়ো প্রিন্স দাঁড়িয়ে কিটির চুলে হাত বুলোতে লাগল। কিটি মুখ তুলে জোর করে একটু হাসল। সে মনে করে, মুখে কম কথা বললেও এ বাড়িতে একমাত্র বাবাই তাকে ঠিকমত বুঝতে পারে। ছোট মেয়ে বলে বাবার কাছে তার আদরও বেশী; সে জানে বেশী ভালবাসে বলেই বাবা তার সব কিছু বেশী রকম বুঝতে পারে। সে দেখতে পেল, বাবার দুটি সদয় নীল চোখ একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে; তাতেই সে বুঝতে পারল, বাবা

তার বুকের ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে; সেখানকার সব জ্বালাযন্ত্রণা তার চোখে পড়েছে। সে বাবার কাছে এগিয়ে গেল, আশা করল বাবা হয় তো তাকে একটা চুমো খাবে, কিন্তু বাবা শুধু তার চুল নিয়ে খেলা করতে করতে বলল :

"কি যে বোকার মত খোঁপা বাঁধিস ! মেয়ের মাথা পর্যন্তও হাতটা পৌঁছয় না।" তার পর বড় মেয়ের দিকে ফিরে বলল, "তোমার সে রঙের গোলাম এখন কি করছে ?"

"কিছু না বাপি ; সব সময়ই বাইরে-বাইরে থাকে ; আমার সঙ্গে দেখাই হয় না," বলেই ডলি একটু হাসল।

"এখনও কাঠ বেচতে দেশে যায় নি ?"

"না, শুধু তো মুখেই যাব-যাব করে।"

প্রিন্স বলল, "শুধু মুখেই বলে, তাই না ? আচ্ছা, আমি একদিন যাব, কি বল ?" স্ত্রীর চোখে চোখ পড়ায় ছোট মেয়ের দিকে ফিরে বলল, "তোমাকেই একটা কথা বলতে এসেছি কিটি। যে কোন দিন ঘুম থেকে উঠে তুমি নিজের মনেই বলে উঠবে : এই তো আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছি ; এবার ঠাণ্ডার মধ্যেও ভোরবেলা বাপির সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণে যেতে পারব। কি বল ?"

সহজেই বোঝা যায় যে কিছু না ভেবেই বাবা কথাগুলি বলেছে, কিন্তু কথাগুলি শুনে কিটির অবস্থা হল ধরা-পড়া চোরের মত অসহায় ও বিপন্ন। বাবার কথার কোন জবাবই সে দিতে পারল না। মনের ভাব চাপতে গিয়ে তার চোখে জল এসে গেল ; সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রিন্সেস স্বামীকে বলল, "তোমার ছেলেমানুষির এই ফল। তুমি তো সব সময়ই···" তার মুখে বকুনির খই ফুটতে লাগল।

প্রিন্স অনেকক্ষণ চুপচাপ শুনে গেল, কিন্তু তার মুখটা ক্রমেই কালো হয়ে উঠতে লাগল।

"বেচারির এমনিতেই এত কষ্ট ; তার কষ্টের কথা উঠলেই সে যে কত দুঃখ পায় তাও তুমি বুঝতে পার না। কপাল ! এমন ভুল যে আমরা কেমন করে করলাম !" তার গলার স্বরের পরিবর্তন থেকেই ডলি ও প্রিন্স বুঝতে পারল যে সে ভ্রন্স্কির কথা বলছে। এই সব পাপাত্মাদের বিরুদ্ধে কেন যে কোন আইন নেই আমি বুঝতে পারি না।"

উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে প্রিন্স বলল, "আমার কান বন্ধ করতে হল ;" কিন্তু চৌকাঠের কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "আইন আছে গো ভাল মানুষের মেয়ে ; আর যদি আইনের কথাই উঠল তো বলি, এ সব কিছুর জন্য দায়ী তুমি—হ্যাঁ তুমি, তুমি বই আর কেউ না ! এ সব দুর্বৃত্তদের জন্য আইন আছে—চিরকালই ছিল। কি বলব, বুড়ো হয়েছি, নইলে সেই

থেকি কুত্তাটার সঙ্গে একবার লড়ে যেতাম! আর এখন চিকিৎসা হচ্ছে; যত রাজ্যের হাতুড়ের আমদানি হচ্ছে বাড়িতে!"

মনে হল, প্রিন্স আরও অনেক কিছুই বলত, কিন্তু তার গলার স্বর শুনেই প্রিন্সেস নরম হয়ে গেল, অনুতাপ করতে লাগল; কোন কিছু গুরুতর বাঁক নিলেই সে এই রকম করে থাকে।

কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর দিকে এগিয়ে গিয়ে সে ডাকল, "আলেক্সান্দ্র, আলেক্সান্দ্র।"

তাকে কাঁদতে দেখেই প্রিন্সও থেমে গেল। তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে! আমি জানি, এতে তুমিও কষ্ট পাও। কি করা যাবে? অবশ্য ব্যাপারটাকে আমরা যত বড় করে দেখছি আসলে তা নয়। ঈশ্বর করুণাময়···ধন্যবাদ প্রিয়ে," কি যে বলল বুঝতে না পেরেই হাতের উপর একটা ভেজা চুমো অনুভব করে কথাগুলি সে বলে ফেলল। তারপরই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিটিকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যেতে দেখে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ডলিও বেরিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় বাবা-মার কথা-কাটাকাটির মধ্যে পড়ে সেও যেন থমকে গেল। এবার বাবা চলে যাওয়াতে সে আবার সেই উদ্দেশ্যেই পা বাড়াল। যাবার আগে মাকে বলল, "কিছুদিন থেকেই তোমাকে একটা কথা বলতে চেয়েছি মামন। তুমি কি জান, এবারে লেভিন যখন এসেছিল তখন সে কিটির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে চেয়েছিল? স্তেভ আমাকে বলেছে।"

"বটে? তাহলে আমি তো বুঝতে পারছি না—"

"তুমি কি মনে কর কিটি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল? সে কি এ বিষয়ে কিছু বলেছে?"

"না, আমাকে বা অন্য কাউকেই সে কিছু বলে নি। মেয়ে আমার বড় অহংকারী। কিন্তু আমি জানি এ সব কিছুর মূলেই সেই—"

"ভাব তো, যদি সে লেভিনকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে···আমি জানি ঐ লোকটি না থাকলে সে কখনও এ কাজ করত না···আর তারপর এই নৃশংস প্রতারণা।"

মেয়ের এই দুঃখের জন্য সে নিজে কতটা দায়ী সে কথা স্বীকার করবার সাহস না থাকায় প্রিন্সেসও চটে গেল।

"আমিও কিছু বুঝতে পারি না। আজকাল সকলেই নিজের নিজের পথে চলে; এমন কি মাকে পর্যন্ত কিছু বলে না, আর তাই তো—"

"মামন, আমি ওর কাছে যাচ্ছি।"

"ইচ্ছা হয় যাও। আমি কি নিষেধ করেছি?" খিটখিটে গলায় মা বলল।

॥ ৩ ॥

কিটির ছোট ঘরটা সুন্দর; গোলাপী রং করা; ছ' মাস আগেও কিটি যেমনটি ছিল তেমনই সুন্দর ও গোলাপী। আজ সে ঘরে ঢুকেই ডলির মনে পড়ল, গত বছর দু'জন মিলে কত অনুরাগে ও আনন্দে ঘরটাকে সাজিয়েছিল। দরজার কাছে একটা নীচু চেয়ারে বসে কিটি কার্পেটের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাকে দেখে ডলির বুকটা ভেঙে গেল। কিটি দিদির দিকে তাকাল; মুখের উদাসীন কঠোর ভাবের কোন পরিবর্তন দেখা দিল না।

তার পাশে বসে ডলি বলল, "আমি চলে যাচ্ছি; আমিও বাড়িতে আটকা থাকব আর তুইও গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবি না। তাই তোকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।"

ভয়ে মুখটা তুলে কিটি শুধাল, "কি কথা?"

"তোর কষ্টের কথা ছাড়া আর কোন্ কথা?"

"আমার কোন কষ্ট নেই।"

"থাম তো কিটি। তুই কি মনে করিস্ আমি কিছু জানি না? আমি সব জানি। বিশ্বাস কর, এ সব অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আমাদের সকলকেই এ সব সইতে হয়েছে।"

কিটি কিছু বলল না; তার মুখটা থমথমে।

"তার জন্য তুই যে এত কষ্ট পাচ্ছিস, সে তার যোগ্য নয়," এবার ডলি সরাসরিই কথাটা পাড়ল।

কিটি কাঁপা গলায় বলল, "সে আমাকে ত্যাগ করেছে বলে? ও কথা বলো না! দয়া করে বলো না!"

"কে বলছে সে কথা? কেউ কখনও বলে নি। আমি জানি, সে তোকে ভালবাসত, এখনও বাসে, কিন্তু—"

কিটি হঠাৎ রেগে গিয়ে বলল, "ওঃ, এই সব সান্ত্বনা কি ভয়ংকর!" সে চেয়ার ঘুরিয়ে বসল। চোখ-মুখ লাল। দুই হাতে একটা বক্‌লস খুলবার চেষ্টা করতে লাগল। ডলি বোনের এ অভ্যাসের কথা জানে। রাগ হলেই সে আঙুল দিয়ে একটা কিছু চেপে ধরে এবং সব কিছু ভুলে গিয়ে এমন সব কিছু অপ্রীতিকর কথা বলতে থাকে যা বলা উচিত নয়। ডলি তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

কিটি বলতে লাগল, "এটা কি হচ্ছে? তোমরা আমাকে কি বোঝাতে চাও? কি? আমি এমন একটা লোককে ভালবাসি যে আমাকে পাত্তাই দেয় না, এই তো? আমি তার ভালবাসায় মরে যাচ্ছি, এই তো? আর তুমি আমার দিদি···আমাকে···আমাকে দরদ দেখাচ্ছ?···তোমার দরদ, তোমার এই ন্যাকামির আমার দরকার নেই!"

"এ সব কি বলছিস কিটি?"

"কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দিচ্ছ?"

"মোটেই না।··তুই দেখছি এতই ভেঙে পড়েছিস যে···।"

কিন্তু কিটি উত্তেজনায় কোন কথায়ই কান দিল না।

"এই করুণা করার, সান্ত্বনা দেবার কোন কারণ নেই। যে লোক আমাকে ভালবাসে না তাকে ভালবাসবার মত হ্যাংলামি আমার নেই।"

"সে কথা আমি বলি নি। কিন্তু একটা জিনিস···আমাকে সত্যি কথা বল্ তো। লেভিন কি তোকে কিছু বলেছিল?"

লেভিনের কথা শুনেই কিটির ধৈর্যের শেষ বাঁধও ভেঙে গেল। লাফিয়ে উঠে বক্‌লসটাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে হাত নাড়তে নাড়তে সে পাগলের মত বলে উঠল:

"এর সঙ্গে লেভিনের কি সম্পর্ক? কেন তোমরা আমাকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ? আগেও বলেছি, আবারও বলছি, তুমি যা করেছ সে কাজ আমি কোন দিন করব না: যে আমাকে ঠকিয়েছে, যে অন্য মেয়েকে ভালবাসে, তার কাছে আমি কোন দিন ফিরে যাব না। এ সব কাজ আমি বুঝি না, বুঝতে পারি না! এ কাজ তুমি করতে পার, কিন্তু আমি কখনও করব না।"

সে দিদির দিকে তাকাল; ডলি কোন কথা বলল না, দুঃখে মাথা নীচু করে বসে রইল। কিটিও রুমালে মুখ ঢেকে মাথাটা নীচু করে দরজার কাছে বসে পড়ল।

দু' মিনিট চুপচাপ কেটে গেল। ডলি নিজের কথাই ভাবছে। যে অসম্মান সম্পর্কে সে সর্বদাই সচেতন, বোনের মুখে সে কথা শুনে সে যেন আরও বেশী কষ্ট পেয়েছে। এতখানি হৃদয়হীনতা সে কিটির কাছে আশা করে নি। তার উপর খুব রাগও হল। হঠাৎ স্কার্টের খস্‌খস্ ও চাপা কান্নার শব্দ তার কানে এল। কে যেন তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। কিটি তার সামনে নতজানু হয়ে বসে আছে।

"লক্ষ্মী ডলি, আমি বড় দুঃখীরে," ক্ষমা চাওয়ার সুরে সে ফিস ফিস করে বলল। চোখের জলে ভেজা মুখখানি ডলির স্কার্টের উপর চেপে ধরল।

চোখের জলের তেল না ঢাললে বুঝি দুই বোনের ভাবের চাকা ঠিক মত ঘোরে না! দু'জনই কাঁদতে লাগল, কিন্তু কারও মনের কথাটি কেউ বলল না।

আরও একটু শান্ত হলে কিটি বলল, "আমি দুঃখ করছি না; কিন্তু তুমি কি বিশ্বাস করবে যে সব কিছুই, এমন কি আমি নিজেও, আমার কাছে কেমন যেন কঠোর, ঘৃণ্য, বিরক্তিকর বলে মনে হচ্ছে? কী যে সব ভয়ংকর চিন্তা আমার মাথায় আসে সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।"

ডলি হেসে শুধাল, "আবার কি ভয়ংকর চিন্তা তোর মাথায় আসে?"

"অত্যন্ত কঠোর, অকল্পনীয় সব কথা; সে আমি তোমাকে বলতেও পারব না। মনে হয় যেন আমার মধ্যে যা কিছু ভাল সব চলে গেছে, পড়ে

আছে শুধু একটা জানোয়ার। কি করে যে বোঝাব? বাপি এইমাত্র কথা বলে গেল···মনে হল আমার বিয়ে ছাড়া আর কিছুই বাপি ভাবছে না। মামন যখন আমাকে কোন বল-নাচের আসরে নিয়ে যায়, তখনও আমাকে বিয়ে দিয়ে বিদায় করাই থাকে তার একমাত্র লক্ষ্য। আমি জানি, এটা সত্যি নয়, তবু মন থেকে এ ধারণাকে তাড়াতে পারছি না। তারা যাকে পছন্দসই বর বলে মনে করে, আমি যে তাদের দু'চক্ষে দেখতে পারি না। মনে হয় সবাই আমার শরীরের মাপ নিচ্ছে। এক সময় ভাল পোষাক পরতে ভালবাসতাম; এখন লজ্জা হয়। তাছাড়া, এই ডাক্তার···বা···"

কিটি থামল, সে বলতে যাচ্ছিল, এই পরিবর্তনের পর থেকেই স্তেভকে তার অসহ্য লাগে, তাকে দেখলেই মনের মধ্যে যত সব কুৎসিত চিন্তা দেখা দেয়।

সে বলতে লাগল, "হ্যাঁ, সব কিছুই আমি অত্যন্ত স্থূল, পশুসুলভ দৃষ্টিতে দেখি। এটাই আমার অসুখ। হয় তো এ অসুখ সেরে যাবে।"

"এ ভাবে ভেবো না···"

"না ভেবে যে পারি না। শুধু তোমার বাড়িতে ছোটদের নিয়ে থাকলে খুসি থাকি।"

"বড়ই দুঃখের কথা যে আজকাল তুমি আমাদের বাড়িতে আস না।"

"যাব। আমার হাম-জ্বর হয়েছে। মার কাছে অনুমতি চাইব।"

কিটি জেদ ধরে তার দিদির বাড়িতে চলে গেল; সারা হাম-জ্বরের সময়টা সেখানেই কাটাল; ছেলেমেয়েদের যত্নআত্তি করতে গিয়ে তারাও ঐ জ্বরে পড়ল। দুই বোন মিলে তাদের অসুখ থেকে টেনে তুলল, কিন্তু কিটির স্বাস্থ্যের উন্নতি হল না। "লেণ্ট" উৎসবের সময় শের্বাতস্কিরা বিদেশে বেড়াতে গেল।

॥ ৪ ॥

বস্তুতপক্ষে সেণ্ট পিতার্সবুর্গের অভিজাত সমাজে একটিমাত্র উপর মহল আছে: সে মহলের সকলেই একে অন্যকে চেনে, এমন কি তাদের মধ্যে যাতায়াতও আছে। কিন্তু এই বড় মহলটির আবার ছোট ছোট ভাগ আছে। এই রকম তিনটি ছোট মহলেই আন্না আর্কাদিয়েভ্না কারেনিনার বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ জনরা বাস করে। তার মধ্যে একটি হল তার স্বামীর সহকর্মী ও অধস্তন কর্মচারীদের মহল। গোড়ায় আন্না এই মহলটিকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখত। এখন সে তাদের সকলকেই ভালভাবে চেনে ও জানে, ঠিক যে ভাবে গ্রামের লোকরা পরস্পরকে জানে শোনে। সে প্রত্যেকের স্বভাব ও দুর্বলতার খবর রাখে, কোথায় কার ব্যথা তাও জানে, পরস্পরের প্রতি মনোভাবেরও খোঁজ

রাখে ; কে কার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, কখন কি ভাবে কে কার সঙ্গে ভিড়ল বা কেটে পড়ল, সে সব খবরও রাখে ; কিন্তু কাউন্টেস লিডিয়া আই-ভান্‌ভ্‌নার চেষ্টা সত্বেও এই সব সরকারী পুরুষ মহলের দিকে তার বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না।

অপর যে মহলটির সঙ্গে আন্না জড়িত সেটির সাহায্যেই কারেনিন তার জীবিকাকে গড়ে তুলেছে। কাউন্টেস্ লিডিয়া আইভানভ্‌না এই মহলের কেন্দ্রমণি। এতে আছে বৃদ্ধ, কুৎসিত, ধর্মপ্রাণ, পরোপকারী মহিলা আর কৌশলী, শিক্ষিত ও উচ্চাকাংখী পুরুষের দল। এই মহলেরই একজন এটাকে বলে "সেণ্ট পিতার্সবুর্গ সমাজের বিবেক।" এই মহলটি সম্পর্কে কারেনিনের ধারণা খুব উঁচু, আর আন্নাও এদের অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। কিন্তু মস্কো থেকে ফিরে আসার পর থেকেই এই মহলটা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। তার মতে, এদের সকলেরই, এমন কি তার নিজেরও, আন্তরিকতার একান্ত অভাব ; তাদের সংসর্গ তার কাছে এতই একঘেয়ে ও অস্বস্তিকর লাগত যে সম্ভব হলেই সে কাউন্টেস লিডিয়া আই-ভানভ্‌নাকে এড়িয়ে চলত।

তৃতীয় মহলটি হল সত্যিকারের ফ্যাশনের জগৎ—বল-নাচ, ভোজসভা, ও জমকালো পোষাকের জগৎ। জ্ঞাতি-ভাইয়ের স্ত্রী প্রিন্সেস বেত্‌সি ত্বার্-স্কায়ার পরিচয়ের সূত্রেই সে এই মহলে ঢুকেছিল। মহিলাটির বার্ষিক আয় লাখের উপরে, আন্না আসবার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলাটি তার প্রতি অনুরক্ত হল, এবং কাউন্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নার দলকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে তাকে নিজের দলে টেনে নিল।

বেত্‌সি বলল, "বুড়ো হয়ে কুৎসিত হলে আমিও ওদের মতই হব, কিন্তু তোমার মত একটি সুন্দরীর এখনও ঐ বুড়োদের দলে ঢুকবার সময় হয় নি।"

গোড়ার দিকে আন্না প্রিন্সেস বেত্‌সির মহলকে এড়িয়ে চলত, কারণ সেখানে চলাফেরা করতে যে টাকার দরকার সেটা তার আয়ত্তের বাইরে ; তাছাড়া প্রথম মহলটাই তার কাছে ভালও লেগেছিল। কিন্তু মস্কো থেকে ফিরে আসার পরেই সব কিছু বদলে গেল। নীতিবাদী বন্ধুদের এড়িয়ে সে এবার ফ্যাশনের জগতে ভিড়ল। সেখানেই ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে দেখা। তাকে যত দেখেছে ততই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। বেত্‌সির বাড়িতে প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা হত। বিয়ের আগে তার নাম ছিল ভ্রন্‌স্কায়া—ভ্রন্‌স্কির জ্ঞাতি-বোন। যেখানেই আন্না যেত সেখানেই ভ্রন্‌স্কি তার পিছু নিত, আর সুযোগ পেলেই তাকে প্রেম নিবেদন করত। সে ভ্রন্‌স্কিকে উৎসাহ দিত না, কিন্তু ট্রেনের মধ্যে তাকে প্রথম দেখার দিন মনে যে উচ্ছ্বাস জেগেছিল তাকে দেখলেই সেই উচ্ছ্বাস তাকে পেয়ে বসত। সে বুঝত, ভ্রন্‌স্কিকে দেখলেই তার চোখ জল্

জল্ করে উঠত, ঠোঁট দুটি হাসিতে বেঁকে যেত; মুখের সে খুসিখুসি ভাব সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারত না।

প্রথম দিকে আন্না আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করত যে ভ্রন্‌স্কির এই পিছনে লেগে থাকাটা তার মোটেই পছন্দ নয়; কিন্তু মস্কো থেকে ফিরে আসার পরেই ভ্রন্‌স্কিকে দেখতে পাবে আশা করে এক জায়গায় গিয়ে তাকে দেখতে না পেয়ে যখন তার মন হতাশায় ভরে উঠল, তখনই সে পরিষ্কার বুঝতে পারল যে এতদিন সে নিজেকে ঠকিয়ে এসেছে; ভ্রন্‌স্কি তার পিছনে ঘুরুক এটা যে সে মনে মনে চায় তাই নয়, এটাই তার একমাত্র বাসনা।

* * *

বিখ্যাত নর্তকীপ্রধানার এই দ্বিতীয় প্রদর্শনী; গোটা অভিজাত মহল রঙ্গমঞ্চে একেবারে ভেঙে পড়েছে। প্রথম শ্রেণীর আসনে বসেই ভ্রন্‌স্কি জ্ঞাতি-বোনকে তার বক্স-এ দেখতে পেল; বিরতির জন্য অপেক্ষা না করেই তার কাছে চলে গেল।

বেত্‌সি বলল, "আমাদের সঙ্গে খেতে গেলে না কেন?" তারপর একটু হেসে শুধু তাকেই শুনিয়ে নীচু গলায় বলল, "প্রেমিকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেখে অবাক হতে হয়! সত্যি, সে উপস্থিত ছিল না। কিন্তু নাচের পরে দেখা করে।"

ভ্রন্‌স্কি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাল। মহিলাটি মাথা নামাল। হেসে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভ্রন্‌স্কি তার পাশেই বসে পড়ল।

বেত্‌সি সব খবরই রাখে। বলল, "সে সব বৈরাগ্যের কথা আমার মনে আছে! এখন সে সব কোথায় গেল? তুমি কিন্তু ধরা পড়েছ বাপু!"

শান্ত হাসি হেসে ভ্রন্‌স্কি জবাব দিল, "ধরা পড়তেই তো আমি চাই। সত্যি কথা বলতে কি, কেউ যে আমাকে ঠিকমত ধরে না সেটাই আমার নালিশ। আমি যেন আশা ছাড়তে বসেছি।"

কথাটাকে বন্ধুর প্রতি কটাক্ষ মনে করে বেত্‌সি বলল, "কি আশা তুমি করতে পার? তোমার-আমার মধ্যেই বলছি…" তার চোখের ঝিকিমিকি দেখেই বোঝা গেল সে ঠিকই ধরেছে, আর ভ্রন্‌স্কিও সেটা ভাল করেই জানে।

এক সারি সাদা দাঁত বের করে ভ্রন্‌স্কি হেসে বলল, "কিচ্ছু না।" তার হাত থেকে অপেরা-গ্লাসটা নিয়ে বিপরীত সারির বক্সগুলোর দিকে মেলে ধরে বলল, "আশঙ্কা হচ্ছে, আমি হয়তো নিজেকেই হাস্যকর করে তুলব।"

সে ভাল করেই জানে, বেত্‌সির চোখে, অথবা অভিজাত মহলের অন্য কারও চোখেই হাস্যকর হবার ভয় তার নেই। সে আরও জানে, কোন প্রেমিক যদি কোন তরুণী বা বেওয়ারিশ মহিলার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় তবেই এদের চোখে সে হয়ে ওঠে হাস্যাস্পদ; কিন্তু যে মানুষ একটি বিবাহিতা

নারীর পিছু নেয় এবং তাকে ব্যভিচারের পথে টেনে নিতে জীবনের ঝুঁকি নেয়, এদের কাছে তার ভূমিকা তো মস্ত বড়, হাস্যাস্পদ হবার অনেক ঊর্ধ্বে ; তাই অপেরা-গ্লাসটা নামিয়ে গোঁফের নীচে একটা উদ্ধত সানন্দ হাসি খেলিয়ে সে বোনের দিকে তাকাল।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বেত্‌সি বলল, "কিন্তু তুমি খেতে এলে না কেন ?"

"হ্যাঁ। সে কথাও অবশ্যই বলব। বড়ই ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু কি নিয়ে বল তো ? একশ', এক হাজার রুবল বাজি ধরতে পারি, সেটা তুমি ভাবতেই পারবে না। তারই স্ত্রীকে অপমান করেছে এমন একটি লোকের সঙ্গে স্বামীটির মিটমাট ঘটিয়ে দিচ্ছিলাম ! সত্যি তাই।"

"মিটমাট ঘটিয়েছ কি ?"

"প্রায়।"

"গল্পটা শুনতে হচ্ছে।" উঠে দাঁড়িয়ে মহিলাটি বলল। পরবর্তী বিরতির সময় আবার এসো।"

"পারব না। আমি 'ফ্রেঞ্চ থিয়েটার'-এ যাচ্ছি।"

বেত্‌সি আতঙ্কিত হয়ে বলল, "নীল্‌সনকে ছেড়ে ?" যদিও তার কাছে একটি সমবেত নাচের নর্তকী ও নীল্‌সন-এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

"উপায় নেই। মিটমাটের ব্যাপারে কথা দেওয়া আছে।"

"শান্তিস্থাপকরাই সুখী। কারণ তারাই উদ্ধার পাবে," বেত্‌সি বলল। কবে কোথায় যেন কথাটা সে শুনেছিল, এখন মনে পড়ে গেল। "বেশ, তাহলে বসে পড় ; এখনই বল। কি হয়েছিল ?"

বেত্‌সি আসন গ্রহণ করল।

সহাস্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি বলল, "একটু হয়তো স্থূল শোনাবে, তবে শুনতে যে ভাল লাগবে তা বলতে পারি। আমি কোন নামের উল্লেখ করব না।"

"ভাল কথা। আমি বুঝে নেব।"

"তাহলে শোন। দুটি আমুদে লোক ঘোড়ায় চড়ে পাশাপাশি চলেছে—"

"নিশ্চয় তোমার রেজিমেণ্টের অফিসার ?"

"আমি তো বলি নি অফিসার। দুটি লোক সবেমাত্র খাওয়া শেষ করে—"

"অন্য কথায় বল, মদ খাচ্ছিল।"

"হয় তো। এক বন্ধুর সঙ্গে খানা খেতে যাচ্ছিল—বুঝতেই পারছ বেশ

খোস মেজাজেই ছিল। হঠাৎ দেখল, একটি সুন্দরী তরুণী গাড়ি করে তাদের কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। তরুণীটি পিছন ফিরে তাকিয়ে মাথা নেড়ে হাসতে লাগল, অন্তত তাদের সেই রকমই মনে হল। স্বভাবতই তারাও তার পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। জোর কদমে ছুটল। শেষ পর্যন্ত তারা তো অবাক—যে বাড়িটা তাদের গন্তব্যস্থল সুন্দীরও সেই বাড়ির সামনেই থামল। সে দৌড়ে উপরতলায় চলে গেল। তারা শুধু দেখতে পেল অবগুণ্ঠনের নীচে দুটি লাল ঠোঁট আর আদর করবার মত দু'খানি ছোট পা—আর কিছু না।"

"তুমি যে রকম রসিয়ে বলছ তাতে মনে হচ্ছে তুমিই সেই দু'জনের একজন।"

"এইমাত্র তুমি যে কথা দিয়েছ তা ভুলে যেয়ো না। হ্যাঁ, তারপর, ভদ্রলোকরা তাদের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করল। সেখানে একটি বিদায়কালীন ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল। এবারে অবশ্য দু'জনই মদ খেল, এবং হয়তো একটু বেশী মাত্রায়ই খেল—এ ধরনের ভোজসভায় যে রকম হয়ে থাকে। খেতে খেতে তারা জিজ্ঞাসা করল, বাড়ির উপরতলায় কে থাকে। কেউ জানে না। যখন গৃহকর্তার খানসামাকে জিজ্ঞাসা করল কোন মাদময়-জেল উপরে থাকে কিনা, তখন সে জবাব দিল, বেশ কয়েকজনই থাকে। খানা শেষ হলে তারা গৃহকর্তার পড়ার ঘরে ঢুকে সেই অপরিচিতার উদ্দেশে একটা চিঠি লিখল—বেশ উচ্ছ্বাসে ভরা চিঠি, প্রেমপত্র, তারপর সন্দেহ নির-সনের জন্য চিঠি দিতে নিজেরাই উপরে উঠে গেল।"

"কী পচা গল্প বলতে শুরু করলে বল তো ?

"তারা ঘণ্টা বাজাল। একটি দাসী দরজা খুলল। তাকে চিঠিটা দিয়ে বলল, তারা দু'জনই প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর হয় তো দরজার কাছেই কাৎ হবে। বিমূঢ় দাসীটি কথা বলতে বলতেই হঠাৎ একটি ভদ্রলোকের আবির্ভাব হল ; গল্দা চিংড়ির মত লাল চেহারা, কাবাবের মত মোটা জুল্‌ফি ; সে আর তার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ সেখানে থাকে না জানিয়ে দিয়ে সে দু'জনকেই তাড়িয়ে দিল।"

"তুমি কেমন করে জানলে যে তার জুল্‌ফি কাবাবের মত ?"

"আঃ, শোনই না তারপর কি হল। আজ আমি গিয়েছিলাম মিটমাট করতে।"

"হল ?"

"আরে সেটাই তো মোক্ষম কথা। দেখা গেল যে সুখী দম্পতি হল একজন নামমাত্র কৌঁসুলি ও তার স্ত্রী। নামমাত্র কৌঁসুলিটি সরকারীভাবে এ ব্যাপারে নালিশ জানায় আর আমাকে সালিশ নিয়োগ করা হয়। আর কী সালিশীই করলাম ! তোমাকে নিশ্চিত করেই বলতে পারি, স্বয়ং ট্যালি-র্যাণ্ডও আমার কাছে পাত্তা পেতেন না !"

"খুব শক্ত কাজ বুঝি ?"

"তাহলে মন দিয়ে শোন। আমরা যথারীতি ক্ষমা চাইলাম: 'আমরা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম; এই দুর্ভাগ্যজনক ভুল-বোঝাবুঝির জন্য আমরা বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' কাবাবের মত জুল্‌ফিওয়ালা কৌঁসুলির মন ভিজল, কিন্তু সে ভাব মুখে প্রকাশ করতে গিয়ে মেজাজ খারাপ করে এমন সব খারাপ ভাষা উচ্চারণ করতে লাগল যে আমিও আমার ঝুলির কূটনৈতিক চাপে ঝেড়ে দিলাম। "স্বীকার করছি যে তাদের ব্যবহার দুঃখজনক ছিল, কিন্তু আমি আপনাকে অনুরোধ করব তাদের যৌবনের কথা। তাদের ভ্রান্ত ধারণার কথা বিবেচনা করে দেখতে; তাছাড়া তারা সবেমাত্র খানা শেষ করছিল। তার অর্থ তো আপনি বোঝেন। এজন্য তারা গভীরভাবে অনুতপ্ত ও আপনার ক্ষমাপ্রার্থী।" নামমাত্র কৌঁসুলি আবার নরম হল। "আপনার সঙ্গে আমি একমত কাউন্ট, আর তাদের ক্ষমা করতেও আমি রাজী, কিন্তু আমার স্ত্রী···আমার স্ত্রী···আমার স্ত্রী···ধর্মপ্রাণ নারী···তাকে যে এই জানোয়ারদের হাতে, এই বদমাসদের হাতে এমন নিষ্ঠুর অপমান সইতে হল···" ভেবে দেখ, সেই দুই জানোয়ার তখন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে, আর আমাকে মিটমাট করে দিতে হবে! আবার কূটনীতির আশ্রয় নিলাম; বুঝিয়ে-শুঝিয়ে প্রায় কাজ শেষ করে এনেছি এমন সময় সেই কৌঁসুলি আবার মেজাজ খারাপ করে বসল, আরও লাল হয়ে উঠল, জুল্‌ফি দুটো আরও ফুলে উঠল, আর আমিও উঁচু চালের কূটনীতির আশ্রয় নিলাম।"

"আরে, আমি বলতে বাধ্য যে এ রকম মজার গল্প আর কখনও শুনি নি!" যে মহিলাটি এই মাত্র বেত্‌সির বক্স-এ ঢুকল কথাগুলো তার। বেত্‌সি তার দিকে ফিরে হাসল। মহিলাটির যে হাতে পাখাটা ধরা ছিল তারই একটা আঙুল সে ভ্রন্‌স্কির দিকে বাড়িয়ে দিল এবং দুটি কাঁধকে এমনভাবে সংকুচিত করল যাতে তার গাউনের বডিসটা নেমে গেল; ফলে সে যখন পাদপ্রদীপের আলোর দিকে এগিয়ে গেল তখন সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে পড়ল, অথচ সেখানে গ্যাসের উজ্জ্বল আলোয় সকলের দৃষ্টিই তার উপরে পড়বে।

ভ্রন্‌স্কি ঘোড়ায় চেপে ফ্রেঞ্চ থিয়েটারে এসেছিল তার রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করতে (ফ্রেঞ্চ থিয়েটারের কোন অভিনয়ই সে বাদ দেয় না) এবং গত তিন দিন ধরে যে মিটমাটের ব্যাপারে সে ব্যস্ত ছিল সে বিষয়ে তাকে অবহিত করতে। অপরাধীদ্বয়ের একজন হল পেত্রিৎস্কি; তাকে সে সত্যি ভালবাসে; অপরজন প্রিন্স কেদ্‌রভ; বড় ভাল ছেলে, সম্প্রতি রেজিমেণ্টে যোগ দিয়েছে। সব চাইতে বড় কথা, রেজিমেণ্টের সুনাম এর সঙ্গে জড়িত।

দুটি যুবকই ভ্রন্‌স্কির সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত। নামমাত্র কৌঁসুলি ভেন্‌দেন নিজে রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করে তার স্ত্রীকে অপমান করার

অভিযোগে ঐ দুটি অফিসারের নামে নালিশ করেছিল। ভেন্‌দেন-এর বক্তব্য, তার তরুণী স্ত্রী (মাত্র ছ' মাস হল তার বিয়ে হয়েছে) মায়ের সঙ্গে গির্জায় গিয়েছিল, কিন্তু অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় থাকার দরুণ হঠাৎ সে অসুস্থ বোধ করে এবং প্রার্থনা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকতে না পেরে প্রথম যে গাড়িটা পায় সেটা ধরেই বাড়ি ফিরে আসে। গাড়ির কোচয়ানটাও ছিল বেপরোয়া। সেই সময়ই ঐ দুজন অফিসার তাকে তাড়া করে। ভয় পেয়ে সে আরও অসুস্থ বোধ করে এবং ছুটে উপরে তার ফ্ল্যাটে চলে যায়। ভেন্‌দেন আপিস থেকে ফিরে দরজায় ঘণ্টার শব্দ ও অপরিচিত গলা শুনতে পায়; নীচে নেমে সে দরজা খুলে চিঠি হাতে দু'জন অফিসারকে দেখতে পায় ও পত্রপাঠ তাদের বিদায় করে দেয়। সে দাবী করে, অফিসারদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।

রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার ভ্রন্‌স্কিকে আপিসে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, "বল, কি করা যায়। পেত্রিৎস্কি ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে। এমন একটা সপ্তাহও যায় না যখন সে কোন না কোন কাণ্ড ঘটিয়ে না বসে। কৌঁসুলি সহজে ছেড়ে দেবে না; সে আরও উপরে যাবে।"

ভ্রন্‌স্কি বুঝতে পারল ব্যাপারটা গোলমেলে, হয় তো দ্বন্দ্বযুদ্ধ পর্যন্ত গড়াতে পারে; কাজেই কৌঁসুলিকে ঠাণ্ডা করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার ভ্রন্‌স্কিকেই সালিশ নিযুক্ত করল, কারণ সে জানত ভ্রন্‌স্কি বুদ্ধিমান, উচ্চবংশজাত, ও রেজিমেণ্টের সুনাম রক্ষায় তৎপর। আলোচনার পর স্থির হল যে পেত্রিৎস্কি ও কেদ্‌রভ ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে গিয়ে কৌঁসুলির সঙ্গে দেখা করে তার কাছে ক্ষমা চাইবে। রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার ও ভ্রন্‌স্কি উভয়েই জানত যে ভ্রন্‌স্কির সুনাম ও বংশমর্যাদার গুণেই বিক্ষুব্ধ স্বামী অনেকটা নরম হবে। ঐ দুটি প্রভাব যথেষ্ট কাজ করেছিল ঠিকই তবু ফলটা আশানুরূপ হল না, আর তার কারণ তো গল্পটা বলবার সময় ভ্রন্‌স্কি নিজেই উল্লেখ করেছে।

ফরাসী থিয়েটারে ভ্রন্‌স্কি রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারকে বিশ্রাম-কক্ষে গিয়ে তার সাফল্য ও অসাফল্য দুইই খুলে বলল। যথাযথ বিচার-বিবেচনার পরে রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার স্থির করল কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না; তবে ভ্রন্‌স্কির কাছে ঘটনার আনুপূর্বিক বিস্তারিত বিবরণ শুনতে চাইল। ভ্রন্‌স্কি যখন বলতে লাগল কেমন করে কৌঁসুলিটি বার বার মিটমাটে স্বীকৃত হয়েও দৃশ্যটা মনে পড়ামাত্রই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল, এবং প্রায় মিটিয়ে আসার মুহূর্তে পেত্রিৎস্কিকে সামনে ঠেলে দিয়ে ভ্রন্‌স্কি দ্রুত পা চালিয়ে সেখান থেকে সরে পড়েছিল, তখন রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার অট্টহাসিতে একেবারে ফেটে পড়ল।

পুনরায় হেসে উঠে কম্যাণ্ডার বলল, "ব্যাপারটা নোংরা, তবে নির্ঘাৎ মজাদার। ভাব তো। কেদ্‌রভ সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে লড়ছে! তুমিই

তো বললে, সে একেবারে বোল্‌তার মত রেগে টং।" তার পর নবাগত ফরাসী অভিনেত্রীটির উল্লেখ করে বলল, "আজ রাতে ক্লেয়ারকে কেমন লাগল? আশ্চর্য, না? রোজ রাতে দেখ, তবু প্রতিদিনই মনে হবে নতুন। একমাত্র ফরাসীরাই এটা পারে।"

॥ ৬ ॥

শেষ অঙ্ক শেষ হবার আগেই প্রিন্সেস বেত্‌সি থিয়েটার থেকে চলে গেল। শোবার ঘরে ঢুকে লম্বা বিবর্ণ মুখে পাউডার ছিটিয়ে তাকে ঝেড়ে ফেলে, নতুন করে কেশ-বিন্যাস করে, সবে বড় বসবার ঘরে চা দেবার হুকুম করেছে, এমন সময় একটার পর একটা গাড়ি এসে বল্‌শায়া মর্স্কায়া-তে তার বড় বাড়িটার সামনে এসে হাজির হতে লাগল। বাড়ির সামনেকার খোলা জায়গাটাতে অতিথিরা নামতে লাগল, আর দীর্ঘদেহী দয়োয়ানটি নিঃশব্দে মস্ত বড় দরজাটা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে তাদের পথ করে দিল।

প্রায় একই সময়ে বড় বসবার ঘরের এক দরজা দিয়ে ঢুকল গৃহকর্ত্রী ও অন্য দরজা দিয়ে ঢুকল অতিথিবর্গ। ঘরের দেয়াল কালো রঙের, মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা, উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত টেবিলে সাদা চাদর, তার উপরে রূপোর সামোভার ও সুন্দর চীনা মাটির বাসনগুলি মোমবাতির আলোয় ঝলমল

গৃহকর্ত্রী সামোভারের কাছে বসে দস্তানা খুলে ফেলল। অতিথিরা পরিচারকের সাহায্যে চেয়ার টেনে নিয়ে দুই দলে ভাগ হয়ে গুছিয়ে বসল। একদল বসল সামোভারকে ঘিরে গৃহকর্ত্রীর কাছে, আর একদল বসল ঘরের এক কোণে জনৈক রাজদূতের স্ত্রীকে ঘিরে। মহিলাটি দেখতে সুন্দরী, পরনে কালো ভেলভেটের গাউন, ভুরু দুটি অদ্ভুত কালো। যেমন হয়ে থাকে, গোড়ার দিকে দুই দলই নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। মাঝে মাঝেই নতুন অতিথির সমাগমে, তার অভ্যর্থনায় ও চায়ের ব্যবস্থা করতে আলোচনায় কিছু বাধাও হতে থাকল।

রাজদূতের স্ত্রীর দলের জনৈক কূটনীতিক বলল, "তার অভিনয় কিন্তু অপূর্ব; দেখলেই বোঝা যায় সে কল্‌বাক-এর ছাত্রী। কি ভাবে যে মূর্ছা গেল দেখলেন তো?"

"আঃ, দয়া করে নীল্‌সন-এর কথা আর বলবেন না! নতুন করে বলবার আর কিছু নেই," বলল একটি মোটাসোটা মহিলা; তার মুখটা লাল, ভুরু নেই, চুলে খোঁপা নেই, পরনে পুরনো সিল্কের পোষাক। নাম প্রিন্সেস মিয়াকায়া, রূঢ় স্পষ্টবক্তা হিসাবে কুখ্যাত, সকলে নাম দিয়েছে "রণরঙ্গিনী।" সে আরও বলল, "এই নিয়ে তিনজন কল্‌বাক সম্পর্কে ঐ একই কথা

বলেছেন। সত্যি এটা বাড়াবাড়ি! এর মধ্যে তারা যে এত কলাকুশলতার কি দেখলেন আমি তো বলতে পারি না!"

তার কথায়ও বিষয়টার পরিসমাপ্তি ঘটল। এবার নতুন বিষয় চাই।

"এমন কিছু বলুন যাতে বিদ্রূপ থাকবে না, কিন্তু মজা থাকবে," কথাটা বলল রাজদূতের স্ত্রী; মহিলাটি "বৈঠকি চুট্‌কি'' গল্পে খুব দক্ষ। কথাগুলি সে কূটনীতিককে বলল, আর সেও কি যে বলবে ভেবে পেল না।

সে হেসে শুরু করল, "আমাকে যা বলতে বলা হল সেটা খুবই শক্ত; একমাত্র বিদ্রূপাত্মক কথাই মজাদার হয়ে থাকে। কিন্তু আমি চেষ্টা করব। শুধু একটা বিষয় আমাকে বলে দিন। বিষয়ের উপরই তো সব কিছু নির্ভর করে। উপযুক্ত বিষয় পেলে তাকে সাজানো সহজ হয়। অনেক সময়ই আমার মনে হয় যে গত শতাব্দীর অনেক বিখ্যাত বুদ্ধিমানই আজকের দিনে নাম করতে পারতেন না। কথার মারপ্যাঁচ আর আমাদের ভাল লাগছে না—"

"যা কিছু ভাল কথা সবই বলা হয়ে গেছে," বাধা দিয়ে মৃদু হেসে বলল রাজদূতের স্ত্রী।

আরম্ভটা ভালই হল, কিন্তু ভাল বলেই অচিরেই মিইয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত শুরু হল সেই চিরকালের আলোচনা: কেলেংকারি।

টেবিলের পাশে দাঁড়ানো একটি সুকেশ সুদর্শন যুবককে চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে কূটনীতিক বলল, "তুস্কেভিচ-এর মধ্যে অনেকটা পঞ্চদশ লুই-য়ের ভঙ্গী যে আছে সেটা লক্ষ্য করেছেন কি?"

"তা বটে। এই বসবার ঘরে ওকেই মানায়, আর তাই তো ওকে প্রায়ই এখানে দেখা যায়।"

আলোচনাটা চলতেই থাকল, কারণ এর মধ্যে এমন কিছু ছিল যা এই বসবার ঘরে সরাসরি বলা যায় না, অর্থাৎ তুস্কেভিচ ও প্রিন্সেস বেৎসির সম্পর্কটা।

ইতিমধ্যে সামোভারকে ঘিরে যে আলোচনা তাও তিনটি বিষয়ের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে লাগল: সর্বশেষ সংবাদ, থিয়েটার, কোন প্রতিবেশীর নিন্দা—এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা চলতে চলতেই শেষ পর্যন্ত এসেও ঠেকেছে শেষ বিষয়টিতে—অর্থাৎ নিন্দা—কেলেংকারী।

"শুনেছেন কি যে মাদাম মাল্‌তিশেভা—মনে রাখবেন মা, মেয়ে নয়—নিজের জন্য একটা পোষাক করাচ্ছেন টকটকে গোলাপী রঙের?"

"কী যে বলেন! তার যে অনেক দাম!"

"আমি তো অবাক হয়ে গেছি। তার মত একটি বুদ্ধিমতী নারী—তাকে তো বোকা বলা যায় না—কিন্তু বুঝতে পারে না যে ঐ পোষাকে তাকে অত্যন্ত হাস্যকর দেখাবে!"

বেচারি মাদাম মাল্‌তিশোভার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সকলেই কিছু না কিছু বলতে লাগল, আর আলোচনাটা নতুন জ্বালানো আগুনকে ঘিরে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

প্রিন্সেস বেৎসির স্বামী মোটাসোটা ভাল মানুষ ; খোদাই-শিল্পের সংগ্রহে খুব উৎসাহী। ক্লাবে যাবার আগে স্ত্রীর অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে সে একবার বসবার ঘরে ঢুকল। পুরু কার্পেটের উপর দিয়ে নিঃশব্দে সে প্রিন্সেস মিয়াকায়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

জিজ্ঞাসা করল, "নীল্‌সনকে কেমন লাগল ?"

"কী আশ্চর্য, এ রকম হামাগুড়ি দিয়ে কখনও কারও কাছে আসবেন না! আমাকে তো ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন!" সে বলল। "আর দয়া করে অপেরার কথা আমাকে বলবেন না, সঙ্গীতের আপনি কিছুই বোঝেন না। বরং আপনার স্তরে নেমে গিয়ে পেয়ালা-পিরিচের অলংকরণ ও খোদাই-শিল্প নিয়ে আলোচনা করতে রাজী আছি। আচ্ছা, ঠকদের বাজার থেকে সর্বশেষ কি সম্পদ আপনি আহরণ করেছেন ?"

"সে বস্তু আপনাকে দেখাব কি ? কিন্তু সে সব জিনিস তো আপনি বুঝতে পারবেন না।"

"দেখান তো। ওদের কাছ থেকে—কি যেন বলে—ব্যাংকারদের কাছ থেকে আমি সব শিখে নিয়েছি। তাদের কাছে কতকগুলি খুব ভাল নিদর্শন আছে। তারা আমাকে দেখিয়েছে।"

সামোভারের পিছন থেকে গৃহকর্ত্রী প্রশ্ন করল, "সে কি, আপনারা শুজ্‌-বুর্গদের ওখানে গিয়েছিলেন ?"

"গিয়েছিলাম প্রিয় বন্ধু। তারা আমাকে ও আমার স্বামীকে খেতে বলেছিল ; শুনেছি, সে ডিনারে চাটনির জন্যই খরচ হয়েছে হাজার রুবল," প্রিন্সেস মিয়াকায়া সকলকে শুনিয়ে বেশ চড়া গলায়ই কথাগুলি বলল। "তবে চাটনিটা ভাল ছিল না, কেমন যেন সবুজ-সবুজ। ফিরতি ভোজে আমি পঁচাশি কোপেকের চাটনি পরিবেশন করেছিলাম ; তাতেই সকলে ভীষণ খুসি। হাজার রুবলের চাটনি খাওয়াবার সাধ্য তো আমার নেই।"

ক্রমে আলোচনায় ভাটা পড়ল। তা দেখে দুটো দলকে এক করবার চেষ্টায় গৃহকর্ত্রী রাজদূতের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল :

"আপনাদের সত্যি আর চা চাই না তো ? তাহলে সকলেই এখানে উঠে আসুন না ?"

রাজদূতের স্ত্রী হেসে বলল, "না, আমরা যেখানে আছি বেশ ভালই আছি।"

তারা বেশ মুখরোচক আলোচনা নিয়েই মেতেছিল। তাদের কথা চলছিল কারেনিন-দম্পতিকে নিয়ে।

আন্নার এক বান্ধবী বলল, "মস্কো থেকে আসার পর থেকেই আন্না অনেক বদলে গেছে।"

রাজদূতের স্ত্রী বলল, "পরিবর্তনটা আসলে এই যে সেখান থেকে সে ফিরেছে আলেক্সি ভ্রন্স্কির ছায়া নিয়ে।"

"তাতে কি হল? গ্রিম-এর একটা রূপকথায় আছে, একটি লোকের ছায়া হারিয়ে গিয়েছিল। কোন কারণে তার শাস্তি হয়েছিল। এটা যে শাস্তি কেন হবে তা তো আমি বুঝতেই পারি না। অবশ্য কোন নারীর পিছনে যদি ছায়া না থাকে তো সেটা দুঃখের কথা।"

আন্নার বান্ধবী বলল, "কিন্তু যে নারীর পিছনে ছায়া থাকে সাধারণত তার পরিণাম খারাপই হয়ে থাকে।"

এ কথা শুনে প্রিন্সেস মিয়াকায়া বলে উঠল, "কী বিশ্রী কথা! মাদাম কারেনিনা বড় ভাল মানুষ। তার স্বামীকে আমি অপছন্দ করি, কিন্তু তাকে খুব পছন্দ করি।"

রাজদূত-পত্নী বলল, "স্বামীটিকেই বা অপছন্দ করেন কেন? তিনি তো চমৎকার লোক। আমার স্বামী তো বলে, তার মত রাজনীতিজ্ঞ লোক ইওরোপে দ্বিতীয়টি নেই।"

প্রিন্সেস মিয়াকায়া বলল, "আমার স্বামীও তাই বলে, কিন্তু আমি তার কথা বিশ্বাস করি না। স্বামীরা যদি সব কথাই আমাদের বলে না দিত তাহলে সব কিছুই আমরা নিজেদের চোখে ঠিকমত দেখতে পেতাম। আমি তো মনে করি আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ একটি বোকা। চুপিচুপিই কথাটা বলছি, কিন্তু যখন বলেই ফেলেছি তখন কি সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে যায় নি? এর আগে যখন আমাকে বলা হয়েছিল যে তাকে যেন আমি জ্ঞানীলোক বলে মনে করি, তখন তার কারণ খুঁজতে কি মনে হয়েছিল যে আমিই বোকা, কারণ সে যে জ্ঞানী সেটাও আমি ধরতে পারছি না; অচিরেই যখন নিজের মনেই বললাম 'সে বোকা', অবশ্য নিজের কাছেই বললাম, তখনই সব কিছু খাপ খেয়ে গেল।"

"আজ সন্ধ্যায় আপনি বড়ই বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে উঠেছেন!"

"মোটেই না। 'এ ছাড়া আর কি আমি করতে পারতাম? একজনকে তো বোকা হতেই হত। আপনারা তো জানেন, নিজেকে কেউ বোকা বলতে চায় না।"

"নিজের সম্পত্তি নিয়ে কেউ সন্তুষ্ট হয় না, কিন্তু নিজের বুদ্ধি নিয়ে সকলেই তুষ্ট," কোন ফরাসী লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে কূটনীতিক কথাটা বলল।"

দ্রুত তার দিকে ফিরে প্রিন্সেস মিয়াকায়া বলল, "ঠিক বলেছেন! কিন্তু আমি আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, আন্নাকে আপনাদের খপ্পরে পড়তে আমি দেব না। সে বড় ভাল মানুষ। সকলেই যে তাকে ভালবাসে, তার পিছনে ছায়ার মত ছোটে, সেটা কি তার দোষ?"

আমার বান্ধবী আত্মপক্ষ সমর্থনে বলল, "আমি তো সেজন্য তাকে দোষ দিচ্ছি না।"

"আমাদের পিছনে যদি কেউ ছায়ার মত না ঘোরে, তার অর্থ এই নয় যে অন্যের বিচার করবার অধিকার আমাদের জন্মেছে।"

প্রিন্সেস মিয়াকায়া এবার উঠে দাঁড়াল এবং রাজদূত-পত্নীকে নিয়ে চায়ের টেবিলে গিয়ে যোগ দিল। সেখানে তখন সকলেই প্রাশিয়ার রাজাকে নিয়ে আলোচনা করছিল।

বেৎসি জিজ্ঞাসা করল, "ওখানে আপনারা কি নিয়ে চুলোচুলি করছিলেন?"

বসতে বসতে রাজদূত-পত্নী হেসে বলল, "কারেনিনদের নিয়ে। আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ সম্পর্কে প্রিন্সেস তার মতামত বলছিলেন।"

সদর দরজার দিকে তাকিয়ে গৃহকর্ত্রী বলল, "কী কপাল যে আমরা শুনতে পেলাম না। আরে, শেষ পর্যন্ত আপনি এলেন!" ভ্রন্স্কি ঘরে ঢুকতেই বেৎসি সহাস্যে বলে উঠল।

ভ্রন্স্কি এদের সকলকেই চেনে; প্রায় প্রতিদিনই এদের সঙ্গে দেখা হয়; কাজেই পরিচিত বন্ধুজনের সঙ্গে দেখা হবার মত স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতেই ভ্রন্স্কি ঘরে ঢুকল।

রাজদূত-পত্নীর প্রশ্নের জবাবে সে বলল, "কোথায় ছিলাম? দেখুন, আপনাদের চোখকে তো এড়ানো যাবে না। বলতেই হবে। গিয়েছিলাম 'অপেরা বুফে'-তে। হয় তো এই এক শ' বার দেখলাম, কিন্তু প্রতিবারেই যেন নতুন করে ভাল লাগে। অতি মধুর! বলতে লজ্জা করে, গুরুগম্ভীর নাটক দেখতে গেলেই আমার ঘুম পায়। কিন্তু এটা আমি শেষ পর্যন্ত দেখি, এবং দেখে আনন্দ পাই। ধরুন না, আজ রাতেই…"

ফরাসী অভিনেত্রীটির নাম করে সবেমাত্র তার সম্পর্কে কিছু বলতে যাচ্ছিল, অমনি রাজদূত-পত্নী ত্রাসের নকল ভঙ্গী করে তাকে বাধা দিল।

"ঐ ত্রাসের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন!"

"বেশ তো, তাই করব; বিশেষ করে আপনারা সকলেই যখন ঐ ত্রাসের সঙ্গে পরিচিত।"

প্রিন্সেস মিয়াকায়া বলল, "আর যাবার মত হলে তো আমরা সকলেই সেখানে যেতাম।"

॥ ৭ ॥

দরজায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। প্রিন্সেস বেৎসি বুঝল মাদাম কারেনিনা আসছে। সে ভ্রন্স্কির দিকে তাকাল। ভ্রন্স্কিও দরজার দিকে তাকাল।

তার মুখের ভাব বদলে গেল। মহিলাটি ঘরে ঢুকতেই সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে, সানন্দে, অথচ বিনীতভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। যথারীতি একেবারে সোজা হয়ে বাঁয়ে-ডাইনে না তাকিয়ে দৃঢ় অথচ লঘু পদ-ক্ষেপে মহিলাটি গৃহকর্ত্রীর কাছে এগিয়ে গেল, তার হাতে চাপ দিয়ে মৃদু হাসল, এবং সেই একই হাসি নিয়ে ভ্রন্স্কির দিকে তাকাল। ভ্রন্স্কি মাথাটা ঈষৎ নুইয়ে একটা চেয়ার তার দিকে এগিয়ে দিল। মহিলাও মাথা নুইয়ে অভিবাদন গ্রহণ করল, তার মুখটা লাল হয়ে উঠল, তারপর ভুরু দুটি কুঁচকে গেল। পরমুহূর্তেই সে বান্ধবীদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল এবং তার দিকে বাড়ানো হাতগুলোতে চাপ দিতে লাগল। গৃহকর্ত্রীকে বলল :

"কাউন্টেস লিডিয়ার বাড়ি গিয়েছিলাম। আরও আগেই উঠতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বসতেই হল। স্যার জনও সেখানে ছিলেন। তাকে খুব ভাল লাগল।"

"ওঃ, সেই মিশনারী ভদ্রলোক ?"

"হ্যাঁ, ভারতবর্ষ সম্পর্কে চমৎকার সব কথা বললেন।"

তার আগমনে আলোচনায় বাধা পড়েছিল ; ফুঁ-দেওয়া আগুনের মত আবার দপ করে জ্বলে উঠল।

"স্যার জন ! ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তার সঙ্গে আমারও দেখা হয়েছে। খুব ভাল কথা বলতে পারেন। মাদাম ভাল্‌সিভা তো তার প্রেমেই পড়ে গেছেন।"

"এ কথা কি সত্যি যে তার ছোট মেয়ে তপভ্‌কে বিয়ে করছে ?"

"হ্যাঁ, শুনেছি বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।"

"ওর বাবা-মা কি ভেবেছে ? সকলে বলছে, এটা ভালবাসার বিয়ে।"

"ভালবাসা ! কী সব সেকেলে ধারণা আপনাদের ! আজকের দিনে ভালবাসার কথা আবার কে বলে ?" রাজদূত-পত্নী বলল।

"কিন্তু না বলেও তো পথ নেই। যতই সেকেলে হোক, বোকামী হোক, তবু তো এখনও এ সব ঘটছে," ভ্রন্স্কি বলল।

"এ সব নিয়ে যারা এখনও পড়ে আছে তাদের কপাল মন্দ। আমি তো জানি, সাধারণ বুদ্ধির বিয়েই সুখের বিয়ে।"

ভ্রন্স্কি বলল, "তা বটে, কিন্তু যে ভালবাসাকে আপনি স্বীকার করতে চাইছেন না তার আবির্ভাব ঘটলে অনেক সাধারণ বুদ্ধির বিয়ের সুখই যে ধুলোর মত গড়িয়ে পড়ে।"

"কিন্তু দুই পক্ষই যৌবনের লীলা-খেলা সাঙ্গ করে তারপর যে বিয়েতে রাজী হয় তাকেই আমরা বলি সাধারণ বুদ্ধির বিয়ে। ভালবাসা তো হাম-জ্বরের মত ; এই আসে এই চলে যায়।"

"তাহলে তো বসন্ত-রোগের মত ভালবাসারও টিকে নিতে হবে দেখছি।"

"আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ছোট পাদরির প্রেমে পড়েছিলাম,"

প্রিন্সেস মিয়াকায়া বলল। "কিন্তু তাতেও তো রোগের হাত থেকে রেহাই পাই নি।"

প্রিন্সেস বেৎসি বলল, "ও সব ঠাট্টা রাখুন। আমি কিন্তু সত্যি মনে করি যে ভুল করে আবার সে ভুল শুধরে নেবার পথেই সত্যিকারের ভালবাসাকে আবিষ্কার করা যায়।"

রাজদূত-পত্নী পরিহাসের সুরে বলে উঠল, "বিয়ের পরেও ?"

একটি ইংরেজ প্রবাদ উদ্ধৃত করে কূটনীতিক বলল, "ভুল সংশোধনের কোন সময়-সীমা নেই।"

বেৎসি তাড়াতাড়ি যোগ করল, "ঠিক কথা। মানুষ ভুল করবে, আবার ভুল সংশোধনও করবে। আপনার কি মত ?" সে আন্নাকে জিজ্ঞাসা করল। ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা টেনে এতক্ষণ সেও এদের কথাবার্তা শুনছিল।

খোলা দস্তানাটা নিয়ে খেলতে খেলতে আন্না বলল, "আমার তো মনে হয়, যতগুলো মাথা ততগুলোই যখন মনও থাকে, তখন যতগুলো হৃদয় তত রকম ভালবাসাও থাকতে পারে।"

ভ্রন্‌স্কি রুদ্ধশ্বাসে আন্নার জবাবের জন্য অপেক্ষা করছিল ; এবার সে একটা গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ল, যেন একটা মস্ত বড় বিপদকে সে পেরিয়ে এসেছে।

হঠাৎ আন্না তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল :

"এইমাত্র মস্কো থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। তারা লিখেছে, কিটি শের্‌বাত্‌স্কি খুব অসুস্থ।"

"ওঃ, তাই নাকি," ভুরু কুঁচকে ভ্রন্‌স্কি বলল।

আন্না কড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

"এ খবরে কি আপনার কোন আগ্রহ নেই ?"

"আগ্রহ খুবই আছে। তারা ঠিক কি লিখেছেন জানতে পারি কি ?" সে বলল।

আন্না উঠে বেৎসির কাছে গেল।

তার চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বলল, "এক কাপ চা পেতে পারি কি ?"

প্রিন্সেস বেৎসি চা ঢালতে লাগল। ভ্রন্‌স্কি আন্নার কাছে এগিয়ে এল।

আবার জিজ্ঞাসা করল, "তারা কি লিখেছেন ?"

তার কথার জবাব না দিয়ে আন্না বলল, "আমি অনেক সময়ই ভাবি কিসে যে মানুষের অসম্মান হয় মানুষ তাই জানে না। কিছুদিন হল আপনাকে বলতে চেয়েছি…" বলতে বলতে সে ঘরের একটা কোণে গিয়ে ছোট টেবিলের পাশে বসল। টেবিলে কয়েকটা ছবির বই ছিল।

এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে ভ্রন্‌স্কি বলল, "আপনার কথার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

আন্না সোফার পাশে খালি জায়গাটার দিকে তাকাল ; ভ্রন্‌স্কি বসল।

তার দিকে না তাকিয়েই আন্না বলল, "হ্যাঁ, আপনাকে বলতে চেয়েছি যে আপনি খারাপ ব্যবহার করেছেন, খুবই খারাপ।"

"আপনি কি মনে করেন যে আমার খারাপ ব্যবহারের কথা আমি জানি না? কিন্তু সেটা কার দোষ?"

কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আন্না বলল, "এ কথা আপনি আমাকে বলছেন কেন?"

সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি সাহসের সঙ্গে জবাব দিল, "কেন বলছি তা তো আপনি জানেন।"

এবার আন্নার বিচলিত হবার পালা।

সে বলল, "এতেই বোঝা যায় আপনার হৃদয় বলে কিছু নেই।" কিন্তু তার চোখ দুটি বলল—সে জানে তার হৃদয় আছে, আর তাই সে তাকে ভয় করে।

"আপনি যার কথা বলছেন সেটা ছিল ভুল, ভালবাসা নয়।"

"মনে রাখবেন, ঐ কথাটা, ঐ ভয়ংকর কথাটা উচ্চারণ করতে আমি আপনাকে নিষেধ করেছি," শিউরে উঠে আন্না কথাগুলি বলল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারল যে "আমি নিষেধ করেছি" এ কথা কয়টি বলেই সে স্বীকার করে নিয়েছে যে ভ্রন্‌স্কির উপর তার কিছুটা অধিকার আছে, আর তা যদি থাকে তাহলে তার কাছে ভালবাসার কথা বলবার অধিকারও ভ্রন্‌স্কির আছে। তার চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রক্তিম মুখে আন্না বলতে লাগল, "কিছুদিন হল এই কথাটাই আপনাকে বলতে চেয়েছি। আজ রাতে আমি ইচ্ছা করেই এখানে এসেছি, আমি জানতাম এখানে আপনাকে পাব। আপনাকে বলতে এসেছি যে এ সব বন্ধ করতে হবে। এর আগে কেউ আমাকে লজ্জা দিতে পারে নি, কিন্তু আপনার জন্য আমার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়।"

এবার আন্নার দিকে তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি যেন তার মুখে আত্মার এক নতুন আলো দেখতে পেল।

সরলভাবে সাগ্রহে সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি আমাকে কি করতে বলেন?"

"আমি চাই আপনি মস্কো চলে যান, আর কিটির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন।"

"আমি এ কাজ করি তা আপনি চান না।"

ভ্রন্‌স্কি বুঝতে পারল—আন্না যা উচিত বলে মনে করে তাই বলেছে, যা বলতে চায় তা নয়।

আন্না ধীরে ধীরে বলল, "আপনিই বলেন যে আমাকে ভালবাসেন; তাই যদি হয় তো আমি যা বলছি তাই করুন, আমার মনের শান্তি ফিরিয়ে আনতে দিন।"

ভ্রন্‌স্কির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আপনিই আমার জীবন, কিন্তু শান্তি কাকে বলে তা আমি নিজেই জানি না, তাই আপনাকেও তা দিতে পারি না। আমার ভালবাসা, আমার সর্বস্ব—হ্যাঁ। আপনার ও আমার বিচ্ছেদের কথা আমি ভাবতেও পারি না। আপনি আর আমি অভিন্ন। কিন্তু আমার বা আপনার কারোরই কোন শান্তির সম্ভাবনা তো আমি দেখছি না। দেখছি শুধু দুঃখ আর হতাশা!…অথবা সুখও তো দেখতে পাচ্ছি—আহা, সে কী সুখ!…সে কি সম্ভব হতে পারে না?" ঠোঁট না খুলেই সে বলল, কিন্তু আন্না তা শুনতে পেল।

অবশেষে! আনন্দের আতিশয্যে ভ্রন্‌স্কি নিজেই নিজেকে বলল। আমি তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম আর কোন আশা নেই! কিন্তু শেষ পর্যন্ত! সে আমাকে ভালবাসে। সে নিজে স্বীকার করেছে।

"তাহলে এটুকু আমার জন্য করুন; এমন কথা আর কখনও আমাকে বলবেন না; আসুন আমরা বন্ধুর মত থাকি," আন্না মুখে এই কথাই বলল, কিন্তু তার চোখ বলল সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

"আমরা কখনও বন্ধু হতে পারব না, সে তো আপনিও জানেন। কিন্তু আমরা কি সব চাইতে সুখী জীব হব, নাকি হব সব চাইতে দুঃখী,—সে তো আপনার উপরেই নির্ভর করছে।"

আন্না কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ভ্রন্‌স্কি বাধা দিল:

"আপনার কাছে শুধু একটি প্রার্থনা, আশা করবার, দুঃখ পাবার অধিকারটুকু আমাকে দিন; তাও যদি অসম্ভব হয় তো আমাকে যেতে বলুন, আমি চলে যাব। আমাকে দেখলে যদি আপনার কষ্ট হয় তো আর কখনও আমাকে দেখতে পাবেন না।"

"আপনাকে দূরে যেতে দিতে আমি চাই না।"

"তাহলে কোন কিছুই বদলাবেন না। সব যেমন আছে তেমনই থাকুক," কাঁপা গলায় ভ্রন্‌স্কি বলল। "ঐ আপনার স্বামী এসেছেন।"

সত্যি তাই; ঠিক সেই মুহূর্তে কারেনিন তার ধীর অদ্ভুত ভঙ্গীতে বসবার ঘরে ঢুকল।

স্ত্রীকে ও ভ্রন্‌স্কিকে এক নজর দেখল, তারপর গৃহকর্ত্রীর কাছে গিয়ে এক পেয়ালা চায়ের কথা বলে তার ধীর, তীক্ষ্ণ গলায় কাকে যেন ঠাট্টা করতে শুরু করে দিল।

সমবেত সকলকে একবার দেখে নিয়ে বলল, "রাম্বুইলেত্‌ কক্ষ যে একেবারে জমজমাট। সব সুন্দরী সুগায়িকাদের ভিড়।"

ভ্রন্‌স্কি ও আন্না তাদের ছোট টেবিলেই বসে রইল।

ভ্রন্‌স্কি, আন্না ও তার স্বামীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটি

মহিলা ফিস ফিস করে বলল, "এটা খুবই অশোভন ব্যাপার হচ্ছে।"

শুধু এই মহিলারই নয়, প্রিন্সেস মিয়াকায়া ও বেৎসিসহ ঘরের প্রায় প্রতিটি মানুষই ওদের দু'জনকে দেখতে লাগল। কারেনিন কিন্তু সেদিকেই তাকাল না, নিজের আলোচনাই চালিয়ে যেতে লাগল।

সকলের মনের এই অপ্রীতিকর ভাব লক্ষ্য করে প্রিন্সেস বেৎসি অপর একটি মহিলাকে তার জায়গায় কারেনিন-এর পাশে বসিয়ে দিয়ে আন্নার কাছে উঠে গেল।

বলল, "আপনার স্বামী যে রকম স্পষ্ট ও সঠিকভাবে কথা বলেন তাতে আমি সব সময়ই অবাক হয়ে যাই। তার মুখে শুনলে অত্যন্ত অতীন্দ্রিয় ভাবধারাগুলিও আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি।"

বেৎসির কথার একটি শব্দও না বুঝে আন্না মিষ্টি হেসে বলল, "ও, আচ্ছা।" অবশ্য উঠে বড় টেবিলে গিয়ে সে সকলের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিল।

আধ ঘণ্টা কাটিয়ে কারেনিন স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলল যে তারা এক সঙ্গেই বাড়ি ফিরবে। তার দিকে না তাকিয়েই আন্না জানাল, সে খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কারেনিন মাথাটা নুইয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * * *

মাদাম কারেনিনার কোচয়ান বুড়ো মোটা তাতারটি অনেকক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করার দরুণ ঠাণ্ডায় একেবারে জমে যেতে বসেছিল। পরিচারক এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। দরোয়ান ফটকের দরজা খুলেই দাঁড়িয়েছিল। গায়ের লোমের জোব্বার হুকে আটকে যাওয়া আস্তিনের কাফের লেসটা নীচু হয়ে খুলতে খুলতে আন্না শুনতে পেল ভ্রন্স্কি উচ্ছ্বসিত গলায় বলছে:

"আপনি তো কিছুই বললেন না, আর আপনার কাছে কিছু চাইবার অধিকারও আমার নেই। কিন্তু আপনি তো জানেন, আপনার বন্ধুত্বটুকু নিয়েই আমি খুসি থাকতে পারি না; জীবনে আমার একমাত্র সুখ রয়েছে ঐ একটিমাত্র শব্দের মধ্যে যাকে আপনি এত অপছন্দ করেন···হ্যাঁ, ভালবাসা।"

ভালবাসা—মনে মনে কথাটাকে সে আবার উচ্চারণ করল; তারপর হঠাৎ বলল, "কথাটাকে আমি অপছন্দ করি কারণ আমার কাছে কথাটা যে বড় বেশী অর্থময়—এত বেশী যে সে আপনি বুঝতে পারবেন না।" তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "শুভ রাত্রি।"

সে ভ্রন্স্কির দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল, আর পরক্ষণেই দ্রুত পায়ে দরোয়ানকে পেরিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল।

তার চাওয়া, তার হাতের ছোঁয়া ভ্রন্স্কিকে যেন অসাড় করে দিল। হাতের যে জায়গাটা সে ছুঁয়েছিল সেখানটায় চুমো খেয়ে সে বাড়ির পথ ধরল; মনে

মনে এই ভেবে খুসি হল যে, গত দু'মাসের তুলনায় এই এক সন্ধ্যায় সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে অনেক বেশীদূর অগ্রসর হতে পেরেছে।

॥ ৮ ॥

তার স্ত্রী যে অন্য সকলের থেকে আলাদা হয়ে একটা ছোট টেবিলে ভ্রন্স্কির সঙ্গে বসে ছিল এবং তার সঙ্গে আলোচনায় মেতে ছিল, আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিন তার মধ্যে অসাধারণ বা অশোভন কিছু দেখতে পায় নি। কিন্তু সে লক্ষ্য করেছিল যে ঘরের অন্য সকলেই ব্যাপারটাকে অসাধারণ ও অশোভন বলে মনে করছিল, আর তাই তার কাছেও ব্যাপারটা অশোভন বলেই মনে হয়েছিল। সে স্থির করল, এ বিষয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবে।

বাড়ি ফিরে অভ্যাস মত সে সোজা তার পড়ার ঘরে চলে গেল। হাতল-চেয়ারে বসে পোপ-সংক্রান্ত একটি বইয়ের কাগজ-কাটা ছুরি দিয়ে চিহ্নিত জায়গাটা বের করে একটা পর্যন্ত পড়ল। এটা তার অভ্যাস। কিন্তু আজ রাতে সে বার বার কপালের উপর হাত বুলোতে বুলোতে মাথাটা সামান্য ঝাঁকি দিতে লাগল, যেন মন থেকে কোন একটা দুশ্চিন্তাকে তাড়াতে চাইছে। যথাসময়ে শুতে যাবে বলে উঠে দাঁড়াল। আন্না এখনও আসে নি। বইটা বগলে নিয়েই সে উপরে উঠে গেল। এ সময় সাধারণত যে সমস্ত সরকারী কাজকর্মসংক্রান্ত চিন্তাভাবনা তার মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে তার পরিবর্তে আজ তার মাথায় ঘুরতে লাগল তার স্ত্রীর চিন্তা ও তাকে ঘিরে কিছু অপ্রীতিকর চিন্তা। অভ্যাসমত তখনই বিছানায় না গিয়ে দুই হাত পিছনে মুষ্টিবদ্ধ করে সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। পরিস্থিতির একটা যথাযথ মোকাবিলা না করে সে যেন শুতে যেতে পারছিল না।

স্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলার বিষয়টা যখন প্রথম ভেবেছিল তখন কাজটা কারেনিনের কাছে বেশ সহজ ও সাধারণ বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন ব্যাপারটা নিয়ে কিছুটা ভাবনা চিন্তার পরে কাজটাকে বেশ কঠিন ও জটিল মনে হতে লাগল।

কারেনিন ঈর্ষাকে মনে স্থান দিতে চায় না। সে বোঝে, এ পরিস্থিতিতে ঈর্ষা তার স্ত্রীর প্রতি অসম্মান; স্ত্রীকে বিশ্বাস করতেই হবে। কেন স্ত্রীকে বিশ্বাস করতেই হবে—অর্থাৎ কেন তাকে এ বিশ্বাসে স্থির থাকতে হবে যে তার তরুণী স্ত্রী সব-সময়ই তাকে ভালবাসবে—সে প্রশ্ন সে নিজেকে করে নি; কিন্তু সে তাকে অবিশ্বাস করে না বলেই তাকে বিশ্বাস করে, আর নিজেকেও বোঝায় যে তাকে বিশ্বাস করতেই হবে। অবশ্য যদিও সে এখনও মনে করে যে ঈর্ষা পোষন করাটা লজ্জার কথা, স্ত্রীকে বিশ্বাস করাই উচিত, তবু সে

যেন একটা অর্থহীন অযৌক্তিক অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে ; সে জানে না কেমন করে এর মোকাবিলা করবে। কারেনিন আজ বাস্তব জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে ; তার স্ত্রী যে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসতে পারে তার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ; আর বাস্তব জীবনে এটাই তার কাছে অর্থহীন ও অযৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে। শান্ত মনে কোন গহ্বরের উপরকার সেতুটা পার হতে হতে হঠাৎ যদি কেউ দেখতে পায় যে সেতুটা ভেঙে পড়েছে আর গহ্বরটা তার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে তখন তার মনের অবস্থাটা যে রকম হয় কারেনিনের মনের অবস্থাটাও এখন অনেকটা সেই রকম। এই গহ্বরটা বাস্তব জীবন, আর এই সেতুটা হচ্ছে সেই কৃত্রিম জীবন যা এতদিন কারেনিন কাটিয়ে এসেছে। তার স্ত্রী যে অন্য কারও প্রেমে পড়তে পারে সে সম্ভাবনাটা এই প্রথম তার সামনে দেখা দিয়ে তাকে আতংকগ্রস্ত করে তুলেছে।

পোষাক না ছেড়েই সে খাবার ঘরে ঢুকল ; সেখানে একটিমাত্র বাতি জ্বলছে। সে ঘর পেরিয়ে বসবার ঘরে ঢুকল ; সে ঘরে তার নিজেরই একখানা সম্প্রতি আঁকা বড় ছবি ঝুলছে। সেখান থেকে স্ত্রীর শোবার ঘরে গেল ; দুটো মোমবাতির আলোয় পরিবারের ও বন্ধুবান্ধবদের অনেক ছবি চোখে পড়ল। সে ঘর পেরিয়ে তাদের শোবার ঘরের দরজায় পৌঁছেই সে আবার ঘুরে দাঁড়াল।

সারাক্ষণই মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল : হ্যাঁ, একটা ব্যবস্থা নিয়ে এটা বন্ধ করতেই হবে। আমার কথা বুঝিয়ে বলতে হবে, একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু কি বোঝাব ? কি সিদ্ধান্ত নেব ? স্ত্রীর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে নিজেকে প্রশ্ন করল : আসলে কি ঘটেছে ? কিছুই না। সে ওর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেছে। তাতে কি হয়েছে ? সমাজে তো মেয়েরা নানা ধরনের লোকের সঙ্গেই কথা বলে থাকে। শোবার ঘরের দরজা থেকে সে আবার বসবার ঘরে ফিরে গেল। আবার সে ভাবল : একটা ব্যবস্থা নিয়ে এটা বন্ধ করতেই হবে। কিন্তু কি ব্যবস্থা ? কি ঘটেছে ? কিছুই না। আবার এক সময় মনে হল, না, একটা কিছু অবশ্যই ঘটেছে। এইভাবে সে নিজে যেমন এক ঘর থেকে আর এক ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তেমনই তার চিন্তাও একই বৃত্তের মধ্যে ঘুরতে লাগল। স্ত্রীর ঘরে বসে সে কপাল ঘষতে লাগল।

ফটকে একটা গাড়ি থামার শব্দ শোনা গেল। বসবার ঘরের মাঝখানে সে থেমে গেল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। বক্তব্য বলার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে কারেনিন দুই হাতের আঙুল একত্র করে চাপ দিল। আঙুলের গাঁটগুলো মট্‌মট্‌ করে উঠল।

সিঁড়িতে লঘু পায়ের শব্দ শুনেই বুঝতে পারল, তার স্ত্রী আসছে। বলার কথা মনে মনে তৈরি থাকলেও সাক্ষাতে সে কথা বলতে হবে ভাবতেই কারেনিনের ভয় করতে লাগল।

॥ ৯ ॥

টুপির একটা ঝোপ্পা নিয়ে খেলা করতে করতে আন্না সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। তার মুখ উজ্জ্বল, কিন্তু সেটা খুসির উজ্জ্বলতায় নয়, অন্ধকার রাতে জ্বলন্ত আগুনের মত ভয়ংকর উজ্জ্বলতা। স্বামীকে দেখে মাথাটা তুলে সে হাসল, যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে।

"এখনও শুতে যাওনি? অবাক কাণ্ড!" টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ড্রেসিং-রুমে যেতে যেতে আন্না বলল। সেই ঘর থেকেই আবার বলল, "অনেক রাত হয়েছে আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ।"

"আন্না, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

"আমার সঙ্গে?" সবিস্ময়ে কথাটা বলে সে বেরিয়ে এল। "কি কথা? কি বিষয়ে কথা?" বসতে বসতে সে প্রশ্ন করল। "বেশ তো, কথাটা যদি দরকারী হয় তো বল। কিন্তু আমি এখন শুতে যাব।"

"আন্না, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি," কারেনিন বলল।

"আমাকে সাবধান করে দিচ্ছ? কি ব্যাপারে?"

এমন সরল অকৃত্রিমভাবে সে তার দিকে তাকাল যে তাকে ও তার স্বামীকে যারা জানে না তারা এই কথাগুলির বাক্য বা অর্থের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পাবে না। কিন্তু যে তাকে ভাল করে জানে, যে জানে যে স্বামী পাঁচ মিনিট বিলম্বে শুতে গেলেই সেটা সে লক্ষ্য করে ও তার কারণ জানতে চায়; যে জানে যে সঙ্গে সঙ্গেই সে তার সব সুখ, আনন্দ ও দুঃখ নিয়ে স্বামীর কাছেই এগিয়ে আসে; সে যখন দেখল যে আন্না তার অবস্থাটা একবারও চোখ মেলে দেখল না, বা নিজের সম্পর্কে একটি কথাও বলল না, তার কাছে এই কথাগুলি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। সে বুঝতে পারল, আন্নার যে হৃদয় এতদিন তার কাছে সম্পূর্ণ খোলা ছিল আজ তা বন্ধ হয়ে গেছে। তার চাইতেও বড় কথা, তার কণ্ঠস্বরে কোন রকম উদ্বেগ তো প্রকাশ পেলই না, বরং মনে হল সে যেন তাকে বলছে: হ্যাঁ, সে হৃদয় বন্ধ হয়েই গেছে, তাই হওয়া উচিত, আর ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। তার মনে হল, সে যেন বাড়ি ফিরে দেখছে দরজায় তালা দেওয়া। নিজের মনেই সে বলল, হয় তো চাবিটা খুঁজে পাব।

শান্ত গলায় সে বলল, "আমি তোমাকে এই বলে সাবধান করে দিতে চাই যে, চিন্তাহীনতা ও অবিবেচনার জন্ত তোমাকে নিয়ে অন্ত লোকের কথা

বলবার কারণ ঘটেছে। আজ সন্ধ্যায় যেভাবে তুমি কাউণ্ট ভ্রন্স্কির (নামটাকে সে বেশ জোর দিয়েই উচ্চারণ করল) সঙ্গে কথায় মেতে উঠেছিলে সেটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।"

বলতে বলতে তাকিয়ে দেখল, তার অতলস্পর্শ চোখ দুটি যেন হাসছে; সে বুঝল, এ সব কথা তার কাছে অর্থহীন, অবান্তর।

যেন কারেনিনের কথাগুলি ঠিক বুঝতে পারে নি, যেন কথার শেষের অংশটাই শুধু বুঝেছে, এইভাবে আন্না বলল, "তোমার উপযুক্ত কথাই বটে। চুপচাপ থাকলেও তোমার রাগ, আবার হাসিখুসি হলেও তোমার রাগ। আজ সন্ধ্যায় চুপচাপ ছিলাম না। সেটাই কি তোমার অসন্তোষের কারণ?"

কারেনিন সশব্দে আঙ্‌ুল মটকাতে শুরু করল।

"আঃ, দয়া করে ওই কিম্ভুত শব্দটা করো না। আমি ওটা ঘৃণা করি।"

নিজেকে সংযত করে কারেনিন বলল, "আন্না, তুমি কি সেই আন্না?"

তরল পরিহাসের স্বরে আন্না বলল, "সে কি? ব্যাপার কি? আমার কাছে তুমি কি চাও?"

জবাব না দিয়ে সে কপাল ও চোখের উপর হাত বুলোতে লাগল। সে বুঝল, সে চেয়েছিল সমাজের চোখে তার স্ত্রী যাতে কোন রকম ভুল না করে সে বিষয়ে তাকে সাবধান করে দিতে; অথচ তা না করে নিজের অজ্ঞাতেই সে আন্নার বিবেককে নিয়ে উত্তেজিত হয়ে একটি কাল্পনিক দেয়ালের গায়ে আঘাত করে চলেছে।

শান্ত উদাসীন গলায় সে বলতে লাগল, "আমার যা বলবার তা বলছি, মন দিয়ে শোন। তুমিও জান, ঈর্ষাকে আমি অন্যায় ও অর্থহীন বলে মনে করি, আর ঈর্ষার দ্বারা কখনও নিজেকে প্রভাবিত হতে দেই না; কিন্তু উচিত-অনুচিতের এমন কতকগুলি নির্দিষ্ট বিধান আছে যাকে বিনা শাস্তিতে ভঙ্গ করা যায় না। আমি লক্ষ্য না করলেও আজ সন্ধ্যায় সকলেই লক্ষ্য করেছে যে তোমার ব্যবহার আশানুরূপ ছিল না।"

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে আন্না বলল, "সত্যি আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তোমার শরীর বোধ হয় ভাল নেই আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ।" উচ্চৈঃস্বরে কথাগুলি বলে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কারেনিন যেন তাকে বাধা দেবার জন্যই এক পা এগিয়ে গেল।

তার মুখটা কেমন যেন কদাকার ও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে—আন্না আগে কখনও তাকে এ রকম দেখে নি। সে থেমে মাথাটা পিছনে একপাশে দুলিয়ে দ্রুত হাতে চুলের কাঁটা খুলতে লাগল।

উদ্ধত ভঙ্গীতে বলল, "বে—শ, তোমার যা বলবার আছে সব শুনছি। বেশ আগ্রহের সঙ্গেই শুনব, কারণ আমার জানা দরকার গোলমালটা কিসের।"

নিজের শব্দ-নির্বাচন ও কথার সুরের স্বাভাবিকতা ও সুনির্দিষ্টতায় সে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

কারেনিন বলতে লাগল, "তোমার মনোবৃত্তি নিয়ে কোন কথা বলবার অধিকার আমার নেই, আর সেটাকে আমি নিরর্থক, এমন কি ক্ষতিকর বলেই মনে করি। আমাদের অন্তরের মধ্যে চোখ ফেললে অনেক সময় এমন সব জিনিস বেরিয়ে আসে যাকে চুপচাপ থাকতে দেওয়াই ভাল। তোমার মনোভাব তোমার বিবেকের ব্যাপার; কিন্তু তোমার প্রতি, আমার প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি আমার যে দায়িত্ব তার দাবীতেই তোমার দায়িত্বের কথাগুলি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমাদের জীবন একসূত্রে বাঁধা, সে বন্ধন মানুষের হাতের নয়, ঈশ্বরের হাতের। একমাত্র পাপের পথেই সে বন্ধনকে আমরা ছিন্ন করতে পারি, আর এ ধরনের পাপের অনিবার্য পরিণাম কঠোর শাস্তি।"

অবশিষ্ট কোন চুলের কাঁটার খোঁজে চুলের মধ্যে দ্রুত হাত চালাতে চালাতে আন্না বলল, "এখনও আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে গো!"

"ঈশ্বরের দোহাই আন্না, ওভাবে কথা বলো না," ভীরু গলায় সে বলল। "হয় তো আমারই ভুল, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার জন্য এবং তোমার জন্যই কথাগুলি বলেছি। আমি তোমার স্বামী, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

মুহূর্তের জন্য সে মুখটা নীচু করল, চোখের উদ্ধত ভঙ্গীটা চলে গেল, কিন্তু 'ভালবাসি' কথাটা শুনেই সে আবার জ্বলে উঠল। ভালবাসা? ভালবাসতে সে জানে? ভালবাসা বলে যে কিছু আছে সেটা কানে না শুনলে সে কোন দিন ও কথাটা উচ্চারণই করত না। সে জানেই না ভালবাসা কি।

আন্না বলল, "আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ, সত্যি আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি কি বুঝেছ দয়া করে পরিষ্কার বল—"

"থাম, আমাকে শেষ করতে দাও। আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু আমি নিজের কথা বলছি না; বলছি আমাদের ছেলের কথা, তোমার কথা। আবার বলছি, হয় তো তোমার কাছে আমার এ সব কথা অপ্রয়োজন ও অবান্তর বলে মনে হবে; হয় তো এ সবই আমার ভুল বোঝার ফল। তা যদি হয় তো আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু তুমি যদি বোঝ যে আমার কথার কিছুমাত্র যাথার্থ্য আছে, তাহলে দয়া করে কথাগুলি ভাল করে ভেবে দেখ এবং যদি মন চায় তো আমাকে তোমার কথা বল।"

কারেনিনের খেয়ালই নেই যে সে যা বলবে বলে স্থির করেছিল, কার্যক্ষেত্রে বলল সম্পূর্ণ আলাদা কথা।

অনেক চেষ্টায় হাসি চেপে আন্না তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমার কিছু বলার নেই। তাছাড়া সত্যি শুতে যাবার সময় হয়ে গেছে।"

কারেনিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর একটা কথাও না বলে শোবার ঘরে চলে গেল।

আন্না যখন ঘরে ঢুকল, কারেনিন তখন শুয়ে পড়েছে। ঠোঁট দুটি জোর করে চেপে ধরেছে, চোখ দুটি অন্য দিকে ফেরানো। আন্না বিছানায় শুয়ে আশা করতে লাগল, কারেনিন আবার কথা বলতে শুরু করবে। তার কথা শুনতে তার ভয় হয়, তবু শুনতে ইচ্ছা করছে। সে কিন্তু কিছুই বলল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে আন্না স্বামীর কথা ভুলে গেল। তার মনে পড়ল আর একটি লোকের কথা, তাকে দেখতে পেল মনের চোখে, আর উত্তেজনায় ও অপরাধীসুলভ আনন্দে তার বুকটা নেচে উঠল। হঠাৎ নাক ডাকার শব্দ কানে এল। নিজের শব্দে কারেনিন নিজেই ভয় পেল, নাক ডাকা থামল, কিন্তু দু'বার শ্বাস-প্রশ্বাসের পরেই একটানা নাক ডাকা চলতে লাগল।

ঈষৎ হেসে আন্না অস্ফুটস্বরে বলল, "দেরী হয়ে গেছে, দেরী হয়ে গেছে, বড় বেশী দেরী হয়ে গেছে।" নিশ্চল হয়ে সে শুয়ে রইল; চোখ দুটি খোলা; অন্ধকারে সে চোখের দীপ্তি যেন সে নিজেই দেখতে পেল।

॥ ১০ ॥

সেই রাত থেকেই কারেনিন ও তার স্ত্রী একটা নতুন জীবনে প্রবেশ করল। বিশেষভাবে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। আন্না যথারীতি সমাজে ঘুরে বেড়াতে লাগল, প্রিন্সেস বেৎসির কাছে আগের চাইতেও বেশী যাতায়াত শুরু করল, আর যেখানে যেত সেখানেই ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে দেখাও হত। কারেনিন সবই জানত, কিন্তু তার কিছুই করবার ছিল না। একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে স্ত্রীকে সরিয়ে রাখবার সব রকম চেষ্টা থেকে সে নিজেকে বিরত রাখল। বাইরে সবই আগের মতই চলল, কিন্তু তাদের অন্তরের সম্পর্কটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কারেনিন অমিত শক্তির অধিকারী, কিন্তু এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ অসহায়। কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া ষাঁড়ের মতই চুপচাপ মাথা নীচু করে চরম আঘাতের জন্য অপেক্ষা করে রইল। যখনই এসব কথা ভাবে তখনই তার মনে হয়, আর একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত, হয় তো এখনও তাকে বাঁচানো যাবে,: দয়া, উদারতা ও উপরোধের দ্বারা এখনও তার সুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনা যাবে; তাই প্রতিদিনই সে স্থির করে, আন্নার সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু প্রতিবারই কার্যক্ষেত্রে নিজের অজ্ঞাতেই সেই একই বিদ্রূপের সুরে সে কথা বলতে শুরু করে দেয় যেভাবে অন্য সকলেই কথাগুলো বলে থাকে। কিন্তু যে কথা সে আন্নাকে বলতে চায় তা তো এই সুরে বলা কখনই সম্ভব নয়।

॥ ১১ ॥

প্রায় এক বছর ধরে যা ছিল ভ্রন্‌স্কির জীবনের একমাত্র বাসনা, যে বাসনা তার সমস্ত পূর্বতন বাসনার স্থান দখল করে নিয়েছিল, আন্নার কাছে যা ছিল অসম্ভব, ভয়ংকর, আর সেই হেতুই অধিকতর লোভনীয় এক সুখের স্বপ্ন—এতদিনে সে বাসনা চরিতার্থ হল।

আন্নার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল ভ্রন্‌স্কি; তার মুখ বিবর্ণ, নীচের চোয়াল কাঁপছে; বার বার আন্নাকে বলছে শান্ত হতে, অথচ কেমন করে শান্ত হবে, কেন শান্ত হবে তা সে নিজেই জানে না।

কাঁপা গলায় সে বলল, "আন্না! আন্না! ঈশ্বরের দোহাই, আন্না!"

তার মিনতি-ভরা কণ্ঠ যত চড়তে লাগল, আন্নার একদা গর্বিত ও আনন্দিত, কিন্তু এখন অপরাধ-বিধ্বস্ত, মাথাটা ততই নীচু হতে লাগল; সোফার উপরে উপুড় হতে হতে এক সময়ে সে গড়িয়ে মেঝেতে ভ্রন্‌স্কির পায়ের কাছে পড়ে গেল; ভ্রন্‌স্কি সঙ্গে সঙ্গে ধরে না ফেললে সে কার্পেটের উপর সটান হয়ে পড়ত।

ভ্রন্‌স্কির হাতটা নিজের বুকের উপর চেপে ধরে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, "হা ঈশ্বর! আমাকে ক্ষমা কর!"

নিজেকে এত দোষী, এত অপরাধী মনে হতে লাগল যে নিজেকে অত্যন্ত হীন মনে করে ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছুই তার করবার ছিল না; আর যেহেতু সারা পৃথিবীতে একমাত্র ভ্রন্‌স্কিই তখন তার পাশে ছিল, তাই তাকে উদ্দেশ করেই তার সব প্রার্থনা সে নিবেদন করতে লাগল। তার দিকে তাকিয়ে আন্নার মনে দৈহিক পতনের যে অনুভূতি দেখা দিল তার ফলে এই কথাগুলি ছাড়া আর কিছুই তার ঠোঁট দিয়ে বেরোল না। যে মানুষকে সে নিজের হাতে খুন করেছে তার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে খুনীর মনে যে ভাব জাগে সেই ভাব জেগেছে ভ্রন্‌স্কির মনে। তাদের ভালবাসা—প্রথম পর্যায়ের ভালবাসাই সেই নিষ্প্রাণ মৃতদেহ। এই ভয়ংকর লজ্জার মূল্যে যা তারা কিনেছে তার স্মৃতি যেমন ভয়ংকর, তেমনই নিষ্কার্ই। আত্মিক উলঙ্গতার লজ্জায় আন্না একেবারেই ভেঙে পড়েছে, আর সেই লজ্জা সঞ্চারিত হয়েছে ভ্রন্‌স্কিরও মনে। কিন্তু খুন-হওয়া মৃতদেহ দেখে খুনী যত ভয়ই পাক, সে দেহকে তো খণ্ড খণ্ড করে লুকিয়ে ফেলতে হবেই; [illegible] সেই খুন যতটুকু লাভ খুনীর হাতে এনে দিয়েছে তাকে তো সে ভোগ করবেই।

তীব্র বিদ্বেষে খুনী সেই মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে টেনে এনে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাটে; ঠিক তেমনই ভ্রন্‌স্কি আন্নার সারা মুখ ও কাঁধকে চুমোয় চুমোয় ভরে দিল। আন্না তার হাতটা জড়িয়ে ধরল, একটুও নড়ল না। হ্যাঁ, এই অজস্র চুম্বন—এই লজ্জার মূল্যে এই অজস্র চুম্বনই তো কেনা হয়েছে। হ্যাঁ, এই হাত, যে হাত এখন চিরদিনের মত আমার—এই তো আমার সহ-

যোগীর হাত। হাতখানা তুলে ধরে সে তাতে চুমো খেল। ভ্রন্‌স্কি তার পাশে নতজানু হল, তার মুখের দিকে চাইতে চেষ্টা করল, কিন্তু আন্না মুখটা ঢেকে ফেলল, একটা কথাও বলল না। অবশেষে অনেক চেষ্টা করে উঠে দাঁড়িয়ে ভ্রন্‌স্কিকে ঠেলে সরিয়ে দিল। তার মুখটা আবার আগের মতই সুন্দর হয়ে উঠল, আর তার ফলেই বুঝি তাকে আরও করুণ দেখতে লাগল।

সে বলল, "সব শেষ হয়ে গেছে। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। সে কথা মনে রেখো।"

"যা আমার কাছে জীবনস্বরূপ তাকে কি মনে না রেখে পারি! এই সুখের একটি মুহূর্ত—"

"সুখ!" আন্না আতংকে ও বিরক্তিতে চীৎকার করে উঠল; সে আতংক ভ্রন্‌স্কির মনেও ছড়িয়ে পড়ল। "ঈশ্বরের দোহাই, কথা বলো না, আর একটি কথাও নয়।"

দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে সে ভ্রন্‌স্কির কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

"আর একটি কথাও নয়," কথাগুলি আর একবার উচ্চারণ করে দুর্বোধ্য এক শীতল হতাশার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আন্না ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে জানত, এই নতুন জীবনের দীক্ষা লজ্জা, আনন্দ ও আতংকের যে মিশ্র অনুভূতি তার মনে জাগিয়েছে, এই মুহূর্তে তাকে সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না, তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে সে চায় না, চায় না অক্ষম ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে এই অনুভূতিকে নীচু করতে। এমন কি পরেও, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনেও, মনের জটিল অনুভূতিকে প্রকাশ করবার মত ভাষা সে খুঁজে পায় নি; এমন কি যা কিছু তার অন্তরকে ভরে তুলেছিল তাকে প্রতিফলিত করবার মত চিন্তার সন্ধানও সে করতে পারে নি।

নিজেকে বলল: না, এখন সে কথা আমি ভাবতে পারছি না; ভাবব আরও পরে, মন যখন আরও শান্ত হবে। কিন্তু চিন্তার সেই প্রশান্তি কোন দিন এল না; যতবার ভাবতে বসেছে, সে কি করেছে, তার কি হবে, আর কি তার করা উচিত, ততবারই সে এতদূর আতংকিত হয়ে উঠেছে যে সে ভাবনাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

তবু সে বলত: পরে, আরও পরে। যখন আমি আরও শান্ত হব।

কিন্তু যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে, চিন্তার উপর সব নিয়ন্ত্রণ যখন হারিয়ে যায়, পরিস্থিতিটা তখন একটা কদর্য চেহারা নিয়ে তার সামনে হাজির হয়। প্রায় প্রতি রাত্রে একই স্বপ্ন তার চোখে ভেসে ওঠে। সে স্বপ্ন দেখে, তারা দু'জনই তার স্বামী, দু'জনই তাকে প্রচুর পরিমাণে আদর-সোহাগ করছে। আলেক্সি কারেনিন কাঁদে আর তার হাতে চুমো খেয়ে বলে, "এখন তো সব কিছুই ঠিক হয়ে গেছে।" আবার আলেক্সি ভ্রন্‌স্কিও সেখানে উপস্থিত, সেও তার স্বামী। অথচ কী আশ্চর্য, একদিন এটাকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে করলেও

আজ আন্নাও হাসতে হাসতে দু'জনকেই বলছে যে, সব কিছুই আজ কত সহজ হয়ে উঠেছে, তারা দু'জনই আজ কত সন্তুষ্ট ও সুখী। কিন্তু এ স্বপ্ন দুঃস্বপ্নের মত তার বুকটাকে চেপে ধরে, আতংকে তার ঘুম ভেঙে যায়।

॥ ১২ ॥

মস্কো থেকে ফিরে আসবার পরে প্রথম দিকে কিটির প্রত্যাখ্যানের অপমানের কথা যখনই মনে পড়ত তখনই লেভিন শিউরে উঠত, তার চোখ-মুখ লাল হয়ে যেত; কিন্তু অচিরেই সে নিজেকে বোঝাতে লাগল: পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষায় প্রথম যখন অকৃতকার্য হয়েছিলাম এবং একই পাঠ আবার পড়তে হয়েছিল তখনও সে কথা মনে হলেই আমি শিউরে উঠতাম, আমার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠত, মনে হত জীবনের সব কিছুই বুঝি শেষ হয়ে গেছে; আবার যখন দিদির দেওয়া ব্যবসাটা নষ্ট করে ফেললাম তখনও নিশ্চিত জেনেছিলাম যে সেই সঙ্গে আমার জীবনও শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে কি হল?—সময় বয়ে চলল, আর আজ যখন সে সব কথা মনে পড়ে তখন অবাক হয়ে ভাবি সে সব ব্যাপার নিয়ে তখন কত দুঃখই না পেয়েছি। এখন এ-ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে। সময় বয়ে যাবে, আর আমিও এ সব নিয়ে আর মাথা ঘামাব না।

কিন্তু তিন মাস পার হবার পরেও সে নির্বিকার হতে পারল না; সে কথা মনে পড়লে গোড়ায় যে রকম কষ্ট হত এখনও সেই রকম কষ্টই হয়। মনে শান্তি নেই, কারণ এতকাল ধরে সে পারিবারিক জীবনের স্বপ্ন দেখে এসেছে, বিয়ের জন্য মনস্থিরও করেছে, অথচ আজও সে অবিবাহিতই আছে, এবং বিয়ের সম্ভাবনাটাও ক্রমেই কমে আসছে। সে এবং তার আশপাশের লোকরা দুঃখের সঙ্গেই অনুভব করছে যে তার মত বয়সের মানুষের পক্ষে একাকি বাস করাটা ভাল নয়। মনে পড়ে, মস্কো যাবার ঠিক আগে তার গবাদি পশুর তদারককারী সরল-প্রাণ নিকোলাইকে সে বলেছিল, "আরে নিকোলাই, আমি তো এবার বিয়ে করতে চাই;" তখন নিকোলাই সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে জবাব দিয়েছিল যেন এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না; সে বলেছিল, "এই তো উপযুক্ত সময় কন্স্তান্তিন্ দিমিত্রিচ।" অথচ বিয়ের সম্ভাবনাটা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। স্থানটাও পূর্ণ হয়ে আছে। যখনই পরিচিত অন্য কোন মেয়েকে সে জায়গায় কল্পনা করে তখনই তার মনে হয় সেটা অসম্ভব। তা ছাড়া, সেই সন্ধ্যায় কিটির প্রত্যাখ্যান এবং সকলের সামনে তার হাস্যকর উপস্থিতির স্মৃতি আজও তাকে যন্ত্রণা দেয়, বিচলিত করে তোলে। যাই হোক, সময় ও কাজের চাপ তার মনকে অনেকটা হাল্কা করে তুলেছে; সেই সব তিক্ত স্মৃতি ক্রমেই গ্রাম্য জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ

ঘটনার নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে। এক একটা সপ্তাহ পার হয়, আর তার মন থেকে কিটির চিন্তাও কমে আসে। কবে কিটির বিয়ের খবর আসবে, দাঁত তুলে ফেলবার মত সেই সংবাদ কবে তার যন্ত্রণার উপশম করবে, এই আশায়ই সে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করে আসছে।

ইতিমধ্যে বসন্ত এল। কোন রকম জানান না দিয়ে, মনোরম বসন্তকাল যেন হুড়মুড় করে এসে গাছপালা, জীবজন্তু ও মানুষের মনে সমানভাবে আনন্দ ছড়িয়ে দিল। সেই বসন্তের ছোঁয়ায় লেভিনও নতুন করে জেগে উঠল, অতীতকে ভুলে গিয়ে একটা স্বাধীন ও শক্তিশালী নিঃসঙ্গ জীবন গড়ে তুলবার সংকল্পে কঠিন হয়ে উঠল। মস্কো থেকে যে সব অভিপ্রায় নিয়ে সে গ্রামে এসেছিল তার অনেকগুলিই হয় তো পূর্ণ হয় নি, কিন্তু তার মধ্যে যেটি প্রধান, অর্থাৎ একটি পবিত্র জীবন যাপনের সংকল্প, সেটাকে সে একান্ত অধ্যবসায়ে পূর্ণ করে তুলেছে। প্রতিটি পদস্খলনের পরে যে লজ্জা তা আর তাকে এখন সইতে হয় না; এখন সে সাহসের সঙ্গে লোকের চোখে চোখ রেখেই চলতে পারে।

ফেব্রুয়ারি মাসে মাশার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিল; সে জানিয়েছিল, তার ভাই নিকোলাই-র শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়েছে, কিন্তু সে ডাক্তার দেখাতে চাইছে না। চিঠি পেয়ে লেভিন মস্কো গিয়েছিল, ভাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ডাক্তার দেখাতে ও বিদেশে কোন খনিজ কুণ্ডে বায়ু পরিবর্তনে যেতে রাজীও করেছিল। এই সাফল্য তাকে খুসি করেছে। জমিদারি দেখাশুনার কর্মব্যস্ততা ছাড়াও সে আজকাল যথেষ্ট পড়াশুনা করছে, এবং কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ের উপর একটি প্রবন্ধ লেখার কাজেও হাত দিয়েছে। কাজেই লেভিন-এর নিঃসঙ্গতা সত্ত্বেও, অথবা বলা যায় নিঃসঙ্গতার জন্যই, তার জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে; যদিও আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে নানা চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবার একটা বাসনা মাঝে মাঝে মনে জাগে; অবশ্য এই মেয়েটির সঙ্গেই সে প্রায়ই পদার্থবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করে; দর্শনই আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নার প্রিয় বিষয়।

বসন্ত আসতে বিলম্ব হয়েছে। বরফপাতের মধ্যেই ঈস্টার উৎসব প্রতিপালিত হল। তারপর হঠাৎ ঈস্টার সোমবারে একটা গরম বাতাস উঠে এল, ঝড়ো মেঘ জমল আকাশে, তিন দিন তিন রাত ধরে মুষলধারে গরম বৃষ্টি ঝরতে লাগল। বৃহস্পতিবারে বাতাস পড়ে গেল; বুঝিবা প্রকৃতির রূপ-পরিবর্তনের রহস্যকে আবৃত রাখবার জন্যই একটা ঘন ধূসর কুয়াসা পৃথিবীকে ঢেকে দিল। সেই কুয়াসার মধ্যেই নদী বয়ে চলল, বরফের খণ্ডগুলি সশব্দে ভাসতে লাগল, তীব্র স্রোতধারা তীব্রতর হল, আর পরের রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ কুয়াসার আবরণ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, ভারী আকাশের

বুকে সাদা মেঘেরা দল বেঁধে বেড়াতে লাগল, বাতাস উত্তপ্ত হল, আর বসন্তের আবির্ভাব ঘটল। সবুজ ঘাস দেখা দিল; গোলাপ-কুঁড়িরা পাপড়ি মেলল; ডালে ডালে ফুল ফুটল; মৌমাছিরা গুন গুন করে বেড়াতে লাগল; অদৃশ্য চাতক গাছপালার আড়াল থেকে গান গেয়ে উঠল। ছোট ছোট শিশুরা খালি পায়ের চিহ্ন এঁকে শুকনো পথে ছুটতে লাগল; পুকুর-ঘাট থেকে কাপড় ধুতে ধুতে চাষীমেয়েদের খুসির গলা শোনা গেল; আর উঠোন থেকে লাঙল ও বিদে মই মেরামতে ব্যস্ত চাষীদের কুড়ুলের ঠকঠক শব্দ ভেসে এল। অবশেষে বসন্ত এল।

॥ ১৩ ॥

লেভিন উঁচু বুট পরল, এবং এই প্রথম ভেড়ার চামড়ার বদলে পশমী কুর্তাটা গায়ে চড়াল; তারপর খামার পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়ল; কখনও রোদ-ঝিলমিল নালা পেরিয়ে, কখনও বা বরফের উপর দিয়ে হেঁটে, আবার কখনও কাদা-মাখা পথ পেরিয়ে।

বসন্তকাল পরিকল্পনা ও প্রকল্পের সময়। গাছ যেমন জানে না তার শাখা-প্রশাখাগুলি কি ভাবে কোন দিকে হাত বাড়াবে, তেমনই লেভিনও জানে না বড় আদরের খামারে গিয়ে সে কি কাজ করবে। প্রথমেই সে নায়েবকে ডেকে পাঠাল। তার দেরী দেখে অধৈর্য হয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়ল তার খোঁজে। ফসল-ঝাড়াইয়ের উঠোন থেকে বেরিয়ে আসার পথেই নায়েবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অস্ত্রাখানের কুঁচি-দেওয়া ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে চড়িয়ে আঙুল দিয়ে একটা খড় ভাঙতে ভাঙতে সে আসছে। সকলের মতই তার মুখটাও বেশ ঝলমল করছে।

"ছুতোর কাজে আসে নি কেন?"

"আহা, সেই কথাই তো কাল আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম—বিদে মইটা মেরামত করতে হবে। চাষ শুরু করতে হবে যে।"

"শীতকালে কি করছিলে?"

"ছুতোরের খোঁজই বা করছ কেন?"

"বড় কুলুপেরই বা কি হল?"

"সব কিছু ঠিক করবার হুকুম তো দিয়েছিলাম। কিন্তু এ সব লোকদের কাছে কী কাজ আপনি আশা করতে পারেন?" হতাশভাবে হাত নাচিয়ে নায়েব বলল।

রাগে ফেটে পড়ে লেভিন বলল, "এ রকম লোকদের কাছ থেকে বল এ রকম নায়েবের কাছ থেকে! তোমাকে টাকা দিয়ে রেখেছি কি করতে?" জোর গলায় চীৎকার করলেও সে বুঝতে পারল যে এতে কোন

লাভ হবে না; তাই নিজেকে সংযত করে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটু থেমে প্রশ্ন করল, "ফসল বোনার কাজ কি শুরু করা যাবে?"

"তুর্কিন-এর ওপারের জমিতে কাল বা তার পরদিন আরম্ভ করতে পারে।"

"বড় ঘাস বোনার কতদূর?"

"ভাসিলি ও মিশাকে পাঠিয়েছি, তারাই বুনতে গেছে। কিন্তু জমি যে রকম ভিজে আছে, বুনতে পারবে কি না জানি না।"

"কত একর?"

"প্রায় পনেরো।"

"মাত্র পনেরো কেন?" লেভিন চেঁচিয়ে বলল।

পুরো জমির পরিবর্তে মাত্র পনেরো একর জমিতে বড় ঘাস বোনা হচ্ছে শুনে সে আরও ক্ষেপে গেল। পুথিপত্র পড়ে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লেভিন জেনেছে যে আরও অনেক আগে বরফ গলবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ওটা বোনা উচিত, কিন্তু কিছুতেই সে কাজটা করানো গেল না।

"মজুর নেই। এ সব লোকদের কাছে আপনি কি আশা করেন? তিন জন তো কাজেই আসে নি। এখন আবার সেমিয়ন—"

"ছাউনির কাজ থেকে জনা কয়েককে আনিয়ে নিতে পারতে।"

"তাই তো আনিয়েছি।"

"তাহলে তারা সব গেল কোথায়?"

"পাঁচজন গেছে সার তৈরির কাজে, চারজন যই বাচছে; কে জানে হয় তো সব কিছুতেই ছাতা রোগ ধরে যাবে কন্‌স্তান্তিন দিমিত্রিচ।"

"কিন্তু আমি তো লেণ্ট উৎসবের শুরুতেই বলেছিলাম ভাল ব্যবস্থা করতে!" লেভিন চেঁচিয়ে বলল।

"ভয় নেই; ঠিক সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

রাগে হাতটা ছুঁড়ে লেভিন গোলায় গেল যই দেখতে। তারপর কোচয়ানকে ডাকল, "ইগ্‌নাত!" কোচয়ান তখন কুয়োর ধারে গাড়ির চাকা ধুচ্ছিল। "একটা ঘোড়ায় জিন পরাও।"

"কোন্‌টা স্যার?"

"যে কোন একটা—কোল্‌পিক হলেই চলবে।"

"ঠিক আছে স্যার।"

ঘোড়ায় জিন পরাবার ফাঁকে লেভিন নায়েবকে ডেকে খামারের কাজকর্ম সব বুঝিয়ে দিল, মরশুমের নানা পরিকল্পনা সম্পর্কে নির্দেশও দিল। নায়েব মনোযোগ দিয়ে সব শুনল, মনিবের সব কথায়ই সায়ও দিল; কিন্তু তৎসত্বেও তার চোখে এমন একটা নিরাশার দৃষ্টি ফুটে উঠল যেটা লেভিন ভাল করেই চেনে এবং ঘৃণাও করে। সে দৃষ্টি যেন বলছে: "এ সব কথা শুনতে বেশ ভালই, তবে ঈশ্বরের যা মর্জি সেই রকমই তো হবে।"

নায়েব বলল, "অবশ্য সব কাজের মত সময় যদি পাওয়া যায়, কন্‌স্তান্তিন দিমিত্রিচ।"

"সময় পাওয়া যাবে না কেন?"

"আরও পনেরো জন লোক লাগাতে হবে। কিন্তু জানেন তো?—তারা আসবে না। জনাকয় আজ সকালে এসেছিল, তারা গ্রীষ্মকালের জন্য সত্তর রুবল চায়।"

লেভিন কোন জবাব দিল না। সে জানে, চলতি বেতনে তারা সাইত্রিশ কি আটত্রিশ জন পেতে পারে, বড় জোর চল্লিশ। হ্যাঁ, চল্লিশ জন পেতে পারে, কিন্তু তার বেশী নয়। তবু লেভিন হাল ছাড়ল না।

"এরা যদি স্বেচ্ছায় না আসে তো অন্য গাঁয়ে লোক পাঠাও—সুরা অথবা চেফিরভ্‌কাতে। লোক তো যোগাড় করতেই হবে।"

"পাঠাতে বলেন পাঠাব," নায়েব গুম হয়ে বলল। "কিন্তু ঘোড়ার কথাও তো ভাবতে হবে। তাদেরও তো বেশী তাকৎ নেই।"

"বেশ তো, আরও কয়েকটা কেনো। আহা, আমি তো তোমাকে চিনি!" লেভিন হাসল। "তোমার উপর ছেড়ে দিলে তো যত কম সম্ভব আর যত খারাপ সম্ভব তাই তুমি কিনবে। কিন্তু এবার আর তোমার হাতে ছেড়ে দেব না! সব কিছু আমি নিজে দেখব!"

"তাতে কিন্তু যথেষ্ট ঘুমোবার সময়ও পাবেন না স্যার। আমাদের কথা যদি বলেন তো মনিবের চোখের সামনে থেকে কাজ করতেও আমাদের কোন আপত্তি নেই।"

এই সময় কোচয়ান কোল্‌পিককে এনে হাজির করল। তার পিঠে সওয়ার হয়ে লেভিন বলল, "বার্চ উপত্যকার ওপাশে তারা বড় ঘাস বুনছে তো? একবার নিজের চোখেই দেখে আসি।"

কোচয়ান বলল, "কন্‌স্তান্তিন দিমিত্রিচ, নালাটা কিন্তু পেরুতে পারবেন না।"

"আমি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঘুরে যাব।"

ছোট ঘোড়াটি উঠোনের কাদার ভিতর দিয়ে এগিয়ে ফটক পেরিয়ে মাঠ ধরে ছুটতে লাগল।

পাছে গমের অংকুরগুলোকে পায়ে মাড়িয়ে দেয় এই ভয়ে ঘোড়াটাকে বেশ সাবধানে আলের উপর দিয়ে চালাতে চালাতে এক জায়গায় লেভিন দেখল, বীজ বোঝাই গাড়িটা আলের বদলে মাঠের ভিতরেই দাঁড়িয়ে আছে, আর নতুন গজিয়েওঠা শীতের চারাগুলি গাড়ির চাকায় লেগে ছিঁড়ে গেছে, ঘোড়ার ক্ষুরের নীচে চুপসে গেছে। দুটি মজুরই আলের উপর বসে তামাক

খাচ্ছে। যে মাটিতে বীজ মেশানো হয়েছে সেটা ভাল করে চালা না হওয়ায় দলা পাকিয়ে গেছে। মনিবকে দেখে ভাসিলি গেল গাড়ির কাছে, আর মিশা বীজ বুনতে শুরু করল। খুব বিরক্ত বোধ করলেও লেভিন সাধারণত মজুরদের সঙ্গে রাগারাগি করে না। ভাসিলি যখন গাড়ির কাছে গেল তখন লেভিন তাকে ঘোড়াটাকে আলের উপর নিয়ে আসতে বলল।

"ও গমের চারা আবার'মাথা তুলবে স্যার," ভাসিলি বলল।

লেভিন বলল, "দয়া করে তর্ক করো না; যা বলছি তাই কর।"

"হ্যাঁ স্যার," বলে ভাসিলি লাগামটা ধরল। মনিবকে খুসি করবার জন্য বলল, "খুব ভাল বীজ স্যার। একেবারে সেরা জাতের। তবে এ মাঠে হাঁটা বড় শক্ত! পায়ে একগাদা কাদা জমে যায়।"

"মাটিটা চালা হয় নি কেন?" লেভিন প্রশ্ন করল।

একদলা মাটি তুলে হাতের চাপে ভেঙে ফেলে ভাসিলি জবাব দিল, "এই তো আঙুলের চাপেই গুঁড়ো করে নিয়েছি।"

মাটিটা না চেলেই তাতে বীজ ঢেলে এক গাড়ি ভর্তি করে যদি ভাসিলিকে দেওয়া হয়ে থাকে তো সেটা ভাসিলির দোষ নয়। তবু লেভিন বিরক্ত হল।

প্রত্যেক পায়ে প্রচুর কাদা মেখে মিশা ক্ষেতের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছে। তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে লেভিন ঘোড়া থেকে নামল; ভাসিলির কাছ থেকে এক থলে বীজ নিয়ে মাঠে নেমে গেল।

"কোন্ পর্যন্ত বুনেছ?"

ভাসিলি পা দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিল, আর লেভিন সাধ্যমত বীজ ছড়াতে ছড়াতে এগোতে লাগল। এ মাঠে পা ফেলা জলাভূমিতে পা ফেলার মতই শক্ত। এক শিরালা পার হতেই সে ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠল; বোনা ছেড়ে সে বীজের থলেটা ভাসিলির হাতে দিল।

ভাসিলি বলল, "মনে রাখবেন মালিক, এই শিরালার জন্য যেন গ্রীষ্মকালে আমাকে বকুনি লাগাবেন না।"

লেভিন হেসে বলল, "তা কেন বকব?"

"গ্রীষ্ম এলে দেখবেন। আমার কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। গত বসন্তকালে আমি যেখানটায় বুনেছিলাম সেখানে তাকিয়ে দেখুন—যেন একখানা ছবি! কন্স্তান্তিন দিমিত্রিচ, আপনি আমার বাবা হলেও আমি এর চাইতে বেশী পরিশ্রম করতে পারতাম না। আমি নিজেও খারাপ কাজ করতে পারি না, অন্যকেও তা করতে দেই না। মণিবের ভাল হলেই আমাদের ভাল।" একটা ক্ষেত দেখিয়ে ভাসিলি বলল, "ওদিকে একবার তাকান স্যার। একখানা দেখার মত দৃশ্য বটে!"

"সত্যি, চমৎকার বসন্ত ভাসিলি।"

"বুড়োরাও এ রকম আর একটা দেখেছে বলে মনে করতে পারে না।"

"তুমি কি অনেক দিন ধরে গম বুনছ ?"

"সে কি ? আপনিই তো গত বছর আমাদের শিখিয়েছেন। বারো "পুড" বীজ তো আপনিই দিয়েছিলেন। ফসলের চব্বিশ "পুড" আমরা বেচেছিলাম, আর বাকীটা দিয়ে দশ একর জমিতে গম বুনেছিলাম।"

ঘোড়ার কাছে যেতে যেতে লেভিন বলল, "মাটির ডেলাগুলো ভেঙে দিতে ভুলো না যেন। আর মিশার উপর নজর রেখ। ফসল যদি ভাল হয়, একর প্রতি ত্রিশ কোপেক পাবে।"

"আপনার দয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।"

লেভিন ঘোড়ায় চেপে অন্য সব মাঠের তদারকি সেরে খুসি মনে ফিরে চলল। এতক্ষণে নালার জল কমে গেছে এই আশায় সেই পথেই সে ফিরল। জল সত্যি কমে যাওয়ায় সে নিরাপদেই নালাটা পার হয়ে গেল। দুটো বুনো হাঁস উড়ে গেল। তা দেখে সে ভাবল, তাহলে কাদাখোঁচা পাখিও নিশ্চয় আছে। চৌ-মাথায় বন-রক্ষকের সঙ্গে দেখা হলে সেও তার অনুমান সমর্থন করল।

সন্ধ্যার আগেই যাতে আহারাদি সেরে বন্দুকটা পরিষ্কার করে নেবার সময় পাওয়া যায় সে জন্য জোর কদমে বাড়ির পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

॥ ১৪ ॥

খুসি মনে বাড়ির কাছাকাছি পৌছেই সে শুনতে পেল, প্রধান ফটকের দিক থেকে স্লেজ-এর শব্দ আসছে।

মনে পড়ল, রেল-স্টেশন থেকে ঐ পথেই আসতে হয়, আর এটাই মস্কোর ট্রেন আসার সময়। তাহলে কে এল ? নিকোলাই কি ? সে বলেছিল, রোগ সারাবার জন্য সে বিদেশে যেতে পারে, আবার এখানেও আসতে পারে। ভাইয়ের আগমনে বসন্তকালের এই খুসির মেজাজটাই নষ্ট হয়ে যাবে এই ভয়ে প্রথমটা লেভিন খুব ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু পর মুহূর্তেই সে লজ্জিত বোধ করল এবং সঙ্গে সঙ্গেই যেন মনের বাহু দুটি মেলে ধরে ভাইয়ের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে রইল ; সমস্ত অন্তর দিয়ে আশা করল যেন ভাই-ই হয়।

ঘোড়া থেকে নেমে বাবলা গাছগুলো পার হবার সময়ই সে দেখতে পেল রেলওয়ে স্টেশনের দিক থেকে একটা ভাড়াটে "ত্রয়কা" আসছে ; ভিতরে লোমের কোট গায়ে একটি ভদ্রলোক। তার ভাই নয়। আহা, যদি এমন কোন ভালমানুষ হয় যার সঙ্গে কথা বলে সুখ পাওয়া যায়।

"আরে !" অব্‌লনস্কিকে চিনতে পেরে সে আনন্দে চেঁচিয়ে বলে

উঠল। "কী খুসির বিস্ময়! তোমাকে দেখে কী যে ভাল লাগছে!" মনে মনে ভাবল, এখনই সে বলবে কখন সেই মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে বা হতে চলেছে। আর এই সুন্দর বসন্তের দিনে সে আবিষ্কার করল যে সেই মেয়েটির স্মৃতি তাকে কোন রকম দুঃখ দিল না।

স্লেজ থেকে নামতে নামতে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "ওহো, আমি আসব তা আশা কর নি বুঝি?" অব্‌লন্‌স্কির নাক, গাল, ভুরু কাদায় মাখামাখি হয়েছে, তবু তার চেহারায় স্বাস্থ্য ও সুখ যেন ঠিকরে পড়ছে। বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে বলল, "প্রথমত, আমি এসেছি কারণ তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এসেছি শিকার করতে। আর তৃতীয়ত, এসেছি এর্গু'শোভা-তে কাঠ বেচতে।"

"চমৎকার! আর কী সুন্দর বসন্তকাল বল? স্লেজে করে এলে কেমন করে?"

স্লেজের চালকটি লেভিনের পরিচিত। সে বলল, "গাড়িতে এলে অবস্থা আরও খারাপ হত কন্‌স্তান্তিন দিমিত্রিচ।"

ছেলেমানুষের মত খুসিতে দাঁত বের করে লেভিন আন্তরিকভাবেই বলল, "তোমাকে দেখে খুব খুসি হয়েছি।"

লেভিন বন্ধুকে অতিথি-ভবনে নিয়ে গেল; তার জিনিসপত্র সেখানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করল: একটা পোর্টম্যান্টো, একটা বন্দুকের বাক্স, আর চুরুটের একটা ছোট থলে। হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক বদলে নেবার জন্য অব্‌লন্‌স্কিকে সেখানে রেখে লেভিন গদিতে ফিরে গেল চাষবাসের কথা বলবার জন্য। আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না সর্বদাই এ বাড়ির মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। হলেই লেভিনকে ধরে সে খাবার ব্যবস্থা কি হবে তা জানতে চাইল।

নায়েবের সঙ্গে কথা বলার তাড়া ছিল লেভিনের; সে বলল, "যা ইচ্ছা দিও, শুধু জলদি করো।"

ফিরে এসে দেখল, অব্‌লন্‌স্কি তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে; স্নান সেরে নতুন করে চুল আঁচড়েছে; মুখে স্মিত হাসির রেখা; দু'জন একসঙ্গে উপরে উঠে গেল।

"এখানে এসে খুব ভাল লাগছে। কী কাজ নিয়ে যে তুমি এখানে ব্যস্ত থাক তার হদিস এবার পাব। সত্যি, তোমাকে আমার হিংসে হচ্ছে। কী সুন্দর বাড়ি, সব কিছুই কত মনোহারী! সবই ঝকঝকে আর খুসিতে ভরা।" অব্‌লন্‌স্কি বলল; সে ভুলে গেল যে সব সময়ই এখানে বসন্তকাল থাকে না। আর সবগুলি দিনই এমন উজ্জ্বল ঝকঝকেও হয় না।

"তোমার বুড়ি নার্সটিও কত ভাল! একমাত্র অভাব কড়া ইস্তিরির এপ্রন-পরা একটি ছোট সুন্দরী দাসীর; কিন্তু যে রকম কড়া সন্ন্যাসীর জীবন তুমি যাপন করছ তাতে ও পাট না থাকাই ভা.।"

অব্‌লন্‌স্কি তাকে অনেক ছোটখাট সংবাদ শোনাল ; তার মধ্যে লেভিনের পক্ষে সব চাইতে আগ্রহের খবর হল, তার অপর ভাই কোজ্‌নিশেভ এই গ্রীষ্মেই গ্রামে আসছে তার সঙ্গে দেখা করতে।

শুধু তার স্ত্রীর প্রীতি জ্ঞাপন করা ছাড়া কিটি বা শের্‌বাত্‌স্কিদের সম্পর্কে সে একটি কথাও বলল না। মনে মনে লেভিন তার এই বুদ্ধির প্রশংসা করল ; তার মত অতিথি পেয়ে খুবই খুসি হল। যেমন হয়ে থাকে, এই নিঃসঙ্গ জীবনে লেভিনের মনের মধ্যে এতসব চিন্তা ও অনুভূতি জমে উঠেছিল যা সে এতদিন আশপাশের কাউকে বলতে পারে নি ; সে সব এখন একে একে সে অব্‌লন্‌স্কির কানে ঢালতে লাগল।

রাঁধুনি ও আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নার মিলিত প্রচেষ্টায় যে বিশেষ খানার ব্যবস্থা হয়েছিল তার ফলে দুই ক্ষুধার্ত বন্ধুকে রুটি-মাখন আর লোনা মাছ ও ব্যাঙের ছাতা দিয়েই পেট ভরাতে হল ; অবশ্য অব্‌লন্‌স্কির কাছে খানাটা বেশ উপাদেয়ই লাগল : গাছ-গাছড়া মেশানো ভদ্‌কা, ঘরে তৈরি রুটি ও মাখন, নোনা মাছ, ব্যাঙের ছাতা, তরকারির ঝোল, চাটনি-মাখানো মুরগি, সাদা ক্রিমীয় মদ—সবই চমৎকার, স্বর্গীয়।

মুরগি শেষ করে অব্‌লন্‌স্কি একটা মোটা চুরুট ধরিয়ে বলল, "অপূর্ব, অপূর্ব! আরে, এ যেন ঝড়ো সাগরে দুল্‌তে দুল্‌তে এসে শান্ত সৈকতে অবতরণ।"

ঠিক সেই সময় এক বাটি জ্যাম নিয়ে আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না ঘরে ঢুকল।

তার মোটা আঙুলের ডগায় চুমো খেয়ে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "আঃ, আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না, কী নোনা মাছ, কী ভদ্‌কা! ভাল কথা, দেখ তো কোস্ত্যা, সময় হয়েছে না কি?"

লেভিন জানালা দিয়ে সূর্যের দিকে তাকাল ; গাছপালার ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

বলল, "এই তো সময়। কুজ্‌মা, ছোট গাড়িটা নিয়ে আয়।" লেভিন একতলায় ছুটে গেল।

নিজের ঘরে নেমে এসে অব্‌লন্‌স্কি সযত্নে তার বন্দুকের পালিশ-করা বাক্সের ঢাক্‌নাটা খুলল, বাক্সটা খুলে একটা আধুনিক গড়নের দামী বন্দুক বের করে তার অংশগুলি জোড়া দিতে লাগল। বড় রকম বকশিসের লোভে কুজ্‌মা অব্‌লন্‌স্কির পাশেই লেগে রয়েছে, এমন কি জুতো-মোজা পর্যন্ত পরিয়ে দিচ্ছে ; অব্‌লন্‌স্কিও ইচ্ছা করেই সে সেবাটুকু নিচ্ছে।

"কোস্ত্যা, বণিক রিয়াবিনিন যদি আসে—আজ সন্ধ্যায় তাকে আসতে বলেছি, তো এদের বলে যাও, তাকে যেন বসায় এবং আমার জন্য অপেক্ষা করতে বলে।"

"এই রিয়াবিনিনকেই কি তুমি কাঠটা বেচছ?" লেভিন জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ। কেন, তুমি তাকে চেন নাকি ?"

"হ্যাঁ। তার সঙ্গে আমারও কিছু ভাল লেন-দেন আছে।"

অব্‌লন্‌স্কি হাসল ; বুঝল বণিকটির কেরামতি আছে।

"সে বেশ মজা করে কথা বলতে পারে। দেখ, ওটাও বুঝতে পেরেছে যে ওর মনিব বেরোচ্ছে," লাস্‌কার লোমগুলো একটু নেড়ে দিয়ে সে বলল ; কুকুরটা লেভিনের হাত, জুতো ও বন্দুকটা চাটতে চাটতে তার পাশেই ঘুর ঘুর করছে।

দু'জনে বাইরে এসে দেখল, গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

"গাড়িটা আনতে বলেছিলাম ; কিন্তু আমরা তো বেশীদূর যাচ্ছি না ; কাজেই হেঁটে গেলেই তো হয় ?"

"না, গাড়িতেই চল," বলে অব্‌লন্‌স্কি গাড়িতে চাপল। বাঘের চামড়ার কম্বল দিয়ে পা দুটো ঢেকে একটা চুরুট ধরাল। "তুমি যে কেমন করে না টেনে থাকতে পার ? একটা চুরুট—শুধু মজা বললেই হয় না, মজার রাজা, মজার একেবারে চূড়ান্ত। আরে, এই তো জীবন ! আশ্চর্য ! এইভাবেই আমি বাঁচতে চাই !"

"কে বাধা দিচ্ছে ?" লেভিন হেসে বলল।

"আরে, তুমি তো ভাগ্যবান হে ; মন যা চায় সবই তোমার কাছে হাজির : ঘোড়া চাও—ঘোড়া আছে ; কুকুর চাও—তাও আছে ; শিকার পছন্দ কর—সে ব্যবস্থাও আছে ; চাষবাস পছন্দ—তাও তো হাতের মধ্যে।"

"হয় তো তার কারণ আমার যা আছে তাই নিয়েই আমি সুখী, যা পাই নি তার জন্য হা-হুতাশ করি না," লেভিন বলল ; কিটির কথা তার মনে পড়ে গেল।

অব্‌লন্‌স্কিও বুঝল ; তাকিয়ে দেখল, কিন্তু কিছু বলল না।

শেরবাত্‌স্কিদের কথা লেভিন নিজেই এড়িয়ে চলেছে দেখে অব্‌লন্‌স্কিও যে তাদের কথা তুলল না, এতে লেভিন মনে মনে খুসি হল। কিন্তু যে প্রশ্নটা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল অথচ সাহস করে তুলতে পারছিল না, তার জবাবটা জানবার জন্য সে ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগল।

লেভিন জিজ্ঞাসা করল, "তারপর তোমার খবর-টবর বল।"

অব্‌লন্‌স্কির চোখ দুটি খুসিতে ঝিকমিক করে উঠল।

"পেট ভরে খাবার পরেও যে মানুষের একটা রুটির ক্ষিধে থাকতে পারে তা তো তুমি স্বীকারই কর না। তোমার মতে সেটা অপরাধ। কিন্তু আমি তো প্রেমহীন জীবনের কথা ভাবতেই পারি না।" লেভিনকে কোন প্রশ্ন করতে না দিয়ে অব্‌লন্‌স্কি নিজের থেকেই বলল। "কি আর করা যাবে বল ? এইভাবেই আমি গড়ে উঠেছি। তাছাড়া এতে তো অপরের কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার আছে অনেক সুখ।"

"তুমি কি বলতে চাও তোমার আর কেউ আছে ?"

"সত্যি আছে হে বুড়ো খোকা ! তাদের তো তুমি চেন, কবি ওসিয়ান তাদের কথা বলেছেন, যাদের তুমি স্বপ্নে দেখে থাক, আর শুধু স্বপ্নেই নয়, বাস্তবেও। ওঃ, এই সব নারীরা বড় ভয়ংকরী ! কি জান, মেয়েদের যত দেখবে, ততই অবাক হবে।"

"তাহলে না দেখাই ভাল।"

"আরে না, না। কোন গণিতজ্ঞ এক সময় বলেছিলেন, সত্যের আবিষ্কার নয়, সত্যের সন্ধানই আনন্দদায়ক।"

লেভিন শুনল, কোন কথা বলল না। যত চেষ্টাই করুক, সে কখনও বন্ধুর মতের অংশীদার হতে পারবে না ; এ ধরনের নারীদের নিয়ে সে যে কী সুখ পায় তা সে বুঝতে পারবে না।

॥ ১৫ ॥

নদীর উপরে একটা ঝাউবনে শিকারের জায়গা ঠিক হয়েছিল। সেখানে পৌঁছে লেভিন অব্‌লন্‌স্কিকে নিয়ে একটা শেওলা-ধরা ফাঁকা জায়গার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল ; যেখানে সবেমাত্র বরফ গলতে শুরু করেছে। জায়গাটার অপর প্রান্তে একটা জোড়া বার্চ গাছের নীচে দাঁড়াল সে নিজে। একটা শুকনো ডালের ফাঁকে বন্দুকটা রেখে সে কোটটা খুলে ফেলল, বেল্টটা শক্ত করে বাঁধল, আরাম করার জন্য হাত দুটোকে টান-টান করল।

বুড়ো লাস্কা তার মুখোমুখি বসে কান খাড়া করল। বনের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছে ; সূর্যাস্তের আলোয় ঝাউবনের ভিতরকার অল্প কয়েকটি ঝাউ গাছকে সহজেই আলাদা করে চেনা যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে বরফ জমে থাকা ঘন বনের ভিতর থেকে এঁকে বেঁকে যাওয়া ছোট ছোট ঝর্ণার কলতান ভেসে আসছে। ছোট ছোট পাখিরা কিচির-মিচির করতে করতে এক গাছ থেকে আরেক গাছে উড়ে বেড়াচ্ছে। ভেজা মাটি আর নতুন ঘাসের টানে গত বছরের শুকনো পাতার মর্মর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

একবার ভাব তো ! ঘাসরা বাড়ছে—তাও তুমি দেখতে পাচ্ছ; শুনতে পাচ্ছ ! ঘাসের নতুন শিসের পাশে একটা ভেজা হল্‌দে লেবু পাতাকে পড়ে থাকতে দেখে লেভিন নিজের মনেই কথাগুলি বলল। ভেজা শেওলাঢাকা মাটি, সতর্ক লাস্কা, দূরের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত বনের পত্রহীন গাছের সমারোহ, অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের বুকে খণ্ড মেঘের মেলা—এ সব কিছুর দিকে তাকিয়ে লেভিন কান পেতে রইল। একটা বাজপাখি অলসভাবে পাখা নাড়তে নাড়তে বন-রেখার অনেক উপর দিয়ে ভেসে চলেছে ; আর একটাও

সেই একইভাবে ভাসতে ভাসতে দূরে মিলিয়ে গেল। ঝোপের ভিতর বসে পাখিরা আরও জোরে জোরে ডাকছে। অনতিদূরেই একটা প্যাঁচা ডাকছে। নদীর ওপারে একটা কোকিল ডেকে উঠল। দু'বার কুহু-কুহু স্বরে ডাকল, তারপরই ডাকগুলি কর্কশ ও উত্তেজিত শোনাল।

একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "দেখ, দেখ, এর মধ্যেই কোকিল ডাকছে!"

"শুনেছি," লেভিন বলল। "সময় তো হয়েই এসেছে।"

অব্‌লন্‌স্কি ঝোপের আড়ালে সরে গেল। লেভিন দেখতে পেল একটা দেশলাইয়ের আগুন, সিগারেটের লাল আলো, আর নীল ধোঁয়ার কুণ্ডুলি।

"ক্লিক, ক্লিক," অব্‌লন্‌স্কির বন্দুকটা ঠিক করে নেবার শব্দ শোনা গেল।

একটা ঘোড়ার বাচ্চা যেন উঁচু গলায় ডাকছে এমনি একটানা একটা শব্দের প্রতি লেভিনের মনোযোগ আকর্ষণ করে সে জিজ্ঞাসা করল, "ওটা কি?"

"তুমি জান না? ওটা মদ্দা খরগোস। কিন্তু অনেক কথা বলেছ।··· ওই শোন! তারা আসছে!" বন্দুকটা তাক করে লেভিন চেঁচিয়ে বলল।

দূরে একটা ক্ষীণ শিস শোনা গেল; দু' সেকেণ্ড পরে যে কোন শিকারীর পরিচিত তালে শোনা গেল দ্বিতীয় শিস, তারপর তৃতীয়, আর তার পরেই পাখির ডাক।

লেভিন ডাইনে তাকাল, বাঁয়ে তাকাল, তারপর সোজা সামনে; ধূসর-নীল আকাশের বুকে, ঝাউবনের শাখার অস্পষ্ট ছায়ার আড়ালে একটা উড়ন্ত পাখি দেখা দিল। পাখিটা তার দিকেই উড়ে আসছে; ডাকটা যেন মাথার উপর থেকেই আসছে; পাখিটার লম্বা ঠোঁট, গলা সবই সে দেখতে পাচ্ছে। সবে সে বন্দুকের নিশানা ঠিক করেছে এমন সময় ঝোপের আড়ালে যেখানে অব্‌লন্‌স্কি দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে একটা লাল ফুল্‌কি ছুটে এল; পাখিটা তীরের মত নেমে এসেই আবার উড়তে লাগল; আবার আগুনের ঝিলিক ও শব্দ; বাতাসে পাখা ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে পাখিটা থামল, এক মুহূর্ত ঘুরল, তারপরেই ছিটকে নীচের ভেজা মাটিতে এসে পড়ল।

ধোঁয়ার জন্য কিছু দেখতে না পেয়ে অব্‌লন্‌স্কি চেঁচিয়ে বলল, "আমার গুলি কি ফস্কে গেছে?"

লাস্কাকে দেখিয়ে দিয়ে লেভিনও চেঁচিয়ে বলল, "এই তো এখানে!" একটা কান খাড়া করে, ঝুটিওয়ালা লেজটাকে আকাশের দিকে তুলে লাস্কা পাখিটাকে ধরে মনিবের কাছে নিয়ে আসছে। মনে হল তার মুখে বুঝি এক-টুকরো হাসি।

নিজে কাদাখোঁচাটাকে গুলি করতে না পারায় দুঃখিত হলেও লেভিন বলল, "তুমি যে শিকারটা করতে পেরেছ তাতেই আমি খুসি।"

আবার বন্দুকে গুলি ভরতে ভরতে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "ডান নলের প্রথম

গুলিটা খুব বাজেভাবে ফস্কে গিয়েছিল। শ-স্-স্! ঐ আর একটা!"

কোন ভুল নেই; একটার পর একটা তীব্র চীৎকার শোনা যেতে লাগল। দুটি কাদাখোঁচা খেলার ছলে একটা আর একটাকে তাড়িয়ে নিয়ে দুই শিকারীর ঠিক মাথার উপর দিয়েই উড়ে যাচ্ছিল। চারটে গুলি সশব্দে বেরিয়ে গেল, আর পাখি দুটো হঠাৎ ঘুরে গিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল।

শিকার খুব ভালই হল। অব্‌লন্‌স্কি আরও দুটো পাখি মারল; লেভিনও মারল দুটো, কিন্তু তার একটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

অন্ধকার হয়ে এল। পশ্চিম আকাশের নীচ থেকে রূপোলি শুকতারার নরম আলো বার্চ গাছের শাখায় শাখায় ছড়িয়ে পড়ল; ওদিকে ঋক্ষ মণ্ডলের একটি নক্ষত্রের অগ্নি-দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল পূবের আকাশে অনেক উপরে। মাথার উপরে কালপুরুষের নক্ষত্রগুলিকে লেভিন বার বার দেখল, বার বার হারিয়ে ফেলল। কাদাখোঁচারা আর উড়ছে না; তবু লেভিন স্থির করল, শুকতারাটা যতক্ষণ বার্চ গাছটার উপরে না উঠবে, কালপুরুষের সবগুলি নক্ষত্র যতক্ষণ স্পষ্ট হয়ে না দেখা দেবে, ততক্ষণ সে এখানেই থাকবে।

শুকতারা বার্চ গাছের মাথায় উঠে এল, কালপুরুষের রথ ও ধনুক গাঢ় নীল আকাশের বুকে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল, তবু সে সেখানেই অপেক্ষা করে রইল।

"এবার ফেরা উচিত নয় কি?" অব্‌লন্‌স্কি প্রশ্ন করল।

চারদিক চুপচাপ। একটা পাখির কিচির-মিচিরও শোনা যাচ্ছে না।

"আর একটু অপেক্ষা কর," লেভিন জবাব দিল।

"তুমি যেমন বলবে।"

প্রায় পনেরো পা দূরে দু'জন দাঁড়িয়ে রইল।

অপ্রত্যাশিতভাবে লেভিন বলে উঠল, "তোমার শ্যালিকার বিয়ে হয়ে গেছে কি না, বা কখন হবে, সে কথা আমাকে বল নি কেন?"

লেভিন মনে মনে স্থির করেই রেখেছিল যে কোন জবাবেই সে বিচলিত হবে না। কিন্তু অব্‌লন্‌স্কি যে জবাব দিল তার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না।

"তার বিয়ে হয় নি, আর বিয়ে করবার ইচ্ছাও তার নেই; সে খুবই অসুস্থ; ডাক্তাররা তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। তারা তার জীবনের আশংকা পর্যন্ত করছে।"

"বলো না, না।" লেভিন চীৎকার করে উঠল। "খুব অসুস্থ? কি হয়েছে?"

একেবারে ঠিক সেই মুহূর্তে একটা তীক্ষ্ণ শিস দুই বন্ধুর কানেই এসে বাজল; একই সঙ্গে দু'জন বন্দুক তুলে ধরল; একই মুহূর্তে দুটি শব্দ করে দুটি আগুনের ফুলকি ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া কাদাখোঁচাটি পাখা এলিয়ে দিয়ে ঝোপের মধ্যে ছিটকে পড়ল।

"চমৎকার! দু'জনের শিকার!" বলতে বলতে লেভিন লাস্কাকে নিয়ে

পাখিটাকে খুঁজতে ঝোপের মধ্যে ছুটে গেল। আমি দেখছি···কিসের যেন একটা অস্বস্তি ?···সে নিজেকেই প্রশ্ন করল। ওঃ, হ্যাঁ, কিটি অসুস্থ।···কী দুঃখের কথা, কী দুঃখের কথা।

লাস্কার মুখ থেকে গরম পাখিটাকে নিয়ে প্রায় ভর্তি শিকারের থলের মধ্যে ভরতে ভরতে সে বলল, "তাহলে পেয়ে গিয়েছিস্? লক্ষ্মী কুকুর!" "পেয়েছি স্তেভ!" সে চেঁচিয়ে বলল।

॥ ১৬ ॥

বাড়ি ফিরবার পথে কিটির অসুস্থতা ও শের্বাত্স্কি-পরিবারের কর্মধারা সম্পর্কে লেভিন নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল; যা শুনল তাতে তার মন খুসিই হল, যদিও লজ্জায় সে কথা প্রকাশ করল না। তার সুখের কারণ, প্রথমত সে বুঝল যে এখনও তার আশা আছে, আর দ্বিতীয়ত, যে তাকে এত কষ্ট দিয়েছে সে নিজেই এখন কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু অব্লন্স্কি যখন কিটির অসুস্থতার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে ভ্রন্স্কির নাম করল, তখন লেভিন তাকে বাধা দিয়ে বলল:

"কারও পারিবারিক গোপন কথা জানবার অধিকার আমার নেই, আর সত্যি কথা বলতে কি, সে ইচ্ছাও নেই।"

লেভিনের মুখের আকস্মিক পরিবর্তন দেখে অব্লন্স্কি মৃদু হাসল।

তার পরেই রিয়াবিনিন-এর কাছে কাঠ বিক্রির বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হল। অব্লন্স্কি যত বলে যে এই লেন-দেনের ব্যাপারে সে একটা ভাল দাও মেরেছে, লেভিন ততই তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে সে জলের দরে জঙ্গলটা বেচে দিয়েছে।

কথাপ্রসঙ্গে অব্লন্স্কি বলল, "তাই যদি হয়, তাহলে অন্য ব্যবসায়ীরা বেশী দরের প্রস্তাব দিল না কেন?"

"কারণ অন্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সে আগেই একটা রফা করে নিয়েছে, তাদের টাকা খাইয়েছে। ওদের সঙ্গে অনেক লেন-দেন আমি করেছি; ওদের আমি ভাল করেই চিনি। তারা ব্যবসায়ী নয়, ফাটকাবাজ। শতকরা দশ বা পনেরো লাভে কারবার করে না; যতক্ষণ বিশ কোপেকে এক রুবল হাতে না আসে ততক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে।"

"এ সব কথা থাক। তোমার আজ মন ভাল নেই।"

"সে সব কিছু না।"

কথা বলতে বলতে তারা বাড়ি পৌঁছে গেল।

ফটকে একটা ছোট গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। গাড়িতে যে লোকটি বসেছিল সে একাধারে রিয়াবিনিন-এর করণিক ও কোচয়ান। রিয়াবিনিন নিজে বাড়ির ভিতরেই ছিল; হল-ঘরেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রুমালে ঘর্মাক্ত মুখটা

মুছে রিয়াবিনিন সহাস্তে দু'জনকেই অভ্যর্থনা করল; তারপর যেন কিছু বাগাবার উদ্দেশ্যেই অব্‌লন্‌স্কির দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

অব্‌লন্‌স্কিও হাত বাড়িয়ে বলল, "আপনি তাহলে এসেছেন। খুব খুসি হলাম।"

"রাস্তা যত খারাপই হোক, হুজুরের হুকুম তো অমান্য করতে পারি না। সারাটা পথ তো প্রায় হেঁটেই এসেছি, কিন্তু এসেছি ঠিক সময়ে। আপনাকেও নমস্কার কন্‌স্তান্তিন দিমিত্রিচ," লেভিনের দিকে হাত বাড়িয়ে সে কথাটা শেষ করল। লেভিন ভুরু কুঁচকে মুখটা ঘুরিয়ে থলে থেকে পাখিগুলো বের করার কাজে লেগে গেল, এমন ভাব দেখাল যেন বাড়ানো হাতটা দেখতেই পায় নি। কাদাখোঁচা পাখি দেখে রিয়াবিনিন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "শিকারে গিয়েছিলেন তো ফূর্তি করতে? তা এগুলো কেমন পাখি? স্বাদ কি ভাল?" এ সব শিকারের যে এক কাণাকড়িও দাম নেই এ কথাটা বোঝাবার জন্যই যেন সে ঘাড় নাড়তে লাগল।

লেভিন ফরাসী ভাষায় অব্‌লন্‌স্কিকে বলল, "তোমরা আমার পড়ার ঘরে চলে যাও না?" পরে রুশ ভাষায় বলল, "পড়ার ঘরে গিয়ে কথা বল।"

পড়ার ঘরে ঢুকে রিয়াবিনিন চারদিক তাকিয়ে একটি দেবমূর্তির খোঁজ করল; দেখতে না পেয়ে ক্রশ-চিহ্নও আঁকল না।

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "টাকাটা এনেছেন তো? বসুন না।"

"টাকার জন্য ভাববেন না। আমি শুধু দেখা করতে আর কথা বলতে এসেছি।"

"কথা বলার আর কি আছে? কিন্তু আগে বসুন।"

"বসছি," বলে রিয়াবিনিন হাতল-চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিল, কিন্তু ঠিক যেন আরাম পেল না। "দামটা একটু কমাতে হবে প্রিন্স। বেশী নেওয়াটা তো পাপ। টাকা সঙ্গেই আছে, একেবারে কোপেক পর্যন্ত মিটিয়ে দেব। টাকার জন্য ভাববেন না।"

বন্দুকটা রাখবার জন্য লেভিনও তাদের সঙ্গে ঘরে এসেছিল; বেরিয়ে যাবার উপক্রম করেও কথাগুলো শুনে সে থামল।

বলল, "কাঠ তো আপনি জলের দরে কিনেছেন। বন্ধুটি বড়ই দেরী করে এসেছে, নইলে আমি নিজেই এর চাইতে ভাল দাম দিতাম।"

একটু হেসে কোন কথা না বলে রিয়াবিনিন উঠে দাঁড়াল; লেভিনের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর হাসতে হাসতে অব্‌লন্‌স্কিকে বলল, "কন্‌স্তান্তিন দিমিত্রিচ বড় কড়া লোক। তার সঙ্গে লেনদেন করা বড় শক্ত। তার গমটা কিনতে চেয়েছিলাম, ভাল দরও দিয়েছিলাম—"

"গমটা আপনাকে উপহার দিয়ে দেব কেন ? আমি তো গম কুড়িয়ে পাই নি, বা চুরিও করি নি।"

"আহা, তা তো বটেই, আজকাল আর চুরি-চামারি চলে না। আজকাল সব কিছুই হয় আইন মাফিক, বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে, চুরির কথাই উঠতে পারে না। দেখুন, আপনাকে খোলাখুলিই বলছি। উনি বড় বেশী দাম চাইছেন ; তাতে আমার মোটেই লাভ থাকবে না। তাই একটু কমাতে বলছি, এই আর কি।"

লেভিন বলল, "কোন চুক্তি হয়ে গেছে, না হয় নি ? যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো আর কোন কথাই নেই ; কিন্তু যদি না হয়ে থাকে তাহলে ও কাঠ আমিই কিনে নেব।"

সহসা রিয়াবিনিন-এর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সেখানে দেখা দিল একটা কঠিন, বাজপাখির মত হিংস্র ভাব। সরু সরু আঙুল দিয়ে কোটের বোতামগুলো খুলে ফেলল ; তার নীচে ট্রাউজারের উপরে পরা শার্ট, পিতলের বোতামওয়ালা ওয়েস্টকোট ও ঘড়ির চেন বেরিয়ে পড়ল ; তাড়াতাড়ি একটা পুরনো মোটা টাকার থলে টেনে বের করে হাত বাড়িয়ে বলল :

"এই নিন আপনার টাকা, কাঠ আমার। টাকা আপনার, কাঠ আমার। রিয়াবিনিন এইভাবেই কেনাবেচা করে ; একটা একটা করে কোপেক গুণতে বসে না।"

লেভিন অব্‌লন্‌স্কিকে বলল, "আমি হলে এত তাড়াহুড়ো করতাম না।"

অব্‌লন্‌স্কি বাধা দিল, "তা কেমন করে হবে ? আমি যে কথা দিয়েছি।"

দরজাটাকে সশব্দে ঠেলে দিয়ে লেভিন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দরজার দিকে তাকিয়ে রিয়াবিনিন হেসে মাথাটা নাড়ল।

"বয়সে যুবক হলেও কাজ করেন একেবারে ছেলেমানুষের মত। আর আমাকে দেখুন, বিশ্বাস করুন আর না করুন, কাঠটা কিনলাম শুধু কথার জন্য, যাতে কেউ না বলতে পারে যে রিয়াবিনিন ছাড়া অন্য কেউ অব্‌লন্‌স্কির জঙ্গলটা কিনে নিয়েছে। এর থেকে আমার যে কি লাভ হবে তা ঈশ্বরই জানেন। ঈশ্বরই সাক্ষী।' এই যে, দয়া করে এই চুক্তি-পত্রটায় সই করে দিন স্যার।"

ঘণ্টাখানেক পরে বণিকটি চুক্তি-পত্রখানা পকেটে ভরে কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে গাড়িতে উঠে বাড়ি রওনা দিল।

করণিককে বলল, "বাঃ ! কী সব ভদ্রলোক ! দুইই সমান !"

করণিক জবাব দিল, "ওরা সকলেই ওই রকম। অভিনন্দন। মিখাইল ইগ্‌নাতিচ ?"

"হুম, হুম……"

॥ ১৭ ॥

বণিকের দেওয়া তিন মাসের আগাম ব্যাংক-নোটে পকেট ভারি করে অব্‌লন্‌স্কি উপরে উঠে গেল। কাঠ বিক্রি হয়ে গেছে, টাকাটা পকেটে এসেছে, চমৎকার শিকার হয়েছে, তাই অব্‌লন্‌স্কির মেজাজও বেশ ভাল; আর সেই জন্যই লেভিনকে গাড্ডা থেকে তুলতে সে ব্যগ্র হয়ে পড়ল। সে চাইল, দিনের শুরুর মতই খাবার টেবিলে দিনের শেষটাও যেন ভালভাবেই কাটে।

সত্যি লেভিনের মেজাজ ভাল ছিল না; কিটির এখনও বিয়ে হয় নি, এই খবরটাই তার মনের মধ্যে অলক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিল।

কিটি এখনও অবিবাহিত, অসুস্থ; যে লোক তাকে ছেড়ে গেছে তারই প্রতি ভালবাসায় সে অসুস্থ। সে আঘাতটা যেন লেভিনের উপরেই এসে পড়েছে। ভ্রন্‌স্কি কিটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কিটি লেভিনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজেই লেভিনকে তাচ্ছিল্য করবার হক ভ্রন্‌স্কির আছে, তাই ভ্রন্‌স্কি তার শত্রু। তার উপর তার বাড়িতে বসেই অব্‌লন্‌স্কি এই যে বোকার মত কাঠটা বিক্রি করে বসল, তাতেও লেভিনের মনটা ক্ষুব্ধ হয়েছে।

অব্‌লন্‌স্কি উপরে উঠে এলে সে বলল, "কি হে, সব শেষ হল? এবার খেতে যাবে তো?"

"আমার আপত্তি নেই। এখানে এসে তো ক্ষিধে যা বেড়েছে কি বলব! রিয়াবিনিনকেও খাবার টেবিলে ডাকলে না কেন?"

"সে ব্যাটা চুলোয় যাক!"

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "তুমি তো তাকে খুব ঠুকেছ! হাতটা পর্যন্ত বাড়াও নি। আচ্ছা, তাকে হাতটা ধরতে দিলে না কেন?"

"কারণ কোন খানসামাকে আমি হাত ধরতে দেই না, আর সে তো খানসামারও অধম।"

"কী প্রতিক্রিয়াশীল লোক তুমি! তাহলে শ্রেণী-মিলনের কি হবে?" অব্‌লন্‌স্কি বলল।

"যে মিলতে চায় সে মিলুক, আমার ওতে ঘেন্না করে।"

"দেখছি তুমি একটি পাড় প্রতিক্রিয়াশীল।"

"আমি কোন শ্রেণীর ধার ধারি না। আমি কন্‌স্তান্তিন লেভিন, বাস।"

"যে কন্‌স্তান্তিন লেভিনের এখন খুব মন খারাপ," অব্‌লন্‌স্কি বলল।

"হ্যাঁ, আমার মন খারাপ; কিন্তু কেন মন খারাপ তা জান? আমাকে মাফ কর, তোমার এই বোকার মত লেন-দেন…"

অকারণে আহত হওয়া মানুষের মত অব্‌লন্‌স্কি তার মুখটা বাঁকাল।

বলল, "থাক। আজ পর্যন্ত যত বেচাকেনা হয়েছে সব ক্ষেত্রেই পরে সবাই বলে আরও ভাল দর পাওয়া যেত, কিন্তু আগে কেউই বেশী দর দেয়

না। না, আসলে আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি বেচারি রিয়াবিনিনের উপরেই চটা।"

"চটা তো বটেই। কিন্তু কেন জান কি? তুমি তো আবার আমাকে বলবে প্রতিক্রিয়াশীল বা তার চাইতেও ভয়ংকর কিছু, কিন্তু যে অভিজাত সমাজের আমি একজন, এই শ্রেণী-বিলোপের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যার জন্য আমার গর্বের শেষ নেই; সেই অভিজাত সমাজ যে আজ ভেঙে পড়ছে তা দেখে সত্যি আমি দুঃখ ও বিরক্তি বোধ করি। তাদের এই দৈন্য তাদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ফল নয়—তাহলে তো এত খারাপ লাগত না, রাজার হালে থাকবার জন্যই তো তারা জন্মেছে, আর সে হালে থাকতে তো শুধু তারাই জানে। আজকাল, কৃষকরা আমাদের জমি কিনে নিচ্ছে, তাতে আমি আপত্তি করি না। মালিক যদি অলস হয়ে বসে থাকে, তো কৃষক তো কাজের ধাক্কায় তাকে ঠেলে সরিয়ে দেবেই। তাই তো হওয়া উচিত। এখানে চাষীদের জন্য আমি উল্লসিত। আমার আপত্তি হয় যখন দেখি আভিজাত্য ভেঙে পড়ছে—কি বলব?—তাদেরই সরলতার ফলে। এখানে দেখছি, একজন পোল প্রজা নিস-এ বসবাসকারী কোন রুশ সম্ভ্রান্ত লোকের সুন্দর জমিদারিটা অর্ধেক দামে কিনে নিচ্ছে। ওখানে দেখছি, একজন বণিক একর প্রতি দশ রুবলের জমি এক রুবলে ভাড়া নিয়ে নিচ্ছে। আর এখন দেখছি, ওই জোচ্চোরটাকে তুমি অকারণেই ত্রিশ হাজার রুবল মুফতে দিয়ে দিলে।"

"আমি কি করব? একটা একটা করে গাছ গুণতে বসব?"

"প্রতিটি গাছ। তুমি গোণ নি, কিন্তু রিয়াবিনিন গুণেছে। বাঁচবার মত, লেখাপড়া শিখবার মত টাকা রিয়াবিনিনের হাতে থাকবে, থাকবে না তোমার ছেলেদের হাতে।"

"দেখ, ঐ গোণাগুণির কাজটা আমার কাছে কেমন যেন ইতর কাজ বলে মনে হয়। আমরা আমাদের কাজ বুঝি, তারা তাদের কাজ বোঝে, তবে কিছুটা লাভ তো তারা করবেই। সে যাকগে, কাজ মিটে গেছে, ঝামেলা চুকে গেছে। আঃ, ডিম ভাজাটা ঠিক আমার মনের মতই হয়েছে! আশা করি, আগাফিয়া মিখাইলভ্না অনুপান মেশানো ভদ্‌কা কিছুটা আমাদের দেবে!"

খাওয়া শেষ করেও অব্‌লন্‌স্কি আগাফিয়া মিখাইলভ্নার সঙ্গে নানাভাবে খুনসুটি করতে লাগল; তাকে বার বার শোনাল যে অনেক দিন এত ভাল খাবার সে খায় নি।

আগাফিয়া মিখাইলভ্না বলল, "দেখুন, আপনি আমার কত গুণ গাইছেন, কিন্তু কন্‌স্তান্তিন দিমিত্রিচকে দেখুন, তার কিছুতেই কিছু যায় আসে না; শুধু রুটির ছিল্‌কে খেতে দিন, তাই খেয়েই উঠে যাবেন।"

অব্‌লন্‌স্কি তার ঘরে গেল। পোষাক ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে কুঁচি দেওয়া

নাইট-শার্টটা পরে বিছানায় ঢুকল। লেভিন কিন্তু ঘর থেকে গেল না, আজে বাজে কথা বলে সময় কাটাতে লাগল, অথচ যে কথাটি বলতে চায় তা বলার সাহস হল না।

নতুন সাবানটা হাতে নিয়ে বলে উঠল, "দেখ, কী সুন্দর জিনিসটা!"

"তা ঠিক; আজকাল সব কিছুই নিখুঁত তৈরি হচ্ছে," হাই তুলতে তুলতে অব্‌লন্‌স্কি বলল। "থিয়েটার বল, ক্যাবারে বল,…আ-আ-আ!" আবার হাই তুলল। "তারপর বৈদ্যুতিক আলো এখন সব জায়গায়…আ-আ-আ!"

"হ্যাঁ, বৈদ্যুতিক আলো," বলেই হাত থেকে সাবানটা রেখে দিয়ে লেভিন হঠাৎ বলে উঠল, "বল তো, ভ্রন্‌স্কি এখন কোথায় আছে?"

কোন রকমে আর একটা হাই চেপে দিয়ে বন্ধু বলল, "ভ্রন্‌স্কি? কেন, সে তো পিতার্সবুর্গেই আছে। তুমি চলে আসার ঠিক পরেই সেখানে গেছে, আর মস্কো ফেরে নি। আর তুমি যদি জানতে চাও তো খোলাখুলিই বলছি কোস্ত্য়া, সব দোষ তোমার। প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখেই তুমি ভয় পেয়ে গেলে। অথচ কার সুযোগ যে বেশী ছিল সেটা সঠিক বলতে পারি না। এ কথা তখনও তোমাকে বলেছিলাম! ষাঁড়ের শিংটাকে কেন যে তখন তুমি চেপে ধরলে না? আমি তো বলেছিলাম…" সে আবার হাই তুলল।

তার দিকে তাকিয়ে লেভিন ভাবল, আমি যে তার কাছে প্রস্তাব তুলে-ছিলাম সে কথা কি বন্ধু জানে, না জানে না? তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে বুঝেও সে সোজাসুজি অব্‌লন্‌স্কির দিকে তাকাল।

অব্‌লন্‌স্কি বলতে লাগল, "কিটির কথা শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে সে শুধু ভ্রন্‌স্কির দুটি চোখের প্রেমেই পড়েছিল। ভ্রন্‌স্কি একজন হোমড়া-চোমড়া লোক, সমাজে তার কত প্রভাব-প্রতিপত্তি, এ মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েছিল তার মা, সে নয়।"

লেভিন ভুরু কোঁচকাল। তার প্রত্যাখ্যানের লজ্জা তাকে যেন নতুন করে আঘাত করল। তবু অব্‌লন্‌স্কিকে বাধা দিয়ে সে বলে উঠল, "থাম, থাম। তার আভিজাত্যের কথা বললে তো, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ভ্রন্‌স্কি বা অন্য কারও মধ্যে এমন কি আভিজাত্য আছে যাতে তারা আমার চাইতে বড়? তোমরা ভ্রন্‌স্কিকে অভিজাত মনে করতে পার, আমি করি না। যে লোকের বাবা নিঃস্ব অবস্থা থেকে ছল-চাতুরির দ্বারা উপরে উঠেছে, যার মায়ের কার সঙ্গে যে দহরম-মহরম ছিল না তা ঈশ্বরই জানেন…আরে না, না, আমাকে মাফ কর, আমার মতে, আমি ও আমার মত লোক যাদের অতীত তিন চার পুরুষ সম্মান ও সংস্কৃতির উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত, যারা কখনও কারও অনুগ্রহের ধার ধারে নি, অনুগ্রহের কোন প্রয়োজনই যাদের ছিল না—তাদেরই আমি অভিজাত বলে মনে করি। আমরাই সত্যিকারের অভিজাত, যাদের দশ কোপেক দিলেই কেনা যায় তারা নয়।"

বন্ধু তাকেও ঐ দশ কোপেকে কেনার দলেই ফেলছে জেনেও অব্‌লন্‌স্কি হেসে বলল, "কার সঙ্গে তুমি ঝগড়া করছ? আমি তো তোমার সঙ্গে এক মত। কার সঙ্গে ঝগড়া করছ? ভ্রন্‌স্কির সম্পর্কে তুমি যা বললে তার অনেক কিছুই সত্য নয়, কিন্তু সে কথা আমি বলছি না। তোমাকে খোলাখুলিই বলছি, আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে মস্কোতে ফিরে যেতাম, এবং—"

"না, আমি যাব না; তুমি জান কি না তা আমি জানি না, কিন্তু আমার দিক থেকে দুইই সমান। তোমাকে বলছি—আমি তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম আর পেয়েছিলাম প্রত্যাখ্যান; তাই আজ প্রিন্সেস কেটি শের্‌বাৎস্কি আমার কাছে একটি বেদনাদায়ক অসম্মানের স্মৃতিমাত্র।"

"কিন্তু কেন? এ তো অর্থহীন কথা।"

"এ কথা আর নয়। তোমার প্রতি যদি কঠোর হয়ে থাকি সে জন্য ক্ষমা কর," লেভিন বলল। বুকের বোঝা হাল্কা হওয়ায় সে এখন সকালের অবস্থা ফিরে পেয়েছে। বন্ধুর হাত ধরে হেসে বলল, "তুমি আমার উপর রাগ কর নি তো স্তেভ? দয়া করে রাগ করো না।"

"মোটেই না, রাগের কোন কারণই নেই। এ তো ভালই হল যে সব কিছু জানা গেল। আরে, আমি বলছি, অনেক সময় সকালে চমৎকার শিকার হয়। চেষ্টা করে দেখবে নাকি? আমি আর এখানে ফিরে আসব না, সেখান থেকেই সোজা স্টেশনে চলে যাব।"

"বেশ তো, যাওয়া যাবে!"

॥ ১৮ ॥

যদিও ভ্রন্‌স্কির অন্তর জীবনের সবটাই তার রিপুর অধীন, তার বাইরের জীবন কিন্তু সামাজিক ও সৈনিক জগতের সেই একই পুরনো পরিচিত পথ ধরে অসংশয়ে অবিচলিত গতিতেই এগিয়ে চলল। সৈনিক জীবনের স্বার্থই ভ্রন্‌স্কির জীবনের বেশীর ভাগ দখল করে ছিল, কারণ তার সেনাদলকে সে ভালবাসে, এবং বিশেষ করে তাকে ভালবাসে তার সেনাদল। অধীনস্থ সৈনিকরা শুধু যে তার প্রতি অনুরক্ত তাই নয়, তারা তাকে শ্রদ্ধা করে, তাকে নিয়ে গর্ববোধ করে; কারণ প্রচুর অর্থ, উল্লেখযোগ্য শিক্ষা ও যোগ্যতার অধিকারী সে; অহংকার ও উচ্চাকাংখাকে পরিতৃপ্ত করবার সব রকম পথই তার সামনে খোলা ছিল, তবু সে সব দিকে না গিয়ে এই পথেই সে পা রেখেছে; জীবন তাকে যত সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল, তার ভিতর থেকে সৈনিক জীবনের এবং সহকর্মী বন্ধুদের সুযোগ-সুবিধাকে সেই বেছে নিয়েছে। সহকর্মীদের এই শ্রদ্ধা সম্পর্কে ভ্রন্‌স্কি নিজেও অবহিত।

বলাই বাহুল্য যে সহকর্মীদের কাউকে সে কখনও তার ভালবাসার কথা

বলে নি। তবু শহরের সকলেই তার ভালবাসার কথা জানে—মাদাম কারেনিনার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি এ বিষয়ে প্রত্যেকেই মোটামুটি একটা অনুমান করে নিয়েছে; তাছাড়া, কারেনিনার উচ্চ পদমর্যাদার জন্যও ব্যাপারটা সমাজে অনেক বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

যে সব তরুণী ও যুবতীরা আন্নাকে হিংসা করত এবং সকলের মুখে তার গুণপনার প্রশংসার কথা শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তারা সকলেই নানাবিধ গুজব শুনে উল্লসিত হয়ে উঠল, এবং কতদিনে জনমত প্রচণ্ড ক্ষোভে তার মাথায় ভেঙে পড়বে সেই দিনের অপেক্ষা করতে লাগল। সময় হলে যে সব কাদার ডেলা তার মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়বে তাও তৈরি করে রাখতে লাগল। কিন্তু কিছু মাঝবয়সী ও প্রতিপত্তিশালী মানুষ এই আসন্ন সামাজিক কেলেংকারির নিন্দা করতে লাগল।

ভ্রন্‌স্কির ব্যাপারের কথা শুনে তার মা প্রথমে খুসিই হয়েছিল, কারণ তার উঁচু মহলে একটা ব্যাপার না ঘটাতে পারলে কোন যুবকের জীবনে খ্যাতির চূড়ান্ত পালিশটা ঠিকমত লাগে না; কিন্তু সম্প্রতি তার মা যখন জানতে পারল যে বর্তমান সেনাদলে থাকলে মাদাম কারেনিনার কাছাকাছি থাকা যাবে বলেই তার ছেলেটি জীবনে আরও উন্নতি করবার উপযোগী একটা ভাল চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, এবং তার ফলে কিছু উচ্চপদস্থ লোক তার প্রতি অসন্তুষ্টও হয়েছে, তখন তার মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটেছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে মস্কো ছেড়ে চলে যাবার পরে ছেলের সঙ্গে মায়ের আর দেখা হয় নি। তাই সে বড় ছেলেকে দিয়ে ভ্রন্‌স্কিকে ডেকে পাঠিয়েছে।

বড় ছেলেও ভাইয়ের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। সে নিজে কখনও এ ধরনের ভালবাসাবাসির মধ্যে যায় নি, তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, পাপপূর্ণই হোক আর নিষ্পাপই হোক (ছেলেমেয়ের বাবা হয়েও সে কিন্তু একটি ব্যালে-নর্তকীকে রেখেছে এবং এ ব্যাপারে উদার মনোভাবই পোষণ করে); কিন্তু এই ভালবাসার ব্যাপারকে কেন্দ্র করে এমন কিছু লোক অসন্তুষ্ট হয়েছে যাদের সন্তুষ্ট রাখাই উচিত—এ কথা জানতে পেরে সেও এতে অসন্তুষ্ট হয়েছে।

সামরিক চাকরি ও উঁচু মহল ছাড়াও ভ্রন্‌স্কির আর একটা নেশা ছিল—ঘোড়ায় নেশা।

এ বছর সামরিক অফিসারদের জন্য একটা সবিঘ্ন ঘোড় দৌড়ের (Steeplechase) ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভ্রন্‌স্কি তাতে যোগ দেবে বলে নাম লিখিয়েছে, একটা খাঁটি ইংলিশ ঘোটকি কিনেছে, এবং প্রেমের ব্যাপারে মজে থাকা সত্ত্বেও আসন্ন ঘোড় দৌড় নিয়ে যথেষ্ট মেতে উঠেছে।

দুটি নেশার মধ্যে কোন সংঘাত দেখা দেয় নি। বরং ভালবাসা ছাড়াও চিত্তবিনোদনের কিছু অন্য আকর্ষণ তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল—এমন কোন

আকর্ষণ যা তাকে এই সর্বগ্রাসী আবেগের হাত থেকে কিছুটা স্বস্তি ও মুক্তি এনে দিতে পারে।

॥ ১৯ ॥

ক্রাস্‌নোয়ে সেলো-তে ঘোড় দৌড়ের দিন ভ্রন্‌স্কি একটু সকাল সকালই সামরিক মেস-হলে এসে হাজির হল, যাতে একটা খাবার জায়গা পেতে অসুবিধা না হয়। কোন রকম খাদ্য-সংযমের প্রয়োজন তার ছিল না, কারণ তার ওজন প্রয়োজনানুপাতিকই ছিল। ওজনটা যাতে না বাড়ে সেজন্য সে রুটি ও মিষ্টি খাওয়া বাদ দিল। টেবিলের উপর কনুই রেখে বসে সে একখানা ফরাসী উপন্যাস পড়তে পড়তে খাবারটা আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সে আন্নার কথাই ভাবছিল। কথা আছে, ঘোড় দৌড়ের পরে আন্না তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তিন দিন সে আন্নাকে দেখে নি; তার স্বামী সম্প্রতি বিদেশ থেকে ঘুরে এসেছে। কাজেই সে কথা রাখিতে পারবে কিনা কে জানে; আর সে না এলে তাকে যে কোথায় পাওয়া যাবে তাও ভ্রন্‌স্কি জানে না। সর্বশেষ আন্নার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল তার জ্ঞাতি-বোন বেৎসির গ্রামের বাড়িতে। কারেনিনদের গ্রামের বাড়িতে সে খুব বেশী যায় না। এখন তার সেখানেই যাবার ইচ্ছা, কিন্তু কেমন করে যাবে তাই ভাবছিল।

"সেখানে গিয়ে বলব, বেৎসি আমাকে জানতে পাঠিয়েছে, আন্না ঘোড় দৌড়ে যাবে কি না। আমি তো যাবই," মনে মনে সংকল্প করে সে মুখ তুলল। আন্নাকে দেখতে পাবে এই কল্পনাতেই তার মুখটা ঝলমলিয়ে উঠল।

ওয়েটার রূপোর পাত্রে গরম-গরম "ষ্টিক" এনে দিল। ভ্রন্‌স্কি তাকে বলল, "আমার বাড়িতে একটা লোক পাঠিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা 'ত্রয়কা' পাঠাতে বলে দাও।" পাত্রটা টেনে নিয়ে সে খেতে শুরু করল।

ক্যাপ্টেন ইয়াশ্‌ভিন ঘরে ঢুকল। ভ্রন্‌স্কির টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

"আরে! তুমি এখানে!" ভ্রন্‌স্কির কাঁধের উপর হাত রেখে সে বলল। ভ্রন্‌স্কি রেগে চোখ তুলতেই তার মুখটা গভীর মমতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ক্যাপ্টেন গম্ভীর গলায় বলল, "খাওয়া হয়ে গেলে আমার সঙ্গে একটু পান করবে।"

"খাওয়া হয়ে গেছে।"

ক্যাপ্টেনের আঁটোসাটো ব্রীচেস-পরা লম্বা পা দুটো টেবিলের নীচে ঢুকল না। সেইভাবেই ভ্রন্‌স্কির পাশে বসে পড়ে সে বলল, "কাল রাতে থিয়েটারে যাওনি কেন? সুমেরোভা মোটেই খারাপ নয়। কোথায় ছিলে তুমি?"

"প্রিন্সেস বেৎসির ওখানে," ভ্রন্‌স্কি বলল।

"আচ্ছা," ইয়াশ্‌ভিন বলল।

ইয়াশ্‌ভিন একটি লম্পট, জুয়ারি, কোন নীতির বালাই নেই, বরং দুর্নীতি আছে। তবু রেজিমেণ্টে সেই ভ্রন্‌স্কির সব চাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভ্রন্‌স্কি তার গুণমুগ্ধ, কারণ লোকটি অসাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারী, সাগর-পরিমাণ মদ টেনে না ঘুমিয়ে রাত কাটিয়েও কর্ম-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে ; ছোট-বড় সব অফিসারের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে জানে ; সকলেই তাকে ভয় করে, শ্রদ্ধা করে ; যতই মদ টানুক, হাজার হাজার রুবলের বাজি ধরে জুয়া খেলে ; আর ইংলিশ ক্লাব-এর সেরা খেলোয়াড় হিসাবেও তার খ্যাতি আছে। সব চাইতে বড় কথা, ভ্রন্‌স্কি তার প্রতি অনুরক্ত কারণ সে মনে করে যে ইয়াশ্‌ভিন তাকে পছন্দ করে তার জন্যই, তার নাম এবং অর্থের জন্য নয়। পরিচিত জনের মধ্যে একমাত্র ইয়াশ্‌ভিনকে সে তার ভালবাসার কথা বলতে চেয়েছে, কারণ সে মনে করে ভাব-বিলাসের প্রতি যথেষ্ট বিরূপতা সত্ত্বেও একমাত্র ইয়াশ্‌ভিনই তার মনের সর্বগ্রাসী আবেগকে বুঝতে পারবে ; বুঝতে পারবে যে তার ভালবাসা একটা খেয়াল বা সাময়িক আকর্ষণ নয়, একটি গুরুতর ও গুরুত্বপূর্ণ মানসিকতা।

ভ্রন্‌স্কি তার ভালবাসার কথা ইয়াশ্‌ভিনকে বলে নি, কিন্তু এ কথা বুঝতে পারে যে সে সবই জানে, সঠিকভাবেই জানে ; বন্ধুর চোখ দেখেই তা বুঝতে পেরে সে খুসিও হয়।

ভ্রন্‌স্কি প্রিন্সেস বেৎসির বাড়িতে গিয়েছিল শুনে সে বিড় বিড় করে বলল, "ওঃ, আচ্ছা," তারপর দুই কালো চোখে একটা ঝিলিক ফুটিয়ে গোঁফের বাঁ দিকটা চেপে ধরে মুখে পুরে দিল ; এ বদ অভ্যাস তার অনেক দিনের।

ভ্রন্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল, "কাল রাতে তুমি কি করলে ?"

"আট হাজার। তার মধ্যে তিন হাজারের কোন কথাই ওঠে না। সেটা যে পাব তা আমি আশাই করি নি।"

"আচ্ছা, তাহলে তো আজ আমার জন্য হারলেও তোমার কোন ক্ষতি হবে না।" ভ্রন্‌স্কি হেসে বলল (ইয়াশ্‌ভিন ভ্রন্‌স্কির উপর একটা মোটা বাজি ধরেছে)।

"হারবার ইচ্ছা আমার নেই। তোমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তো মাখোতিন।"

আজকের সবিঘ্ন ঘোড়দৌড় নিয়েই আলোচনা চলতে লাগল। এ ছাড়া আর কিছুই আজ ভ্রন্‌স্কি ভাবতে পারছে না।

"চল ওঠা যাক, আমি শেষ করেছি," ভ্রন্‌স্কি উঠে দরজার দিকে এগোল। ইয়াশ্‌ভিনও উঠল।

"আমার খাবার সময় এখনও হয় নি, তবে একটু পান করব। এক মিনিট পরেই তোমার কাছে যাচ্ছি। ওয়েটার, মদ আন।" জোরালো গলায় সে বলল। এই জোরালো গলার জন্য সে রেজিমেণ্টে বিখ্যাত ; সে শব্দে জানালা-

গুলোও ঝনঝন করে ওঠে। "কোন অসুবিধে নেই। তুমি যদি বাড়ির দিকে যাও তো আমিও তোমার সঙ্গেই যাব।"

সে ও ভ্রনস্কি বেরিয়ে গেল।

॥ ২০ ॥

একটা বড় পরিচ্ছন্ন চাষীর বাড়িতে ভ্রনস্কির থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাড়িটা মাঝখান দিয়ে পার্টিশান করা। শিবির-জীবনেও সে পেত্রিৎস্কির সঙ্গেই থাকত। ভ্রনস্কি ও ইয়াশ্‌ভিন যখন ঘরে ঢুকল পেত্রিৎস্কি তখন ঘুমিয়ে ছিল।

পার্টিশানের ও-পাশে গিয়ে ইয়াশ্‌ভিন পেত্রিৎস্কিকে নাড়া দিয়ে বলল, "এবার উঠে পড়, অনেক ঘুমিয়েছ।" বালিশে মুখ গুঁজে পেত্রিৎস্কি এলো-মেলোভাবে শুয়ে ছিল।

পেত্রিৎস্কি লাফ দিয়ে বসে চারদিক তাকাল।

ভ্রনস্কিকে বলল, "তোমার ভাই এসেছিল। আমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল। যত সব। বলে গেছে আবার আসবে।" কম্বলটা টেনে নিয়ে সে আবার বালিশে মাথা রাখল। ইয়াশ্‌ভিন কম্বল ধরে টান দিল। পেত্রিৎস্কি বিরক্ত হয়ে বলল, "আঃ, এ সব থামাও তো ইয়াশ্‌ভিন!" পাশ ফিরে চোখ খুলে আবার বলল, "বরং বলে দাও কি খেলে মুখের এই বিস্বাদটা কাটবে।"

ইয়াশ্‌ভিন হো-হো করে হেসে বলল, "সব চাইতে ভাল ভদ্‌কা। তেরেশ্‌-চেংকো, তোমার মনিবের জন্য কিছু ভদ্‌কা আর কাঁকুড় নিয়ে এস।"

মুখ ছুঁচলো করে চোখ ডলতে ডলতে পেত্রিৎস্কি বলল, "ভদ্‌কা বললে, না? তুমি খাবে তো? খুব ভাল, এক সঙ্গে খাওয়া যাবে। ভ্রনস্কি, তুমিও খাবে তো?" কম্বলটা জড়িয়ে সে উঠে পড়ল।

পার্টিশানের দরজায় দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে সে ফরাসী গান শুরু করল, "তু ট ট লা-র হে মহারাজ···। ভ্রনস্কি, তুমিও একপাত্র খাবে তো?"

খানসামার দেওয়া কোটটা পরতে পরতে ভ্রনস্কি বলল, "এখন কেটে পড় তো বাপু।"

তিন ঘোড়ার একটা গাড়ি আসতে দেখে ইয়াশ্‌ভিন বলল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ? দেখ, একটা ত্রয়কা আসছে।"

ভ্রনস্কি বলল, "যাচ্ছি আস্তাবলে, তারপর ঘোড়ার ব্যাপারে ব্রিয়ান্‌স্কির সঙ্গে দেখা করব।"

ব্রিয়ান্‌স্কি থাকে পিতারহফ্‌ থেকে ভার্স্ট দশেক দূরে। সত্যি সত্যি টাকাটা পৌঁছে দেব বলে ভ্রনস্কি তাকে কথা দিয়েছিল। কিন্তু বন্ধুরা বুঝল অন্য রকম। গান না থামিয়েই জিভ্‌ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে পেত্রিৎস্কি চোখ কুঁচকাল; যেন বলতে চাইল, "তোমার ব্রিয়ান্‌স্কিকে আমরা চিনি হে!"

ইয়াশ্‌ভিন শুধু বলল, "ফিরতে দেরি করো না যেন।"

পেত্রিৎস্কি চেঁচিয়ে ভ্রন্‌স্কিকে ডেকে বলল, "দাঁড়াও। তোমার ভাই এক-খানা চিঠি ও একটা চিরকুট রেখে গেছে। কিন্তু, কোথায় যে রাখলাম?"

ভ্রন্‌স্কি ঘুরে দাঁড়াল।

"সেগুলি কোথায়?"

"কোথায় যে সেটাই তো কথা!" পেত্রিৎস্কি গম্ভীর গলায় বলল।

ভ্রন্‌স্কি হেসে বলল, "ও সব ভাঁড়ামি রাখ।"

"আমি তো পুড়িয়ে ফেলি নি···কোথাও না কোথাও অবশ্যি আছে।"

"তা তো বুঝলাম বুড়ো খোকা! কিন্তু কোথায় আছে?"

"সত্যি কথা বলতে কি, ভুলে গেছি। না কি স্বপ্নই দেখলাম? দাঁড়াও, দাঁড়াও, রাগ করে কোন লাভ নেই। কাল রাতে যদি আমার মত চার বোতল টানতে তো নিজের নামই ভুলে যেতে। দাঁড়াও, মনে করছি।"

পেত্রিৎস্কি পার্টিশানের ও-পাশে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

"আমি এখানে শুয়েছিলাম, সে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ! প্রেস্তো! এই তো পেয়েছি!" মাদুরের নীচ থেকে চিঠিটা টেনে বের করল।

ভ্রন্‌স্কি চিঠি ও চিরকুট দুটোই নিল। ঠিক যা ভেবেছিল—চিঠিটা মায়ের—অনেক দিন তাঁর সঙ্গে দেখা না করার জন্য বকুনি দিয়েছেন, আর চিরকুটটা ভাইয়ের—জানিয়েছে সে তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ভ্রন্‌স্কি জানত—সেই একই ব্যাপার। ভাবল, এ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা কেন? চিঠিটা ভাঁজ করে কোটের বোতামের ফাঁক দিয়ে রেখে দিল, রাস্তায় মনোযোগ দিয়ে পড়বে। বেরিয়ে যাবার মুখে দু'জন অফিসারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল; এক-জন তাদের রেজিমেণ্টের, অপর জন অন্য রেজিমেণ্টের।

ভ্রন্‌স্কির আস্তানাটা সব অফিসারদের আড্ডার জায়গা।

"কোথায় চলেছ?"

"পিতারহফ্। কাজে।"

"জার্‌স্কোয়ে থেকে তোমার ঘোড়াটা এসেছে কি?"

"এসেছে, কিন্তু আমি এখনও দেখি নি।"

"লোকে বলছে, মাখোতিন-এর 'গ্লাডিয়েটর' খোঁড়া হয়ে গেছে।"

"বাজে কথা। কিন্তু এই কাদার ভিতরে তোমার ঘোড়াকে দৌড়াচ্ছ কেন?" অপর অফিসারটি বলল।

আর্দালি ট্রের উপর ভদ্‌কা ও কাঁকুড় সাজিয়ে নিয়ে হাজির হল। পেত্রিৎস্কি নবাগতদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "এই দেখ, আমার ওষুধ এসে গেছে। ইয়াশ্‌ভিন বলেছে, একটু টানলেই আমি ঠিক হয়ে যাব।"

একজন বলল, "ঠিক তো তুমি কাল রাতেও হয়েছিলে। এক পলকও ঘুমোতে পারি নি।"

মা যেভাবে শিশুকে ওষুধ খাওয়ায় সেইভাবে পেত্রিৎস্কির উপর ঝুঁকে পড়ে ইয়াশ্‌ভিন বলল, "এটা খেয়ে নাও! এক গ্লাস ভদ্‌কা, তারপর সেল্‌ট্‌জার-জল (এক রকম সোডা-ওয়াটার)। আর তারপরে প্রচুর পরিমাণে লেবুর রস। আর সব শেষে সামান্য শ্যাম্পেন—এক বোতলের বেশী না।"

"একেই তো বলি সৎ পরামর্শ। দাঁড়াও ভ্রন্‌স্কি, একটু খেয়ে যাও।"

"না। বিদায় বন্ধুরা। আজ আমি মদ খাব না।"

"ভাবছ তাতে ওজন বেড়ে যাবে? ঠিক আছে, তোমাকে ছাড়াই আমরা চালাচ্ছি। সেল্‌ট্‌জার-জল ও লেবুর রসটা নিয়ে এস।"

ফটকে পৌঁছতেই কে যেন ডাকল, "ভ্রন্‌স্কি!"

"কি?"

"চুলটা কেটে নিলে পারতে; ওর ওজনই তো এক টন, বিশেষ করে টাকের উপরটা।"

সত্যি, ভ্রন্‌স্কির চুল অকালে পাতলা হয়ে যাচ্ছে। দাঁত বের করে খুসিতে হেসে উঠে সে টাকের উপর টুপিটা চাপিয়ে দিল; তারপর ফটক পেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

"আস্তাবলে চল," বলে নতুন করে পড়বার জন্য চিঠিটা বের করতে যাচ্ছিল; হঠাৎ মনে হল, ঘোড়াটাকে পরীক্ষা করে দেখার আগে মনটাকে বিক্ষিপ্ত করা উচিত নয়; তাই ভাবল, "পরে পড়ব।"

॥ ২১ ॥

অস্থায়ী আস্তাবল একটা কাঠের চালা; ঘোড় দৌড়ের মাঠের কাছেই। তার ঘোড়াটার আগের দিন এখানে আসার কথা। কিন্তু সে এখনও তাকে দেখে নি। গত কয়েকদিন সে নিজে ঘোড়াটাকে অনুশীলনও করায় নি; প্রশিক্ষকের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল। সে গাড়ি থেকে নামতেই সহিস গাড়িটা চিনতে পেরে প্রশিক্ষককে ডেকে আনল। একটি সরু চেহারার ইংরেজ, পরনে উঁচু বুট ও খাটো কুর্তা, থুত্‌নির নীচে একগুচ্ছ দাড়ি। জকিদের প্রচলিত ভঙ্গীতে কনুই টান টান করে সে এগিয়ে এল।

"ফ্রু—ফ্রু কেমন আছে?" ভ্রন্‌স্কি ইংরেজিতে প্রশ্ন করল।

প্রায়-অস্ফুট স্বরে ইংরেজটি বলল, "ভাল আছে স্যার। তবে এখন তার কাছে না যাওয়াই ভাল। একটা মুখবন্ধনী পরিয়েছি কি না, তাই চটে আছে। এখন কেউ গেলে আরও চটে যাবে।"

"আরে, আমি ঠিক যেতে পারব। একবার দেখতে চাই।"

"তাহলে চলে আসুন," ভুরু কুঁচকে দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছেকে ছেকে কথাগুলি বলল সেই ইংরেজ প্রশিক্ষক। কনুই দুটো নাড়তে নাড়তে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

তারা আস্তাবলের সামনেকার উঠোনে ঢুকল। তাদের দেখতে পেয়ে ঝকঝকে কুর্তা পরা আস্তাবলের ছেলেটা ঝাঁটা হাতে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল, আস্তাবলে তখন পাঁচটা ঘোড়া ছিল; ভ্রন্স্কি জানে, তাদের মধ্যে একটা হল তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মাখোতিন-এর উঁচু বাদামী রঙের ঘোড়া "গ্ল্যাডিয়েটর"। নিজের ঘোড়ার চাইতে "গ্ল্যাডিয়েটর," কে দেখার ইচ্ছাটাই তার বেশী, কিন্তু সে জানে যে ঘোড় দৌড়ের সহবৎ অনুসারে এভাবে কোন ঘোড়াকে দেখতে আসা নিষিদ্ধ। গলি দিয়ে যাবার সময় আস্তাবলের ছেলেটা দ্বিতীয় খোয়াড়ের দরজাটা খুলে দিতেই একটা বাদামী রঙের ঘোড়া ভ্রন্স্কির নজরে পড়ল; সে বুঝল, এটাই "গ্ল্যাডিয়েটর"; কিন্তু লোকে যে ভাবে অন্যের খোলা চিঠি না পড়ে এড়িয়ে যায়, ভ্রন্স্কিও সেইভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে ফ্রু-ফ্রু খোয়াড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

কাঁধের উপর দিয়ে কালো নখ-ওয়ালা মস্ত বড় বুড়ো আঙুলটা ঘুরিয়ে ইংরেজটি বলল, "ওটাই হল মা-খ···মা-খ···নামটা ঠিক আমার মুখে আসে না।"

ভ্রন্স্কি বলল, "মাখোতিন? হ্যাঁ, সেই আমার একমাত্র সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী।"

ইংরেজটি বলল, "ও ঘোড়া যদি আপনি চালাতেন, তো আমি আপনার উপরেই বাজি ধরতাম।"

নিজের প্রশংসা শুনে ঈষৎ হেসে ভ্রন্স্কি বলল, "ফ্রু-ফ্রু বেশী তেজস্বী, আর গ্ল্যাডিয়েটর বেশী শক্তিশালী।"

ইংরেজটি বলল, "সবিঘ্ন দৌড়ের ক্ষেত্রে সব কিছু নির্ভর করে ঘোড়া চালানোর উপর।"

"আপনি ঠিক বলছেন তো যে আমার আর অনুশীলনের দরকার নেই?"

ইংরেজটি বলল, "কোন দরকার নেই। দয়া করে আস্তে কথা বলুন। ঘোড়া খুব রেগে আছে," একটা তালাবন্ধ খোয়াড়ের সামনে এসে সে বলল।

সে দরজা খুলে দিল; একটি মাত্র জানালা দিয়ে আসা আবছা আলোকিত ঘরটাতে ভ্রন্স্কি ঢুকল। মুখে বন্ধনী আটা একটা ঘোটকী খড়ের উপর পা ঠুকছে। ভ্রন্স্কি প্রিয় ঘোড়ার রূপকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

ফ্রু-ফ্রু-র উচ্চতা মাঝারি; সব দিক থেকে নিখুঁত নয়। হাড়গুলো ছোট; বুকটা সরু, যদিও সামনের দিকে বেশ শক্ত হয়ে ফুলে উঠেছে। পাছা দুটো নীচু, আর পাগুলো, বিশেষ করে পিছনের পা দুটো, বেশ বাঁকা। সামনের বা পিছনের কোন পায়ের মাংসপেশীই খুব সবল নয়; কিন্তু ঘাড়টা অসাধারণ চওড়া; বিশেষ করে পেটের দিকটা সরু হওয়ায় সেটা আরও চমৎকার দেখাচ্ছে। কিন্তু এ সব ত্রুটি সত্ত্বেও একটা গুণ তার মধ্যে এত বেশী পরিমাণে আছে যে অন্য সব কিছু ভুলিয়ে দেয়—সে গুণটা হচ্ছে তার রক্ত—

ইংরেজরা বলে, এই রক্তই তো আসল। শাটিনের মত মসৃণ পাতলা চামড়ার নীচে ছড়ানো শিরা-উপশিরার জালের নীচে হঠাৎ ঠেলে-ওঠা মাংসপেশীগুলো দেখাচ্ছে হাড়ের মত শক্ত। সারা দেহ, বিশেষ করে মাথাটা, যেমন সুস্পষ্ট ও উদ্যমশীল, তেমনই কোমল ও নরম। দেখলেই মনে হয় এ যেন সেই জীবদের অন্যতম যাদের মুখে কথা যোগায় না বলেই তারা কথা বলে না।

ভ্রন্‌স্কির মনে হল, ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে সে যা কিছু ভাবছে সবই এই ঘোড়াটা বুঝতে পারছে।

ভ্রন্‌স্কি ঘরে ঢুকতেই ঘোড়াটা জোরে শ্বাস টেনে রক্তবর্ণ গোল-গোল চোখ দুটো পাকিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল, আর পা ঠুকতে লাগল।

"দেখুন স্যার, কেমন চটে গেছে," ইংরেজটি বলল।

ভ্রন্‌স্কি এগিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলল, "আরে, আরে সুন্দরী, ঠিক আছে, ঠিক আছে!"

সে যত এগোয়, ঘোড়াটা ততই উত্তেজিত হতে থাকে; কিন্তু সে যখন তার মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তখন হঠাৎ যেন ঘোড়াটা গা ছেড়ে দিল, পাতলা চামড়ার নীচে মাংসপেশীগুলো কাঁপতে লাগল। ভ্রন্‌স্কি তার গলায় হাত বুলিয়ে দিল; ঘাড়ের একগুচ্ছ লোম সরে গিয়েছিল, সেটা ঠিক করে দিল; বাদুরের পাখার মত স্বচ্ছ নাকের কাছে নিজের মুখটা এগিয়ে দিল। বার কয়েক জোরে জোরে শ্বাস টেনে ঘোড়াটা কেঁপে উঠল, কান দুটো খাড়া করল, কালো ঠোঁট দুটো ভ্রন্‌স্কির দিকে এগিয়ে দিল, আর তার পরেই আবার পা ঠুকতে লাগল।

"আস্তে বাপু, আস্তে," বলে ভ্রন্‌স্কি পিঠটা আস্তে চাপড়ে দিল; ঘোড়াটা সত্যিই ভাল; খুসি মনে সে খোয়াড় থেকে বেরিয়ে এল।

ঘোড়ার উত্তেজনাটা যেন ভ্রন্‌স্কির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে; ঘোড়াটার মতই তার বুকের ভিতরটাও ঢিপ-ঢিপ করছে; তারও ছুটাছুটি করতে ইচ্ছা করছে, কামড়াইতে ইচ্ছা করছে; মনের মধ্যে যুগপৎ ভয়ংকর ও সুন্দরের উথাল-পাথাল।

সে ইংরেজটিকে বলল, "দেখুন, আপনার উপর কিন্তু আমি অনেক ভরসা রাখি। ঠিক সাড়ে ছ'টায় উপস্থিত থাকবেন।"

ইংরেজটি বলল, "সব কিছু ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনি কি এখনই কোথাও যাচ্ছেন হুজুর?" হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সে জিজ্ঞাসা করে বসল।

ভ্রন্‌স্কি অবাক হয়ে মাথা তুলল; লোকটির ধৃষ্টতায় সে অবাক হয়েছে। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল যে মনিব হিসাবে নয়, জকি হিসাবেই সে তাকে প্রশ্নটি করেছে তখন সে জবাবে বলল:

"আমাকে ব্রিয়ান্‌স্কির সঙ্গে দেখা করতেই হবে। এক ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি ফিরব।"

একদিনে এই একই প্রশ্ন তাকে কতবার করা হল! নিজের মনেই কথাটা

বলে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, অথচ এটা তার পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়।

ইংরেজটি বলল, "দৌড়ের আগে শান্ত থাকা, সংযত থাকাটাই বড় কথা। মেজাজ ঠিক রাখবেন, কোন কিছুতেই উত্তেজিত হবেন না।"

"ঠিক আছে," হেসে কথাটা বলে ভ্রন্স্কি গাড়িতে উঠে বসল; কোচয়ানকে বলল পিতারহফ্-এ যেতে।

আকাশে যে মেঘটা সকাল থেকেই জমছিল, এবার কয়েক পা যেতে না যেতেই সে মেঘ মুষলধারায় নেমে এল।

গাড়ির ছাদটা টেনে দিয়ে ভ্রন্স্কি বলল, এতো খুব খারাপ হল। একেই রাস্তা কর্দমাক্ত, এখন তো জলাভূমি হয়ে যাবে। ঢাকা গাড়িতে একাকী বসে সে মায়ের চিঠি ও ভাইয়ের চিঠিটা আর একবার পড়বার জন্ত বের করল।

হ্যাঁ, সেই একই ব্যাপার। সব্বাই—মা, ভাই—সকলেই তার মনের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে। সাধারণত সে রাগে না, কিন্তু এই হস্তক্ষেপে সে ভীষণ রেগে গেল। এতে তাদের কি? যে-সে সব্বাই কেন ভাবছে যে আমার উপর নজর রাখাটাই তাদের কর্তব্য কর্ম? কেন তারা এভাবে আমাকে বিরক্ত করছে? কারণ তারা ব্যাপারটা বুঝতেই পারে না। এটা যদি সাধারণ কোন কেলেংকারির ব্যাপার হত তাহলে তারা আমাকে শান্তিতে থাকতে দিত। তারা বুঝতে পেরেছে যে এটা একটা আলাদা ব্যাপার, একটা সখমাত্র নয়, এই নারী আমার কাছে জীবনেরও অধিক। সেটাই তারা বুঝতে পারে না, আর তাই বিরক্তি বোধ করে। আমাদের কপালে যাই ঘটুক, তার জন্ত তো আমরাই দায়ী থাকব, কারও কাছে কখনও নালিশ জানাব না। "আমরা" বলতে সে আন্নাকেও নিজের সঙ্গে জড়িয়ে কথাটা বলল। তা নয়, কেমন করে বাঁচতে হবে, সেটাও তারাই আমাদের শেখাবে। সুখ কাকে বলে সে বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই; তারা বুঝতে পারে না যে ভালবাসা ছাড়া আমাদের কাছে সুখ-দুঃখ বলেই কিছু থাকতে পারে না; এমন কি জীবনের অস্তিত্বও না।

তার রাগের আরও কারণ এই যে সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করে, তারা ঠিক পথেই চলেছে। যে ভালবাসা তাকে ও আন্নাকে একসূত্রে বেঁধেছে সেটা কোন সাময়িক ক্ষণস্থায়ী উন্মাদনামাত্র নয়। এই ভালবাসাকে নিয়ে তাদের দু'জনকে কত যে যন্ত্রণা সইতে হচ্ছে তা সে ভাল করেই জানে। কত কষ্ট করে যে তাদের ভালবাসাকে সমাজের চোখের আড়ালে রেখে চলতে হয়, কত মিথ্যা বলতে হয়, প্রবঞ্চনা করতে হয়। জীবনের যে সময়টাতে নিজেদের ভালবাসা ছাড়া আর কিছু ভাবাই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তখনই তাদের অনবরত ভাবতে হয় অপরের কথা, কেমন করে তাদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে চলা যায় সেই ভাবনা।

যে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, কতবার যে তারই আশ্রয় তাকে

নিতে হয়েছে সে সব কথাই তার স্পষ্ট মনে পড়ে গেল ; আরও বেশী স্পষ্ট করে মনে পড়ল সেই সব পরিস্থিতির কথা যখন সে দেখেছে, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়ে আন্না কী গভীর লজ্জায় অভিভূত হয়েছে। তীব্র ঘৃণায় তার মনটা রি-রি করে উঠেছে। কিন্তু সে জানে না সে ঘৃণা কার বিরুদ্ধে : কারেনিন ? সে স্বয়ং ? সমাজ ? সে বলতে পারে না। সে অনুভূতিকে সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছে। আজও সে অনুভূতিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে নিজের চিন্তার স্রোতেই গা ভাসিয়ে দিল।

আগে আন্না ছিল অসুখী, গর্বিত, কিন্তু শান্ত ; কিন্তু এখন বাইরে বোঝা না গেলেও সে আর নিজের মধ্যে সেই প্রশান্তি ও আত্ম-মর্যাদাকে ধরে রাখতে পারছে না। হঁ্যা, এ অবস্থার অবসান ঘটাতেই হবে, দৃঢ়তার সঙ্গে সে নিজের মনেই কথাগুলি বলল।

এই প্রথম সে পরিষ্কার বুঝতে পারল, যে মিথ্যার মধ্যে তারা বাস করছে তার অবসান ঘটাতেই হবে ; আর সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। মনে মনে বলল, "দু'জনে মিলে সব কিছু ছেড়ে চলে যাব, একাকি, শুধু সঙ্গে নিয়ে যাব আমাদের ভালবাসাকে।"

॥ ২২ ॥

বৃষ্টি বেশীক্ষণ চলল না ; সে যখন গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেল তখন সূর্য মেঘের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে, পথের দু'ধারের বাড়ির ছাদে ও বাগানের বুড়ো লেবু গাছের মাথায় সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে, গাছের ডাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে, আর কার্ণিশ বেয়ে জল ঝরছে। বৃষ্টিতে ঘোড় দৌড়ের মাঠের ক্ষতির কথা এখন আর সে ভাবছে না ; বরং বৃষ্টির জন্য আন্নাকে যে বাড়িতে পাওয়া যাবে এই চিন্তাতেই সে খুসি। হয় তো তাকে একাই পাবে, কারণ সে জানে কারেনিন সবেমাত্র বিদেশের একটি খনিজ কুণ্ড থেকে ফিরেছে ; তাই এখনও তার পিতার্সবুর্গ থেকে গ্রামে ফেরার সময় হয় নি।

তাকে একলা পাবার জন্য ছোট সেতুটা পার হবার আগেই ভ্রন্স্কি গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল ; অন্যের দৃষ্টি এড়াবার জন্য সে সব সময়ই এ রকম করে থাকে। রাস্তার উপরকার দরজা দিয়ে বাড়িতে না ঢুকে সে উঠোনটা ঘুরে গেল।

"মনিব বাড়ি আছেন কি ?" সে মালীকে জিজ্ঞাসা করল।

"না স্যার, তবে কর্ত্রী আছেন। সামনের দরজা দিয়ে যান স্যার, সেখানে চাকর আছে, আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাবে।" মালী জবাবে বলল।

"না, আমি বাগান পেরিয়েই যাব।"

সে একলাই আছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে আন্নাকে অবাক করে দেবে ঠিক করল। সে আসবে বলে কোন কথা দেয় নি, আর আন্নাও আশা করতে পারে না যে ঘোড়দৌড়ের দিন সে এখানে আসতে পারে। কাজেই তলোয়ারটাকে পায়ের সঙ্গে এঁটে ধরে পথের বালির উপর নিঃশব্দে পা ফেলে সে চুপি চুপি এগিয়ে চলল। শেষ পর্যন্ত বাগানের উপরকার বারান্দায় গিয়ে উঠল। এতক্ষণে বিপদ ও কষ্টের সব ভাবনা তার মন থেকে একেবারে দূর হয়ে গেল। শুধু একটিমাত্র চিন্তা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল: এখনই সে তাকে দেখতে পাবে—মনের চোখে নয়, জীবন্ত, বাস্তব রূপে। কোন রকম শব্দ না করে বারান্দার সিঁড়িতে পা দিতেই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সেই কথাটি যা সে সব সময়ই ভুলে যায়, তাদের দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে যা সব চাইতে দুশ্চিন্তার বস্তু: আন্নার ছেলের জিজ্ঞাসু এবং হয় তো বা বিরূপ দৃষ্টি।

এই ছেলেটির মত আর কেউই তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় না। সে উপস্থিত থাকলে ভ্রন্‌স্কি ও আন্নার সব কথাই যেন হারিয়ে যায়। একটি শিশুর পক্ষে বোধগম্য নয় এমন কোন কথাই তারা ছেলেটির সামনে উচ্চারণ পর্যন্ত করে না। তাকে ঠকাবার কথা তারা ভাবতেই পারে না। তার উপস্থিতিতে তারা পরস্পরের প্রতি পরিচিত জনের মতই ব্যবহার করে। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও ভ্রন্‌স্কি অনেক সময়ই লক্ষ্য করেছে, সেরেঁাই বিচলিতভাবে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে; লক্ষ্য করেছে একটা আশ্চর্য লাজুকতা ও মনোভাবের দ্রুত পরিবর্তন—এই স্নেহশীল, পরমুহূর্তেই নিস্পৃহ ও উদাসীন। সে যেন অনুভব করে যে এই লোকটি ও তার মায়ের মধ্যে এমন একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে যা তার বুদ্ধির অতীত।

সত্যি সত্যি ছেলেটি তাদের সম্পর্ককে বুঝতে পারে না; অনেক চেষ্টা করেও আবিষ্কার করতে পারে নি এই লোকটির প্রতি তার মনোভাব কি হওয়া উচিত। শিশু-মনের স্বাভাবিক অনুভূতিপ্রবণতার ফলেই সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে মুখে কিছু না বললেও তার বাবা, তার শিক্ষয়িত্রী, তার নার্স—সকলেই ভ্রন্‌স্কিকে অপছন্দ করে, তাকে ভয় ও বিতৃষ্ণার চোখে দেখে; আর তার মা তাকে দেখে প্রিয়তম বন্ধুর মত।

এর অর্থ কি? সে কে? তাকে আমি কেমন করে ভালবাসব? এ যদি আমি না বুঝতে পারি তো সে দোষ নিশ্চয় আমার; আমিই বোকা ও দুষ্টু; এই জন্যই সে অনেক সময় জিজ্ঞাসু ও বিরূপ দৃষ্টিতে ভ্রন্‌স্কিকে দেখে; তার লাজুকতা ও মনোভাব পরিবর্তনের কারণও এই। ছেলেটির উপস্থিতিতে ভ্রন্‌স্কি ও আন্না দু'জনের মনেই সেই ভাবের উদয় হয় যে ভাব জাগে কোন সমুদ্রগামী জাহাজের ক্যাপ্টেনের মনে যখন দিগদর্শন যন্ত্রে সে দেখতে পায় যে তীব্র গতিতে সে নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে অন্য পথে ছুটে চলেছে, অথচ সে ভুল

সংশোধন করতে সে অক্ষম; প্রতি মুহূর্তে সে নির্দিষ্ট পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, অথচ সে কথা স্বীকার করতে সাহস করছে না, কারণ সে কথা স্বীকার করার অর্থই অনিবার্য ধ্বংসকে মেনে নেওয়া।

নির্দিষ্ট পথ থেকে তারা যে কতটা সরে গেছে—সেটা তারা জেনেও জানতে চায় না—এই নিষ্পাপ শিশুটির জীবনই তার দিগ্‌দর্শন যন্ত্র।

আজ সের্গেই বাড়িতে নেই; বেড়াতে বেরিয়ে বৃষ্টিতে আটকা পড়েছে; আন্না একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। একটি দাসী ও চাকরকে তার খোঁজে পাঠিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কাজ-করা একটা ঢিলে সাদা গাউন পরে বারান্দার এক কোণে ফুলের মাঝখানে বসে আছে; ভ্রন্‌স্কির আসাটা টের পায় নি। মাথায় একঢাল কালো কোঁকড়া চুল; রেলিং-এর উপরকার একটা ফুলের টবের উপর ঝুঁকে ঠাণ্ডা টবটাকে দুই হাতে কপালে ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে আছে; হাতের আংটিগুলো সবই ভ্রন্‌স্কির চেনা। তার দেহের সৌন্দর্য, মাথা, গলা, হাত—যতবার ভ্রন্‌স্কি তাকে দেখে ততবারই এ সব কিছুই যেন নতুন করে তার কাছে সুন্দর হয়ে ওঠে। গভীর আবেগের সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আন্নাকে দেখতে লাগল। সবে তার দিকে একটা পা ফেলতে যাবে এমন সময় আন্না তার উপস্থিতি টের পেয়ে টবটা রেখে দিয়ে রক্তিম মুখে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

আন্নার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভ্রন্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার? তোমার শরীর খারাপ না কি?"

ভ্রন্‌স্কির হাতটা চেপে ধরে আন্না জবাব দিল, "না, আমি ভাল আছি। কিন্তু আমি তো ভাবতেই পারি নি—তুমি আসবে।"

ভ্রন্‌স্কি বলল, "হা ভগবান, তোমার হাত কী ঠাণ্ডা!"

আন্না বলল, "তুমি তো আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! আমি একা সের্গেই-র জন্য অপেক্ষা করছি; সে বেড়াতে বেরিয়েছে; ওরা ওদিক থেকে ফিরবে।"

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল।

ভ্রন্‌স্কি কথা বলার সুবিধার জন্য ফরাসী ভাষায় বলল, "এসে পড়েছি বলে আমাকে ক্ষমা কর, কিন্তু তোমাকে না দেখে একটা পুরো দিন আমি থাকতে পারি না।"

"এতে ক্ষমা করার কি আছে? তুমি আসায় আমি কত খুসি হয়েছি।"

তখনও তার হাত দুটি ধরে ঝুঁকে পড়ে ভ্রন্‌স্কি বলল, "কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি হয় অসুস্থ, নয় তো চিন্তিত। কি চিন্তা করছিলে?"

"সেই একই চিন্তা," সে হেসে জবাব দিল।

সে সত্যি কথাই বলেছে। যে কোন সময়, যে কোন মুহূর্তে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সে কি ভাবছিল, তাহলে তার একটি মাত্রই জবাব: সেই একই

চিন্তা—আমার সুখ, আমার দুঃখ। ভ্রন্‌স্কির আসার মুহূর্তেও আন্না সেই কথাই ভাবছিল : অন্ত সকলের পক্ষে—ধরা যাক বেৎসির পক্ষে, সে তো জানে তুশকেভিচ-এর সঙ্গে বেৎসির গোপন ব্যাপার-স্যাপার আছে—যা এত সহজ, তার বেলায় সেটা এত যন্ত্রণাদায়ক কেন ? বর্তমানে এই চিন্তা যে তাকে কষ্ট দিচ্ছে, তার কতকগুলি বিশেষ কারণও আছে। সে ভাবতে লাগল : ওকে কি সব বলব, না থাকবে ? সে এখন এত সুখে আছে, ঘোড় দৌড় নিয়ে এত মেতে আছে, যে আমাদের দিক থেকে সে কথার গুরুত্ব সে বুঝতেই পারবে না।

ভ্রন্‌স্কি বলল, "কিন্তু আমি আসার সময় তুমি কি এত ভাবছিলে বললে না তো, দয়া করে বল।"

কোন জবাব না দিয়ে আন্না মাথাটা একটু নীচু করল ; দীর্ঘ পল্লবশোভিত উজ্জ্বল চোখে ভুরুর নীচ দিয়ে ভ্রন্‌স্কির দিকে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল। যে হাত দিয়ে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে খেলা করছিল সেটা কাঁপছে। তা দেখে ভ্রন্‌স্কির মুখে যে আনুগত্য ও দাসসুলভ অনুরাগ ফুটে উঠল তাতেই আন্নার মন গলে গেল।

"আমি বুঝতে পারছি একটা কিছু ঘটেছে। তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে অথচ আমি তার অংশ নিতে পারছি না—এ কথা জানবার পরে কি এক মুহূর্তের জন্যও আমি শান্তিতে থাকতে পারি ? ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বল," ভ্রন্‌স্কি মিনতি করে বলল।

কিন্তু বললে যদি সে তার গুরুত্ব না বুঝতে পারে ! তার চাইতে না বলাই তো ভাল। নিয়তিকে ডেকে আনব কেন ? আন্নার হাতটা আরও জোরে কাঁপতে লাগল।

তার হাতটা ধরে ভ্রন্‌স্কি বলল, "ঈশ্বরের দোহাই !"

"সত্যি শুনতে চাও ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ !"

"আমার সন্তান হবে," ধীরে ধীরে নরম গলায় সে বলল।

হাতের পাতাটা আরও জোরে কাঁপছে ; কিন্তু সে চেয়ে আছে ভ্রন্‌স্কির চোখের দিকে ; দেখতে চাইছে কি ভাবে সে সংবাদটাকে নেয়। ভ্রন্‌স্কির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল ; কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল ; আন্নার হাতটা ছেড়ে দিয়ে মাথা নীচু করল। আন্না ভাবল, হ্যাঁ, সম্পূর্ণ গুরুত্বটা সে বুঝতে পেরেছে ; সকৃতজ্ঞ চিত্তে সে ভ্রন্‌স্কির হাতটা চেপে ধরল।

কিন্তু সে ভুল করেছে। নারী হিসাবে এ সংবাদের যে গুরুত্ব সে উপলব্ধি করেছে, ভ্রন্‌স্কি সে ভাবে সংবাদটাকে নিতে পারে নি। সে শুধু বুঝতে পেরেছে, যে চরম অবস্থা সে কামনা করেছিল এবার সেটি দেখা দিয়েছে ; তাদের সম্পর্কের কথা আন্নার স্বামীর কাছ থেকে আর গোপন করে রাখা

চলবে না ; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান ঘটাতেই হবে। অনুরক্ত ভক্তের চোখে সে আন্নার দিকে চোখ ফেরাল, তার হাতে চুমো খেল, উঠে দাঁড়িয়ে নীরবে বারান্দায় হাঁটতে লাগল।

আবার কাছে এসে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ, আমরা কেউই আমাদের সম্পর্ককে হাল্কাভাবে নেই নি, আর এখন তো আমাদের ভাগ্য নিশ্চিত হয়ে গেল। যে মিথ্যার ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি এবার তার অবসান ঘটাতে হবেই।"

"অবসান ঘটাবে ? কেমন করে ঘটাবে আলেক্সি ?" সে নরম গলায় প্রশ্ন করল। এখন সে শান্ত হয়েছে ; স্মিত হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত হয়েছে।

"তোমার স্বামীকে ছাড়তে হবে ; আমাদের জীবন এক হয়ে যাবে।"

"এক তো হয়েই আছে," আন্না অস্ফুট স্বরে বলল।

"হ্যাঁ, কিন্তু পুরোপুরি, পুরোপুরি হতে হবে।"

"কিন্তু কেমন করে আলেক্সি ? আমাকে বলে দাও, কেমন করে," নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে বিষণ্ণ উপহাসের স্বরে সে বলল। "এ অবস্থা থেকে উদ্ধারের কি কোন পথ আছে ? আমি কি আমার স্বামীর স্ত্রী নই ?"

"যে কোন অবস্থা থেকেই উদ্ধারের পথ থাকে। আমাদের শক্ত হতে হবে। যে অবস্থায় আমরা আছি তার তুলনায় অন্য যে কোন অবস্থাই শ্রেয়। আমি তো দেখতে পাচ্ছি, সব কিছুই তোমার কাছে যন্ত্রণাস্বরূপ—তোমার সমাজ, তোমার ছেলে, তোমার স্বামী।"

"শুধু আমার স্বামীকে বাদ দিয়ে," স্পষ্ট ঘৃণার সঙ্গে সে বলল। "আমি জানি না, তার কথা আমি ভাবিও না। তার কোন অস্তিত্বই নেই।"

"তুমি মনের কথা বলছ না। আমি তোমাকে চিনি। তার চিন্তাও তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে।"

"সে এখনও জানেই না," বলেই হঠাৎ তীব্র লজ্জায় তার মুখ, গাল, কপাল ও গলা লাল হয়ে উঠল ; অসম্মানের অশ্রুতে দুই চোখ ভরে উঠল।

"তার কথা আমার কাছে বলো না।"

॥ ২৩ ॥

ভ্রন্‌স্কি এর আগেও অনেকবার এ নিয়ে আন্নার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে চেয়েছে, কিন্তু আন্না কোন সময়ই পরিষ্কার করে নিজের কথা বলতে চায় নি। কিন্তু আজ একটা ফয়সালা করতে ভ্রন্‌স্কি কৃতসংকল্প।

স্বভাবসিদ্ধ শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় সে বলল, "সে জানুক আর নাই জানুক, সেটা আমাদের দেখবার কথা নয়। বর্তমান অবস্থায় তুমি আর থাকতে পার না, কিছুতেই পার না—বিশেষ করে এখন তো নয়ই।"

সেই একই তরল পরিহাসের সুরে আন্না বলল, "কি করতে হবে বলে তুমি মনে কর?" তার ভয় ছিল সন্তান সম্ভাবনার কথাটা সে হয় তো হাল্কা ভাবে নেবে; কিন্তু এখন সে যে এটাকেই চরম পন্থা গ্রহণের যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে তাতে সে বিরক্ত।

"তুমি তাকে সব কথা জানাবে; তাকে ছেড়ে আসবে।"

"খুব ভাল কথা; ধর, ঠিক তাই করলাম। তুমি কি জান তারপর কি হবে? আমি আগে থেকেই বলে দিতে পারি।" এক মুহূর্ত আগে যে চোখ দুটি ছিল কোমল, এখন তাতে জ্বলে উঠল ঘৃণার আগুন। "আচ্ছা, তুমি তাহলে অন্য পুরুষকে ভালবাস; তার সঙ্গে পাপ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছ?" ঠিক কারেনিনার মত করেই "পাপ" কথাটার উপর জোর দিয়ে সে স্বামীর নকল করে কথাগুলি বলল। "ধর্ম, আইন ও পরিবারের দিক থেকে এর অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে আমি তোমাকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম। তুমি আমার কথা শোন নি। এখন আমার নামকে কলংকিত হতে আমি দেব না।" ...আন্না বলতে চেয়েছিল "এবং আমার ছেলের নামকে," কিন্তু ছেলের নাম নিয়ে ঠাট্টা তার জিভে এল না।

সে আরও বলল, "এমনি সব কথা।" এক কথায়, তার নিজস্ব আইন-মাফিকভাবে অত্যন্ত স্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেবে, সে আমাকে মুক্তি দিতে পারে না; এই প্রকাশ্য কেলেংকারি বন্ধ করতে সে সাধ্যমত চেষ্টা করবে। তার যা কথা তাই কাজ; আর সে কাজ সে করবে শান্ত চিত্তে, অতি নিখুঁতভাবে। এই ঘটবে। সে মানুষ নয়, একটি যন্ত্র বিশেষ, আর রাগলে সে যন্ত্রটি বড় ভয়ংকর।" কারেনিনকে সে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে—তার চেহারা, তার চরিত্র, তার কথা বলার ভঙ্গী, সব কিছু; আর তার মধ্যে যা কিছু মন্দ সে সব কিছুর জন্য তাকেই সে দোষী করল, এবং যে ভয়ংকর দোষে সে নিজে দোষী তার জন্যও তাকে ক্ষমা করতে সে নারাজ।

তাকে শান্ত করবার জন্য ভ্রন্স্কি ধীর গলায় তাকে বুঝিয়ে বলতে লাগল, "কিন্তু আন্না, তবু তাকে বলা দরকার; তারপর সে কি ব্যবস্থা নেয় তা দেখে আমরাও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারব।"

"কি করবে? পালিয়ে যাবে?"

"নয় কেন? যে ভাবে চলছে তা চলতে পারে না—আমার দিক থেকেও না। তুমি যে কত কষ্ট পাচ্ছ সে তো আমি দেখতে পাচ্ছি।"

আন্না রেগে বলল, "ওঃ, দু'জনে পালিয়ে যাব, আর আমি হব তোমার রক্ষিতা?"

"আন্না!" মৃদু তিরস্কারের সুরে সে তার নাম ধরে ডাকল।

আন্না তবু বলল, "হ্যাঁ, আমি হব তোমার রক্ষিতা, আর সব কিছু হারিয়ে বসব।"

আবারও তার ঠোঁটে এসেছিল : আমার ছেলে, কিন্তু সে কথাটা আর উচ্চারণ করতে পারল না।

ভ্রন্‌স্কি বুঝতে পারল না, আন্নার এত শক্তি ও চারিত্রিক সংহতি সত্ত্বেও কেন সে এই মিথ্যাকেই সহ্য করতে চায়, অথচ এর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না ; অনুচ্চারিত "ছেলে" শব্দটিই যে তার কারণ সেটা সে ধরতে পারল না। যখনই তার ছেলের কথা ভাবে, যে মা তার বাবাকে ত্যাগ করেছে পরবর্তীকালে তার প্রতি সে কি মনোভাব পোষণ করবে সে কথা ভাবে, তখনই সে নিজের কাজের জন্য এতদূর ভীত হয়ে পড়ে যে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলে, আর চিরন্তন নারীর মতই মিথ্যা বাক্যে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে ; অবস্থা যেমন আছে তেমনই চালাবার স্বপক্ষে অজুহাত খোঁজে ; আর "আমার ছেলের কি হবে ?" এই কঠোর প্রশ্নকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে।

"আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, মিনতি করছি, আর কখনও এসব কথা আমাকে বলো না।" ভ্রন্‌স্কির হাত ধরে সে কথাগুলি বলল ; তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ কোমল ও আন্তরিক হয়ে উঠেছে।

"কিন্তু আন্না—"

"না। সব কিছু আমার উপর ছেড়ে দাও। আমার অবস্থার যত আতংক, যত নীচতা সব আমি বুঝি। কিন্তু তুমি যা বলছ সেটা তুমি যত সহজ ভাবছ আসলে তা নয়। সব আমার উপর ছেড়ে দাও ; আমার কথা মত চল। আর এ কথা কখনও আমাকে বলো না। কথা দিলে ?...না, না, কথা দাও !"

"তুমি যা বলবে তাই করব, কিন্তু শান্তিতে থাকতে পারব না, বিশেষ করে এই মাত্র যা বললে তার পরে। তুমি শান্তিতে না থাকলে আমিও শান্তিতে থাকতে পারি না।"

আন্না বলল, "আমি ? হ্যাঁ, সময় সময় আমি অশান্ত হয়ে পড়ি ; কিন্তু তুমি এ কথা না বললেই সেটা কেটে যাবে। যখনই তুমি এ সব কথা বল তখনই আমি অশান্ত হয়ে উঠি।"

"আমি বুঝতে পারি না—" সে বলল।

আন্না বাধা দিল, "তোমার মত সৎ লোকের পক্ষে মিথ্যাচার যে কত কষ্টকর তা আমি বুঝি। তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়। অনেক সময় ভাবি, আমার জন্য তোমার জীবনটা তুমি নষ্ট করলে।"

ভ্রন্‌স্কি বলল, "এই মাত্র আমিও ভাবছিলাম, আমার জন্য তুমি কেমন করে তোমার সব কিছু বিসর্জন দিয়েছ। তোমাকে এই কষ্টে ফেলবার জন্য নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারি না।"

ভ্রন্‌স্কির আরও কাছে ঘেঁসে ভালবাসার উচ্ছ্বসিত হাসিতে তার চোখে

চোখ রেখে আন্না বলল, "আমার কষ্ট? আমার ক্ষুধার্ত মুখে তুমি আহার দিয়েছ।···আমি কষ্টে আছি? না, না, এই তো আমার সুখ।···"

এই সময় ছেলের আসার শব্দ শুনতে পেয়ে বারান্দার চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে সে উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়াল। ভ্রন্‌স্কির অতি পরিচিত সেই আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল তার চোখে; আংটি-পরা মৃণাল বাহু দুটি তুলে ভ্রন্‌স্কির মাথাটা জড়িয়ে ধরল; একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল; তারপর স্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত মুখখানি এগিয়ে নিয়ে অতি দ্রুত ভ্রন্‌স্কির ঠোঁটে ও দুই চোখের পাতায় চুমো খেয়েই তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। যাবার জন্য মুখ ফেরাতেই ভ্রন্‌স্কি তাকে ধরে ফেলল।

উচ্ছ্বসিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি বলল, "কখন?"

"আজ রাত একটায়," ফিস ফিস করে বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর ছেলেকে দেখতে দ্রুত পায়ে সেখান থেকে চলে গেল।

বড় বাগানটাতেই সের্গেই বৃষ্টি পেয়েছিল, আর নার্সকে নিয়ে তাদের গ্রীষ্মাবাসেই আশ্রয় নিয়েছিল।

আন্না ভ্রন্‌স্কিকে বলল, "তাহলে বিদায়। আমিও শিগ্‌গিরই ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাচ্ছি। বেৎসি কথা দিয়েছে, আমাকে নিয়ে যাবে।"

ভ্রন্‌স্কিও ঘড়িটা দেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

॥ ২৪ ॥

কারেনিনদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভ্রন্‌স্কি যখন ঘড়ি দেখেছিল তখন তার মন নিজের চিন্তায় এতই বিচলিত ও বিব্রত হয়ে ছিল যে ঘড়ির কাঁটা দুটো চোখে পড়লেও তখন ক'টা বাজে তা সে একটুও বুঝতে পারে নি। বড় রাস্তায় পড়ে পথের কাদা এড়িয়ে কোন রকমে গাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হল। নিজের সুখের চিন্তায় সে তখন এতই মশগুল যে ক'টা বাজে, বা ব্রিয়ান্‌স্কির কাছে যাবার মত সময় হাতে আছে কি না সে সব কথা ভাববার মত অবস্থা তার ছিল না। একটা ঝাকড়া লেবু গাছের ছায়ায় কোচয়ান গাড়ির বক্সে বসে ঝিমুচ্ছে, ঘর্মাক্ত ঘোড়াগুলোর গায়ে এক পাল ডাঁশ বসে চিকমিক করছে। লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে কোচয়ানকে হুকুম দিল, ব্রিয়ান্‌স্কির বাড়ি চালাও। মাইল পাঁচেক যাবার পরে হুঁশ ফিরে এলে আর একবার ঘড়ি বের করে দেখল, সাড়ে পাঁচটা বাজে; বুঝতে পারল, তার দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু সে ব্রিয়ান্‌স্কিকে কথা দিয়েছে, কাজেই তার কাছে যাওয়া স্থির করেই সে কোচয়ানকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘোড়া ছোটাতে বলল।

ব্রিয়ান্‌স্কির বাড়ি পৌঁছে সেখানে মাত্র পাঁচ মিনিট কাটিয়ে সে আবার জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। গাড়ির দ্রুত তালে তার মন অনেকটা শান্ত হল। আন্নার ব্যাপার নিয়ে মনের অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তা কেটে গেল। সাগ্রহ

উত্তেজনায় আসন্ন ঘোড় দৌড়ের কথাই শুধু ভাবতে লাগল, যদিও আজ রাতে আন্নার সঙ্গে দেখা হবার সানন্দ প্রত্যাশাও মাঝে মাঝেই মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল।

বিভিন্ন পল্লী-ভবন ও সেণ্ট পিতার্সবুর্গ থেকে আগত গাড়ির পর গাড়ির ভিড় ঠেলে তারা যতই ঘোড় দৌড়ের মাঠের দিকে এগোতে লাগল, ভ্রন্‌স্কির উত্তেজনা ততই বাড়তে লাগল।

বাসাবাড়িতে তখন কেউ ছিল না; সকলেই ঘোড় দৌড়ে গেছে; খানসামাটি তার জন্য ফটকে অপেক্ষা করছিল। সে যখন সাজপোষাক পরছিল তখন খানসামা জানাল, দ্বিতীয় দৌড় এর মধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে; অনেক ভদ্রলোক তার খোঁজ করে গেছে; আর আস্তাবলের ছেলেটা দু'বার এসেছিল।

ধীরেসুস্থে পোষাক বদলে (কোন ব্যাপারেই সে তাড়াহুড়া করে না বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ হারায় না) সে কোচয়ানকে আস্তাবলে যাবার হুকুম দিল। আস্তাবলে ঢুকতেই মাখোতিন-এর সাদা মোজা পরা "গ্ল্যাডিয়েটর" কে দেখতে পেল; নীল-কমলা রঙের কাপড়ে ঢেকে তাকে মাঠে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

খোঁয়াড় খুলে দেওয়া হল। ফ্রু-ফ্রু-কেও জিন পরানো হয়েছে। এখনই মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে।

"আমার দেরি হয় নি তো?"

ইংরেজটি বলল, "ঠিক আছে! ঠিক আছে! সবই চমৎকার। ঠাণ্ডা থাকাটাই আসল কথা।"

ফ্রু-ফ্রু-র সারা শরীরটা উত্তেজনায় কাঁপছে। প্রিয় সুন্দরী ঘোটকীকে দেখতে দেখতেই ভ্রন্‌স্কি সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

প্যাভিলিয়নের সামনের দিকে সমাজের সব গণ্যমান্যরা সহজভাবে কথাবার্তা বলছিল। ভ্রন্‌স্কি ইচ্ছা করেই তাদের এড়িয়ে গেল। সে লক্ষ্য করল, সেই দলে আন্না আছে, বেৎসি আছে, তবে শ্যালিকাও আছে। পাছে মনঃসংযোগ নষ্ট হয়ে যায় এই ভয়ে সে ইচ্ছা করেই তাদের সঙ্গেও ভিড়ল না। অবশ্য পরিচিত অনেকের সঙ্গেই অনবরত দেখা হতে লাগল, আর তারাও আগেকার দৌড়ের বিবরণ দিল, তার দেরিতে আসার কারণ জানতে চাইল।

যে দৌড়টি এইমাত্র শেষ হল তার পুরস্কার বিতরণের ঘোষণা হতেই লোকে সেই দিকে ভিড় করে গেল। সেই সময় তার দাদা আলেক্সান্দার এসে তার সঙ্গে দেখা করল। সে একজন কর্ণেল, মাঝারি উচ্চতার মানুষ, দেহ-গঠন ভ্রন্‌স্কির মতই শক্তপোক্ত, তবে চোখ-মুখ আরও ভাল, নাকটা লাল, মুখেও মদ্যপানজনিত রক্তাভা।

সে প্রশ্ন করল, "আমার চিরকুট পেয়েছিলে কি? তোমার তো দেখাই পাওয়া যায় না।"

আলেক্সান্দার ভ্রন্স্কি লাম্পট্যপ্রবণ ; পাঁড় মদখোর বলে তার অখ্যাতিও আছে ; কিন্তু সে একজন সত্যিকারের রাজপুরুষ।

আলেক্সি ভ্রন্স্কি বলল, "তোমার চিরকুট আমি পেয়েছি ; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এতে তোমাদের এত মাথা ব্যথা কেন সেটাই আমি বুঝতে পারছি না।"

"আমার মাথা ব্যথা এই জন্য যে, এই মাত্র আমি শুনলাম তুমি এখানে ছিলে না, আর সোমবারে তোমাকে পিতারহফ্-এ দেখা গিয়েছিল।"

"এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে যা নিয়ে একমাত্র তারাই আলোচনা করতে পারে যারা তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, আর যে বিষয়ে তুমি কথা বলছ সেটাও সেই রকমই একটি বিষয়।"

"ওঃ, কিন্তু সে লোক তো সামরিক চাকরি করে না, সে—"

"আমার মিনতি, এ ব্যাপারে নাক গলিও না, বাস।" ভ্রন্স্কির বিরক্ত মুখ সাদা হয়ে গেল ; তার নীচু চোয়ালটা কাঁপতে লাগল ; এ রকম অবস্থা কদাচিৎ ঘটে। স্বভাবতই সে দয়ালু-হৃদয়, সহজে রাগে না, কিন্তু যখন রাগে, তার থুত্নি যখন কাঁপতে থাকে তখন, তার দাদাও জানে, সে বড় ভয়ংকর হয়ে ওঠে। আলেক্সান্দার খুসির হাসি হাসল।

"আমি শুধু মায়ের চিঠিটা দিতেই এসেছিলাম। জবাব দিও ; আর দৌড়ের আগে বিচলিত হয়ো না। ভাগ্যবান হও," কথাগুলি বলে সে চলে গেল।

সে চলে যেতে না যেতেই আর একটি বন্ধু তাকে ডেকে থামাল।

"তুমি যে পুরনো বন্ধুদের চিনতেই পারছ না হে! কেমন আছ বন্ধু!" কথাগুলি বলল অব্লন্স্কি। "কাল এখানে এসেছি ; তোমার জয় দেখতে চাই। কখন দেখা হবে?"

ভ্রন্স্কি বলল, "কাল আমার বাসায় এস।" বন্ধুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে সে মাঠের মাঝখানে চলে গেল। সবিঘ্ন দৌড়ের জন্য সব ঘোড়াই সেখানে হাজির হয়েছে।

নিজের ঘোড়াটার কাছে যাবার জন্য পা বাড়াতেই আর একটি পরিচিত লোক এসে বাধা দিল।

বলল, "আরে, ওই তো কারেনিন। নিশ্চয় তার স্ত্রীকে খুঁজছে ; স্ত্রী তো বসেছে প্যাভিলিয়নের ভিতরে। তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে কি?"

"না, দেখা হয় নি।" কথা ক'টি বলেই প্যাভিলিয়নের দিকে চোখ না ফিরিয়েই ভ্রন্স্কি ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল।

এই সময় অশ্বচালকদের যার যার সংখ্যা সংগ্রহ করবার জন্য ডাকছিল। সতেরো জন অফিসার প্যাভিলিয়নের সামনে গিয়ে সংখ্যা সংগ্রহ করল। ভ্রন্স্কির সংখ্যা সাত। নির্দেশ ঘোষণা করা হল: "ঘোড়ায় চড়ুন!"

প্রশিক্ষক ইংরেজ কর্ড মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "চড়ে বসুন, তাহলেই স্নায়বিক অস্বস্তিটা কেটে যাবে।" সে আরও বলল, "তাড়াহুড়া করবেন না। মনে রাখবেন : বাধার সামনে গিয়ে কখনও লাগাম টানবেন না এবং ঘোড়ার পেটে পা দিয়ে ঠুকবেন না ; ওকে খুসিমত ছুটতে দেবেন।"

লাগাম হাতে নিয়ে ভ্রনস্কি বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

"যদি এগিয়ে যেতে পারেন তো ভাল কথা ; পিছিয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়বেন না।"

॥ ২৫ ॥

সবিঘ্ন দৌড়ে অংশ গ্রহণ করেছে সতেরো জন অফিসার। দৌড়ের পথ প্যাভিলিয়নের সামনে তিন মাইল লম্বা একটি ডিম্বাকৃতি বৃত্ত। মোট নটি বাধা রাখা হয়েছে : একটি স্রোতধারা, পাঁচ ফুট উঁচু একটি দেয়াল, একটি শুকনো নালা, একটি জলপূর্ণ নালা, একটি পাহাড়, একটি আইরিশ প্রতিবন্ধক (বোধ হয় এটাই সব চাইতে শক্ত)—একটি স্তূপের উপরে এমনভাবে ঝোপ-ঝাড় সাজিয়ে রাখা হয়েছে যাতে ওপারের নালাটা দেখা না যায় এবং তার ফলে ঘোড়াটা হয় একলাফেই স্তূপ ও নালা পেরিয়ে যাবে, আর নয় তো মারা পড়বে ; তার পরে আছে আরও দুটি জলপূর্ণ ও একটি শুকনো নালা। দৌড় শুরু হবে প্যাভিলিয়ন থেকে দু'শ' গজ দূর থেকে, কিন্তু শেষ হবে প্যাভিলিয়নের সামনে এসে। প্রথম প্রতিবন্ধক সাত ফুট চওড়া ঝর্ণাটা রয়েছে সেখানে ; অশ্বারোহীরা সেটা এক লাফে বা হেঁটে হেঁটে যে ভাবে ইচ্ছা পার হতে পারবে।

...ভ্রনস্কি প্রথম তিনটি বাধাকে সহজেই পার হয়ে গেল। আশানুরূপ ভাবেই সে অন্য সব ঘোড়াকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু এই সময় "গ্ল্যাডিয়েটর"-এর ক্ষুরের শব্দ ও হ্রেষা রব তার কানে এল। সামান্য চেষ্টাতেই তার ঘোড়ার গতি দ্রুততর হল ; "গ্ল্যাডিয়েটর"-এর ক্ষুরের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। সামনে রয়েছে সব চাইতে শক্ত বাধা—আইরিশ প্রতিবন্ধক ; সেটা যদি সকলের আগে পেরিয়ে যেতে পারে তাহলেই সে প্রথম হবে। সে বাধাও ফ্রু-ফ্রু অনায়াস ভঙ্গীতে পেরিয়ে গেল।

"সাবাস ভ্রনস্কি!" অনেক কণ্ঠের চীৎকার তার কানে এল। সে বুঝতে পারল এরা সকলেই তার রেজিমেন্টের বন্ধু ; চোখে না দেখলেও ইয়াশ্‌ভিন-এর গলা চিনতে তার ভুল হল না।

"ওরে আমার সুন্দরী!" ফ্রু-ফ্রুকে উদ্দেশ করে কথাক'টি বলেই সে কান পাতল। আবার "গ্ল্যাডিয়েটর"-এর ক্ষুরের শব্দ। আর একটি মাত্র বাধা—জলে ভর্তি পাঁচ ফুট চাওড়া একটি নালা। ভ্রনস্কি সেটার দিকে তাকালও

না. অন্ত সকলের কত আগে যাবে, তার মনে তখন শুধু এই চিন্তা; লাগামটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে তখন ঘোড়ার মাথা ও ক্ষুরের গতিকে একতালে আনতে চেষ্টা করছে। সে বুঝতে পারল, ঘোড়াটা শেষ শক্তি দিয়ে ছুটছে; শুধু যে গলা ও ঘাড় ঘামে ভিজে উঠেছে তাই নয়, মাথায়, কপালে, খাড়া কানের নীচেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে; জোরে জোরে শ্বাস টানছে। কিন্তু সে ভাল করেই জানে, যে শক্তি তার এখনও আছে, বাকি পাঁচ শ' গজ যাবার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। নালাটার উপর দিয়ে ফ্রু-ফ্রু যেন একটা পাখির মত উড়ে গেল; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ভ্রন্স্কি সভয়ে অনুভব করল যে ঘোড়ার গতির সঙ্গে নিজের গতিকে সে মেলাতে পারল না; কী এক দুর্জ্ঞেয় কারণে যথাসময়ের আগেই আসনে বসে পড়বার মত একটা ক্ষমার অযোগ্য মারাত্মক ভুল সে করে বসল। এক সেকেণ্ডের মধ্যে সব কিছু বদলে গেল; সে বুঝল, একটা ভয়ংকর কিছু ঘটে গেছে। সেটা কি বুঝবার আগেই একটা বাদামী রঙের ঘোড়ার সাদা ক্ষুর তার নাকের সামনে ঝিলিক দিয়ে উঠল; মাখোতিন জোর কদমে বেরিয়ে গেল। ভ্রন্স্কির এক পা মাটিতে পড়ল, আর ঘোড়াটা পড়ে গেল অন্ত পায়ের উপর। কোন রকমে পাটা ছাড়িয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়াটা সটান মাটিতে কাৎ হয়ে পড়ল। চিঁহিহি করে ডাকতে ডাকতে ঘামে-ভেজা গলাটা বাঁকিয়ে বৃথাই সে খাড়া হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল; একটা গুলিবিদ্ধ পাখির মত সে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। অসতর্কভাবে ভ্রন্স্কির শরীরের ভার পড়ায় ঘোড়ার পিঠটা ভেঙে গেছে। এ কথা সে জেনেছিল আরও অনেক পরে; সেই মুহূর্তে সে শুধু দেখতে পেল, মাখোতিন জোর কদমে ছুটে যাচ্ছে, সে কাদামাটিতে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, আর ফ্রু-ফ্রু তার দিকে মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে সুন্দর দুটি চোখ মেলে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তখনও কি হয়েছে বুঝতে না পেরে তাকে টেনে তুলবার জন্ত ভ্রন্স্কি লাগামে টান দিল। ঘোড়াটি মাছের মত কাৎরাতে লাগল, জিনের দুটো পাশ পাখার মত ঝাপটাতে লাগল, কোন রকমে সামনের দুটো পায়ে ভর দিয়ে উঠল, কিন্তু পিছনের দিকটা কিছুতেই তুলতে পারল না, বৃথা চেষ্টা করে আবার কাৎ হয়ে পড়ে গেল। ভ্রন্স্কির মুখটা রাগে বিকৃত হয়ে উঠল, নীচের চোয়ালটা কাঁপতে লাগল; জুতোর গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পেটে একটা লাথি কসিয়ে আবার লাগামে টান দিল। কিন্তু ঘোড়াটা নড়ল না; মাটিতে নাকটা চেপে ধরে মনিবের দিকে যেন কথাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"আ—আ—আ!" দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে ভ্রন্স্কি আর্তনাদ করে উঠল। "আ—আ—আ! এ আমি কী করলাম! দৌড়ে হেরে গেলাম! আর সবটাই আমার দোষে—লজ্জার শেষ নেই; কোন ক্ষমা নেই! আর বেচারি ঘোড়াটারও সর্বনাশ হল! আ—আ—আ। এ আমি কী করলাম!"

একজন ডাক্তার ও তার সহকারী, রেজিমেন্টের অফিসাররা ও একদল

দর্শক তার দিকে ছুটে এল। কী আশ্চর্য, তার নিজের কিছুই হয় নি; সে সম্পূর্ণ অক্ষত আছে। ভ্রন্‌স্কি কোন কথারই জবাব দিতে পারল না; তার মুখে কথাই যোগাল না। ছিট্‌কে-পরা টুপিটা না তুলেই সে হাঁটতে লাগল; কোথায় যাবে তাও জানে না! এতখানি হতাশ সে জীবনে কখনও হয় নি; এই প্রথম সে অনুভব করল, এমন একটা মারাত্মক দুর্ভাগ্য তার জীবনে নেমে এসেছে যার কোন প্রতিকার নেই, যার জন্য দায়ী সে নিজে।

ইয়াশ্‌ভিন টুপিটা নিয়ে তার পিছন পিছন ছুটে গেল, তাকে বাড়ি পৌছে দিল; আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভ্রন্‌স্কি এই বিপর্যয়কে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠল. কিন্তু এই ঘোড় দৌড়ের ঘটনা দীর্ঘকাল ধরে তার জীবনের চরম এক বেদনা-দায়ক স্মৃতি হয়ে রইল।

॥ ২৬ ॥

বাইরে থেকে দেখলে স্ত্রীর সঙ্গে কারেনিনের সম্পর্ক আগের মতই চলতে থাকল। শুধু তার কর্মব্যস্ততা আগের থেকে অনেক বেড়ে গেল। অন্যান্য বছরের মতই শীতের কঠোর পরিশ্রমের দরুণ নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এবারও বসন্তকালে সে বিদেশে একটি খনিজ প্রস্রবণে বেড়াতে গেল, এবং যথারীতি জুলাই মাসে ফিরে এসে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজকর্ম নিয়ে মেতে উঠল। এদিকে তার স্ত্রীও যথারীতি গ্রীষ্মকালে তাদের "দাচা"-তে ভাড়াটে বাড়ি চলে গেল, আর সে নিজে রইল সেন্ট পিতার্সবুর্গ-এ।

প্রিন্সেস বেৎসির বাড়িতে সেই সন্ধ্যাটা কাটিয়ে আসবার পরে তাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, তারপর থেকে নিজের সন্দেহ ও ঈর্ষার কোন কথাই সে আন্নাকে বলে নি; বরং তার কথা বলার স্বভাবসিদ্ধ গর্বিত পরিহাসের সুরটা স্ত্রীর সঙ্গে তার বর্তমান সম্পর্কের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেছে। স্ত্রীর প্রতি একটু বেশী নির্লিপ্ত হয়েছে মাত্র। কিছুটা বিরক্তও বা। সে যেন কল্পনায় স্ত্রীকে ডেকে বলতে চায়, তুমি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাও নি; তাতে তোমারই ক্ষতি। এখন যদি তুমি মিটমাট করতে এগিয়ে আস, আমিই আপত্তি করব। তাতেও তোমারই ক্ষতি। কথাগুলি সে এমন ভাবে বলল যেন একটা আগুন নেভাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে কোন লোক রেগে গিয়ে বলছে: "ক্ষতি তো তোমারই! তুমিই পুড়ে মরবে!"

সরকারী কাজকর্মে এত কুশলী ও দক্ষ হয়েও লোকটি কিন্তু এ ধরনের মনোভাবের বোকামিটুকুও ধরতে পারে নি। যে ঝাঁপিতে সে রাখে পরিবারের প্রতি—অর্থাৎ তার স্ত্রী ও ছেলের প্রতি—তার মনের ভাবটি লুকিয়ে, তাকে সে সিল করে তালা লাগিয়ে বন্ধ করে রেখেছে। শীতের শেষ দিক নাগাদই সে তার সন্তানের প্রতিও উদাসীন হয়ে উঠল এবং স্ত্রীর মতই তার প্রতিও

পরিহাসতরল কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করল : "ওহে যুবক!" বলেই সে তাকে আজকাল ডাকে।

কারেনিন প্রায়ই বলে, আগে কখনও তাকে এত বেশী কাজ করতে হত না; অথচ এত সব নতুন নতুন কাজ সে যে নিজেই খুঁজে নিয়েছে এবং যে ঝাঁপিতে পরিবারের প্রতি তার মনের আসল ভাবটি লুকিয়ে রেখেছে তার ঢাকনা না খুলবার একটা ওজুহাত হিসাবে এই কাজের চাপকে ব্যবহার করছে, এই সত্য কথাটা সে কিছুতেই নিজের কাছে স্বীকার করতে চায় না। সে মনের ভাবটি যতই বেশী দিন আটক হয়ে থাকছে ততই সে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠছে। কেউ যদি সাহস করে স্ত্রীর আচরণের কথা তার কাছে তোলে, তাহলেও আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ নামক শান্তশিষ্ট লোকটি কোন জবাব তো দেয়ই না, উপরন্তু রাগে তার উপর ফেটে পড়ে।

কারেনিন সব সময় পিতারহফ-এ একই বাসা ভাড়া করে এবং সাধারণত কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্না ও তাদের প্রতিবেশী হিসাবেই সারা গ্রীষ্মকালটা সেখানে কাটায়। এইভাবে আন্নার সঙ্গে ভদ্রমহিলার বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও গড়ে উঠেছে। এ বছর কাউণ্টেস লিডিয়া আই-ভানভ্না পিতারহফ-এ যায় নি; আন্নার সঙ্গেও কোনদিন দেখা করে নি; বরং বেৎসি ও ভ্রন্স্কির সঙ্গে আন্নার ঘনিষ্ঠতার অশোভনতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করে কারেনিনকে চিঠি লিখেছে। কারেনিন তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে তার স্ত্রী সব রকম সন্দেহের উর্ধ্বে। তারপর থেকেই সে কাউণ্টেসকে এড়িয়ে চলে। কাউণ্টেসের মত আরও অনেকেই যে তার স্ত্রী সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছে এটা সে বোঝেই না, বুঝতে চায়ও না। এ বছর তার স্ত্রীই বা কেন পিতারহফ-এর পরিবর্তে সেই জারস্কোয়ে যে সেলো-তে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে যেখানে বেৎসি থাকে এবং যে জায়গা থেকে ভ্রন্স্কির রেজিমেণ্টের শিবির খুব বেশী দূরে নয়, সে কথাও সে বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। এ চিন্তাকে সে কোন মতেই মনে ঠাঁই দিতে চায় না; অথচ নিজের কাছে স্বীকার না করলেও অন্তরের অন্তঃস্থলে সে নিঃসন্দেহে জানে যে আজ সে একজন প্রবঞ্চিত স্বামী, আর সে কথা জেনে তার যন্ত্রণার অবধি নেই।

স্ত্রীকে নিয়ে আট বছর সুখী জীবন কাটাবার কালে বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী ও প্রবঞ্চিত স্বামীদের কথা ভেবে কতবার কারেনিন নিজেকে বলেছে : তারা এ জিনিস ঘটতে দেয় কেন? তারা এ রকম আপত্তিকর অবস্থার অবসান ঘটায় না কেন? অথচ আজ যখন সেই অভিশাপ তার মাথায় এসে নেমেছে, তখন কোন্ পথে এর অবসান ঘটানো যাবে সে কথা তো সে ভাবেই না, এমন কি এই পরিস্থিতিটাকেই সে স্বীকার করতে চায় না, কারণ পরিস্থিতিটা বড়ই ভয়ংকর, বড়ই অস্বাভাবিক।

বিদেশ থেকে আসার পথে কারেনিন দু'বার 'দাচা'-তে গিয়েছে। একবার গিয়েছিল সেখানে রাতের খাবার খেতে; দ্বিতীয়বার গিয়েছিল বন্ধুদের নিয়ে ফুর্তি করতে। কিন্তু আগেকার মত কোন বারই সেখানে রাত কাটায় নি।

ঘোড় দৌড়ের দিনগুলিতে কারেনিন খুবই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু সকালে দৈনন্দিন কর্মসূচী ঠিক করবার সময় সে স্থির করল, সকাল সকাল ডিনার সেরে "দাচা" তে স্ত্রীর কাছে যাবে এবং সেখান থেকে সোজা ঘোড় দৌড়ের মাঠে চলে যাবে। স্ত্রীর কাছে একবার যেতে হবে, কারণ সে স্থির করেছে লোককে দেখাবার জন্যই সপ্তাহে একবার করে সে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে। তাছাড়া, প্রতি মাসের পনেরো তারিখে তাকে খরচের টাকাও দিয়ে আসতে হয়।

সকাল থেকেই কাজের ভিড় পড়ল। কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্নার চিঠি নিয়ে এল একজন বিখ্যাত পর্যটক। তাকে বিদায় করতে না করতেই এল তার ডাক্তার ও তার হিসাব-রক্ষক। হিসাব-রক্ষক বেশী সময় নিল না; দরকারী টাকাটা দিয়ে সংক্ষেপে আয়-ব্যয়ের অবস্থাটা জানাল; অবস্থা মোটেই ভাল নয়: এ বছর ভ্রমণ উপলক্ষ্যে খরচটা বেশী হওয়ায় হিসাবে ঘাট্তি দেখা দিয়েছে। ডাক্তারটি কারেনিনের ব্যক্তিগত বন্ধু ও পিতার্সবুর্গের একজন নামকরা চিকিৎসক। সে অনেকটা সময় নিল। কারেনিন তাকে আশাই করে নি, বরং সে আসায় বেশ অবাক হয়েছে। সে জানত না যে কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্নাই তাকে পাঠিয়েছে। ডাক্তার তাকে শরীরের অবস্থা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করল, বুক পরীক্ষা করল, লিভারটা টিপে-টিপে দেখল। দেখে বেশ অসন্তুষ্টই হল। লিভারটা বেশ বড় হয়েছে, দেহে পুষ্টির অভাব ঘটেছে, খনিজ জলে কোন উপকারই হয় নি। ডাক্তার যত বেশী সম্ভব দৈহিক ব্যায়াম করবার ও যত অল্প সম্ভব মানসিক শ্রম করবার পরামর্শ দিয়ে বলল, দুশ্চিন্তা করা একদম চলবে না; অথচ সে কাজ তো কারেনিনের পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করার মতই অসম্ভব। এই অপ্রীতিকর মনোভাব নিয়ে ডাক্তার চলে গেল যে, একটা কিছু গোলমাল হয়েছে, আর তার প্রতিকার তার হাতে নেই।

বেরিয়ে যাবার মুখে ফটকে কারেনিনের হিসাব-রক্ষক স্লুদিন-এর সঙ্গে ডাক্তারের দেখা হয়ে গেল। দু'জন একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল বলে তারা পরস্পরের পরিচিত। আজকাল বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ না হলেও দু'জনই দু'জনকে শ্রদ্ধা করে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত দেখে। তাই রোগী সম্পর্কে তার মতামত স্লুদিনকে জানাতে ডাক্তার কোন রকম ইতস্তত করল না।

স্লুদিন বলল, "আপনি ওকে পরীক্ষা করায় আমি খুব খুসি হয়েছি! ওকে ভাল দেখলাম না; মনে হল···কিন্তু আপনি কেমন দেখলেন?"

ইঙ্গিতে কোচয়ানকে গাড়িটা এগিয়ে আনতে বলে ডাক্তার বলল, "দেখলাম···কি জানেন, একটা দড়ি যখন নরম হয় তখন আপনা থেকে ছিঁড়ে যায় না, কিন্তু আপনি যদি সেটাকে টান-টান করে ধরে একটা আঙুলের চাপ

দেন তাহলেই ছিঁড়ে যাবে। যে পরিমাণ পরিশ্রম উনি করেন তাতে ওর স্নায়ুর উপরে খুবই চাপ পড়েছে। তার উপরে এসে পড়েছে বাইরের চাপ—বেশ বড় রকমের চাপ," অর্থপূর্ণভাবে ভুরু তুলে ডাক্তার তার কথা শেষ করে সিঁড়িতে পা দিল। সুদিন আরও কি বলল তা না শুনেই বলল, "তা তো বটেই···একদিনে কি আর হবে ···।"

ডাক্তার চলে যাবার পরে হিসাব-রক্ষককে সঙ্গে নিয়ে বাইরের কিছু কাজ সেরে কারেনিন যখন বাড়ি ফিরল তখন পাঁচটা বাজে। ডিনারের সময় হয়েছে। হিসাব-রক্ষককে সঙ্গে নিয়ে ডিনার শেষ করে তাকেও "দাচা"য় ও ঘোড় দৌড়ের মাঠে যাবার আমন্ত্রণ জানাল।

নিজের কাছে স্বীকার না করলেও আজকাল কারেনিন যখনই স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যান তখনই সে একজন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির সুযোগ খোঁজে।

॥ ২৭ ॥

দোতলার ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আন্না আন্নুশকার সাহায্যে তার গাউনের শেষ 'বো' টা বাঁধছিল, এমন সময় ফটকে মোরাম বিছানো পথের উপর চাকার শব্দ তার কানে এল।

সে ভাবল, বেৎসি তো এত আগে আসবে না। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল একটা গাড়ি, আর তার স্বামীর কালো টুপি ও অতিপরিচিত দুটি কান গাড়ি থেকে নামছে।

কী আশ্চর্য! ওরা কি রাতটা এখানে কাটাবে নাকি? তার ফলাফল যে কতদূর ভয়ংকর ও ভীতিপ্রদ হতে পারে সেটা ভেবে নিয়ে এক মুহূর্তও ইতস্তত না করে আন্না হাসি-খুসি মুখে তার দিকে এগিয়ে গেল; সে জানে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার মুখোসটা এখন তার স্বভাবেই পরিণত হয়ে গেছে; তাই সেটাকে মেনে নিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই সে অনেক কথা বলে যেতে লাগল।

স্বামীর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে এবং পরিবারেরই একজনের মত সুদিনকে হাসি দিয়ে আপ্যায়িত করে আন্না বলল, "আহা, তুমি কী ভাল! আশা করি আজ রাতটা তোমরা এখানেই থাকছ? তাহলে আমরা সকলেই এক সঙ্গে কাটাতে পারব। কিন্তু কি দুঃখের কথা, আমি যে বেৎসিকে কথা দিয়েছি। সে যে আমাকে নিতে আসবে।"

বেৎসির নাম শুনে কারেনিন ভুরু কুঁচকাল।

স্বাভাবিক পরিহাসের সুরেই সে বলল, "আরে না, অচ্ছেদ্য বন্ধুদের বন্ধন ছেদন করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ ও আমি এক সঙ্গেই যাব। ডাক্তার আমাকে হাঁটতে বলেছে। এই পথটুকু হাঁটতে হাঁটতে আমি ভাবব খনিজ প্রস্রবণের অঞ্চলেই হেঁটে বেড়াচ্ছি।"

আন্না বলল, "তাড়াহুড়ার কিছু নেই। তোমরা চা খাবে তো?" সে ঘণ্টাটা বাজাল।

"চা নিয়ে এস, আর সের্গেইকে বল তার বাবা এসেছে। তারপর এখন কেমন আছ? মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ, এই প্রথম আপনি এখানে এলেন; দেখবেন আসুন, আমার বারান্দাটা কত সুন্দর।"

সরল স্বাভাবিকভাবেই সে কথাগুলি বলল, কিন্তু বড় বেশী আর বড় দ্রুত বলে গেল। সে নিজেও সেটা বুঝতে পেরেছিল, বিশেষ করে মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ যখন সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল।

মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ বারান্দায় চলে গেল।

আন্না স্বামীর পাশে বসল।

বলল, "তোমাকে তো খুব ভাল দেখাচ্ছে না।"

"হ্যাঁ, ডাক্তারও আজ তাই বলল। একটা পুরো ঘণ্টা আমার কাছে ছিল। আমার ধারণা, কোন বন্ধুই তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিল: তুমি তো জান আমার স্বাস্থ্য এতই বহুমূল্যবান যে···"

"কিন্তু ডাক্তার কি বলল?"

তার স্বাস্থ্য ও কাজকর্মের খবর জেনে নিয়ে বিশ্রাম নেবার জন্য গ্রামে এসে তার সঙ্গে বাস করতে আন্না স্বামীকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

দুই চোখে বিশেষ ঝিলিক হেনে খুসি-খুসি মুখে অতি দ্রুত আন্না কথাগুলি বলে গেল; কিন্তু কারেনিন তার কথায় বিন্দুমাত্র গুরুত্বও দিল না। সে শুধু কথাগুলি শুনে গেল, মেনেও নিল। সরলভাবেই, হয় তো ঈষৎ পরিহাসের সুরেই তার জবাবও দিল। আলোচনায় এমন কিছু গুরুত্ব ছিল না, তবু পরবর্তীকালে এ সময়কার কথা মনে হলেই আন্না লজ্জার তীব্র ব্যথা অনুভব করত।

শিক্ষয়িত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সের্গেই ঘরে ঢুকল। লক্ষ্য করবার মত মন থাকলে কারেনিন দেখতে পেত, ছেলেটি সলজ্জ বিব্রত দৃষ্টিতে প্রথমে বাবার দিকে, পরে মায়ের দিকে তাকিয়েছে। কিন্তু কোন কিছু দেখার ইচ্ছা কারেনিনের ছিল না, তাই কিছু দেখতেও পায় নি।

"আরে, যুবক!, বেশ বড় হয়েছে তো। সত্যি, একটি ছোটখাট মানুষ হয়ে উঠেছে দেখছি। কেমন আছ হে যুবক?"

ভয়ার্ত ছেলেটির দিকে সে হাত বাড়িয়ে দিল।

সের্গেই সব সময়ই বাবার সামনে একটু লাজুক হয়ে পড়ে; এখন কারেনিন তাকে "যুবক" বলায় এবং ভ্রন্স্কি তার মিত্র না শত্রু সেটা বুঝতে না পারায়, ছেলেটি বাবার কাছ থেকে ভয়ে সরে গেল। মায়ের দিকে তাকাল, যেন তার সাহায্য চাইছে। কারেনিন শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সের্গেইর কাঁধে হাত রাখতেই ছেলেটি এতই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল যে, তার মায়ের মনে হল ছেলেটি বুঝি কেঁদেই ফেলবে।

ছেলে ঘরে ঢুকতেই আন্নার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল ; এখন ছেলের এই অস্বস্তি দেখে সে উঠে গিয়ে তার কাঁধ থেকে কারেনিনের হাতটা সরিয়ে দিল, তাকে চুমো খেয়ে বারান্দায় নিয়ে গেল এবং পর মুহূর্তেই একাকি ফিরে এল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের যাবার সময় হয়ে গেছে। বেৎসির যে কেন এত দেরি হচ্ছে ?"

উঠে দাঁড়িয়ে আঙুলের গাঁটগুলো ফোটাতে ফোটাতে কারেনিন বলল, "ঠিক। আমার এখানে আসার আর একটা কারণ ছিল তোমাকে টাকাটা পৌঁছে দেওয়া ; শুধু শিস্ দিয়ে তো আর চাতক পাখিদের জীবন বাঁচবে না। আশা করি টাকার দরকার তোমারও আছে ?"

"না···হ্যাঁ," তার দিকে না তাকিয়েই আন্না বলল ; তার সারা মুখ তখন রাঙা হয়ে উঠেছে। "ঘোড় দৌড়ের পরে এখানেই ফিরছ তো ?"

"তা তো বটেই," কারেনিন জবাব দিল। "আরে, পিতারহফ-এর গোলাপ প্রিন্সেস বেৎসি ত্ভেরস্কায়া যে," জানালা দিয়ে তাকিয়ে রবার টায়ারের একটা ইংলিশ গাড়ি ও একটা ছোটখাট মানুষকে আসতে দেখে সে বলে উঠল। "কী রূপ ! চমৎকার ! আচ্ছা, আমরা তাহলে চলি।"

প্রিন্সেস বেৎসি গাড়ি থেকে নামল না ; তার পরিচারক লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামতেই তারা বাড়ির ফটকে পৌঁছে গেল।

"আমিও যাচ্ছি," বলে ছেলেকে চুমো খেয়ে আন্না স্বামীর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। "তুমি আসায় বড় ভাল লাগল।"

কারেনিন তার হাতে চুমো খেল।

"আচ্ছা, তাহলে বিদায়। তোমরা চায়ের সময় আসছ তো ?—চমৎকার !" বলতে বলতে খুসিতে ঝলমলিয়ে আন্নাও বেরিয়ে গেল। কিন্তু স্বামীর দৃষ্টিপথের বাইরে যাওয়ামাত্রই হাতের যে স্থানে স্বামী তার ঠোঁট দুটি ছুঁইয়েছিল সে দিকে তাকিয়ে সে বিতৃষ্ণায় শিউরে উঠল।

॥ ২৮ ॥

কারেনিন যখন ঘোড় দৌড়ের মাঠে পৌঁছল আন্না তার আগেই সেখানে এসে প্যাভিলিয়নে বেৎসির পাশে আসন নিয়ে বসেছে। সমাজের গণ্যমান্যরা সকলেই সেখানে হাজির। দূরে সে স্বামীকে দেখতে পেল। স্বামী ও প্রেমিক—দুটি পুরুষ তার জীবনের দুই কেন্দ্রবিন্দু ; তাদের উপস্থিতি অনুভব করতে তার কোন বহিরিন্দ্রীয়ের দরকার হয় না। অনেক দূর থেকেই সে তার স্বামীকে দেখতে পেল। ভিড় ঠেলে সে প্যাভিলিয়নের দিকেই এগিয়ে আসছে। যেভাবে সে মহিলাদের প্যাভিলিয়নের দিকে চোখ রেখে হাঁটছে তাতে আন্না বুঝতে পারল যে সে তাকেই খুঁজছে (একবার তার চোখ সোজা

আন্নার উপরেই পড়ল, কিন্তু সেই মসলিন, ফি'তে, পালক, ছাতা ও ফুলের সমুদ্রের মধ্যে কারেনিন তাকে চিনতে পারল না)। আন্নাও ইচ্ছা করেই তাকে এড়িয়ে গেল।

প্রিন্সেস বেৎসি তাকে ডেকে বলল, "আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ! আপনার স্ত্রীকে খুঁজছেন তো? সে এখানেই আছে!"

কারেনিন নির্বিকার হাসি হাসল।

প্যাভিলিয়নে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "এত সব রঙের জৌলুসে চোখ যে ঝল্‌সে যাচ্ছে।" স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল; প্রিন্সেস ও অন্য পরিচিত জনদের সঙ্গে অভিবাদন-বিনিময় করল। তাদের ঠিক নীচেই একজন জেনারেল-অ্যাড্‌জুট্যান্ট দাঁড়িয়েছিল। বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য লোকটি সুপরিচিত; কারেনিনও তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। তার সঙ্গেই আলাপ জুড়ে দিল। তখন দৌড়ের বিরতি চলছিল, কাজেই কারও কোন অসুবিধার কারণ ছিল না।

সবিঘ্ন দৌড় শুরু হয়ে গেলে আন্না সামনে ঝুঁকে পড়ে ভ্রন্‌স্কিকেই দেখতে লাগল। ভ্রন্‌স্কি হেঁটে এগিয়ে গিয়ে তার ঘোড়ায় চেপে বসল। ওদিকে তার স্বামী অনবরত বক্ বক্ করতে লাগল; সেদিকেও তার কান সমান উদ্‌গ্রীব।

আন্না ভাবতে লাগল: আমি একটি খারাপ মেয়ে মানুষ, আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। তবু আমি মিথ্যাকে ঘৃণা করি, মিথ্যা সহ্য করতে পারি না, অথচ তার (স্বামীর) বেলায় মিথ্যাই তার জীবন। সে সব জানে, সব দেখছে; তৎসত্ত্বেও এ রকম শান্তভাবে যে কথা বলতে পারে তার কি মন বলে কিছু আছে? সে যদি আমাকে খুন করত, অথবা ভ্রন্‌স্কিকে খুন করত, তাহলেও তাকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারতাম। কিন্তু না, সে চায় শুধু মিথ্যা, আর মিথ্যা শ্রদ্ধা। আন্না বুঝতেই পারে না যে তার স্বামীর এই অবিশ্রাম বকবকানি তার অন্তরের আতংক ও উৎকণ্ঠারই বহিঃপ্রকাশ। তার স্ত্রীর উপস্থিতি, ভ্রন্‌স্কির উপস্থিতি, ও বার বার ভ্রন্‌স্কির নাম উচ্চারণের ফলে তার মনে যে সব চিন্তার উদয় হয় তাকে চেপে দেবার জন্যই সে অবিশ্রান্ত কথা বলে মনকে ব্যস্ত করে রাখে।...

ঘোড়দৌড়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক রকম মন্তব্য ও পাল্টা মন্তব্য চলতে লাগল। আন্নার মুখে কথা নেই। এক মুহূর্তের জন্যও সে চোখ থেকে অপেরা-গ্লাসটা নামাল না; সারাক্ষণ একই জায়গায় নিবদ্ধ করে রাখল।

দৌড় শুরু হল। আলোচনাও বন্ধ হয়ে গেল। কারেনিনও চুপ করল। সকলের চোখই প্রথম বাধা ঝর্ণাটার উপরে। কারেনিনের ঘোড় দৌড়ে কোন আগ্রহ নেই; অশ্বারোহীদের দিকে ফিরেও তাকাল না; অন্যমনস্কভাবে সে শ্রান্ত চোখে দর্শকদেরই দেখতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে তার চোখ পড়ল আন্নার উপর।

মুখখানি সাদা হয়ে গেছে। একটিমাত্র মানুষ ছাড়া সে আর কাউকে দেখছে না, আর কিছুই দেখছে না। আবেগভরে এক হাতে পাখাটাকে চেপে ধরে সে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে। দ্রুত চোখ ফিরিয়ে কারেনিন অন্যদের দেখতে লাগল। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার চোখ দুটি আবারও আন্নার উপরে গিয়েই পড়ল। তার চোখে স্পষ্টাক্ষরে যা লেখা আছে তা সে পড়তে চায় না; তবু শত চেষ্টা ও শংকা সত্ত্বেও তাই তাকে পড়তে হল।

প্রথমেই পড়ল কুজভ্‌লেভ; ঝর্ণার বাধায়; সকলেই ভয় পেল। কিন্তু আন্নার সাদা মুখে যে উত্তেজনার আভা তা দেখেই কারেনিন বুঝতে পারল যে সে যাকে দেখছে সে পড়ে নি। মাখোতিন ও ভ্রন্‌স্কি যখন বড় বাধাটা পেরিয়ে গেল তখন তাদের পিছনের অফিসারটি মাথার উপর উল্টে পড়ে মারাত্মকভাবে আহত হল; সমবেত সকলে হায়-হায় করে উঠল; কিন্তু কারেনিন দেখল, আন্না সেটা খেয়ালই করে নি; সকলে যে কি বলছে তাই সে বুঝতে পারছে না। ক্রমেই তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিতে সে আন্নাকে দেখতে লাগল। ভ্রন্‌স্কিকে দেখায় মত্ত থাকলেও আন্না কিন্তু বুঝতে পারল, তার স্বামীর দুটি ঠাণ্ডা চোখ তার উপর স্থিরনিবদ্ধ হয়ে আছে।

একবার মুহূর্তের জন্য আন্না তার দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল, চোখে ঈষৎ ভ্রূকুটি ফুটে উঠল, তারপরেই চোখ ফিরিয়ে নিল; যেন বলতে চাইল, ওঃ, সারাক্ষণ আমার দিকেই তাকিয়ে আছ! তারপর আর একবারও সে স্বামীর দিকে চোখ ফেরাল না।

এই ঘোড়দৌড়টি বড়ই অশুভ। সতেরো জন প্রতিযোগীর অর্ধেকেরও বেশী পড়ে গিয়ে আহত হল। শেষের দিকে সকলেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল. আরও হল এই জন্য যে জারও দৌড় দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

॥ ২৯ ॥

সকলেই সোচ্চারে ক্ষোভ জানাতে লাগল। একজনের একটা উক্তিই সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল: "এর পরে তো দেখছি সিংহ ও গ্ল্যাডিয়েটরদের ডাকা হবে।" সকলেরই মন আতংকিত হয়ে পড়েছে, কাজেই ভ্রন্‌স্কি ছিটকে পড়ে গেলে আন্না যখন সজোরে চিৎকার করে উঠল তখন কেউ তাতে কিছু মনে করে নি। কিন্তু তার পর থেকেই আন্নার মুখের যে পরিবর্তন দেখা দিল সেটা সত্যিই অশোভন। সে সম্পূর্ণভাবে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলল। বন্দী বিহঙ্গের মত ছটফট করতে লাগল। এই উঠে চলে যেতে চায়, আবার পরক্ষণেই বেৎসির দিকে ফিরে বলে:

"চলে এস, চলে এস।"

বেৎসি তার কথা শুনল না। ঝুঁকে পড়ে নীচের একজন জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

কারেনিন আন্নার কাছে এগিয়ে এসে ভদ্রভাবে হাতটা বাড়িয়ে দিল। ফরাসীতে বলল, "যদি চাও তো চলে এস।" কিন্তু জেনারেলের কথাগুলি শুনতে আন্না এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে স্বামীর কথা তার কানেই গেল না।

জেনারেল তখন বলছে, "লোকে বলছে তার পাটাও ভেঙে গেছে। আগে কখনও এ রকমটা ঘটে নি!"

স্বামীর কথার কোন জবাব না দিয়ে আন্না অপেরা-গ্লাসটা চোখে লাগিয়ে ভ্রন্স্কি যেখানটায় পড়েছিল সেই দিকে ঘোরাল; কিন্তু জায়গাটা এত দূরে, আর এত বেশী লোক সেখানে ভিড় করেছে যে সে কিছুই দেখতে পেল না। অপেরা-গ্লাসটা নামিয়ে সে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই একজন অফিসার ঘোড়া ছুটিয়ে এসে জারকে সব কথা বলতে লাগল। তার কথা শুনবার জন্য আন্নাও কান খাড়া করল।

"স্তেভ! স্তেভ!" চিৎকার করে সে ভাইকে ডাকল।

কিন্তু তার ভাই শুনতে পেল না। আবার আন্না প্যাভিলিয়ন ছেড়ে যেতে উদ্যত হল।

তার কাঁধে হাত রেখে কারেনিন বলে উঠল, "তুমি যদি যেতে চাও, তাই আবার আমার হাতটা বাড়িয়ে দিচ্ছি।"

গভীর বিতৃষ্ণায় সে সরে গেল; স্বামীর দিকে ফিরেও তাকাল না।

"না, না, আমাকে একা থাকতে দাও, আমি এখানেই থাকব।"

এমন সময় সে দেখতে পেল, ভ্রন্স্কি যেখানে পড়ে গিয়েছিল সেখান থেকে ছুটতে ছুটতে একটি অফিসার তাদের প্যাভিলিয়নের দিকেই আসছে। বেৎসি রুমাল নেড়ে তাকে ডাকল।

অফিসার খবর দিল, অশ্বারোহী অক্ষতই আছে, কিন্তু ঘোড়াটার পিঠ ভেঙে গেছে।"

এ কথা শুনে আন্না আসনে বসে পড়ে হাতের পাখা দিয়ে মুখটা ঢাকল। কারেনিন বুঝল, সে কাঁদছে; চাপা কান্নার উচ্ছ্বাসে তার বুকটা ওঠা-পড়া করছে। সে আন্নাকে আড়াল করে দাঁড়াল; তাকে আত্মস্থ হবার সময় দিল।

কয়েক মিনিট পরে বলল, "এই তৃতীয় বার আমার হাতটা বাড়িয়ে দিচ্ছি।" আন্না চোখ তুলে তাকাল, কি বলবে বুঝতে পারল না। প্রিন্সেস বেৎসি তার সাহায্যে এগিয়ে এল।

বলল, "না আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ, আমি আন্নাকে এখানে নিয়ে এসেছি; কথা দিয়েছি, আমিই তাকে বাড়ি নিয়ে যাব।"

তার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিনীত হাসির সঙ্গে কারেনিন

বলল, "মার্জনা করবেন প্রিন্সেস ; আমি দেখতে পাচ্ছি আন্না মোটেই সুস্থ নয়, তাই আমার ইচ্ছা সে আমার সঙ্গেই যাবে।"

আন্না সভয়ে চারদিক তাকাল ; শান্তভাবে দাঁড়িয়ে নিজের হাতটা স্বামীর হাতের মধ্যে রাখল।

বেৎসি চুপি চুপি বলল, "আমি খুঁজে বের করে তোমাকে জানিয়ে দেব।"

প্যাভিলিয়ন থেকে যেতে যেতে কারেনিন স্বাভাবিকভাবেই সকলের সঙ্গে কথা বলল, আন্নাও বাধ্য হয়েই যথারীতি কথাবার্তা বলল ; কিন্তু আসলে সে তখন আর আত্মস্থ ছিল না, স্বামীর হাত ধরে হাঁটছিল যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত।

সে কি আহত হয় নি ? খবরটা কি ঠিক ? সে কি আসবে, না আসবে না ? আজ রাতে কি তাকে দেখতে পাব ? এই তার একমাত্র চিন্তা।

নীরবে সে কারেনিনের সঙ্গে গাড়িতে উঠল ; নীরবেই তু'জন বসে রইল. তাদের গাড়ি যান-বাহনের ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলল। কারেনিন সবই দেখেছে, তবু স্ত্রীর আসল অবস্থাটা সে ভাবতে চাইছে না। সে যেন শুধু তার বাইরের প্রকাশটাই দেখেছে। দেখেছে যে তার স্ত্রীর আচরণ অশোভন হয়েছে, আর সে কথা তাকে জানিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য। কিন্তু আর সব কিছু রেখে শুধু এইটুকু বলা যে খুবই কঠিন। তবু তার ব্যবহার যে অশোভন হয়েছে এইটুকু বলতে সেই মুখ খুলল, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বলে বসল সম্পূর্ণ আলাদা কথা।

বলল, "কী আশ্চর্য যে আমরা সকলেই এ রকম একটা নিষ্ঠুর দৃশ্যকে উপভোগ করি। আমার তো মনে হয়—"

"কি বলছ ? তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না," আন্না অবজ্ঞাভরে বলল।

কারেনিন আঘাত পেল ; সঙ্গে সঙ্গে যা বলতে চেয়েছিল তাই বলতে শুরু করল।

"আমি তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি···" সে শুরু করল।

শেষ পর্যন্ত এবার একটা বোঝাপড়া হবে। একথা ভাবতে আন্নার ভয় করতে লাগল।

কারেনিন ফরাসীতে বলল, "আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আজ তোমার আচরণ খুবই অশোভন হয়েছে।"

"কিসে অশোভন হল ?" দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে তার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে আন্না চেঁচিয়ে প্রশ্নটা করল।

তাদের তু'জনের ও কোচয়ানের মাঝখানের জানালাটাকে দেখিয়ে কারেনিন বলল, "সাবধানে কথা বল।"

সামনে ঝুঁকে সে জানালাটা বন্ধ করে দিল।

আন্না আবার বলল, "তুমি অশোভন কি দেখলে ?"

"একজন অশ্বারোহী মাটিতে পড়ে গেলে যে ব্যথা তুমি লুকোতে পার নি সেটা।"

কারেনিন আশা করেছিল, আন্না কথাটা অস্বীকার করবে; কিন্তু সে কোন জবাবই দিল না; শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

"তোমাকে কতবার অনুরোধ করেছি, প্রকাশ্যে এমন আচরণ করবে যাতে দুষ্টু লোকের জিভ তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলতে না পারে। একসময় ছিল যখন তোমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বলেছি; এখন আর সে সব কথা বলি না। তোমার আচরণ অশোভন হয়েছে, এবং আমি চাই না যে তার পুনরাবৃত্তি ঘটুক।"

কারেনিন যা বলল তার অর্ধেক কথাও আন্নার কানে গেল না; সে তাকে ভয় করলেও তার সব চিন্তাই ভ্রন্স্কিকে নিয়ে—সে যে অক্ষত আছে সেটা কি সত্যি? তারা যে বলছে যে অশ্বারোহী অক্ষত আছে, কিন্তু ঘোড়াটার পিঠ ভেঙে গেছে, সে কি তারই কথা? কারেনিনের কথা শেষ হলে সে অকারণেই অবজ্ঞার হাসি হাসল, কারণ সে তো কিছুই শোনে নি। কারেনিন বেশ সাহসের সঙ্গেই কথা শুরু করেছিল, কিন্তু তার মুখে হাসি দেখে একটা পুরনো ভুল ব্যাখ্যা তার মনে পড়ে গেল।

আমার সন্দেহ দেখেই সে হাসছে। অন্য সময় যা বলে থাকি এখনি সেই কথাই সে বলবে: আমার সন্দেহ ভিত্তিহীন, অবাস্তব।

এই মুহূর্তে যখন সব কিছু প্রকাশ হবার মুখে তখন সে মনে প্রাণে চাইতে লাগল, আন্না অবজ্ঞার সঙ্গে বলে দিক যে তার সব সন্দেহ অবাস্তব, সম্পূর্ণ অমূলক। সে ইতিমধ্যেই যা জেনেছে সেটা এতই ভয়ংকর যে অন্য সব কিছু বিশ্বাস করতেই সে রাজী। কিন্তু আন্নার মুখের ভাব, সেখানে যত অন্ধকার আর ভয়ের ছায়া, তা দেখে প্রবঞ্চনার তিলমাত্র আশাও সে দেখতে পেল না।

সে বলল, "হয় তো আমারই ভুল। তা যদি হয়, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

বেপরোয়াভাবে তার ঠাণ্ডা মুখের দিকে তাকিয়ে আন্না ধীরে ধীরে বলল, "না, তোমার ভুল হয় নি। তখন আমি দুঃখে অভিভূত হয়েছিলাম, না হয়ে পারি নি। আমি কানে শুনছি তোমার কথা, কিন্তু মনে মনে ভেবেছি তার কথা। আমি তাকে ভালবাসি। আমি তার রক্ষিতা। তোমাকে আমি সহ্য করতে পারি না; তোমাকে আমি ভয় করি, ঘৃণা করি।…এখন আমাকে নিয়ে তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।"

গাড়ির একটা কোণে সরে গিয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে আন্না ভীষণভাবে কাঁদতে লাগল। কারেনিন নিশ্চল হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ তার মুখের উপর নেমে এল মৃতের গম্ভীর নিশ্চলতা; "দাচা" পৌঁছনো পর্যন্ত

সে ভাবের কোন পরিবর্তন হল না। সেখানে পৌঁছে সেই একই ভাবে সে আন্নার দিকে তাকাল।

কাঁপা গলায় বলল, "খুব ভাল কথা। কিন্তু আমি চাই, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মর্যাদা রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করে সে কথা তোমাকে জানাতে পারছি, ততক্ষণ বাইরে অন্তত মুখ রক্ষা করে তো চলতেই হবে।"

প্রথমে নিজে গাড়ি থেকে নেমে সে আন্নাকে নামতে সাহায্য করল। চাকরদের সামনে নিঃশব্দে তার হাতটা চেপে ধরে সে আবার গাড়িতে উঠে সেণ্ট পিতার্সবুর্গ রওনা হল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রিন্সেস বেৎসির পরিচারক আন্নার জন্য একটা চিরকুট নিয়ে এসে হাজির হল।

"ভ্রন্‌স্কি কেমন আছে জানতে লোক পাঠিয়েছিলাম ; সে লিখেছে, ভালই আছে, কিন্তু হতাশার মধ্যে আছে।"

আন্না ভাবল, তাহলে সে আসবে! সব স্বীকার করে কী ভালই না করেছি।

ঘড়ির দিকে তাকাল। এখনও তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। সর্বশেষ সাক্ষাতের কথা মনে পড়তেই তার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত বইতে লাগল।

সব কিছু কেমন হাল্কা হয়ে গেছে। ভীতিপ্রদ হলেও, তার মুখখানি আমি ভালবাসি। ভালবাসি এই আশ্চর্য আলো!···আমার স্বামী? তা বটে··· কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তার সঙ্গে সব কিছু শোধবোধ হয়ে গেছে!

॥ ৩০ ॥

যে ছোট জার্মান স্বাস্থ্য-নিবাসটিতে শেরবাত্‌স্কিরা এসেছে অন্য সব জায়গার মতই সেখানেও স্বাস্থ্যান্বেষীদের একটি সমাজ গড়ে উঠেছে এবং শেরবাত্‌স্কিরাও সে সমাজে তাদের যথাযোগ্য স্থান করে নিয়েছে।

এ বছর সেই প্রস্রবণ-কেন্দ্রে একজন সত্যিকারের জার্মান "ফুর্স্টি'ন"-এর আগমনের ফলে সমাজে বেশ একটু সোরগোল পড়ে গেছে। জার্মান "ফুর্স্টি'ন"-টির সঙ্গে মেয়েকে পরিচয় করিয়ে দিতে রুশ প্রিন্সেস মহোদয়া খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবং তারা সেখানে পৌঁছবার দ্বিতীয় দিনেই সে কাজটা সমাধা করা হল। প্যারিস থেকে তৈরি করিয়ে আনা সাদাসিধে গ্রীষ্মকালীন ফ্রকটি পরে কিটি মনোরম ভঙ্গীতে নীচু হয়ে তাকে অভিবাদন জানাল ; "ফুর্স্টি'ন" বলল : "আমার বিশ্বাস এই দুটি সুন্দর গালে শীঘ্রই গোলাপের আভা ফুটবে" আর সেই মুহূর্ত থেকেই শেরবাত্‌স্কিদের জন্য একটি বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রা নির্দিষ্ট হয়ে গেল। আরও অনেকের সঙ্গে তাদের পরিচয় হল। একটি

ইংরেজ মহিলা ও তার পরিবার ; গত যুদ্ধে আহত ছেলেসহ একটি জার্মান কাউন্টেস, জনৈক সুইডিশ পণ্ডিত এবং মঁসিয়ে কানুৎ ও তার বোন। তবে তাদের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব হল মস্কোর মারিয়া এভ্‌জেনিয়েভ্‌না রতিচেভা ও তার মেয়ের সঙ্গে, আর মস্কোর জনৈক কর্ণেলের সঙ্গে। মেয়েটিকে কিটির মোটেই ভাল লাগে নি, কারণ সেও একটি দুঃখময় প্রেমের ব্যাপারের শিকার ; আর কর্ণেলটিকে কিটি ছোটবেলা থেকে সামরিক পোষাকে দেখতেই অভ্যস্ত ; এখন ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ আর গলাবন্ধ-জড়ানো খোলা ঘাড়ে তাকে অত্যন্ত হাস্যকর দেখতে লাগে ; বিশেষ করে লোকটি এমনভাবে চোরকাঁটার মত তার পিছনে লেগে আছে যে কিটির বিরক্তির শেষ নেই। এই পরিস্থিতিতে তার বাবা যখন মা ও তাকে রেখে কার্লস্‌বাদ-এ চলে গেল তখন কিটির আরও খারাপ লাগতে লাগল। যাদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই পরিচয় হয়েছে তাদের কারও প্রতিই তার কোন আগ্রহ নেই। এ অবস্থায় তার একমাত্র কাজ দাঁড়াল, প্রস্রবণের ধারে গিয়ে অপরিচিত লোকদের গতিবিধি লক্ষ্য করা ও তাদের চরিত্র সম্পর্কে আনুমানিক চিত্র গড়ে তোলা। এটা কিটির অনেক দিনের স্বভাব।

তাদের মধ্যে একটি রুশ মেয়ের প্রতি কিটি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। একটি অসুস্থ রুশ মহিলার সঙ্গে সে স্বাস্থ্য-নিবাসে এসেছে। মহিলাটিকে সকলেই মাদাম স্তাহ্‌ল্‌ বলে ডাকে। মাদাম স্তাহ্‌ল্‌ খুবই উঁচু মহলের মানুষ ; সে এতই অসুস্থ যে মোটেই হাঁটতে পারে না ; যদি কোন দিন আবহাওয়া খুব ভাল থাকে তবেই সে বাইরে বের হয়, তাও একটা বাথ-চেয়ারে বসে। কিন্তু প্রিন্সেসের মতে, যত না অসুস্থতার জন্য তার চাইতে বেশী অত্যধিক অহংকারের জন্যই মাদাম স্তাহ্‌ল্‌ রুশদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না। রুশ মেয়েটি মাদাম স্তাহ্‌লের দেখাশুনা করে ; কিন্তু কিটি লক্ষ্য করেছে, শুধু মাদাম স্তাহ্‌লেরই নয়, প্রস্রবণ-কেন্দ্রে সমাগত আরও অনেক গুরুতর অসুস্থ লোকের সঙ্গেই মেয়েটির বন্ধুত্ব হয়েছে এবং সরলভাবেই সে তাদের সকলেরই দেখাশুনা করে। কিটি যতদূর বুঝতে পেরেছে, মেয়েটি মাদাম স্তাহ্‌লের আত্মীয়া নয়, এবং বেতনভুক পরিচারিকাও নয়। মাদাম স্তাহ্‌ল্‌ তাকে ডাকে ভারেংকা বলে, আর অন্য সকলে বলে মাদ্‌ময়জেল ভারেংকা। রুশ মেয়েটির সঙ্গে মাদাম স্তাহ্‌ল্‌ বা অন্যদের সম্পর্কে যাই হোক না কেন, তার প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হল, আর মেয়েটির চোখ দেখে বুঝতে পারল যে ভারেংকাও তাকে পছন্দ করে।

মাদ্‌ময়জেল ভারেংকা যে তার প্রথম যৌবনকে পেরিয়ে এসেছে তা নয়, আসলে সে যেন এক যৌবনহীনা নারী : তার বয়স উনিশ হতে পারে, আবার ত্রিশও হতে পারে। ভাল করে দেখলেই বোঝা যায়, গায়ের রঙে স্বাস্থ্যহীনতার আভাষ থাকলেও তার চেহারা সুন্দর। সে যদি এত কৃশ না হত, মস্ত বড় মাথা ও মাঝারি উচ্চতার জন্য তার দেহ-গঠনের মধ্যে যদি সাম-

স্বাস্থ্যের অভাব না ঘটত, তাহলে তাকে সুন্দরীই বলা যেত। কিন্তু পুরুষকে আকৃষ্ট করবার জন্য তার সৃষ্টি হয় নি। সে যেন একটি গন্ধহীন সুন্দর ফুল যার ফোটার সময় পার হয়ে গেছে কিন্তু এখনও পাপড়ি ঝরে পড়ে নি। সে যে পুরুষকে আকর্ষণ করতে পারে না তার আর একটি কারণ তার মধ্যে সেই বস্তুটির অভাব যা প্রচুর পরিমাণে আছে কিটির মধ্যে—প্রচণ্ড প্রাণশক্তির চাপা আগুন ও অপরকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা।

মেয়েটি সব সময় নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে; অন্য দিকে মন দেবার সময়ও তার নেই। নিজের সঙ্গে তার এই পার্থক্যই কিটিকে আরও তার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছে। অপরিচিত বন্ধুটিকে সে যত দেখছে ততই তার দৃঢ় ধারণা জন্মাচ্ছে যে এই মেয়েটিই তার কল্পনার পূর্ণ প্রতিমূর্তি, আর ততই তার সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছাটাও বাড়ছে।

দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবারই দু'জনের সঙ্গে দেখা হয়, আর প্রতি বারই কিটির চোখ বলে: তুমি কে? তুমি কি? আমি যা ভেবেছি তুমি কি সেই সুখী প্রাণীটি? কিন্তু দয়া করে ভেব না যে আমি জোর করে তোমার সঙ্গে পরিচয় করব। তোমাকে ভালবেসেছি, তোমাকে দেখছি, তাতেই আমি খুসি। আর অপরিচিতার চোখ দুটি যেন উত্তরে বলে: আমিও তোমাকে ভালবাসি; তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। হাতে সময় থাকলে তোমাকে আরও ভালবাসতে পারতাম। কিটি জানে, সত্যি মেয়েটির একেবারেই সময় নেই। সাত জনের সাত রকম কাজ করতেই তার সময় কেটে যায়।

শেরবাত্স্কিদের আসার ঠিক পরে পরেই দুটি লোক রোজ সকালে প্রস্রবণের ধারে আসতে শুরু করল। তাদের দেখে সকলেই বিরক্ত। তাদের একজন পুরুষ: ঢ্যাঙা, কুঁজো, মস্ত লম্বা হাত, মাপে অত্যন্ত ছোট একটা ছেঁড়া কোট গায়, দুটি কালো চোখে ভয়ংকর, বাঁকা চাউনি; অপরটি স্ত্রীলোক: মুখে বসন্তের দাগ, পরনের পোষাক জীর্ণ, বদরুচির পরিচায়ক। যখন বুঝতে পারল তারা দু'জনই রুশ, সঙ্গে সঙ্গে কিটি তাদের নিয়ে একটি হৃদয়গ্রাহী প্রেমের গল্প বানাতে শুরু করে দিল। কিন্তু যখন আগন্তুকদের তালিকায় দেখা গেল যে তাদের নাম নিকোলাই লেভিন ও মাশা তখনই প্রিন্সেস কিটিকে জানিয়ে দিল লেভিনের ভাই কি রকম খারাপ লোক, আর সঙ্গে সঙ্গে কিটির মন থেকে রোমান্সের স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। তার উপরে তার মনে হল, এই দুটি বড় বড় ভয়ংকর চোখ সব সময় তার পিছু নিলেও তাতে ফুটে উঠেছে ঘৃণা ও বিদ্রূপ; তাই সর্বপ্রযত্নে সে তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল।

॥ ৩১ ॥

আবহাওয়া খারাপ। সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে। রোগীরা সব ছাতা মাথায় দিয়ে গ্যালারির দিকে ভিড় করতে লাগল।

কিটি তার মায়ের সঙ্গে হাঁটছিল। সঙ্গে মস্কোর কর্ণেল। তার পরনে ফ্রাংকফুর্ট থেকে কেনা ইওরোপীয় ছাঁটের তৈরি কোট। নিকোলাই লেভিনকে এড়াবার জন্য তারা গ্যালারির অন্য ধারে হাঁটতে লাগল। কালো পোষাক ও কালো টুপি পরে ভারেংকা একটি অন্ধ ফরাসী মহিলার হাত ধরে হাঁটছিল। যতবার তার সঙ্গে কিটির দেখা হল ততবারই দু'জনে বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করল।

অপরিচিত বান্ধবীকে প্রস্রবণের দিকে যেতে দেখে তার সঙ্গে সেখানে অবশ্যই দেখা হবে ভেবে কিটি বলল, "মামণি, আমি কি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি ?"

মা জবাবে বলল, "তোমার যখন এতই ইচ্ছা, তখন ভাল করে খোঁজ-খবর নিয়ে আগে আমি নিজেই একবার ওর কাছে যাব। কিন্তু ওর মধ্যে কী এমন গুণ তুমি দেখলে ? আমি তো জোর দিয়েই বলতে পারি, সে একজন সঙ্গিনীমাত্র। বরং তুমি যদি চাও তো মাদাম স্তাহ্‌লের সঙ্গে আলাপ করতে পারি ; এক সময় তাকে আমি ভালভাবেই চিনতাম," সগর্বে মাথা নাড়তে নাড়তে প্রিন্সেস কথাগুলি যোগ করল।

ভারেংকা অন্ধ ফরাসী মহিলাটিকে এক গ্লাস জল এগিয়ে দিচ্ছে দেখে কিটি বলল, "কী ভাল মেয়ে। দেখ, ও কী মিষ্টি, আর কত সরল !"

প্রিন্সেস বলল, "তোমার ভাল লাগাটাই একটু অদ্ভুত। যাকগে, এবার ফিরে চল।" নিকোলাই লেভিন ও তার সঙ্গিনী একজন জার্মান ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে দেখে সে কথাটা বলল। ডাক্তারটির সঙ্গে লেভিন বেশ রাগের সঙ্গে জোর গলায় কথা বলছে।

ফিরবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই সেই জোর গলা আর্তনাদে পরিণত হল। লেভিন দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাক্তারকে কি যেন বলছে, আর ডাক্তারও পাল্টা চিৎকার করছে। প্রিন্সেস ও কিটি বাসার দিকে পা বাড়াল, আর কর্ণেল ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল ব্যাপারটা জানতে।

কয়েক মিনিট পরেই কর্ণেল তাদের দু'জনকে ধরে ফেলল।

প্রিন্সেস জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি ?"

কর্ণেল বলল, "লজ্জার কথা—অপমানের কথা! বিদেশে রুশদের দেখলেই লোকে ভয় পায়। ডাক্তারটি ভালভাবে তার চিকিৎসা করছে না এই অভিযোগে ঐ ঢ্যাঙা ভদ্রলোকটি তাকে পাকড়াও করে যাচ্ছেতাই অপমান করছে। এমন কি লাঠি পর্যন্ত তুলেছে। কী অপমানের কথা !"

প্রিন্সেস বলল, "খুবই অশোভন ব্যাপার। কিন্তু কদ্দূর গড়াল ?"

কর্ণেল বলল, "ভাগ্য ভাল···টুপি মাথায় ঐ যে মেয়েটি···রুশ বলেই মনে হয়···সে এসে গেল।"

"মাদ্‌ময়জেল ভারেংকা ?" কিটি খুসি হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ। সেই প্রথম সাহায্য করতে এগিয়ে যায়; ভদ্রলোকের হাত ধরে তাকে সরিয়ে নিয়ে যায়।"

"দেখলে তো মামণি?" কিটি বলল। "আর তুমি বল, আমি ওর এত প্রশংসা করি কেন!"

পরদিন কিটি লক্ষ্য করল, তার অপরিচিত বান্ধবী মাদ্‌ময়জেল ভারেংকা লেভিন ও তার সঙ্গিনীকেও তার পরিবারভূক্ত করে ফেলেছে। সে তাদের সঙ্গে মিশে কথাবার্তা বলছে এবং লেভিনের সঙ্গিনীটি কোন বিদেশী ভাষা জানে না বলে তার দো-ভাষীর কাজও করছে।

ভারেংকার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য কিটি তার মাকে আরও বেশী করে চাপ দিতে লাগল। অগত্যা সে যখন ভারেংকার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারল যে তার সঙ্গে পরিচয় ঘটলে মেয়ের ভাল-মন্দ কোনটাই ঘটবে না, তখন সে নিজেই গিয়ে ভারেংকার সঙ্গে দেখা করল।

সময়টা সে নিজেই বেছে নিল। কিটি তখন প্রস্রবণের ধারে বেড়াতে গেছে, আর ভারেংকা দাঁড়িয়ে ছিল রুটির দোকানটার সামনে। ঠিক সেই সময় তার কাছে গিয়ে প্রিন্সেস সহাস্যে বলল, "তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। আমার মেয়ে তো তোমাকে তার মনটাই সঁপে দিয়েছে। তুমি হয় তো জান না আমি কে, আমি—"

ভারেংকা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ব্যাপারটা উভয়তই এক প্রিন্সেস।"

প্রিন্সেস বলল, "কাল আমার একজন দেশবাসীর বড়ই উপকার তুমি করেছ।"

ভারেংকার মুখটা লাল হয়ে উঠল।

বলল, "এমন কিছু করেছি বলে তো মনে পড়ছে না।"

"সে কি? একটা গোলমালের হাত থেকে তুমিই তো লেভিনকে বাঁচিয়েছ।"

"ওঃ, সেই কথা। তিনি খুব অসুস্থ, তাই ডাক্তারের উপর চটে গিয়েছিলেন। এ ধরনের রোগীদের দেখাশুনা করবার চেষ্টা আমি করি।"

"শুনেছি তুমি মেণ্টোন-এ তোমার মাসি, মানে স্তাহ্‌লের সঙ্গে থাক। একসময় তার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল।"

"তিনি আমার মাসি নন। আমি তাকে মামন বলে ডাকি, কিন্তু তিনি আমার আত্মীয়া নন। তিনিই আমাকে লালন-পালন করেছেন," মুখ লাল করে ভারেংকা বলল।

"এখন লেভিন কি করবে?" প্রিন্সেস জিজ্ঞাসা করল।

"তিনি চলে যাবেন," ভারেংকা জবাব দিল।

এই সময় কিটি ফিরে এল। মাকে অপরিচিত বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলতে দেখে আনন্দে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

"আরে কিটি, তোমার তো খুব ইচ্ছা মাদ্‌ময়জেল ভারেংকার সঙ্গে—"

মেয়েটি হেসে বলল, "উঁহু, শুধু ভারেংকা। সকলেই আমাকে তাই বলেই ডাকে।"

খুসিতে লাল হয়ে কিটি মুখে কিছু না বলে নতুন বান্ধবীর হাতটা চেপে ধরল; সে হাতখানি কিন্তু পাল্টা চাপ না দিয়ে কিটির হাতের মধ্যে নিশ্চল হয়ে রইল; কিন্তু মাদময়জেল ভারেংকার মুখখানি শান্ত, খুসিভরা, অথচ ঈষৎ বিষণ্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

সে বলল, "আমিও অনেক দিন থেকেই তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছি।"

"তুমি তো সর্বদাই এত ব্যস্ত থাক···"

"ঠিক উল্টো; আমি মোটেই ব্যস্ত নই" ভারেংকা বলল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই তাকে নতুন পরিচিত বান্ধবীকে রেখে চলে যেতে হল, কারণ জনৈক রুশ রোগীর দুটি ছোট মেয়ে ছুটতে ছুটতে তার কাছে এসে হাজির হল।

তারা চেঁচিয়ে বলল, "ভারেংকা, মা তোমাকে ডাকছে।"

তাদের সঙ্গেই ভারেংকা চলে গেল।

॥ ৩২ ॥

ভারেংকার নিজের, মাদাম স্তাহ্‌লের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং স্বয়ং মাদাম স্তাহ্‌লের যে সব তথ্য প্রিন্সেস সংগ্রহ করেছে সেটা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

কেউ বলে মাদাম স্তাহ্‌ল্‌ই তার স্বামীকে পাগল করে ছেড়েছে; আবার কেউ বলে স্বামীর উচ্ছৃংখল জীবনযাত্রার ফলে সে নিজেই পাগল হয়ে গেছে; মাদাম অনেক দিন থেকেই অসুস্থ ও উত্তেজনাপ্রবণ। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরে তার একটি সন্তান জন্মে ও সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়; সন্তানের মৃত্যু তাকেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে এই আশংকা করে আত্মীয়স্বজনরা সেণ্ট পিতার্সবুর্গের সেই একই বাড়িতে সেই রাতেই রাজবাড়ির প্রধান পাচকের যে মেয়েটি জন্মেছিল তাকে মৃত সন্তানের বদলে এনে রেখে দিল। সেই মেয়েই ভারেংকা। পরবর্তীকালে মাদাম স্তাহ্‌ল্‌ জানতে পারে যে ভারেংকা তার মেয়ে নয়, তবু সে তাকে আগের মতই পালন-পোষণ করতে থাকে; তাছাড়া এই ঘটনার পরেই ভারেংকার কোন আপনজনই আর জীবিত ছিল না।

দশ বছরের অধিককাল মাদাম স্তাহ্‌ল্‌ দক্ষিণ অঞ্চলে প্রবাসে বাস করছে, আর এই দশটা বছরই সে কোচে বসে কাটিয়েছে। ভারেংকাও সব সময়ই তার সঙ্গে সঙ্গেই আছে। যারাই মাদাম স্তাহ্‌ল্‌কে চেনে তারাই মেয়েটিকেও চেনে, ভালবাসে, তাকে মাদময়জেল ভারেংকা বলে ডাকে।

এ সব কথা জানবার পরে প্রিন্সেস বুঝল যে ভারেংকার সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে তার মেয়ের কোন রকম ক্ষতি হবে না; বিশেষ করে ভারেংকার আদব-কায়দা ও চালচলন খুবই সুন্দর; ফরাসী ও ইংরেজী দুটো ভাষাই চমৎকার বলতে পারে।

প্রিন্সেস যখন শুনল যে ভারেংকার গলায় সুরও ভাল খেলে, তখন তাকে বাড়িতে গিয়ে গান শোনাবার আমন্ত্রণ জানাল।

"কিটিও বাজাতে পারে; খুব ভাল না হলেও একটা পিয়ানো আমাদের আছে, কাজেই আমরা সকলেই খুব খুসি হব," মুখে মেকি হাসি ফুটিয়ে প্রিন্সেস কথাগুলি বলল। কিটির কাছে সেটা খুবই খারাপ লাগল। যাই হোক, তখন গাইতে আপত্তি করলেও ভারেংকা সন্ধ্যাবেলা তাদের বাড়িতে এল এবং একটা স্বরলিপির খাতাও সঙ্গে নিয়ে এল। প্রিন্সেস এই উপলক্ষ্যে মারিয়া এভ্‌জেনিয়েভা, তার মেয়ে ও কর্ণেলকেও আমন্ত্রণ করেছিল।

অপরিচিত লোকদের দেখে কোনরকম বিচলিত না হয়ে ভারেংকা সোজা পিয়ানোর কাছে চলে গেল। সে নিজে বাজাতে পারে না, কিন্তু খাতা দেখে গাইতে শুরু করল। কিটি ভাল বাজাতে পারে; সেই তার সঙ্গে পিয়ানোতে সঙ্গত করল।

প্রথম গানটি শেষ হলে প্রিন্সেস বলল, "তুমি তো খুব গুণী মেয়ে গো।"

মারিয়া এভ্‌জেনিয়েভা ও তার মেয়েও প্রশংসা করল।

কর্ণেল জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকেই বলে উঠল, "আরে দেখ! তোমার গান শুনতে লোক জমে গেছে।" সত্যি, জানালার নীচে অনেক লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

ভারেংকা সরলভাবে বলল, "আপনাদের আনন্দ দিতে পেরেছি বলে আমি খুব খুসি হয়েছি।"

কিটি সগর্বে বন্ধুর দিকে তাকাল। তার গায়কি, তার গলা, তার মুখ—সব কিছুই তাকে খুসি করেছে; আর সব চাইতে বেশী খুসি করেছে তার আচরণ।

কিটি ভাবতে লাগল: আমি যদি ওর জায়গায় হতাম তো কত গর্ববোধ করতাম! জানালার নীচেকার ঐ ভিড় আমাকে কত খুসি করত! অথচ ওর এতে কিছুই আসে-যায় না। অন্য সকলের অনুরোধ রাখা আর মামনকে খুসি করাই যেন তার একমাত্র কামনা। ওর মধ্যে কি আছে? সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠবার, এমন নির্বিকার ও শান্ত থাকবার শক্তি ও পায় কোথায়? ওর কাছে আমার কত কিছু জানবার ও শিখবার আছে! প্রিন্সেস ভারেংকাকে আর একটা কিছু গাইতে বলল; সেও একই সুরেলা সুন্দর ভঙ্গীতে রোদ-পোড়া হাতটা নেড়ে তাল রেখে আর একটা গান গাইল।

তার বইতে পরের গানটি ছিল একটি ইতালীয় সঙ্গীত। কিটি ভূমিকাটি বাজিয়ে চোখ তুলে ভারেংকার দিকে তাকাল।

ভারেংকা সলজ্জভাবে বলল, "এটা নয়।"

ভয় ও কৌতূহল মিশ্রিত দৃষ্টিতে কিটি বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। তারপর তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে বলল, "ঠিক আছে, অন্য একটাই হোক।"

ভারেংকা কিন্তু সেই পাতাটাই হাত দিয়ে চেপে ধরে হেসে বলল, "না, এটাই গাইব।" আগের গানের মতই সহজ, সুন্দরভাবে সে এ গানটিও গাইল।"

গানের শেষে সকলেই তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চায়ের জন্য উঠে গেল। কিটি ও ভারেংকা বাইরে বাগানে চলে গেল।

কিটি জিজ্ঞাসা করল, "ঐ গানটির সঙ্গে কোন স্মৃতি জড়িয়ে আছে—ঠিক কি না বল? কিসের স্মৃতি তা বলতে হবে না; শুধু আমি ঠিক ধরেছি কিনা তাই বল।"

"কেন বলব না? সব তোমাকে বলব," ভারেংকা সরলভাবে জবাব দিল। "ঐ গানটি এমন একটি স্মৃতির সঙ্গে জড়িত যা এক সময় বেদনাদায়ক ছিল। একটি যুবককে আমি ভালবাসতাম, আর ঐ গানটি প্রায়ই তাকে শোনাতাম।"

কিটি হাঁ করে এক দৃষ্টিতে ভারেংকার দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমি তাকে ভালবাসতাম, সেও আমাকে ভালবাসত, কিন্তু তার মায়ের সেটা মনঃপূত হল না, আর সে অন্য একজনকে বিয়ে করল। এখন সে কাছেই থাকে; মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা হয়। আমার যে একটা ভালবাসার ব্যাপার থাকতে পারে সেটা বোধ হয় তোমরা ভাবতেই পার নি, তাই না?" বলতে বলতে মেয়েটির মুখে যে অগ্নি-দীপ্তি ফুটে উঠল তা দেখে কিটির মনে হল, এই দীপ্তিতে বুঝি একদিন তার সারা দেহ-মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

"তা কেন ভাবতে পারব না? আমি যদি পুরুষ মানুষ হতাম, তাহলে তোমাকে জানবার পরে আর কোন কিছুরই পরোয়া করতাম না। সে যে কেমন করে তোমাকে ভুলে গেল, মায়ের জন্য তোমাকে দুঃখ দিল, সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। তার হৃদয় বলে কিছু ছিল না।"

"না, সে খুব ভাল মানুষ, আর আমিও অসুখী নই; বরং আমি খুবই সুখী।" তারপর সকলের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, "আজ রাতে কি আর গান হবে না?"

তাকে থামিয়ে দিয়ে চুমো খেয়ে কিটি বলল, "তুমি কত ভাল, তুমি কত ভাল! আমি যদি তোমার মত হতে পারতাম!"

ভারেংকা হেসে বলল, "তুমি অন্যের মত হতে চাইবে কেন? তুমি যা আছ ভাল আছ।"

"না, আমি মোটেই ভাল নই। কিন্তু তুমি বল···দাঁড়াও, একটু বসে নি," কিটি তাকে টেনে বেঞ্চিতে নিজের পাশে বসাল। "এবার বল, একটা মানুষ তোমাকে পায়ে ঠেলবে সেটা কি অপমান নয়?"

"সে তো আমাকে পায়ে ঠেলে নি ; আমি জানি সে আমাকে ভালবাসত কিন্তু সে মাতৃভক্ত সন্তান, আর—"

"কিন্তু মায়ের কথার বদলে সে যদি নিজে থেকেই এ কাজ করত ?"

"তাহলে তো সেটা আমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করাই হত, আর সে ক্ষেত্রে তাকে হারিয়ে আমার কোন ক্ষোভই থাকত না।" ভারেংকা বুঝতে পারল, এবার সে নিজের বদলে কিটির কথাই বলছে।

"কিন্তু অপমানটা ?" কিটি বলল, "অপমানের কথা কেউ ভুলতে পারে না—কখনও না।" বলতে বলতে কিটির মনে পড়ে গেল, বল-নাচের আসরে বাজনার বিরতির সময় কী দৃষ্টিতে সে একটি মানুষের দিকে তাকিয়েছিল।

"কিসে তোমার অপমান হল ? তুমি তো নিজে খারাপ ব্যবহার কর নি ; করেছ কি ?"

"খারাপের চাইতেও বেশী—অপমান করেছি।"

ভারেংকা মাথা নেড়ে কিটির কাঁধে হাতটা রাখল।

বলল, "অপমান ? তোমার প্রতি যে মানুষের কোন অনুরাগ ছিল না তাকে তুমি নিশ্চয় বল নি যে তুমি তাকে ভালবাস ?"

"নিশ্চয়ই সে কথা আমি বলতে পারি নি। তাকে আমি কিছুই বলি নি, কিন্তু সে বুঝতে পেরেছিল। হ্যাঁ, সেই দৃষ্টি, সেই আভাষ। একশ' বছর বেঁচে থাকলেও সে সব আমি ভুলতে পারব না।"

"কি ভুলতে পারবে না ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আসল কথা হল, তুমি আজও তাকে ভালবাস কি না," ভারেংকা সরাসরি কথাটা বলল।

"আমি তাকে ঘৃণা করি ; নিজেকেও ক্ষমা করতে পারি না"

"কিন্তু কেন ?"

"লজ্জা, অনুশোচনা।"

"আঃ, সকলেই যদি তোমার মত অনুভূতিপ্রবণ হয় ! আরে, এ রকম অভিজ্ঞতা কোন্ মেয়ের না হয় ? এটা কিছু বড় কথা নয়।"

"তাহলে বড় কথা কোন্টা ?"

ভারেংকা হেসে বলল, "অনেক কিছু বড় আছে।"

"সে সব কি ?"

বলবার মত কিছু খুঁজে না পেয়ে ভারেংকা বলল, "কত কিছু আছে।" ঠিক সেই সময় প্রিন্সেস জানালা থেকে ডেকে বলল :

"কিটি, ক্রমেই ঠাণ্ডা পড়ছে। হয় একটা শাল গায়ে দাও, নয় তো ভিতরে চলে এস।"

ভারেংকা দাঁড়িয়ে বলল, "সত্যি সময় হয়ে গেছে। এখনও মাদ্‌ময়জেল বার্থের সঙ্গে দেখা করা বাকি ; তিনি আমাকে যেতে বলেছেন।"

কিটি তার হাতটা চেপে ধরে তীব্র কৌতূহল ও মিনতিভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল; সে যেন বলতে চায়: কি সেই বড় জিনিস যা তোমাকে এত শান্ত থাকতে শক্তি যোগায়? তুমি জান। আমাকে বল! কিন্তু ভারেংকা কিটির সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারল না। সে শুধু এইটুকুও বুঝল যে মাদ্‌ময়-জেল বার্থের সঙ্গে দেখা করে তাকে বারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরে মামনের সঙ্গে চা খেতে হবে। সে ভিতরে গিয়ে গানের খাতাটা নিয়ে সকলকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল।

কর্ণেল বলল, "আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার অনুমতি দিন।"

প্রিন্সেস বলল, "এত রাতে তুমি একলা যাবে কেমন করে? অন্তত পারা-শাকে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি।"

তাকে পৌঁছে দিতে একজন লোক দরকার এ কথা শুনে ভারেংকা যে অতিকষ্টে হাসি চাপল সেটা কিটির দৃষ্টি এড়াল না।

টুপিটা হাতে নিয়ে ভারেংকা বলল, "আমি সব সময় একলাই চলাফেরা করি; কখনও কোন অঘটন ঘটে না।" আর একবার কিটিকে চুমো খেয়ে গানের খাতাটা বগলে নিয়ে সে গ্রীষ্ম-রাতের অন্ধকারের মধ্যে সদর্পে বেরিয়ে গেল। কি যে সেই বড় জিনিস যা তাকে এই অতিবাঞ্ছিত প্রশান্তি ও মর্যাদা দান করেছে সে গোপন কথা কিটিকে না জানিয়ে সে নিজের বুকের মধ্যেই লুকিয়ে রাখল।

॥ ৩৩ ॥

মাদাম স্তাহ্‌ল্‌-এর সঙ্গেও কিটির পরিচয় হল। সেই পরিচয় আর ভারেংকার বন্ধুত্ব এই দুয়ে মিলে শুধু যে তার উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করল তাই নয়, অনেক দুঃখে তাকে সান্ত্বনাও যোগাল। নতুন বন্ধুদের ধন্যবাদ, তাদের কৃপায় এমন একটা নতুন জগৎ তার সামনে খুলে গেল যার সঙ্গে তার আগের জীবনের কোনই মিল নেই—এমন একটা উন্নত সুন্দর জগৎ সেখান থেকে সে শান্ত দৃষ্টিতে তার আগেকার জগৎটাকে দেখতে শিখল। সে যেন আবিষ্কার করল, যে প্রবৃত্তিগত জীবন সে এতদিন কাটিয়ে এসেছে, তার বাইরেও আছে একটা আত্মিক জীবন।

ধর্মের ভিতর দিয়েই সে জীবনের প্রকাশ; কিন্তু ছেলেবেলা থেকে কিটি যাকে ধর্ম বলে জেনে এসেছে, প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্য উপাসনায় এবং পুরো-হিতের সাহায্যে স্তোত্র আবৃত্তিতে যে ধর্মের প্রকাশ, তার সঙ্গে এ ধর্মের কোন মিল নেই। এই নতুন ধর্ম মহান ও রহস্যময়; যে সব সুন্দর চিন্তা ও অনু-ভূতির সঙ্গে এ ধর্মের যোগ তাকে লোকে বিশ্বাস করে নিজে ভালবেসে, অন্যের কথা শুনে নয়।

এ তত্ত্ব কিটি কারও কথা শুনে শেখে নি। মাদাম স্তাহ্‌ল্‌ শুধু একবারই কথা প্রসঙ্গে বলেছিল যে একমাত্র ভালবাসা ও বিশ্বাসই মানুষকে দুঃখে সান্ত্বনা দিতে পারে; কোন দুঃখই খৃস্টের চোখে তুচ্ছ নয়, সমবেদনার অযোগ্য নয়; কিন্তু পরক্ষণেই সে কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আসলে তার প্রতিটি চলন, প্রতিটি কথা, প্রতিটি দৃষ্টির কিটিই কাছে ঐশ্বরিক বলে প্রতিভাত হয়েছিল, আর তা থেকেই, বিশেষ করে তার জীবন-কাহিনী থেকেই ভারেংকা সেই "বড় জিনিস" টি আবিষ্কার করেছে যা এতদিন তার কাছে অজ্ঞাত ছিল।

কিন্তু ভারেংকা—নিঃসঙ্গ, আত্মীয়বিহীন, বন্ধুবিহীন, ভালবাসায় ব্যর্থ, যে কিছুই চায় না, কোন কিছুর জন্যই যার ক্ষোভ নেই—সেই ভারেংকাই কিটির কাছে আজ পূর্ণতার আদর্শ—তাকেই সে সর্বতোভাবে অনুসরণ করতে চায়। ভারেংকাকে দেখেই সে বুঝতে পেরেছে যে শান্ত, সুখী ও মহৎ হতে হলে নিজেকে ভুলে অপরকে ভালবাসতে হবে। কিটি আজ সেই পথেই চলতে চায়। সেই "বড় জিনিস" টি যে কি তা সে আজ উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই শুধুমাত্র বন্ধুদের প্রশংসা করেই সে সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না; যে উপলব্ধি তাকে দান করেছে নতুন জীবন তারই সাধনায় সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে চায়।

জীবনের এই নতুন স্বপ্নকে পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত করবার সময় যতদিন না আসছে ততদিন এই প্রস্রবণ-কেন্দ্রেই তার নতুন জীবন-নীতিকে প্রয়োগ করবার অনেক সুযোগ কিটির হাতে এসে গেল; ভারেংকার দেখাদেখি সেও এখানকার অশক্ত ও অসহায় মানুষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করল।

প্রথম দিকে প্রিন্সেস লক্ষ্য করল, মাদাম স্তাহ্‌ল্‌, বিশেষ করে ভারেংকার প্রতি অত্যধিক অনুরাগবশত কিটি তাদের দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। সে যে শুধু ভারেংকার কাজকর্মই অনুসরণ করে তাই নয়, নিজের অজ্ঞাতেই সে ভারেংকার হাঁটা-চলা, কথা বলা, এমন কি চোখ মিটমিট করার অভ্যাসটুকু পর্যন্ত অনুকরণ করতে শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই প্রিন্সেস আরও লক্ষ্য করল যে এই মোহাচ্ছন্ন ভাব ছাড়াও তার মেয়েটি এক গুরুতর আধ্যাত্মিক সংকটের ভিতর দিয়ে চলেছে।

সন্ধ্যা হলে কিটি মাদাম স্তাহ্‌লের কাছ থেকে উপহার পাওয়া ফরাসী বাইবেল-খানা পড়ে; অথচ আগে সে কোনদিন বাইবেল পড়ত না; সমাজের উঁচু মহলের বন্ধুবান্ধবীদের এড়িয়ে সে এখন ভারেংকার রোগীদের নিয়ে, বিশেষ করে দরিদ্র অসুস্থ চিত্রকর পেত্রভ্‌-এর পরিবারের দেখাশুনা করেই সময় কাটায়। এ সব কাজ খুবই প্রশংসনীয়, কাজেই প্রিন্সেসের এতে আপত্তি করবার কোন কারণ থাকতে পারে না, বিশেষত পেত্রভ-এর স্ত্রী খুবই শ্রদ্ধাস্পদা মহিলা এবং জার্মান প্রিন্সেসও কিটির এই সব কাজকর্মকে দেবদূতের কর্তব্য নাম দিয়ে প্রশংসা করেছে। এতটা রাগারাগি না করলে এতে আপত্তি

করবার কিছুই ছিল না। কিন্তু কিটি এত বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল যে প্রিন্সেস একদিন কথাটা না বলে পারল না।

"বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে," সে বলল।

মেয়ে অবশ্য কোন জবাব দিল না। শুধু নিজেকেই প্রশ্ন করল—একজন খৃস্টানের পক্ষে এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা কি করে সম্ভব ? যে ধর্মে শেখানো হয়, কেউ এক গালে আঘাত করলে অন্য গাল পেতে দাও, কেউ কোটটা নিলে তাকে জোব্বাটা দিয়ে দাও, সেখানে কি সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ? কিন্তু প্রিন্সেস তার বাড়াবাড়ি নিয়ে আপত্তি জানাল।

মাদাম পেত্রভের কথা উল্লেখ করে একদিন মা বলল, "আন্না পাভ্‌লভ্‌না অনেকদিন আমাদের বাড়িতে আসেন নি। আমি নেমন্তন্ন করেছিলাম, কিন্তু তাকে অসন্তুষ্ট বলে মনে হল।"

কিটি মুখ লাল করে বলল, "আমার চোখে তো পড়ে নি মামন।"

"এর মধ্যে কি তুমি তাদের বাড়িতে যাও নি।"

"কাল আমাদের পাহাড়ে বেড়াতে যাবার কথা আছে," কিটি জবাব দিল।

"খুব ভাল হবে," প্রিন্সেস বলল।

সেদিন সন্ধ্যায়ই ভারেংকা এসে জানিয়ে গেল, পরদিন পাহাড়ে যাবার ব্যাপারে আন্না পাভ্‌লভনা মত বদলেছে। প্রিন্সেস লক্ষ্য করল, কিটির মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।

"আচ্ছা কিটি, পেত্রভদের সঙ্গে তোমার কি কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে ? তিনি নিজেও এখানে আসছেন না, ছেলেমেয়েদেরও পাঠাচ্ছেন না কেন ?"

কিটি জবাবে জানাল, তার সঙ্গে কোন ভুল বোঝাবুঝি হয় নি; আর আন্না পাভ্‌লভ্‌না কেন তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে তাও সে জানে না। কিটি সত্য কথাই বলেছে। তার প্রতি আন্না পাভ্‌লভ্‌নার মনোভাবের এই পরিবর্তনের কারণ সে জানত না, কিন্তু একটা অনুমান সে করেছে। কিন্তু সে অনুমানের কথা সে মাকে বলতে পারে না, এমন কি নিজের কাছেও স্বীকার করতে পারে না। সে সত্যকে জানলেও স্বীকার করা যায় না, কারণ যদি জানাটা ভুল হয় তাহলে সেটা বড়ই মারাত্মক ও লজ্জার কথা।

ঐ পরিবারটির সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা নিয়ে সে বার বার মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল। তার মনে পড়ল, তাদের দেখা হলেই আন্না পাভ্‌লভ্‌নার সরল গোল মুখখানি অকৃত্রিম আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত ; রুগ্ন স্বামীটিকে নিয়ে তাদের মধ্যে যে সব গোপন কথা হত, যে সব কাজ স্বামীটির পক্ষে নিষিদ্ধ সে সব থেকে তাকে বিরত রেখে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য যে সব ষড়যন্ত্র করা হত, সে সব কথাও মনে পড়ল। তখন সকলে কী সুখেই ছিল ! তারপর মনে পড়ল, পেত্রভ-এর শুকিয়ে যাওয়া শরীর, লম্বা গলা ও বাদামী

কোট, পাতলা কোকড়া চুল, প্রশ্নে-ভরা নীল চোখ, এবং কিটির সামনে নিজেকে উৎফুল্ল চটপটে দেখাবার আপ্রাণ চেষ্টা। মনে পড়ল, সে এমন মর্মস্পর্শী ভঙ্গীতে বিনীতভাবে তার দিকে তাকাত যে লোকটির জন্ত তার দুঃখ হত, সে বিব্রত বোধ করত। সে সব কী ভাল দিনই ছিল! কিন্তু এ সবই গোড়ার দিকের কথা। কয়েক দিন আগে হঠাৎ সব কিছু বদলে গেল। এখন আন্না পাভ্‌লভ্‌না তার সঙ্গে মেকি ভদ্রতা করে, আর সর্বক্ষণ কিটিও স্বামীর উপর কড়া নজর রাখে।

কিটি এলেই স্বামী খুসি হয়ে ওঠে বলেই কি আন্না পাভ্‌লভ্‌নার এই শীতল আচরন?

হ্যাঁ, কিটির মনে পড়ছে, দু'দিন আগে আন্না পাভ্‌লভ্‌নার পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক রুক্ষ গলায় সে বলেছিল: "আহা, সে যে তোমার জন্তই অপেক্ষা করে আছে; অত্যন্ত দুর্বল বোধ করা সত্ত্বেও তোমাকে ফেলে কফি খেতে চায় নি।" আমি যখন ভদ্রলোককে কম্বলটা এনে দিলাম তখনও সে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ, কিন্তু ভদ্রলোক বিব্রতভাবে এত সময় ধরে আমাকে ধন্যবাদ দিতে লাগল যে আমিও বিব্রত হয়ে পড়লাম। তারপর আমার ছবিটা, কী সুন্দরই না সে এঁকেছে। কিন্তু সব চাইতে বড় কথা, তার সেই চাউনি, কী কোমল আর লজ্জারুণ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি তাই, সভয়ে কিটি বার বার বলতে লাগল। কিন্তু না, এ হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না! সে বড় করুণ! তাড়াতাড়ি কিটি নিজেকে বোঝাতে পাগল।

এই আশংকা তার নতুন জীবনের আনন্দকেই নষ্ট করে দিল।

॥ ৩৪ ॥

জল-চিকিৎসার একটা পর্যায় শেষ হবার আগেই প্রিন্স শেরবাত্‌স্কি স্ত্রী ও মেয়ের কাছে ফিরে এল। কার্লস্‌বাদ থেকে সে গিয়েছিল বাদেন-বাদেন ও কিসেঙ্গেন-এ রুশ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে, তার ভাষায় বলতে গেলে "রুশ জীবনের এক ঝলক হাওয়া গায়ে লাগাতে"।

বিদেশ সম্পর্কে প্রিন্স ও প্রিন্সেসের মত একেবারে দুই বিপরীৎ বিন্দুতে অবস্থিত। প্রিন্সেসের চোখে বিদেশের সব কিছুই গৌরবময়; রুশ সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সে আপ্রাণ চেষ্টা করে ইওরোপীয় মহিলা সাজতে, অথচ পারে না (কারণ প্রকৃতিতে সে একান্তভাবেই একটি রুশ মহিলা), আর সেই চেষ্টার ফলে তাকে এমন ভাব দেখাতে হয় যা তার নিজের কাছেই কিম্ভূত বলে মনে হয়। অপর দিকে; বিদেশী কোন কিছুই প্রিন্সের পছন্দ নয়, ইওরোপীয় জীবনযাত্রা তাকে যেন চেপে ধরে, আর সেই কারণে সে আরও বেশী করে রুশ জীবনযাত্রাকেই আঁকড়ে ধরে এবং আসলে তার মধ্যে

যতটুকু ইওরোপীয় ভাব আছে জোর করে তার চাইতেও কম দেখাতে চেষ্টা করে।

প্রিন্স ফিরে এল আরও শুকনো হয়ে; চোখের নীচের পাতা ফোলা-ফোলা; কিন্তু মেজাজটা খুব ভাল। কিটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে সে মেজাজ আরও খুসি হয়ে উঠল। মাদাম স্তাহ্‌ল্ ও ভারেংকার সঙ্গে কিটির বন্ধুত্বের সংবাদ এবং প্রিন্সেসের মুখে তার চারিত্রিক পরিবর্তনের বিবরণ শুনে প্রিন্স কিছুটা বিচলিত হল; তার মনে একটা ঈর্ষার ভাবও দেখা দিল। যে কেউ বা যা কিছু কিটিকে তার কাছ থেকে দূর সরিয়ে নিতে চায় তার প্রতিই প্রিন্সের মনে এই ঈর্ষা দেখা দেয়; তার ভয় হয়, তার মেয়েকে ভুলিয়ে এমন কোন দুর্গম জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে তার কোন প্রভাব খাটবে না। কিন্তু যে আনন্দ ও রসিকতার সাগরে প্রিন্স সব সময়ই ভেসে থাকে এবং কার্লস্‌বাদ-এর জলের গুণে যে মনোভাব আরও গভীর হয়েছে, তার অথৈ জলে এই অপ্রীতিকর সংবাদগুলি কোথায় তলিয়ে গেল।

ফিরে আসার পরদিনই প্রিন্স মেয়েকে নিয়ে খোশ মেজাজে প্রস্রবণে বেড়াতে গেল।

সুন্দর সকাল। পরিষ্কার ঝকঝকে সব বাড়ি ও বাগান, মাথার উপর ঝলমলে সূর্য, খুসি-খুসি লোকজনের আনাগোনা—দেখলেই মন ভাল হয়ে ওঠে। কিন্তু যতই তারা প্রস্রবণের কাছে যেতে লাগল ততই রুগ্ন লোকদের সঙ্গে তাদের বেশী করে দেখা হতে লাগল; একটি সুস্থ সমৃদ্ধ জার্মান জীবন-যাত্রার মাঝখানে এই অসুস্থ মানুষের শোভাযাত্রা তাদের কাছে বড়ই কষ্টকর মনে হতে লাগল।

চলতে চলতে কনুই দিয়ে মেয়ের হাতে আল্‌তো করে খোঁচা দিয়ে প্রিন্স বলল, "তোমার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দাও। ও কে?"

কিটি পরিচিত অপরিচিত সকলের কথাই বাবাকে শুনিয়ে দিতে লাগল। বাগানের ফটকে তাদের সঙ্গে দেখা হল মাদ্‌ময়জেল বার্থে ও তার সঙ্গীর; বৃদ্ধা ফরাসী মহিলাটির মুখে খুসির ভাবটি প্রিন্সের ভাল লাগল। ফরাসী কায়দায় সৌজন্যের বাগবিস্তার করে মহিলাটি প্রিন্সকে তার কন্যা-ভাগ্যের জন্য সাধুবাদ জানাল এবং কিটিকে প্রশংসার আকাশে তুলে একটি মানিক, একটি সম্পদ, একটি দেবদূত বলে অভিহিত করল।

প্রিন্স হেসে বলল, "আহা, ও তো দুই নম্বর দেবদূত। ও তো বলে মাদ্‌ময়জেল ভারেংকা হল এক নম্বর দেবদূত।"

মাদ্‌ময়জেল বার্থে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "ওঃ, মাদ্‌ময়জেল ভারেংকা, সত্যি একটি খাঁটি দেবদূত!"

গ্যালারিতে ভারেংকার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটি সুদৃশ্য লাল থলে হাতে নিয়ে সে দ্রুতপায়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

"দেখ, বাপি এসেছে," কিটি বলল।

ভারেংকা খুবই সহজ, সরলভাবে মাথা নেড়ে তাকে অভিবাদন জানাল।

প্রিন্স হেসে বলল, "আমি অবশ্য তোমাকে চিনি, ভাল করেই চিনি। এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ?"

কিটির দিকে ফিরে বলল, "মামন এখানে এসেছে। কাল সারা রাত তার ঘুম হয় নি। ডাক্তার বলেছেন খোলা বাতাসে বেড়াতে।"

ভারেংকা চলে গেলে প্রিন্স বলল, "এই তাহলে এক নম্বর দেবদূত। দেখা যাক, ক্রমে তোমার সব বন্ধুদের সঙ্গেই দেখা হয়ে যাবে। মাদাম স্তাহ্‌লের সঙ্গেও হবে, অবশ্য তিনি যদি দয়া করে আমাকে চিনতে পারেন।"

মাদাম স্তাহ্‌লের কথায় বাবার চোখে একটা ঠাট্টার ঝিলিক দেখে বিস্মিত কিটি জিজ্ঞাসা করল, "সে কি, তুমি তাকে চেন নাকি বাপি?"

"তার স্বামীকে চিনতাম, তাকেও একটু একটু চিনতাম; কিন্তু সে তো ওর ধর্মধ্বজীদের দলে ভিড়বার আগেকার কথা।"

"ধর্মধ্বজী কারা বাপি?" কিটি প্রশ্ন করল।

"আমি নিজেও ঠিক জানি না। শুধু জানি, সে মহিলা সব কিছুর জন্যই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন; সব রকম দুর্ভাগ্যের জন্য, এমন কি স্বামীর মৃত্যুর জন্যও তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান। ব্যাপারটা একটু মজার, কারণ তাদের মিলিত জীবন মোটেই সুখের ছিল না। ও কে? কী করুণ মুখখানি।"

কিটি বলল, "উনি পেত্রভ, একজন চিত্রশিল্পী। আর ওই তার স্ত্রী।" তারা এগিয়ে যেতেই আন্না পাভ্‌লভ্‌না যেন ইচ্ছা করেই তার খেলায় মত্ত ছেলেকে আনতে দৌড়ে সেখান থেকে চলে গেল।

প্রিন্স বলল, "লোকটির মুখখানি কী সুন্দর, অথচ কী করুণ! চল না ওর সঙ্গে কথা বলি। ও যেন তোমাকেই কি বলতে চাইছে না?"

"বেশ তো, চল।" পেত্রভ-এর কাছে গিয়ে কিটি বলল, "আজ কেমন আছেন?"

লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পেত্রভ প্রিন্সের দিকে তাকাল।

প্রিন্স বলল, "এটি আমার মেয়ে। নিজেই নিজের পরিচয় দিলাম।"

চিত্রশিল্পী হেসে মাথাটা নোয়াল।

কিটিকে বলল, "কাল আপনাকে আশা করেছিলাম প্রিন্সেস।"

"আমি তো যেতাম, কিন্তু ভারেংকা গিয়ে বলল, আপনি বেড়াতে যাবেন না এই সংবাদ আমাকে জানাতেই আন্না পাভ্‌লভ্‌না তাকে পাঠিয়েছেন।"

"যাব না?" কাশতে কাশতে মুখ লাল করে পেত্রভ বলল। তারপরই স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে ডাকল, "আন্না! আন্না!" উত্তেজনায় তার সরু সাদা গলার শিরাগুলো চাবুকের দড়ির মত ফুলে উঠল।

আন্না পাভ্‌লভ্‌না এসে দাঁড়াল।

খুব রাগ করে কর্কশ গলায় পেত্রভ বলল, "তুমি কি করে কাল প্রিন্সেসকে খবর পাঠিয়েছিলে যে আমরা যাব না?"

নকল হাসি হেসে আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল, "কেমন আছ প্রিন্সেস?" তারপর প্রিন্সকে বলল, "আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুসি হলাম। অনেক দিন থেকেই আপনাকে আশা করছিলাম প্রিন্স।"

আরও বেশী রেগে পেত্রভ হাঁক দিয়ে বলল, "তুমি কি করে প্রিন্সেসকে খবর পাঠালে যে আমরা কাল পাহাড়ে যাব না?"

"কী মুস্কিল, আমি সত্যি ভেবেছিলাম যে আমাদের যাওয়া হবে না," স্ত্রী বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিল।

"কি করে তা বললে যখন—" একটা কাশির দমক আসায় সে কথা শেষ করতে পারল না; শুধু অসহায়ভাবে হাতটা নাড়তে লাগল।

প্রিন্স টুপিটা মাথায় দিয়ে মেয়েকে নিয়ে পা বাড়াল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রিন্স বলল, "হায়রে! বেচারি দুর্ভাগার দল!"

কিটি বলল, "সত্যি বাপি। কি জান, ওদের তিনটি ছেলেমেয়ে আছে, কোন চাকর নেই, প্রায় কোন আয়ও নেই। ভদ্রলোকটি অ্যাকাডেমি থেকে সামান্য কিছু পান।" তার প্রতি আন্না পাভ্‌লভ্‌নার মনোভাবের বিস্ময়কর পরিবর্তনের উত্তেজনাকে চাপা দেবার জন্য সে খুব তাড়াতাড়ি কথাগুলি বলে গেল।

"ওই যে মাদাম স্তাহ্‌ল্‌," একটা বাথ্‌-চেয়ার দেখিয়ে কিটি বলল। চেয়ারের ভিতরে অনেকগুলো বালিশে হেলান দিয়ে রোদ-ঢাকনার নীচে নীল-ধূসর পোষাকে কে যেন বসে আছে।

সত্যি মাদাম স্তাহ্‌ল্‌। পিছন থেকে একটি জার্মান মজুর চেয়ারটা ঠেলছে। একজন সুইড়িশ কাউন্ট পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিটি তার নাম জানে। আশেপাশে আরও কয়েকজন রোগী কৌতূহলের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রিন্স তার দিকেই এগিয়ে গেল। শ্রদ্ধার সঙ্গে চোস্ত্‌ ফরাসীতে তার সঙ্গে কথা শুরু করল।

"আমাকে আপনার স্মরণ আছে কি না জানি না, কিন্তু আমার মেয়েটির প্রতি আপনি যে সদয় ব্যবহার করেছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতেই আমার কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।"

"প্রিন্স আলেক্সান্দার শের্‌বাত্‌স্কি," দুটি স্বর্গীয় চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে মাদাম স্তাহ্‌ল্‌ বলল; তার চোখের বিরক্তির ছায়াটুকু কিন্তু কিটির দৃষ্টি এড়াল না। "খুব খুসি হলাম। আপনার মেয়েকে আমার খুব ভাল লেগেছে।"

"আপনার স্বাস্থ্য এখনও খারাপ যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ, ও আমার অভ্যাস হয়ে গেছে," বলে মাদাম স্তাহ্‌ল্ সুইডিশ কাউণ্টের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল।

প্রিন্স বলল, "আপনার কোন পরিবর্তনই হয় নি। প্রায় দশ এগারো বছর আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি।"

"ঈশ্বরই আমাদের দুঃখ দেন, আবার তিনিই তা সইবার শক্তিও দেন। ভাবতে অবাক লাগে, জীবন এত দীর্ঘ হয় কেন···"

"আমি তো বলি ভালর জন্যই," দুই চোখে হাসি ফুটিয়ে প্রিন্স বলল।

প্রিন্সের কথার ঠাট্টাটা ধরতে পেরে মাদাম স্তাহ্‌ল্ বলল, "সে বিচারের কর্তা আমরা নই।" তারপর তরুণ সুইড-এর দিকে তাকিয়ে বলল, "প্রিয় কাউণ্ট, তাহলে সেই বইটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। এজন্য আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ থাকব।

"আরে!" কাছেই মস্কোর কর্ণেলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রিন্স বলে উঠল। মাদাম স্তাহ্‌ল্‌কে অভিবাদন জানিয়ে সে মেয়ে ও কর্ণেলকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

মাদাম স্তাহ্‌ল্ তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে অস্বীকার করায় মস্কোর কর্ণেলের মনে একটা ক্ষোভ ছিল; তাই বিদ্রূপের সুরে সে বলল, "এই তো আপনাদের আভিজাত্যের নমুনা প্রিন্স।"

প্রিন্স জবাব দিল, "একটুও পরিবর্তন হয় নি।"

"আচ্ছা প্রিন্স, ওর অসুখের আগে, অর্থাৎ শয্যাশায়ী হবার আগে কি আপনি ওকে চিনতেন?"

"হ্যাঁ, আমি যখন ওকে চিনতাম তখনই ওর এই অবস্থা হয়।"

"লোকে বলে, আজ দশ বছর উনি হাঁটেন নি।"

"উনি হাঁটেন না, কারণ ওর পা দুটো বাঁকা। ওর শরীরটা বীভৎস!"

"বাপি! কি বলছ তুমি?" কিটি চেঁচিয়ে উঠল।

"খারাপ লোকে তাই বলে সোনা। আমি বলছি, তোমার ভারেংকাকে উনি খুব কষ্ট দেন। ওঃ এই সব পঙ্গু মহিলারা!"

কিটি সরবে প্রতিবাদ জানাল, "না বাপি, না। ভারেংকা ওকে পুজো করে। যাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করে দেখো।"

কনুই দিয়ে মেয়ের হাতে আস্তে খোঁচা দিয়ে প্রিন্স বলল, "তা হবে। কাউকে না জানিয়ে ভাল কাজ করাই তো ভাল।"

কিটি কোন জবাব দিল না; তার বলবার কিছু ছিল না বলে নয়, আসলে তার মনের গোপন কথা সে বাবাকেও বলতে চায় না। কিন্তু কী আশ্চর্য, মাদাম স্তাহ্‌লের যে পবিত্র মূর্তি আজ এক মাস ধরে সে তার অন্তরে গড়ে তুলেছে, সেটা আজ চিরদিনের মত অদৃশ্য হয়ে গেছে; তার মনে হল, একটি শূন্য কোটকে সে এতদিন একটা মানুষ বলে জেনেছিল। সেখানে পড়ে

আছে শুধু একটি বক্রপদ মহিলা যে সব সময় শুয়ে থাকে কারণ তার শরীরটা বীভৎস, আর তার মনের মত করে কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে দিতে না পারলেই যে ভারেংকার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। কিটির কল্পনা শত চেষ্টায়ও আগেকার মাদাম স্তাহ্‌ল্‌কে ফিরিয়ে আনতে পারল না।

॥ ৩৫ ॥

প্রিন্স তার নিজের খোশ্‌মেজাজটাকে স্ত্রী, কন্যা, বন্ধুবান্ধব, এমন কি বাড়িওলা জার্মান ভদ্রলোকের মনেও সঞ্চারিত করে দিল।

প্রস্রবণ থেকে ফিরবার পথে সে মস্কোর কর্ণেল, মারিয়া এভ্‌জেনিয়েভ্‌না ও ভারেংকাকে কফি খাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে এল। টেবিল ও চেয়ার নিয়ে সেগুলো বাগানে বাদাম গাছটার নীচে সাজিয়ে পাতবার ব্যবস্থা করল। বাড়িওলা এবং চাকর-বাকররাও বেশ মজা পেয়ে গেল। তারা জানত যে প্রিন্সের দিলটা খুবই দরাজ। আধ ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল, হাম্‌বুর্গ থেকে আগত যে অসুস্থ ডাক্তারটি ঐ বাড়ির একেবারে উপরের তলায় বাসা নিয়েছে সেও জানালা দিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে বাদাম গাছের নীচে জমায়েত ফুর্তিবাজ রুশ-দের দিকে তাকিয়ে আছে।

গাছের পাতার কাঁপা-কাঁপা ছায়ায় পাতা টেবিলের উপর সাদা চাদর পাতা হয়েছে; তার উপর সাজানো হয়েছে কফির পাত্র, মাখন, পনির ও ঠাণ্ডা মুরগির মাংস। প্রিন্সেস নিজে সকলের হাতে হাতে পেয়ালা ও স্যাণ্ডুইচ তুলে দিতে লাগল। টেবিলের অপর প্রান্তে বসে প্রিন্স প্রাণ খুলে খাচ্ছে, মন খুলে গলা খুলে হাসছে আর কথা বলছে। তার পাশে গাদা করা রয়েছে সন্ত-কেনা টুকিটাকি অনেক কিছু—ছোট খোদাই-করা বাক্স, বাঁশি, কাগজ-কাটা ছুরি ইত্যাদি। বাইরে থাকা কালে যে সব জায়গায় সে গিয়েছিল সেখান থেকেই প্রচুর পরিমাণে এই সব জিনিস সে কিনে নিয়ে এসেছে, এবং এখন সেগুলো সব্বাইকে উপহার দিতে লাগল; এমন কি তার বাড়িওলা ও তার দাসী লিস্‌চেন মেয়েটিও বাদ গেল না। হৈ-হুল্লোড়, হাসি-ঠাট্টায় মজলিস একেবারে জমজমাট।...

এক সময় প্রিন্স কিটিকে দেখে বলল, "তোমাকে এত মন-মরা দেখাচ্ছে কেন সোনা?"

"আমি ঠিক আছি বাপি।"

প্রিন্স ভারেংকাকে বলল, "এখনই কোথায় যাচ্ছ? আরও কিছু সময় থাক।"

ভারেংকা হাসতে হাসতে বলল, "আমাকে এখন যেতেই হবে।" সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে টুপিটা আনতে বাড়ির ভিতরে গেল। কিটিও সঙ্গে গেল। আজ যেন ভারেংকা তার কাছে নতুন রূপে দেখা দিয়েছে।

ছাতা ও থলে হাতে নিয়ে ভারেংকা বলল, "অনেককাল এত হাসি নি ! তোমার বাবা কত ভাল !"

কিটি কিছুই বলল না।

"তোমার সঙ্গে আবার কখন দেখা হবে ?" ভারেংকা জিজ্ঞাসা করল।

বন্ধুকে পরীক্ষা করবার জন্ত কিটি বলল, "মামন পেত্রভ্‌দের বাড়ি যাবার কথা ভাবছে। তুমি কি সেখানে থাকবে ?"

"হ্যাঁ, থাকব।" ভারেংকা জবাব দিল। "তারা তো চলে যাচ্ছে ; তাই বাঁধা-ছাঁদায় তাদের সাহায্য করব বলে কথা দিয়েছি।"

"তাহলে আমিও যাব।"

"না, তুমি কেন যাবে ?"

"কেন যাব না ? কেন ?" গোল গোল চোখ করে কিটি বলল। "দাঁড়াও। আমাকে বলে যাও কেন যাব না।"

"কারণ, তোমার বাবা সবে এসেছেন, আর তুমি সেখানে গেলে তারাও স্বস্তি বোধ করে না।"

"আঃ, তোমাকে বলতেই হবে কেন তুমি চাওনা যে আমি পেত্রভ্‌দের বাড়িতে যাই। তুমি চাও না যে আমি সেখানে যাই, তাই না ? কিন্তু কেন চাওনা তা আমাকে বল।"

"এমন কথা আমি বলি নি," ভারেংকা শান্তভাবে বলল।

"তোমাকে মিনতি করছি, আমাকে বল।"

"সব কিছু বলব ?" ভারেংকা প্রশ্ন করল।

"সব কিছু, সব কিছু," কিটি বলল।

"বিশেষ করে বলবার তো কিছু নেই ; তবে মিখাইল আলেক্সেভিচই (চিত্রশিল্পীর নাম) কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে চলে যাবার জন্ত পীড়াপীড়ি করছিল, আবার এখন সেই যেতে চাইছে না," ভারেংকা ঈষৎ হেসে বলল।

"আচ্ছা ?" গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকিয়ে কিটি বলল, "তারপর ?"

"তারপর, যে কারণেই হোক আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলেছে যে তুমি এখানে আছ বলেই সে যেতে চাইছে না। অবশ্য একথা বলার কোন অধিকার তার নেই, কিন্তু তাই নিয়ে, তোমাকে নিয়ে, তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে। আর তুমি তো জান, রুগ্ন লোকরা কত ভয়ংকর হতে পারে।"

কিটি কিছুই বলল না, কিন্তু তার মুখের উপর মেঘ জমতে লাগল। তাকে শান্ত করতে, সান্ত্বনা দিতে ভারেংকা অনেক কথা বলতে লাগল ; তার আশংকা হল যে কোন মুহূর্তে কিটি কান্নায় অথবা কথায় ভেঙে পড়বে।

"কাজেই তোমার পক্ষে সেখানে না যাওয়াই ভাল। বুঝতেই তো পারছ, তুমি কোন রকম দোষ নিও না—"

বন্ধুর হাত থেকে ছাতাটা কেড়ে নিয়ে কিটি দ্রুত বলে উঠল, "এই আমার উচিত পাওনা! এই আমার উচিত পাওনা।"

বন্ধুর এই ছেলেমানুষী রাগ দেখে ভারেংকার হাসি পেয়ে গেল, কিন্তু বন্ধুর অসন্তোষের ভয়ে সে লোভ সংবরণ করল।

বলল, "এটা তোমার পাওনা কেন হবে তা তো আমি বুঝতে পারি না।"

"এটা আমার উচিত পাওনা এই কারণে যে এ সবই ছিল লোক-দেখানো, সবই মিথ্যা, অন্তরের কথা নয়। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা লোকের জন্য আমার কিসের মাথাব্যথা? অথচ এখন দেখা যাচ্ছে আমাকে নিয়েই তাদের ঝগড়া; আমি অবাঞ্ছিতভাবে তাদের মধ্যে নাক গলিয়েছিলাম। সব মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা!"

ভারেংকা তেমনি শান্ত গলায় বলল, "মিথ্যা আচরণ তুমিই বা করবে কেন?"

ছাতাটা একবার খুলে আবার বন্ধ করতে করতে সে বলতে লাগল, "উঃ, কী বোকামি? কী ভয়ংকর!···আমার কোন কারণ ছিল না···এ সবই তো মিথ্যা!"

"তাহলে এ কাজ তুমি করলে কেন?"

"নিজেকে জাহির করতে—লোকের কাছে, নিজের কাছে, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে জাহির করতে—সকলকে ফাঁকি দিতে। ওঃ, আর কখনও এমন কাজ করব না! মিথ্যার চাইতে, প্রতারণার চাইতে খারাপ হওয়াও ভাল!"

ভারেংকা তিরস্কারের সুরে বলল, "কে কাকে ঠকাচ্ছে? তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন—"

কিটির মেজাজ তখন চড়ে গেছে। বন্ধুকে কথা বলার সুযোগই দিল না।

"আহা, আমি তোমার কথা বলছি না। তুমি তো নিখুঁত। হ্যাঁ, তুমি তাই, আমি জানি তুমি নিখুঁত, আমি যে খারাপ, তার কি। আমি খারাপ না হলে তো এ সব কিছুই ঘটত না। বেশ তো, আমি যা আছি আমাকে তাই থাকতে দাও, শুধু কাউকে যেন না ঠকাই। আন্না পাভ্‌লভ্‌নাকে দিয়ে আমার কি দরকার? তারা তাদের মত থাকুক, আমি আমার মত থাকি। আমি তো নিজেকে বদলাতে পারি না।···এ অন্যায়, অন্যায়।"

"কি অন্যায়?" ভারেংকা বিচলিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"এ সব কিছু। আমার মন যা বলে আমি সেইভাবেই চলি; তুমি চল নিয়ম মেনে। আমি তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু তুমি চেয়েছিলে আমাকে উদ্ধার করতে, আমাকে বদলে দিতে!"

"তুমি খুব অবিচার করছ," ভারেংকা বলল।

"আঃ, অন্যের কথা আমি বলছি না, আমি বলছি শুধু আমার কথা।"

"কিটি।" মায়ের গলা শোনা গেল। "এখানে এস, বাপিকে তোমার প্রবালগুলো দেখাও।"

বন্ধুর সঙ্গে কোন রকম মিটমাট না করেই কিটি টেবিল থেকে প্রবালের বাক্সটা নিয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে মার কাছে চলে গেল।

বাবা ও মা এক সঙ্গে প্রশ্ন করল, "ব্যাপার কি? তুমি এত চটেছ কেন?"

"কিছু না। আমি এখনি আসছি," বলেই সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

ভাবল, ভারেংকা তো এখনও এখানেই আছে। তাকে কি বলব? হায় ভগবান, এ আমি কি করলাম? কি করলাম? কেন তাকে অপমান করলাম? এখন আমি কি করি? কি বলি? দরজায় থেমে কিটি ভাবতে লাগল।

টুপিটা মাথায় দিয়ে ছাতাটা হাতে নিয়ে ভারেংকা টেবিলেই বসে আছে। কিটি যে স্প্রিংটা ভেঙে ফেলেছে সেটাকে মেরামত করছে। সে মুখ তুলল।

তার কাছে এগিয়ে এসে কিটি বলল, "ভারেংকা আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর! মনের আবেগে আমি যে কি বলেছি তা নিজেই জানি না। আমি—"

ভারেংকা হেসে বলল, "সত্যি বলছি, তোমাকে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না।"

গোলমাল মিটে গেল। কিন্তু এতদিন কিটি যে জগতে বাস করত বাবা আসার পরেই সে জগৎটা যেন বদলে গেল। সে যে যা কিছু শিখেছিল সে সবই বাতিল করে দিল তা নয়, কিন্তু সে এখন বুঝতে পেরেছে সে নিজেকেই ঠকিয়েছে; সে যা হতে চায় তাই হতে পারবে, তার এই ধারণাটাই ভুল। মনে হল, সে যেন সত্ত ঘুম থেকে উঠেছে। সে পুরোপুরিই বুঝতে পেরেছে, জীবনের যে স্তরে সে যেতে চেয়েছিল অন্যকে না ঠকিয়ে এবং নিজেকেও না ঠকিয়ে জীবনের সেই উঁচু স্তরে বাস করা তার পক্ষে খুবই শক্ত; তাছাড়া, যে জগতে সে বাস করে সেখানকার দুঃখ, রোগ ও মৃত্যুর বোঝা যে কত ভারী সেটা সে বুঝতে পেরেছে; বুঝতে পেরেছে, এই জগতে বাস করতে হলে যে প্রচণ্ড শক্তির দরকার সেটা তার আয়ত্তের বাইরে। তাই এক ঝলক খোলা হাওয়ার জন্য, রাশিয়ার জন্য তার মন উৎসুক হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই সে কিটির মারফৎ জানতে পেরেছে যে তার দিদি ডলি ছেলেমেয়েদের নিয়ে এগু´শোভো-তে তাদের পল্লী-ভবনে গ্রীষ্মকালটা কাটাবে বলে। তাই কিটিও সেখানে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল।

অবশ্য ভারেংকার প্রতি তার ভালবাসায় টান পড়ে নি। যাবার বেলায় কিটি তাকে রাশিয়াতে যাবার জন্য মিনতি জানাল।

ভারেংকা বলল, "তোমার বিয়ের সময় যাব।"

"আমি কোন দিন বিয়ে করব না।"

"তাহলে আমিও কোন দিন যাব না।"

"আহা, তাহলে তো তোমাকে রাশিয়াতে নেবার জন্যই আমাকে বিয়ে করতে হবে। দেখো, তখন যেন আজকের এ কথা ভুলে যেয়ো না!" কিটি বলল।

ডাক্তার ঠিক কথাই বলেছিল। সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়েই কিটি রাশিয়াতে ফিরে এল। সে আর আগের মত হাসিখুসি ও বেপরোয়া নেই, কিন্তু তার মানসিক শান্তি ফিরে এসেছে। মস্কোর দুঃখ-যন্ত্রণা এখন তার কাছে একটা স্মৃতিমাত্র।

তৃতীয় পর্ব

॥ ১ ॥

সের্গেই আইভানোভিচ কোজ্‌নিশেভ মানসিক শ্রমের হাত থেকে অবসর নেবার প্রয়োজন বোধ করল; এ অবস্থায় সাধারণত সে বিদেশে যায়, কিন্তু তার বদলে এবার সে মাসের শেষে তার সৎ-ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে তার গ্রামের বাড়িতে গেল। তার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে গ্রামের জীবনই সব চাইতে ভাল। তাই খুসিতে দিন কাটাবার জন্যই সে ভাইয়ের কাছে গেল। লেভিন এতে খুব খুসি হল, কারণ এই গ্রীষ্মে নিকোলাই আসবে তা সে আশা করে নি। কিন্তু কোজ্‌নিশেভের প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা ও শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও লেভিন ভাইকে নিয়ে খুব সহজভাবে চলতে পারল না। গ্রাম সম্পর্কে ভাইয়ের মনোভাবই তাকে বিব্রত ও অখুসি করে তুলল। লেভিনের কাছে গ্রাম হচ্ছে বাসস্থান—আনন্দে, বেদনায়, পরিশ্রমে বেঁচে থাকবার জায়গা; অপরদিকে, কোজ্‌নিশেভের কাছে গ্রাম হচ্ছে বিশ্রামের স্থান, শহরের দুর্নীতির হাত থেকে বাঁচবার একটি মূল্যবান প্রতিষেধক। লেভিনের কাছে গ্রাম ভাল দরকারী কাজ করবার উপযোগী কর্মক্ষেত্র হিসাবে, আর কোজ্‌নিশেভের কাছে গ্রাম ভাল কারণ সেখানে এলে কোন কাজকর্ম করতে হয় না।

তার উপর চাষীদের প্রতি ভাইয়ের মনোভাবের দরুণই সে আরও বেশী বিব্রত বোধ করছে। কোজ্‌নিশেভ অনবরতই বলছে যে চাষীদের সে চেনে, তাদের পছন্দ করে। সে প্রায়ই তাদের সঙ্গে আলাপ করে; কোন রকম কৃত্রিমতা না রেখে বেশ ভালভাবেই আলাপ-পরিচয় করে; আর প্রতিটি আলোচনা থেকে সে একই সিদ্ধান্ত করে যে, চাষীরা সকলেই মূলতঃ ভাল মানুষ, আর সে তাদের খুব ভালভাবেই চেনে। চাষীদের সম্পর্কে এই মনোভাব লেভিন সমর্থন করে না। লেভিনের কাছে চাষীরা সম-কর্মক্ষেত্রে প্রধান অংশীদার মাত্র, তার চাইতে বেশীও নয়, কমও নয়; তাদের প্রতি সে সদয়, এমন কি তাদের সঙ্গে এক ধরনের আত্মীয়তাও বোধ করে; অনেক সময়ই সে বলে যে চাষী ধাই-মার বুকের দুধ সে নিশ্চয় খেয়েছে; চাষীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবার সময় তাদের শক্তি, বিনয় ও ন্যায়বোধ দেখে সে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়; তবু কর্মক্ষেত্রে যখনই অন্য গুণের প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই তাদের উদাসীনভাব, কোন রকমে দায়সারা গোছের কাজের মনোবৃত্তি ও মিথ্যাভাষণ তার কাছে দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। লেভিনকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সে চাষীদের পছন্দ করে কি না, তাহলে যে সে কি জবাব দেবে তা জানে না। অন্য সব মানুষের মতই সে চাষীদের পছন্দও করে, অপছন্দও করে। নিজে ভাল মানুষ বলেই সে স্বভাবতই মানুষকে অপছন্দের চাইতে

পছন্দই করে বেশী, আর চাষীদের বেলায়ও সেটাই সত্য। কিন্তু চাষীদের নিজের থেকে আলাদা করে দেখে সে তাদের পছন্দ-অপছন্দ কোনটাই করতে পারে না, কারণ সে যে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করে, তার স্বার্থ যে তাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত তাই শুধু নয়, সে নিজেকে তাদের একজন বলেই মনে করে এমন কোন বিশেষ গুণ বা দোষের কথা সে জানে না যা তাকে চাষীসাধারণ থেকে আলাদা করে রাখতে পারে ; কাজেই সে নিজেকে তাদের থেকে আলাদা করে দেখতে পারে না। যদিও অনেক বছর ধরে সে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে মনিব হিসাবে, সালিশ হিসাবে, এবং সর্বোপরি পরামর্শদাতা হিসাবে (চাষীরা তাকে বিশ্বাস করে, তার পরামর্শ নিতে ত্রিশ মাইল দূর থেকেও লোক আসে), তবু তাদের সম্পর্কে তার কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই ; কেউ যদি তাকে জিজ্ঞাসা করে সে চাষীদের জানে কি না, তাহলেও সে বিব্রত বোধ করবে। সে চাষীদের জানে এ কথা বলা, আর সে সব মানুষদেরই জানে এ কথা বলা একই ব্যাপার। অনবরত নানা ধরনের লোককে সে দেখছে, তাদের জানছে ; তার মধ্যে চাষীরাও আছে ; অনবরতই সে তাদের মধ্যে নতুন নতুন গুণের প্রকাশ দেখতে পাচ্ছে আর আগেকার অভিমত বদলে নতুন অভিমত গড়ে তুলছে। কোজ্‌নিশেভ ঠিক তার উল্টোটি করছে। যে ধরনের জীবনকে সে অপছন্দ করে তার সঙ্গে তুলনা করেই সে গ্রামের জীবনকে পছন্দ করে, তার প্রশংসা করে ; ঠিক সেই রকম যে ধরনের মানুষকে সে অপছন্দ করে তাদের সঙ্গে তুলনা করেই সে চাষীদের পছন্দ করে ; চাষীদের সে দেখে জনসাধারণ থেকে আলাদা করে। তার মনের গড়নটাই সুশৃংখল ; তাই চাষীদের জীবনকে সে পরিষ্কারভাবে সাজিয়ে নিয়েছে ; কিছুটা নিয়েছে আসল চাষী-জীবন থেকে, আর বেশীর ভাগটাই নিয়েছে তার পরিচিত জীবনের বিপরীৎ জীবন থেকে। তাই চাষীদের সম্পর্কে তার মতামত বা তাদের প্রতি তার সহানুভূতির কোন পরিবর্তনই ঘটে না।

চাষীদের সম্পর্কে ভিন্ন মত নিয়ে দুই ভাইতে যখন তর্ক হয় তখন কোজ্‌নিশেভ সব সময়ই ভাইকে হারিয়ে দেয়, কারণ চাষীদের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও রুচির ব্যাপারে কোজ্‌নিশেভের ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট ; ওদিকে তাদের সম্পর্কে লেভিনের কোন নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় ধারণাই নেই ; ফলে দু'জনের তর্কের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই লেভিন উল্টো-পাল্টা কথা বলে ফেলে।

কোজ্‌নিশেভের কাছে তার ছোট ভাইটি মানুষ ভাল, তার অন্তরটাও ভাল, কিন্তু তার মনটা পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীর দ্বারা এত বেশী প্রভাবিত হয় যে সে উল্টো-পাল্টা মতের জালে জড়িয়ে পড়ে। বড় ভাই হিসাবে কখনও কখনও সে লেভিনকে সব কিছু বুঝিয়ে বললেও তর্কে সব সময়ই তার জিৎ হয় বলে তার সঙ্গে তর্ক করে সে আনন্দ পায় না।

লেভিনের চোখে তার বড় ভাইটি প্রচুর বুদ্ধি ও শিক্ষার অধিকারী, অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন, এবং লোক-কল্যাণে কাজ করতে সক্ষম। কিন্তু ভাইকে সে যত বেশী করে জানতে পারছে ততই স্পষ্ট করে বুঝতে পারছে যে কোজ্‌নিশেভ এবং অন্য যারা জন-কল্যাণে কাজ করে থাকে তারা সে কাজ করে বুদ্ধির তাগিদে, অন্তরের তাগিদে নয়। লেভিনের এই ধারণা আরও দৃঢ় হল যখন সে দেখল যে জন-কল্যাণ ও আত্মার অমরতার প্রশ্নকে সে দাবা খেলা বা একটা নতুন যন্ত্র তৈরি করার চাইতে বেশী মূল্য দেয় না।

ভাইকে নিয়ে লেভিন যে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল তার আর একটি কারণ—বিশেষ করে এই গ্রীষ্মকালে খামারের কাজে লেভিনকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়; সত্যি কথা বলতে কি, গ্রীষ্মের লম্বা দিনমানেও সে করণীয় সব কাজ শেষ করে উঠতে পারে না; অথচ কোজ্‌নিশেভ বিশ্রাম করে চলেছে। অবশ্য তার বিশ্রাম মানে সে কোন প্রবন্ধ লিখছে না; কিন্তু মনের কাজ ছাড়া তার দিন কাটতে চায় না বলে সে ছোট ছোট ভাল ভাল কথায় নিজেকে প্রকাশ করতে ভালবাসে, আর সেই সঙ্গে চায় যে কেউ তার সে সব কথাগুলি শুনুক। স্বভাবতই ভাইকে তার শ্রোতা হতে হয়। তাছাড়া দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বলেই লেভিন ভাইকে একলা ফেলে যেতে পারে না। ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে শুয়ে রোদ পোহাতে পোহাতে অলস বাক্যালাপ করতে কোজ্‌নিশেভ বড় ভালবাসে।

এক সময় সে লেভিনকে বলল, "তুমি হয় তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু এই গরুর মত জীবন আমার খুব ভালই লাগছে। মাথার মধ্যে চিন্তার রেশ-মাত্র নেই! সব রবারের বলের মত ফাঁকা।"

বসে বসে এ সব কথা শুনতে লেভিনের কষ্ট হয়; বিশেষত সে জানে লোকজনরা গাড়ি ভর্তি করে সার নিয়ে যাবে মাঠে দিতে, অথচ মাঠ এখনও তৈরি হয় নি; সে তদারক না করলে তারা যেমন-তেমন করে সার ছড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে; আবার লাঙলের ফালগুলোও ভাল করে না লাগিয়ে তাই নিয়ে গজগজ করবে।

কখনও হয় তো কোজ্‌নিশেভ বলল, "তুমি বড় বেশীক্ষণ রোদ্দুরে হাঁটা-চলা কর।"

"এক মিনিটের জন্য একবার গদিতে যেতে হবে," বলেই সে ছুটে মাঠের দিকে চলে গেল।

॥ ২ ॥

জুন মাসের প্রথম দিকে লেভিনের প্রাক্তন নার্স ও বর্তমান গৃহকর্ত্রী আগা-ফিয়া মিখাইল্‌ভনা নোনা ব্যাঙের ছাতাগুলো মাটির নীচের ভাঁড়ারে রাখতে

গিয়ে পা পিছলে পড়ে কব্জিতে চোট পেল। গ্রামের ডাক্তারকে আনা হল। লোকটি সদ্য ডাক্তারী ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। অত্যন্ত কথা বলে। সে কব্জি পরীক্ষা করল, আশ্বাস দিল যে কব্জি ভাঙে নি, একটু সেঁক দিল এবং রাতের খাবার খেয়ে যাবে বলে থেকে গেল। সের্গেই আইভানভিচ কোজ্‌নিশেভের মত একজন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে কথা বলবার এবং স্থানীয় নানাবিধ অসুবিধা নিয়ে নালিশ জানাবার সুযোগ পেয়ে ডাক্তারটি খুবই খুসি হল। কোজ্‌নিশেভও মনোযোগ দিয়ে তার সব কথা শুনল, কথাপ্রসঙ্গে তার কয়েকটি উপযুক্ত মূল্যবান মন্তব্যের তারিফ করল, এবং একটি ভাল আলোচনার সুযোগ পেয়ে নিজের মেজাজও বেশ খুসি হয়ে উঠল।

ডাক্তার চলে গেলে কোজ্‌নিশেভ মাছ ধরতে যাবার প্রস্তাব করল। মাছ ধরাটাও সে বেশ উপভোগ করে এবং এ রকম একটা অকেজো নেশায় বেশ আনন্দ পায় বলে গর্ববোধ করে।

এ সময় লেভিনের থাকা উচিত ক্ষেতে অথবা মাঠে; তবু ছোট গাড়িতে করে সেই তাকে দিয়ে গেল।

বছরের এই সময়টাতে—গ্রীষ্মকালের মুখে—এ বছরের ফসলের কাজ শেষ করে চাষীরা পরের বছরের জন্য বীজ বোনার কথা ভাবে; খড় কাটার সময় আসন্ন; গমের শিস বেরিয়ে আসে, কিন্তু তখনও কাঁচা ও সরু থাকায় বাতাসে হেলে-দোলে; মাঠের এখানে-ওখানে দেরিতে বোনা জইয়ের উজ্জ্বল সবুজ গাছগুলো মাথা তোলে; অনাবাদী জমিগুলি গরু-মোষের পায়ের চাপে পাথরের মত শক্ত হলেও আধা লাঙল দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু যে অংশগুলো বাকি থাকে সেখানে লাঙলের দাঁত বসানো শক্ত হয়; মাঠে মাঠে রোদে শুকিয়ে-আসা গোবরের স্তূপের গন্ধ সূর্যাস্তের সময় ঘাসের মিঠে গন্ধের সঙ্গে মিশে যায়; কাস্তে পড়ার অপেক্ষায় জলে-ডোবা প্রান্তর প্রসারিত সাগরের মত ছড়িয়ে পড়ে থাকে।

প্রচুর ফলন হয়েছে; গ্রীষ্মের দিনগুলি পরিষ্কার ও গরম; ছোট রাতভর ভারী হয়ে শিশির ঝরে।

"তা যেত বলে আমি মনে করি না। আমি মনে করি না যে আমাদের বসন্তকালের বন্যা, শীতকালের ঝড় ও গ্রীষ্মকালের খামারের কাজকে সামাল দেওয়ার পরেও আমার অঞ্চলের দেড় হাজার বর্গ মাইল জায়গার লোকের জন্য ডাক্তারী সহায়তার ব্যবস্থা করা সম্ভব। আর তাছাড়া, ওষুধপত্রে আমি বিশ্বাসও করি না।"

"ওঃ, তাই বল; এটা তো অন্যায়। আমি তোমাকে হাজারটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আর স্কুলের ব্যাপারে কি বলবে?"

"স্কুল দিয়ে আমাদের কি হবে?"

"কি বলছ তুমি? শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারেও কোন সন্দেহ

থাকতে পারে না কি? শিক্ষা যদি তোমার পক্ষে ভাল হয় তো প্রত্যেকের পক্ষেই ভাল হবে না কেন?"

লেভিন বুঝতে পারছে সে ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে; তাই তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, আর নিজের অজান্তেই জনকল্যাণমূলক কাজে কেন তার অনীহা সেই আসল কথাটা সে বলে ফেলল:

"হয় তো এ সবই ভাল; কিন্তু যে স্বাস্থ্য-কেন্দ্র আমি নিজে কোনদিন ব্যবহার করব না, যে স্কুলে কোনদিন আমার ছেলেমেয়েদের পাঠাব না, এবং যেখানে চাষীরাও তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠাতে চায় না—এবং পাঠানো তাদের পক্ষে উচিত কিনা সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত নই,—সেই সব স্বাস্থ্য-কেন্দ্র ও স্কুল নিয়ে আমি মাথা ঘামাব কেন?"

এ রকম একটা অপ্রত্যাশিত ঘোষণায় মুহূর্তের জন্য বিব্রত বোধ করলেও অতি দ্রুত অন্য দিক থেকে আক্রমণ শুরু করল।

কিছুক্ষণ সে কোন কথা বলল না, একটা ছিপ টেনে বের করে আবার থলেতে ভরে হেসে ভাইয়ের দিকে ফিরে তাকাল।

"এবার এদিকে দেখ: প্রথমত, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র গড়ে তুলতেই হবে। আগাফিয়া মিখাইলভনার জন্য আমরা কি গ্রাম্য ডাক্তারকে ডাকি নি?"

"কিন্তু আমি বলছি, তার হাতটা বেঁকেই থাকবে।"

"সেটা তো ভবিষ্যতের কথা। দ্বিতীয়ত, কাজের লোক হিসাবে একজন শিক্ষিত চাষীর দাম ও দরকার একজন অশিক্ষিত চাষীর চাইতে অনেক বেশী।"

লেভিন দৃঢ়স্বরে বলল, "না, না; যাকে খুসি জিজ্ঞাসা করতে পার। লেখা-পড়াজানা মজুর আরও খারাপ। সে কখনও রাস্তা মেরামত করবে না, আর একটা সেতু যদি আজ বানানো হয় তো কালই তার কাঠগুলো চুরি যাবে।"

চোখ কুঁচকে কোজ্‌নিশেভ বলল, "সেটা তো কথা নয়। আমি শুধু জানতে চাই, শিক্ষা যে মানুষের পক্ষে কল্যাণকর সে কথা তুমি স্বীকার কর কি না?"

"হ্যাঁ, তা করি," কোন কিছু না ভেবেই লেভিন কথাটা বলে ফেলল; পর-মুহূর্তেই তার মনে হল কথাটা সে ঠিক বলে নি। সে বুঝতে পারল, এ কথা মেনে নিলে সে এতক্ষণ ধরে যা বলেছে সে সবই অর্থহীন হয়ে পড়বে।

কোজ্‌নিশেভ বলল, "তা যদি মনে কর, তাহলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজ করাটাকে প্রশংসা না করে এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে তো তুমি পার না; আর তাই সে কাজে সাহায্য না করেও পার না।"

মুখ লাল করে লেভিন বলল, "কিন্তু এটা যে ভাল কাজ তা তো আমি বলি নি।"

"সে কি? তুমি তো এইমাত্র বললে—"

"আমি এটাকে ভাল অথবা সম্ভবপর বলে মনে করি না।"

"একটা কাজ না করা পর্যন্ত সেটা সম্ভব কিনা তা তো জানা যায় না।"

"তা তো মানলাম," লেভিন বলল, যদিও সত্যি-সত্যি কথাটা সে মানে নি। "কিন্তু তা মানলেও তা নিয়ে আমি কেন মাথা ঘামাব তা তো বুঝতে পারছি না।"

"সে কি ? কিন্তু তাহলে—"

"দাঁড়াও। কথাটা যখন উঠেছে তখন দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা আমাকে বুঝিয়ে দাও," লেভিন বলল।

"এর সঙ্গে দর্শনের কি সম্পর্ক তা তো বুঝতে পারছি না," এমন সুরে কোজ্‌নিশেভ কথাটা বলল যে লেভিনের মনে হল, সে যেন বলতে চাইছে দর্শন নিয়ে কোন কথা বলার অধিকার তার নেই। লেভিন আরও চটে গেল।

সেও গরম-গরম জবাব দিল। "তাই বল। আমার দৃঢ় ধারণা যে আমাদের সব কাজই ব্যক্তিগত সুখের দ্বারা পরিচালিত। একজন সম্ভ্রান্ত লোক হিসাবে আমি মনে করি যে আমাদের বর্তমান "জেম্‌স্ত্‌ভো" গুলি (আঞ্চলিক পরিষদ) আমার ভালর জন্য কিছুই করছে না। রাস্তাঘাটের কোন উন্নতি হয় নি, হতে পারে না, কিন্তু সেই খারাপ রাস্তায়ই আমাকে ঘোড়া চালিয়ে যেতে হয়। তাদের ডাক্তার, তাদের স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের আমার দরকার নেই, দরকার নেই তাদের বিচার-সভার—আমি কোনদিন কোন আবেদন করি নি, করবও না। তাদের স্কুলের যে আমার দরকার নেই তাই নয়, আগেই তো বলেছি সেগুলিকে আমি ক্ষতিকর বলে মনে করি। এই 'জেম্‌স্ত্‌ভো' প্রতিষ্ঠানগুলি আমার পক্ষে শুধুই দায়—একর প্রতি ছ' কোপেক করে কর দিতে হবে, শহরে ছুটতে হবে, সেখানে ছারপোকার কামড় খেয়ে রাত কাটাতে হবে, যত সব আবোল-তাবোল কথা শুনতে হবে, অথচ তার ফলে আমার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি হবে না।"

কোজ্‌নিশেভ হেসে বাধা দিয়ে বলল, "তাই বল। কিন্তু দাসদের চুক্তির জন্য যখন আমরা কাজ করেছিলাম তখন তো তাতে আমাদের কোন স্বার্থ ছিল না, তবু তো আমরা কাজ করেছিলাম।"

আরও গরম হয়ে লেভিন বাধা দিল, "না, না ভূমিদাসদের মুক্তি ছিল একটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। তাতে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থও অবশ্যই ছিল। যে বোঝা সব ভালমানুষদের উপর চেপে বসেছিল আমরা চেয়েছিলাম তাকে ঝেড়ে ফেলতে। কিন্তু এই যে কাউন্সিলর হওয়া, যে শহরে আমি বাস করি না সেখানে ক'জন মেথর দরকার, কেমন করে পাইপ বসাতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা; জুরি হয়ে শুয়োরের মাংস চুরির অপরাধে একজন চাষীর বিচার করা, ছ'ঘণ্টা ধরে বাদী ও বিবাদী দুই পক্ষের উকিলের বকবকানি শোনা; চেয়ারম্যান আবার আধ-বোকা বুড়ো এলিওশ্‌কাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'শুয়োরের মাংস চুরির অভিযোগ কি তুমি স্বীকার করছ বাপু?' সে

জবাব দেবে, 'অ্যাঁ? সেটা কি জিনিস হুজুর?'—আর সে কথাও কান পেতে শোনা; এ সবই অন্য ব্যাপার।"

কথাগুলি শুনে কোজ্‌নিশেভ কাঁধ দুটিতে ঝাঁকুনি দিল।

"তুমি কি প্রমাণ করতে চাইছ?"

"শুধু এইটুকু যে, যে-অধিকার আমাকে স্পর্শ করে, আমার স্বার্থে আঘাত করে, তাকে রক্ষা করতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না। আমি যখন ছাত্র ছিলাম, আর সৈনিকরা এসে আমাদের ঘর তল্লাসি করত, আমাদের চিঠিপত্র পড়ত, তখন আমাদের অধিকারকে—শিক্ষার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকারকে রক্ষা করতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরির অর্থও আমি বুঝি—তার সঙ্গে আমার ছেলেমেয়ে, আমার ভাই, ও আমি নিজে জড়িত; যে সমস্যার সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত তা নিয়ে আলোচনা করতে আমি সব সময়ই প্রস্তুত; কিন্তু 'জেম্‌স্ত্‌ভো'-র বাজেটের টাকা কি ভাবে ভাগ হবে তা নিয়ে আলোচনা করা, কিংবা আধ-বোকা এলিউশ্‌কার বিচার করা—সে সব কাজ আমাকে কেন করতে হবে তা আমি বুঝি না, কোন দিন বুঝবও না।"

লেভিনের কথাগুলি বাঁধ-ভাঙা জলস্রোতের মত ছুটে বেরিয়ে আসতে লাগল। কোজ্‌নিশেভ হাসতে লাগল।

"আর কাল যদি তোমার নিজের বিচার শুরু হয় তাহলে পুরনো ালের ফৌজদারী আদালতে সে বিচার চললে তোমার কেমন লাগবে?"

"আমার বিচার কোন দিন হবে না। আমি কারও গলাও কাটব না, বিচারও চাইব না। 'ত্রিমূর্তি দিবসে' রাতারাতি গজিয়ে ওঠা আসল ঝোপ-ঝাড়ের মত দেখবার জন্য যে সব বার্চ গাছের ডাল কেটে মাটিতে পুতে দেওয়া হয়, আমাদের 'জেম্‌স্ত্‌ভো' প্রতিষ্ঠানগুলি অনেকটা তারই মত, কাজেই সেই কাটা ডালে পাতা গজাবার আশায় আমি তো মনপ্রাণ দিয়ে তাতে জল ঢালতে পারি না।"

প্রান্তরে পৌঁছবার জন্য দুই ভাই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে ঘোড়া থামাল। ঘন ঘাসের মধ্যে তখনও বেশ শিশির জমে আছে; তাই যাতে পা ভিজে না যায় সে জন্য কোজ্‌নিশেভ ভাইকে বলল গাড়িটাকে একেবারে জলার ধারে নিয়ে যেতে; সেখানে উইলো ঝোপের নীচেই অনেক মাছের মেলা। ঘাসের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়াটা লেভিনের খুব অপছন্দ, তবু তাই করতে হল। লম্বা নরম ঘাসগুলো গাড়ির চাকায় ও ঘোড়ার পায়ে জড়িয়ে যেতে লাগল।

তার ভাই একটু নীচে বসে ছিপ ফেলল, আর লেভিন ঘোড়াটাকে কিছু দূরে নিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে জল ভেঙে এগিয়ে চলল। এখানকার জলাভূমিতে রেশমের মত ঘাস একেবারে কোমড় পর্যন্ত উঁচু।

জলাভূমিটা পেরিয়ে লেভিন রাস্তায় উঠল, আর সেখানেই একটি বুড়ো মানুষের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। তার চোখ দুটো ফোলা-ফোলা; সঙ্গে একটা খড়ের তৈরি মৌচাক।

"ব্যাপার কি? একটা নতুন ঝাঁক ধরেছে বুঝি ফোমিচ?" সে প্রশ্ন করল।

"নতুন তো নয় কন্‌স্তান্তিন মিত্রিচ। পুরনোটাকে রাখা বড়ই ঝামেলা। যেগুলো উড়ে গিয়েছিল এটা তার দুই নম্বর ঝাঁক। ছেলেগুলোর দৌলতেই ফিরে পেয়েছি। ছেলেরা তো আপনার ক্ষেতই চষছে। তারাই তো ঘোড়া নিয়ে ছুটে তবে এটাকে ধরেছে।"

"ভাল কথা ফোমিচ, তুমি কি বল—এখনই ফসল কাটতে শুরু করব, নাকি আর একটু অপেক্ষা করব?"

"তা দেখুন, আমরা তো সাধারণত সেন্ট পিতার দিবস পর্যন্ত অপেক্ষাই করি, কিন্তু আপনি আরও আগেই কাজ শুরু করেন। অবশ্য তা কেন করবেন না তাও আমি জানি না। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। ভাল ঘাস হবে। গরু-মোষের ভাল খোরাক।"

"আর জল-হাওয়ার খবর কি?"

"সেও তো ঈশ্বরের ইচ্ছা। মনে হয় আবহাওয়া ভালই যাবে।"

লেভিন ভাইয়ের কাছে ফিরে গেল। মাছ মোটেই খাচ্ছে না, কিন্তু তাতে কোজ্‌নিশেভের ক্ষোভ নেই; তার মেজাজ ভাল আছে। লেভিন বুঝতে পারল, ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা তাকে দম দিয়েছে; সে এখন কথা বলতে উন্মুখ। কিন্তু লেভিনের এখন বাড়ি ফেরার তাড়া। পরদিনই ফসল-কাটা-দের ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে হবে; কখন কাজ শুরু করা হবে তা নিয়ে আর সন্দেহ রাখা চলবে না।

সে বলল, "এবার যাওয়া যাক।"

"তাড়া কিসের? বসে পড়। কী সর্বনাশ, তুমি যে একেবারে ভিজে গেছ! মাছ পেলাম না, তাতে কি হয়েছে? এখানে প্রকৃতির খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছি, মাছ ধরার সুখই তো সেখানে। এই ইস্পাতের মত শান্ত জলের চাইতে মনোরম আর কি হতে পারে?" সে বলল। "আর এই নদীর তীর। নদীর তীর দেখলেই মনে পড়ে সেই ধাঁধার কথা—তোমার মনে আছে? ঘাস জলকে বলে: 'আমরা মাথা নীচু করে থাকি, শান্ত ও ধীর…'"

"কখনও শুনি নি," লেভিন জবাব দিল।

॥ ৩ ॥

কোজ্‌নিশেভ বলল, "জান, তোমার কথাই আমি ভাবছিলাম। ডাক্তার যা বলেছে তা যদি সত্য হয়—আর ছেলেটিকে বেশ চৌকশ বলেই মনে হয়—

তাহলে তো তোমাদের এ অঞ্চলের অবস্থা খুব খারাপ। তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি: এই যে তোমার সভা-সমিতিতে না যাওয়া এবং স্থানীয় সব রকম কাজকর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা—এটা খুবই ভুল। সব সৎ লোকই যদি সরে দাঁড়ায় তাহলে কাজকর্ম কেমন করে চলবে তা তো এক ঈশ্বরই জানেন। যা অবস্থা তাতে তো আমরা টাকা দিয়ে মরি, সে টাকা সবই মাইনে গুণতেই ফুরিয়ে যায়, আর আমরা স্কুল, ডাক্তার, ধাত্রী, ওষুধ প্রস্তুতকারক ইত্যাদি কোন কিছুই পাই না।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও লেভিন শান্তভাবে জবাব দিল, "আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। তার আর কি করা যাবে?"

"কিন্তু কেন পার না বলবে? সেটাই তো আমি বুঝতে পারি না। এটা যে তোমার উদাসীনতা বা অক্ষমতা তা তো বলতে পারি না। তবে কি নিছক আলসেমি?"

"ও সব কিছুই না। আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভালভাবেই বুঝেছি যে আমার করবার কিছুই নেই," লেভিন বলল।

ভাইয়ের কথার দিকে তার মন ছিল না। নদীর ওপারে মাঠের মধ্যে একটা কালো কিছু দেখতে পেয়ে সে বুঝতে চেষ্টা করছিল, ওটি কি শুধু একটা ঘোড়া, না কি ঘোড়ার পিঠে তার নায়েব।

"কেন তোমার কিছু করবার থাকবে না? একবার চেষ্টা করেছ, যা করতে চেয়েছিলে তা করতে না পেরে সে চেষ্টাই ছেড়ে দিয়েছ। আমি মনে করি, তোমার আত্মবিশ্বাস আরও বেশী থাকা উচিত।"

ভাইয়ের কথায় ক্ষুণ্ণ হয়ে লেভিন বলে উঠল, "আত্মবিশ্বাস? তুমি কি বলতে চাও আমি বুঝতে পারছি না। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম তখন যদি আমাকে বলা হত যে অন্য সকলেই 'ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস' বুঝতে পারে আর একমাত্র আমিই তা বুঝতে পারি না, তাহলে আমার আত্মবিশ্বাসে আঘাত লাগত। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে প্রথমেই বুঝতে পারা চাই যে এ ধরনের কাজকর্ম করবার স্বাভাবিক প্রবণতা আমার আছে কি না, আর তার পরেই ওঠে মূল কথাটা: কাজকর্মগুলো সত্যি গুরুত্বপূর্ণ কি না।"

"কি বললে? তুমি এগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর না?" কোজ্‌নিশেভ চেঁচিয়ে বলে উঠল। এবার তার আহত হবার পালা। যে কাজে সে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে তাই তাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না, আর সে যা বলছে সে সব কথায়ও ভাইয়ের কোন আগ্রহ নেই দেখে সে খুবই ক্ষুণ্ণ হল।

"আমি এ সব কাজকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি না, তারা আমার মনকে স্পর্শ করে না, এ ক্ষেত্রে আমি নিরুপায়," লেভিন জবাব দিল। সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে সেই লোকটি তার নায়েব; মনে হচ্ছে সে কাজের লোক-

গুলোকে লাঙল চষা ছেড়ে দেবার অনুমতি দিচ্ছে। কিন্তু এখনও তো তাদের কাজ শেষ হবার কথা নয়।

বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর মুখখানাকে ভ্রূকুটিকুটিল করে বড় ভাই বলল, "শোন, সব কিছুরই একটা সীমা আছে। স্বতন্ত্র হওয়া, আন্তরিক হওয়া, মিথ্যাকে ঘৃণা করা—এ সবই যে ভাল তা আমি জানি। কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ না যে তুমি যা বলছ হয় তার কোনই অর্থ নেই, আর না হয় তো যে অর্থ আছে সেটা নিন্দনীয়? যে চাষীদের তুমি এত ভালবাস তাদের বাঁচাবার কোন চেষ্টা না করে তাদের রোগে ভুগে মরতে দেওয়া হবে এটাকে তুমি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর না?—"

লেভিন নিজের মনে বলল, এ রকম কথা আমি কখনও বলি নি।

"—ঐ অশিক্ষিত নারীর শিশু-মৃত্যুর কারণ হবে, সাধারণ মানুষ গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকারে ডুবে যাবে; যে লেখাপড়া জানে তারই কৃপার পাত্র হবে আর তুমি তাদের সাহায্য করতে পার জেনেও সাহায্য করবে না, কারণ কাজটাকে তুমি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর না।"

লেভিনের সামনে কোজ্‌নিশেভ দুটি বিকল্প রাখল। তাকে হয় তার ভাই-য়ের দৃষ্টিকোণটাকে মেনে নিতে হবে, আর না হয় তো স্বীকার করতে হবে যে জনকল্যাণের প্রতি তার যথেষ্ট অনুরাগ নেই। সে আহত ও ক্ষুব্ধ হল।

দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "দুটো বিকল্পই সত্য। আমি তো কোন সম্ভাবনাই দেখছি না—"

"কি? তুমি কি বলতে চাও যে টাকাটা যদি ঠিক মত বিলি করা হত তাহলে ডাক্তারি সাহায্যের ব্যবস্থা করা যেত না?"

এ আলোচনার মধ্যে বার্চ গাছ কেমন করে এল তা বুঝতে না পেরে কোজ্‌নিশেভ আবারও কাঁধ ঝাঁকানি দিল; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই ভাইয়ের বক্তব্যটা সে বুঝতে পারল।

বলল, "এটা কোন যুক্তি হল না।"

লেভিন কিন্তু নিজের যুক্তির ত্রুটিটাকেই সমর্থন করতে চাইল; বলল:

"আমি মনে করি, ব্যক্তিগত স্বার্থের মাটিতে শিকড় গজাতে না পারলে কোন কাজই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এটা একটা সাধারণ সত্য, একটা দার্শনিক সত্য।" এমন দৃঢ়তার সঙ্গে সে দার্শনিক কথাটা পুনরায় উচ্চারণ করল যেন সে বলতে চায় যে অন্য সকলের মতই দর্শন সম্পর্কে কথা বলার অধিকার তার আছে।

কোজ্‌নিশেভ আবারও হাসল। মনে মনে বলল, নিজের মতামতের পেট ভরাতে এরও দেখছি হাতের কাছে এক থলে-ভর্তি দর্শনশাস্ত্র আছে। সোচ্চারে বলল, "দর্শনকে টেনে না আনলেই পারতে। ব্যক্তি-স্বার্থ ও সমষ্টি-

স্বার্থের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করাই যুগে যুগে দর্শকের প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। কিন্তু সে কথা এখানে অবান্তর। আসল কথা হল, তোমার উপমাটাকে আমি শুধরে দেব। বার্চ গাছকে মাটিতে পোতা হয় না; তার কিছু থাকে চারা গাছ, আর কিছু থাকে বীজ; কাজেই তাদের সযত্নে লালন করতেই হবে। যে সব জাতি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান সমূহের গুরুত্ব ও মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে, তাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখে, তাদেরই আছে ভবিষ্যৎ, আছে ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান।"

এইখানে কোজ্‌নিশেভ সমস্যাটাকে এমন একটা ঐতিহাসিক দার্শনিক তত্ত্বে তুলে দিল যেখানে লেভিনের মাথা পৌঁছতে পারে না।

"এ সব কাজ যে তোমার পছন্দ নয় তার কারণ আমাদের রুশ আলস্য ও স্বকল্পিত মনস্তত্ত্ব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এটা তোমার একটা সাময়িক ভ্রান্তি মাত্র; অচিরেই এটা কেটে যাবে।"

লেভিন কিছুই বলল না। সে বুঝেছে যে প্রতি পদক্ষেপেই সে হেরে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে এও বুঝেছে যে সে যা বলতে চেয়েছে তার ভাই তা বুঝতে পারেনি। কিন্তু কেন যে ভাই তা বুঝতে পারে নি সেটাই সে বুঝতে পারছে না; তার কারণ কি এই যে নিজের চিন্তাকে সে পরিষ্কার করে বলতে পারে নি, অথবা তার ভাইই বুঝতে চায় নি, কিংবা বুঝবার ক্ষমতাই তার নেই। অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে সে আর মাথা ঘামাল না; কোন কথা না বলে সে অন্য একটা ব্যক্তিগত বিষয়ের চিন্তায় মন দিল।

কোজ্‌নিশেভ ছিপের সুতো গুটিয়ে নিল, ঘোড়াটাকে খুলল, তারপর দু'জনে যাত্রা শুরু করল।

॥ ৪ ॥

ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনার শেষে যে ব্যক্তিগত ব্যাপারটা লেভিনের মনে উদয় হল সেটা এই: গত বছর কোন একদিন খড় কাটার সময় সে নায়েবের উপর খুব রেগে গিয়েছিল, আর নিজেকে শান্ত করবার জন্য একজন চাষীর হাত থেকে কাস্তেটা নিয়ে নিজেই খড় কাটতে শুরু করেছিল।

কাজটা তার এতই ভাল লেগেছিল যে পরে আরও কয়েকবার ও কাজটা সে করেছে; বাড়ির সামনেকার সব ঘাস সে নিজের হাতে কেটেছে এবং এ বছর বসন্তকালে চাষীদের সঙ্গে ফসল কাটার কাজেই সে তার দিনগুলি কাটিয়ে দেবে। ভাই আসাতেই সে মুস্কিলে পড়ে গেছে: সেই কাজটা সে করবে, কি করবে না? সারা দিন ভাইকে একা রেখে যেতে সে ইতস্তত করেছে; আবার ভয়ও পেয়েছে যে তার এই খেয়াল নিয়ে ভাই হয় তো হাসি-ঠাট্টা করবে। কিন্তু মাঠের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ফসল কাটার আনন্দের সেই স্মৃতি তার

মনে পড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবার লোভ হল। ভাইয়ের সঙ্গে ক্লান্তিকর বাদানুবাদের পরে এই কথাটাই তার মনে উদয় হল।

সে ভাবল, আমাকে শারীরিক শ্রম করতে হবে, আমি বড়ই খিট্‌খিটে হয়ে উঠছি; তাই সে স্থির করল, ভাই ও চাষীদের উপস্থিতিতে যতই অস্বস্তি বোধ হোক না কেন খড় কাটায় সে যোগ দেবেই।

সেদিন সন্ধ্যায় গদীতে গিয়ে লেভিন নায়েবকে পর দিনের কাজ সম্পর্কে নির্দেশ দিল এবং তাকে দিয়ে গ্রামের খড়-কাটিয়েদের খবর পাঠাল যে পরদিন সকালে সব চাইতে বড় ও সব চাইতে ভাল কালিনভ্‌ মাঠের খড় কাটা শুরু হবে।

নিজের বিব্রত ভাবটাকে চাপা দেবার জন্য সে বলল, "দয়া করে আমার কাস্তেটা প্রখোরকে পাঠিয়ে বলে দাও, সে যেন ওটাকে শান দিয়ে কাল নিয়ে আসে; আমিও তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারি।"

নায়েব হাসল।

"খুব ভাল কথা স্যার", সে বলল।

সেদিন সন্ধ্যায় চা খেতে বসে সে ভাইকেও কথাটা বলল।

"মনে হচ্ছে আবহাওয়া ভালই হয়ে যাবে। কাল থেকে আমি খড় কাটা শুরু করতে চাই।"

"এ ধরনের কাজ আমি পছন্দ করি," কোজ্‌নিশেভ বলল।

"আমিও করি। অনেক সময় চাষীদের সঙ্গে হাতও মেলাই। আগামী কাল সারাদিন তাদের সঙ্গে খড় কাটব স্থির করেছি।"

কোজ্‌নিশেভ মাথা তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকাল।

"তুমি বলতে চাও···সারাটা দিন চাষীদের সঙ্গে কাজ করবে?"

"হ্যাঁ, তাই তো। খুব ভাল লাগে।"

কোন রকম পরিহাস না করে কোজ্‌নিশেভ বলল, "এটা যে চমৎকার দৈহিক ব্যায়াম সেটা ঠিক, কিন্তু তুমি কি সেটা সহ্য করতে পারবে?"

"আমি চেষ্টা করে দেখেছি। প্রথমে কষ্ট হয়, তারপর কাজের টানেই কাজ হতে থাকে। আমি খুব পিছিয়ে পড়ব বলে মনে হয় না।"

"ভাল, ভাল! কিন্তু বল তো, চাষীরা ব্যাপারটাকে কি চোখে দেখে?— তাদের মনিবের একী অদ্ভুত খেয়াল!"

"আমি তা মনে করি না। কাজটা এত ভাল, আবার সঙ্গে সঙ্গে এত শক্ত যে কোন কথা ভাববার সময় থাকে না।"

"আর খানাটাও কি তাদের সঙ্গেই খাবে নাকি?"

"না, বাড়িতে এসেই খাব।"

পরদিন সকালে লেভিন বেশ আগেই ঘুম থেকে উঠল; কিন্তু খামারের

কাজে তার দেরি হয়ে গেল; সে যখন গিয়ে খড় কাটায় হাত লাগাল তখন মজুররা দ্বিতীয় সারি কাটতে শুরু করেছে।

পাহাড়ের উপর থেকেই সে নীচেকার জমিগুলো দেখতে পেল; সেখানকার ফসল কাটা হয়ে গেছে। ঘোড়া চালিয়ে আরও কাছে গিয়ে দেখল, একের পর এক লম্বা সারি দিয়ে মজুররা এগিয়ে চলেছে; কারও গায়ে কোট, কারও বা শার্ট, প্রত্যেকেই নিজের নিজের মত করে কাস্তে চালাচ্ছে। লেভিন গুণে দেখল তাদের সংখ্যা বিয়াল্লিশ। অনেককেই সে চিনতে পারল। ঐ তো বুড়ো এর্‌মিল ঝুঁকে পড়ে কাস্তে চালাচ্ছে; ঐ তো তরুণ ভাস্কা; সে তো আগে লেভিনের কোচয়ান ছিল; কেমন বড় বড় টানে কেটে চলেছে; ওই তো ছোটখাট চেহারার প্রখোর; সেই তো লেভিনকে ফসল কাটতে শিখিয়েছে। এখন সে শরীরটা সোজা করে এমনভাবে কাস্তে চালাচ্ছে যেন সেটা একটা খেলনা।

লেভিন ঘোড়া থেকে নেমে রাস্তার কাছে সেটাকে বেঁধে রেখে প্রখোর-এর কাছে এগিয়ে গেল। প্রখোর ঝোপের ভিতর থেকে আর একখানা কাস্তে বের করে তার দিকে এগিয়ে ধরল।

হেসে মাথার টুপি খুলে কাস্তেটা হাতে দিয়ে বলল, "কাস্তে তৈরি হুজুর; একেবারে ক্ষুরের মত ধার হয়েছে, আপনা থেকেই কাটছে।"

লেভিন কাস্তেটা নিয়ে কাজে লেগে গেল। কাজ শেষ করে ঘর্মাক্ত মজুররা খুসি মনে একে একে রাস্তার উপরে এসে মনিবকে হেসে অভিবাদন জানাল। সকলেই তার দিকে আড় চোখে তাকাতে লাগল, কিন্তু কেউ কথা বলল না; অবশেষে ভেড়ার চামড়ার পোষাক পরা বলিরেখায় ভরা দাড়ি-বিহীন মুখ একটি বুড়ো মানুষ এগিয়ে এসে বলল:

"দেখবেন হুজুর, একবার যখন রাশ হাতে নিয়েছেন, তখন আর যেন পিছিয়ে থাকবেন না!" লোকগুলোর চাপা হাসি লেভিনের কানে এল।

প্রখোর-এর পিছনে দাঁড়িয়ে লেভিন বলল, "পিছিয়ে না থাকতেই চেষ্টা করব।"

"দেখবেন," বুড়ো আবার বলল।

প্রখোর প্রথম ঘাস কেটে এগোতে লাগল, আর লেভিন তার পিছন পিছন চলল। রাস্তার পাশের ঘাসগুলো ছিল ছোট; লেভিন অনেকদিন খড় কাটার কাজে হাত দেয় নি; তার উপর লোকগুলোর চোরা চাউনিতে তার অস্বস্তি লাগছিল; তাই বেশ উৎসাহভরে কাস্তে চালালেও প্রথম দিকে তার খড় কাটা মোটেই ভাল হচ্ছিল না। পিছন থেকে নানা রকম মন্তব্য তার কানে আসতে লাগল:

একজন বলল, "কাস্তেটা ঠিক মত ধরা হয় নি—হাতলটা বড় বেশী উঠে যাচ্ছে।"

আর একজন বলল, "গোড়ালির উপর বেশী করে ভর দিন।"

বুড়ো লোকটি বলল, "সব ঠিক হয়ে যাবে, তবে একটু সময় লাগবে। দেখ, কেমন এগিয়ে গেছেন।···আহা, বড় বেশী জায়গা জুড়ে এগোচ্ছেন হুজুর, অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।"

এইভাবে কাজ করতে করতে এক সার ফসল কাটা শেষ হল। লেভিনের মুখ থেকে ঘাম ঝরতে লাগল; শার্টের পিছনটা এত ভিজেছে যেন জলে ডুবিয়ে তোলা হয়েছে। তবু সে যে শেষ পর্যন্ত কাজটা চালিয়ে যেতে পেরেছে তাতেই সে খুসি।

তবু একটা কারণে তার সে সুখ মাঠে মারা গেল। তার খড় কাটাটা খুব ভাল হয় নি। প্রখোর-এর কাটা পরিচ্ছন্ন সারির সঙ্গে নিজের এবড়ো-খেবড়ো সারির তুলনা করে সে ভাবল, এবার থেকে হাতটাকে কম ছুঁড়ে শরীরটাকেই বেশী করে দোলাব।

কাজের মাঝখানে হঠাৎ লেভিন তার উত্তপ্ত কাঁধের উপর একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করল। সকলে যখন কাস্তেতে শান দিতে ব্যস্ত তখন সে আকাশের দিকে তাকাল। একটা কালো মেঘ নীচু হয়ে মাথার উপর ঝুলে আছে; বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। কেউ কেউ কোটের খোঁজে ছুটে গেল; আবার লেভিনের মত কেউ কেউ সেই ঠাণ্ডা স্পর্শের সুখ পাবার জন্য কাঁধ দুটোকে মেলে ধরল।

সারির পর সারি খড় কাটা চলতে লাগল। লম্বা সারি, ছোট সারি, মোটা শক্ত ঘাস, নরম ঘাস। লেভিন সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলল; বেলা যে কত হয়েছে সে খেয়ালই তার নেই। তার কাজের যে উন্নতি হয়েছে তাতেই সে ভয়ানক খুসি।

চার ঘণ্টা একটানা কাজের পর প্রাতরাশের সময় হল।

বুড়ো লোকটি বলল, "এবার প্রাতরাশ হুজুর।"

"সত্যি সময় হয়েছে? খুব ভাল কথা।"

প্রখোর-এর হাতে কাস্তেটা দিয়ে লেভিন ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে চলল। লোকজনরাও তাদের কোট ও খাবারের ঝুড়ির জন্য সেই দিকেই চলতে লাগল। নতুন-কাটা বৃষ্টি-ভেজা খড়ের ভিতর দিয়ে তারা এগিয়ে গেল। তখন লেভিনের মনে হল যে আবহাওয়া বুঝতে সে ভুল করেছে; তার খড় যে ভিজে যাচ্ছে।

"সব নষ্ট হয়ে যাবে," সে বলল।

"ভয় পাবেন না হুজুর: জলে তৈরি হবে, আর রোদে আঁচড়ে দেবে," বুড়ো লোকটি বলল।

ঘোড়া খুলে দিয়ে লেভিন কফি খেতে বাড়ির দিকে চলল।

কোজ্‌নিশেভ সবে ঘুম থেকে উঠেছে। বড় ভাই পোষাক পরে খাবার

ঘরে ঢুকবার আগেই লেভিন দ্রুত কফি শেষ করে আবার মাঠে চলে গেল।

প্রাতরাশের পরে লেভিন দেখল, খড়-কাটাদের মধ্যে তার জায়গাটা বদলে গেছে: তার একদিকে সেই বুড়ো মানুষটি, সেই লেভিনকে তার পাশে টেনে নিয়েছে, আর অন্য দিকে একটি তরুণ চাষী, এই হেমন্তেই সে সদ্য বিয়ে করেছে, আর এই প্রথম এসেছে খড় কাটতে।

বুড়ো লোকটি শরীরটাকে খাড়া রেখে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলেছে; এমন স্বচ্ছন্দে সে কাজ করছে যেন আরামে দুই হাত ঝুলিয়ে হেঁটে চলেছে; তার ধারালো কাস্তে আপনা থেকেই ঘাসের বুকে বসে যাচ্ছে, কোন চেষ্টাই করতে হচ্ছে না।

লেভিনের পিছন পিছন আসছে যুবক মিশ্‌কা। তাজা ঘাস পাকিয়ে কপালের চার পাশে জড়িয়ে নিয়েছে যাতে মাথার চুল এসে মুখের উপর পড়তে না পারে। বেশ কষ্ট করে কাস্তে চালাবার দরুণ তার মুখটা কুঁচকে যাচ্ছে, কিন্তু যেই কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে অমনি সে হেসে-ফেলছে। কাজ করতে যে তার কষ্ট হচ্ছে মরে গেলেও তা সে স্বীকার করবে না।

এই দু'জনের মাঝখানে থেকেই লেভিন তার কাজ করতে লাগল। বেশ জোর-কদমে খড় কাটার সময়ও কাজটা লেভিনের কাছে শক্ত বলে মনে হল না। ঘামে ভিজে শরীর ঠাণ্ডা হচ্ছে; পিঠে, মাথায় ও খোলা হাতে সূর্যের তাপ লেগে শক্তি ও উদ্যম বাড়ছে; যখনই প্রায় বিনা চেষ্টায় হাতের কাজ যেমন আপনা থেকেই হয়ে যাচ্ছে তখনই খুসিতে তার মন ভরে উঠছে। যেন কাস্তেটাই কাজ করছে। সেই মুহূর্তগুলো কত না সুখের। কিন্তু লেভিনের তার চাইতেও বেশী খুসি লাগল যখন নদীর ধারে পৌছে বুড়ো মানুষটি এক মুঠো ভেজা ঘাস তুলে কাস্তেটা মুছে নিয়ে নদীর জলে সেটাকে ধুয়ে নিল এবং শান-পাথরের বাক্সে করে কিছুটা জল তুলে লেভিনের দিকে এগিয়ে দিল।

"এই যে, আমার এই বীয়ারটায় চুমুক দিন! খুব ভাল না?" বাঁকা চোখে লেভিনের দিকে তাকিয়ে সে বলল।

সত্যি, লেভিনের মনে হল, মরচে-পড়া ধাতুর বাক্সটার গন্ধ আর শেওলা-ভাসা এই গরম জলের মত স্বাদ আর কোন কিছুতে সে কখনও পায় নি। তার পরই কাস্তের হাতলে হাত রেখে মনের সুখে ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ হাঁটা, মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মুছে ফেলা, আর খোলা বাতাসে ফুসফুসটাকে ভরে নেওয়া—এই ভাবেই তো চলল সারা দিনের কাজ।...

আরও দুই সারি খড় কাটার পরে বুড়ো লোকটি থামল।

বলল, "লাঞ্চের সময় হয়েছে হুজুর।" মজুররা সব সার বেঁধে নদীর ধারে গেল। সেখানে তাদের ছেলেমেয়েরা খাবার নিয়ে অপেক্ষা করে ছিল। মজুররা দলে দলে বসে গেল; কেউ গাড়ির নীচে, কেউ বা উইলো ঝোপের ছায়ায়।

ঝোপের ছায়ায় যারা বসে ছিল লেভিন গিয়ে তাদের দলেই যোগ দিল। ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ি যেতে তার ইচ্ছা করল না।

মনিবের উপস্থিতিতে যে সংকোচ গোড়ায় মজুরদের ছিল এখন সেটা কেটে গেছে। তারা লাঞ্চের জন্য তৈরি হতে লাগল। কেউ হাতমুখ ধুতে লাগল; যাদের বয়স অল্প তারা নদীতে স্নান করল, অন্যরা বিশ্রামের জন্য ভাল জায়গা বেছে নিয়ে ঝুড়ির মুখ ও কভাস্-এর কুঁজোর ছিপি খুলে বসল। বুড়ো লোকটি একটা মগের মধ্যে খানিকটা রুটি ভরে নিয়ে চামচের গোড়া দিয়ে গুঁড়ো করে তাতে জল ঢেলে নিল; তারপর আরও খানিকটা রুটি টুকরো টুকরো করে তার মধ্যে ফেলে দিয়ে একটু নুন মিশিয়ে পুব দিকে মুখ করে অস্ফুট স্বরে প্রার্থনা করল।

মগটা হাতে নিয়ে নতজানু হয়ে সে বলল, "এই যে, আমার এই খিঁচুড়িটা একবার চেখে দেখুন হুজুর।"

খিঁচুড়িটা এতই স্বাদু লাগল যে লাঞ্চের জন্য বাড়িতে যাবার ইচ্ছাটাই সে ত্যাগ করল। বুড়ো লোকটির সঙ্গে বসে খেতে খেতে তার গৃহস্থালির সব খবরাখবর নিল, আর নিজের কিছু কিছু কথাও তাকে শোনাল। তার সৎ-ভাইয়ের চাইতেও এই বুড়োকে তার বেশী আপন বলে মনে হল; তার মুখটা হাসিতে ভরে গেল। বুড়োটি যখন উঠে দাঁড়িয়ে আর একবার প্রার্থনা করে এক মুঠো ঘাসকে বালিশ বানিয়ে ঝোপের নীচে শুয়ে পড়ল, তখন লেভিনও তাই করল, এবং ঘামে-ভেজা মুখে ও গায়ে মশা-মাছির উৎপাত সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। সূর্য সরে গিয়ে যখন তার মুখের উপর এসে পড়ল তখন তার ঘুম ভাঙল। বুড়ো লোকটি আগেই জেগে উঠে তাদের দু'জনের কাস্তে দু'খানিতে ধার দিচ্ছিল।

চারদিকে তাকিয়ে লেভিন যেন জায়গাটাকে চিনতেই পারছে না। খড় কাটা হয়ে যাওয়ার ফলে মাঠগুলোর চেহারাই পাল্টে গেছে। বিয়াল্লিশ জন চাষী একদিনে অনেক কাজ করেছে। এত বড় একটা মাঠের খড় কাটতে আগেকার দিনে ত্রিশজন ভূমিদাসের দু'দিন লেগে যেত; কিন্তু আজ তারা একদিনেই কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছে। শুধু কোণে কোণে সামান্য কিছু খড় কাটা বাকি আছে। লেভিন সেই দিনই যতটা সম্ভব কাজ শেষ করে ফেলতে চায়; তাই সূর্য এত তাড়াতাড়ি ঢলে পড়ায় সে বিরক্ত বোধ করল। তার মোটেই ক্লান্তি লাগছে না; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যত বেশী কাজ শেষ করতেই সে চায়।

"তুমি কি মনে কর ?—মাশ্‌কার উঁচু জমিটা কি আজই শেষ করতে পারব ?" সে বুড়োকে জিজ্ঞাসা করল।

"ঈশ্বর যা করাবেন তাই হবে ; সূর্য তো এখন আর মাথার উপরে নেই। ছেলেগুলোকে ভদ্‌কো দেওয়া হবে তো ?"

বিশ্রামের পরে চাষীরা আবার বসে পড়ে পাইপ টানছিল ; বুড়ো লোকটি তাদের বলল : "বাছারা শোন, হুঁজুর কথা দিয়েছেন মাশ্‌কার উঁচু জমিটা আজ শেষ করতে পারলে সকলকে ভদ্‌কা খাওয়াবেন !"

"শেষ করতে পারলে ! তুমি কাজে হাত লাগাও প্রখোর, দেখবে চোখের নিমেষে আমরা কাজটা শেষ করে দেব। তুমি শুধু আমাদের চালিয়ে নাও !" সকলে একসঙ্গে বলে উঠল। বাকি রুটিগুলো কোন রকমে মুখে পুরে তারা উঠে পড়ল।

কাজে হাত লাগিয়ে প্রখোর বলল, "বাছারা, তোমাদের কেরামতিটা একবার দেখিয়ে দাও।"

বুড়ো বার বার বলতে লাগল, "জোরে, আরও জোরে ! চেয়ে দেখ, খড় কাটায় আমি তোমাদের মেরে বেরিয়ে যাব !"

যুবকে আর বৃদ্ধে পাল্লা লেগে গেল, কে দ্রুততর কাজ করতে পারে। কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ করার ফলে তাদের কাজ কিন্তু খারাপ হল না ; বেশ পরিষ্কারভাবে কাজ করতে করতেই তারা এগিয়ে চলল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাকি কোণগুলির খড় কাটা হয়ে গেল। তারপরেই কাঁধের উপর কোট ঝুলিয়ে রাস্তাটা পার হয়ে তারা মাশ্‌কার উঁচু জমির দিকে এগিয়ে চলল।

শান-পাথরের বাক্সে ঠকাঠক শব্দ তুলে তারা যখন মাশ্‌কার উঁচু জমির জঙ্গলে ঘেরা গিরি-খাতে পৌঁছল সূর্য তখন গাছের পাতায় নেমে এসেছে। সেখানকার ঘাসগুলি কোমর-সমান উঁচু ; পাখির পালকের মত নরম ও কোমল, তাতে কত লাল-হলুদ ফুল ফুটে আছে।

এবারও বুড়ো আর সেই যুবকটির মাঝখানে থেকেই লেভিন কাজ করতে লাগল। কাজের শেষে বনের ভিতর দিয়ে চলবার সময় পথের দু'পাশে অনেক ব্যাঙের ছাতা তাদের চোখে পড়ল। অনেকেই কাস্তে চালিয়ে সেগুলোকে কাটতে কাটতে এগিয়ে চলল। কিন্তু বুড়ো লোকটির চোখে যেই একটা ব্যাঙের ছাতা ধরা পড়ল অমনি সে নীচু হয়ে সেটাকে তুলে নিয়ে শার্টের মধ্যে রেখে দিতে লাগল ; মুখে বলল : "আমার বুড়ি এটা খাবে।"

নরম ভেজা ঘাস কাটা যেমন সহজ, গিরি-খাতের খাড়া পাড় ধরে ওঠা-নামা করা তেমনই শক্ত। কিন্তু বুড়ো লোকটির তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। কাস্তেটা নাচাতে নাচাতে অতি সহজেই সে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। লেভিনও তার পিছন পিছন চলতে লাগল।

॥ ৬ ॥

মাশ্‌কার উঁচু জমির খড় কাটা শেষ হলে সকলে গায়ে কোট চড়িয়ে মনের আনন্দে বাড়ি ফিরে চলল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাষীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লেভিন ঘোড়ায় চেপে বাড়ির পথ ধরল। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সে একবার ফিরে তাকাল; ঘন কুয়াশার জন্য কাউকে দেখতে পেল না, কিন্তু তাদের খুসিভরা চড়া গলা, তাদের হাসি ও কাস্তের ঠং-ঠং শব্দ কানে এল।

সানন্দে ভাইকে ডাকতে ডাকতে লেভিন যখন তার ভাইয়ের ঘরে ঢুকল, তখন তার এলোমেলো চুলগুলি ঘামে ভেজা কপালের সঙ্গে লেপ্টে গেছে, ময়লা শার্টটা বুক ও পিঠের সঙ্গে সেঁটে গেছে। ওদিকে কোজ্‌নিশেভ সবে রাতের খাবার শেষ করে বরফ দেওয়া লেমনেডে চুমুক দিতে দিতে সদ্য ডাকে আসা খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রিকার পাতা উল্টে চলেছে।

"পুরো মাঠটাই শেষ করে এলাম! চমৎকার, অবিশ্বাস্য ব্যাপার! তুমি কি করে সারা দিন কাটালে?" লেভিন জিজ্ঞাসা করল। আগের দিন রাতের অপ্রীতিকর আলোচনার কথা সে তখন একেবারেই ভুলে গেছে।

তার দিকে একনজর তাকিয়েই ক্ষুব্ধ গলায় কোজ্‌নিশেভ বলল, "হায় জোভ, এ কী চেহারা করেছ! দরজা! দরজা! দরজাটা বন্ধ কর! এর মধ্যেই যে ডজনখানেক ঢুকে পড়েছে!"

কোজ্‌নিশেভ মাছি সহ্য করতে পারে না। রাতে সে শুধু ঘরের জানালা খুলে রাখে; সব দরজা ভাল করে বন্ধ করে দেয়।

"আমি বলছি, একটাও ঢোকে নি। যদি ঢোকেও, আমি ধরে দেব। কী যে মজা হল তুমি কল্পনাও করতে পারবে না! আর তুমি কি করে দিনটা কাটালে?"

"চমৎকার কাটিয়েছি। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও যে সারাটা দিন তুমি খড় কেটেছ? তাহলে তো তোমার নেকড়ের মত ক্ষিধে পাবার কথা। কুজ্‌মা সব তৈরি করে রেখেছে।"

"আমার মোটেই ক্ষিধে নেই। সেখানেই খেয়ে নিয়েছি। তবে এখনই একবার হাত-পা ধুতে হবে।"

"তাই যাও, তাই যাও; আমিও পরে তোমার কাছে যাচ্ছি," আপত্তি-সূচকভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে কোজ্‌নিশেভ বলল। "জলদি কর," হেসে কথাটা বলে সে কাগজপত্র গোছাতে লাগল। হঠাৎ তার মনটাও খুসি হয়ে উঠল; ভাইকে ছেড়ে যেতে মন চাইল না। বলল, "আচ্ছা, বৃষ্টির সময় তুমি কোথায় ছিলে?"

"বৃষ্টি? সে তো কয়েক ফোঁটা মাত্র। তোমার দিন তাহলে ভালই কেটেছে। শুনে খুসি হলাম। এখনি আসছি," পোষাক বদলাতে লেভিন তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল।

পাঁচ মিনিট পরে খাবার ঘরে তুই ভাই একত্র হল। যদিও লেভিন ভেবেছিল যে তার ক্ষিধে পায় নি, এবং শুধু কুজ্‌মাকে খুসি করার জন্যই সে খেতে বসেছিল, তবু খাবারটা তার খুবই ভাল লেগে গেল। তার দিকে তাকিয়ে কোজ্‌নিশেভ হাসতে লাগল।

বলল, "হ্যাঁ, তোমার একটা চিঠি এসেছে। কুজ্‌মা, দয়া করে চিঠিটা এনে দাও। কিন্তু দেখ, দরজাটা বন্ধ করে দিও!"

অব্‌লন্‌স্কির চিঠি। লেভিন বড় বড় করে পড়তে পাগল। সেণ্ট পিতার্সবুর্গ থেকে সে লিখেছে: "ডলির চিঠি পেয়েছি; সে এগু'শোভোতে আছে; মনে হচ্ছে তার দিন খুব ভাল যাচ্ছে না। তার কাছে গিয়ে দেখা কর, তাকে সঠিক পরামর্শ দাও; দয়া করে আমার এটুকু উপকার কর। তোমাকে দেখলে সে কত খুসি হবে। বেচারি একেবারে একা আছে। আমার শাশুড়ি ও অন্য সকলে এখনও বিদেশে।"

লেভিন বলল, "ঠিক! আমি অতি অবশ্য তার কাছে যাব। দু'জনেই যাব তো? ডলি বড় ভাল মানুষ, কি বল?"

"এখান থেকে অনেকটা দূর কি?"

"মাত্র মাইল বিশেক। পঁচিশও হতে পারে। তবে রাস্তাটা খুব ভাল। গাড়িটা চলবে ভাল।"

"সানন্দেই যাব," কোজ্‌নিশেভ বলল। সে তখনও হাসছে।

ছোট ভাইয়ের খোস মেজাজ দেখে তারও খুব ভাল লাগল।

খাবার প্লেটের উপর ঝুঁকে-পড়া লেভিনের রোদে-পোড়া তামাটে মুখ ও গলার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "কি ক্ষিধেই না তোমার পেয়েছে!"

"চমৎকার! সর্ব রোগহর ওষুধ হিসাবে এ ধরনের পরিশ্রম যে কত কার্যকরী তা তুমি বললে বিশ্বাস করবে না। আমি তো ওষুধের তালিকায় একটা নতুন শব্দ যোগ করতে চাই Arbeitskur.

"তোমার এরকম কোন ওষুধের দরকার বলে তো মনে হয় না।"

"আমার দরকার নেই, কিন্তু যারা স্নায়বিক গোলমালে ভোগে তাদের আছে।"

"মনে হচ্ছে, কারও কারও পরীক্ষা করে দেখা উচিত। তোমার খড় কাটা দেখতে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এমন অসহ্য গরম পড়ে গেল যে জঙ্গলের ওপাশে আর যেতে পারলাম না। সেখানেই কিছুক্ষণ বসে কাটিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা গ্রামে পৌছে গেলাম; সেখানে তোমার বুড়ি ধাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, আর সেখানেই কথাপ্রসঙ্গে চাষীরা

তোমার এই খেয়ালকে কি চোখে দেখে সেটাও জেনে নিলাম। আমি যদি ভুল না বুঝে থাকি তো তারা এটা পছন্দ করে না। বুড়ি বলল : 'এটা ভদ্রলোকের কাজ নয়।' মনে হচ্ছে, কাকে তারা 'ভদ্রলোকের কাজ' বলে সে সম্পর্কে তাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে। আর কোন ভদ্রলোক তার কাজের সীমানা পার হয়ে অন্য সীমানায় পা দিক এটা তারা চায় না।"

"হয় তো তাই ; কিন্তু এত আনন্দ আমি আর কোন কাজে পাই নি। আর এতে তো কোন দোষও নেই, আছে কি?" লেভিন প্রশ্ন করল। "তারা যদি অপছন্দ করেই তাহলেই বা আমি কি করতে পারি ? তাতে কিছু যায় আসে বলে তো আমি মনে করি না। তুমি কি বল ?"

কোজ্‌নিশেভ বলল, "মোদ্দা কথা, মনে হচ্ছে এ সব নিয়ে তুমি বেশ খুসি।"

"অত্যন্ত খুসি। সারা মাঠের খড় আমরা কেটে ফেলেছি। আর কী এক আশ্চর্য বৃদ্ধের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে! সে যে কী রত্ন তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না!"

"অন্য কথায়, তোমার দিনটি সফল হয়েছে। আমারও তাই। প্রথমত, তুটো দাবার চাল আমি ঠিক করে ফেলেছি ; তার মধ্যে একটা খুব মজার। দাবার ছকটা পাত, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপরে কাল রাতের কথাগুলো নিয়েও আমি ভেবেছি।"

ভরপেট খাওয়ার খুসিতে কাল রাতের সব কথাবার্তাই সে ভুলে গেছে। তাই চোখ কুঁচকে সে বলল, "কাল রাতের কথা ?"

"মনে হচ্ছে, তোমার কথা আংশিক সত্য। তোমার বক্তব্য ছিল, ব্যক্তিগত স্বার্থই কাজের একমাত্র প্রেরণা, আর আমি বলেছিলাম, সংস্কৃতির একটা বিশেষ স্তরে উন্নীত প্রতিটি মানুষের কাজের প্রেরণা হওয়া উচিত জন-কল্যাণ। তাছাড়া, তুমি যখন বল যে জন-কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে মানুষের বস্তগত স্বার্থ জড়িত থাকলেই ভাল হয়, তখন বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক। মোটামুটিভাবে তোমার প্রকৃতিটাই এই রকম ; তুমি চাও মানুষ হয় সমস্ত অন্তর দিয়ে উৎসাহের সঙ্গে' কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে, আর না হয় তো একেবারেই কিছু করবে না।"

ভাইয়ের কথাগুলি কানে গেলেও তার কোন অর্থই সে বুঝল না, বুঝতে চাইলওনা। তার শুধু একটিই ভয়, পাছে সে এমন কোন প্রশ্ন করে বসে যাতে ধরা পড়ে যায় যে তার কোন কথাই সে শুনছে না।

তার পিঠের উপর হাত চাপড়ে কোজ্‌নিশেভ বলল, "আরে ভাই, এটাই তো আসল কথা।"

"তা বটে। সম্পূর্ণ ঠিক কথা। আসলে, আমার বক্তব্য নিয়ে আমি কখনও পীড়াপীড়ি করি না," ক্ষমাসুন্দর হাসির সঙ্গে লেভিন জবাব দিল।

কিন্তু নিজের মনে বলল : আমরা কি নিয়ে তর্ক করেছিলাম ? স্বভাবতই আমিও ঠিক বলেছি, সেও ঠিক বলেছে, আর সব কিছুই ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে একবার গদীতে যেতে হবে, কিছু নির্দেশ দিতে হবে। সে উঠে দাঁড়াল ; শরীরটা টান-টান করে হাসল।

কোজ্‌নিশেভও হাসল।

ভাইকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছিল না বলেই সে বলল, "যদি একটু বেড়াতে চাও তো চল এক সঙ্গেই বেরোই। চল, বরং তোমার দরকার হলে গদীতে একবার থেমে যাব।"

"হা ঈশ্বর !" লেভিন এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে কোজ্‌নিশেভ চমকে উঠল।

"কি ? কি হল ?"

কপালে হাত ঠুকে লেভিন বলল, "আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নার কব্জি ! তার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"এখন অনেকটা ভাল।"

"তাহলেও তাকে একবার দেখতে যাব। তুমি টুপিটা পরতে পরতেই ফিরে আসব।"

সে সশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

॥ ৭ ॥

যে কাজকে সব সরকারী কর্মচারীরাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও দরকারী কাজ বলে মনে করে, অথচ বেসরকারী লোকরা তার কিছুই জানে না, অর্থাৎ মন্ত্রিসভার লোকদের নিজের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ;—সেই কাজ সমাধা করতে অব্‌লন্‌স্কি যখন সংসার খরচের প্রায় সব টাকাটা নিয়েই সেণ্ট পিতার্সবুর্গএ চলে গেল এবং ঘোড় দৌড়ের মাঠে ও গ্রামাঞ্চলে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বেশ ফুর্তিতে দিন কাটাতে লাগল, তখন সংসার-খরচকে যথাসম্ভব কমাবার উদ্দেশ্যে ডলিও ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্রামে চলে গেল। তারা গেল এগু'শোভোতে ; এই জমিদারিটা ডলি বিয়ের যৌতুক হিসাবে পেয়েছিল, বসন্তকালে এখানকার কাঠই বিক্রি করা হয়েছিল, আর এটাই লেভিনের পক্রোভ্‌স্কোয়ের জমিদারি থেকে বিশ বা পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত।

এগু'শোভো-র বড় জমিদার-বাড়িটা অনেক দিন আগেই ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু প্রিন্স সেটাকে মেরামত করে আরও বড় করেছিল। বিশ বছর আগে ডলি যখন ছোট শিশুটি ছিল তখন বাড়িটা খুব বড় আর আরামদায়ক ছিল। এখন অবশ্য তার জীর্ণ ও ভগ্নদশা। বসন্তকালে যখন কাঠ বেচতে এসেছিল তখন ডলি তাকে বলে দিয়েছিল, বাড়িটাকে ভাল করে দেখেশুনে দরকারী

মেরামতগুলো যেন করে ফেলা হয়। সব অপরাধী স্বামীদের মতই অব্‌লন্‌স্কিও স্ত্রীর আরামের দিকে কড়া নজর রেখে নিজেই সে বাড়িতে গিয়ে যা কিছু দরকার সব করবার হুকুম দিয়ে এসেছিল। সে তখনই দেখেছিল, আসবাবপত্রগুলোকে মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, জানালায় পর্দা ঝোলাতে হবে, বাগানটাকে ঠিক করতে হবে, ফুলের গাছ লাগাতে হবে এবং পুকুরে একটা ছোট ঘাট বানাতে হবে। এ ছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ মেরামতের কাজ সে দেখেও দেখল না; তার ফলে পরবর্তীকালে ডলির অসুবিধার আর অন্ত রইল না।

বশংবদ স্বামী ও পিতা হতে যত চেষ্টাই করুক তবু অব্‌লন্‌স্কির মনেই থাকে না যে তার স্ত্রীরও সন্তান আছে। তার রুচিটা সম্পূর্ণই অবিবাহিত পুরুষের মত, আর সমস্ত ব্যাপারেই সে সেইভাবেই চলে।

মস্কো ফিরে এসে সে সগর্বে স্ত্রীকে জানাল, সব কিছু করা হয়েছে, বাড়িটাও ছবির মত সুন্দর হয়েছে, কাজেই সেখানে গেলে তার খুবই ভাল লাগবে। স্ত্রী গ্রামের বাড়িতে গেলে তার সব দিক থেকেই সুবিধা: ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল হবে, অনেক খরচ বাঁচবে, আর সেও পুরো স্বাধীনতা পাবে। ছেলেমেয়েদের কথা, বিশেষ করে হাম-জ্বরের পরে যে ছোট মেয়েটার শরীর এখনও সারে নি তার কথা ভেবে ডলিও এ প্রস্তাবে সানন্দে মত দিল; তাছাড়া এর ফলে কিছু ছোটখাট অসম্মানের হাত থেকেও সে রেহাই পাবে,—যেমন মুচি, মেছুনি ও কাঠওয়ালার পাওনা-গণ্ডা মেটানো। প্রস্তাবটা তার কাছে আরও আকর্ষণীয় মনে হল এই আশায় যে সেখানে গেলে বোন কিটির সঙ্গেও তার দেখা হবে, কারণ গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়েই তার বিদেশ থেকে ফিরবার কথা।

কিটি প্রস্রবণ থেকেই লিখেছে, শৈশবের স্মৃতি-ঘেরা দু'জনেরই বড় প্রিয় এর্গুশোভোতে ডলির সঙ্গে একত্রে গ্রীষ্মকালটা কাটাতে পারলে সে আর কিছুই চায় না।

গ্রামে এসে প্রথম কিছুদিন ডলি খুবই অসুবিধায় পড়ল। শৈশবে সে গ্রামে বাস করেছে; তাই তার ধারণা ছিল, গ্রামে গেলে শহরের সব রকম অপ্রীতিকর অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, শহর-জীবনের সুখ-সুবিধার অভাব থাকলেও সেখানে সব কিছুই সস্তা ও সহজপ্রাপ্য; সব কিছুই পাওয়া যায়, সব কিছু দামে সস্তা, আর ছোটদের পক্ষে আদর্শ জায়গা। কিন্তু এখন একটি সংসারের কর্ত্রী হিসাবে এসে দেখল, তার ধারণার সঙ্গে কিছুই মিলছে না।

তাদের আসার পরদিনই প্রবল বৃষ্টি হল। সে রাতে ছেলেমেয়েদের ঘরে ও হল-এ এত বেশী জল পড়ল যে বিছানাপত্র সব বসবার ঘরে নিয়ে যেতে হল। বাড়িতে রাঁধুনি ছিল না। যে স্ত্রীলোকটি গোয়ালের দেখাশোনা করে

তার কাছ থেকে জানতে পারল, ন'টা গরুর মধ্যে কয়েকটির বাচ্চা আছে, কয়েকটি সবে বিয়িয়েছে, আর বাকিগুলো হয় বুড়ো হয়ে গেছে, আর না হয় তো বাঁট শক্ত হয়ে গেছে; ফলে ছেলেমেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় মাখন বা দুধেরও যোগান নেই। ডিম নেই। মুরগির বাচ্চা নেই; বুড়ো, শক্ত, নীল-চামড়ার মোরগগুলোকে ধরে সেদ্ধ ও ভাজা করতে হচ্ছে। মেঝে পরিষ্কার করার দাসী পাওয়া যাচ্ছে না; সকলেই আলুর চাষ নিয়ে ব্যস্ত। কোথাও চলাফেরা করা যায় না, কারণ একটা ঘোড়ার শরীর কাহিল হয়ে পড়েছে। তারা নদীতে স্নান করতে পারে না, কারণ গরুর পায়ে-পায়ে নদীর তীর ভেঙে একেবারে রাস্তা পর্যন্ত উঠে এসেছে। এমন কি তারা বাগানেও বেড়াতে পারে না, কারণ ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাগানে গরু ঢোকে, আর একটা ভয়ংকর ষাঁড় এমনভাবে ডাকে যে সেটা নির্ঘাৎ খুবই বিপজ্জনক। জামা-পোষাক রাখবার যথেষ্ট জায়গা নেই; পোষাকের আলমারিগুলোর দরজা হয় বন্ধ হয় না, আর না হয় তো আপনা থেকেই খুলে যায়। আগুন খোঁচাবার কোন দণ্ড নেই, পোষাকপত্র ধোবার মত উনুন নেই, দাসীদের ঘরে একটা ইস্তিরির টেবিল পর্যন্ত নেই।

কাজেই প্রথম দিকে শান্তি ও বিশ্রামের পরিবর্তে ডলি সমূহ বিপদে পড়ে গেল। অবস্থার মোকাবিলা করতে সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল, বুঝতে পারল যে কোন আশা নেই, প্রতি মিনিটে তার চোখ জলে ভরে আসতে লাগল আর অনেক চেষ্টা করে সে চোখের জল রোধ করে দিন কাটাতে লাগল। বাড়ির নায়েব একজন অবসরপ্রাপ্ত কোয়ার্টার-মাস্টার; আগে ছিল এ বাড়ির দরোয়ান; কিন্তু তার সুন্দর চেহারা ও ভদ্র আচরণের জন্য অব্-লন্স্কি তাকে বাড়ির নায়েব করে দিয়েছে। এই বিপদে ডলি তার কাছ থেকে কোন রকম সহানুভূতিই পেল না; কোন কিছু বললেই সে সসম্ভ্রমে জবাব দেয়, "কিছুই করা যাবে না; লোকগুলো যে কত বদ তা তো আপনি জানেন।" তাকে দিয়ে কোন সাহায্যই হয় না।

অবস্থা সত্যি খুব নৈরাশ্যজনক মনে হতে লাগল। কিন্তু সব বড় সংসারের মতই অব্লন্স্কিদের সংসারেও একটি তুচ্ছ অথচ দরকারী মানুষ ছিল: মাত্রোনা। সেই ডলিকে সান্ত্বনা দিল; বলল যে সব ঠিক হয়ে যাবে (কথাটা সে মাৎভে-র কাছে শিখেছে); কোন রকম তাড়াহুড়ো না করে ধীরেসুস্থে কাজকর্ম করতে শুরু করল।

গ্রামে পৌঁছেই মাত্রোনা নায়েবের স্ত্রীর সঙ্গে ভাব করে ফেলল; প্রথম দিনই বাবলা গাছের ছায়ায় বসে নায়েব ও তার স্ত্রীর সঙ্গে চা খেল, এবং সব কিছু নিয়ে কথাবার্তাও বলল। অচিরেই মাত্রোনা একটা সমিতির মত গড়ে ফেলল; তার সদস্য হল নায়েবের বৌ, গ্রামের প্রধান আর গদীর করণিক; বাবলা গাছের ছায়ায় তাদের সভা বসত; আর তার সাহায্যেই

সংসারযাত্রার অসুবিধাগুলো একে একে কমে আসতে লাগল এবং সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সত্যি সত্যি সব কিছু ঠিক হয়ে গেল। ছাদ মেরামত করা হল, একটি রাঁধুনি পাওয়া গেল (গ্রাম-প্রধানের জনৈক আত্মীয়), মুরগি কেনা হল, গরু দুধ দিতে লাগল, বেড়ার ফাঁকগুলো কাঠি দিয়ে বন্ধ করা হল, ছুতোর আলমারিটাকে ঠিক করে দিল, জোড়াতালি দিয়ে একটা ইস্তিরির টেবিল বানানো হল, এবং দাসীদের ঘর থেকে ইস্তিরি করার গন্ধ আসতে লাগল।

সেটাকে দেখিয়ে মাত্রোনা বলল, "দেখলেন তো; আপনি তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন।"

বাঁশ-খড় দিয়ে একটা স্নান-ঘরও বানানো হল। ডলির গ্রাম-জীবনের স্বপ্ন আংশিক সফল হল—শান্তি না আসুক, একটা মোটামুটি আরামের ব্যবস্থা তো হল; ছ'টি সন্তান নিয়ে ডলি তো শান্তিতে থাকবার আশাই করতে পারে না: একজনের অসুখ করল, আর একজনের অসুখ হয়-হয়, তৃতীয়টির এটা চাই, ওটা চাই, চতুর্থটির মেজাজ বিগড়ে গেল, ইত্যাদি ইত্যাদি। সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবসর তার কদাচিৎ জোটে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের জন্য চিন্তা-ভাবনা ও কষ্ট করতেই তো তার সুখ। এরা না থাকলে তো যে স্বামী তাকে আর ভালবাসে না তার চিন্তা করার যন্ত্রণা নিয়েই তাকে থাকতে হত। কোন না কোন ছেলেমেয়ের একটা কিছু হবার অবিরাম দুশ্চিন্তার মধ্যে বাস করা যতই কষ্টকর হোক, তাদের মধ্যে কোন রকম অবাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠতে দেখাটা যতই দুঃখর হোক, ছেলেমেয়েরাই তার জীবনের অনেক দুঃখের মধ্যেও একমাত্র আনন্দ। এই সব আনন্দ এতই ছোট যে বালুকারাশির মধ্যে সোনার টুকরোর মত প্রায় চোখেই পড়ে না, খারাপ দিনগুলিতে শুধু দুঃখটাই তার চোখে পড়ে, চোখে পড়ে শুধু বালুকণাগুলি; তবু ভাল দিনও তার জীবনে দেখা দেয়; তখন সে শুধু আনন্দের মুহূর্তগুলোকে, সোনার টুকরোগুলোকেই দেখতে পায়।

এখানে গ্রাম্য জীবনের এই নির্জনতার মধ্যেই সেই আনন্দ সম্পর্কে সে বেশী করে সচেতন হয়ে ওঠে। অনেক সময় ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে বোঝাতে চায় যে তারই ভুল, মা হয়ে নিজের ছেলেমেয়েদের সে অপক্ষপাত দৃষ্টিতে বিচার করতে পারে নি; কিন্তু তবু নিজেকে এ কথা না বলে সে পারে নি যে ছেলেমেয়েগুলি সত্যি বড় ভাল। ছ'টি ছেলেমেয়ে যতই আলাদা রকমের হোক, তাদের মত শিশু বড় একটা দেখা যায় না; তাদের নিয়ে সে সুখী; তাদের জন্য সে গর্বিত।

॥ ৮ ॥

মে মাসের শেষ দিকে সব কিছু যখন মোটামুটি ঠিকভাবে চলতে শুরু

করল তখন এর আগে গ্রামে এসেই তাদের অসুবিধার কথা জানিয়ে ডলি তার স্বামীকে যে চিঠি লিখেছিল তার জবাব এল। এ সব ব্যাপারে নজর না দেওয়ার জন্ত তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে অব্‌লনস্কি জানিয়েছে, প্রথম সুযোগেই সে তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কিন্তু সে সুযোগ আর এল না। জুনের প্রথম দিক পর্যন্ত এগু´শোভোতে ডলি একাই কাটাল।

সেণ্ট পিতর সপ্তাহের রবিবার ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্ত সে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গির্জায় গেল। ধর্মের ব্যাপারে ডলির স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ দেখে তার মা, বোন ও বন্ধুরা অবাক হয়ে যেত। গোড়া ধর্মমতের বাইরে তার একটা নিজস্ব ধর্মচেতনা ছিল। কিন্তু ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে সে গির্জার আচার-অনুষ্ঠানকে মনেপ্রাণেই কঠোরভাবে মেনে চলে, শুধুমাত্র লোক-দেখানো ভাবে না। মাত্রোনার পূর্ণ সম্মতিতেই সে স্থির করল, যেহেতু ছেলেমেয়েরা প্রায় এক বছর কোন ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দেয় নি, এই গ্রীষ্মে গ্রামের গির্জাতেই তারা ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দেবে।

অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে থেকেই ডলি ছেলেমেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকল। তারপর তাদের ভালভাবে সাজিয়ে-গুজিয়ে গির্জায় নিয়ে গেল। সেখানে চাষীরা, চাকররা ও তাদের বৌ-মেয়েরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে যখন হাজির হল তখন তাদের দেখে উপস্থিত অন্ত সকলের চোখে যে সপ্রশংস বিস্ময় ফুটে উঠল সেটা ডলির নজর এড়াল না। ছেলেমেয়েদের যে উৎসবের পোষাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল তাই নয়, তাদের আচার-আচরণও ছিল খুব সুন্দর।

অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাড়ি ফিরে একটা মহৎ কিছু করার অনুভূতিতে ছেলেমেয়েরা অভিভূত হয়ে পড়ল।

বাড়িতেও সময়টা বেশ ভালই কাটল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাবার টেবিলে বসে গ্রিশা একটা শিস দিয়ে উঠল। শুধু তাই নয়, ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীর কথাও সে শুনল না, আর তার শাস্তিস্বরূপ তার কেক খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। ডলি সেখানে উপস্থিত থাকলে হয় তো আজকের মত দিনে এ রকম শাস্তির ব্যবস্থা করতে দিত না, কিন্তু একবার যখন শাস্তি দেওয়া হয়েছে তখন শিক্ষ-য়িত্রীর কাজকে সমর্থন করতে সে বাধ্য। অতএব গ্রিশার কেক খাওয়া বন্ধ। সকলের আনন্দের উপর নিরানন্দের ছায়া নেমে এল। গ্রিশা কাঁদতে কাঁদতে বলল, নিকোলাইও তো শিস দিয়েছিল, কিন্তু তাকে শাস্তি দেওয়া হয় নি; কেক-এর জন্ত সে মোটেই কাঁদছে না, কেক-এর পরোয়া সে করে না—সে কাঁদছে কারণ তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। ব্যাপারটা এতই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল যে ডলি স্থির করল সে নিজে গিয়ে শিক্ষয়িত্রীকে বলবে গ্রিশাকে ক্ষমা করতে। কিন্তু হল-ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে এমন একটা দৃশ্য তার

চোখে পড়ল যা দেখে আনন্দে তার দুই চোখ জলে ভরে উঠল ; সে নিজেই ক্ষুদে অপরাধীটিকে ক্ষমা করে দিল।

সে দেখতে পেল, বড় হলের এক কোণে জানালার গোবরাটে বসে আছে গ্রিশা ; তার পাশে একটা প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে আছে তানিয়া। পুতুলকে খাওয়াবার অজুহাত দেখিয়ে তানিয়া শিক্ষয়িত্রীর কাছ থেকে তার কেকটা নার্সারিতে নিয়ে যাবার অনুমতি আদায় করে নিয়েছে ; আসলে সে কেকটা নিয়ে এসেছে গ্রিশার জন্য। তাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে বলে গ্রিশা তখনও কাঁদছে আর কেকটা খেতে খেতেই ফুঁপিয়ে বলছে : "তুমিও খাও, আমরা একসঙ্গে খাব···এক সঙ্গে···।"

গ্রিশার প্রতি তানিয়ার করুণা হল ; তার চোখও জলে ভরে এল ; তাই বলে সে কিন্তু কেক খাওয়া বাদ দিল না, তার অংশটা খেয়ে নিল।

মাকে দেখে ভাই-বোন দু'জনই ভয় পেয়ে গেল ; অবশ্য তার দিকে একবার তাকিয়েই তারা বুঝতে পারল যে তারা ঠিক কাজই করছে ; সঙ্গে-সঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠে তারা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে খাবার-ভর্তি মুখ মুছতে লাগল ; আর তার ফলে তাদের উজ্জ্বল মুখ জ্যাম ও চোখের জলে মাখামাখি হয়ে গেল।

সাশ্রুনয়নে সুখের হাসি হেসে তাদের পোষাকগুলো বাঁচাবার জন্য মা চেঁচিয়ে উঠল, "হা ঈশ্বর! তোমাদের নতুন পোষাকের কী দশা করলে! তানিয়া! গ্রিশা!"

নতুন পোষাক ছাড়িয়ে ফেলা হল ; হুকুম হল, মেয়েদের ব্লাউজ পরাতে হবে, ছেলেদের পরাতে হবে পুরনো কুর্তা, আর গাড়িতে ঘোড়া জুততে হবে, কারণ সকলে মিলে ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে ও স্নান করতে যাওয়া হবে। এ খবরে নার্সারিতে হৈচৈ পড়ে গেল ; যাত্রা না করা পর্যন্ত সে হৈ-হল্লা থামল না।

ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে ঝুড়ি ভর্তি করা হল ; এমন কি লিলি পর্যন্ত একটা ছাতা কুড়িয়ে ফেলল। এর আগে মিস হালই ব্যাঙের ছাতা দেখতে পেয়ে সেগুলো লিলিকে দেখিয়ে দিত, কিন্তু আজ সে নিজেই একটা বড় পেট মোটা ব্যাঙের ছাতা খুঁজে পেল, আর সকলে একবাক্যে চেঁচিয়ে বলে উঠল : "লিলিও একটা ব্যাঙের ছাতা পেয়ে গেছে!"

সকলে মিলে নদীতে গেল। বার্চ গাছের নীচে ঘোড়া রেখে তারা নাইতে নামল। কোচয়ান তেরেস্তি মাছি-ভন্‌ভন্ ঘোড়া দুটোকে গাছের সঙ্গে বেঁধে একটা বার্চ গাছের নীচে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে নদী থেকে ভেসে আসা ছেলেমেয়েগুলোর অবিশ্রাম খুসির হল্লা শুনতে লাগল।

এতগুলি ছেলেমেয়ের উপর নজর রাখা, কোন রকম ক্ষতির হাত থেকে তাদের বাঁচিয়ে চলা, এতগুলো মোজা, জাঙ্গিয়া ও জুতোর মধ্যে তালগোল

না পাকিয়ে কোন্‌টা কার সেটা ঠিক-ঠিক মনে রাখা, অসংখ্য বোতাম, ফিতে ও লেস বাঁধা, আটকানো, লাগানো ও খোলা—এ সব কাজই অত্যন্ত শক্ত ও শ্রমসাপেক্ষ; কিন্তু ডলি সব সময়ই স্নান করাটা পছন্দ করে, এতে ছেলে-মেয়েদের উপকার হয় বলে মনে করে; তাই তাদের নিয়ে নদীতে যেতে তার খুব ভাল লাগে।

অর্ধেক ছেলেমেয়েদের পোষাক পরানো শেষ হবার পরে কিছু চাষী মেয়ে-মানুষ স্নানের ঘাটে এসে হাজির হল এবং সলজ্জভাবে তাদের দেখতে লাগল। মাত্রোনা তাদের একজনকে ডেকে একটা চাদর ও একটা শার্ট জল থেকে তুলে নিয়ে রোদে শুকোতে দিতে বলল। ডলিও তাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। প্রথমে তার কথাই তারা ঠিকমত বুঝতে পারছিল না; কিন্তু একটু একটু করে তাদের সাহস বেড়ে গেল; তারা বেশ খোলাখুলিভাবে কথা বলতে লাগল।

তানিয়ার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে একজন বলল, "আহা, কী সুন্দরী, সাদা যেন চিনি। কিন্তু এত কাহিল!"

"হ্যাঁ, ওর অসুখ করেছিল।"

একেবারে ছোটটিকে দেখিয়ে আর একজন বলল, "ওকেও তো স্নান করাচ্ছেন, তবে কি?"

"না, না; ওর তো তিন মাস মাত্র বয়স," ডলি বলল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "তোমার ছেলেমেয়ে আছে তো?"

"চারটি ছিল; এখন দুটি আছে—একটি ছেলে, একটি মেয়ে। এই লেণ্ট উৎসবের পরে মেয়েটি মাই ছেড়েছে।"

"তার বয়স কত?"

"এই দুই হতে চলেছে।"

"এতদিন পর্যন্ত মাই খাওয়াও কেন?"

"এটাই নিয়ম—তিনটে লেণ্ট।"

আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক কথাই উঠল: সূতিকাঘরে কেমন ছিলেন? বাচ্চাটার কি অসুখ করেছিল? আপনার স্বামী কোথায়? এ রকম কি মাসে মাসেই ঘটে?

মেয়েছেলেদের সঙ্গে ডলি অনেকক্ষণ কাটাল; তাদের কথাবার্তা তার খুবই ভাল লাগল। ডলির এতগুলো ছেলেমেয়ে হয়েছে, অথচ সবগুলিই কী সুন্দর, তা দেখে ওরা অবাক হয়ে গেছে দেখে ডলির আরও ভাল লাগল। একসময় চাষীমেয়েদের কথায় ডলি হেসে ওঠায় ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীটির মনে আঘাত লাগল। সে বুঝতে পারল যে তাকে নিয়েই ওরা হাসাহাসি করছে, কিন্তু কারণটা বুঝতে পারল না। মনে হল, একটি চাষী তরুণী শিক্ষয়িত্রীটির পোষাক পরা দেখছিল; সে যখন তিন নম্বর পেটিকোটটা পরল তখন সে

হেসে বলে উঠল: "হাই বাস! উনি যে সবগুলো স্কার্টকে জড়িয়েই চলেছেন-আর কতকগুলো জড়াবেন?" সকলেই হো-হো করে হেসে উঠল।

॥ ৯ ॥

সগুস্নাত ভেজা-চুল ছেলেমেয়েদের নিয়ে ডলি গাড়িতে উঠল। তাদের নিজের চুল একটা রুমাল দিয়ে বাঁধা। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই কোচয়ান বলল:

"একজন ভদ্রলোক আসছেন; মনে হচ্ছে উনি পক্রোভ্স্কোয়ে থেকে আসছেন।"

ডলি মুখ বাড়াল; ধূসর টুপি ও কোট পরা লেভিনের পরিচিত মূর্তিটাকে এগিয়ে আসতে দেখে তার মন খুসিতে ভরে উঠল। ডলি তাকে আগাগোড়াই পছন্দ করে, তবু এখন নিজের পরিপূর্ণ গৌরবের পরিবেশে তাকে দেখতে পেয়ে সে আরও খুসি হল। তার এই রাজকীয় সুখ লেভিনের মত আর কেউ বুঝতে পারবে না।

নিজের পারিবারিক জীবনের যে স্বপ্ন লেভিন দেখেছিল তারই প্রতিমূর্তি যেন সে ডলির মধ্যে দেখতে পেল।

"আপনাকে বাচ্চাপরিশোভিত মুরগির মত দেখাচ্ছে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না।"

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ডলি বলল, "আপনাকে দেখে খুসি হয়েছি!"

"বলছেন বটে, কিন্তু আপনি যে এখানে এসেছেন তা তো আমাকে জানান নি। আমার সৎ-ভাই এখন আমার কাছে এসেছে। স্তেভ্-এর চিঠি থেকেই জানতে পারলাম যে আপনি এখানে এসেছেন।"

"স্তেভ্-এর চিঠি?" ডলি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, সেই তো লিখেছে আপনি এখানে এসেছেন, এবং হয় তো আমি কোন না কোনভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।" কথাটা বলেই লেভিন হঠাৎ একটু বিব্রত বোধ করল এবং চুপ করে গিয়ে গাড়ির পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে লেবু গাছের কচি পাতা ছিঁড়ে চিবোতে লাগল। তার বিব্রত বোধ করার কারণ, যেখানে তার স্বামীরই আসা উচিত ছিল সেখানে একজন বাইরের লোক তাকে সাহায্য করতে আসায় ডলি হয় তো রাগ করতে পারে এটাই তার আশংকা। সত্যি সত্যি নিজের পারিবারিক দায়িত্ব অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য ডলি তার স্বামীর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। সেও বুঝতে পারল যে লেভিন তার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছে। লেভিনের এই রুচিবোধ, এই সূক্ষ্ম বুদ্ধির জন্যই ডলি তাকে ভালবাসে।

লেভিন বলল, "অবশ্য আমি জানতাম যে আমাকে দেখে আপনি খুসিই

হবেন ; সেজন্ত আমি খুবই কৃতজ্ঞ। শহরের গৃহস্থালিতে আপনি অভ্যস্ত, কাজেই এখানকার জীবনযাত্রা যে আপনার কাছে খুব সেকেলে লাগবে সেটা আমি বুঝতে পারি ; তাই আপনার যদি কোন সাহায্যের দরকার থাকে তো আমি একান্তভাবে সে সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছি।"

"না, না। প্রথমে কিছুটা গাড্ডায় পড়েছিলাম, কিন্তু বুড়ি ধাইয়ের কৃপায় এখন সব কিছু বেশ ভালভাবেই চলছে," মাত্রোনাকে দেখিয়ে ডলি বলল। "আপনিও গাড়িতে উঠে আস্থন না স্তার ?"

"ধন্তবাদ। আমি হেঁটেই যাচ্ছি। ছেলেমেয়েরা, কে আমার সঙ্গে ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতে চাও ?"

ছেলেমেয়েরা লেভিনকে ভাল করে চেনে না ; কখন যে তাকে দেখেছে তাও তাদের মনে পড়েছে না ; কিন্তু বয়স্ক লোকরা কপট ব্যবহার করলে ছোটরা যে রকম সলজ্জ ভাব ও বিরূপতা দেখিয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রে তারা সে রকম কিছু করল না। কপট ব্যবহার অন্তক্ষেত্রে অত্যন্ত চালাক ও চক্ষুষ্মান লোককেও হয় তো ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু যতই চেপে রাখা হোক না কেন অত্যন্ত ক্ষীণবুদ্ধি ছেলেও সেটা সহজেই ধরে ফেলতে পারে। কাজেই মায়ের দেখাদেখি তারাও নবাগতকে বন্ধুভাবেই গ্রহণ করল। বড় দুটি তার ডাকে সাড়া দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল এবং তাদের মা, ধাই বা মিস হাল-এর পাশে যে ভাবে ছুটত সেইভাবেই লেভিনের পাশাপাশি ছুটতে লাগল। লিলিও ওদের সঙ্গে যোগ দিতে চাইলে তার মা তাকে এগিয়ে দিল লেভিনের হাতে ; লেভিনও তাকে কাঁধে নিয়ে দৌড়তে শুরু করে দিল।

ডলির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "কোন ভয় নেই দারিয়া আলেক্সাক্রভ্‌না, ওকে ফেলে দিয়ে আঘাত পেতে দেব না।"

লেভিন শক্ত-সমর্থ ও চটপটে ; তার সযত্ন ভঙ্গী দেখে মায়ের মনের ভয় কেটে গেল ; খুসিতে হেসে সে তাদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল।

গ্রামে এসে প্রিয় ডলি ও তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে লেভিনের মনে ছেলেমানুষী ফুর্তির ভাব জেগে উঠল। সে ছোটদের সঙ্গে লাফ-ঝাপ করল, তাদের নানারকম শারীরিক কসরৎ দেখাল, ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলে মিস হাল্‌কে হাসাল, আর ডলির সঙ্গে খামারের কথা নিয়ে আলোচনা করল। খাবার পরে লেভিনকে বারান্দায় একা পেয়ে ডলি তাকে কিটির কথা বলল।

"আপনি কি জানেন যে গ্রীষ্মকালটা কাটাতে কিটি এখানে আসছে ?"

"ও, আসছে বুঝি ?" লেভিন সলজ্জভাবে বলল ; তারপর প্রসঙ্গ পাল্টা-বার জন্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠল : "আহা, তাহলে কি দুটো গরু পাঠিয়ে দেব ? অবশ্য যদি টাকা দিতে চান, তো মাসে মাসে পাঁচ রুবল করে পাঠিয়ে দেবেন।"

"ধন্যবাদ, তার দরকার হবে না। আমাদের যা গরু আছে তাতেই ভাল-ভাবে চলে যাবে।"

"তাহলে অন্তত আপনাদের গরুগুলো আমাকে দেখান; অনুমতি করলে গরুগুলোকে কি ভাবে খাওয়াতে হবে সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিতে পারি। সব কিছুই নির্ভর করে খাওয়াবার উপরে।"

গো-পালন নিয়ে সে অবিশ্রাম বক্ বক্ করে যেতে লাগল; শুনতে ভয় পেলেও সারাক্ষণই তার মন চাইছে কিটির কথা শুনতে। তার ভয়, পাছে অনেক চেষ্টায় মনের যে শান্তি সে লাভ করেছে সেটাকে হারিয়ে বসে।

ডলি সখেদে বলল, "তা তো বুঝি, কিন্তু এত সব ব্যাপারের উপর নজর রেখে এ কাজ কে করাবে?"

মাত্রোনার সহায়তায় সব কিছু ভালভাবেই সে চালিয়ে নিচ্ছে; কাজেই তার মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে সে চায় না। তার কাছে আরও বড় কথা, সে চাইছে কিটির ব্যাপারে কথা বলতে।

॥ ১০ ॥

নীরবতা ভেঙে ডলি কথা বলল, "কিটি লিখেছে, সে চাইছে শুধু শান্তি ও নির্জ্জনতা।"

সভয়ে লেভিন জিজ্ঞাসা করল, "তার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে কি?"

"কী আশ্চর্য, সে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে। তার ফুস্ফুসের কোন দোষ আছে তা আমি কোন দিনই বিশ্বাস করতাম না।"

"খুব খুসির কথা!" লেভিন বলল। তার কথা বলার ভঙ্গী দেখে ডলির মনে হল তার মনে একটা গভীর হতাশার ভাব রয়েছে। ঈষৎ কপট হাসির সঙ্গে সে বলল, "আচ্ছা কন্স্তান্তিন দিমিত্রিচ, আপনি কিটির উপর রাগ করে-ছেন কেন?"

"রাগ? আমি তো তার উপর রাগ করি নি," লেভিন বলল।

"না, নিশ্চয় করেছেন। নাহলে মস্কোতে থাকতে আমাদের বা তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন নি কেন?"

লেভিনের চুলের গোড়া অবধি লাল হয়ে উঠল। বলল, "দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না, আপনার তো 'দয়ার হৃদয়' তবু আমার প্রতি আপনি আরও সদয় ভাব দেখাচ্ছেন দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আপনি তো সবই জানেন—"

"কি জানি?"

"জানেন যে আমি কিটির কাছে প্রস্তাব করেছিলাম, এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলাম।" কথাগুলি বলতে বলতেই মুহূর্তকাল আগেও লেভিনের মনে কিটির প্রতি যে কোমলতা ছিল তার জায়গায় দেখা দিল ক্রোধ ও ক্ষোভ।

"কি করে আপনি ভাবলেন যে আমি একথা জানি ?"

"কারণ সকলেই তা জানে।"

"আঃ, এটা আপনার ভুল ধারণা ; আমি জানতাম না, যদিও কিছুটা অনুমান হয় তো করেছিলাম।

"বটে ! বেশ তো, এখন তো জানলেন।"

"আমি শুধু জানতাম এমন একটা কিছু ঘটেছে যাতে সে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করেছিল ; সে আমাকে শুধু বলেছিল এ সম্পর্কে কোন কথা যেন তাকে না বলি। আমাকেই যখন বলে নি, তখন আর কাউকে যে বলে নি সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। আসলে হয়েছিল কি ? আমাকে বলুন।"

"আপনাকে তো বললাম।"

"কবে ঘটেছিল সেটা ?"

"শেষবার যখন আপনার পিতৃগৃহে গিয়েছিলাম।"

"আমি আপনাকে কি বলব জানেন কি ?" ডলি বলল। "কিটির জন্ত আমি দুঃখিত—ভীষণ, ভীষণভাবে দুঃখিত। আপনি কষ্ট পাচ্ছেন শুধু আপনার অহংকারে আঘাত লেগেছে বলে—"

"হয় তো তাই, কিন্তু—"

ডলি তাকে বাধা দিল।

"কিন্তু সে বেচারির জন্ত আমি ভীষণভাবে দুঃখিত ! এখন আমি সব বুঝতে পারছি।"

লেভিন দাঁড়িয়ে বলল, "দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না, ক্ষমা করবেন, এবার আমাকে যেতে হবে। বিদায়।"

তার আস্তিন চেপে ধরে ডলি বলল, "না, না, এখনই না ; এখনই না। একটু বসুন।"

"দোহাই আপনার, এ বিষয়ে আর কোন কথা বলবেন না," আবার বসে পড়ে লেভিন বলল। তার মন বলল, যে আশার সমাধি হয়ে গিয়েছে বলে সে ভেবেছিল, সেই আশা যেন তার মধ্যে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

ভেজা চোখে ডলি বলল, "আপনি যদি আমার এতটা প্রিয় না হতেন, আপনাকে যত ভাল করে চিনি তা যদি না চিনতাম···"

যে অনুভূতিকে লেভিন মৃত বলে মনে করেছিল তা যেন ক্রমেই প্রাণবন্ত হয়ে, উত্তাল হয়ে তার হৃদয়কে অধিকার করে বসেছে।

ডলি বলতে লাগল, "হ্যাঁ, এখন আমি সবই বুঝতে পারছি। আপনার পক্ষে বোঝা অসম্ভব ; আপনারা পুরুষ মানুষ, বেছে নেবার স্বাধীনতা আপনাদের আছে, কাকে ভালবাসেন তা আপনারা জানেন। কিন্তু একটি তরুণী সব সময়ই একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকে ; নারীসুলভ, বালিকাসুলভ বিনয়ের জন্ত সে পুরুষদের দেখে দূর থেকে, তাকে ভরসা করতে হয় আপনাদের কথায়

উপরে ; এ অবস্থায় কি জবাব সে দেবে সেটাই সে অনেক সময় বুঝে উঠতে পারে না।"

"তার অন্তর যদি বলে না দেয় তাহলে তো পারবেই না।"

"অন্তর হয় তো ঠিকই বলে ; কিন্তু ভেবে দেখুন : পুরুষ মানুষের একটি মেয়েকে মনে ধরল, সে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করল, তার সঙ্গে পরিচয় হল, অনেকদিন ধরে দেখল যে সব গুণকে সে মূল্যবান বলে মনে করে সেগুলি তার মধ্যে আছে কি না, তারপর যখন সে নিশ্চিত বুঝতে পারল যে মেয়েটিকে সে ভালবাসে, তখনই বিয়ের প্রস্তাব করল—"

"আপনি যে রকম বলছেন ঠিক সে রকমটা হয় না।"

"নাই হল ; আপনার প্রেম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, অথবা দুটি মেয়ের মধ্যে একজনের দিকে যখন পাল্লাটা ঝুঁকে পড়ে, তখনই আপনি বিয়ের প্রস্তাব করেন। কিন্তু একটি মেয়ের কাছে কিছুই জানতে চাওয়া হয় না। ধরে নেওনা হয় বটে যে সে তার পছন্দমত বেছে নিয়েছে, কিন্তু আসলে সে বেছে নিতে পারে না, শুধু হ্যাঁ বা না বলতে পারে।"

লেভিন নিজের মনে বলল, কিন্তু সে তো আমার ও ভ্রন্‌স্কির মধ্যে এক-জনকে বেছে নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে যে আশা এইমাত্র তার মনে জেগেছিল সেটা আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে তার অন্তরটাকে যেন গুঁড়িয়ে দিতে লাগল।

সে বলল, "দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না, এ ভাবে তো লোকে গাউন পছন্দ করে ; আরও কি পছন্দ করে আমি জানি না, কিন্তু নিশ্চয়ই ভালবাসাকে এভাবে বেছে নেওয়া যায় না। বেছে নেওয়া হয়ে গেছে, ভালই হয়েছে। তাকে তো আর ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।"

"আবার সেই অহংকারের কথা!" ডলি বলল। "আপনি যখন কিটির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন তখন তার মনের যে অবস্থা ছিল তাতে তার পক্ষে কোন জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না। সে নিজেই ছিল সংশয়ের মধ্যে। সংশয় ছিল কাকে বেছে নেবে—আপনাকে না ভ্রন্‌স্কিকে। তাকে সে প্রত্যহ দেখতে পেত, আর আপনাকে অনেক দিন দেখে নি। তার যদি বয়স আরও বেশী হত—ধরুন যদি আমি হতাম, তাহলে বেছে নিতে এতটুকু সংশয় থাকত না। তাকে আমি সব সময়ই অপছন্দ করতাম, আর আমি ঠিকই করতাম।"

কিটির জবাবটা লেভিনের মনে পড়ে গেল। সে বলেছিল : "তা কখনও হতে পারে না···।"

সে শুকনো গলায় বলল, "দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না, আমার উপর আপনার ভরসা দেখে খুসি হলাম ; তবু আমার বিশ্বাস আপনি ভুল করেছেন। কিন্তু ঠিক বুঝি আর নাই বুঝি, আমার যে অহংকারকে আপনি এত ঘৃণা করেন তার জন্তই আবার নতুন করে কিটির কথা ভাবা আমার পক্ষে অসম্ভব—আপনিও বোঝেন যে সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

"আরও একটা কথা আমি বলতে চাই : আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে আমার বোনের সম্পর্কে আমি কথা বলছি, আর সে বোনকে আমি ভালবাসি আমার সন্তানের মতই। আমি বলছি না যে সে আপনাকে ভালবাসত, কিন্তু আমি জোর দিয়েই বলছি যে সেই মুহূর্তে সে যে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।"

লাফিয়ে উঠে লেভিন বলল, "আমি কিছু জানি না। আপনি যে আমাকে কত বড় আঘাত দিলেন তা যদি বুঝতেন! এ যেন ঠিক সেই কথা : আপনার একটি শিশু সন্তান যেন মারা গেছে, আর সকলে এসে আপনাকে বলছে, 'আহা সে এমন ছিল, তেমন ছিল, বেঁচে থাকলে সে তোমাকে কত আনন্দ দিত, কিন্তু এখন সে মৃত, মৃত, মৃত।"

লেভিনের উত্তেজনাকে উপেক্ষা করে ডলি বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, "আপনি অদ্ভুত। হ্যাঁ, ক্রমেই আমি বেশী করে বুঝতে পারছি। তাহলে কিটি এখানে এলে আপনি এখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করছেন না, এই তো?"

"না, আমি আসব না। তাকে আমি এড়িয়ে যাব না, কিন্তু যতদূর সম্ভব আমার অপ্রীতিকর সঙ্গ থেকে তাকে রেহাই দেব।"

সস্নেহে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ডলি বলল, "আপনি বড়ই অদ্ভুত। ঠিক আছে, ধরেই নেওয়া যাক যেন এ বিষয়ে আমরা কোন কথাই বলি নি। তুমি কেন এসেছ তানিয়া?" ছোট মেয়েটি ঘরে ঢোকায় সে ফরাসী ভাষায় প্রশ্নটা করল।

"আমার কোদালটা কোথায় মামণি?"

"তোমাকে তো বলেছি ফরাসী ভাষায় প্রশ্ন করলে ফরাসীতেই উত্তর দেবে।"

ছোট মেয়েটি চেষ্টা করল, কিন্তু সে কোদালের ফরাসী প্রতিশব্দটা ভুলে গেছে; মা সেটা বলে দিয়ে কোদালটা কোথায় পাওয়া যাবে সেটাও ফরাসীতে জানিয়ে দিল। লেভিনের এটা ভাল লাগল না।

ডলির বাড়ির অনেক কিছুই কিন্তু এবার তার কাছে আগেকার মত ভাল লাগল না।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে ফরাসীতে কথা বলবে কেন? ব্যাপারটা কত অস্বাভাবিক ও চেষ্টাকৃত। আর ছেলেমেয়েরাও সেটা ধরতে পারে।

"এখনই চলে যাবেন কেন? আরও কিছুক্ষণ থাকুন।"

লেভিন চায়ের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করল, কিন্তু তার মনের স্ফূর্তি চলে গেছে; তার অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

চায়ের পাট শেষ হলে সে হল-ঘরে গিয়ে ঘোড়া আনতে বলে আবার

যখন সেই ঘরে ফিরে এল ডলি তখন বিপর্যস্ত অবস্থায় বসে কাঁদছিল। লেভিনের অনুপস্থিতিতে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যাতে তার সারা দিনের আনন্দ এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে গর্ব সব নষ্ট হয়ে গেছে। গ্রিশা ও তানিয়া একটা বল নিয়ে ঝগড়া করেছে। তাদের চেঁচামেচি শুনে নার্সারিতে ছুটে গিয়ে সে একটা ভয়ংকর দৃশ্য দেখেছে। তানিয়া গ্রিশার চুল টেনে ধরেছে, আর গ্রিশা রাগে মুখ বিকৃত করে তাকে ঘুষির পর ঘুষি মেরে চলেছে। তাদের দেখে ডলির বুকটা বুঝি ভেঙে গেছে। তার জীবন থেকে বুঝি সব আলো নিভে গেছে; সে বুঝতে পারল, যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তার এত গর্ব তারা যে শুধু অতি সাধারণ ছেলেমেয়ে তাই নয়, তারা অত্যন্ত খারাপভাবে লালিত-পালিত ছেলেমেয়েদের মতই দুষ্ট ও আস্তব প্রকৃতির জীব।

কোন কথা ভাববার বা বলবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। লেভিনকে তার এই দুঃখের কথা না বলে সে পারল না।

ডলির শোচনীয় অবস্থা দেখে সে তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল; বলল যে এর দ্বারা খারাপ কিছু প্রমাণ হয় না, সব ছেলেমেয়েরাই মারামারি করে থাকে; কিন্তু মুখে এ কথা বললেও মনে মনে বলল: আমি কখনও আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ফরাসীতে কথা বলব না, আর তাহলেই আমার ছেলে-মেয়েরাও এ রকম হবে না; ছেলেমেয়েরা যদি খারাপ না হয়, বিকৃত না হয়, তাহলেই তাদের দেখে সুখ। না, না, আমার ছেলেমেয়েরা এ রকম হবে না।

সে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল; ডলিও তাকে রাখতে চেষ্টা করল না।

॥ ১১ ॥

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় পক্রোভস্কোয়ে থেকে প্রায় মাইল পনেরো দূরে অবস্থিত লেভিনের বোনের জমিদারির গ্রাম-প্রধান এল সেখানকার খড় কাটার প্রতিবেদন পেশ করতে। বোনের জমির প্রধান আয়টাই আসে খড় থেকে। আগে চাষীরা একর প্রতি খড়ের দাম দিত সাত রুবল। সে জমিদারি তদারকির ভার নিজের হাতে নেবার পরে জমিগুলি ঘুরে দেখে লেভিনের মনে হল যে ঘাসের দাম আরও বেশী হওয়া উচিত; তাই সে দর বেঁধে দিল একর প্রতি আট রুবল। চাষীরা সে দাম দিতে অস্বীকার করল এবং লেভিনের সন্দেহ যে অন্য ক্রেতাদেরও তারা ভাগিয়ে দিল। তখন লেভিন নিজে সেখানে গিয়ে হুকুম জারি করল যে ঘাস কাটার কাজটা কতক করা হোক ভাড়াটে মজুর দিয়ে, আর কতক করা হোক ভাগের ভিত্তিতে। চাষীরা যত রকম ভাবে পারে বাধার সৃষ্টি করলেও লেভিন তার সিদ্ধান্তে অটল রইল এবং প্রথম বছরেই খড়ের দাম পেল প্রায় দ্বিগুণ। তৃতীয় বছরেও (গত বছর) চাষীরা একইভাবে বিরোধিতা করে, কিন্তু আগের ব্যবস্থামতই ঘাস কাটা হয়। এ

বছর চাষীরা তে-ভাগা ব্যবস্থায় সব খড় কাটতে সম্মত হয়েছিল, আর এখন গ্রাম-প্রধান এসে জানাচ্ছে যে সব খড় কাটা হয়ে গেছে এবং বৃষ্টির আশংকা করে সে গদীর করণিককে ডাকিয়ে এনে তার সামনে খড় ভাগ করে দিয়েছে, আর মনিবের প্রাপ্য এগারোটি গাদা আলাদা করে রেখে দিয়েছে। বড় মাঠ থেকে কতটা খড় কাটা হয়েছে সে প্রশ্নের যে জবাব গ্রাম-প্রধান দিয়েছে সেটা খুবই অস্পষ্ট, তাকে না জানিয়েই সে তাড়াতাড়ি খড় ভাগ করে দিয়েছে, তাছাড়া লোকটার কথাবার্তাই কেমন যেন সন্দেহজনক; তাই লেভিন স্থির করল সে নিজেই ঘোড়ায় চেপে সেখানে যাবে এবং নিজের চোখে সব কিছু দেখে আসবে।

লাঞ্চের সময় সে গ্রামে হাজির হল। জনৈক বৃদ্ধের আস্তাবলে তার ঘোড়াটি রাখল। লোকটির বৌ ছিল তার ভাইয়ের ধাই। বুড়োর কাছ থেকে খড় কাটার সব বিবরণ জানবার জন্ত সে লোকটিকে নিয়ে মৌ-ঘরে ঢুকল। সুদর্শন বাচাল বুড়ো লোকটির নাম পার্‌মেন। সে লেভিনকে সাদরে অভ্যর্থনা করল, তার মৌমাছির সব কথা বলল, কিন্তু লেভিন যখন খড়ের কথা জিজ্ঞাসা করল তখন অনিচ্ছার সঙ্গে আব্‌ছা-আব্‌ছা জবাব দিতে লাগল। এতে লেভিনের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। সে মাঠে গিয়ে খড়ের গাদাগুলো দেখল। প্রতিটি গাদায় পঞ্চাশ গাড়ির বেশী খড় থাকতে পারে না; চাষীদের চালাকি ধরে ফেলবার জন্ত যে সব গাড়িতে করে খড় বয়ে নেওয়া হয়েছে সেগুলোকে সে ডাকিয়ে আনল এবং একটা গাদা ভেঙে তার সব খড় গোলা-বাড়িতে নিয়ে যেতে বলল। দেখা গেল, একটা গাদায় মাত্র বত্রিশ গাড়ি খড় ছিল। গ্রাম-প্রধান বার বার বলতে লাগল যে চাপ লেগে গাদায় খড়গুলো জমে গেছে, সে সৎভাবেই খড় ভাগ করে দিয়েছে, কিন্তু লেভিন বলল যে, যেহেতু তার হুকুম ছাড়াই খড় ভাগ করা হয়েছে সেই হেতু তার ভাগের ভাগ মাত্র এই রকম এগারো গাদা খড় সে কিছুতেই নেবে না, কারণ হিসাব মত প্রতি গাদায় পঞ্চাশ গাড়ি করে খড় থাকবার কথা। অনেক কথা-কাটাকাটির পরে স্থির হল, প্রতিটি গাদা পঞ্চাশ গাড়ি হিসাবে এই এগারোটি খড়ের গাদাই চাষীরা নেবে, আর মনিবের প্রাপ্য অংশ নতুন করে বুঝিয়ে দেবে। এই সব আলাপ-আলোচনা ও নতুন করে খড়ের বিলি-বন্দোবস্ত করতেই বিকেল হয়ে গেল। খড়ের শেষ আঁটিটিও ভাগ হবার পরে বাদবাকি কাজ করণিকের হাতে ছেড়ে দিয়ে লেভিন একটা খড়ের গাদার উপর বসে মাঠের শোভা দেখতে লাগল।

তার পাশেই বসে ছিল পার্‌মেন। সে বলল, "আবহাওয়া ভাল থাকলে খুব ভাল খড় হবে। ঐ তো আপনার খড় কাটা হচ্ছে! কাস্তে কি রকম চলছে দেখুন—যেন হাঁস ফসল খুটে খাচ্ছে! লাঞ্চের পর থেকে প্রায় আধ-খানা মাঠ শেষ করে এনেছে।"

গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে একটি যুবক তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে বুড়ো বলল, "এটাই কি তোমার শেষ গাড়ি ?"

"এই শেষ বাপি," গাড়ির পিছনে বসে থাকা রাঙা-গাল একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে যুবকটি বলল ; মেয়েটিও সেখান থেকেই পাল্টা হাসল ; তারপরেই যুবকটি ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসিয়ে দিল।

"তোমার ছেলে ?" লেভিন প্রশ্ন করল।

"ছোট ছেলে," বুড়ো হেসে বলল।

"চমৎকার ছেলে।"

"যা বলেছেন।"

"বিয়ে হয়েছে ?"

"সামনের খৃস্ট জন্মোৎসবে তিন বছর হবে বিয়ে হয়েছে।"

"ছেলেপুলে ?"

"ছেলেপুলে ! পুরো একটা বছর কিছু বুঝতই না, ব্যাটা এতই লাজুক," বুড়ো বলল। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলল, "এই যে আপনার খড় যাচ্ছে। এমন খড় দেখা যায় না !"

লেভিন পারমেন-এর ছেলে আইভান ও তার বৌয়ের দিকে মনোযোগ দিল। অনেক দূরে তারা গাড়িতে খড় বোঝাই করছে। সুন্দরী বৌটি খড়ের আঁটি একত্র করে তুলে দিচ্ছে, আর আইভান সেগুলো ছড়িয়ে সাজিয়ে বোঝাই করছে। কত সহজে, সাগ্রহে, সুকৌশলে বৌটি কাজ করছে। খড় বোঝাই করা শেষ হয়ে গেলে বৌটি তার গা থেকে খড়ের টুকরোগুলো ঝেড়ে ফেলে লাল রুমালটা মাথায় ভাল করে বেঁধে নিয়ে গাড়ির নীচে ঢুকে পড়ল খড়ের আঁটিগুলো বেঁধে রাখার দড়িটাকে ভাল করে টেনে দিতে। দড়িটাকে কি করে কাঠের সঙ্গে বাঁধতে হবে আইভান নীচু হয়ে সে কথা বলে দিতেই বৌয়ের জবাব শুনে হো-হো করে হেসে উঠল। দু'জনের মুখ দেখলেই তাদের নব-জাগ্রত গভীর ভালবাসাকে উপলব্ধি করা যায়।

॥ ১২ ॥

বাঁধা-ছাদা শেষ হল। আইভান লাফিয়ে নেমে ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল ; তার বৌ উকোনঠেঙাটা খড়ের উপর ছুঁড়ে দিয়ে দুই হাত দোলাতে দোলাতে অন্য মেয়েদের সঙ্গে যোগ দিতে চলে গেল। রাস্তায় পৌঁছে আইভান গাড়ির লম্বা সারিতে নিজের জায়গা করে নিল। ঝকঝকে পোষাক পরা মেয়ের দল উকোনঠেঙা কাঁধে ফেলে গলা ছেড়ে হাসতে হাসতে ও কথা বলতে বলতে গাড়িগুলোর পিছন পিছন চলল। একটি কর্কশ মেয়েলি গলায় গান শুরু হল ; সে গলা থামতেই পঞ্চাশটা উঁচু-নীচু গলা একযোগে তার রেশ টেনে গান জুড়ে দিল।

গায়িকার দল লেভিনের কাছে এসে গেল ; তার মনে হল, ফুর্তির একটা ঝড়ো মেঘ যেন তার উপর নেমে আসছে। সে ঝড়ো মেঘ তার উপর আছড়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার, শিস ও নকল পাখির ডাকের সঙ্গে মিশে সেই উন্মাদ গানের স্বরের তালে তালে তার নিজের শরীরের নীচেকার খড়ের গাদা, অন্য সব খড়ের গাদা, গাড়ি, প্রান্তর, অনেক দূরের মাঠ—সব যেন এক সঙ্গে দুলতে লাগল, কাঁপতে লাগল। এই ফুর্তি যারা করছিল তাদের দেখে লেভিনের হিংসা হল, জীবনের এই আনন্দের উচ্ছ্বাসে তারও যোগ দিতে ইচ্ছা করল। কিন্তু যোগ দিতে সে পারল না ; শুধু সেখানে শুয়ে থেকে সব কিছু দেখতে লাগল, শুনতে লাগল। গায়িকারা যখন চোখ-কানের বাইরে চলে গেল তখন নিঃসঙ্গতা, আলস্য ও ঐ বিশেষ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নতার একটা অনুভূতি তাকে বিষণ্ন করে তুলল।

খড়ের ব্যাপার নিয়ে কয়েকজন চাষীর সঙ্গে তার তুমুল ঝগড়া হয়েছে, কেউ কেউ ইচ্ছা করে তাকে ঠকিয়েছে, কাউকে বা সেই আঘাত দিয়েছে, অথচ তারাই এখন যেতে যেতে আনন্দের সঙ্গে তাকে দেখে মাথা নোয়াচ্ছে ; পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তার প্রতি তাদের কোন রাগ নেই ; তাদের কাজের জন্য অনুশোচনা করা দূরে থাক, তারা যে তাকে ঠকাতে চেষ্টা করেছিল সেই কথাটাই তারা ভুলে গেছে। সমবেত আনন্দের সাগরে সে সব কিছু ডুবে গেছে। ঈশ্বর দিন দিয়েছেন, ঈশ্বরই শক্তি দিয়েছেন। সেই দিন ও শক্তি দুইই শ্রমের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, আর পরিশ্রমই তার পুরস্কার নিয়ে আসে। কার জন্য পরিশ্রম করেছে ? তার ফল কে ভোগ করবে ? এ সব চিন্তা তুচ্ছ ও অবান্তর।

এ ধরনের জীবনের প্রতি লেভিন অনেক সময়ই আকৃষ্ট হয়েছে, যারা এ জীবন যাপন করে তাদের ঈর্ষাও করেছে, কিন্তু আজ এই প্রথম—বিশেষ করে আইভান ও তার তরুণী স্ত্রীর সম্পর্কটা দেখার পরে—এই প্রথম তার মনে হল, যে অলস, কৃত্রিম, অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন বোঝার মত তাকে চেপে ধরেছে তার পরিবর্তে সাধারণ মজুরের এই আকর্ষণীয় পবিত্র জীবনকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা তার আছে।

যে বুড়ো মানুষটি তার পাশে বসেছিল কিছুক্ষণ আগে সে বাড়ি চলে গেছে, চাষীরাও যার যার মত চলে গেছে ; যারা কাছাকাছি বাস করে তারা বাড়ি গেছে, আর যারা অনেক দূর থেকে এসেছে তারা প্রান্তরের এক কোণে জড়ো হয়েছে ; সেখানেই খাবার পাট সেরে রাতটা কাটাবে। তাদের অলক্ষ্যে খড়ের গাদার উপর শুয়ে শুয়ে লেভিন তাদের দেখতে লাগল, তাদের কথা শুনল, তাদের নিয়ে চিন্তা করল। মাঠের মধ্যে যারা থেকে গেল গরমের ছোট রাতটা তারা না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিল। প্রথমে সে শুনতে পেল, খেতে খেতে তারা খুসিমত গল্প করছে ও হাসছে; তারপর শুনতে পেল তাদের গান ও ফুর্তির শব্দ।

সারা দিনের কঠোর পরিশ্রমের কোন ছায়া পড়ে নি তাদের মনে; বেশ খোস মেজাজেই তারা আছে। ভোরের আগে সব কিছু শান্ত হয়ে এল। শুধু শোনা যাচ্ছে রাতের ছোটখাট শব্দ: জলাভূমিতে একটানা ব্যাঙের ডাক, মাঠের মধ্যে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি। হঠাৎ ঘুম ভাঙলেই লেভিন খড়ের গাদা থেকে নামল। আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে বুঝি রাত শেষ হয়েছে।

রাতভর সে যা অনুভব করেছে, যা নিয়ে ভেবেছে, তাকে একটা রূপ দেবার চেষ্টায় সে নিজেকে প্রশ্ন করল: তাহলে আমি কি করব? আর কি ভাবেই বা করব? তার গোটা ভাবনা-চিন্তা তিনটি ধারায় প্রবাহিত হল। একটি ধারা তার পুরনো জীবনযাত্রাকে পরিত্যাগ, এই নিষ্ফলা জ্ঞান ও অপ্রয়োজন শিক্ষাকে পরিহার। এসব ত্যাগ করে সে খুসিই হল, সহজেই একাজ সে করতে পারল। দ্বিতীয় ধারা যে ধরনের জীবন সে যাপন করতে চায়। এ ধরনের জীবনের পবিত্রতা, সরলতা ও ন্যায্যতা সম্পর্কে তার কোন সন্দেহই নেই; সে নিশ্চিতভাবেই জানে, তার বর্তমান জীবন যে তুষ্টি ও শান্তি দিতে একান্তই অক্ষম এই নতুন জীবন সে সবই তাকে দিতে পারবে। আর তৃতীয় ধারাটি হল, পুরনো থেকে নবীন জীবনযাত্রায় উত্তরণের সমস্যা। কোন স্পষ্ট সমাধান পাওয়া গেল না। তার কি পত্নীগ্রহণ করা কর্তব্য? তার কি নিজে কাজ করা কর্তব্য? সে কি পক্রোভ্‌স্কোয়ে ছেড়ে আসবে? জমি কিনবে? চাষীদের একজন হবে? একটি চাষী মেয়েকে বিয়ে করবে? এ কাজ কেমন করে করব? বারবার সে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল, কিন্তু কোন জবাব পেল না। শেষ পর্যন্ত নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে, সারা রাত আমি ঘুমোই নি বলেই কোন সরল জবাব আশা করতে পারি না। পরে এ বিষয়ে ভেবে দেখব। একটা কথা স্থির জানা গেছে: এই রাতটা আমার ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। এতদিন পারিবারিক জীবনের যে স্বপ্ন দেখেছি তা অর্থহীন, তা আসল নয়। সব কিছুই আরও সরল, আরও ভাল।

মাথার উপরে আকাশের মাঝখানে মেঘে-মেঘে একটা ঝিনুকের খোলার মত তৈরি হয়েছে: সেদিকে তাকিয়ে সে ভাবল, কী সুন্দর! এই মনোরম রাতে তার কাছে সব কিছুই মনোরম লাগছে! কখন এ ঝিনুকটা গড়ে উঠল? এক মুহূর্ত আগে যখন উপরে তাকিয়েছিলাম তখন তো এর চিহ্নমাত্রও ছিল না—দুটো সাদা মেঘের দাগ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ঠিক এমনই অলক্ষ্য পথে আমার জীবনের ধারণাও পাল্টে গেছে।

মাঠ ছেড়ে বড় রাস্তা ধরে সে গ্রামের দিকে হাঁটতে লাগল। একটা বাতাস উঠল। সব কিছুই কেমন যেন ধূসর ও নিরানন্দ লাগছে। সূর্যোদয়ের আগে এরকম একটা কুয়াসাচ্ছন্ন মুহূর্ত সাধারণতই দেখা দেয়—তারপর হয় সূর্যোদয়, অন্ধকারের বুকে আলোর পরিপূর্ণ জয়যাত্রা।

লেভিন দ্রুত হাঁটছে। তার চোখ মাটির দিকে, ঠাণ্ডায় ঘাড় দুটো বেঁকে

গেছে। ওটা কি? গাড়ির ঘণ্টার টুং টাং শব্দ শুনে সে ভাবল, কেউ কি আসছে? মাথাটা তুলল। তার থেকে প্রায় চল্লিশ পা দূরে একটা চার চাকার গাড়ি বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে।

লেভিন অলস দৃষ্টিতে গাড়িটার দিকে তাকাল; আরোহীদের সম্পর্কে যেন তার কোন কৌতূহল নেই।

একটি বর্ষিয়সী মহিলা এক কোণে বসে ঝিমুচ্ছে। একটি তরুণী মাথার সাদা টুপির ফিতে দুই হাতে ধরে জানালার ধারে বসে আছে। মনেহচ্ছে, সবে তার ঘুম ভেঙেছে। লেভিনকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি চলে গেছে সূর্যোদয়ের দিকে। মেয়েটি উজ্জ্বল, চিন্তাশীল; যে রুচিবান, জটিল আত্মিক জীবনকে লেভিন এইমাত্র পরিত্যাগ করেছে তারই প্রতিমূর্তি যেন।

মেয়েটির সরল দৃষ্টি পড়ল লেভিনের উপর; তাকে সে চিনতে পারল; বিস্মিত আনন্দে মেয়েটির মুখ ঝলমল করে উঠল।

লেভিনও ভুল করে নি। সে চোখের সঙ্গে আর কোন চোখেরই তুলনা হতে পারে না। পৃথিবীর আর কোন প্রাণীই তার কাছে আলোর উৎস ও জীবনের অর্থ হয়ে দেখা দিতে পারে না। এই তো সে। এই তো কিটি। লেভিন বুঝতে পারল, কিটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে এর্গুশোভোতে চলেছে; সহসা যে সব চিন্তা একটা পুরো নিদ্রাহীন রাত তাকে বিচলিত করেছে, যত কিছু সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে, সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সভায় তার মনে পড়ল যে একটি চাষী মেয়েকে বিয়ের কথাও সে ভেবেছিল। যে সমস্যা গত কয়েক মাস ধরে তাকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছে তার একমাত্র সমাধান রয়েছে ঐখানে—ঐ দ্রুত অপস্রিয়মান গাড়ির মধ্যে।

তরুণীটি আর বাইরে তাকাল না। গাড়ির স্প্রিং-এর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ও ঘণ্টার টুং টাং দূরে মিলিয়ে গেল। কুকুরের ডাক শুনে সে বুঝতে পারল গাড়িটা গ্রামের ভিতর দিয়ে চলেছে; ফাঁকা মাঠ, সামনের গ্রাম আর সে ছাড়া আর কেউ এখানে নেই; সকলের পরিত্যক্ত হয়ে একাকি সে ফাঁকা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল।

আকাশের দিকে তাকাল। একটু আগে যে ঝিনুকের ছবি তাকে খুশি করেছিল সেটাকে দেখতে চাইল। ঝিনুকের মত কিছুই আর আকাশে নেই। সেই দুরারোহ উচ্চতার বুকে এক রহস্যময় পরিবর্তন ঘটে গেছে। ঝিনুকের চিহ্নমাত্র নেই; তার পরিবর্তে অর্ধেক আকাশ জুড়ে রয়েছে সাদা মেঘের টুকরো দিয়ে তৈরি একখানি গালিচা; সে টুকরোগুলোও ক্রমেই ভেঙে ভেঙে আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে। নীল আকাশটা ঝকমক করছে; আগের মতই অনেক দূর থেকে যেন স্নেহের দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

নিজের মনেই সে বলে উঠল, না, সরলতা ও শ্রমের জীবন যত ভালই হোক; সে জীবন আমার জন্য নয়। আমি ওকে ভালবাসি।

॥ ১৩ ॥

আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিনের যারা খুব কাছের লোক তারা ছাড়া আর কেউই জানত না যে এই আপাতদৃষ্টিতে শান্ত, বুদ্ধিবাদী লোকটির মধ্যে এমন একটি দুর্বলতা আছে যা তার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। কোন নারী বা শিশুর কান্না কারেনিন সইতে পারে না। চোখের জলের দৃশ্য তাকে এতদূর বিচলিত করে তোলে যে চিন্তা করবার শক্তিই সে হারিয়ে ফেলে। তার সচিব ও আপিসের তত্ত্বাবধায়ক এটা জানে বলেই কোন স্ত্রীলোক কোন আবেদন নিয়ে এলেই তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলে দিত যে চোখের জল ফেললেই সব মাটি হয়ে যাবে। তারা বলত, "তিনি ভীষণ রেগে যাবেন, আর কোন কথাই শুনবেন না।" আর এ কথাও সত্য যে চোখের জল থেকে তার মনের এই ভাবান্তরকে সে রাগের ভিতর দিয়েই প্রকাশ করত। এসব ক্ষেত্রে সে প্রায়ই চেঁচিয়ে বলে উঠত, "আমি কিচ্ছু করতে পারব না—কিচ্ছু না! দয়া করে আমার আপিস ছেড়ে চলে যান!"

ঘোড় দৌড় থেকে বাড়ি ফিরবার পথে আন্না যখন ভ্রন্স্কির সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা কারেনিনকে বলে দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল, তখন প্রচণ্ড ক্ষোভ সত্ত্বেও কারেনিন গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পড়ল। অবস্থাটা বুঝে এবং এ অবস্থায় যে কোন রকম আবেগের প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয় সেটাও বুঝে সে জীবনের সব রকম লক্ষণকেই চেপে রাখতে চেষ্টা করল; সে একটুও নড়ল না, আন্নার দিকে তাকাল না পর্যন্ত, এবং নিজের মুখের উপর এমন একটা মৃত্যু-মুখোশ এঁটে দিল যাতে আন্না খুবই আহত হল।

বাড়িতে পৌঁছে সে আন্নাকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করল, যথাসাধ্য চেষ্টা করে স্বাভাবিক ভদ্রতার সঙ্গে তার কাছ থেকে বিদায় নিল; বলল: তার সিদ্ধান্ত সে আগামী কাল জানাবে।

স্ত্রীর স্বীকারোক্তিতে তার হীন সন্দেহই সমর্থিত হওয়ায় সে নির্মম যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে লাগল। তার চোখে জল দেখে কারেনিনের মনে যে বিচিত্র সমবেদনা জাগল তার ফলে সে যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পেল। কিন্তু গাড়িতে নিজেকে একলা পাবার পরে সে যখন বুঝল যে তার অন্তর থেকে সেই সমবেদনা সম্পূর্ণ মুছে গেছে, সম্প্রতিকালে যে সন্দেহ ও ঈর্ষায় সে জ্বলছিল তাও দূর হয়ে গেছে, তখন সে যুগপৎ বিস্মিত ও আশ্বস্ত বোধ করল।

অনেকদিন ধরে দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পাবার পরে দাঁতটা তুলে ফেললে যেমন মনের অবস্থা হয় তার মনের অবস্থাও সেই রকমই হল। ভয়ংকর যন্ত্রণা ভোগ করবার পরে এবং একটা বেশ বড় কিছু, মাথার চাইতেও বড় কিছু চোয়াল থেকে টেনে বের করবার পরে যন্ত্রণাভোগকারী বিশ্বাসই করতে পারে না যে যা তার জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছিল, এতদিন পর্যন্ত যা তার সব চিন্তাভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার হাত থেকে রেহাই

পাবার সৌভাগ্য তার হয়েছে, এবং এখন সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে, দাঁত ছাড়া অন্য সব বিষয়েও ভাবতে পারবে। কারেনিনেরও এই স্বস্তির ও মুক্তির অভিজ্ঞতাই হল। যন্ত্রণাটা ছিল বিচিত্র ও ভয়ংকর, কিন্তু এখন তা চলে গেছে; এখন সে বাঁচতে পারবে, স্ত্রী ছাড়া অন্যের কথা ভাবতে পারবে।

একটি দুশ্চরিত্রা নারী, সম্মান নেই, হৃদয় নেই, ধর্ম নেই। আমি আগাগোড়াই জানতাম, আগাগোড়াই দেখে এসেছি, কিন্তু তার প্রতি করুণাবশতই নিজেকে ঠকাতে চেষ্টা করেছি। আর সত্যি সে কল্পনা করতে লাগল যে আগাগোড়াই এ সব কিছু তার চোখে পড়েছে; তাদের মিলিত জীবনের অনেক খুঁটিনাটিই তার মনে পড়ল; আগে সে সব তার কাছে আপত্তিকর বলে মনে হয় নি—এখন সেই সব খুঁটিনাটি বিষয়ই চোখে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আন্না চিরদিনই দুশ্চরিত্রা ছিল। তার সঙ্গে আমার জীবনকে যোগ করেই আমি ভুল করেছিলাম; কিন্তু এই ভুলের মধ্যে তো দূষণীয় কিছু ছিল না, আর তাই সেজন্য আমি দুঃখ পেতে পারি না। সে নিজেকে বোঝাল, আমি তো দোষী নই, দোষী সে। তাকে দিয়ে আমার আর কোন দরকার নেই। আমার কাছে তার কোন অস্তিত্বই নেই।

আন্নার এবং তাদের ছেলের কি হবে তা নিয়ে সে আর মাথা ঘামাবে না; স্ত্রীর প্রতি মনোভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ছেলের প্রতিও তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। পদস্খলনের সঙ্গে সঙ্গে যে কাদা আন্না তার গায়ে ছিঁটিয়ে দিয়েছে, কেমন করে ভালভাবে, ভদ্রভাবে, নিজের পক্ষে সুবিধাজনকভাবে তা ধুয়ে ফেলতে পারবে এবং নিজের দরকারী কাজকর্ম সসম্মানে চালিয়ে যেতে পারবে, সেটাই এখন তার একমাত্র লক্ষ্য।

একটি ঘৃণ্য নারী পাপ করেছে বলে আমি কষ্ট ভোগ করতে পারি না; সে আমাকে যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তার থেকে উঠে আসবার শ্রেষ্ঠ পথ আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। আর সে পথ আমি খুঁজে পাবই, নিজের মনে এ সব কথা বলতে বলতে তার বিকৃত মুখটা আরও কালো হয়ে উঠল। আমিই তো প্রথম নই, শেষও নই; তার মনের মধ্যে দৃষ্টান্তের স্রোত বয়ে চলল যার শুরুতেই মনে পড়ল মেনেলস ও তার সুন্দরী হেলেন-এর কথা (একটি অপেরার দৌলতে সকলের স্মৃতিতেই সে কথা সদ্য জাগরূক ছিল)। দারিয়ালভ, পল্‌তাভ্‌স্কি, প্রিন্স কারিবানভ, কাউণ্ট পাস্কুদিন, ড্র্যাম···হ্যাঁ, ড্র্যামের মত এমন একজন সৎ, সক্ষম লোকও··· সেমিয়নভ, চ্যাগিন, সিগোনিন···সকলের কথাই তার মনে পড়ল। হয়তো কিছুটা অযৌক্তিক পরিহাস এই ভদ্রলোকদের উপর বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু আমি তাদের সব সময় হতভাগ্য বলেই মনে করেছি, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছি। নিজেকে কথাগুলি বললেও তা সত্য নয়; এই বিশেষ দিক

থেকে ভাগ্যহীন লোকগুলির প্রতি সে কখনও সহানুভূতি দেখায় নি ; আসলে যতবার সে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর প্রতারিত হবার কথা শুনেছে ততই নিজের সম্পর্কে তার ধারণা আরও উঁচুতে উঠেছে। এ দুর্ভাগ্য তো যে কোন লোকের জীবনেই আসতে পারে। এবার আমার জীবনে এসেছে। আসল কথা হল সব চাইতে ভালভাবে এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা। তাই এ অবস্থায় যে সব লোক পড়েছিল তারা কি রকম আচরণ করেছিল সেটাই সে মনে মনে আওড়াতে লাগল।

দারিয়ালভ দ্বৈত যুদ্ধে নেমেছিল।

সে যে নিজে সাহসী প্রকৃতির মানুষ নয় সেটা জানত বলেই যৌবনে দ্বৈত যুদ্ধের চিন্তা তাকে আকৃষ্ট করত। কেউ তার দিকে একটা পিস্তল বাগিয়ে ধরেছে এ কথা ভাবতেই সে আঁতকে উঠত ; সারা জীবনে সে কখনও কোন অস্ত্রে হাত লাগায় নি। এই আতংকের ফলেই যৌবনে সে দ্বৈত যুদ্ধের স্বপ্ন দেখত, স্বপ্ন দেখত যে তার জীবন খুব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। পরবর্তীকালে যখন সে সাফল্য ও পদমর্যাদা লাভ করল তখন যৌবনের এই সব চিন্তা সে ভুলে গেল ; কিন্তু এখন সেই সব পুরনো ভাবনা-কল্পনা আবার নতুন করে তার মনে উদয় হল ; সে যে আসলে ভীরু এই ভয় তার মনে এতই প্রবল যে অনেকক্ষণ ধরে নানা দিক থেকে সে একটা দ্বৈত লড়াইয়ে নামবার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করতে লাগল, যদিও সে জানত যে কোন অবস্থাতেই সে দ্বৈত লড়াইতে অংশ নেবে না।

এই দ্বৈত যুদ্ধে নেমে আমার কি লাভ হবে ? একটি অপরাধিনী স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থির করবার জন্য একটি লোককে খুন করার কি অর্থ ? স্ত্রীকে নিয়ে আমি কি করব সে সমস্যা তো থেকেই যাচ্ছে। আর এটাও তো খুবই সম্ভব, প্রায় নিশ্চিতও বলা যেতে পারে, যে আমিই খুন হব বা আহত হব। একজন নির্দোষ লোক হয়েও আমিই হব শিকার : নিহত বা আহত। সেটা তো আরও অর্থহীন। তাছাড়া, একটি লোককে দ্বৈত যুদ্ধে আহ্বান করা আমার পক্ষে অসৎ কাজও বটে। আমি কি আগে থেকেই জানি না যে আমার বন্ধুরা আমাকে দ্বৈত যুদ্ধে লড়তে দেবে না ? দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় এতবড় একজন কূটনীতিককে কখনও এতবড় বিপদের ঝুঁকি নিতে দেবে না ? তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে ? দাঁড়াচ্ছে এই যে, ব্যাপারটা কোন দিন ঘটবে না জেনেও আপাতত নিজেকে একটা নকল মহিমায় মণ্ডিত করবার জন্যই আমি এই চ্যালেঞ্জটা জানিয়েছি। এটা তো অসৎ কাজ, কপটতা, আমাকে ও অন্যকে বোকা বানাবার একটা চেষ্টা। দ্বৈতযুদ্ধ একটা অর্থহীন ব্যাপার ; আমি এ রকম একটা কাজ করি তা কেউ চায় না। আমার কাজকর্ম যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সুনাম রক্ষা করে চলাই আমার লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারেনিন চিরদিনই তার জন-কল্যাণমূলক কাজ-

কর্মকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এসেছে ; আজ যেন সে কাজ আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল।

দ্বৈতযুদ্ধের প্রশ্নটাকে ভালভাবে বিচার করে বাতিল করে দিয়ে কারেনিন বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্ন নিয়ে পড়ল। যাদের কথা তার মনে পড়ছে সেই সব ভদ্রলোকদের মধ্যে কেউ কেউ এই সমাধানকেই বেছে নিয়েছিল। জানাশোনা সবগুলি বিবাহ-বিচ্ছেদের কথাই সে মনে মনে ভেবে দেখল (যে কেতাদুরস্ত সমাজে সে চলাফেরা করে সেখানে এ ধরনের অনেক ঘটনাই পাওয়া যায়), কিন্তু তার মধ্যে একটির উদ্দেশ্যও তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলল না। প্রত্যিটি ক্ষেত্রেই বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে স্বামী নিজেই হয় প্রেমিকের হাতে তুলে দিয়েছে, নয় তো তার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে ; কাজেই নিজের দোষের জন্যই সেই অপরাধিনী নারীর পুনর্বিবাহের কোন অধিকারই ছিল না ; আর তার ফলে সে প্রণয়ীর সঙ্গে মিথ্যা, আধা-আইনসিদ্ধ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে। তার নিজের ক্ষেত্রে কোন রকম সন্তোষজনক বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্ভাবনাই সে দেখতে পেল না—অর্থাৎ এমন বিবাহ-বিচ্ছেদ যা দোষী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার বেশী কিছু হতে পারে। সে বুঝতে পারল, একটি বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে শাস্তি দিতে হলে আদালতের যে সমস্ত মোটা দাগের প্রমাণ দরকার তার সমাজের জটিল পরিস্থিতিতে সে ধরনের প্রমাণ সংগ্রহ করা অসম্ভব: সে আরও বুঝতে পারল, সে ধরনের প্রমাণ যদি পাওয়াও যায়, তার সমাজের রুচিবোধ সেগুলিকে উপস্থাপিত করতেই দেবে না, কারণ সে সব প্রমাণ উপস্থিত করলে জনসাধারণের চোখে সে এর চাইতে আরও বেশী ছোট হয়ে যাবে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ লাভের চেষ্টার ফলে এমন একটা কুৎসাপূর্ণ বিচারের সূত্রপাত হবে যার পুরো সুযোগ নেবে তার শত্রুপক্ষ ; এমন একটা কেলেংকারি ছড়াবে যাতে তার উঁচু আসনও টলে উঠবে। নিজের মর্যাদাকে যথাসম্ভব অল্প ক্ষুণ্ণ করে একটি ভবিষ্যৎ সম্পর্ক স্থির করাই তার প্রধান লক্ষ্য ; কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বারা সে লক্ষ্য সাধিত হবে না। তার উপর, বিবাহ-বিচ্ছেদ অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদ লাভের চেষ্টার অর্থই হল স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ককে ছিন্ন করা, যার ফলে সে তার প্রেমিকের সঙ্গে মিলবার স্বাধীনতা পেয়ে যাবে। যদিও কারেনিন মনে করে যে এখন সে তার স্ত্রীকে ঘৃণা ও উদাসীনতার চোখেই দেখে, তবু আসলে এখনও সে তার প্রতি একটি মনোভাব তীব্রভাবেই পোষণ করে: সে মনোভাবটি হল ভ্রনস্কির সঙ্গে তার মিলনকে সুগম করে দেবার একান্ত অনিচ্ছা ; আন্না তার পাপের দ্বারা লাভবান হবে সে বিষয়ে অনিচ্ছা। সে সম্ভাবনার চিন্তামাত্রই তার কাছে এতদূর বেদনাদায়ক যে কারেনিন ভিতরে ভিতরে আর্তনাদ করে উঠে গাড়িতে পাশ ফিরে বসল ; মুখটা বিকৃত করে বরফের মত ঠাণ্ডা সরু পা দুটোকে কম্বলে ঢাকা দিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

আইনগত বিবাহ-বিচ্ছেদ লাভের পরিবর্তে কারিবানভ, পাস্কুদিন ও দয়ালু ড্র্যাম যা করেছিল আমিও তো তাই করতে পারি : নিজে স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারি। কিন্তু সেটাও তো বিবাহ-বিচ্ছেদের মতই সমান অপমানের ব্যাপার হবে, এবং তার চাইতে বড় কথা, বিবাহ-বিচ্ছেদের মতই তার ফলে স্ত্রীকে তো ভ্রন্‌স্কির হাতেই ঠেলে দেওয়া হবে। "না, সেটা অসম্ভব, অসম্ভব," উঁচুগলায় কথাগুলি বলে আবার সে পা দুটো ভাল করে ঢাকতে লাগল। "আমি অসুখী না হতে পারি, কিন্তু তাদের দু'জনকে কিছুতেই সুখী হতে দেব না।"

যখন সে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল তখন যে ঈর্ষায় সে ভুগছিল, স্ত্রীর স্বীকারোক্তির ফলে অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে দাঁতটা তুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঈর্ষার অবসান হয়েছিল। কিন্তু ঈর্ষার বদলে একটা নতুন মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে—আন্নাকে বিজয়িনী হতে দেব না ; তার অপরাধের মূল্য তাকে শোধ করতেই হবে। এ মনোভাবকে সে স্বীকার করে না, কিন্তু মনের নিভৃতে সে চাইছে, তার শান্তি ও সম্মানের যে ক্ষতি সে করেছে তার জন্য সে যন্ত্রণা ভোগ করুক। আর একবার দ্বৈত-যুদ্ধ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও স্বতন্ত্র বসবাসের কথাগুলি পর্যালোচনা করে এই তিনটি ব্যবস্থাকেই বাতিল করে কারেনিন অন্য একটিমাত্র সমাধানই বেছে নিল : আন্নাকে নিজের কাছেই রাখবে, যা কিছু ঘটেছে তাকে সমাজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে, ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে আন্নার যোগাযোগ বন্ধ করতে সাধ্যমত চেষ্টা করবে, এবং সব চাইতে বড় কথা (যদিও সে কথা সে নিজের কাছে স্বীকার করে না), তাকে শাস্তি দেবে। আমার সিদ্ধান্তের কথা তাকে অবশ্যই জানিয়ে দেব : যে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে সে তার পরিবারকে ঠেলে দিয়েছে সে বিষয়টা পুরোপুরি ভেবেচিন্তে আমার এই মত যে বাইরের চোখে বর্তমান ব্যবস্থাটাকে রক্ষা করে চলাই উভয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ, আর সে পথকে আমি মেনে নেব, কিন্তু একটি শর্তে—আমার এই দাবী তাকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে যে তার প্রেমিকের সঙ্গে সব সম্পর্ক তাকে ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এই সিদ্ধান্তে চূড়ান্তভাবে পৌঁছবার পরে তার সমর্থনে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তার মনে হল : সে নিজেকে বোঝাল, একমাত্র এই সিদ্ধান্তের ফলেই আমি ধর্মমতে কাজ করছি ; একমাত্র এই সিদ্ধান্তের ফলেই অপরাধিনী স্ত্রীকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে না দিয়ে ভাল হবার একটা সুযোগ তাকে দিচ্ছি, এবং আমার পক্ষে যত শক্তই হোক তাকে ভাল করে তুলতে, তাকে বাঁচাতে আমার কিছুটা শক্তিও নিয়োগ করতে পারছি। যদিও কারেনিন জানে যে স্ত্রীর উপর কোনরকম নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে সে পারবে না এবং তাকে সংশোধন করবার এই চেষ্টার ফলে মিথ্যা ও তঞ্চকতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না ; যদিও সংকট কালে কারেনিন কখনও ধর্মের নির্দেশ

মেনে চলে নি ; তথাপি যেহেতু তার এই সিদ্ধান্ত ধর্মের নির্দেশের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে বলে সে মনে করে, তাই তার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে ধর্মের অনুমোদন তাকে এনে দিল সান্ত্বনা ও সন্তুষ্টি। এই সাধারণ উপেক্ষা ও উদাসীনতার যুগেও যে ধর্মমতের পতাকাকে সে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে, এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় সে যে তার বিরুদ্ধাচরণ করে নি, এই চিন্তাই তাকে অনেকখানি সুখ এনে দিল। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সে ভাবল, স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা আগের মতই না থাকবার তো কোন কারণ নেই। স্ত্রীকে সে আর শ্রদ্ধা করতে পারবে না তা ঠিক, কিন্তু স্ত্রী দুষ্ট ও বিশ্বাসঘাতিনী বলেই তাকে কষ্ট পেতে হবে, তার জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, তারও তো কোন কারণ নেই, থাকতে পারে না। হ্যাঁ, সময় কেটে যাবে—সময়ই তো মহান সন্তাপহারক—আর আমাদের সম্পর্কও আবার আগেকার মতই হয়ে উঠবে, কারেনিন নিজেই নিজেকে বলল। অর্থাৎ, তারা আগে যা ছিল তাই থাকবে, অন্তত আমার জীবনে কোন বিপর্যয় আমি অনুভব করব না। সে তো অসুখী হতে বাধ্য, কিন্তু আমার তো কোন দোষ নেই, আমি অসুখী হতে পারি না।

॥ ১৪ ॥

গাড়িটা সেণ্ট পিতার্সবুর্গের কাছাকাছি পৌঁছলে কারেনিন তার সিদ্ধান্তে অচল তো রইলই, উপরন্তু স্ত্রীকে যে চিঠিটা লিখবে তার একটা মুসাবিদাও মনে মনে করে ফেলল ; হলে ঢুকেই সে সরকারী দপ্তর থেকে আসা চিঠি ও কাগজপত্রের উপর একবার চোখ বুলিয়ে সেগুলোকে পড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলল।

দরোয়ানের প্রশ্নের উত্তরে বলল, "ঘোড়া ছেড়ে দাও, আর কাউকে ঢুকতে দিও না।" তার মেজাজ যে ভাল আছে সেটা বোঝাবার জন্যই সে "কাউকে ঢুকতে দিও না" কথাগুলির উপর জোর দিল।

পড়ার ঘরে ঢুকে কারেনিন আগাগোড়া দু'বার পায়চারি করে বড় লেখার টেবিলটার পাশে থামল। খানসামাটি ইতিমধ্যেই টেবিলে ছ'টা মোমবাতি জেলে দিয়েছে। সে আঙুলের গাঁট ফোটাল, চেয়ারে বসল, টেবিলটা গোছাল। তারপর টেবিলে কনুই রেখে এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে লিখতে শুরু করল ; এক সেকেণ্ডের জন্যও থামল না ; চিঠিতে কোন পাঠ লিখল না, আর চিঠিটা লিখল ফরাসীতে ; স্ত্রীকে সম্বোধন করতে সর্বনাম *vous* শব্দটা ব্যবহার করল, কারণ সমার্থবাচক রুশ শব্দটি অপেক্ষা এই ফরাসী শব্দটা কিছুটা কম নিস্পৃহতা বহন করে।

"আমাদের সর্বশেষে আলোচনার সময় আমি বলেছিলাম যে আলোচনার

বিষয়ে আমার সিদ্ধান্তের কথা তোমাকে পরে জানাব। সযত্নে চিন্তাভাবনা করে আমার সেই কথা রাখবার জন্ত এই চিঠি লিখছি। আমার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ: তোমার আচরণ যেমনই হোক না কেন, একটা উচ্চতর শক্তি যে বাঁধনে আমাদের একত্রে বেঁধে দিয়েছে তাকে ছিন্ন করবার কোন অধিকার আমার নেই বলেই আমি মনে করি। খেয়ালের বশে, অসংযত বাসনায়, এমন কি স্বামী বা স্ত্রীর কোন পাপের দ্বারাও একটি পরিবারকে ধ্বংস করা যায় না; আমাদের জীবন আগের মতই চলতে থাকবে। আমার পক্ষে, তোমার পক্ষে, আমাদের ছেলের পক্ষে এটাই উপযোগী। যে কাজের ফলে এই চিঠি লেখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেজন্ত তুমি যে অনুতপ্ত এবং ভবিষ্যতেও অনুতাপ করবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই; আমাদের বিভেদের কারণকে নির্মূল করবার এবং অতীতকে ভুলে যাবার প্রচেষ্টায় তুমি যে আমাকে সমর্থন করবে সে বিষয়েও আমার কোন সন্দেহ নেই। তা যদি না হয়, তাহলে তোমার এবং তোমার ছেলের ভবিতব্য কি হবে তা তুমি নিজেই বুঝতে পারছ। আমাদের যখন দেখা হবে তখন এ বিষয়ে আরও কথা বলার আশা রাখি। যেহেতু গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে আসছে, তাই তোমাকে বলছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, মঙ্গলবারের পরে নয়, তোমরা সেণ্ট পিতার্সবুর্গ ফিরে যেও। তোমাদের যাবার সব রকম ব্যবস্থাই করা হবে। আমি তোমাকে বোঝাতে চাই, তুমি আমার এই অনুরোধ মত কাজ করবে। এটার উপর আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছি।

—এ, কারেনিন"

"পুনশ্চ। তোমাদের খরচপত্রের জন্ত যে টাকার দরকার হতে পারে তা এই সঙ্গে পাঠালাম।"

লেখা শেষ করে একবার পড়ল; খুসি হল, বিশেষ করে পুনশ্চ অংশে টাকার কথাটা উল্লেখ থাকায়; চিঠিতে কোন কড়া কথা নেই, আবার মন ভেজাবার চেষ্টাও নেই। আসল কথা হল, চিঠিটাতে প্রত্যাবর্তনের একটা সোনার সিঁড়ি পেতে দেওয়া হয়েছে। চিঠিটাকে ভাঁজ করে একটা হাতির দাঁতের ভারী কাগজকাটা ছুরি দিয়ে ভাঁজগুলিকে ভাল করে চেপে দিয়ে টাকা ও চিঠি একটা খামে ভরে ঘণ্টাটা বাজাল।

"এটা পিওনকে দাও, আর বলে দাও কাল যেন এটা আন্না আর্কাদিয়েভ্‌-নাকে দিয়ে আসে," উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

"ঠিক আছে ইয়োর এক্সেলেন্সি; এখানেই কি চা খাবেন?"

কারেনিন সম্মতি জানাল। ভারী কাগজ-কাটা ছুরিটা নিয়ে খেলতে খেলতে হাতল-চেয়ারটায় গিয়ে বসল। সেখানে একটা আলো জেলে দেওয়া হয়েছে, আর মিশরীয় বর্ণমালার উপর লেখা যে ফরাসী বইটা সে পড়ছে

সেটাও সেখানেই ছিল। গিল্টি-করা ডিম্বাকৃতি ফ্রেমে বাঁধানো বিশিষ্ট শিল্পীর আঁকা আন্নার একখানা প্রতিকৃতি হাতল-চেয়ারের উপরে টাঙানো ছিল। কারেনিন সে দিকে তাকাল। অতলস্পর্শ দুটি চোখ উদ্ধত ভঙ্গীতে, পরিহাস-ভরে তার দিকে তাকিয়ে আছে, ঠিক যে ভাবে আন্না শেষ আলোচনার রাতে তার দিকে তাকিয়েছিল। মাথার উপর কালো ফিতে বসানো ওড়না, কালো চুল, আর মধ্যমায় আংটি ভর্তি দু'খানি সাদা ছোট হাত সমেত এমন সু-কৌশলে শিল্পী ছবিটা এঁকেছে যে তা দেখে কারেনিনের মনেও উদ্ধত উপেক্ষার ভাব জেগে উঠল। এক মুহূর্ত সে প্রতিকৃতিটার দিকে তাকাল, এমনভাবে শিউরে উঠল যে তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল, মুখে অস্পষ্ট একটা অনুচ্চারিত "ব্রর্র্" শব্দ করে সেখান থেকে চলে গেল। তাড়াতাড়ি চেয়ারে বসে বইটা খুলল। পড়তে চেষ্টা করল, কিন্তু মিশরীয় বর্ণমালার প্রতি যে আগ্রহ তার ছিল সেটাকে ফিরিয়ে আনতে পারল না। বইয়ের পাতায় এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অন্য কথা ভাবতে লাগল। সে ভাবনা স্ত্রীকে নিয়ে নয়। সম্প্রতি সরকারী কাজকর্মে যে জটিলতার দৃষ্টি হয়েছে তাই নিয়ে সে ভাবতে লাগল। সেই চিন্তায় অন্য সব সরকারী কাজের চিন্তা পর্যন্ত চাপা পড়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে ভেবে চিন্তে, অনেক নথিপত্র ঘেটে একটা নতুন প্রতিবেদনের খসড়া তৈরি করে ফেলল। একটা পুরো পাতা লেখা শেষ করে সে উঠে দাঁড়াল, ঘণ্টা বাজাল এবং দরোয়ানকে একটা চিরকুট দিয়ে তার আপিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আরও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাঠাতে লিখল। তারপর ঘরময় একটু ঘুরে বেড়াল, আবার প্রতিকৃতিটার দিকে তাকাল, ভ্রূকুটি করল এবং একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। আবার চেয়ারে বসে বইটা তুলে নিল; মিশরীয় বর্ণমালার প্রতি আগেকার আগ্রহটা আবার ফিরে এসেছে। রাত এগারোটায় শুতে গেল। বিছানায় শুয়ে যখন ভাবতে লাগল তার ও স্ত্রীর মধ্যে কি ঘটেছে তখন কিন্তু অবস্থাটা আগের মত তত খারাপ বলে মনে হল না।

॥ ১৫ ॥

ভ্রন্স্কি যতবার আন্নাকে বলেছে যে তার অবস্থাটা সাধ্যাতীত এবং তার উচিত স্বামীকে সব কথা খুলে বলা, ততবারই আন্না একগুঁয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে তার বিরোধিতা করেছে; তবু মনে-প্রাণে সে জানত যে তার অবস্থাটা যেমন মেকি, তেমনই অসম্মানজনক, আর তাই সর্বান্তঃকরণে সে অবস্থার একটা পরিবর্তন সেও চেয়েছে। ঘোড়দৌড় থেকে ফিরবার পথে সে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে স্বামীকে সব কথা খুলে বলেছে, এবং বলতে বসে অনেক দুঃখ পেলেও সে তাতে খুসিই হয়েছে। স্বামী চলে যাবার পরে সে নিজেকে

বোঝাল যে সে খুসি হয়েছে, সমস্ত জিনিসটার একটা সঠিক বোঝাপড়া হবে, অন্তত কোন রকম মিথ্যাচার ও প্রতারণা আর থাকবে না। সে নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারল যে এখন থেকে তার অবস্থার মধ্যে কোন দু'-মুখো ভাব থাকবে না। নতুন অবস্থাটা খারাপ হতে পারে, কিন্তু আর যাই হোক অন্তত স্পষ্ট হবে—তার মধ্যে মিথ্যা বা ফাঁকির কিছু থাকবে না। স্বামীকে সব কথা বলে যে কষ্ট দু'জনেই পেয়েছে তার বিনিময়ে সব ব্যাপারটা এখন অন্তত পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেদিন সন্ধ্যায় সে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে দেখা করল, কিন্তু তার ও স্বামীর মধ্যে যা ঘটেছে সে বিষয়ে কিছুই বলল না, যদিও সব কিছু পরিষ্কার করবার জন্য তাকে তো সব কথা বলাই উচিত ছিল।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন স্বামীকে যে সব কথা সে বলেছিল সেগুলিই সকলের আগে তার মনে পড়ল। সেই কথাগুলি এখন তার কাছে এতই ভয়ংকর মনে হতে লাগল যে সে বুঝতেই পারল না কেমন করে কথাগুলি সে তখন উচ্চারণ করতে পেরেছিল, আর কল্পনাও করতে পারল না তার ফলাফল কি দাঁড়াবে। কিন্তু কথাগুলি বলা হয়ে গেছে, আর কোন মন্তব্য না করেই কারেনিন চলে গেছে। আর আমি ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু তাকে কিছুই বলি নি। যে মুহূর্তে সে চলে গেল তখনই ইচ্ছা হয়েছিল তাকে ডেকে ফেরাই, সব কথা বলি, কিন্তু আমি মত পরিবর্তন করলাম, কারণ তাকে যে প্রথম সাক্ষাতেই কথাটা বলি নি সেটাই আমার কাছে অদ্ভুত লাগল। বলতে চেয়েও কেন তাকে আমি বলি নি? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে লজ্জার একটা গরম ভাঁপ তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। কেন যে বলতে পারে নি তা সে জানে: সে লজ্জা পেয়েছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় মনে হয়েছিল তার অবস্থাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিন্তু এখন হঠাৎ মনে হল যে তার অবস্থা এখনও অস্পষ্ট ও নৈরাশ্যে ভরা। যে অপমানের চিন্তায় সে শিউরে উঠল তা আগে কখনও ভেবে দেখে নি। স্বামী কি করতে পারে সে কথা ভাবতেই নানা ভয়ংকর চিন্তা তার মাথায় ভিড় করে এল। তার আশংকা হল, স্বামীর কাজের লোকটি এসে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে, সারা জগতের কাছে তার কলংকের কথা রটে যাবে। নিজেকে শুধাল, তাহলে সে কোথায় যাবে, কিন্তু কোন জবাব পেল না।

ভ্রন্‌স্কির কথা ভাবতেই তার মনে হল, ভ্রন্‌স্কি আর তাকে ভালবাসে না, তাকে নিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আর সেও নিজেকে ভ্রন্‌স্কির হাতে সঁপে দিতে পারে না; ফলে তার মন ভ্রন্‌স্কির বিরুদ্ধে বিরূপ হয়ে উঠল। সে কল্পনা করতে লাগল, যে কথাগুলি সে তার স্বামীকে বলেছে এবং মনে মনে অনবরত আউড়েছে তা যেন সকলকেই বলা হয়েছে, আর সকলেই শুনেছে। ফলে সে কারও দিকে মুখ তুলে তাকাতেও পারছে না। দাসীকে পর্যন্ত ডাকতে পারছে না; এমন কি নীচে তার ছেলে ও শিক্ষয়িত্রীর কাছেও যেতে পারছে না।

দাসীটি বাইরেই অপেক্ষা করছিল; বিনা ডাকেই সে ঘরে ঢুকল। আন্না জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ভয়ে লাল হয়ে উঠল। ঘরে ঢোকার জন্য ক্ষমা চেয়ে দাসী বলল, সে ভেবেছিল যে কর্ত্রী ঘণ্টা বাজিয়েছে। সে পোষাক ও একটা চিরকুট এনে আন্নাকে দিল। চিরকুটটা বেৎসির; সে মনে করিয়ে দিয়েছে, স্তাবক কালুঝ্‌স্কি ও বুড়ো স্ত্রেমভ্‌কে নিয়ে লিজা মার্কালোভা ও ব্যারনেস স্তল্‌জ্‌ সকালেই তার বাড়িতে আসছে এক হাত ক্রোকেৎ খেলতে। "নীতিশিক্ষার পাঠ হিসাবে খেলাটা দেখতেও অন্তত এস। আমি তোমার আশায় থাকব," এই বলে সে চিরকুটটা শেষ করেছে।

চিরকুটটা পড়ে আন্না একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলল।

আনুশ্‌কা টেবিলে শিশি ও বুরুশ সাজিয়ে রাখছিল; আন্না তাকে বলে উঠল, "কিচ্ছু না; আমার কিচ্ছু চাই না। চলে যাও; আমি নিজেই পোষাক পরে নীচে যাব। আমার কিচ্ছু চাই না, কিচ্ছু না।"

আনুশ্‌কা বেরিয়ে গেল, কিন্তু আন্না সাজতে বসল না; মাথা ও দুটো হাত এলিয়ে দিয়ে সেখানেই বসে রইল; মাঝে মাঝেই শরীরটা কেঁপে উঠছে, যেন এখনই সে একটা কিছু করবে বা বলবে; কিন্তু আবার সে একটা উদাসীন ভাবের মধ্যে ডুবে গেল। অস্ফুট কণ্ঠে বার বার বলতে লাগল, আমার ঈশ্বর! আমার ঈশ্বর! কিন্তু না 'আমার,' না 'ঈশ্বর,' কোন কথাই আজ তার কাছে কোন অর্থ বহন করে আনল না। যদিও যে ধর্মচেতনার মধ্যে সে লালিত-পালিত হয়েছে তাকে সে কখনও সন্দেহের চোখে দেখে নি, তবু আজ বিপদে পড়ে সেই ধর্মের আশ্রয় নেওয়া আর কারেনিনের আশ্রয় নেওয়া তার পক্ষে সমান অসঙ্গতিপূর্ণ। সে জানে যা তার জীবনের একমাত্র অর্থ তাকে ত্যাগ করতে পারলে তবেই ধর্ম তাকে সাহায্য করতে পারে। আজ তার অবস্থা শুধু যে শোচনীয় তাই নয়, জীবনে এই প্রথম সে এমন একটা আত্মিক অবস্থায় এসে পড়েছে যাতে তার মনে ভয় দেখা দিতে শুরু করেছে। সে বুঝতে পারছে তার আত্মা আজ দ্বিধাবিভক্ত; চোখ দুটি ক্লান্ত হলে যেমন দুটো করে ছবি ফুটে ওঠে, তেমনই তার আত্মা আজ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এমন মুহূর্তও এসেছে যখন সে জানত না কিসে তার ভয়, আর কি সে চায়; যা ঘটে গেছে বা যা ঘটতে পারে তাকে সে ভয় করে কি না, তাকে সে চায় কি না, তাও সে জানত না! সে যে কি চায় তাই জানে না; সত্যি জানে না।

হায়রে, এ আমি কী করছি? হঠাৎ মাথার দুই পাশে বেদনা অনুভব করে সে বলে উঠল; বুঝতে পারল, কপালের দু'দিকের চুল ধরে সে নিজেই টানছিল। লাফিয়ে উঠে সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

আনুশ্‌কা ঘরে ঢুকল; আন্নাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিল সেই

অবস্থায়ই সে আছে দেখে বলল, "কফি তৈরি; মাদ্‌ময়জেল ও সের্গেই অপেক্ষা করে আছে।"

"সের্গেই? সের্গেই কেমন আছে?" হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে সে জিজ্ঞাসা করল; সকালে এই প্রথম ছেলের কথা তার মনে পড়ল।

একটু হেসে আনুশ্‌কা বলল, "দুষ্টুমি করেছে মনে হচ্ছে?"

"কিসে বুঝলে?"

"কোণের ক্যাবার্ডে আপনি কতকগুলি পীচফল তুলে রেখেছিলেন, তার একটা নিয়ে খেয়ে ফেলেছে।"

ছেলের উল্লেখমাত্রই আন্নাকে তার অসহায় অবস্থা থেকে টেনে বের করে নিয়ে এল। তার মনে পড়ে গেল, গত কয়েক বছর ধরে একটা অত্যন্ত অতি-রঞ্জিত ভূমিকায় সে অভিনয় করে যাচ্ছিল—সে ভূমিকা একমাত্র সন্তানকে নিয়ে মায়ের বেঁচে থাকার ভূমিকা; সে আনন্দের সঙ্গে বুঝতে পারল, এই পরিস্থিতিতেও স্বামী অথবা ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়াও আরও কিছু তার আছে। সেই আরও কিছু তার ছেলে। সে যে অবস্থায়ই থাকুক, ছেলেকে কখনও ছাড়বে না। স্বামী তাকে অপমান করুক, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিক, ভ্রন্‌স্কি তার প্রতি বিরূপ হয়ে আবার মুক্ত জীবন যাপন করতে থাকুক (তিক্ততা ও তিরস্কারের সঙ্গে সে তার কথা ভাবল), কোন অবস্থাতেই সে ছেলেকে ছেড়ে যাবে না। তার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। ছেলের সঙ্গে তার থাকা নিরাপদ করতে, ছেলেকে তার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাকে নিতেই হবে। ঠিক তাই; এখন এটাই তার একমাত্র কাজ। তাকে শান্ত হতে হবে, এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার ভিতর থেকে বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজতে হবে। ছেলের সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ কাজে নামার চিন্তা, এক্ষুণি তাকে নিয়ে কোথাও চলে যাবার চিন্তাই তাকে শান্ত করে তুলল।

তাড়াতাড়ি পোষাক পরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দৃঢ়পদক্ষেপে সে বসবার ঘরে ঢুকল। সেখানে যথারীতি কফি, সের্গেই ও তার শিক্ষয়িত্রী তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। পুরো সাদা পোষাক পরা সের্গেই আয়নাটার নীচে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছিল; মাথা ও পিঠটা একটু ঝুঁকে পড়েছে; মুখে মনঃসং-যোগের পরিচিত প্রকাশ; দেখতে ঠিক তার বাবার মত; যে ফুল সে নিজেই নিয়ে এসেছে তাই দিয়ে যেন কি করছে।

শিক্ষয়িত্রীকে অস্বাভাবিক রকমের কঠোর দেখাচ্ছে। অন্য অনেক সময়ের মতই সের্গেই প্রায় আর্তনাদের মত স্বরে ডাক দিল "মামণি!" তার পরেই থেমে গেল; যেন ঠিক বুঝতে পারছে না যে ফুলগুলো ফেলে দিয়ে মার কাছে যাবে, নাকি মালা গাঁথা শেষ করে সেটা নিয়ে তার কাছে যাবে।

শিক্ষয়িত্রীটি 'শুভ সকাল' জানিয়ে সের্গেই-র খারাপ ব্যবহারের একটা

লম্বা ফিরিস্তি শোনাতে লাগল, কিন্তু আন্না তাতে কান দিল না; সে শুধু ভাবছিল, শিক্ষয়িত্রীটিকেও তাদের সঙ্গে নেবে কি না। শেষে স্থির করল, না, তাকে নেব না। ছেলেকে নিয়ে আমি একাই যাব।

"সত্যি, ভারী দুষ্টু হয়েছে," বলে আন্না ছেলের কাঁধে হাত রেখে তার দিকে তাকাল, কঠোর দৃষ্টিতে নয়, ভীরু চোখে; তা দেখে ছেলেটি অভিভূত ও আনন্দিত হল; মা ছেলেকে চুমো খেল। শিক্ষয়িত্রীকে অবাক করে দিয়ে বলল, "আমাদের একা থাকতে দিন।" তারপর ছেলেকে নিয়ে কফির সরঞ্জাম সাজানো টেবিলে গিয়ে বসল।

পীচফল নেবার জন্যই মার মুখের এ রকম ভাব হয়েছে মনে করে সের্গেই বলতে আরম্ভ করল, "মামণি! আমি···আমি···আমি চাই নি···।"

শিক্ষয়িত্রী চলে যেতেই মা বলল, "সের্গেই, কাজটা ভাল কর নি, আর কখনও ও কাজ করো না, কেমন? তুমি তো আমাকে ভালবাস সের্গেই?"

সে বুঝল তার দুই চোখ জলে ভরে আসছে। ছেলের ভীত অথচ খুসি-ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেকেই বলল, ওকে না ভালবেসে কি আমি পারি? আমাকে শাস্তি দিতে ও কি ওর বাবার পক্ষ নেবে? আমার প্রতি কি ওর করুণা হবে না? তার দুই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল; সেটা লুকোবার জন্য সে তাড়াতাড়ি উঠে বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

গত কয়েকদিনের ঝড়-বৃষ্টির পরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। ভেজা পাতার ফাঁকে ঝলমলে রোদ এসে পড়লেও বাতাস খুব ঠাণ্ডা।

বাইরে বেরিয়ে সে ঠাণ্ডায় এবং আতংকে কাঁপতে লাগল।

তার পিছনে পিছনে সের্গেই বারান্দায় এলে তাকে বলল, "ভিতরে যাও, মারিয়েৎ-এর কাছে যাও।" বারান্দার খড়ের মাদুরের উপর সে পায়চারি করতে লাগল। নিজের মনেই বলতে লাগল, তারা কি আমাকে ক্ষমা করবে না? বুঝবে না যে এ ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না?

এক সময় থেমে আস্পেন গাছের মাথায় চোখ ফেরাল। বৃষ্টি-ভেজা পাতাগুলি ঠাণ্ডা রোদে চিকচিক করছে। হঠাৎ তার মনে হল, কেউ তাকে ক্ষমা করবে না; ওই আকাশ ও পাতার মতই সকলে তার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে। আবার তার আত্মা যেন দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। নিজেকেই বলল। থাম, এ চিন্তা করো না। তোমাকে যাবার জন্য তৈরি হতে হবে। কোথায় যাব? কখন? কাকে সঙ্গে নেব? হ্যাঁ, মস্কো চলে যাব। সন্ধ্যার ট্রেনে। শুধু আনুশ্‌কা আর সের্গেই, আর কিছু অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। কিন্তু তার আগে প্রত্যেককে একটা করে চিরকুট লিখতে হবে। দ্রুত পায়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে সে শোবার ঘরে ঢুকল, লেখার ডেস্কটা খুলে স্বামীকে চিঠি লিখতে শুরু করল:

"যা ঘটেছে তারপরে আর তোমার বাড়িতে আমি থাকতে পারি না।

আমি চলে যাচ্ছি ; আমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আমি আইন জানি না, তাই বাবা-মা দু'জনের মধ্যে কার কাছে ছেলে থাকবে তা আমি জানি না ; কিন্তু তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, কারণ তাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। তোমাকে মিনতি করছি, এটুকু উদারতা দেখাও, তাকে আমার কাছে থাকতে দাও।"

এ পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি স্বাভাবিকভাবেই লিখে গেল, কিন্তু যেহেতু এই উদারতার আবেদনে সে বিশ্বাস করে না এবং চিঠিটা এমনভাবে শেষ করা উচিত যাতে তার মনটা গলে, তাই সে একটু থামল।

"আমার দোষ ও অনুতাপের কথা বলতে পারি না, কারণ—"

সে আবার থামল, কারণ তার চিন্তা এলোমেলো হয়ে উঠেছে।

নিজেকে বলল, না, একথা লেখার দরকার নেই। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে আবার লিখল। এবার উদারতার আবেদনটা বাদ দিল।

ভ্রন্‌স্কিকেও একটা চিঠি লিখতে হবে। "স্বামীকে সব কথা বলেছি," এই ভাবে সে শুরু করল, কিন্তু এগোতে পারল না। কথাগুলি বড়ই অশিষ্ট ও একজন মহিলার পক্ষে অশোভন শোনাল। তাছাড়া, তাকে বলবই বা কি ? সে নিজেকেই প্রশ্ন করল। ভ্রন্‌স্কির শান্ত প্রকৃতির কথা মনে পড়তেই গভীর ক্ষোভে সে এক লাইন লেখা কাগজটা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। কিছুই দরকার নেই, বলে সে লেখার ডেস্কটা বন্ধ করল। উপরে উঠে শিক্ষয়িত্রী ও চাকরদের বলল যে সেইদিনই সে মস্কো চলে যাচ্ছে ; তারপর জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল।

॥ ১৬ ॥

দরোয়ান, মালী, পরিচারক সকলেই জিনিসপত্র হাতে নিয়ে এঘর-ওঘর করতে লাগল ; ক্যাবার্ড ও পোষাকের আলমারি খোলা পড়ে রইল ; দু'বার দোকান থেকে দড়ি আনানো হল ; মেঝেময় খবরের কাগজ ছড়ানো ; বস্তা, ট্রাংক, কম্বল জড়ানো কয়েকটা বাণ্ডিল হল-ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। নিজেদের গাড়ি ও দুটো ভাড়াটে গাড়ি সিঁড়ির নীচে অপেক্ষা করছে। গোছগাছের উত্তেজনায় সব কিছু ভুলে গিয়ে আন্না তার শোবার ঘরে একটা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে তার ভ্রমণ-সঙ্গী ব্যাগটা গোছাচ্ছিল এমন সময় আনুশ্‌কা খবর দিল যে একটা গাড়ি এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আন্না দেখল, কারেনিনের পিওন দরজায় দাঁড়িয়ে দরজার ঘণ্টাটা বাজাচ্ছে।

যা কিছু ঘটুক না কেন তাকে শান্তভাবে গ্রহণ করার সংকল্প নিয়ে আসনে বসে দুই হাত কোলের উপর রেখে সে বলল, "যাও, দেখ সে কি নিয়ে

এসেছে।" কারেনিনের নিজের হাতে ঠিকানা লেখা একটা মোটা খাম নিয়ে পরিচারক ঘরে ঢুকল।

বলল, "পিয়নকে জবাব নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।"

"ঠিক আছে," আন্না বলল। লোকটি ঘর থেকে চলে যেতেই সে কাঁপা হাতে খামটা ছিঁড়ে ফেলল। কাগজ দিয়ে ভাল করে জড়ানো এক বাণ্ডিল ব্যাংক-নোট মাটিতে পড়ল। চিঠিটা খুলে নিয়ে সে নীচের দিক থেকে পড়তে শুরু করল: "তোমাদের আসার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা···তুমি আমার কথা মত চলবে এটার উপর আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছি···" চোখ উপরের দিকে তুলে গোড়া থেকে সবটা পড়ল। আবার সবটা পড়ল। পড়া শেষ হতেই তার মনে হল, সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে; এমন একটা প্রচণ্ড বিপদ তার মাথায় নেমে এসেছে যা সে ভাবতেও পারে নি।

আন্না বার বার বলতে লাগল, সে তো ঠিকই করেছে! সে তো ঠিকই করেছে! এ কথা তো বলাই বাহুল্য যে সে সব সময়ই ঠিক কাজ করে, সে একজন খৃস্টান, সে উদার! হায় নীচ, ঘৃণ্য মানুষ! আমি ছাড়া আর কেউ এটা বোঝে না; কেউ বুঝবেও না; আর আমিও বুঝিয়ে বলতে পারি না। লোকে বলে, সে ধর্মাত্মা, ন্যায়নিষ্ঠ, সম্মানিত, জ্ঞানী, কিন্তু আমি যা দেখেছি তা তারা দেখতে পায় না। তারা জানে না, আট বছর ধরে সে আমার গলা টিপে ধরে ছিল, আমার মধ্যে যা কিছু জীবন্ত তার গলা টিপে ধরে ছিল, আমি যে একটা জীবন্ত মানুষ, আমার যে ভালবাসার দরকার আছে, সে ভাবে সে কোন দিন আমাকে দেখে নি। তারা জানে না, প্রতি পদক্ষেপে সে আমায় অপমান করেছে, আর তাই নিয়ে সুখে মসগুল হয়ে থেকেছে। যে জীবন আমি যাপন করেছি তাকে সঠিক প্রমাণ করতে কি আমি সাধ্যমত চেষ্টা করি নি? স্বামীকে যখন আর ভালবাসা সম্ভব ছিল না তখনও কি আমি তাকে ভালবাসতে, আমার ছেলেকে ভালবাসতে চেষ্টা করি নি? কিন্তু এমন একটা সময় এল যখন আর নিজেকে ঠকানো আমার পক্ষে সম্ভব হল না: তখনও তো আমি একটা জীবন্ত মানুষই ছিলাম, আর ঈশ্বর যদি আমাকে এমন একটি নারী হিসাবে গড়ে থাকেন যে ভালবাসতে চায়, বাঁচতে চায়, তাহলে সে দোষ তো আমার নয়। আর সে কি করেছে? সে যদি আমাকে বা তাকে খুন করত, তাই আমি সহ্য করতে পারতাম; সব কিছুই ক্ষমা করতেও পারতাম, কিন্তু না, সে···।

সে কি করবে সেটা বুঝতে আমি ভুল করলাম কেন? তার মত নীচ লোকের কাছে যা আশা করা যায় তাই তো সে করেছে। আমার সর্বনাশ তো করেছেই, এখন যদি আমাকে নীচু থেকে আরও নীচুতে ঠেলে দেয় তবু সে তো ঠিক কাজই করবে। চিঠির কথাগুলো তার মনে পড়ল: "তার ফলে তোমার ও তোমার ছেলের কি দশা হবে তা তো বুঝতেই পারছ···" এ তো

পরিষ্কার, ছেলেকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবার ভয় দেখানো হয়েছে, আর তাদের অর্থহীন আইন অনুসারে সে হয় তো তা করতেও পারে। কেন যে এ কথা সে বলেছে তাও আমি জানি। আমি যে ছেলেকে ভালবাসি তা সে বিশ্বাস করে না; অথবা তার প্রতি আমার ভালবাসাকে সে ঘৃণা করে—সে তো আগাগোড়াই ব্যঙ্গ করে এসেছে—কিন্তু সে এও জানে যে আমি ছেলেকে ত্যাগ করতে পারব না; তাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না, এমন কি আমার ভালবাসার মানুষকে পেলেও না। যদি ছেলেকে ফেলে পালিয়ে যাই, সেটা তো হবে অত্যন্ত লজ্জাহীনা নষ্টচরিত্রের মেয়ে মানুষের মত কাজ; তা সে জানে; সে জানে যে তেমন কাজ আমি কখনও করব না।

চিঠির আর একটা পংক্তিও তার মনে এল: "আমাদের জীবন আগের মতই চলবে।" আঃ, সে জীবন তো আগেই কষ্টকর ছিল, ইদানীং অসহ্য হয়ে উঠেছিল, আর এখন কেমন হবে? সে সবই বোঝে; সে জানে আমি যে শ্বাস নিতে পারছি, ভালবাসতে পারছি সে জন্য আমি অনুতাপ করতে পারি না; সে জানে, তার প্রস্তাবের ফলে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না; কিন্তু আমাকে যন্ত্রণা দিতে সে কৃতসংকল্প। আমি তাকে চিনি, যা কিছু মিথ্যা তাতেই তার আনন্দ, এটাই তার প্রকৃতি, ঠিক যেমন মাছের প্রকৃতি সাঁতার কেটে সে আনন্দ পায়। কিন্তু আমি তাকে সে আনন্দ ভোগ করতে দেব না, ভাগ্যে যাই ঘটুক যে মিথ্যার জালে সে আমাকে জড়াতে চাইবে তাকে আমি ছিঁড়ে ফেলবই। মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার চাইতে অন্য সব কিছুই ভাল।

কিন্তু কেমন করে? আমার ঈশ্বর! আমার ঈশ্বর! কোন নারী কি এমন বিপদে কখনও পড়েছে?

"না, এ বন্ধন আমি ছিন্ন করব, শেষ করে দেব!" লাফিয়ে উঠে চোখের জল চেপে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল। আর একটা চিঠি লিখবার জন্য ডেস্কের কাছে গেল, কিন্তু মনের গভীরে সে জানে যে কোন কিছু শেষ করবার শক্তিই তার নেই, তার বর্তমান অবস্থা যত মিথ্যা ও অসম্মানজনকই হোক তার থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার শক্তি তার নেই।

সে ডেস্কে বসল, কিন্তু লিখতে পারল না; ডেস্কের উপর হাত রেখে হাতের উপর মাথাটা রেখে সে কাঁদতে লাগল, ছোট শিশুর মত গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগল। সে কাঁদতে লাগল কারণ নিজের অবস্থাকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার করবার সব আশা চিরদিনের মত নিভে গেছে। সে বুঝেছে যে সব কিছুই আগের মতই চলবে, বরং আগের চাইতেও খারাপ হবে। সে বুঝেছে, আজ সকালেও যে সামাজিক মর্যাদাকে সে কোন গুরুত্ব দেয় নি সেটা তার কাছে কত প্রিয়; তার পরিবর্তে প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য স্বামী ও পুত্রকে ছেড়ে একটা লজ্জাজনক নারী-জীবনকে সে বেছে নিতে পারবে না; সে

জানে, যত চেষ্টাই করুক নিজের শক্তির সীমাকে তো সে পার হতে পারবে না। বন্ধনহীন ভালবাসার জীবন যে কী তা সে কোন দিন জানতে পারবে না, যে কোন সময় ধরা পড়বার আতংকের মধ্যে এক পাপীয়সী স্ত্রীর জীবন তাকে যাপন করতে হবে, আর স্বামীর সঙ্গে প্রতারণা করে চলতে হবে এমন একটি লোকের লজ্জাকর সংসর্গে যে তার নিজের জীবনের পথ ধরেই চলতে থাকবে, অথচ তার সেই জীবনের সঙ্গে নিজেকে সে কোনদিন যুক্ত করতে পারবে না। সে বুঝতে পারল, শেষ পর্যন্ত অবস্থাটাই এই দাঁড়াবে, আর সেটা এতই ভয়ংকর যে সে কথা কল্পনা করতেও সে অক্ষম। আর তাই শাস্তি দেওয়া হলে ছোট শিশুরা যেভাবে কাঁদে সেইভাবেই সে বাঁধ-ভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

পরিচারকের পায়ের শব্দ শুনে সে নিজেকে সংযত করল; লেখার ভান করে তার দিক থেকে মুখটাকে ঢেকে ফেলল।

পরিচারক জানাল, "পিয়ন চিঠির জবাব চাইছে।"

"জবাব? ও, হঁ্যা," আন্না বলল, "তাকে অপেক্ষা করতে বল। আমি ঘণ্টা বাজাব।"

সে অবাক হয়ে ভাবল, কি লিখব? নিজে নিজে কি সিদ্ধান্ত নেব? আমি কি জানি? কি চাই? কি খুঁজি? আর একবার তার মনে হল, তার আত্মা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, আবার সেই অনুভূতির ফলে ভীত হয়ে প্রথম যে কথাটা তার মনে পড়ল তাকেই আঁকড়ে ধরল আত্ম-চিন্তার হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবার জন্য। দেখা করতে হবে আলেক্সির সঙ্গে (ভ্রন্স্কির কথা ভাবতে বসলে তাকে সে ঐ নামেই ডাকে)। হয় তো সে বলতে পারবে আমি কি করব। আমি বেৎসির কাছে যাব; সেখানেই তাকে পেয়ে যেতে পারি; সে ভুলেই গেল যে আগের দিন সে যখন বলেছিল যে প্রিন্সেস বেৎসির বাড়িতে যাবে না তখন ভ্রন্স্কিও বলেছিল যে তাহলে সেও যাবে না। ডেস্কের কাছে গিয়ে আন্না স্বামীকে লিখল: "তোমার চিঠি পেয়েছি। আ।" ঘণ্টা বাজিয়ে চিরকুটটা পরিচারকের হাতে দিল।

দাসী ঘরে ঢুকলে আন্নুশ্‌কাকে বলল, "আমরা যাচ্ছি না।"

"মোটেই যাচ্ছি না?"

"আজ যাচ্ছি না, তবে কালকের আগে জিনিসপত্র খুলো না। গাড়িটাও রেখে দাও। আমি যাচ্ছি প্রিন্সেসের সঙ্গে দেখা করতে।

"কি পোষাক এনে দেব?"

॥ ১৭ ॥

যে ক্রোকেৎ খেলায় প্রিন্সেস বেৎসি ত্ভের্স্কায়া আন্নাকে আমন্ত্রণ করেছিল সেটা খেলবে দুটি মহিলা ও তাদের স্তাবকের দল। মহিলা দুটি পিতার্সবুর্গের

একটি নতুন উঠতি সমাজের নেত্রীস্থানীয়া। সেটা সমাজের বেশ উঁচু মহল হলেও যে মহলে আন্নার ঘোরাফেরা তার প্রতি তারা বিরূপ। তাছাড়া, স্ত্রেমভ্. নামক যে প্রাচীন লোকটি সেণ্ট পিতার্সবুর্গে যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং লিজা মার্কালোভার একজন গুণমুগ্ধ বন্ধু সে আবার কর্মক্ষেত্রে কারেনিনের শত্রু। এই সব কারণেই আন্না বেৎসির বাড়িতে যেতে অস্বীকার করেছিল; কিন্তু এখন সেখানে গেলে ভ্রন্‌স্কির দেখা পাবে এই আশাতেই যেতে চাইল।

অন্য সকলের আগেই আন্না প্রিন্সেস বেৎসির বাড়িতে পৌঁছে গেল।

সিঁড়িতেই ভ্রন্‌স্কির গালপাট্টাওয়ালা খানসামার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। মাথার টুপি খুলে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে সে আন্নাকে পথ ছেড়ে দিল। আন্না তাকে চিনল আর তৎক্ষণাৎ তার মনে পড়ে গেল যে আগের দিন ভ্রন্‌স্কি বলেছিল সে এখানে আসবে না। তার খানসামা হয় তো সেই মর্মেই চিঠি নিয়ে এসেছে।

তার ইচ্ছা হল, খানসামাকে জিজ্ঞাসা করে তার মনিব কোথায় আছে। ইচ্ছা হল বাড়ি ফিরে গিয়ে তার কাছে চলে আসবার জন্য ভ্রন্‌স্কিকে একটা চিঠি পাঠায়। ইচ্ছা হল, নিজেই তার কাছে চলে যায়। কিন্তু এর কোনটাই সে করতে পারল না: এর মধ্যেই প্রিন্সেস বেৎসির পরিচারক এসে খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তার ঘরে ঢোকার জন্যই অপেক্ষা করে আছে।

ঘরে ঢুকলে আর একটি পরিচারক বলল, "প্রিন্সেস বাগানে আছেন; তাকে আপনার আগমনের কথা জানাব? আপনি কি বাগানে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হবেন?"

বাড়ির মতই এখানেও সে অস্বস্তি ও অনিশ্চিত বোধ করতে লাগল; তার কারণ এখানে তার কিছুই করার নেই, এখানে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে তার দেখা হবে না, আর এমন সব লোকের সঙ্গে তাকে কাটাতে হবে বর্তমান মানসিক অবস্থায় যা তার পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর।

এমন সময় একটা সুন্দর সাদা গাউন পরে বেৎসি তার দিকে এগিয়ে এল; আন্নাও তাকে দেখে যথারীতি হেসে উঠল।

আন্নার চোখে-মুখে নিশ্চয় অস্বাভাবিক কিছু ছিল, কারণ সঙ্গে সঙ্গেই সেটা বেৎসির নজরে পড়ল।

সেই সময় পরিচারকটি এসে ভ্রন্‌স্কির চিরকুটটা বেৎসির হাতে দিল। তার দিকে তাকিয়ে আন্না বলল, "আমার ভাল ঘুম হয় নি।"

বেৎসি বলল, "আপনি আসায় খুব খুসি হয়েছি। বড়ই ক্লান্ত লাগছে; অতিথিরা এসে পড়বার আগেই এক পেয়ালা চা খেয়ে নিতে চাই।" তুস্কেভিচ-এর দিকে ফিরে বলল, "আপনি ও মাশা গিয়ে ক্রোকেৎ-এর মাঠটা ভাল করে দেখুন।" তারপর আন্নার দিকে ফিরে তার হাতে একটু চাপ দিয়ে হেসে

বলল, "আপনি ও আমি চা খেতে খেতে একটু গোপন কথা সেরে নেব। বেশ মজা করে আলাপ করা যাবে, কি বলেন ?"

"সেই ভাল, বিশেষ করে আমি যখন বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। বুড়ি দেম ভ্রিদিকে অনেক দিন ধরে কথা দিয়ে রেখেছি তার সঙ্গে দেখা করতে যাব।" মিথ্যা কথা বলা আন্নার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, কিন্তু এখানে দলে পড়ে সে অনায়াসেই মিথ্যা বলল, এবং বেশ মজা করেই বলল। এক মুহূর্ত আগেও যে ইচ্ছার কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি সে কথা সে যে কেন বলল তা সে বলতে পারে না। এ কথাটা সে বলল কারণ এখান থেকে ছাড়া পেয়ে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে দেখা করতে যাবার একটা উপায় তাকে খুঁজে নিতে হবে।

আন্নার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বেৎসি বলল, "কোন কিছুর জন্যই আপনাকে আমি ছাড়ছি না। আপনাকে এতটা ভাল না বাসলে এ কথায় আমি অসন্তুষ্টই হতাম। লোকে মনে করতে পারে যে আমার সমাজকে আপনি ভয় করেন।" পরিচারকের হাত থেকে চিরকুটটা নিয়ে পড়ল ; তারপর ফরাসীতে বলল, "আলেক্সির সেই পুরনো চালাকি। লিখেছে, আসতে পারবে না।"

আন্না জানত যে বেৎসি সবই জানে, কিন্তু তার সামনে বেৎসি যে ভাবে ভ্রন্‌স্কির কথা বলল তাতে তখনকার মত তার মনে হল যে বেৎসি কিছুই জানে না।

ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এমনি ভাব দেখিয়ে আন্না বলল, "আহা, আপনার সমাজকে কেউ ভয় পাবে কেন ? পোপ অপেক্ষা বড় ক্যাথলিক তো আমি হতে পারি না। স্ত্রেমভ্‌ আর লিজা মার্কালোভা তো সেরা সমাজের সেরা মানুষ। সর্বত্রই তারা স্বাগত, আর আমি—" 'আমি' কথাটার উপর সে বিশেষ জোর দিল "—আমি তো কখনও কঠোর বা অসহিষ্ণু হই নি। শুধু এখন হাতে সময় নেই তাই।"

"হয়তো স্ত্রেমভ্‌-এর সঙ্গ আপনি পছন্দ করেন না। আহা, কমিশনে তিনি আর আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ যত খুসি পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগুক না, তাতে আমাদের কি। সঙ্গী হিসাবে তিনি তো খুবই মনোরম, আর ক্রোকেৎ খেলতে খুব ভালবাসেন। সে তো নিজেই দেখতে পাবেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি যে লিজার প্রেমে পড়েছেন সেটা হাস্যকর ব্যাপার হলেও তিনি যে কেমন করে কখনও হাস্যকর হয়ে ওঠেন না সেটাই আশ্চর্য। বড় ভাল মানুষ। আচ্ছা, সাফো স্তোল্‌জ্‌-এর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে কি ? সে তো একেবারে নতুন, আনকোরা নতুন !"

বেৎসি অনবরত কথা বলতে লাগল। তার চোখের ঝিলিক দেখেই আন্না বুঝতে পারল যে তার কি করা দরকার তা সে বুঝে ফেলেছে এবং সেই মত কাজের একটা ছক তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ততক্ষণে তারা বেৎসির ছোট পড়ার ঘরে এসে গেছে।

"কিন্তু আগে ভ্রন্‌স্কির চিঠির জবাব দিতে হবে;" লেখার টেবিলে বসে বেৎসি তাড়াতাড়ি কয়েক পংক্তি লিখে কাগজটা খামে ভরল। "আমাদের সঙ্গে খাবার কথা তাকে লিখে দিলাম। এখানে একটি মহিলা সঙ্গীহীন অবস্থায় রয়েছেন। এটা পড়ে দেখুন তো এই চিঠি তাকে টেনে আনতে পারবে কি না। আমি দুঃখিত, এক মিনিটের জন্য আমাকে একবার উঠতে হচ্ছে। এটাকে সিল করে পাঠিয়ে দেবেন।" সে দরজার ও পাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে আন্না টেবিলের কাছে গেল, এবং চিঠি না পড়েই তরুণীকে লিখল: "তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া চাই। দেম ভ্রিদি-র বাগানে চলে এস। ছ'টার সময় সেখানে থাকব।" আন্না খামটা সিল করল, তারপর বেৎসি ফিরে এসে তার সামনেই সেটা পাঠিয়ে দিল।

চাকা-লাগানো চায়ের টেবিলটাকে টেনে ঠাণ্ডা ছোট বসবার ঘরটায় আনা হল। সেখানে বসে দু'জনে গল্প-গুজবে মেতে উঠল; যে সব অতিথিদের আসবার কথা তাদের সব্বাইকে নিয়ে, বিশেষ করে লিজা মার্কালোভাকে নিয়ে কথা চলতে লাগল।

"তিনি খুব মনের মত; তাকে আমার আগাগোড়াই পছন্দ," আন্না বলল।

"পছন্দ তো হবেই। তিনিও যে আপনার জন্য পাগল। গতকাল ঘোড়দৌড়ের পরে আমার কাছে এসেছিলেন, কিন্তু আপনি চলে যাওয়াতে খুবই মুষড়ে পড়লেন। তিনি তো বলেন, আপনি যেন একটি নায়িকা, উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে এসেছেন, আর তিনি যদি পুরুষ মানুষ হতেন তা হলে আপনার জন্য হাজার দুঃসাহসিক কাজ করতেন। স্ত্রেমভ্‌ অবশ্য বলেন যে সে রকম কাজ লিজা এমনিতেই করে থাকেন।"

"কিন্তু বলুন তো···আমি কখনও ঠিক বুঝতে পারি না···" একটু থেমে আন্না আবার বলল, "বলুন তো, তার সঙ্গে প্রিন্স কালুঝ্‌স্কির—তাকে সকলে মিশ্‌কা বলে ডাকে বলে শুনেছি—কি সম্পর্ক? তাদের সঙ্গে তো আমার বেশী দেখাসাক্ষাৎ হয় না। তাদের সম্পর্কটা কি রকম?"

দুই চোখে হাসি ফুটিয়ে বেৎসি একদৃষ্টিতে আন্নার দিকে তাকাল।

বলল, "একটা নতুন ধরনের সম্পর্ক। সকলেই এ রকম করছে। সতর্কতার কোন ধারই ধারে না। কিন্তু ধার না ধারবার হরেক রকম পথ আছে।"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু কালুঝ্‌স্কির সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি?"

বেৎসি হো-হো করে হেসে উঠল; সাধারণত এ রকম হাসি সে হাসে না।

"আপনি প্রিন্সেস মিয়াকায়ার অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছেন। এটা অকালপক্কতার ব্যাপার," বলেই বেৎসি আবারও হো-হো করে হেসে উঠল। হাসির দমকের ফাঁকেই বলল, "আপনি বরং তাদেরই জিজ্ঞাসা করবেন।"

হাসি চাপতে চেষ্টা করেও আন্না হেসে বলল, "আপনি ঠাট্টা করছেন। কিন্তু আমি সত্যি কোন দিন বুঝতে পারি নি। এ ব্যাপারে তার স্বামীর ভূমিকাটা কি তা তো বুঝি না।"

"তার স্বামী? লিজা মার্কালোভার স্বামী তার শাল এনে দেন, তার সেবা করতে সদাই প্রস্তুত। তার বাইরে কি চলে তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে না। আপনি তো জানেন, ভদ্রসমাজের লোকরা টয়লেটের বিস্তারিত বিবরণ কখনও উল্লেখ করে না, চিন্তা পর্যন্ত করে না। এ ব্যাপারেও সেই একই কথা।"

আন্না তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলে দিল।

"আপনি কি মাদাম রোলান্দাকি-র অনুষ্ঠানে যাবেন?"

"মনে তো হয় না," এই বলে জবাব দিয়ে বেৎসি সযত্নে স্বচ্ছ ছোট পেয়ালায় সুগন্ধি চা ঢালতে লাগল। আন্নার পেয়ালাটা তার দিকে ঠেলে দিয়ে বেৎসি একটা মেয়েদের সিগারেট বের করে রূপোর সিগারেট-দানে ভরে তাতে আগুন ধরাল।

আগেকার লঘু পরিহাসের সুর সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলে নিজের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে বলতে লাগল, "নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলে মনে করি। আমি আপনাকে বুঝি, লিজাকেও বুঝি। লিজা সেই সব মানুষদের একজন যারা ছোট শিশুর মতই ভাল বা মন্দ কিছুই বোঝে না। অন্তত তরুণী বয়সে তাই তিনি ছিলেন। এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এই সরলতাই তাকে মানায়। হয় তো এখন তিনি ইচ্ছা করেই সরল হতে চান," বেৎসি বাঁকা হাসি হাসল। "আর সত্যি এটা তাকে মানায়। কি জানেন, একই জিনিসকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যায়; একটা জিনিসকে ট্র্যাজিডি হিসাবে গ্রহণ করে কষ্ট ভোগ করা যায়, আবার তাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে খুসিও থাকা যায়। আমার আশংকা হচ্ছে, আপনি দুঃখের দিকটাকে বেছে নিতেই একটু বেশী আগ্রহী।"

আন্না আপন মনেই বলল, "নিজেকে যেমন জানি অন্যকে তেমন করে জানব কেমন করে। আমি কি অন্যের থেকে ভাল, না মন্দ? আমার তো ভয় হয়, মন্দ।"

"অকালপক্কতা, অকালপক্কতা," বেৎসি কথাটাকে বার বার উচ্চারণ করল। "কিন্তু সবাই এসে পড়েছে।"

॥ ১৮ ॥

অনেক পায়ের শব্দ শোনা গেল; একটি পুরুষের কণ্ঠস্বর; একটি নারীর কণ্ঠস্বর ও হাসি; তারপরই প্রতীক্ষিত অতিথিদের প্রবেশ: সাফো স্তোল্‌জ, ও উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী একটি যুবক—নাম ভাস্কা। আধাসেদ্ধ গোমাংস, সব্জি

ও বার্গাণ্ডি পান-ভোজনের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। ভাস্কা মহিলাদের অভিবাদন জানিয়ে তাদের দিকে তাকাল, কিন্তু মাত্র সেকেণ্ডের জন্য। সাফোর পিছন-পিছন সে বসবার ঘরে ঢুকল এবং তারপর থেকে এমনভাবে তার পায়ে পায়ে ফিরতে লাগল যেন মহিলাটির সঙ্গে কেউ তাকে বেঁধে দিয়েছে; সারাক্ষণ চকচকে চোখ মেলে এমনভাবে তাকে দেখতে লাগল যেন গিলে খাবে। সাফো স্তোল্‌জ, নীলনয়না সুন্দরী। উঁচু-গোড়ালি চটি পায়ে দ্রুত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকে সে পুরুষদের মতই শক্ত হাতে মেয়েদের হাত চেপে ধরতে লাগল।

এই বিখ্যাত নবাগতা মহিলাটিকে আন্না আগে কখনও দেখে নি; তার সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করল; বেশভূষায় ও চালচলনের সাহসিকতায় সে রূপ যেন আরও অনেক বেশী বেড়ে গেছে। নিজের ও অন্যের সোনালী চুল দিয়ে বিনুনি করে এমন উঁচু করে চুড়ো বাঁধা হয়েছে যে তার মাথাটি গলা ও খোলা বুকের সমান লম্বা দেখাচ্ছে। স্রোতস্বিনীর মত এমনভাবে পথ কেটে সে এগিয়ে যেতে লাগল যাতে প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে গাউনের নীচে তার হাঁটু ও উরুর গড়ণ পরিষ্কার ফুটে উঠতে লাগল।

বেৎসি তাড়াতাড়ি আন্নার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে এগিয়ে গেল। হেসে চোখ ঠেরে শরীর দুলিয়ে মহিলাটি বলতে শুরু করল,

"কল্পনা করুন তো—দুটো সৈনিককে প্রায় মাড়িয়ে দিয়েছিলাম আর কি! ভাস্কা আর আমি পাশাপাশি আসছিলাম···ও, হ্যাঁ, তার সঙ্গে তো আপনাদের দেখাই হয় নি।" সে যুবকটির পরিচয় দিল; অপরিচিত লোকজনের সামনে তাকে ভাস্কা বলে ডাকার দরুণ যে রীতি লংঘন করা হল সে জন্য সলজ্জ হাসিতে তার মুখটা রাঙা হয়ে উঠল।

ভাস্কা আর একবার আন্নাকে অভিবাদন জানাল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না; সাফোর দিকে মুখ ফরাল:

"তুমি বাজি হেরেছ। আমরাই প্রথম এখানে এসেছি। টাকা ফেল" সে হেসে বলল।

"এখন নয়, তবে নিশ্চয় পাবে," সাফো বলল।

"ঠিক আছে, তাহলে পরে পাব।"

"নিশ্চয়। আরে!" হঠাৎ সে গৃহস্বামিনীকে উদ্দেশ্য করে বলল। "আমি কি বোকা! ভুলেই গিয়েছি। আমার সঙ্গে একজন অতিথি এসেছে। এই যে তিনি।"

যে অপ্রত্যাশিত অতিথিটিকে সাফো সঙ্গে করে এনেছে এবং যার কথা প্রায় ভুলেই গেছে তার ব্যক্তিত্ব এতই প্রকট যে তার বয়স অল্প হওয়া সত্ত্বেও দুটি মহিলাই তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

এই লোকটি সাফোর নতুন ভক্ত; ভাস্কার মত সেও তার পায়ে পায়ে ফেরে।

একটু পরেই এল প্রিন্স কালুঝ্‌স্কি এবং স্ত্রেমভ্‌-এর সঙ্গে লিজা মার্কালোভা।

লিজা মার্কালোভার একহারা গড়ণ, প্রাচ্যসুলভ বিষণ্ণ মুখশ্রী, আর অতলস্পর্শ দুটি সুন্দর চোখ। কালো পোষাকে তাকে বিশেষভাবে মানিয়েছে। সাফো তীক্ষ্ণ ও চটপটে, লিজা নরম ও উদাসীন।

কিন্তু আন্নার কাছে লিজাকে অনেক বেশী আকর্ষণীয় মনে হল। তার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা তাকে চারপাশের অন্য সবার চাইতে অনেক উঁচুতে তুলে ধরেছে; তার ঔজ্জ্বল্য ঝুটো মুক্তোর ভিড়ের মধ্যে আসল মুক্তোর দীপ্তি। সেই দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে তার অতলস্পর্শ চোখের ভিতর থেকে। আন্নাকে দেখামাত্রই লিজার চোখ দুটি জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠল।

তার কাছে গিয়ে লিজা বলল, "আপনাকে দেখে কী যে খুসি হলাম! গতকাল ঘোড় দৌড়ের মাঠে যখন আপনার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তখন আপনি চলে গেছেন। বিশেষ করে আপনার সঙ্গে দেখা করতেই কাল গিয়েছিলাম। কী ভয়ংকর ব্যাপার না?"

"হ্যাঁ, ঘটনাটা আমাকে এতদূর বিচলিত করবে ভাবি নি," আন্নাও সলজ্জ কণ্ঠে জবাব দিল।

ঠিক সেই সময় সকলেই বাগানে যাবার জন্য উঠে পড়ল।

আন্নার পাশে বসে পড়ে লিজা হেসে বলল, "আমি যাচ্ছি না। আপনিও যাচ্ছেন না তো? সকলেরই কি ক্রোকেৎ খেলতে ভাল লাগে?"

"আমার কিন্তু ভাল লাগে," আন্না বলল।

"বলেন কি? আচ্ছা বলুন, একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচতে আপনি কি করেন? আপনাকে দেখলেই তো মন খুসিতে ভরে ওঠে। আপনি জীবনকে ভোগ করেন, কিন্তু আমার বড় একঘেয়ে লাগে।"

"একঘেয়ে? কেন, আপনারাই তো পিতার্সবুর্গের খুসির পায়রা," আন্না বলল।

"তাহলে তো যারা আমাদের দলে নয় তাদের জীবন আরও একঘেয়ে; আমাদের কাছে, বিশেষ করে আমার কাছে তো কোন কিছুই সুখের নয়; সবই ভীষণ, ভীষণভাবে একঘেয়ে।"

সঙ্গী যুবক দুটিকে নিয়ে সাফো সিগারেট খেতে খেতে বেরিয়ে গেল।

"একঘেয়ে বলছেন কেন?" বেৎসি বলল। "এইমাত্র সাফো আমাকে বললেন, কাল রাতে আপনার বাড়িতে তারা চমৎকার কাটিয়েছে।"

লিজা বলল, "সে তো এক অন্তহীন একঘেয়েমি। ঘোড় দৌড়ের পর সবাই মিলে আমার বাড়িতে গেলাম। সেই একই পুরনো ব্যাপার। সারা সন্ধ্যাটা সোফায় বসে ঝিমোলাম। তার মধ্যে মজার কি আছে? আমাকে বলুন, কেমন করে আপনারা এই একঘেয়েমিকে এড়িয়ে চলেন।" কথাটা সে আন্নাকে জিজ্ঞাসা করল। "আপনাকে দেখলেই বোঝা যায় আপনি সুখী; বা

অসুখী হতে পারেন, কিন্তু কখনও একঘেয়েমিতে ভোগেন না। এটা কি করে করেন আমাকে বলুন।"

"আমি কিছুই করি না," আন্না বলল।

আলোচনার মাঝখানে স্ত্রেমভ্ বলল, "সেটাই শ্রেষ্ঠ পথ।"

স্ত্রেমভ্-এর বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর; চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু চেহারাটা বেশ তাজা আছে; মোটেই সুদর্শন নয়, কিন্তু মুখে ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির ছাপ। লিজা তার স্ত্রীর বোন-ঝি; অবসর সময়টা সে তার সঙ্গেই কাটায়। আন্না কারেনিনা তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের স্ত্রী, শুধু সেই কারণেই সে তার সঙ্গে বিশেষ ভাল ব্যবহার করতে সচেষ্ট হল।

ঈষৎ হেসে সে আবার বলল, "'আমি কিছু করি না' এটাই শ্রেষ্ঠ ওষুধ।" তারপর লিজা মার্কোলোভার দিকে ফিরে বলল, "আমি তো তোমাকে আগাগোড়াই বলে আসছি, একঘেয়েমি কাটাতে হলে তোমার যে একঘেয়ে লাগছে এই চিন্তাটাই মন থেকে দূর করতে হবে। নিদ্রাহীনতায় ভুগবার সময় যেমন ঘুম হবে না এই ভয়টাকে মন থেকে দূর করতে হয় ঠিক সেই রকম। আন্না আর্কাদিয়েভ্না এইমাত্র ঠিক সেই কথাই বললেন।"

আন্না হেসে বলল, "এ কথা বলে থাকলে আমার খুসি হওয়াই উচিত, কারণ এটা শুধু জ্ঞানের কথা নয়, সত্য কথাও বটে।"

"হ্যাঁ; কিন্তু দয়া করে আমাকে বলুন, একটি মানুষ কেন ঘুমতে পারে না, কেন সে একঘেয়ে না হয়ে পারে না?"

"ঘুমতে হলে তাকে কাজ করতে হবে, আর ভালভাবে কাটাতে হলেও কাজ করতে হবে।"

"আমার কাজ যদি কেউ না চায়, তাহলে আমি কাজ করব কেন? ভান করতে আমি জানি না, করতে চাইও না।"

আন্নার দিকে ফিরে স্ত্রেমভ্ বলল, "তুমি সংশোধনের অতীত।"

এই সময় তুশ্‌কেভিচ এসে জানাল, ক্রোকেৎ খেলোয়াড়দের জন্য সবাই অপেক্ষা করে আছে।

আন্না চলে যেতে চাইলে লিজা মার্কালোভা বলল, "দয়া করে আপনি যাবেন না।" স্ত্রেমভ্ও লিজাকে সমর্থন করল।

সে বলল, "আমাদের সঙ্গে কাটাবার পরে দেম ভ্রিদির সঙ্গে খুবই বিপরীৎ লাগবে। তাছাড়া, আপনাকে পেলে তিনি তো গাল-গল্প শুরু করে দেবেন, অথচ এখানে আপনি আমাদের মনকে কত মহৎ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করছেন।"

মুহূর্তের জন্য আন্না ইতস্তত করল। এই চতুর লোকটির প্রশংসা, লিজা মার্কালোভার এই সরল, শিশুসুলভ স্তুতি, আর এই পরিচিত সামাজিক পরিবেশ তার কাছে খুবই ভাল লাগছে, অথচ সেখানে যে জিনিস তার জন্য অপেক্ষা করে আছে তা এতই কঠোর যে মুহূর্তের জন্য হলেও তার মনে প্রশ্ন

লাগল সে থেকে যাবে কি না, ভ্রন্স্কিকে সব কথা বলার ভয়ংকর মুহূর্তটাকে আরও পিছিয়ে দেবে কি না। কিন্তু যখনই তার মনে পড়ল, একটা কোন সিদ্ধান্তে না এসে সে যদি একলা বাড়ি ফেরে তাহলে তার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে, যখন সেই মুহূর্তটির কথা তার মনে পড়ে গেল যার চিন্তামাত্রই অতি ভয়ংকর, যখন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে নিজেই নিজের চুল ধরে টানতে লাগল, তখনই তাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে গাড়িতে চেপে বসল।

॥ ১৯ ॥

বাইরের দৃষ্টিতে চপল জীবন যাপন করলেও ভ্রন্স্কি সুশৃংখল জীবনযাত্রার পক্ষপাতী। যৌবনে 'কোর অব্ পেজেস'-এ থাকাকালে একসময়ে একটা সাময়িক অসুবিধা দূর করবার জন্য টাকা ধার চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হবার অসম্মান তাকে ভোগ করতে হয়েছিল; সেই থেকে সে স্থির করেছে জীবনে আর কোন দিন অনুরূপ অসম্মানের যন্ত্রণা সে ভোগ করবে না।

লেন-দেনের হিসাব ঠিক রাখার জন্য মাঝে মাঝে, বছরে পাঁচবার বা ঐ রকম সময় সে একবার করে জমা-খরচের হিসাব করে থাকে।

ঘোড় দৌড়ের পরদিন ঘুম থেকে উঠে ভ্রন্স্কি দাড়ি না কামিয়ে, স্নান না করেই ইউনিফর্ম পরে টাকা-পয়সা, বিল ও চিঠিপত্র টেবিলের উপর ছড়িয়ে নিয়ে কাজ করতে বসল। পেত্রিৎস্কি ঘুম থেকে উঠে বন্ধুকে লেখার টেবিলে দেখে নিঃশব্দে পোষাক পরে বাইরে চলে গেল, কারণ সে জানে যে এ সব কাজের সময় তার মেজাজ খুব চড়ে থাকে।

যে কাজে সে প্রথম হাত দিল সেটা খুবই সহজ—তার আর্থিক অবস্থার একটা বিবরণ তৈরি করা। সুন্দর হস্তাক্ষরে এক তা কাগজে সে তার সব কর্জের অংকগুলো লিখে ফেলল এবং তার যোগফল দাঁড়াল সতেরো হাজার কয়েক শ' রুবল (মোটা অংক রাখবার জন্য সে শ' গুলোকে বাদ দিল)। নগদ টাকা যা হাতে আছে এবং যে পরিমাণ টাকা ব্যাংকে আছে তা গুণে দেখা গেল যে মোট এক হাজার আট শ' রুবল তার আছে, এবং নববর্ষের আগে আর কিছু পাবার কোন আশাই নেই। কর্জের হিসাবটার উপর আর একবার চোখ বুলিয়ে সে কর্জগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে তিনটে তালিকা তৈরি করল। প্রথম তালিকায় রাখল সেই সব কর্জ যা এখনি শোধ দিতে হবে, অথবা যার জন্য টাকাটা হাতে জমা রাখতে হবে যাতে চাওয়ামাত্রই মুহূর্ত বিলম্ব না করে দিয়ে দেওয়া যায়। এই ঋণের পরিমাণ দাঁড়াল প্রায় চার হাজার রুবল: এক হাজার পাঁচ শ' একটা ঘোড়ার দরুণ। আর দু'হাজার পাঁচ শ' তরুণ বন্ধু ভেনেভ্স্কির তাস খেলায় বাজি হেরে যাওয়ার দরুন; ভ্রন্স্কির

উপস্থিতিতেই একজন তাসের যাদুকরের কাছে বন্ধুটি হেরে গিয়েছিল এবং সে বন্ধুর জামিনদার হয়েছিল; ভ্রন্‌স্কি তখনই টাকাটা দিয়ে দিতে চেয়েছিল (টাকাটা তখন তার সঙ্গেই ছিল); কিন্তু ভেনেভ্‌স্কি ও ইয়াশ্‌ভিন জিদ ধরল যে যেহেতু ভ্রন্‌স্কি মোটেই খেলায় যোগ দেয় নি সেই হেতু তারাই টাকাটা দেবে। খুব ভাল কথা; কিন্তু ভ্রন্‌স্কি জানে, যেহেতু ভেনেভ্‌স্কির জামিনদার হবে বলে কথা দিয়ে সে এই নোংরা ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে, তাই এই দু' হাজার পাঁচ শ' তাকে সব সময়ই হাতের মধ্যে মজুত রাখতে হবে যাতে ঐ জোচ্চোরটার মুখের উপর টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ে চিরদিনের মত তার হাত থেকে সে রেহাই পেতে পারে। সুতরাং এই প্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তালিকাটির পরিমাণ দাঁড়াল চার হাজার রুবল। দ্বিতীয় তালিকার পরিমাণ দাঁড়াল আট হাজার। তবে সেগুলো খুব জরুরী নয়। সেগুলো প্রধানত ঘোড়ার আস্তাবল, খড় ও যইয়ের দরুণ বিলপত্তর, ইংরেজ জকি, সহিস ও অন্যান্যদের বাবদ কর্জ। এ বাবদও অন্তত দু' হাজার দিতে পারলে তবে সে স্বস্তি পাবে। কর্জের শেষ তালিকা—যাতে দোকান, সরাইখানা ও দর্জির পাওনা রয়েছে—নিয়ে ভাববার কিছু নেই। তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে চলতি খরচপত্রের জন্য তার অন্তুতপক্ষে ছ' হাজার রুবল দরকার আর তার আছে মাত্র এক হাজার আট শ'। ভ্রন্‌স্কির মত বার্ষিক এক লক্ষ রুবল আয়ের একজন ভদ্রলোকের পক্ষে এ রকম ধার-দেনায় কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু আসলে অতটা আয় তার ছিল না। তার বাবার মত বড় সম্পত্তির আয় ছিল বার্ষিক দু' লক্ষ রুবল। কিন্তু সে সম্পত্তি দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হয় নি। তার ঋণগ্রস্ত বড় ভাই যখন সহায়-সম্পদ-হারা জনৈক ডিসেম্বরবাদীর মেয়ে প্রিন্সেস ভারিয়া চিজর্কোভাকে বিয়ে করল, ভ্রন্‌স্কি তখন স্বেচ্ছায় পৈত্রিক সম্পত্তিতে তার সব দাবী বড় ভাইকে ছেড়ে দিল শুধু একটি শর্তে যে তাকে বার্ষিক পঁচিশ হাজার দেওয়া হবে। ভাইকে বলেছিল বিয়ে না করা পর্যন্ত ওতেই তার চলে যাবে, আর বিয়ে হয় তো সে কোন দিনই করবে না। একে ভাইয়ের খরচপত্র ছিল অত্যন্ত বেশী, তায় সদ্য বিয়ে করেছে, তাই সেও আর এ প্রস্তাবে আপত্তি করে নি। তার মায়েরও নিজস্ব সম্পত্তি ছিল; ভ্রন্‌স্কি ভাইয়ের কাছ থেকে যে পঁচিশ হাজার পাবে মা তার সঙ্গে প্রতি বছর বিশ হাজার যোগ করে দিতে রাজী হল, আর ভ্রন্‌স্কিও পুরো টাকাটাই শেষ কোপেক পর্যন্ত খরচ করে চলতে লাগল। কিন্তু সম্প্রতি আন্না-ঘটিত ব্যাপারে মা তার উপর ভীষণ চটে গেছে এবং মস্কো ছেড়ে যাবার পর থেকে তার টাকাটা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে বছরে পঁয়তাল্লিশ হাজার খরচে অভ্যস্ত ভ্রন্‌স্কি এ বছর পেয়েছে মাত্র পঁচিশ হাজার, আর তাই সে মুস্কিলে পড়ে গেছে। মুস্কিলের আসান করতে মার কাছেও টাকা চাইতে পারছে না। গতকাল রাতে মার কাছ থেকে যে চিঠি এসেছে তাতে সে আরও

ক্ষেপে গেছে। যা লিখেছে, তার সামাজিক মর্যাদা ও চাকরির উন্নতির জন্ত সে টাকা পাঠাতে রাজী আছে, কিন্তু যে ধরনের জীবনযাত্রার জন্ত সমাজে টি-টি পড়ে গেছে তার জন্ত কদাচ টাকা দেবে না। মায়ের দিক থেকে তাকে টাকা দিয়ে বশ করবার এই চেষ্টাকে সে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছে এবং মায়ের প্রতি তার মনোভাবে আরও বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছে। উদারতাবশত ভাইকে যে প্রস্তাব দিয়েছিল তাও এখন ফিরিয়ে নিতে পারছে না, যদিও আন্নার সঙ্গে তার সম্পর্কের সম্ভাবিত ভবিষ্যৎ ভেবে এখন সে বুঝতে পারছে যে তার সেই উদারতাটা অবিবেচকের মত কাজ হয়েছে এবং অকৃতদার হলেও এখনই তার পুরো এক লাখ বার্ষিক আয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু কথার খেলাপ তো সে করতে পারে না। যখনই বৌদির কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে যে দেখা হলেই মিষ্টি মেয়ে ভারিয়া তার উদারতার জন্ত কৃতজ্ঞতা জানায়, আর তখনই সে বুঝতে পারে যে কোন স্ত্রীলোককে মারধোর করা, মিথ্যা বলা অথবা চুরি করা যেমন তার পক্ষে অসম্ভব তেমনই একবার যা দিয়েছে তা ফিরিয়ে নেওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব। মাত্র একটি কাজই সম্ভব, আর মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না করে ভ্রন্স্কি সেই পথই বেছে নিল: কোন মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করা—দশ হাজার রুবল। তাতে কোন অসুবিধা হবে না। দান-ধ্যানের খরচ কমিয়ে ফেলবে, আর দৌড়ের ঘোড়া-গুলোও বেচে দেবে। এই কথা ভেবে সে রোলান্দাকি-কে একটা চিঠি লিখে দিল; এর আগে একাধিকবার সে তার ঘোড়াগুলো কিনতে চেয়েছে। তার পর ইংরেজ জকি ও মহাজনকে ডেকে পাঠাল, এবং প্রয়োজনীয় ব্যাংক-নোটগুলো আলাদা করে রেখে দিল। এ সব কাজ শেষ করে সে মাকে একটা কাটা-কাটা জবাব লিখল। তারপর পকেট-বইয়ের ভিতর থেকে আন্নার লেখা তিনখানা চিঠি বের করল, আর একবার পড়ল, তারপর পুড়িয়ে ফেলল, আর আগের দিন তার সঙ্গে যে সব কথা হয়েছিল তা মনে পড়ায় গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

॥ ২০ ॥

কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় সে সম্পর্কে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলার ফলে ভ্রন্স্কির জীবনযাত্রা ছিল বেশ সহজ। এ কথা সত্য যে এই সব নিয়মের ক্ষেত্র ছিল খুবই সংকীর্ণ, তবু নিয়মগুলো ছিল প্রতিবাদের অতীত, আর যেহেতু ভ্রন্স্কি কখনও এই সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে চলাফেরা করে না, তাই কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে সে কখনও কোন রকম অনিশ্চয়তা বোধ করে না। অখণ্ডনীয় এই নিয়মগুলি হল: তাসের জুয়ারির প্রাপ্য অবশ্য মিটিয়ে দেবে, দর্জির পাওনা না দিলেও চলবে; পুরুষ মানুষকে কখনও মিথ্যা বলবে না, কিন্তু নারীকে বলতে পার; অন্তকে ঠকাবে না, কিন্তু স্বামীকে

ঠকাতে পার ; অপমানকে কখনও ক্ষমা করবে না, কিন্তু অপমান করতে পার ; ইত্যাদি ইত্যাদি। নিয়মগুলি অযৌক্তিক, এমন কি নীতিবিরুদ্ধও হতে পারে, কিন্তু অখণ্ডনীয়, আর যতদিন সেগুলোকে সে মেনে চলেছে ততদিন তার দিন ভালই কেটেছে, মাথা উঁচু করেই চলতে পেরেছে। কিন্তু সম্প্রতি আন্নার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার পরে সে বুঝতে পারছে যে তার নিয়মগুলি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়.; ভবিষ্যতে তাকে এমন সব সমস্যা ও জটিলতার মধ্যে পড়তে হতে পারে যেখানে তাকে পথ দেখাবার মত কিছুই তার হাতে নেই।

আন্না ও তার স্বামীর প্রতি তার বর্তমান মনোভাব খুবই স্পষ্ট ও সরল। যে নিয়মগুলি সে মেনে চলে তাতেই সেটা স্পষ্ট ও সঠিকভাবে নির্দেশ করা আছে।

এই সম্মানিতা নারী তাকে ভালবাসে আর সেও তাকে ভালবাসে ; সুতরাং আইনসিদ্ধ স্ত্রীর চাইতে বেশী না হলেও সমান মর্যাদা তার অবশ্যই প্রাপ্য। কথায় বা ইঙ্গিতে তাকে অসম্মান করা অথবা নারীর প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিতে না পারার আগে সে বরং নিজের হাতখানাই কেটে ফেলবে।

সমাজের প্রতি তার মনোভাবও স্পষ্ট। যে কেউ জানতেও পারে, সন্দেহও করতে পারে, কিন্তু কেউ কিছু বলতে সাহস করবে না। কেউ কিছু বললে তার মুখ বন্ধ করতে এবং যে নারীকে সে ভালবাসে তার প্রতি সম্মান দেখাতে সে তাকে বাধ্য করবে।

আন্নার স্বামীর প্রতি তার মনোভাবই সব চাইতে স্পষ্ট। যে মুহূর্তে আন্না ভ্রন্স্কির প্রেমে পড়েছে সেই মুহূর্তেই সে ধরে নিয়েছে যে আন্নার উপরে তার অধিকারে দ্বিতীয় কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে তার স্বামী একটি অবান্তর ও প্রক্ষিপ্ত শক্তিমাত্র। এটা নিঃসন্দেহ যে তার অবস্থা ঈর্ষনীয় নয়, কিন্তু তার আর কি করা যাবে ? এখন স্বামীর দিক থেকে মাত্র একটি অধিকারই আছে, সে অধিকার অস্ত্র হাতে নিয়ে নিজের মনস্তুষ্টি বিধান করা ; যে কোন মুহূর্তে তার জন্য ভ্রন্স্কি প্রস্তুতই আছে।

কিন্তু সম্প্রতি তাদের দু'জনের মধ্যে একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ; তার অস্পষ্টতায় ভ্রন্স্কি ভয় পেয়েছে। মাত্র একদিন আগে আন্না তাকে বলেছে যে সে সন্তানসম্ভাবিতা। সে বুঝতে পারছে, এই পরিস্থিতি এবং আন্নার প্রত্যাশার ব্যাপারে তার কি কর্তব্য সে কথা তার নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর মধ্যে নেই। আসল কথা হল, এ পরিস্থিতির জন্য সে সম্যক প্রস্তুত ছিল না, আর প্রথম মুহূর্তেই তার মন বলেছে যে আন্নার উচিত তার স্বামীকে ত্যাগ করা। আর সেই কথাই সে তাকে বলেছে, কিন্তু এখন সে বিষয়ে ভাল করে চিন্তা-ভাবনার পরে সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে সে রকম একটা পরিস্থিতিকে এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। অথচ সে নিজেই যখন কথাটা বলে ফেলেছে তখন পিছিয়ে যাওয়াটা তার পক্ষে অন্যায় হবে কি না তাই সে ভাবছে।

আমি যখন তাকে স্বামী ত্যাগ করতে বলেছি তার অর্থই তো তাকে আমার কাছে চলে আসতে বলা। তার জন্ম কি আমি প্রস্তুত হয়েছি? হাতে টাকাপয়সা নেই, এ অবস্থায় আমি তাকে কোথায় নিয়ে যাব? হয় তো একটা কোন ব্যবস্থা করতে পারি।...

কিন্তু আমার তো চাকরি রয়েছে, তাহলে তাকে নিয়ে কোথাও চলে যাব কেমন করে? এরকম একটা দাবী জানাবার আগে আমার উচিত সেটাকে সম্ভবপর করে তোলা, অর্থাৎ টাকার যোগাড় করা এবং সেনাবাহিনীতে ইস্তফা দেওয়া।

আবার সে চিন্তায় ডুবে গেল। সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগের প্রশ্নে আর একটা প্রশ্ন এসে পড়ল; এমন একটা গোপন কথা যা শুধু সেই জানে; স্বীকার না করলেও সেটাই তার জীবনের প্রধান আকর্ষণ।

সাফল্যই তার শৈশব ও যৌবনের স্বপ্ন; সে স্বপ্নকে সে নিজেও কখনও স্বীকার করে নি, কিন্তু সেটা তার মধ্যে এতই শক্তিশালী হয়ে ছিল যে আজ সে স্বপ্ন তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিয়েছে। সমাজে ও চাকরির ক্ষেত্রে তার প্রথম পদক্ষেপগুলি সফল হয়েছিল, কিন্তু বছর দুই আগে সে একটা মস্ত ভুল করে বসেছে। নিজের স্বাধীন মনোভাব প্রকাশ করতে এবং তার ফলে লাভ হবে ভেবেই সে একটি পদোন্নতির প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; আশা করেছিল যে এই প্রত্যাখ্যানের ফলে তার দাম আরও বেড়ে যাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে সে অতি-সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে এবং তাকে এড়িয়ে যাওয়া হল। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, পরিস্থিতি-টাকে সে মেনে নিল এবং দক্ষতা ও শুভবুদ্ধির সঙ্গে এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন কারও প্রতি তার কোন ক্ষোভ নেই, কেউ তার কোন ক্ষতি করেছে বলে সে মনে করে না, সে শুধু একা থাকতে চায় এবং নিজেকে নিয়ে সুখে থাকতে চায়। আসলে মস্কো-ভ্রমণের পর থেকে গত বৎসরাধিক কাল সে মোটেই সুখে নেই। এখন সে বুঝতে পারছে, স্বাধীন মানুষ হিসাবে সে যা খুসি করতে পারে, কোন কাজ করতেই সে পেছ-পা নয়—তার এই ভাবটা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে; সে যে কোন কাজের নয়, নেহাৎই একটি ভাল মানুষ—এই চোখেই সকলে তাকে দেখতে শুরু করেছে। মাদাম কারেনিনের সঙ্গে তার সম্পর্ক সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করায় এবং তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হওয়ায় তার মনে কিছুটা মোহের সৃষ্টি হয়েছিল এবং কিছুদিনের জন্ম তার মনের উচ্চাকাংখার দংশনও প্রশমিত হয়েছিল। কিন্তু গত সপ্তাহ থেকে সেই দংশন আবার দ্বিগুণ শক্তিতে শুরু হয়েছে। সের্‌পুখভ্‌স্কি তার মতই সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন একটি ভদ্রলোক; তার মত একই মহলে তার চলাফেরা; শৈশবের খেলার সঙ্গী, "কোর অব পেজেস"-এর সতীর্থ এবং লেখাপড়ায়,-খেলাধুলায়, দুষ্টুমিতে ও উচ্চাকাংখায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী; সম্প্রতি সে মধ্য

এসিয়ায় সামরিক চাকরি থেকে ফিরে এসেছে ; সেখানে দুটো পদ ডিঙিয়ে তার পদোন্নতি হয়েছে এবং এমন সব সম্মান ও মর্যাদায় তাকে ভূষিত করা হয়েছে যেটা এ রকম একজন তরুণ অফিসারের বেলায় কদাচিৎ ঘটে থাকে।

সে পিতার্সবুর্গ-এ পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে বলতে শুরু করেছে, একটি প্রথম সারির নতুন তারা আকাশে উদয় হয়েছে। ভ্রন্স্কির এই সতীর্থটি তারই বয়সী ; ইতিমধ্যেই সে জেনারেল হয়েছে এবং এমন একটি পদের জন্ত তার নাম শোনা যাচ্ছে যার ফলে দেশের সমগ্র রাজনৈতিক ধারার উপরেই প্রভাব পড়তে পারে, অথচ তার সব স্বাতন্ত্র্য, মোহ ও একটি আকর্ষণীয়া নারীর ভালবাসা সত্ত্বেও ভ্রন্স্কি এখনও অশ্বারোহী বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন মাত্র।

নিজের মনেই সে বলতে লাগল, সের্‌পুখভ্‌স্কিকে আমি ঈর্ষা করি না, করতে পারি না, কিন্তু তার এই পদোন্নতি থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে ঠিকমত চললে আমার মত একজন লোকও দ্রুত উন্নতি করতে পারে। তিন বছর আগে সে তো আমার মত এই অবস্থায়ই ছিল। এখন যদি আমি পদত্যাগ করি তো তার অর্থ হবে নিজের পায়ের নীচেকার সেতুটাকেই পুড়িয়ে দেওয়া। পদত্যাগ না করলে আমি কিছুই হারাব না। আন্না তো নিজেই বলেছে যে সে কোন কিছু বদলাতে চায় না। যতদিন তার ভালবাসা আমি পাচ্ছি ততদিন সের্‌-পুখভ্‌স্কিকে ঈর্ষা করতে পারি না।

ধীরে ধীরে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে সে উঠে ঘরের মধ্যেই ঘুরতে লাগল। চোখ দুটো চকচক করছে, মনে ফিরে এসেছে শান্ত, নিশ্চিত সুখের আভাষ। প্রতিটি সফল হিসাব-নিকাশের পরে তাকে যেমন দেখায় এখনও তেমনই উজ্জল ও পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। সে দাড়ি কামাল, ঠাণ্ডা জলে স্নান করল, পোষাক পরল, তারপর বেরিয়ে গেল।

॥ ২১ ॥

"আমি তোমার জন্যই এসেছি। এবার দেখছি তোমার হিসাব মেলাতে বেশী সময় লাগল," পেত্রিৎস্কি বলল। "কাজ সারা হল ?"

"পুরো," শুধু চোখের হাসি হেসে ভ্রন্স্কি বলল ; এত সাবধানে গোঁফের দুই প্রান্তে মোচড় দিল যেন তাড়াতাড়ি অসাবধানে কোন কাজ করলেই তার সব ব্যবস্থা ওলোট-পালোট হয়ে যাবে।

পেত্রিৎস্কি বলল, "তোমাকে যখনই দেখি তখনই মনে হয় যেন এইমাত্র স্নান-ঘর থেকে বেরিয়ে এলে। সেমিন (রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার) আমাকে পাঠিয়েছেন। সকলে তোমার জন্ত অপেক্ষা করছে।"

ভ্রন্স্কি কোন জবাব দিল না ; বন্ধুর দিকে চোখ থাকলেও সে ভাবছিল অন্ত কথা।

ব্যাণ্ডে পোল্‌কা ও ওয়াল্‌জ্‌ নাচের বাজনা কানে আসতেই সে বলল, "ওটা কি? বাজনা? কিসের উৎসব?"

"সেরপুখভ্‌স্কি এসেছে।"

"ও। আমি তো শুনি নি।" ভ্রন্‌স্কি বলল।

তার চোখের হাসি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

নিজেকে বলল, ভালবাসা পেয়ে সে সুখী, ভালবাসার জন্য সে তার উচ্চাকাংখাকে বিসর্জন দিয়েছে, জীবনের এই ভূমিকাই সে বেছে নিয়েছে; কাজেই সেরপুখভ্‌স্কিকে সে ঈর্ষা করতে পারে না; আর এই রেজিমেণ্টে এসে সে যে প্রথমেই তাকে খুঁজে নেয় নি সে জন্যও সে তার উপর রাগ করতে পারে না। সের্‌পুখভ্‌স্কি ছিল তার প্রিয় বন্ধু; সে এখানে আসাতে সে খুসিই হয়েছে।

"আমি খুব খুসি।"

রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার দেমিন একটা বড় জমিদার-বাড়িতে বাসা নিয়েছে। বাড়ির নীচের বারান্দায় বেশ ভিড় জমেছে। উঠোনে ঢুকে ভ্রন্‌স্কির প্রথমে নজরে পড়ল, একদল ইউনিফর্ম-পরা গায়ক এক পিপে ভদ্‌কার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আর একদল অফিসার-পরিবৃত তাদের ফুর্তিবাজ কর্ণেলের বিরাট বপু। বারান্দার নীচের সিঁড়িতে নেমে কর্ণেল হাত তুলে একপাশে দাঁড়ানো কিছু সৈনিককে কি যেন হুকুম করল, কিন্তু ব্যাণ্ডের "ওফেনবাক কোয়াড্রিল" নাচের শব্দে সে হুকুম শোনাই গেল না। কিছু সৈনিক, একজন কোয়ার্টার মাস্টার ও কয়েকজন সাব অল্টার্নকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রন্‌স্কি বারান্দায় উঠে গেল। কর্ণেল তখন টেবিলের কাছে গেল, মদের গ্লাস হাতে নিয়ে সিঁড়িতে ফিরে এসে স্বাস্থ্য পানের উদ্দেশ্যে বলে উঠল: "আমাদের প্রাক্তণ সহকর্মী বর্তমানে সাহসী জেনারেল প্রিন্স সের্‌পুখভ্‌স্কির স্বাস্থ্য কামনায়! হুর্‌রা!"

একটা গ্লাস হাতে নিয়ে সের্‌পুখভ্‌স্কি হাসতে হাসতে কর্ণেলের পিছন থেকে বেরিয়ে এল।

দেখতে যুবক, লাল-গাল একজন কোয়ার্টার মাস্টার তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্য পানের উদ্যোগ করছিল। তাকে দেখে সের্‌পুখভ্‌স্কি বলল, "আরে বন্দারেংকো, তুমি দেখছি প্রতি বছরই আরও ছেলেমানুষ হয়ে উঠছ।"

ভ্রন্‌স্কি তিন বছর সের্‌পুখভ্‌স্কিকে দেখে নি। অনেকটা বয়স বেড়ে গেছে, মুখে জুল্‌ফি রেখেছে, কিন্তু সেই একহারা সুগঠিত চেহারাই আছে। একটা পরিবর্তন বিশেষভাবে ভ্রন্‌স্কির চোখে পড়ল—মুখের সেই শান্ত উজ্জ্বলতা যা সাধারণতই সেই সব লোকের মুখেই দেখা যায় যারা জীবনে সাফল্য লাভ করেছে এবং জানে যে তাদের সাফল্য সম্পর্কে সকলেই সচেতন। এ উজ্জ্বলতাকে ভ্রন্‌স্কি চেনে এবং সের্‌পুখভ্‌স্কিকে দেখামাত্রই চিনতে পারল।

ভ্রন্‌স্কি যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিল তখনই সের্‌পুখভ্‌স্কি তাকে দেখতে

গেল। সানন্দ হাসিতে তার মুখটা ভরে গেল। মাথাটা পিছনে হেলিয়ে ভ্রন্‌স্কিকে অভ্যর্থনা জানাতে সে গ্লাসটা উঁচু করে ধরল; একটা বিশেষ অঙ্গ-ভঙ্গী করে তাকে বুঝিয়ে দিল যে আগে কোয়ার্টার মাস্টারের কাছে না গিয়ে সে পারছে না।

কর্ণেল বলে উঠল, "এই তো এসে গেছে! আর ইয়াশ্‌ভিন আমাকে বোঝাল কিনা তোমার খুব মন খারাপ।"

সাহসী কোয়ার্টার মাস্টারের তাজা ভিজে ঠোঁটে চুমো খেয়ে সের্‌পুখভ্‌স্কি রুমালে মুখটা মুছে ভ্রন্‌স্কির কাছে এগিয়ে গেল।

কর-মর্দন করে তাকে একপাশে নিয়ে বলল, "আমি কত খুসি হয়েছি!"

ভ্রন্‌স্কিকে দেখিয়ে কর্ণেল ইয়াশ্‌ভিনকে বলল, "ওকে দেখো!" তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল সৈনিকদের সঙ্গে যোগ দিতে।

সের্‌পুখভ্‌স্কিকে ভাল করে দেখে ভ্রন্‌স্কি বলল, "কাল ঘোড় দৌড়ের মাঠে যাও নি কেন? সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে আশা করেছিলাম।"

"আমি গিয়েছিলাম, তবে দেরিতে। মাফ করবে," কথাটা বলেই তার সহকারীর সঙ্গে কথা বলতে এক মুহূর্তের জন্য সে সরে গেল। "দয়া করে এটা যাতে ওদের দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা কর—সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিও।"

তাড়াতাড়ি সে পকেট-বই থেকে তিনখানি একশ' রুবলের নোট বের করে দিল। তার মুখটা লাল হয়ে উঠল।

ইয়াশ্‌ভিন বলল, "ভ্রন্‌স্কি! কিছু খাবে? অথবা কিছু পানীয়? হেই, কে আছ! কাউণ্টকে কিছু খাবার এনে দাও! এই যে, এই নাও পানীয়।"

কর্ণেলের বাড়িতে এই ফুর্তি অনেকক্ষণ ধরে চলল। প্রত্যেকেই প্রচুর মদ টানল। তারা সের্‌পুখভ্‌স্কিকে শূন্যে দোলাল। তারপর কর্ণেলকে দোলাল। তারপর গায়কদের সামনে কর্ণেল পেত্রিৎস্কির সঙ্গে নাচল। তারপর ক্লান্ত হয়ে উঠোনের একটা বেঞ্চিতে বসে কর্ণেল অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণের ব্যাপারে প্রাশিয়ানদের চাইতে রাশিয়ানদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ইয়াশ্‌ভিনকে বোঝাতে লাগল, আর ওদিকে হৈ-হল্লাও ক্রমে থেমে এল। সের্‌পুখভ্‌স্কি হাত ধুতে কল-ঘরে গিয়ে দেখল ভ্রন্‌স্কি ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুচ্ছে। টিউনিকটা খুলে রোদে-পোড়া গলাটা কলের নীচে পেতে সজোরে গলা ও মাথাটা ঘসছে। মুখ ধোওয়া শেষ করে সে সের্‌পুখভ্‌স্কির কাছে গেল। একটা ছোট আসনে দু'জন বসে পরম আগ্রহে আলাপ জুড়ে দিল।

সের্‌পুখভ্‌স্কি বলল, "আমার স্ত্রীর কাছে তোমার সব কথা আমি শুনেছি। তার সঙ্গে তো তোমার প্রায়ই দেখা হয়।"

ভ্রন্‌স্কি হেসে জবাব দিল, "তোমার স্ত্রী ভারিয়া-র বন্ধু, আর পিতার্সবুর্গ শহরে তো তারাই একমাত্র মহিলা যাদের দেখলে আমি খুসি হই।" সে

বুঝতে পারল আলোচনাটা কোন্ দিকে মোড় নিচ্ছে, আর তাতেই খুসি হয়ে সে হাসল।

সের্‌পুখভ্‌স্কিও পাল্টা হেসে বলল, "শুধুই তারা?"

কঠোর দৃষ্টিতে অভিযোগটিকে এড়িয়ে গিয়ে ভ্রন্‌স্কি বলল, "তোমার কথাও আমি সব শুনেছি, তবে শুধু তোমার স্ত্রীর কাছ থেকেই নয়। তোমার সাফল্যের খবরে খুসি হয়েছি, কিন্তু মোটেই অবাক হই নি। আরও বেশী কিছু আশা করেছিলাম।"

সের্‌পুখভ্‌স্কি হাসল। স্পষ্টই বোঝা গেল নিজের সম্পর্কে এ রকম কথা শুনতে তার ভালই লাগে, আর সেটা লুকোবার কোন কারণ আছে বলে সে মনে করে না।

"অপর পক্ষে আমি কিন্তু সত্যি বলছি যে আমার আশা আরও কম ছিল। কিন্তু এতে আমি খুসি, প্রচণ্ড খুসি। আমি উচ্চাকাংখী, সেটা আমার দুর্বলতা, আর সে দুর্বলতা আমি স্বীকার করি।"

ভ্রন্‌স্কি বলল, "সাফল্য অর্জন করতে না পারলে হয় তো এ কথা তুমি স্বীকার করতে না।"

আবারও হাসিমুখেই সের্‌পুখভ্‌স্কি বলল, "করতাম বলেই তো মনে করি। সাফল্য না এলে জীবনের কোন মূল্য থাকত না, তা আমি বলি না, তবে ফুর্তিহীন হয়ে যেত। হয় তো আমি ভুল বলছি, কিন্তু আমি মনে করি কাজের কিছু বিশেষ দক্ষতা আমার আছে, এবং আমার হাতে কোন ক্ষমতা এলে পরিচিত অন্য অনেকের চাইতে অনেক বেশী ভালভাবে সেটাকে আমি কাজে লাগাতে পারি।" নিজের সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে সে কথাগুলি বলতে লাগল। "আর সেই কারণেই আমি ক্ষমতার যত কাছে যাই ততই তাকে পছন্দ করি।"

"আমি কিন্তু জোরের সঙ্গেই বলতে চাই যে এটা তোমার পক্ষে সত্য হলেও অন্যের পক্ষে সত্য নাও হতে পারে। একসময় আমিও এই ধারণা পোষণ করতাম, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি যে শুধু সাফল্যের জন্যই মানুষ বাঁচতে পারে না," ভ্রন্‌স্কি বলল।

সের্‌পুখভ্‌স্কি হো-হো করে হেসে বলল, "হ্যাঁ, এবার আসল কথায় এসেছি। আমি তো শুরুতেই বলেছি যে তোমার সব কথা, তোমার পদোন্নতি প্রত্যাখ্যানের কথা, সবই আমি শুনেছি। তোমার কাজকে আমি অবশ্যই সমর্থন করি। কিন্তু একই কাজ করবার নানা রকম পদ্ধতি আছে; আমি মনে করি, প্রত্যাখ্যান করে তুমি ঠিকই করেছ, কিন্তু যে ভাবে করেছ সেটা ঠিক হয় নি।"

"যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে; তুমি তো জান আমি যা করি তার জন্য কখনও অনুশোচনা করি না। আর তাছাড়া, আমার কাছে সব কিছুই উৎকৃষ্ট।"

"আপাতত উৎকৃষ্ট। কিন্তু এ ধরনের জীবন তোমার দীর্ঘকাল ভাল লাগবে না। তোমার ভাইয়ের বেলায় এ কথা বলতাম না—সে সাদাসিধে মানুষ, এই সব এদের মত—ঐ যে, শুরু করে দিয়েছে!" হুর্-রা! ধ্বনি শুনে সে বলে উঠল। "এ লোকটা সুখী, কিন্তু এ কাজ তো তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।"

"পারে তা তো আমি বলি নি।"

"শুধু তাই নয়। তোমার মত লোকের দরকার আছে।"

"কার দরকার?"

"কার দরকার? সমাজের। রাশিয়ার চাই মানুষ, চাই একটা দল; নইলে সব যে রসাতলে যাবে।"

"একটা দল? কমুনিস্টদের বিরুদ্ধে বের্তেনেভ-এর দল?"

"বাঃ!" তাকে কেউ এত বোকা ভাবতে পারে দেখে বিরক্তিতে মুখটা বেঁকিয়ে সের্পুখভ্স্কি বলে উঠল। "এ রকম জিনিস আগেও ছিল, চিরকাল থাকবে। কমুনিস্ট বলে কেউ নেই। কিন্তু ধূর্ত লোকরা সব সময়ই একটা সাংঘাতিক দলকে আবিষ্কার করবেই। ওটা একটা পুরনো চালাকি। না, আমরা চাই তোমার ও আমার মত স্বাধীনচেতা লোকদের নিয়ে গড়া একটা শক্তিশালী দল।"

"তুমি কি বলতে চাও?" ভ্রন্স্কি প্রশ্ন করল; তার পর ক্ষমতাসীন অনেক লোকের নাম করল। "তাদের কেন স্বাধীনচেতা বলা হবে না?"

"কারণ তাদের নিজস্ব সম্পত্তি ও জমিদারি নেই, অন্তত জন্মসূত্রে ছিল না, তোমার আমার মত তারা "সূর্যের কাছাকাছি" থেকে জন্মে নি। টাকা দিয়ে, অনুগ্রহ দেখিয়ে তাদের কেনা যায়। টিকে থাকার জন্য একটা নতুন পথ তাদের বের করতেই হবে। আর তাই তারা এমন কিছু ধারণা বা পথ দেখায় যেটা তারা নিজেরাই বিশ্বাস করে না, আর যা শুধু ক্ষতিই করে। এ সবই সরকারী ব্যয়ে নিজেদের জন্য বাড়ি ও আয়ের একটা ব্যবস্থা করে নেবার উপায় ছাড়া আর কিছুই না। আমি তাদের চাইতে খারাপ হতে পারি, বোকা হতে পারি, কিন্তু আমি তা মনে করি না। আসল কথা হল, তাদের তুলনায় আমার একটা বড় রকমের সুবিধা আছে; আমার মত লোককে পয়সা দিয়ে কেনা শক্ত। আর আগের চাইতেও আজ এ ধরনের লোকেরই বড় বেশী দরকার।"

ভ্রন্স্কি মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি শুনল। সের্পুখভ্স্কির চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও ভাষার সাবলীলতা তার মনে ঈর্ষা জাগাল, যদিও সে ঈর্ষার জন্য সে লজ্জাও বোধ করতে লাগল।

সে বলল, "এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় একটা বড় গুণই যে আমার নেই। আমি ক্ষমতা ভালবাসি না। একসময় ভালবাসতাম, কিন্তু ঐ পর্যন্তই।"

সের্‌পুখভ্‌স্কি হেসে বলল, "ক্ষমা কর ভাই, কথাটা সত্য নয়।"

"না, সত্য, এখন—সত্য," ভ্রন্‌স্কি বলল।

"ওঃ, এখন সত্য ; সেটা আলাদা কথা ; কিন্তু এই 'এখন'টা তো চিরকাল থাকবে না।"

"হয় তো থাকবে না," ভ্রন্‌স্কি জবাব দিল।

সের্‌পুখভ্‌স্কি বলতে লাগল, "তুমি বলছ হয় তো, কিন্তু আমি বলছি নিশ্চয়। এই জন্যই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। তোমার যা করার ছিল তাই করেছ। সেটা আমি বুঝেছি। কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না। আমি শুধু চাই, তুমি আমাকে অবাধ ক্ষমতা দাও। আমি তোমার পৃষ্ঠপোষক হতে চাই না—যদিও কেন চাইব না তা বুঝি না—তুমি তো কতবার আমার পৃষ্ঠ-পোষকতা করেছ! কিন্তু আমি আশা করি, আমাদের বন্ধুত্ব এ সব কিছুর উর্ধ্বে।" হ্যাঁ, নারীর মত নরম হাসি হেসে সে বলল। "আমাকে অবাধ অধিকার দাও, তোমার রেজিমেণ্ট ছেড়ে দাও, সকলের অজান্তে আমি তোমাকে টেনে তুলব।"

ভ্রন্‌স্কি বলে উঠল, "কিন্তু তুমি কেন বুঝতে পারছ না যে আমি কিছুই চাই না? যা যেমন আছে তাই থাক, এর বেশী কিছু চাই না।"

সের্‌পুখভ্‌স্কি উঠে তার সামনে দাঁড়াল।

"তুমি বলছ, যা যেমন আছে তাই থাক, তার বেশী কিছু না। তার কি অর্থ তা আমি জানি। কিন্তু শোন ; আমাদের এক বয়স হলেও হয়তো আমার চাইতে বেশী স্ত্রীলোককে তুমি জেনেছ। কিন্তু আমি বিবাহিত ; বিশ্বাস কর, মাত্র একটি নারীকে যদি জানতে পার (এটা অন্য একজনের কথা) আর সে নারী যদি তোমার স্ত্রী হয় যাকে তুমি ভালবাস, তাহলে হাজার নারীকে জানার চাইতেও তুমি নারী চরিত্রকে বেশী ভালভাবে জানতে পারবে।"

তাদের দু'জনকে কর্ণেলের কাছে ডেকে নিয়ে যাবার জন্য একজন অফিসার দরজা দিয়ে উঁকি দিলে ভ্রন্‌স্কি বলল, "আমরা এক মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।"

ভ্রন্‌স্কি এখন সের্‌পুখভ্‌স্কির সব কথা শুনতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

"তাহলে এই হল আমার মত। পুরুষের কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের পথে নারী হচ্ছে প্রধান বাধা। প্রেমে পড়লে কোন কাজ সমাধা করা বড়ই কঠিন। ভালবাসাকে বাধার বদলে অনুকূল অবস্থায় আনবার একটিমাত্র উপায় আছে ; বিবাহ। কি ভাবে···ঠিক কি ভাবে গুছিয়ে বলব?" সের্‌পুখভ্‌স্কি ভাষার অলংকার ব্যবহারের খুব পক্ষপাতী। "দাঁড়াও···দাঁড়াও···হ্যাঁ, হয়েছে! একটা বোঝা বইবে অথচ তোমার হাত দুটো খালি থাকবে, তার একটিই উপায় আছে—বোঝাটাকে কাঁধে তুলে নেওয়া। সেটাই বিয়ে। বিয়ে করবার

পরে আমি তো তাই বুঝেছি। হঠাৎ যেন আমার হাত দুটো মুক্তি পেল। কিন্তু বিয়ে না করে সে বোঝাটি বইতে চেষ্টা করে দেখ! তোমার দুটো হাত এতই ভরা থাকবে যে আর কিছুই করতে পারবে না। মাজাংকভ, ক্রুপভ্‌ক, এদের দিকে তাকিয়ে দেখ। নারীরাই তাদের জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে।"

"উঃ, কিন্তু সে কোন্ নারী!" ঐ দুটি ভদ্রলোক যে সব বাজে ফরাসী মেয়ে মানুষ ও অভিনেত্রীর প্রতি আসক্ত হয়েছিল তাদের কথা মনে করে ভ্রন্‌স্কি বলল।

"তবু তো রক্ষে! সমাজে যে নারীর আসন যত উঁচুতে পুরুষের পক্ষে সে ততই খারাপ। সেক্ষেত্রে শুধু বোঝা বওয়া নয়, অন্য পুরুষের হাত থেকে বোঝা ছিনিয়ে নেওয়াও।"

আকাশের দিকে তাকিয়ে আন্নার কথা মনে করে ভ্রন্‌স্কি নরম গলায় বলল, "তুমি কখনও প্রেমে পড় নি।"

"তা হতে পারে। কিন্তু আমি যা বললাম তা মনে রেখো। আর এ কথাটাও মনে রেখো: নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক বস্তুবাদী। ভালবাসা থেকে পুরুষ অনেক বড় জিনিস তৈরি করতে পারে, কিন্তু নারীর চোখ সব সময় মাটির দিকে। যাচ্ছি, যাচ্ছি!" একটি চাকর ঘরে ঢোকায় সে বলে উঠল। কিন্তু চাকরটি তাদের ডাকতে আসে নি। সে এসেছে ভ্রন্‌স্কিকে একটা চিঠি দিতে।

"একটি লোক প্রিন্সেস বেৎসি ত্বেরাস্কায়ার কাছ থেকে এটি নিয়ে এসেছে।"

খামটা খুলেই ভ্রন্‌স্কির মুখখানা লাল হয়ে উঠল।

"বড় মাথা ধরেছে। আমি বাড়ি চললাম," সে সের্‌পুখভ্‌স্কিকে বলল।

"আচ্ছা, তাহলে বিদায়। আমাকে অবাধ ক্ষমতা দিলে তো?"

"এ বিষয়ে পরে কথা হবে। তুমি তো পিতার্সবুর্গেই আছ; আমি তোমাকে খুঁজে নেব।"

॥ ২২ ॥

প্রায় ছ'টা বাজে। যাতে দেরি না হয় এবং সকলেই চেনে বলে নিজের ঘোড়াগুলোর সাহায্য না নিতে হয়, সেইজন্য ভ্রন্‌স্কি ইয়াশ্‌ভিন-এর ভাড়াটে গাড়িটাতে চেপে কোচয়ানকে যত দ্রুত সম্ভব গাড়ি হাঁকাতে বলল। চার আসনবিশিষ্ট পুরনো গাড়িটা বেশ বড়; একটা কোণে বসে সামনের আসনে পা তুলে দিয়ে নিজের চিন্তায় ডুবে গেল।

নিজের কাজকর্মের মধ্যে একটা শৃংখলা ফিরিয়ে আনার অস্পষ্ট

ধারণা, সের্‌পুখভ্‌স্কির বন্ধুত্ব ও তার মুখে নিজের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ, আর সর্বোপরি এই মিলনের প্রত্যাশা—সব কিছু মিলে তার অন্তরটাকে জীবনের আনন্দে ভরে তুলেছে। এই অনুভূতিটা এতই তীব্র যে সে হাসতে লাগল।

চমৎকার! সব কিছুই চমৎকার! সে নিজের মনেই বলে উঠল। শেষ আগস্টের ঠাণ্ডা তাজা বাতাস তাকে উজ্জীবিত করে তুলল; ঠাণ্ডা জল লেগে মুখে ও গলায় যে রকম হুল ফোটানের মত অস্বস্তি হচ্ছিল সেটাও কেটে যেতে লাগল। গাড়ির জানালা দিয়ে যা কিছু সে দেখতে পেল, ঠাণ্ডা তাজা বাতাসে, সূর্যাস্তের ম্লান আলোয় সব কিছুই তার নিজের মতই তাজা ও আনন্দদায়ক বলে মনে হতে লাগল: অস্তসূর্যের আলোয় ঝলমল বাড়ির ছাদ, বেড়ার কোণ ও বাড়ির মোড়, চলমান মানুষজন ও যানবাহনের মূর্তি, গাছ ও ঘাস পাতার নিশ্চল সবুজের আভা, চাষ-দেওয়া আলুর ক্ষেত, বাড়িঘর, গাছপালা, এমন কি আলুর ক্ষেতের হেলে-পড়া ছায়াগুলি পর্যন্ত। সব কিছুই সদ্যসমাপ্ত বার্নিশকরা একখানি মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যপট যেন।

"চাবুক চালাও, চাবুক চালাও!" জানালা দিয়ে মাথটা বের করে পকেট থেকে একখানি তিন রুবলের নোট বের করে কোচয়ানকে দেখিয়ে সে বলল। লণ্ঠনের আলোয় হাতের মধ্যে সেটাকে ধরে কোচয়ান চাবুক চালাল, আর মসৃণ বড় রাস্তার বুক চিরে গাড়িটা সবেগে লাফিয়ে চলতে লাগল।

সর্বশেষ দেখা আন্নার মুখখানি মনে মনে কল্পনা করে সে বলতে লাগল, এই সুখটুকু ছাড়া আর কিছুই আমি চাই না, কিছুই না। তাকে যত দেখছি, ততই আরও বেশী ভালবাসছি। আঃ এই তো ভ্রিদির বাগান। সে কোথায় আছে? কোথায়? কেমন করে তাকে খুঁজে পাব? সে কেন এই জায়গাটাই বেছে নিল, আর বেৎসির চিঠির উপরেই বা আমাকে লিখল কেন? ফটকে পৌছবার আগেই সে গাড়িটা ছেড়ে দিল, দরজা খুলে গাড়িটা থামবার আগেই লাফিয়ে নেমে পড়ল এবং সারিবদ্ধ গাছের ভিতর দিয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পথে কেউ ছিল না, কিন্তু ডান দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই আন্নাকে দেখতে পেল। তার মুখ গুণ্ঠণে ঢাকা; কিন্তু তার বিশেষ চলার ভঙ্গী, নেমে-আসা কাঁধ, বিশেষভাবে মাথায় রাখা হাত—সব কিছু চোখে পড়তেই তার সারা শরীর যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া লেগে শিউরে উঠল।

আন্না এগিয়ে এসে তার হাতটা চেপে ধরল।

"ডেকে পাঠিয়েছি বলে কি তুমি আমার উপর বিরক্ত হয়েছ? তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে," আন্না বলল। সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ঠণের ভিতর দিয়ে তার দৃঢ়বদ্ধ দুটি ঠোঁট দেখেই ভ্রন্‌স্কির মনের ভাব বদলে গেল।

"বিরক্ত? কিন্তু তুমি এখানে এসেছ কেন, আর এখানে এলেই বা কেমন করে?"

ভ্রন্‌স্কির হাতে হাত রেখে আন্না বলল, "সেটা বড় কথা নয়। এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

ভ্রন্‌স্কি বুঝতে পারল, একটা কিছু ঘটেছে, আর তাদের এই সাক্ষাৎ সুখের হবে না। আন্নার মুখোমুখি হলে তার নিজের ইচ্ছা বলে কিছু থাকে না; তার ভয়ের কারণ জানবার আগেই সে ভয় তাকেও পেয়ে বসেছে।

নিজের বগলের মধ্যে আন্নার হাতটা চেপে ধরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি বলল, "কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

আন্না নীরবে কয়েক পা হেঁটে সাহস সঞ্চয় করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঘন ঘন শ্বাস টানতে টানতে বলতে লাগল, "কাল তোমাকে বলি নি, বাড়ি ফিরবার পথে আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচকে আমি সব কথা খুলে বলেছি···বলেছি যে আর আমি তার স্ত্রী হয়ে থাকতে পারছি না···বলেছি··· এক কথায়, সবই বলেছি।"

সে মন দিয়ে শুনল। যেন আন্নার বুকের বোঝা কিছুটা হাল্কা করতেই সে তার উপর ঝুঁকে দাঁড়াল। কিন্তু আন্নার কথা শেষ হতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল, তার মুখে ফুটে উঠল একটা গর্বিত গম্ভীর দৃষ্টি।

বলল, "ভালই করেছ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হাজার গুণ ভাল করেছ, যদিও আমি জানি সব কথা বলতে তোমার কী কষ্টই না হয়েছে।"

আন্না মন দিয়ে তার কথাগুলি শুনল; মুখের ভাব দেখে তার মনের কথা পড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু প্রথমেই ভ্রন্‌স্কির মনে হল, দ্বৈতযুদ্ধ এবার অনিবার্য। দ্বৈতযুদ্ধের কথা আন্নার মনেই আসে নি, তাই ভ্রন্‌স্কির মুখের দ্রুত পরিবর্তনশীল কঠোরতার অন্য কারণ সে অনুমান করে নিল।

স্বামীর কাছ থেকে চিঠি পাবার পরেই সে মনে মনে বুঝতে পেরেছে যে অবস্থা যেমন ছিল তেমনই থাকবে, সামাজিক মর্যাদাকে ত্যাগ করে, ছেলেকে ছেড়ে, প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার সাহস তার হবে না। সকালটা বেৎসির ওখানে কাটাবার ফলেও সেই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে। তবু ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে এই সাক্ষাতের উপর সে অনেক ভরসা করেছিল। আশা করেছিল, এই সাক্ষাৎ তার অবস্থাটা বদলে দেবে, তাকে উদ্ধার করবে। সব কিছু শুনে ভ্রন্‌স্কি যদি মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না করে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "সব কিছু ছেড়ে আমার কাছে চলে এস," তাহলে সে ছেলেকে ছেড়ে তার কাছেই চলে যাবে। কিন্তু খবরটা শুনবার পরে ভ্রন্‌স্কির দিক থেকে আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া হল না: যেন অপমানিত হয়েছে এমনভাবেই সে জবাব দিল।

আন্না অধৈর্য হয়ে বলল, "আমার পক্ষে মোটেই কষ্টকর হয় নি। কথাগুলি আপনা থেকেই এসে গিয়েছিল। আর···এই দেখ—" সে দস্তানার ভিতর থেকে স্বামীর চিঠিটা বের করল।

ভ্রন্‌স্কি চিঠিটা নিল, কিন্তু পড়ল না; তাকে সান্ত্বনা দেবার আগ্রহে বলল,

"আমি বুঝি, আমি বুঝি। আমার একমাত্র কামনা, আমার একমাত্র প্রার্থনা, তুমি সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেল, তোমার সুখের জন্য আমার জীবনটাকে উৎসর্গ করতে দাও।"

আন্না বলল, "সে কথা তোমাকে বলতে হবে কেন? সে বিষয়ে আমার কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে? যদি সন্দেহই করতাম—"

"ওখানে কে?" দুটি মহিলাকে তাদের দিকে আসতে দেখে ভ্রন্‌স্কি হঠাৎ বলে উঠল। "ওরা হয় তো আমাদের চিনে ফেলবে," বলেই সে অতি দ্রুত আন্নাকে একটা পাশের গলিতে টেনে নিয়ে গেল।

"আমি পরোয়া করি না," আন্না বলল। তার ঠোঁট কাঁপছে। ভ্রন্‌স্কির মনে হল, গুণ্ঠনের আড়ালে তার দুটি চোখে আশ্চর্য এক বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে। "আমি বলছি ও কথা একেবারেই অবান্তর, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কি লিখেছে দেখ। চিঠিটা পড়।" আন্না চুপ করল।

স্বামীর সঙ্গে আন্নার বিচ্ছেদের কথা সে যখন প্রথম শুনেছিল তখনকার মতই এখনও চিঠিটা পড়বার পরে অপমানিত স্বামীটি সম্পর্কে তার নিজের মনোভাব কি হবে সেই চিন্তাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। চিঠিটা হাতে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে এই কথাই তার মনে হল যে, আজ হোক কাল হোক একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ডাক তার কাছে আসবেই, একটা দ্বৈতযুদ্ধ হবেই, আর সে প্রথমেই একটা ফাঁকা আওয়াজ করে অপমানিত স্বামীটির হাতের গুলির জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। প্রায় একই সঙ্গে সের্পুখভ্‌স্কির কথাগুলি তার মনের মধ্যে ঝল্‌সে উঠল—সে যেন কারও সঙ্গে নিজেকে বেঁধে না ফেলে—আর সে এও বুঝল যে এ কথাগুলি আন্নাকে বলা চলে না।

চিঠি পড়া শেষ করে সে যখন চোখ তুলে আন্নার দিকে তাকাল, তখন তার দৃষ্টিতে স্থিরসিদ্ধান্তের কোন ছাপ ছিল না। আন্নাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল যে এ সব কিছু সে আগেই ভেবেছে। সে বুঝল, মুখে যাই বলুক, ভ্রন্‌স্কি তার সমস্ত চিন্তাটা প্রকাশ করে বলবে না। সে আরও বুঝল, তার শেষ আশাটিও মিলিয়ে গেল। এটা অন্তত সে চায় নি।

কাঁপা গলায় সে বলল, "সে যে কী ধরনের মানুষ তা কি তুমি বুঝতে পারছ না? সে—"

ভ্রন্‌স্কি বাধা দিয়ে বলল, "মাফ কর, কিন্তু এতে আমি খুসিই হয়েছি। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বলতে দাও। আমি খুসি হয়েছি, কারণ তিনি যে প্রস্তাব করেছেন সে ভাবে সব কিছু চলতে পারে না।"

"কেন পারে না?" চোখের জল চেপে আন্না জানতে চাইল। ভ্রন্‌স্কির কথার উপর কোন গুরুত্বই সে দিল না। সে বুঝল, তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।

ভ্রন্‌স্কি বলতে চেয়েছিল যে এভাবে সব কিছু চলতে পারে না, কারণ

একটা দ্বৈতযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে বলল সম্পূর্ণ আলাদা কথা।

"এ ভাবে চলতে পারে না। আশা করি এবার তুমি তাকে ছেড়ে আসবে। আশা করি—" সে বেশ বিব্রত ও লজ্জিত বোধ করতে লাগাল "—তুমি আমাকে আমাদের জীবন সম্পর্কে ভাবতে দেবে, এখনই একটা পরিকল্পনা করতে দেবে। আগামী কাল—"

আন্না তাকে কথাটা শেষ করতে দিল না।

চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আর আমার ছেলে? দেখতে পাচ্ছনা সে কি লিখেছে? ছেলেকেও ছেড়ে আসতে হবে। আমি তা পারি না, পারতে চাই না।"

"কিন্তু আন্না, ঈশ্বরের দোহাই, কোন্‌টা ভাল? ছেলেকে ছেড়ে আসা, না এই অসম্মানের মধ্যে বেঁচে থাকা?"

"কার অসম্মান?"

"প্রত্যেকের, কিন্তু সব চাইতে বেশী তোমার।"

"অসম্মানের কথা বলছ। তা বলো না। আমার কাছে কথাটার কোন অর্থ নেই," আন্না বলল; তার স্বর তখনও কাঁপছে। একটিও মিথ্যা কথা সে বলতে চায় না। ভ্রন্‌স্কির ভালবাসা ছাড়া এখন তো আর কিছুই তার নেই। সে তাকে ভালবাসতেই চায়। "তোমাকে বুঝতে হবে, যেদিন থেকে তোমাকে ভালবেসেছি, সেই দিনই সব কিছু বদলে গেছে। শুধু একটি বস্তুই আমার আছে···শুধুই একটি ··তোমার ভালবাসা! সে ভালবাসা পেলে আমি নিজেকে এত উন্নত বোধ করি, এত নিশ্চিন্ত বোধ করি যে কোন কিছুই আমাকে ছোট করতে পারে না। আমার অবস্থা নিয়ে আমি গর্বিত, কারণ ···আমার গর্ব এই···গর্ব···" কি নিয়ে যে তার গর্ব তা সে বলল না। লজ্জা ও হতাশার কান্নায় তার গলা আটকে গেল। সে চুপচাপ বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ভ্রন্‌স্কিরও মনে হল তার গলার মধ্যে কি যেন আটকে আছে, নাকের মধ্যে কিসে যেন হুল ফোটাচ্ছে; জীবনে এই প্রথম প্রায় কেঁদে ফেলবার মত অবস্থা তার হল। কেন এ রকম হল তা সে বলতে পারে না; আন্নার জন্য সে দুঃখিত; সে জানে, তার জন্য কিছুই সে করতে পারবে না, আবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানে যে আন্নার এই দুঃখের জন্য সেই দায়ী, সেই অন্যায় করেছে।

ভীরু গলায় সে প্রশ্ন করল, "বিবাহ-বিচ্ছেদ কি সম্ভব নয়?" আন্না কোন জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল। "তুমি কি তাকে ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে আসতে পার না?"

"পারি, কিন্তু সবই তো তার উপর নির্ভর করছে। এখনই তার কাছে

যাব।” ঠাণ্ডা গলায় আন্না বলল। সবই যে আগের মতই চলবে তার সেই আশংকা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয় নি।

“মঙ্গলবার আমি পিতার্সবুর্গ-এ যাব; সেখানেই সব কিছু স্থির হবে।”

আন্না বলল, “হ্যাঁ। কিন্তু এ সম্পর্কে আর কোন কথা নয়।”

গাড়িটা ছেড়ে দেবার সময় আন্না কোচয়ানকে অনুরোধ করেছিল, আবার যেন সে তাকে তুলে নেয়। গাড়িটা এসে গেছে। বিদায় জানিয়ে আন্না বাড়ি চলে গেল।

॥ ২৩ ॥

২রা জুনের কমিশনের নিয়মিত অধিবেশন বসল সোমবার। কারেনিন ঘরে ঢুকে যথারীতি সদস্যবৃন্দ ও চেয়ারম্যানকে অভিবাদন জানিয়ে আসনে বসে তার সামনে রাখা কাগজপত্রের উপর হাত রাখল। তার বক্তৃতার কিছু তথ্য ও একটা খসড়া এই সব কাগজপত্রের মধ্যে ছিল। তথ্যাদির কোন প্রয়োজনই নেই; সব কিছুই মনের মধ্যে তৈরি হয়ে আছে; এমন কি বক্তব্যটাকে মনে মনে একবার আউড়ে নেবারও কোন দরকার নেই। সে জানে, যথাসময়ে সে যখন বিরুদ্ধ পক্ষের মুখোমুখি দাঁড়াবে, তখন কোন রকম পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই কথাগুলি স্বতস্ফূর্তভাবে তার মুখ থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসবে। সে জানে, তার কথার গুরুত্ব এত বেশী যে তার প্রতিটি শব্দকেই গভীরভাবে অর্থবহ হতে হবে। ইতিমধ্যে সে যখন একটা সাধারণ প্রতিবেদন শুনছিল তখন তাকে দেখাচ্ছিল একেবারেই নিরীহ ও সাদাসিধে। ফুলে-ওঠা শিরা-উপশিরায় ভর্তি দু'খানি সাদা হাত, সামনেকার সাদা কাগজগুলোর উপর টোকা দিতে থাকা লম্বা আঙুল, আর একান্ত ক্লান্তিতে অবনত মাথাটি দেখে এখন কেউ ধারণাই করতে পারবে না যে কিছু-ক্ষণের মধ্যেই অনর্গল বাক্যস্রোত তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসে একটা ভয়ংকর ঝড় তুলবে, সদস্যরা চীৎকার করে একে অন্যের কথাকে ডুবিয়ে দেবে, আর চেয়ারম্যান অনবরত হাতুড়ি ঠুকতে থাকবে। প্রতিবেদন শেষ হয়ে গেলে কারেনিন তার সরু শান্ত গলায় জানাল যে, ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির অবস্থা সম্পর্কে সে সভাস্থ সকলকে তার মতামত জানাতে ইচ্ছুক। সকলেরই মনো-যোগ তার উপর পড়ল। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে, প্রতিপক্ষের দিকে না তাকিয়ে (সব সময়ই সামনে উপবিষ্ট একটি লোককে বেছে নিয়ে সে তার উপরই চোখ রাখে; এ ক্ষেত্রে এমন একটি শান্ত ছোটখাট বুড়ো মানুষকে সে বেছে নিয়েছে যে কখনও কোন অধিবেশনে মুখ খোলে না) সে বক্তৃতা শুরু করল। যেই সে মৌলিক ও মুখ্য আইনের কথায় এল, অমনি তার প্রতিপক্ষ লাফিয়ে উঠে প্রতিবাদ জানাল। স্ত্রেমভ্‌ও কমিশনের একজন সদস্য এবং

কারেনিনের আক্রমণের লক্ষ্য ; কাজেই সেও পাল্টা আঘাত হানতে চেষ্টা করল ; ফলে সভায় হৈ-হট্টগোল শুরু হল ; কিন্তু কারেনিনেরই জয় হল, তার প্রস্তাবটি গৃহীত হল ; তিনটি নতুন কমিশন গঠিত হল ; এবং পরদিন পিতার্সবুর্গের একটি বিশেষ মহলে এই অধিবেশনই হল আলোচনার একমাত্র বিষয়। কারেনিনের জয় হল প্রত্যাশারও বেশী।

পরদিন মঙ্গলবার ঘুম ভাঙতেই তার সাফল্যের কথাই তার মনে পড়ল ; উদাসীন থাকবার চেষ্টা সত্ত্বেও তার মুখে হাসি দেখা দিল। এমন সময় আপিসের তত্ত্বাবধায়ক এসে তাকে খোসামোদ করবার আশায় কমিশনের যে সব বিবরণ তার কানে এসেছে সেগুলি বলতে লাগল।

লোকটির সঙ্গে কাজকর্মের কথায় কারেনিন এতই ডুবে গেল যে সে একে-বারেই ভুলে গেল—আজই সেই মঙ্গলবার যেদিন সে আন্নাকে শহরে আসতে বলেছে ; কাজেই পরিচারক এসে যখন আন্নার আসার কথা জানাল তখন সে যেমন বিস্মিত হল তেমনই মনে একটা অপ্রীতিকর আঘাত পেল।

আন্না পিতার্সবুর্গে ফিরেছিল ভোর সকালে। তার টেলিগ্রাম অনুসারে তার জন্য গাড়িও পাঠানো হয়েছিল, কাজেই তার আসার জন্য স্বামীর তো অপেক্ষা করারই কথা। কিন্তু সে যখন এসে পৌছল তখন স্বামীকে দেখতে পেল না। তাকে বলা হল, সে তখনও পড়ার ঘর থেকে বের হয় নি, সেখানেই আপিসের তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে কাজে ব্যস্ত আছে।

সে যে এসেছে সে-সংবাদ স্বামীকে পাঠিয়ে আন্না তার শোবার ঘরে গিয়ে জিনিসপত্র বাক্স থেকে খুলে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু এক ঘণ্টা হয়ে গেল, তবু সে এল না। কাজের মেয়েটিকে কিছু নির্দেশ দেবার অজুহাতে সে খাবার ঘরে গেল এবং ইচ্ছা করেই গলা চড়িয়ে কথা বলতে লাগল যাতে তার গলা শুনে স্বামী সেখানে আসে ; কিন্তু সেখানেও সে এল না, যদিও আন্না শুনতে পেল স্বামী পড়ার ঘরের দরজা খুলে তত্ত্বাবধায়ককে বিদায় করে দিল। সে জানত, নিয়মমত তার স্বামী এখনই আপিসে চলে যাবে ; তাই সে চাইল, স্বামী বেরিয়ে যাবার আগেই সব কথা বলে তাদের সম্পর্কটাকে পরিষ্কার করে ফেলবে।

বড় বসবার ঘরটা পেরিয়ে সে দৃঢ়চিত্তে পড়ার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখল, স্বামী ইউনিফর্ম পরেই আছে, যেন এখনই বেরিয়ে যাবে। ছোট টেবিলটার পাশে বসে কনুইতে ভর দিয়ে একদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। স্বামী তাকে দেখবার আগেই আন্না স্বামীকে দেখল। তার মনে হল, স্বামী তার কথাই ভাবছে।

আন্নাকে দেখেই স্বামী উঠতে গিয়েও ইচ্ছাটা পাল্টে ফেলল ; হঠাৎ তার মুখটা লাল হয়ে উঠল ; আন্না আগে কখনও এ রকমটা ঘটতে দেখে নি ; তাড়াতাড়ি উঠে সে আন্নার কাছে এগিয়ে গেল, কিন্তু তার চোখের দিকে

না তাকিয়ে তাকাল উপরের দিকে, কপাল ও চুলের দিকে। এগিয়ে গিয়ে সে আন্নার হাত ধরে তাকে বসতে বলল।

নিজেও তার পাশে বসে বলল, "তুমি আসাতে খুব খুসি হয়েছি।" আরও অনেক কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও কোন কথাই মুখে এল না। অনেকবারই কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। এই সাক্ষাৎকারের জন্ত আন্না অনেক কষ্টে নিজেকে তৈরি করতে চেষ্টা করেছে, নিজেকে শিখিয়েছে তাকে ঘৃণা করতে, নিন্দা করতে, কিন্তু এখন এখানে হাজির হয়ে তার মুখে কোন কথাই যোগাল না, উপরন্তু স্বামীর জন্য তার দুঃখ হতে লাগল। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ দু'জনই চুপ করে রইল।

অবশেষে কারেনিনই কথা বলল, "সের্গেই ভাল আছে তো?" কোন উত্তরের জন্ত অপেক্ষা না করেই আবার বলল, "আজ আমি বাড়িতে খাব না, আর এখনই আমাকে যেতে হবে।"

"আমি মস্কো যাবার কথাই ভেবেছিলাম," আন্না বলল।

কারেনিন বলল, "তার বদলে এখানে এসেই ভাল করেছ, খুব ভাল করেছ।" আবার চুপচাপ।

আন্না যখন দেখল যে স্বামী কথাটা শুরু করতে পারছে না, তখন সেই শুরু করল।

স্বামীর স্থির দৃষ্টি থেকে চোখ না সরিয়ে তার দিকে তাকিয়েই সে বলল, "আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ, আমি একটা নষ্ট মেয়ে মানুষ, আমি একটা দুষ্ট মেয়ে মানুষ, কিন্তু তখন আমি যা ছিলাম এখনও তাই আছি, আর সে কথা তোমাকে বলেওছি; আর এখানে এসেছি তোমাকে এই কথাটাই বলতে যে এমন কিছু নেই যা আমি বদলাতে পারি।"

স্বামী হঠাৎই অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তার মুখের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, "সে কথা তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নি। সে তো আমি ভালভাবেই জানি।" ক্রোধের তীব্রতা তাকে শক্তিমান করে তুলেছে। "কিন্তু তোমাকে তখনও বলেছি, চিঠিতেও জানিয়েছি, এবং এখন আবার বলছি, এ কথা শুনতে আমি বাধ্য নই। এটাকে আমি উপেক্ষাই করি। সব স্ত্রী তো আর এত ভাল নয় যে তোমার মত তাড়াতাড়ি এসে তাদের স্বামীকে এই সুখের সংবাদগুলো শোনাবে।" "সুখের" কথাটার উপর সে বিশেষ জোর দিল। "যতদিন পর্যন্ত লোকে এ কথা না জানবে এবং আমার নামে কলংক না লাগবে ততদিন আমি এ সব কিছু উপেক্ষা করেই চলব। এই কারণেই আমি তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছি যে আমাদের সম্পর্ক আগেকার মতই চলতে থাকবে, এবং একমাত্র তুমি যদি নিজেকে সন্দেহভাজন করে তোল তবেই আমি আমার মর্যাদা রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।"

সভয়ে তার দিকে তাকিয়ে আন্না ভীরু গলায় বলল, "কিন্তু আমাদের সম্পর্ক তো আগের মত থাকতে পারে না।"

পুনরায় স্বামীর শান্ত ভঙ্গী দেখে এবং তার কর্কশ, ছেলেমানুষী, ঘৃণাভরা কণ্ঠস্বর শুনে আন্নার মনে করুণার বদলে বিতৃষ্ণা জেগে উঠল; তাকে ভয় করলেও যে কোন মূল্যে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া করতেই সে চাইল।

"আমি তোমার স্ত্রী হতে পারি না, কারণ আমি—" সে শুরু করল।

কারেনিন একটা নিরুত্তাপ বিদ্বেষের হাসি হেসে উঠল।

"যে জীবন তুমি বেছে নিয়েছ তার ফলে তোমার বুদ্ধিতেও টান ধরেছে। যথেষ্ট শ্রদ্ধা অথবা ঘৃণা—অথবা দুইই আমার মধ্যে আছে: শ্রদ্ধা তোমার অতীতকে, আর ঘৃণা তোমার বর্তমানকে—আর তা আছে বলেই কোন কথা আমি বলতে চাই না।"

আন্না দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নীচু করল।

"কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, তোমার মত একজন মুক্ত জেনানা," তার কথার তাপ ক্রমেই বাড়তে লাগল, "যে নিজের বিশ্বাসহীনতার কথা প্রকাশ্যে তার স্বামীকে বলবার মত হিম্মৎ রাখে এবং তার মধ্যে দোষের কিছু দেখতে পায় না, সে কেমন করে একই সঙ্গে স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন করাটাকে দূষণীয় বলে মনে করে।"

"আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ! আমার কাছে তুমি কি চাও?"

"আমি চাই, আমার বাড়িতে সেই লোকটার সঙ্গে যেন আমার দেখা না হয়, আর তোমার আচার-আচরণও এমন হবে যাতে আমাদের বন্ধুবান্ধব অথবা চাকররা তোমাকে সন্দেহ করবার কোন কারণ খুঁজে না পায়···তুমি তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেবে। আশা করি, খুব বেশী কিছু আমি চাইছি না। তার বিনিময়ে স্ত্রীর কর্তব্য না করেও স্ত্রীর সব সুযোগ-সুবিধা তুমি ভোগ করবে। এই আমার সব কথা। আমার যাবার সময় হয়ে গেছে। খাবার সময় বাড়িতে আসছি না।"

সে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আন্নাও উঠে দাঁড়াল। কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে কারেনিন স্ত্রীর জন্য দরজাটা খুলে ধরল।

॥ ২৪ ॥

যে রাতটা লেভিন খড়ের গাদায় কাটিয়েছিল তার ছাপ পড়ল তার মনের উপর; খামারের কাজে তার অরুচি জন্মাল, সব আগ্রহ চলে গেল। ফসল খুব ভাল হলেও তার মনে হল যে এতবড় দুর্ভাগ্য ও মজুরদের সঙ্গে সম্পর্কের এতখানি অবনতির অভিজ্ঞতা আগে কখনও তার হয় নি; আর এই মন্দ

ভাগ্য ও বিরূপ সম্পর্কের কারণও তার কাছে খুব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ল। এই কাজের মধ্যে যে আনন্দ সে পেত, এই কাজের ফলে চাষীদের সঙ্গে তার যে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল, চাষীদের প্রতি, তাদের জীবনযাত্রার প্রতি যে আকর্ষণ সে অনুভব করত, তাদের জীবনযাত্রাকে গ্রহণ করবার যে বাসনা তার মনে জাগত, যে বাসনা সেই রাতে স্বপ্নের স্তর থেকে অভিপ্রায়ের স্তরে নেমে এসেছিল—এই সব কিছু মিলে জমিদারি পরিচালনার ব্যাপারে তার মনোভাবকে এত বেশী বদলে দিয়েছিল যে এ সব কাজে সে আর আগের মত আগ্রহী হয়ে উঠতে পারছে না এবং তার ও মজুরদের মধ্যে একটা মূলগত বিরোধকেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এখন সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, যে ভাবে সে খামার পরিচালনা করছে সেটা তার নিজের ও মজুরদের মধ্যে একটা নিষ্ঠুর সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই সংগ্রামে এক পক্ষে, অর্থাৎ তার পক্ষে, রয়েছে সে যা ভাল মনে করছে সেই ভাবে সব কিছুকে নতুন করে গড়ে তুলবার একটা অবিরাম তীব্র প্রচেষ্টা, আর অন্য পক্ষে রয়েছে স্বাভাবিক অবস্থার কাছে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। সে আরও দেখতে পাচ্ছে যে সেই সংগ্রামে তার দিক থেকে প্রচণ্ড চেষ্টা এবং অপর দিক থেকে চেষ্টার একান্ত অভাব, এমন কি ইচ্ছারও অভাবের ফলে কোন রকম অগ্রগতিই সম্ভব হচ্ছে না, এবং উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি, গরু-মোষ ও জমি সব কিছুই বৃথা নষ্ট হচ্ছে। সব চাইতে বড় কথা, সে আজ বুঝতে পেরেছে, শুধু যে তার সব শক্তির বৃথা অপচয় ঘটছে তাই নয়, যে উদ্দেশ্যে সে শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে সেটা একান্তই নীচ। আসলে এই সংগ্রামের মূল কথাটি কি? প্রতিটি কোপেকের জন্য তাকে লড়াই করতে হচ্ছে (তা না করে তার উপায় নেই, কারণ সে চেষ্টায় একটু ঢিল দিলেই তার ফলে মজুরদের দেবার মত পয়সাও তার জুটবে না), আর তারা লড়াই করছে আগের অভ্যাসমতই আরামে, অনায়াসে কাজ করতে। নিজের স্বার্থের তাগিদে সে চায়, প্রতিটি মজুর সাধ্যমত পরিশ্রম করুক, নিজের কাজে মনোযোগ দিক, একটা যন্ত্রও যাতে না ভাঙে সে জন্য যত্নবান হোক; আর অপর দিকে চাষীরা কাজ করতে চায় আরাম করে, বিশ্রাম করে। এই গ্রীষ্মকালে লেভিন প্রতিপদক্ষেপে এটা লক্ষ্য করেছে। ...তারা যে লেভিনের, বা তার সম্পত্তির ক্ষতি করতে চায় বলে এ সব করে তা নয়; সে জানে যে চাষীরা তার প্রতি অনুরক্ত, তারা তাকে "ছোট ভদ্রলোক" (এটাই তাদের মুখে সব চাইতে বড় প্রশংসার কথা) বলে ডাকে; তারা এভাবে চলে তার কারণ তারা কাজ করতে চায় হাল্কাভাবে, বিনা যত্নে; তাছাড়া তার স্বার্থ যে তাদের কাছে অপরিচিত ও দুর্বোধ্য তাই নয়, সেটা তাদের স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক। সে বুঝতে পেরেছে যে তার জাহাজে ফুঁটো হয়েছে, কিন্তু তার কারণ সে খুঁজে দেখে নি; হয় তো ইচ্ছা করেই সে নিজেকে ঠকিয়েছে। কিন্তু আর সে নিজেকে ঠকাতে পারছে না। আর

তাই জমিদারি পরিচালনা তাকে আর মোটেই টানছে না, বরং ঠিক উল্টো-টিই হয়েছে ; কাজেই সে কাজে আর সে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারছে না।

আর ঠিক এই সময়ই তার কাছ থেকে মাত্র বিশ মাইল দূরে কিটি সের্বাৎস্কির উপস্থিতি তাকে কষ্ট দিচ্ছে ; সে তাকে দেখতে চাইছে, কিন্তু সাহস হচ্ছে না। ডলির সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তখন সে তাকে যেতে বলেছিল : বোনের কাছে নতুন করে বিয়ের প্রস্তাব করতে তাকে আসতে বলেছিল ; আশ্বাস দিয়েছিল যে এবার সে প্রস্তাবটি গ্রহণ করবে। গাড়িতে আসতে ক্ষণিকের জন্ত কিটির যেটুকু দর্শন সে পেয়েছিল তাতেই তার মনে হয়েছিল যে কিটির প্রতি তার ভালবাসা এতটুকু হ্রাস পায় নি ; কিন্তু সে অব্‌লন্‌স্কিদের বাড়িতে আছে জেনেও সেখানে যেতে পারছে না। এক সময়ে সে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল এই ঘটনাটাই যেন তাদের মধ্যে এক দুর্লংঘ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে নিজেকেই বোঝাল, যে মানুষকে সে বেছে নিয়েছিল তার স্ত্রী হতে পারে নি, শুধু সেই কারণেই আমি তাকে আমার স্ত্রী হতে বলতে পারি না। এই চিন্তাই তাকে কিটির প্রতি কঠোর ও নিস্পৃহ করে তুলেছে। তিরস্কারের মনোভাব না নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে পারব না, একটা আক্রোশ না নিয়ে তার দিকে তাকাতে পারব না, আর সেও আমাকে আরও বেশী ঘৃণা করবে, করাই উচিত। তাছাড়া, তার বোন আমাকে যা বলেছে তার পরেও কি আমি গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি ? সে আমাকে কি বলেছে তা যে আমি জানি সে কথা প্রকাশ না করে কি পারি ? আমি যেন যাব তার প্রতি উদারতা দেখাতে—তাকে করুণা করতে, ক্ষমা করতে। আমি যেন এক সন্তের ভূমিকা নিয়ে যাব তাকে ক্ষমা ও ভালবাসা বিলোতে। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না আমাকে সে কথা বলল কেন ? ঘটনাক্রমে যদি তার সঙ্গে কখনও দেখা হয়ে যেত তাহলেই স্বাভাবিকভাবেই সব ঠিক হয়ে যেত ; এখন সেটা অসম্ভব, অসম্ভব !

ডলি তার কাছে চিঠি লিখে কিটির জন্ত একটা পার্শ্ব-জিন পাঠাতে বলেছে। লিখেছে, "শুনেছি আপনার একটা পার্শ্ব-জিন আছে। আশা করি নিজেই সেটা সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।"

এটা সহ্য করা যায় না। একটি বুদ্ধিমতী, সংবেদনশীলা নারী তার বোনকে এতখানি ছোট করতে পারল কেমন করে ? জবাব লিখতে বসে সে দশটা চিরকুট লিখে সবগুলিই ছিঁড়ে ফেলে কোন চিঠি ছাড়াই জিনটা পাঠিয়ে দিল। সে লিখতে পারল না যে যাবে, কারণ সত্যি সে যেতে পারে না ; আবার কোন বাধা থাকায় সে যেতে পারছে না বা সে কোথাও চলে যাচ্ছে, সেটা লেখা আরও খারাপ। আর তাই কোন চিঠি ছাড়াই সে জিনটা পাঠিয়ে দিল বটে, কিন্তু সে জন্ত তার লজ্জারও অবধি রইল না। পরদিনই

জমিদারির সব জরুরী কাজকর্ম নায়েবকে বুঝিয়ে দিয়ে সে অনেক দূরের এক জেলার অধিবাসী বন্ধু স্বিয়াঝ্‌স্কির কাছে চলে গেল। তার জমিদারিতে কাদাখোঁচা পাখিতে ভর্তি একটা ভাল জলাভূমি আছে, আর সম্প্রতি সে তাকে চিঠি লিখে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে অনেক দিন আগে তার বাড়িতে যাবে বলে লেভিন তাকে কথা দিয়েছিল। সুরোভ্‌স্কি উয়েজ্‌দ্‌ (uyezd)-এর কাদাখোঁচা-জলাভূমির প্রতি যথেষ্ট লোভ থাকা সত্ত্বেও জমিদারির কাজকর্মের চাপে সে এতদিন সেখানে গিয়ে উঠতে পারে নি। এবার প্রতিবেশী সের্‌বাৎস্কিদের কাছ থেকে পালাতে পেরে সে খুবই খুসি হল; আরও বেশী খুসি হল জমিদারির কাজকর্ম ফেলে রেখে শিকারে যেতে থাকতে পারবে বলে; জীবনের অনেক তিক্ত মুহূর্তেই শিকার নিশ্চিত আরাম এনে দেয়।

॥ ২৫ ॥

সুরোভ্‌স্কি উয়েজ্‌দ্‌-এ রেলপথও নেই, ডাক চলবার মত রাস্তাও নেই; নিজের ঘোড়ায় টানা চার চাকার ট্যারান্টাস গাড়িতে চেপেই লেভিন যাত্রা করল।

অর্ধেক পথে পৌছে ঘোড়াগুলোকে খাওয়াবার জন্য সে একজন সম্পন্ন চাষীর বাড়িতে থামল। একটি টাক মাথা ভাল মানুষ বুড়ো একগাল কাঁচা-পাকা দাড়ি নিয়ে ফটক খুলে দিয়ে ঘোড়া তিনটেকে ভিতরে ঢোকার জায়গা করে দিয়ে নিজে একটা থামের গায়ে লেপ্টে দাঁড়াল। নতুন বড় উঠোনের একটা খোলা চালা কোচয়ানকে দেখিয়ে সেখানে ঘোড়াগুলোকে রাখতে বলে বুড়ো লেভিনকে নিয়ে বৈঠকখানার দিকে চলল। ঢুকবার গলিতে তারা দেখতে পেল, পরিষ্কার পোষাক পরে ও খালি পায়ে ওভার-শু পরে একটি তরুণী একেবারে উপুড় হয়ে মেঝে ঘসছে। লেভিনের কুকুরটা লাফিয়ে ঢুকতেই সে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল; কিন্তু লেভিন যখন বলল যে কুকুরটা কামড়ায় না তখন সে হেসে উঠল। একটা খোলা হাত তুলে সে লেভিনকে বৈঠকখানার দরজাটা দেখিয়ে দিল; তারপর উপুড় হয়ে মুখটা লুকিয়ে আবার মেঝে ঘসতে লাগল।

"সামোভারটা নিয়ে আসব কি?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"দয়া করে আন।"

একটা পাঁচিল তুলে বড় বৈঠকখানাটাকে দুটো ভাগ করা হয়েছে। ঘরে একটা বড় হল্যাণ্ডের স্টোভ রয়েছে। দেবমূর্তির নীচে একটা লম্বা টেবিল পাতা; তার পাশে চিত্র-বিচিত্র করা একটা বেঞ্চি ও দু'খানা চেয়ার রয়েছে। দরজার পাশে ক্যাবার্ডে রয়েছে চায়ের বাসন। যাতে মাছি ঢুকতে না পারে সেজন্য শার্সিগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সব কিছুই বেশ পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন। লেভিন তার কুকুর লাস্কাকে ডেকে দরজার পাশে এককোণে চুপ করে বসে থাকতে বলল, কারণ রাস্তা দিয়ে দৌড়ে আসবার সময় সে জল-কাদা মেখে এসেছে। বৈঠকখানা দেখে লেভিন বাড়ির পিছন দিককার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ওভার-শু পরা সেই সুন্দরী মেয়েটি তার পাশ দিয়ে জল আনতে কুয়োর দিকে ছুটে গেল; তার কাঁধে বাঁকে দুটো খালি বালতি ঝুলছে।

লেভিনের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বুড়ো লোকটি খুসির স্বরে বলল, "তাড়াতাড়ি যাও গো সুন্দরী।" তারপর বারান্দার রেলিং-এ কনুই রেখে গল্প করার আগ্রহে সে লেভিনকে বলল, "আপনি বুঝি নিকোলাই আইভানোভিচ স্বিয়াঝ্স্কির বাড়ি চলেছেন স্যার? তিনি প্রায়ই এখানে আসেন।"

স্বিয়াঝ্স্কির সঙ্গে তার পরিচয়ের বিবরণের মাঝখানেই গেটটা আর একবার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে উঠল; কয়েকটি মজুর লাঙল ও মই নিয়ে মাঠ থেকে ফিরল। ঘোড়াগুলো বেশ হৃষ্টপুষ্ট। মজুরদের দেখে বাড়ির লোক বলেই মনে হল। দুটি যুবকের পরনে শার্ট, মাথায় টুপি; বাকি দু'জন ভাড়াটে মজুর, পরনে বাড়িতে তৈরি শার্ট; একজন বুড়ো, অপরজন যুবক। বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে বুড়ো ঘোড়াগুলোকে খুলে দিতে লাগল।

"কিসের চাষ চলেছে?" লেভিন জিজ্ঞাসা করল।

"আলুর! জানেন তো, আমাদেরও জমি আছে। ফেদোৎ, দামড়া ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিও না, ওটাকে জাবনায় দিয়ে দাও।"

"আমি যে লাঙলের ফালের কথা বলেছিলাম সেগুলো আনা হয়েছে কি?" একটি লম্বা, শক্তসমর্থ যুবক এসে বলল। সম্ভবত সে বুড়ো লোকটির ছেলে।

"ওই স্লেজ-এর উপরে আছে," বুড়ো জবাব দিল। "লোকগুলো যতক্ষণ খাবে ততক্ষণে ফালগুলো লাগিয়ে নাও।"

সুন্দরী মেয়েটি বালতি-ভর্তি জল নিয়ে ফিরে গেল। বাড়ির অন্য মেয়েদেরও দেখা গেল—যুবতীরা সুন্দরী, বুড়ি ও মাঝবয়সীরা এখন আর সুন্দরী নেই; কারও সঙ্গে সন্তান আছে, কারও নেই।

ততক্ষণ সামোভারের জল সশব্দে ফুটতে শুরু করেছে। ঘোড়ার সেবা-যত্ন সেরে সব মজুর, আত্মীয়স্বজন ও ভাড়াটে লোকরা একসঙ্গে দুপুরের খাবার খেতে চলে গেল। লেভিন তার ট্যারাণ্টাস থেকে খাবার এনে বুড়োকে তার সঙ্গে চা খেতে আমন্ত্রণ করল।

আমন্ত্রণ পেয়ে খুসি হয়ে বুড়ো বলল, "আজ একবার চা খেয়েছি, তবু আপনার সঙ্গে আর একবার হোক।"

চা খেতে খেতে লেভিন বুড়ো লোকটির খামারের সব খবর জেনে নিল। দশ বছর আগে স্থানীয় জমিদারের বিধবার কাছ থেকে সে তিন শ' একর

জমি ভাড়া নিয়েছিল ; এক বছর আগে তার কাছ থেকেই জমিটা সে কিনে নিয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী জমিদারের কাছ থেকে আরও আট শ' একর ভাড়া নিয়েছে।···

চায়ের গ্লাসটা তার হাতে তুলে দিয়ে লেভিন বলল, "মজুরদের নিয়ে জমিদাররা বড়ই মুস্কিলে পড়েছে।"

"ধন্যবাদ," বুড়ো লোকটি বলল, কিন্তু সে চিনিটা ফিরিয়ে দিল ; আগে-কার চায়ের গ্লাসেই যে চিনির টুকরোটা পড়েছিল সেটা দেখিয়ে দিল। বলল, "ভাড়াটে লোক দিয়ে কাজ চলবে কেমন করে ? ডাহা লোকসান। আপনার স্বিয়াঝ্স্কির কথাই ধরুন না। তার জমি কেমন তা তো আমরা জানি—ওর চাইতে ভাল জমি হয় না। কিন্তু তবু তো তিনি ভাল ফসল পান না। কেউ যে কাজে গা করে না।"

"কিন্তু আপনিও তো কাজের জন্য ভাড়াটে লোকের সাহায্য নেন।"

"আমরা যে নিজেরাই চাষী। নিজেরাই সব দিকে নজর রাখি। মজুর খারাপ হলে ?—সঙ্গে সঙ্গে বিদায় ! তার কাজ আমরা নিজেরাই করে নিতে পারি।"

ওভার-শু পায়ে সুন্দরী মেয়েটি এসে বলল, "বাবা, ফিনোগেন কিছুটা আলকাতরা চাইছে।"

"এই হল অবস্থা স্যার,' উঠতে উঠতে বুড়ো বলল। বার বার ক্রুশ চিহ্ন এঁকে লেভিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

কোচয়ানকে ডাকতে লেভিন মজুরদের ঘরে গিয়ে দেখল, সকলেই টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসেছে। মেয়েরা পিছনে দাঁড়িয়ে পরিবেশন করছে। একটি ছেলে মুখভর্তি পরিজ নিয়ে একটা হাসির গল্প বলছে, আর সকলে হাসছে। একটা বাটিতে বাঁধাকপির ঝোল ঢালতে ঢালতে সুন্দরী মেয়েটি হাসতে লাগল সকলের চাইতে বেশী।

এটা খুবই সম্ভব যে ওভার-শু-পরা সুন্দরী মেয়েটির মুখের জন্যই এই চাষী পরিবারটিকে লেভিনের খুব ভাল লেগে গেল ; কিন্তু কারণ যাই হোক, ভাল লাগাটা তার মনের উপর এতই প্রভাব বিস্তার করে বসল যে লেভিন তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারল না। স্বিয়াঝ্স্কির বাড়িতে যাবার বাকি সারাটা পথ এই পরিবারটির কথাই তার বার বার মনে পড়তে লাগল ; মনে হল, এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা নিয়ে বিশেষভাবে ভাবা দরকার।

॥ ২৬ ॥

স্বিয়াঝ্স্কি তার উয়েজদ্-এর "মার্শাল অব নবিলিটি"। সে লেভিন অপেক্ষা পাঁচ বছরের বড় ; অনেক বছর হল তার বিয়ে হয়েছে। তার ছোট

শ্যালিকাটি তার বাড়িতেই থাকে। তাকে লেভিনের বেশ ভাল লেগেছে। লেভিন বুঝতে পেরেছে, স্ভিয়াঝ্স্কি ও তার স্ত্রীর আশা সে মেয়েটিকে বিয়ে করবে। এ বিষয়ে তার মনে সন্দেহের ছায়ামাত্র নেই : যুবকরা—বিশেষ করে বিয়ের উপযুক্ত যুবকরা—কেউ না বললেও এ সব কথা বুঝতে পারে ; সে আরও জানে, যদিও এখন সে বিয়ে করতে ইচ্ছুক, আর এই তরুণীটি স্ত্রী হিসাবে বাঞ্ছনীয়ও বটে, তবু কিটির প্রেমে যদি নাও পড়ত তাহলেও একে বিয়ে করার চাইতে সে বরং বাতাসে উড়ে বেড়াতেও প্রস্তুত। আর এটা জানার ফলে স্ভিয়াঝ্স্কিদের বাড়িতে এসে যতটা আনন্দ পাবে বলে সে আশা করেছিল তার উপর যেন একটা ছায়া নেমে এল।

স্ভিয়াঝ্স্কির কাছ থেকে আমন্ত্রণ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই এই চিন্তাটা তার মনে ঝিলিক দিয়েছিল ; তা সত্ত্বেও সে এখানে আসাই স্থির করেছিল ; নিজেকে বুঝিয়েছিল স্ভিয়াঝ্স্কি যে তাকে একটি ভাবী বর বলে ভাবছে সেটা তো তার ভুল ধারণাও হতে পারে। তাছাড়া, নিজেকে সে একটু পরখ করে দেখতে চায়, এই মেয়েটি সম্পর্কে নিজের মনোভাবকে আর একবার বুঝতে চায়। স্ভিয়াঝ্স্কিদের পারিবারিক জীবন খুব সুন্দর, আর স্ভিয়াঝ্স্কি স্বয়ং সঙ্গী হিসাবে যেমন চমৎকার, জনকল্যাণকামী একজন গ্রাম্য ভদ্রলোক হিসাবেও তাই।···

যেমন আশা করা গিয়েছিল শিকারটা তেমন জমল না। জলাভূমিটা শুকিয়ে গেছে, তাই কাদাখোঁচা পাখিরও দেখা নেই। সারাটা দিন বন্দুক নিয়ে ঘুরে ঘুরে মাত্র তিনটে পাখি নিয়ে সে বাড়ি ফিরল ; অবশ্য সেই সঙ্গে আরও কিছু নিয়ে ফিরল—চমৎকার ক্ষিধে আর খুসিভরা মেজাজ। শিকার করতে করতেও মাঝ পথের সেই বুড়ো চাষী ও তার পরিবারের কথা বার বার তার মনে পড়তে লাগল ; আবারও তার মনে হল যে, এ বিষয়ে ভাবা উচিত, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান করা উচিত।

সেদিন সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে কোন কাজ উপলক্ষ্যে আগত দু'জন প্রতিবেশীও হাজির ছিল এবং যে আলোচনাটা লেভিন শুনতে চাইছিল প্রসঙ্গক্রমে সেই কথাই উঠল।

একটা আলোচনার' সূত্র ধরে গৃহকর্ত্রী বলল, "আপনি বলছেন, যা কিছু রুশীয় তার প্রতি আমার স্বামীর কোন আগ্রহ নেই। ঠিক উল্টো। বিদেশে যেতে পারলে সে খুসি হয়, কিন্তু বাড়িতে দিন কাটাতে তার যত সুখ তত আর কোথাও নয়। এখানে সে নিজেকে খুঁজে পায়। সে খুবই ব্যস্ত মানুষ ; সব কিছুতেই আগ্রহী হবার মত গুণ তার আছে। আরে, আমাদের স্কুলটা বোধ হয় আপনি দেখেন নি ?"

"দেখেছি। আইভিলতায় ঘেরা সেই বাড়িটা তো ?"

"হ্যাঁ, ওটা নাস্তিয়ার সৃষ্টি," বোনের দিকে তাকিয়ে সে বলল।

"আপনি ওখানে পড়ান বুঝি ?" লেভিন জিজ্ঞাসা করল।

"পড়াতাম, এখনও পড়াই, কিন্তু এখন একজন খুব ভাল শিক্ষয়িত্রী আমরা পেয়েছি। খেলাধূলার পাঠক্রমও চালু করেছি।"

"না, ধন্যবাদ; আর চা নয়," লেভিন উঠে পড়ল; এসব আলোচনা তার ভাল লাগছিল না। "ওখানে যে ধরনের আলোচনা কানে আসছে তাতেই আমি খুব আগ্রহী," এই কথা বলে সে টেবিলের অন্য প্রান্তে চলে গেল; গৃহকর্তা ও অপর দুটি ভদ্রলোক সেখানে কথা বলছিল। স্বিয়াঝ্‌স্কি টেবিলের দিকে ঝুঁকে বসে একহাতে পেয়ালাটা নিয়ে খেলা করছিল এবং অন্য হাতে দাড়ি ধরে যেন শুঁকবার জন্যই মাঝে মাঝে সেটাকে নাকের কাছে তুলেধরছিল। তার উজ্জ্বল কালো চোখ দুটি নিবিষ্ট হয়েছিল পাকা গোঁফওয়ালা উত্তেজিত ভদ্রলোকটির উপর। তার কথায় সে বেশ মজা পাচ্ছে। লোকটি চাষীদের সম্পর্কে নানান অভিযোগের কথা বলছে। লেভিন বুঝতে পারল যে লোকটির এই সব অভিযোগের এমন জবাব স্বিয়াঝ্‌স্কির জানা আছে যা তাকে সঙ্গে সঙ্গেই চুপ করিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এ অবস্থায় কোন জবাব না দিয়ে বেশ মজার সঙ্গেই সে লোকটির একঘেয়ে বক্তৃতা শুনতে লাগল।

বেশ বোঝা গেল যে পাকা গোঁফওয়ালা ভদ্রলোকটি ভূমিদাস-প্রথার একজন গোড়া সমর্থক; সারটা জীবন সে গ্রামেই কাটিয়েছে, আর ক্ষেত-খামারের কাজে তার খুবই আগ্রহ। লোকটির পোষাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে ও কথাবার্তায় লেভিন তারই স্পষ্ট সব লক্ষণ দেখতে পেল।

॥ ২৭ ॥

"সারাটা জীবন ধরে যা করেছি···তার পিছনে যত পরিশ্রম ঢেলেছি··· সব ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যদি এত শক্ত না হত!···তাহলে কাঁচকলা দেখিয়ে সব বেচে দিয়ে চলে যেতাম নিকোলাই আইভানিচের মত···চলে গিয়ে 'লা বেলে হেলেন' শুনতাম," ধূর্ত মুখে খুসির হাসি ফুটিয়ে জমিদারটি বলল।

স্বিয়াঝ্‌স্কি বলল, "আরে, ছুঁড়ে ফেলে তো দেন নি, তাতেই বোঝা যায় যে তা না করবার যথেষ্ট কারণ নিশ্চয় আছে।"

"কারণ তো খুব সরল: এটা আমার বাড়ি, নিজের বাড়ি, কেনাও নয়, ভাড়া করাও নয়। তাছাড়া, সকলেই তো আশা করে যে চাষীদের সুবুদ্ধি ফিরে আসবে। যা চলছে—সে তো মাতলামি আর লোচ্চামি ছাড়া আর কিছুই না। জমি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, ওদের না আছে একটা ঘোড়া, না একটা গরু। আপনার-আমার কাজ করতে না পারলে তো উপোশ করে মরবার দশা!—সব কিছু খুইয়ে শেষ পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে টানাটানি করবে!"

"কিন্তু আপনি নিজেও তো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করতে পারেন," স্বিয়াঝ্‌স্কি বলল।

"আমি নালিশ করব? ঈশ্বর রক্ষা করুন! তা করলে তো একেবারে হৈ-হৈ পড়ে যাবে! আমার দিনটাই মাটি হবে! কারখানায় কি হল তাই দেখুন না—আগাম মাইনে নিয়ে সবাই কেটে পড়ল। আর ম্যাজিস্ট্রেট কি করলেন? খালাস করে দিলেন। একমাত্র পঞ্চায়েৎ ও গ্রাম-প্রধানই ওদের সঙ্গে পারে। আগেকার কালের মত চাবকে সিধে করে। তা না হলে তো সত্যি ছেড়ে-ছুঁড়ে পালাতে হত। আর পালিয়ে যেতে হত পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্তে!"

বোঝা গেল যে লোকটি স্বিয়াঝ্‌স্কিকেই বিদ্রূপ করছে, কিন্তু রেগে যাওয়ার পরিবর্তে সে কিন্তু বেশ মজাই পাচ্ছে।

সে বলল, "দেখুন, ও সব না করেও আমরা কিন্তু খামারের কাজ ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছি—লেভিন ও আমি।"

"হ্যাঁ, মিখাইল পেত্রভিচও কাজ চালাচ্ছেন, কিন্তু ওকেই জিজ্ঞাসা করুন, কেমন করে চালাচ্ছেন। খুব সঙ্গত পথে কি?"

মিখাইল পেত্রভিচ বলল, "প্রভুকে ধন্যবাদ, বেশ সরল পথেই আমি কাজ করি। আমার ব্যবস্থা হল, হেমন্তকালে কর দেবার জন্য চাষীদের আমি টাকা ধার দেই। চাষীরা এসে বলে: 'আমরা কি করব? আমাদের সাহায্য করুন মশায়!' আহা, তারা তো আপনারই লোক, আপনার প্রতিবেশী, তাদের কি দয়া না করে পারেন। কাজেই তাদের কিছু আগাম দিয়ে দিন; শুধু বলে দিন, 'মনে রেখো বাপুরা, আমি তোমাদের সাহায্য করছি, কিন্তু যখন যই বুনবার, খড় কাটবার, বা ফসল তোলার সময় আসবে তখন কিন্তু তোমরা আমাকে সাহায্য করো; আর তখনই তাদের সঙ্গে একটা রফাও করে ফেলুন, কাকে কতটা কাজ করে দিতে হবে। অবশ্য তাদের মধ্যে যে কিছু নির্লজ্জ লোক থাকে তাও সত্যি।"

এ সমস্ত প্রাচীন ব্যবস্থার কথা লেভিন জানে; সে স্বিয়াঝ্‌স্কির সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করল; এবং পুনরায় পাকা গোঁফওয়ালা ভদ্রলোকের দিকে ঘুরে মিখাইল পেত্রভিচকে বাধা দিয়ে বলল, "তাহলে আপনার মতটা কি? এখন খামার কিভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত?"

"মিখাইল পেত্রভিচ যেভাবে চালিয়ে থাকেন: হয় আধা-বখরায় চাষীদের কাজ করতে দিন, আর না হয় তো তাদের ভাড়া দিয়ে দিন। সেটা সম্ভব, কিন্তু তাতে দেশের সম্পদ অনেক হ্রাস পাবে। পুরনো ভূমিদাস-প্রথার আমলে ভালভাবে দেখাশুনা করলে জানতে একে-নয় হিসাবে ফসল ফলত, আর এখন ফসল-বখরার ব্যবস্থার ফলে মাত্র একে-তিন হিসাবে। ভূমিদাসদের মুক্তি রাশিয়ার সর্বনাশ করেছে।"

স্বিয়াঝ্‌স্কি চোখ মিট্‌মিট্‌ করে লেভিনের দিকে তাকাল ; এমন কি সে যে বেশ মজা পাচ্ছে তার একটু অস্পষ্ট ইঙ্গিতও করল ; কিন্তু জমিদারটির কথায় লেভিন মজার কিছু দেখতে পেল না : সে স্বিয়াঝ্‌স্কিকে যতটা বুঝতে পারে তার চাইতে ভালভাবে বুঝতে পেরেছে এই লোকটিকে। ভূমিদাস-দের মুক্তিই-যে রাশিয়ার সর্বনাশ ডেকে এনেছে—এ বিষয়ে জমিদারটি যে কথা বলেছে তার অনেকটা লেভিনের কাছে বেশ যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে ; তার যুক্তিগুলো লেভিনের কাছে নতুন এবং অপ্রতিরোধ্য। লোকটি তার নিজের মতামতই প্রকাশ করেছে ; এ গুণ লোকের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। তার ধ্যান-ধারণাগুলো অলস মস্তিষ্ক-চালনার ফল নয়, নিজের জীবনের পরি-বেশ থেকেই এগুলি সে আহরণ করেছে ; গ্রাম্য জীবনের দীর্ঘ নির্জন মুহূর্তের ভিতর দিয়ে এ সব ধারণা সে গড়ে তুলেছে এবং তা নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করেছে।

সে যে একজন শিক্ষিত মানুষ সেটা দেখাবার তাগিদে সে বলতে লাগল, "আসল কথা হল, ক্ষমতাসীন লোকরাই সব প্রগতিপন্থী ব্যবস্থার প্রবর্তন করে থাকেন। মহান পিতার, ক্যাথারিন, ও আলেক্সান্দারের সংস্কারের কথাই ধরুন। অথবা ইওরোপীয় ইতিহাসের কথা ধরুন। বিশেষ করে কৃষিতে প্রগ-তির কথা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সাধারণ আলুর কথা : সেটাও জোর করে প্রবর্তন করতে হয়েছিল। আর চাষীরাও সব সময় লাঙল ব্যবহার করত না ; সম্ভবত জমি ও শহর ভাগাভাগির সময়ই জোর করেই তাদের ঘাড়ে লাঙল চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের কালে, ভূমিদাস-প্রথার অবসানের আগে, আমরা জমিদাররাই আধুনিক খামার-ব্যবস্থার পত্তন করেছিলাম : ফসল শুকোবার ও ঝাড়বার যন্ত্র, ক্ষেতে সার দেওয়া, আরও নানা রকমের যন্ত্রপাতি আমদানি করেছিলাম ; এসব প্রবর্তন করবার সাধ্য আমাদের ছিল, আমরা তা করে-ছিলাম ; প্রথমে চাষীরা বাধা দিয়েছিল, কিন্তু পরে আমাদের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেছিল। এখন ভূমিদাস-প্রথার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে ক্ষমতা আমাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে ; তাই যে চাষবাসের ব্যবস্থাকে আমরা একটা উঁচু আধুনিক মানে তুলে দিয়েছিলাম, এখন সেটা আবার সেই আদিম বর্বর স্তরে নেমে যেতে বাধ্য। আমি তো এইভাবেই ব্যাপারটাকে দেখে থাকি।"

"কিন্তু কেন ? এ ব্যবস্থাটা যদি সঙ্গতই হয়ে থাকে তাহলে তো ভাড়াটে মজুরদের নিয়েও আপনি এ ভাবে কাজ করতে পারেন," স্বিয়াঝ্‌স্কি বলল।

"আমার তো কোন ক্ষমতা নেই। সে ব্যবস্থা আমি চালাব কেমন করে বলুন তো ?"

ঠিকই তো—লেভিন ভাবল। পরিচালনার প্রধান কথাই তো—শ্রম।

"মজুরদের দিয়ে," স্বিয়াঝ্‌স্কি বলে উঠল।

"আমাদের মজুররা ভালভাবে কাজ করতে চায় না, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেও চায় না। আমাদের মজুররা চায় শুধু একটা জিনিস—শুয়োরের মত মদ খাবে আর হাতে কোন কাজ দিলে সেটা পণ্ড করবে। ঘাম শুকোবার আগেই ঘোড়াগুলোকে নাইয়ে তাদের অসুস্থ করে তোলে; ঘোড়ার ভাল সাজগুলো কেটে নষ্ট করে, গাড়ির টায়ার খুলে নিয়ে ভদ্‌কা খায়, ঝাড়াই-যন্ত্রের মধ্যে লোহার টুকরো ফেলে সেটাকে ভাঙে। নিজেদের পথ ছাড়া অন্য কোন পথ সইতে পারে না। তাই তো চাষের এই অবনতি। জমির যত্ন নেওয়া হয় না—আগাছা জন্মাচ্ছে, চাষীদের মধ্যে জমি টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে—যেখানে আগে লাখ লাখ আঁটি ফসল ফলত, এখন সেখানে তার মাত্র চার ভাগের একভাগ ফসল হয়। দেশের মোট সম্পদ কমে গেছে। দূরদৃষ্টির সঙ্গে ঐ সব ব্যবস্থা যদি গ্রহণ করা হত…"

যে ভাবে ভূমিদাসদের মুক্তির ব্যবস্থা করলে এ সমস্ত দোষত্রুটিকে এড়ানো যেত, লোকটি তারই পরিকল্পনা বোঝাতে শুরু করল।

তাতে লেভিনের কোন আগ্রহ ছিল না। তাই লোকটির কথা শেষ হতেই লেভিন স্বিয়াঝ্স্কির দিকে ঘুরে এই সমস্যাটির প্রথম অংশটির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে সম্পর্কে তার মতামত জানতে চেষ্টা করল।

বলল, "এটা খুবই সত্যি যে কৃষি ব্যবস্থার অবনতি ঘটছে এবং মজুরদের সঙ্গে আমাদের যা সম্পর্ক তাতে চাষবাসকে একটা সঙ্গত ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করে তার থেকে কিছু লাভ আদায় করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

পাকা গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক ঠাট্টা করে বলল, "লাভ-ক্ষতির ইতালীয় হিসাব। তারা যদি সব কিছু নষ্ট করে ফেলে, তাহলে হিসাব-নিকাশ করে কোন ফল হবে না।"

"তারা সব কিছু নষ্ট করতে পারবে কেন? তারা হয়তো একটা বাজে ঝাড়াই-যন্ত্র নষ্ট করতে পারবে, কিন্তু আমার বাষ্পচালিত ঝাড়াই-যন্ত্রটি কেউ নষ্ট করতে পারবে না। বাজে ঠেলা গাড়িকে তারা নষ্ট করতে পারে, কিন্তু 'পের্শেরন' গাড়ি অথবা ভারী মালবাহী গাড়ি কিনুন, দেখবেন কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না। সব বিষয়েই ঐ এক কথা। আমাদের ব্যবস্থাপত্রের উন্নতি করতে হবে।"

"আরে, সে সঙ্গতি যদি সকলের থাকত তো কথাই ছিল না নিকোলাই আইভানিচ। তুমি তো বলেই খালাস, কিন্তু আমার একটি ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে; তাকে খরচ যোগাতে হয়; ছোটটি এখনও স্কুলে আছে। আমি কেমন করে 'পের্শেরন' গাড়ি কিনব?"

"সে জন্য তো ব্যাংক রয়েছে।"

"আর আমার শেষ সম্বলটুকুও গুঁড়ো হয়ে যাক। না, ধন্যবাদ।"

লেভিন বলল, "আমাদের চাষের ব্যবস্থার উন্নতি করতেই হবে এবং তা

করবার শক্তি আমাদের আছে, আপনার এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। আমি চেষ্টা করে দেখেছি, টাকাও আমার আছে, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারি নি। ব্যাংক কতটা সাহায্য করতে পারে আমি জানি না। কিন্তু আমার জমিদারিতে আমি যত টাকা খাটিয়েছি তার সবটাই লোকসান খেয়েছি—যন্ত্রপাতিতে লোকসান, গরু-মোষে লোকসান।"

খুসিতে মুখ টিপে হাসতে হাসতে পাকা গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক বলে উঠল, "সেটা আপনার বেলায় সত্যি!"

লেভিন বলল, "শুধু আমার একার কথা নয়, যারাই ন্যায়সঙ্গত পথে জমি চাষ করতে চেষ্টা করেছে তাদের সকলের কথাই আমি বলছি। দু'একজনকে বাদ দিয়ে তারা সকলেই লোকসান দিয়েছে। আচ্ছা, তুমি বল তো, চাষের কাজ থেকে তুমি কি লাভ করতে পেরেছ?" প্রশ্নটা করতেই স্বিয়াঝ্‌স্কির চোখে একটা ভয়ের ভাব ফুটে উঠল; লেভিন লক্ষ্য করেছে, যখনই সে তার মনের অন্দর মহলে প্রবেশের চেষ্টা করে, তখনই এ রকম একটা ভয়ের ভাব তার চোখে ফুটে ওঠে।

এ রকম প্রশ্ন করা লেভিনের পক্ষে উচিত হয় নি। চায়ের টেবিলেই স্বিয়াঝ্‌স্কির স্ত্রী তাকে বলেছে যে, পাঁচ শ' রুবল পারিশ্রমিক দিয়ে তার স্বামী যে জার্মান গাণনিককে আনিয়েছিল—সে তাদের আর্থিক অবস্থা পর্যা-লোচনা করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে যে চাষের কাজে তাদের বছরে তিন হাজার রুবলের বেশী লোকসান হচ্ছে; অংকটা সঠিক কত তা সে মনে করতে পারে নি, কিন্তু জার্মান ভদ্রলোক শেষ কোপেক পর্যন্ত হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

স্বিয়াঝ্‌স্কি যে চাষের কাজ থেকে লাভ করতে পারে, লেভিনের মুখ থেকে এরূপ ইঙ্গিত শুনে পাকা গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক হেসে উঠল, কারণ তার প্রতি-বেশী এই "মার্শাল অব নবিলিটি" ভদ্রলোক যে কত লাভ করেছে তা সে ভাল করেই জানে।

স্বিয়াঝ্‌স্কি বলল, "আমার লোকসান হতে পারে, কিন্তু তাতে শুধু এই বোঝা যায় যে আমি ভালভাবে কাজকর্ম দেখাশোনা করতে পারি না, অথবা ভাড়া বাড়িতেই মূলধন খাটিয়েছি।"

"আঃ, ভাড়া!" লেভিন উদ্ধতভাবে চেঁচিয়ে উঠল। "ইওরোপে তো মজুরের সাহায্যে জমির উন্নতি করা হয়েছে; সেখানেও তো জমি থেকে ভাড়া আদায় করা হয়ে থাকে; কিন্তু মজুরের হাতে পড়ে আমাদের জমি দিনের পর দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি বলতে চাই যে লাঙল চালিয়ে আমরা জমির মৃত্যু ডেকে এনেছি, আর সে জমি থেকে কোন ভাড়া আসতে পারে না।"

"কোন ভাড়া নয়? কিন্তু সেটাই তো আইন।"

"তাহলে আমরা আইনের বাইরে। ভাড়া থেকে কোন কিছু বোঝা যায় না, ওতে চিন্তা আরও গুলিয়ে যায়।"

"তোমার কি আর একটু মিষ্টান্ন লাগবে? মাশা, কিছুটা মিষ্টান্ন বা র‍্যাস্‌প্‌বেরি ওকে দাও," স্বিয়াঝ্‌স্কি স্ত্রীকে বলল, "এ বছর র‍্যাস্‌প্‌বেরির মরশুম খুব অনেকদিন ধরে চলল।"

খুসিমনে উঠে সে বাইরে চলে গেল। সে ধরেই নিয়েছে যে আলোচনা শেষ হয়ে গেছে; অথচ লেভিন ভাবছে যে আলোচনা সবে শুরু হয়েছে।

প্রতিপক্ষ চলে যাওয়াতে লেভিন পাকা গোঁফওয়ালা ভদ্রলোকের সঙ্গেই বিতর্ক জুড়ে দিল। সে বোঝাতে চাইল যে মজুরদের চরিত্র ও অভ্যাসকে আমরা ঠিকমত বুঝতে পারি না বলেই গোলযোগ দেখা দেয়। অপরপক্ষে সে ভদ্রলোক বার বার বলতে লাগল যে রুশ চাষীরা হচ্ছে শুয়োরের পাল; তাকে কাদার ভিতর থেকে টেনে তুলতে হলে শক্ত হাতের দরকার, কিন্তু আজকাল শক্ত হাতের বড়ই অভাব; দরকার একটা মুগুরের, কিন্তু আমরা এতই উদার হয়ে উঠেছি যে পুরনো কালের মুগুরকে ছেড়ে উকিল ও জেলখানার আশ্রয় নিয়েছি, আর সেখানে যত সব বাজে চাষীদের ভাল ঝোল রেঁধে খাওয়াচ্ছি এবং থাকবার জন্য অনেক ঘণফুট জায়গা ছেড়ে দিচ্ছি।

মূল প্রশ্নে ফিরে যাবার চেষ্টায় লেভিন বলল, "আপনি এটা কেন ভাবছেন না যে মজুরদের সঙ্গে এমন একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করা সম্ভব যার ফলে তারা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবার প্রেরণা পাবে?"

পাকা গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক জবাবে বলল, "রুশদের ব্যাপারে সে রকম কিছু আপনি কোন দিন পাবেন না। শক্ত হাতের বড় অভাব।"

স্বিয়াঝ্‌স্কি মিষ্টান্ন খেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফিরে এল। বলল, "কি নতুন অবস্থা আবিষ্কার হবে? মজুরদের সঙ্গে সব রকম সম্পর্কের কথাই বলা হয়েছে, আলোচনা হয়েছে। বর্বর সমাজের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল—আদিম সমাজ কর্তৃক সকলের দায়িত্ব বহন—স্বাভাবিকভাবেই তার মৃত্যু ঘটেছে; ভূমিদাস-প্রথাকে ধ্বংস করা হয়েছে; এখন বাকি রইল শুধু স্বাধীন মজুর। তাদের দিয়ে কাজ করাতে আমরা বাধ্য: ভাড়াটে মজুর, মরশুমী মজুর, ব্যক্তিগত চাষী—এই বৃত্তের বাইরে যাবার কোন উপায় নেই।"

"কিন্তু এ সব নিয়ে ইওরোপ আজ অসন্তুষ্ট।"

"তা তো বটেই; কাজেই নতুন রকমের কিছু চাই।"

লেভিন বলল, "আমিও তো ঠিক সেই কথাই বলছি। আমরা নিজেরাই তাকে খুঁজে বের করব না কেন?"

"কারণ সেটা হবে রেলপথ তৈরির পদ্ধতি খুঁজতে যাওয়া, যখন ইতিমধ্যেই সে পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়ে গেছে এবং প্রয়োগ করাও হয়েছে।"

"কিন্তু সে পদ্ধতি যদি আমাদের উপযোগী না হয়? সেগুলো যদি অর্থহীন পদ্ধতি হয়?" লেভিন বলল।

সে লক্ষ্য করল, স্বিয়াঝ্‌স্কির চোখে আবারও সেই ভয়টা ফুটে উঠল।

"ঠিক কথা। নিজেদের উপর সব সময়ই আমাদের আস্থাটা বড় বেশী। ইওরোপ আজও যা খুঁজে বেড়াচ্ছে আমরা তাও পেয়ে গেছি! সে সবই আমার জানা আছে, কিন্তু মাফ করো, শ্রমিক সম্পর্কের ব্যাপারে ইওরোপে যত কিছু করা হয়েছে তার সব খবর কি তুমি রাখ?"

"স্বীকার করছি, খুব অল্পই রাখি।"

"বর্তমানে ইওরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এই সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। 'শুল্‌জ—দেলিৎজ্‌' আন্দোলন···শ্রমিক-সমস্যা সংক্রান্ত 'লাজেল' পন্থী কত সাহিত্য···'মিল্‌হসেন' পরিকল্পনা—আশা করি সে সবের খবর তুমি রাখ?"

"কিছু কিছু ধারণা আছে, তবে খুবই অস্পষ্ট।"

"আহা, তুমি বিনয় করছ; আমি যতটুকু জানি ততটা তুমি নিশ্চয় জান। আমি অবশ্য সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নই, কিন্তু এ সব ব্যাপারে আমার খুব আগ্রহ; তোমারও যদি আগ্রহ থাকে তো যে ভাবেই হোক সমস্যার গভীরে যেতে চেষ্টা কর।"

"কিন্তু এই সব ইওরোপীয় ভদ্রলোকরা কি সিদ্ধান্তে এসেছেন?"

"আমি দুঃখিত···"

অতিথিরা যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে; স্বিয়াঝ্‌স্কি তাদের বিদায় জানাতে গেল। তার মনের ফটককে পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করবার যে অপ্রীতিকর স্বভাব লেভিনের আছে সেটা আর একবার বাধা পেল।

॥ ২৮ ॥

সেদিন সন্ধ্যাটা মেয়েদের সঙ্গে কাটাতে লেভিনের খুবই অস্বস্তিকর লাগল। তার শুধুই মনে হতে লাগল যে, শ্রমিক-সমস্যার একটা সমাধান নিশ্চয়ই আছে, আর তা সে খুঁজে বের করবেই।

পরের দিনটাও সে থেকে যাবে এবং সকলের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে জঙ্গলের মধ্যে একটা আকর্ষণীয় গুহা দেখতে যাবে—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে রাতের মত মহিলাদের কাছে বিদায় নিল। কিন্তু শুতে যাবার আগে সে পড়ার ঘরে ঢুকল স্বিয়াঝ্‌স্কির কাছ থেকে শ্রমিক সমস্যার উপর লেখা খানকতক বই নিতে। স্বিয়াঝ্‌স্কির পড়ার ঘরটা প্রকাণ্ড; বইয়ের তাকে সাজানো বই। ঘরের মাঝখানে একটা ভারী লেখার টেবিল, এবং অপর একটা গোল টেবিলে সদ্য প্রকাশিত নানা বিদেশী সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা সাজানো; টেবিলের মাঝখানে রাখা বাতির আলোয় সেগুলো তারার মত ঝলমল করছে। লেখার টেবিলের পাশে একটা ছোট আলমারির টানাগুলোতে সোনার জলে নানান বিবরণ লেখা।

স্বিয়াঝ্‌স্কি কয়েকটা বই নিয়ে একটা দোলনা-চেয়ারে বসল।

লেভিন সাময়িক পত্রিকাগুলি দেখবার জন্য গোল-টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়েছিল; স্বিয়াঝ্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল, "কি দেখছ?" লেভিন যে পত্রিকাটি তুলে নিয়েছিল সেটা দেখিয়ে বলল, "ওঃ, ওতে একটা চমৎকার প্রবন্ধ আছে। মনে হচ্ছে, পোল্যাণ্ড ভাগের প্রধান আসামী মোটেই ফ্রেডেরিক নয়। মনে হচ্ছে…"

তারপর নতুন আবিষ্কৃত কিছু মনোহারী তথ্য সে সংক্ষেপে পরিষ্কার করে বলতে লাগল। যদিও লেভিনের মনে তখন কৃষির সমস্যাই ঘুরছিল, তবু বন্ধুর কথাগুলি শুনতে শুনতে সে নিজেকেই প্রশ্ন করল: তার মনের মধ্যে কি আছে? পোল্যাণ্ড ভাগের ব্যাপারে তার এত আগ্রহ হল কেন? স্বিয়াঝ্‌স্কির কথা শেষ হলে লেভিন বলল, "বেশ তো, তাতে কি প্রমাণ হল?" কিছুই প্রমাণ হল না। ব্যাপারটিই আকর্ষণীয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লেভিন বলল, "জমিদারটি চমৎকার মানুষ। বেশ চতুর, আর অনেকগুলো সত্য কথা বলেছে।"

"ওদের অনেকের মতই লোকটি মনে-প্রাণে ভূমিদাস-প্রথার গোড়া সমর্থক।"

"আর তুমি তো তাদের মার্শাল।"

"কিন্তু আমি তাদের চালাই উল্টো দিকে।"

লেভিন বলল, "আমার যেটা ভাল লেগেছে সেটা হল, ন্যায়সঙ্গত পথে খামার চালাবার যে চেষ্টা আমরা করছি সেটা যে মোটেই কার্যকরী নয় তার এই কথাটি খুব খাঁটি; যে পথে কাজ হবে সেটা সেই আদিম পথ। দোষটা কার?"

"অবশ্যই আমাদের। কিন্তু এ ব্যবস্থাটা কার্যকরী নয়, তোমার এ কথাও ঠিক নয়। ভাসিল্‌চিকভ-এর বেলায় এটা কার্যকরী হয়েছে।"

"আহা, কারখানা—"

"তাতে অবাক হবার কি আছে? নীতিগত ও বস্তুগতভাবে চাষীরা উন্নতির এতই নীচু স্তরে আছে যে নতুন যে কোন জিনিসেরই বিরোধিতা তারা করবেই। ন্যায়সঙ্গত পথে খামার চালানো ইওরোপে সম্ভব কারণ সেখানকার সাধারণ মানুষ শিক্ষিত। অন্য কথায়, আমাদেরও চাষীদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে, বাস।"

"কেমন করে শিক্ষিত করব?"

"সে জন্য তিনটি জিনিসের দরকার: স্কুল, স্কুল, আরও স্কুল।"

"কিন্তু এইমাত্র তুমি নিজেই বলেছ যে চাষীরা বাস্তব উন্নতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত নীচে পড়ে আছে। তাহলে স্কুল তাদের কোন্‌ কাজে লাগবে?"

"তোমার কথা শুনে রোগীকে পরামর্শ দেবার সেই রসিকতাটা মনে পড়ে গেল: 'ডাক্তার দেখাও'। 'দেখালাম। রোগ বেড়ে গেল।' 'জোঁক লাগাও।'

'লাগালাম। আরও বেড়ে গেল।' তোমারও সেই অবস্থা। আমি রাজনীতি-ভিত্তিক অর্থনীতির কথা বললাম, তুমি বললে: 'সে তো আরও খারাপ'; সমাজবাদের কথা বললাম: 'আরও খারাপ'। শিক্ষা: 'আরও খারাপ'।"

"কিন্তু স্কুল কি ভাবে তাদের উপকার করবে?"

"স্কুল নতুন দাবী জাগিয়ে তুলবে।"

"এটাই আমি কখনো বুঝতে পারি না," লেভিন গরম হয়ে আপত্তি জানাল। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের উন্নতি সাধনে স্কুলগুলি কিভাবে সাহায্য করতে পারে? তুমি বলছ, স্কুল, শিক্ষা তাদের মনে নতুন দাবী জাগিয়ে তুলবে। সে তো আরও খারাপ, কারণ সেই দাবী মেটাতে তারা অক্ষম। যোগ-বিয়োগ অংক আর প্রশ্নোত্তরের জ্ঞান কেমন করে তাদের অবস্থার উন্নতি করবে সেটাই আমি কোন দিন বুঝতে পারলাম না। গত পরশু একটি চাষী স্ত্রীলোককে বাচ্চা কোলে যেতে দেখে জানতে চাইলাম সে কোথায় চলেছে। সে বলল, 'ডাইনীবুড়ির কাছে যাচ্ছি; আমার বাচ্চাটা বড় কাঁদে; সে সারিয়ে দেবে।' জানতে চাইলাম, কেমন করে সারাবে? "বাচ্চাকে ডিমে তা দেওয়া মুরগির কাছে বসিয়ে দেবে এবং মন্ত্র পড়বে।'"

"আমার জবাব তো তুমিই নিজের মুখে বলে দিলে! চাষী স্ত্রীলোকটি যাতে ছেলের কান্না থামাবার জন্য ডিমে তা দেওয়া মুরগির কাছে নিয়ে না যায় তার জন্যই আমাদের দরকার—" স্বিয়াঝ্‌স্কি খুসি মনে শুরু করল।

লেভিন বাধা দিয়ে বলল, "মোটেই তা নয়। আমি তো মনে করি, ডাইনীবুড়ির চিকিৎসা আর চাষীদের জন্য স্কুল একই ব্যাপার। চাষীরা গরীব অশিক্ষিত—সেটা যেমন আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, তেমনই চাষী বৌও বোঝে যে তার ছেলে চেঁচায় বলেই তার চেঁচানো রোগ হয়েছে। কিন্তু স্কুলগুলো কেমন করে তাদের রোগ—তাদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর করবে সেটা যেমন আমার কাছে দুর্বোধ্য, তেমনই দুর্বোধ্য ডিমে তা দেওয়া মুরগি কেমন করে বাচ্চার রোগ সারাবে। আসলে যার জন্য তারা গরীব হয়েছে সেটাই আমাদের দূর করতে হবে।"

"তুমি স্পেন্সারকে পছন্দ না করলেও অন্তত এই ব্যাপারে তুমি তার সঙ্গে একমত দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলেন, শিক্ষা আসে প্রাচুর্য ও আরাম থেকে; তার কথায়, 'মাঝে মাঝেই স্নান করা থেকে; লিখতে ও পড়তে শেখা থেকে নয়।'"

"দেখ, স্পেন্সারের সঙ্গে যে আমি একমত সে জন্য আমি খুব খুসি—বরং বলা যেতে পারে খুব দুঃখিত, কারণ কথাটা আমি অনেক দিন থেকেই জানি। স্কুল কোন কাজে আসবে না, যা তাদের কাজে আসবে সেটা হচ্ছে এমন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাতে চাষীরা আরও ধনী হতে পারে, তারা আরও বেশী অবসর পায়—তারপর আসবে স্কুল।"

"তবু এটা তো ঠিক যে ইওরোপের সর্বত্র আজ শিক্ষা বাধ্যতামূলক।"

"আর তোমার মতটা কি? এ ব্যাপারে তুমি কি স্পেন্সারের সঙ্গে একমত?"

স্বিয়াঝ্স্কির চোখে আবারও সেই ভয়ের ভাবটা ফুটে উঠল; সে হেসে বলল, "আরে, বাচ্চার কান্নার গল্পটা কিন্তু চমৎকার। গল্পটা কি তুমি নিজে শুনেছিলে?"

লেভিন বলল, "এই লোকটির জীবনযাত্রা ও চিন্তাভাবনার কোন যোগসূত্র সে কোন দিনই খুঁজে পাবে না। তার জন্য নির্দিষ্ট শোবার ঘরে গিয়েও অনেকক্ষণ সে ঘুমুতে পারল না; যে সোফাটায় তাকে শুতে দেওয়া হয়েছিল তার স্প্রিংগুলো যতবার সে হাত বা পা সরাতে গেল ততবারই অপ্রত্যাশিত-ভাবে লাফিয়ে উঠতে লাগল। স্বিয়াঝ্স্কি যত কথা বলেছে তার কোনটাই তার মনে রেখাপাত করে নি, কিন্তু সেই খিটখিটে জমিদারের সিদ্ধান্তগুলি ভেবে দেখবার মত। সে মনে মনে লোকটির প্রতিটি কথা আওড়াতে লাগল এবং তার যে সব জবাব সে দিয়েছিল মনে মনে সেগুলোকেও সংশোধন করতে লাগল।

তাকে আমার বলা উচিত ছিল: "আপনি বলছেন যে কোন উন্নয়ন-ব্যবস্থাকে ঘৃণা করে বলেই আমরা কিছু করে উঠতে পারি না, আর তাই জোর করেই সে সব ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। আপনি ও আমি, আমরা দু'জনই অসন্তুষ্ট, কাজেই হয় আমরা, নয় তো চাষীরা দোষী। অনেক কাল ধরেই তো আমরা আমাদের ব্যবস্থা, অর্থাৎ ইওরোপীয় ব্যবস্থাকেই জোর করে চালিয়ে এসেছি, আমাদের নিজস্ব শ্রম-শক্তির বৈশিষ্ট্যের কথা কখনও ভেবে দেখি নি। এবার শ্রম-শক্তিকে একটা আদর্শ শ্রম-শক্তি হিসাবে না দেখে তাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রুশ চাষীসমাজ হিসাবে দেখে তদনুসারে আমাদের খামারের কাজকর্ম চালাবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি। ধরা যাক, মাঝপথে যে চাষীর বাড়িতে আমি উঠেছিলাম তার মত করে যদি আমরা খামার চালাই, এমন কোন উপায় যদি আমরা আবিষ্কার করতে পারি যাতে মজুররা খামারের উন্নতিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং এমন কোন মধ্যপন্থা আবিষ্কার করতে পারি যা চাষীরা স্বেচ্ছায় মেনে নেয়, তাহলে জমির উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি না করেও আমরা ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ, এমন কি তিনগুণ করে তুলতে পারি। তারপর সেই ফসল ভাগ করে অর্ধেকটা চাষীকে দেওয়া হোক, তা দিলেও আপনার ভাগে এখনকার চাইতে বেশী পাবেন, আর চাষীর ভাগেও বেশী পড়বে। এ কাজ করতে হলে আমাদের চাষ-ব্যবস্থার মানকে নীচু করতে হবে এবং খামারের ফসলের প্রতি মজুরদের আগ্রহকে বাড়াতে হবে। এ কাজ কেমন করে করা হবে সেটা বিবেচনাসাপেক্ষ, কিন্তু এ কাজ যে সম্ভব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

এই সব চিন্তার ফলে লেভিন বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। অর্ধেক রাত সে ঘুমতে পারল না, এই চিন্তাই তার সারা মন জুড়ে রইল। সে থেকে যাবে বলে কথা দিয়েছিল, কিন্তু এখন স্থির করল যে ভোরে উঠেই বাড়ি চলে যাবে। আর সব কথা ছেড়ে দিলেও ঐ শ্যালিকাটি তার মনে লজ্জা ও অনুতাপ জাগিয়ে তুলেছে, তার কেবলই মনে হচ্ছে, এমন কিছু সে করেছে যা তার করা উচিত ছিল না। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাওয়াটাই আসল কথা : শীতের বীজ বোনার কাজ শুরু করবার আগেই তার নতুন পরিকল্পনাটা চাষীদের সামনে রাখতে হবে যাতে এই নতুন ব্যবস্থানুসারে তারা কাজটা করতে পারে। সে স্থির করে ফেলেছে, তার জমিদারি পরিচালনার ব্যবস্থাটাকে সে পুরোপুরি ঢেলে সাজাবে।

॥ ২৯ ॥

নতুন পরিকল্পনা মত কাজ করতে লেভিনকে অনেক বেগ পেতে হল, কিন্তু সে সাধ্যমত চেষ্টা করে চলল ; যদিও যতটা আশা করছিল ততটা করে উঠতে পারল না, তবু যতটা করতে পারল তাতেই তার ধারণা জন্মাল যে তার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। একটা বড় অসুবিধা দেখা দিল এই যে খামারের চাকাটা আগের পথেই ঘুরতে লাগল, আর হঠাৎই সেটাকে সে বন্ধ করতে পারল না ; ফলে চাকাটা চলতে চলতেই তাকে নতুন ব্যবস্থা চালু করতে হচ্ছে।

ফিরে এসে সেই রাতেই সে যখন নায়েবকে তার পরিকল্পনার কথা বলল তখন নায়েব একান্ত আগ্রহে তার এই মতকেই সমর্থন করতে লাগল যে পুরনো পন্থায় চাষের কাজ করা যেমন বোকামি তেমনি লোকসানজনক ; নায়েব তাকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিল যে লেভিন নিজেও অনেক দিন থেকেই একথা বলে এসেছেন ; কিন্তু লেভিন তার কথায় কান দিল না। অবশ্য লেভিন যখন জানাল যে খামারের সব ব্যাপারেই সে মজুরদের সঙ্গে অংশীদারী প্রথায় কাজ করবার সংকল্প নিয়েছে, তখন নায়েবের মুখটা হাঁ হয়ে গেল। সে কোন মতামতই প্রকাশ করল না ; তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলে বলে উঠল, পরদিনই যইয়ের আঁটিগুলো সংগ্রহ করে দ্বিতীয় দফা চাষের জন্য মজুরদের মাঠে পাঠাতে হবে ; আর এই ভাবেই সে লেভিনকে বুঝিয়ে দিল যে ও সব করবার মত সময় এখন নেই।

সেই একই কথা লেভিন যখন চাষীদের জানাল এবং নতুন শর্তে তাদের কাছে জমি ভাড়া দেবার প্রস্তাব করল, তখনও সেই একই অসুবিধা দেখা দিল, অর্থাৎ দৈনন্দিন কাজকর্ম নিয়ে তারা এতই ব্যস্ত যে নতুন ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা ভেবে দেখবার মত সময় তাদের নেই।

সরল আইভান গোয়ালে কাজ করে। তাকে লেভিন যখন বলল যে গোধন থেকে যা লাভ হয় তার অংশ আইভান ও তার পরিবারের পাওয়া উচিত তখন আইভান সে কথাটা ভালভাবেই বুঝল এবং সমর্থন করল বলেই মনে হল। কিন্তু লেভিন যখন ভবিষ্যৎ সুবিধার কথা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল তখনই আইভানের মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল; দুঃখের সঙ্গে জানাল যে অত কথা শোনবার সময় তার নেই, কারণ তার হাতে অনেক জরুরী কাজ রয়েছে; বলেই সে কাজের একটা লম্বা ফিরিস্তি দাখিল করে দিল।

আর একটা অসুবিধা হল চাষীদের দুর্ভেদ্য ধারণা যে তাদের ছাল ছাড়ানো ছাড়া মনিবের আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, মুখে যাই বলুন, তার আসল উদ্দেশ্যটা মনিব কখনই তাদের জানাবে না। আবার তারাও আলোচনার সময় অনেক কথাই বলল, কিন্তু তাদের মনের এই আসল কথাটা একবারও বলল না। তার উপর (আর এখানেই লেভিন নতুন করে বুঝতে পারল সেই খিটখিটে জমিদারের কথাগুলো কত সত্যি) চাষীরা যে কোন নতুন চুক্তির ব্যাপারে একটা প্রথম ও অবশ্যস্বীকার্য শর্ত রাখল যে, চাষের কোন নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে বা কোন নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে তাদের বাধ্য করা হবে না। আধুনিক যন্ত্রপাতির যে অনেক সুবিধা আছে সে কথা স্বীকার করেও তার বিরুদ্ধে তারা হাজারটা যুক্তি খাড়া করল; আর যদিও লেভিন জানত যে চাষের মান অনেক নামিয়ে আনতে হবেই, তবু যে সব উন্নত ব্যবস্থার সুফল এত সহজেই বোঝা যায় সে সব তুলে দেওয়াটা তার কাছে খুবই কষ্টকর মনে হতে লাগল। যাহোক, এত সব অসুবিধা সত্ত্বেও হেমন্তকাল নাগাদ তার পছন্দমত পথেই কাজকর্ম চলতে লাগল—অন্তত তার তাই মনে হল।

প্রথমে লেভিনের ইচ্ছা ছিল গোটা খামারটাকেই সমবায়ের ভিত্তিতে চাষী, ভাড়াটে মজুর ও নায়েবের হাতে তুলে দেবে, কিন্তু অচিরেই সে বুঝতে পারল যে সেটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, আর সেই জন্যই স্থির করল যে সম্পত্তিটাকেই ভাগ করা হবে। গোয়াল, ফলের বাগান, সব্জি বাগান, ঘাস-জমি ও ক্ষেতকে আলাদা আলাদা ভাগ করা হবে। গো-পালক সরল আই-ভান, লেভিনের মতে যে ব্যাপারটাকে অন্য সকলের চাইতে ভাল বুঝতে পেরেছে, প্রধানত তার পরিবারের লোকদের নিয়ে একটা দল গড়ল আর তাদের দেওয়া হল গো-শালার ভার। যে দূরবর্তী ক্ষেতগুলো গত আট বছর ধরে পতিত পড়ে আছে সেগুলোর ভার দিল চতুর ছুতোর ফিয়দর রেস্নভ-এর নেতৃত্বে গঠিত ছয়টি চাষী পরিবারের আর এক দলকে। সেই একই শর্তে চাষী শুরায়েভ পেল সবগুলো সব্জি-বাগান। বাদবাকি সম্পত্তি পুরনো পদ্ধতিতেই চাষাবাদ করা হবে। এই তিনটি সংস্থাই হল নব বিধানের সূচনা, আর সেগুলিই হল লেভিনের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে লেভিন যখনই নব বিধানের সুবিধাগুলো চাষীদের বোঝাতে চেষ্টা করত তখনই সে বুঝতে পারত যে তারা শুধু তার বক্তব্যের শব্দগুলিই শুনছে, তার কথার কোন মূল্যই দিচ্ছে না। এ সত্য আরও বিশেষ করে সে বুঝতে পারত অতি-চালাক চাষী রেস্নভ-এর সঙ্গে কথা বলার সময়; তার চোখে যে দুষ্টুমির ঝিলিক খেলে যেত তাতেই বোঝা যায় যে মনে মনে সে হাসছে এবং লেভিনের কথায় আর যেই ভুলুক রেস্নভ ভুলবার পাত্র নয়।

এসব সত্ত্বেও লেভিন বিশ্বাস করত যে নতুন ব্যবস্থাটা চালু তো হয়েছে; এখন সে যদি সঠিকভাবে হিসাবপত্র রাখতে পারে এবং নিজের পথে চলতে পারে তাহলে কালক্রমে নব বিধানের সুবিধাগুলি সে তাদের কাছে প্রমাণ করে দিতে পারবে এবং তাহলেই ব্যবস্থাটা আপনা থেকেই চালু হয়ে উঠবে।

এই সব নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে, বাকি বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শুনা করতে এবং সব কিছুর হিসাবপত্র রাখতে লেভিনের এত সময় চলে যেত যে গোটা গ্রীষ্মকালটা শিকারে যাবার সময়টুকুও সে করে উঠতে পারল না। আগস্ট মাসের শেষের দিকে অব্‌লন্‌স্কিদের একটি চাকর এসে পার্শ্ব-জিনটা ফেরৎ দিল, আর জানাল যে তারা মস্কোতে ফিরে গেছে। লেভিন বুঝতে পারল, ডলির চিঠির জবাব না দিয়ে যে অসৌজন্য সে দেখিয়েছে, যার কথা মনে হতেই তার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তার ফলে তাদের সঙ্গে যোগা-যোগের সেতুটাকে সে নিজের হাতেই পুড়িয়ে ফেলেছে; সে আর কখনও গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। বিদায়কালীন সম্ভাষণটুকুও না জানিয়ে তাদের বাড়ি থেকে চলে এসে স্বিয়াঝ্‌স্কিদের প্রতিও সেই একই রূঢ় ব্যবহার সে করেছে। আর কখনও সেখানে গিয়েও সে তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। নব বিধানকে কার্যে পরিণত করার প্রচেষ্টায়ই সে এখন একেবারে মেতে আছে। স্বিয়াঝ্‌স্কি যে বইগুলি তাকে দিয়েছিল সেগুলো পড়া শেষ করে সে আরও বই আনিয়েছে, এ বিষয়ে রাজনীতিভিত্তিক অর্থনীতিবিদরা এবং সমাজবাদীরা কি বলেন সবই সে পড়েছে, এবং সে যেমনটি আশা করেছিল, সে সব পড়ে তার প্রবর্তিত পরিবর্তনগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কিছুই সে খুঁজে পায় নি।

তবু এ সংক্রান্ত সব কিছু সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ও নিষ্ঠার সঙ্গে পড়েছে এবং স্থির করেছে যে নিজের চোখে সব কিছু দেখে আসবার জন্ত আগামী হেমন্তকালে সে বিদেশে যাবে; যাতে কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা-কালে কেউ না বলতে পারে: "আর কফ্‌ম্যান? আর জোন্স? আর দুবয়? মিচেলি? তাদের লেখা পড় নি? ওঃ, তোমাকে অবশ্যই পড়তে হবে। এ বিষয়টা নিয়ে তারা গভীরভাবে নাড়াচাড়া করেছে।"

এখন কিন্তু সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যে কফ্‌ম্যান ও মিচেলির তাকে

বলবার মত কিছুই নেই। সে যা চায় তা জেনেছে। সে দেখছে, রাশিয়ার চমৎকার জমি আছে, চমৎকার কাজের লোক আছে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন স্বিয়াঝ্‌স্কিদের বাড়ি যাবার মাঝপথে যে চাষীটির বাড়িতে সে থেমেছিল তাদের ক্ষেত্রে, মজুর ও জমিতে মিলে প্রচুর ফসল ফলায়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যখন ইওরোপীয় পদ্ধতিতে জমিতে মূলধন লগ্নি করা হয় তখন উৎপাদন হয় নামমাত্র; আর তার কারণ হল, চাষীরা যখন নিজেদের মত করে কাজ করে তখনই তারা ভাল কাজ করে এবং মন দিয়ে কাজ করে; আর তারা যখন বেঁকে দাঁড়ায় তখনও সেটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, একটা স্থায়ী ঘটনা, সে ঘটনার মূল রয়েছে তাদের চরিত্রের গভীরে। সে এখন বিশ্বাস করে, জনবসতিহীন অতি-বিস্তীর্ণ জমিতে বসতি স্থাপন করা ও চাষ করাই রাশিয়ার মানুষের নিয়তি, ইচ্ছা করেই তারা সে কাজের উপযুক্ত পদ্ধতি বেছে নিয়েছে, এবং এই সব পদ্ধতিকে সাধারণত যত খারাপ বলে ভাবা হয় আসলে তত খারাপ নয়। এই সত্যটাকেই সে প্রমাণ করতে চায় নীতি হিসাবে তার লেখা বইতে, আর বাস্তব ক্ষেত্রে তার নিজের জমিদারিতে।

॥ ৩০ ॥

সেপ্টেম্বরের শেষে অনেক দূরের মাঠগুলিতে গোশালা তৈরি করবার জন্য কাঠ কেনা হল, মাখন বিক্রি করা হল, এবং তার লাভটা ভাগ করে দেওয়া হল। লেভিনের পরিকল্পনা চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়ে চলেছে, অন্তত তার তো তাই মনে হল। এই কাজের পিছনে নীতিগত সমর্থন যোগাবার জন্য এবং যে বইটা সে লিখছে সেটার জন্যও তাকে একবার অবশ্যই বিদেশে যেতে হবে, সে আশা করছে, এই বইটা রাজনীতিভিত্তিক অর্থনীতিতে শুধু যে বিপ্লবের সূচনা করবে তাই নয়, বিজ্ঞানের এই শাখাটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে আর একটা নতুন শাখার পত্তন করবে—সে শাখার বিষয়বস্তু মজুর ও মাটির সম্পর্ক। তাই বিদেশে গিয়ে সে সরেজমিনে দেখতে চায় এই বিষয়ে সেখানে কতদূর কি করা হয়েছে, এবং নিশ্চিত প্রমাণ পেতে চায় যে এখানে যা করা উচিত ছিল তা করা হয় নি। শুধু বিদেশ ভ্রমণের টাকাটা হাতে আসার জন্য গমটা বিক্রি হতে যা বিলম্ব। কিন্তু এরই মধ্যে বর্ষা নেমে গেল; বাকি ফসল ও আলু তোলা সম্ভব হল না; সব কাজ, এমন কি গম গাড়িতে বোঝাইকরা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। কাদায় পথঘাট দুর্গম হয়ে উঠল, দুটো বায়ু-কল বন্যায় ভেসে গেল, আর আবহাওয়া ক্রমেই খারাপ হতে লাগল।

৩০শে সেপ্টেম্বর সকালে সূর্য উঠল; আবহাওয়া ভাল হবার আশায় লেভিন বিদেশ ভ্রমণের তোড়জোড় শুরু করে দিল। গাড়িতে গম বোঝাই করবার হুকুম দিল, নায়েবকে ব্যবসায়ীদের কাছে পাঠাল টাকা সংগ্রহ করতে, আর নিজে জমিদারিতে গেল যাত্রার আগে শেষ নির্দেশাদি দেবার জন্য।

সন্ধ্যা নাগাদ সব কাজ সারা হল। চামড়ার কুর্তার ঘাড়ের ভিতর দিয়ে জল ঢুকে শরীর জবজবে, কিন্তু মনে প্রচণ্ড ফুর্তি। লেভিন বাড়ির দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিল। সন্ধ্যায় আবার আবহাওয়া খারাপ হল; ঝড়ো হাওয়া বেচারি ঘোড়াটার গায়ে এমনভাবে আছড়ে পড়তে লাগল যে সেটা মাথা নেড়ে, কান ঝেড়ে একপাশ হয়ে হাঁটতে লাগল। কিন্তু ককেসীয় মস্তকাবরণে লেভিন বেশ সুরক্ষিত। মনের সুখে সে রাস্তার খোদলের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া জলের স্রোত দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল। চারদিক জনশূন্য, তবু লেভিন আনন্দে ডগমগ। দূরবর্তী কোন গ্রামের চাষীরা কথাপ্রসঙ্গে তাকে বলেছে যে তারা ইতিমধ্যেই নতুন সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। পোষাক শুকোতে লেভিন একটি বুড়ো দরোয়ানের বাড়িতে উঠেছিল; সেও এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছে; গরু-মোষ কেনবার জন্য স্বেচ্ছায় একটা সমবায় সমিতিতে যোগ দিতে চেয়েছে।

শুধু যদি আমার লক্ষ্যে ঠিক থাকতে পারি তাহলেই আমি জিতে যাব, লেভিন নিজের মনেই বলল। জোর করে কাজ করবার যথেষ্ট কারণ এখন আমার আছে: আমি তো নিজের জন্য কিছু করি না, করছি সকলের ভালর জন্য। কৃষি চাষের ব্যাপারে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে; জনসাধারণের মধ্যে আনতে হবে আরও বড় পরিবর্তন। দারিদ্র্যের পরিবর্তে—সার্বিক প্রাচুর্য ও সন্তুষ্টি; বিরোধের পরিবর্তে—সামঞ্জস্য ও পরস্পরের স্বার্থরক্ষা। এক কথায়, রক্তপাতহীন বিপ্লব, কিন্তু বিরাট বিপ্লব,—প্রথমে আমাদের ছোট উয়েজ্‌দ্‌-এর সীমার মধ্যে, তারপর গুবার্নিয়াতে, তারপর সারা রাশিয়ায়, এবং তারপর গোটা দুনিয়ায়। সৎ চিন্তায় সুফল না ফলে পারে না। হ্যাঁ, সেই লক্ষ্যেই তো কাজ করতে হবে। আর সে কাজ যে আমি করছি সেটা কিছুই নয়। আমি—আমি তো সেই কন্‌স্তান্তিন লেভিন যে একদা কালো টাই পরে বল-নাচের আসরে গিয়েছিল, যাকে কিটি ফিরিয়ে দিয়েছিল, আর যে নিজেকে এত অপদার্থ ও ঘৃণ্য হতে দেখেছে। আমার তো মনে হয়, বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিনও নিজেকে এমনই অপদার্থ ভেবেছিল, এমনি করে নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিল। সেটা কিছুই না। আর আমি মনে করি, তারও একটি আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না ছিল যার কাছে সে তার সব কথা খুলে বলতে পারত।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই লেভিন অন্ধকারে ঘোড়ায় চেপে বাড়ি পৌঁছে গেল।

খাবার পরে যথারীতি হাতল-চেয়ারটায় বসে পড়তে পাগল, আসন্ন ভ্রমণের কথা ভাবতে লাগল। তার প্রচেষ্টার পরিপূর্ণ অর্থটা যেন আজই প্রথম সে ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছে; মনের চিন্তা-ভাবনাগুলি বিনা আয়াসেই লম্বা লম্বা পংক্তির আকারে মনের মধ্যে ধরা দিল। এখনই এগুলিকে

লিখে ফেলতে হবে, সে নিজের মনেই বলল। ভেবেছিলাম বইটার কোন ভূমিকা না দিলেও চলবে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই কথাগুলি খুব ভাল ভূমিকার কাজ করবে।

লেখার টেবিলে যাবার জন্য সে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণ লাস্কা পায়ের কাছেই শুয়েছিল; এবার সেও উঠে গা ঝাড়া দিয়ে তার মুখের দিকে তাকাল, যেন জানতে চাইছে এবার কোথায় যেতে হবে। কিন্তু লিখতে যাওয়া হল না, কারণ ঠিক সেই সময় কয়েকজন দলপতি এসে হাজির হল, আর লেভিনও তাদের সঙ্গে দেখা করতে হল-ঘরে চলে গেল।

পরের দিনকার কাজের নির্দেশাদি দেওয়া হলে চাষীরা চলে গেল। লেভিন পড়ার ঘরে ফিরে এসে লিখতে বসল। লাস্কা টেবিলের নীচে কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল; আগাফিয়া মিখাইল্ভনা হাতল-চেয়ারে বসে সেলাইটা তুলে নিল।

কিছুক্ষণ লিখবার পরে হঠাৎ অসাধারণ স্পষ্টভাবে লেভিনের মনে পড়ে গেল কিটির কথা, তার প্রত্যাখ্যানের কথা, গাড়ির মধ্যে ক্ষণিকের জন্য তাকে দেখার কথা। লেভিন উঠে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

"এ রকম বেজার হয়ে থাকার কোন মানে হয় না," আগাফিয়া মিখাইল-ভ্‌না লেভিনকে বলল। কে তোমাকে এখানে আটকে রেখেছে? যাবেই যখন স্থির করেছ, চলে যাওনা গরম জলের ফোয়ারায়।"

"আগামী পরশুই আমি চলে যাচ্ছি আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না। তার আগে সব বিলি-ব্যবস্থা শেষ করতে হবে তো।"

"ধিক! ধিক! তোমার বিলি-ব্যবস্থা! মুঝিকদের জন্য তো অনেক কিছুই করেছ! সকলে তো বলছে এজন্য জার তোমাকে পুরস্কার দেবেন। আমি তো ভেবে পাই না, মুঝিকদের জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন?"

"মাথা ব্যথার কোন কথা তো নয়; এ সব আমি করি নিজের জন্য।"

লেভিনের পরিকল্পনার কথা আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না সবই সবিস্তারে জানে। লেভিনই তাকে বলেছে। কিন্তু এখন সে লেভিনকে ভুল বুঝল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আহা, তা তো বটেই; আত্মার কথাই তো আগে ভাবতে হবে। পার্‌ফেন দেনিসিক-এর কথাই ধর—একেবারেই বোকাসোকা মানুষ ছিল, কিন্তু ঈশ্বর করুন তার মত মরণ যেন আমাদের সকলের ভাগ্যে ঘটে।" বাড়ির একটি প্রাক্তন ভূমিদাসের কথা উল্লেখ করে সে বলল, "মরবার আগে সব আচার-অনুষ্ঠানই কেমন করে গেল।"

লেভিন বলল, "আমি সে কথা বলি নি। আমি বললাম, লাভের জন্যই আমি এ কাজ করি। মজুররা যত ভাল করে কাজ করবে, ততই আমার লাভ বেশী হবে।"

"আহা, তুমি যাই কর, মানুষ যদি আলসে হয় তো তার কুড়ুলে তো সর্ব-

দাই শান দিতে হবে। কাজে মন থাকলে তবে তো লোকে কাজ করবে।”

“কিন্তু তুমি তো নিজেই বলেছ, আইভান এখন বেশী করে গরু-ঘোষের যত্ন নিচ্ছে।”

“সেটা তো আমার অনেক কথার এক কথা,” আপাত বিচারে অবান্তর মনে হলেও আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না এবার মোক্ষম জবাব দিয়ে বসল: “আমি বলি কি, তোমার একটি বৌয়ের দরকার মশায়, একটি বৌ চাই।”

লেভিন এইমাত্র যে কথাটি ভাবছিল আগাফিয়ার মুখে সেই কথাই শুনে সে বিচলিত ও ব্যথিত হল। ভুরু কুঁচকে সে আবার কাজে মন দিল, কোন কথা বলল না। মাঝে মাঝেই থেমে গিয়ে নীরবে কান পেতে আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নার সূঁচের শব্দ শুনতে লাগল, আর যে কথা সে মনে করতে চাইছে সেটা মনে পড়তেই চমকে উঠতে লাগল।

নটার সময় সে ঘণ্টার টুংটাং শব্দ এবং কাদার ভিতর দিয়ে গাড়ি চলার ছপ্‌-ছপ্‌ শব্দ শুনতে পেল।

“ঐ শোন, কে যেন আসছে, এখন মুখ বেজার করে থেক না,” উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না বলল। লেভিনও তাকে অনুসরণ করল। সে বুঝতে পারছিল তার পক্ষে এখন কাজ করা সম্ভব নয়, তাই একজন অতিথির আগমনে সে খুসিই হল।

॥ ৩১ ॥

সিঁড়ির মাঝামাঝি নামতেই হল-ঘরে একটা পরিচিত কাশির শব্দ লেভিনের কানে এল, তার নিজের পায়ের শব্দেই সে শব্দটা চাপা পড়ে গেল, আর সে আশা করল যে হয় তো সে ভুল শুনেছে; অবশ্য একটু পরেই যে দীর্ঘ, শীর্ণ চেহারাটা তার চোখে পড়ল তাকে সে খুব ভাল করেই চেনে; তবু সে আশা করল যে হয় তো সে ভুলই করেছে—এই যে লোকটি কাশছে আর কোটটা গা থেকে খুলে ফেলছে সে তার ভাই নিকোলাই নয়।

লেভিন ভাইকে ভালবাসে, কিন্তু তার সঙ্গে থাকা একটা যন্ত্রণাবিশেষ। এই বিশেষ মুহূর্তটিতে যখন নিজের চিন্তার ভারে এবং আগাফিয়া মিখাইল-ভ্‌নার স্মরণ করিয়ে দেওয়া কথার ভারে সে অবসন্ন, তখন তার সঙ্গে দেখা হওয়াটা যে ভয়ংকর ব্যাপার। তাই তো তার সঙ্গ সে চায় না।

তবু এই অশোভন চিন্তার জন্য বিরক্ত মন নিয়েই সে হল-ঘরে ঢুকল। কিন্তু ভাইকে খুব কাছাকাছি থেকে দেখামাত্রই হতাশার পরিবর্তে তার মনে জাগল করুণা। নিকোলাই আগেই শীর্ণ, রুগ্ন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এখন সে আরও শীর্ণ, আরও রুগ্ন হয়ে গেছে। সে যেন চামড়া দিয়ে জড়ানো একটা কংকাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

ওই নিকোলাই। গলা থেকে স্কার্ফটা খুলতে গিয়ে লম্বা পাতলা গলার উপরে মাথাটা নড়ছে; মুখে একটা অদ্ভুত করুণ হাসি। সেই নরম আশা-হীন হাসি দেখে লেভিনের গলাটা যেন আটকে আসতে লাগল।

মুহূর্তের জন্যও ভাইয়ের মুখের উপর থেকে চোখটা না সরিয়ে ফ্যাসফেঁসে গলায় নিকোলাই বলল, "এই এসে পড়লাম। অনেক দিন থেকেই একেবারে চলে আসতে চাইছিলাম, কিন্তু শরীরটা তখন খুব খারাপ ছিল। এখন অনেকটা ভাল আছি," দু'খানি হাড় বের করা হাত দিয়ে দাড়িটা ঠিক করতে করতে সে বলল।

"ঠিক, ঠিক," লেভিন বলল। ভাইকে চুমা খেতেই তার ঠোঁট দুটি যখন ভাইয়ের শুকনো চামড়ায় লাগল, আর তার চোখের একেবারে কাছে ভাইয়ের বড় বড় চোখ দুটি থেকে একটা আশ্চর্য দীপ্তি ঠিকরে বেরুতে লাগল, তখন সে আরও বেশী ভয় পেয়ে গেল।

কয়েক সপ্তাহ আগে লেভিন ভাইকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, জমিদারী সংলগ্ন যে ছোট সম্পত্তিটা তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া ছিল না সেটাকে সে বিক্রি করে দিয়েছে এবং তার অংশের প্রায় দু'হাজার রুবল সে এখন ইচ্ছা করলেই পেতে পারে।

নিকোলাই জানাল, তার এখানে আসার একটা কারণ সেই টাকা, কিন্তু প্রধান কারণ হল, সে চায় এই পুরনো নীড়ে কিছুটা দিন কাটাতে, মাটিকে স্পর্শ করতে, যার ফলে প্রাচীন কালের বীরদের মত নতুন কর্মোদ্যমে সে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। যদিও এখন তার শরীর আগের চাইতেও ঝুঁকে পড়েছে এবং উচ্চতা হিসাবে তার শরীর অবিশ্বাস্য রকমের শীর্ণ, তবু তার চলাফেরাটা আগের মতই দ্রুত ও আবেগপ্রবণ আছে। লেভিন তাকে নিয়ে পড়ার ঘরে গেল।

অনেক কষ্টে ভাই পোষাকটা বদলে নিল; এ কাজ সে এখন বড় একটা করে না; পাতলা জট-বাঁধা চুলে সযত্নে চিরুণী চালাল; তারপর হাসতে হাসতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

সে তার হাসিখুসি ও স্নেহশীল মেজাজটা ফিরে পেল; লেভিনের মনে পড়ল, ছোটবেলায় তাকে অনেক সময়ই এ মেজাজে দেখা যেত। এমন কি কোজ্‌নিশেভ-এর কথা বলতে গিয়েও সে কোনরকম উষ্মা প্রকাশ করল না। আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করল; তার কাছে পুরনো চাকর-বাকরদের কথা জানতে চাইল। পারফেক দেনিসিক-এর মৃত্যু-সংবাদ শুনে মনে আঘাত পেল; একটা ভীত দৃষ্টি তার মুখের উপর দিয়ে খেলে গেল, খুব তাড়াতাড়ি সে ভাবটা কাটিয়ে উঠল।

"ওঃ, সে তো খুব বুড়োই ছিল,', বলে সে অন্য প্রসঙ্গ তুলল। হ্যাঁ, এক মাস কি দু'মাস আমি তোমাদের কাছে থাকব, তারপর মস্কো চলে যাব।

জান, মিয়াকভ আমাকে একটা চাকরি দিতে চেয়েছিল, এবার সেটা নেব ভাবছি। এখন থেকে অন্য রকম ভাবে চলতে চেষ্টা করব। সেই মেয়েটার হাত থেকেও বেরিয়ে এসেছি।”

“মাশা? কিন্তু কেন?”

“আরে, সে একটা জন্তুবিশেষ। আমাকে কত ভোগান্তি যে ভুগিয়েছে।” অবশ্য ভোগান্তিটা যে কি তাকে বলল না; একথা স্বীকার করতে পারল না যে খারাপ চা বানাবার অপরাধে, আর তার চাইতেও যেটা জঘন্য কথা, সে তাকে রুগ্ন লোক হিসাবে দেখত বলেই মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মোট কথা, আমার জীবনটাকে সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলতে চাই। বলাই বাহুল্য যে অন্য অনেকের মত আমিও বোকার মত কাজ করেছি, টাকা উড়িয়েছি,—কিন্তু সেটা কিছুই না, সে জন্য আমি অনুতাপও করি না, আমার দরকার শুধু ভাল স্বাস্থ্য, আর এখন আমার স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়েছে।”

লেভিন সব কথা শুনল; কি বলা যায় ভাবতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই মাথায় এল না। নিকোলাই সেটা বুঝতে পারল। সে লেভিনকে তার কাজকর্মের কথা জিজ্ঞাসা করল; লেভিনও খুসি হয়ে সে কথা বলতে লাগল, কারণ ফাঁকিবাজী না করেই সে কথা বলতে পারবে। তার পরিকল্পনার কথা, বাস্তবে যা যা করেছে, সে সবই লেভিন ভাইকে বলল।

ভাই শুনল, কিন্তু কোন রকম আগ্রহ দেখাল না।

দু'জন এতই কাছের মানুষ, একই মূলের দুটি খণ্ড, যে ভঙ্গীর বা স্বরের সামান্য পরিবর্তনেই মুখের কথার চাইতে অনেক বেশী বলা হতে লাগল।

এই মুহূর্তে দু'জনের মনে একটি চিন্তাই বড় হয়ে উঠেছে: নিকোলাই-এর অসুস্থতা ও আসন্ন মৃত্যু। কিন্তু নিকোলাই বা কন্‌স্তান্তিন কেউই সাহস করে সে কথা উল্লেখ করতে পারল না, সুতরাং তারা যা কিছু বলল সবই বাইরের মিথ্যা কথা, মনের কথা নয়। সন্ধ্যাটা কাটিয়ে শুতে যাবার সুযোগ পেয়ে লেভিন যত খুসি হল এত খুসি আর কখনও হয় নি। আগে কখনও—সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের সঙ্গে সময় কাটাতে, অথবা সরকারী কাজে ভ্রমণের সময় —এই সন্ধ্যার মত এত বিশ্রী ও অস্বাভাবিকভাবে তার সময় কাটে নি। আসন্ন মৃত্যু ভাইয়ের জন্য যখন তার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল, তখন সেই ভাইয়ের সঙ্গেই তাকে আলোচনা করতে হচ্ছিল ভবিষ্যতে কেমন করে সে জীবন চালাবে সেই বিষয় নিয়ে।

বাড়িটা স্যাঁৎসেঁতে; মাত্র একটি ঘরেই উত্তাপের ব্যবস্থা আছে; তাই তার নিজের ঘরের বেড়ার ওপাশেই লেভিন তার ভাইয়ের শোবার ব্যবস্থা করে দিল।

ভাই শুয়ে পড়ল: ঘুমিয়ে পড়ল কি না কে জানে, কিন্তু অসুস্থ মানুষের মতই এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল, বার বার কাশতে লাগল, এবং কাশির

সঙ্গে শ্লেষ্মা না উঠলে আপন মনেই বিড়বিড় করতে লাগল। কখনও গভীর-ভাবে নিঃশ্বাস ফেলে অস্পষ্ট স্বরে বলল, "হায় ঈশ্বর!" আবার কখনও শ্লেষ্মায় গলা আটকে ধরলে অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে বলল, "শয়তান!" লেভিন অনেকক্ষণ জেগে জেগে তার কথা শুনতে লাগল। মনের মধ্যে অনেক কথা ভাসতে লাগল, কিন্তু সব কিছুরই পরিণতি হল একটি চিন্তায়: মৃত্যু।

এই প্রথম সব কিছুর অনিবার্য পরিণতি যে মৃত্যু সেই তার কল্পনাকে দুর্বার গতিতে চেপে ধরল। আর সে মৃত্যু এখানে এসেছে তার প্রিয় ভাইকে আশ্রয় করে; সে ঘুমের মধ্যে আর্তনাদ করছে, অভ্যাসবশত কখনও ঈশ্বরের উপর, কখনও শয়তানের উপর ভরসা করছে; সে মৃত্যু আজ আর কোন দূর-বর্তী ধারণামাত্র নয়। লেভিন যেন স্পষ্ট অনুভব করল যে সে মৃত্যু তার মধ্যেও আছে। আজ না হোক কাল, কাল না হোক ত্রিশ বছর পরে—তাতে তফাৎটা কি হল? আর এই অনিবার্য মৃত্যু যে কি তা সে জানে না কোনদিন, চিন্তাও করে নি, চিন্তা করতে পারে না, সে সাহসও নেই।

এখানে আমি কাজ করছি, একটা কিছু করবার চেষ্টা করছি, আর সম্পূর্ণ ভুলে গেছি যে সব কিছুই একদিন শেষ হয়ে যাবে, ভুলে গেছি মৃত্যুকে।

দুই হাঁটু ভেঙে একেবারে কুঁজোর মত হয়ে সে অন্ধকারে বিছানায় বসে রইল; গভীর চিন্তায় ডুবে যাওয়ার ফলে সে যেন শ্বাস নিতেই ভুলে গেল। যতই সে চিন্তার গভীরে ডুব দিল ততই যেন একান্ত নিঃসন্দেহে একটি কথাই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে জীবনের একটি ছোট সত্যকেই সে ভুলে গিয়েছিল, উপেক্ষা করে বসেছিল: সে সত্যটি হল মৃত্যু আসবে এবং সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। কোন প্রকল্প গ্রহণেরই কোন অর্থ নেই, তাতে কোন লাভ নেই। ভয়ংকর, কিন্তু এটাই সত্য।

কিন্তু আমি এখনও বেঁচে আছি। আমি এখন কি করব, কি করব? হতাশ হয়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করল। একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে সে উঠে পড়ল, আয়নার কাছে গিয়ে তার মুখ ও চুল দেখতে লাগল। কপালের দু' পাশে চুলে পাক ধরেছে। মুখ খুলল। মাড়ির দাঁতে ক্ষয় ধরেছে। পেশীবহুল বাহু দুটির আবরণ খুলে ফেলল। হ্যাঁ, সে এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ আছে, কিন্তু যে নিকোলাই আজ একটু শ্বাস টানবার জন্য ধুঁকছে সেও তো একদিন শক্ত ও স্বাস্থ্যবান ছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় একবার বিছানায় শুতে যাবার পরে ঘুমিয়ে না পড়ে তাদের গৃহশিক্ষক ফিয়দর বোগ্-দানিচ ঘর থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল এবং তারপরে দু'জন দু'জনকে লক্ষ্য করে বালিশ ছুঁড়তে ছুঁড়তে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসছিল আর হাসছিল যে ফিয়দর বোগ্দানিচ-এর ভয়ও তাদের সেই উদ্বেলিত জীবনের আনন্দ-স্রোতকে থামাতে পারে নি। আর আজ ঐ যন্ত্রণাদীর্ণ ফাঁকা বুক··· আর আমি, জানি না আমার কি হবে, কেন হবে।

"খক্, খক্!" ভাইয়ের কাশির শব্দ। "মরেছে! তুমি ওখানে কি করছ? ঘুমোতে যাচ্ছ না কেন?"

"যে কারণেই হোক ঘুম আসছে না।"

"আমার ভাল ঘুম হয়েছে। এখন আর ঘাম হয় না। শার্টে হাত দিয়ে দেখ। ভেজে নি, তাই না?"

লেভিন শার্টে হাত দিল। তারপর বেড়ার ওপাশে গিয়ে মোমবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল। কিন্তু তবু সে ঘুমতে পারল না। ঠিক যে মুহূর্তে সে বেঁচে থাকার সমস্যার একটা সমাধানে এসেছে তখনই একটা নতুন সমাধানের অতীত সমস্যা তার সামনে এসে হাজির হয়েছে: মৃত্যু।

হ্যাঁ, সে মরতে বসেছে; বসন্ত কালের মধ্যেই সে মারা যাবে। আমি কেমন করে তাকে সাহায্য করতে পারি? কি বলতে পারি? এ সম্পর্কে আমি জানিই বা কি? আমি তো এ সব কিছুকেই ভুলে গিয়েছিলাম।

॥ ৩২ ॥

লেভিন অনেক দিন থেকেই বলছে, অত্যন্ত বেশী ভীরু ও অনুগৃহীত স্বভাবের জন্য যে লোক প্রথমে অস্বস্তির কারণ হয়ে দেখা দেয়, অচিরেই নানা দাবীর বহর ও খুঁৎখুঁতে স্বভাবের জন্য সেই হয়ে ওঠে অসহ্য। লেভিন বুঝতে পেরেছিল যে তার ভাইয়ের বেলায়ও তাই ঘটবে। আর সত্যি সত্যি নিকোলাইয়ের ভীরুতা বেশী দিন থাকল না। ঠিক পরদিন সকালেই সে খিটখিটে হয়ে উঠল এবং ভাইয়ের দোষ ধরতে শুরু করল।

লেভিন বুঝল যে তারই দোষ, কিন্তু তার কিছু করবার নেই। তার মনে হল, তারা দু'জনই যদি ছলনা থামিয়ে যার যার "মনের কথা" বলতে পারত, অর্থাৎ ঠিক যা ভাবছে এবং অনুভব করছে মুখে তাই বলত, তাহলে তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে পারত, আর কন্‌স্তান্তিন যেমন বলতে পারত, "তুমি মরতে চলেছ, মরতে চলেছ, মরতে চলেছ!" তেমনই নিকোলাইও জবাব দিতে পারত, "আমি তা জানি, আর তাই আমি ভীত, ভীত, ভীত!" মন খুলে কথা বললে আর একটি কথাও তাদের বলতে হত না। কিন্তু সেটা অসম্ভব, তাই সারাটা জীবন কন্‌স্তান্তিন যা করতে চেষ্টা করেছে কিন্তু করতে পারে নি এখনও তাই করবার চেষ্টা করতে লাগল; তার মতে, অনেকেই সে কাজটা বেশ ভালভাবে করতে পারে এবং না করে বাঁচতেই পারে না: যা তার মনের কথা নয় তাই সে বলতে চেষ্টা করল, যদিও সারাক্ষণই সে এত খারাপভাবে কাজটা করে চলল যে তার ভাই সেটা ধরে ফেলে নিজেও বিরক্ত হয়ে উঠল।

দু'দিন পরে নিকোলাই আর একবার ভাইয়ের কাছ থেকে তার সব পরি-

কল্পনা জেনে নিয়ে তাকে ভীষণভাবে সমালোচনা করল এবং সে যা করছে ইচ্ছা করেই তাকে কমুনিজমের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলল।

"তুমি তো স্রেফ অন্যের ভাবনা-চিন্তাকে মেরে দিয়েছ, তাকে বিকৃত করেছ, এবং যেখানে সেগুলি প্রযোজ্য নয় সেখানেই তাদের প্রয়োগ করেছ।"

"আমি বলছি, আমি যা করছি তার সঙ্গে কমুনিজমের কোন সম্পর্ক নেই। কমুনিস্টরা বলে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, মূলধন ও উত্তরাধিকার—এ সবই অন্যায়, আর আমি, মূল প্রেরণা হিসাবে সেগুলোকে অস্বীকার না করেই—" এই সব বিদেশী শব্দ ব্যবহার করতে লেভিন ঘৃণাবোধ করে, কিন্তু যবে থেকে সে নতুন কাজে মেতে উঠেছে তখন থেকেই এগুলিকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে—"আমি চাই শুধু শ্রমকে নিয়ন্ত্রণ করতে।"

"ঠিক তাই; তুমি অন্যের ধারণাকে নিয়েছ, তার মূল প্রেরণাগুলিকেই বাতিল করেছ, আর আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করছ যে তুমি নতুন কিছু করেছ," বিরক্তির সঙ্গে গলাবন্ধের মধ্যে ঘাড়টাকে ঘোরাতে ঘোরাতে নিকোলাই বলল।

"কিন্তু তাদের ধারণার সঙ্গে তো আমার ধারণার কোন মিল নেই—"

চোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টির ঝিলিক হেনে বিদ্রূপের হাসি হেসে নিকোলাই বাধা দিল, "তাদের ধারণা···তাদের ধারণার মধ্যে একটা জিনিস অন্তত আছে—তাকে কি জ্যামিতিক সৌন্দর্য বলব?—একটা সরলতা, একটা অপ্রতিরোধ্যতা। তারা কল্পনাবিলাসী হতে পারে। কিন্তু আমাদের সমস্ত অতীতকে মুছে ফেলবার সম্ভাবনাটাকে যদি আমরা মেনে নেই—অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না, পারিবারিক জীবন থাকবে না, এই সব আর কি—তাহলে শ্রম তো আপনা থেকেই তার নিজের জায়গা পেয়ে যাবে। তুমি এমন কিছুই বলছ না—"

"দুটো জিনিসকে তুমি গুলিয়ে ফেলছ কেন? আমি কোন দিনই কমুনিস্ট নই।"

"আমি কমুনিস্ট; আমি বুঝি, অনেক আগে এসে পড়লেও কমুনিজমের মধ্যে যুক্তি আছে, তার একটা ভবিষ্যৎ আছে, ঠিক যেমন হয়েছিল প্রথম কয়েক শতাব্দীতে খৃস্টধর্মের বেলায়।"

"আমি শুধু একটি কথাই বলতে চাই, শ্রমের ব্যাপারে আমাদের একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে, তাকে ভাল করে জানতে হবে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতই তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে আবিষ্কার করতে হবে, আর তার পরে—"

"কিছুই হবে না। শ্রম এমন একটা শক্তি যা প্রগতির স্বাভাবিক পথেই নতুন নতুন উপযুক্ত আকার ধারণ করবে। এক সময়ে ছিল ক্রিতদাস, তারপর

'মাতায়া' (জমির জন্য যারা টাকার বদলে ফসল দিত) ; এখন এসেছে ভাগ-চাষী, ভাড়াটে মজুর, আর ভাড়া-চাষী—আর কি চাও ?"

এ কথায় লেভিন খুব চটে গেল, কারণ মনে মনে সে জানে যে কথাগুলি সত্য, কমুনিজম ও বর্তমান ব্যবস্থার মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থাই সে খুঁজছে, আর সেটা অসম্ভব।

"আমি চাইছি কাজটা যাতে মজুরের দিক থেকে এবং আমার দিক থেকেও লাভজনক হয় তারই একটা পথ বের করতে। আমি চাই এমন একটা বন্দোবস্ত করতে—" সে গরম হয়ে বলল।

"কোন বন্দোবস্ত করতেই তুমি চাও না ; যা তুমি চিরকাল চেয়ে এসেছ আজও তাই চাইছ—চাইছ মৌলিক হতে, দেখাতে চাইছ যে তুমি তোমার চাষীদের শোষণ করছ না, তোমার কাজের পিছনে একটা মস্ত বড় আদর্শ আছে।"

বাঁ গালের মাংসপেশীগুলো কুঁচকে উঠছে বুঝতে পেরে লেভিন বলল, "তাই যদি ভেবে থাক তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও।"

"সত্যিকারের কোন দৃঢ় মত তোমার নেই, কোনদিন ছিল না ; তুমি চাও শুধু বিবেককে একটু রসদ দিয়ে শান্ত করতে।"

"ভাল কথা ; আমাকে একা থাকতে দাও।"

"তা তো দেবই। অনেক হয়েছে, তুমি উচ্ছন্নে যাও ! এখানে কেন যে মরতে এসেছিলাম।"

পরবর্তীকালে ভাইকে শান্ত করতে লেভিন অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু নিকোলাই কোন কথায়ই কান দিল না ; তার এক কথা, তাদের দূরে থাকাই ভাল ; লেভিনও বুঝল যে সেটাই ঠিক, কারণ তার পক্ষে জীবনটাই দুর্বহ হয়ে উঠেছে।

নিকোলাই যাবার জন্য প্রস্তুত হলে লেভিন তার কাছে গিয়ে যদি কোন দোষ-ত্রুটি ঘটে থাকে তো সেজন্য ক্ষমা চাইল।

নিকোলাই হেসে বলল, "আহা, কী উদারতা ! তুমি যদি ভাল থাকতেই চাও, সে সুখ তোমাকে অবশ্যই দিতে পারি। তুমি ঠিকই করেছ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি চলেই যাচ্ছি।"

যাত্রার আগের মুহূর্তে লেভিন নিকোলাইকে চুমা খেল ; একটা আশ্চর্য ও অপ্রত্যাশিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল :

"আমাকে খারাপ ভেবো না কন্‌স্তান্তিন !" তার গলার স্বর ভেঙে পড়ল।

এই প্রথম সে আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলল। লেভিন জানে যে এই কথাগুলির আসল অর্থ হল : "তুমি বুঝতে পেরেছ যে আমি খারাপ কাজ করেছি, পরস্পরকে আর কোন দিন আমরা দেখতে পাব না।" লেভিন তা

জানে বলেই তার দুই চোখ জলে ভরে এল। সে আবার ভাইকে চুমা খেল; কিছুই বলল না; বলার কিছু ছিল না।

ভাই চলে যাবার দু'দিন পরে লেভিন বিদেশে চলে গেল। ট্রেনে কিটির এক জ্ঞাতি ভাই যুবক শেরবাৎস্কির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। লেভিনকে এতটা মন-মরা দেখে সে অবাক হয়ে গেল।

"আপনার কি হয়েছে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"বিশেষ কিছুই না। জীবনটা খুব মজায় কাটছে না, বাস ঐ পর্যন্তই।"

"ওঃ, তাই বুঝি? মুন্‌সিজেন যাওয়ার পরিবর্তে আপনি বরং আমার সঙ্গে প্যারিস চলুন। তাহলে দেখবেন জীবন কত মজাদার হতে পারে!"

"না, ধন্যবাদ; আমার সব শেষ হয়ে গেছে। এ দুনিয়াটা ছেড়ে যাবার সময় হয়েছে।"

"শুনতে ভালই লাগছে!" শেরবাৎস্কি হেসে উঠল। "দেখুন, আমার কিন্তু সবে শুরু!"

"এই সেদিনও আমিও তাই ভাবতাম, কিন্তু আজ আমি জেনেছি, শীঘ্রই আমি মারা যাব।"

সম্প্রতি লেভিন সত্যি সত্যি যা ভাবছে তাই সে বলল। সব কিছুর মধ্যে সে এখন মৃত্যুকে বা মৃত্যুর আবির্ভাবকে দেখতে পাচ্ছে। সে সব সত্ত্বেও নতুন প্রচেষ্টায় কিন্তু এখনও তার আগ্রহ অক্ষুণ্ণ আছে। মৃত্যু না আসা পর্যন্ত তাকে তো বেঁচে থাকতেই হবে। পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু ঠিক অন্ধকারের জন্যই তার মনে হল যে কাজই হচ্ছে একমাত্র অবশিষ্ট সূত্র যা তাকে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, আর তাই সেই সূত্রটাকে সে সর্বশক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরল।

চতুর্থ পর্ব

॥ ১ ॥

কারেনিন-দম্পতি এক বাড়িতে এক সঙ্গেই বাস করতে লাগল, প্রতিদিনই তাদের দেখা হত, কিন্তু পরস্পরের কাছ থেকে তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েই রইল। চাকর-বাকররা যাতে কোন রকম সন্দেহ করতে না পারে সে জন্য কারেনিন নিয়ম বেঁধে প্রতিদিন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে, কিন্তু কখনও বাড়িতে খায় না। ভ্রন্‌স্কি আর কারেনিনদের বাড়িতে আসে না, কিন্তু আন্না অন্যত্র তার সঙ্গে দেখা করে, আর তার স্বামী সে কথা জানে।

তিন জনের পক্ষেই পরিস্থিতিটা, এবং তাদের কেউই এটাকে সহ্য করতে পারত না যদি তাদের মনে এই আশা না থাকত যে শীঘ্রই এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে; এটা একটা সাময়িক পরীক্ষা মাত্র, অচিরেই এর অবসান ঘটবে। কারেনিন ধরেই নিয়েছে যে অন্য সব কিছুর মতই এই মোহও কেটে যাবে, সকলেই এ কথা ভুলে যাবে, আর তার নাম অকলংকিতই থেকে যাবে। এ পরিস্থিতির জন্য সব চাইতে বেশী দায়ী আন্না; কষ্টও সেই ভোগ করছে অন্য সকলের চাইতে বেশী; সেও এটাকে সহ্য করতে পারছে কারণ সে শুধু আশাই করে না, গভীরভাবে বিশ্বাস করে, যে অল্প দিনের মধ্যেই এ গিঁট খুলে যাবে আর অবস্থা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিসে গিঁট খুলবে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই, কিন্তু সে গভীরভাবে বিশ্বাস করে, যে-ভাবেই হোক অচিরেই সেটা ঘটবে। ভ্রন্‌স্কি নিজের অজ্ঞাতসারেই আন্নার দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে চলেছে; সেও আশা করে আছে যে তার আয়ত্তের অতীত কোন পথে তাদের এই কষ্টের একটা মীমাংসা হতে বাধ্য।

শীতের প্রথম ভাগে ভ্রন্‌স্কিকে অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার ভিতর দিয়ে একটি সপ্তাহ কাটাতে হল। একজন বিদেশী রাজপুত্র সেণ্ট পিতার্সবুর্গ-এ বেড়াতে এসেছিল; তাকে সব কিছু দেখিয়ে-শুনিয়ে দেবার ভার পড়েছিল তার উপর। ভ্রন্‌স্কি নিজে একজন প্রতিষ্ঠাবান লোক; স্বীয় মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কুশলতায় সে সিদ্ধহস্ত; রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে মেলা-মেশার অভ্যাসও তার আছে। তাই রাজপুত্রকে তার হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দায়িত্বটা তার পক্ষে বড়ই কঠিন হয়ে উঠল। দেশে ফিরে গিয়ে যাতে কোন কিছু দেখার ব্যাপারেই কেউ তাকে অপ্রস্তুত করতে না পারে তাই কোন কিছুই বাদ দিতে রাজপুত্রটি রাজী নয়; তাছাড়া, রাশিয়ার এদিক-সেদিকের সব কিছুই উপভোগ করতে সে ব্যগ্র। ভ্রন্‌স্কির কাজই হল এই উভয়বিধ অভিযানে তাকে ঠিক মত পরিচালিত করা। সকালে তারা দর্শনীয় বস্তু দেখতে বের হত, আর সন্ধ্যায় এখানকার জাতীয় আমোদ-

প্রমোদে অংশ নিতে যেত। রাজপুত্রটি স্বাস্থ্যের অধিকারী; নানা রকম খেলাধূলা ও শরীর চর্চার দ্বারা নিজেকে সে এত শক্ত-সমর্থ করে গড়ে তুলেছে যে এত সব অত্যাচার সত্ত্বেও সে একটা বড় চকচকে ওলন্দাজ কাঁকুড়ের মতই তরতাজা আছে। সে নানা দেশে ঘুরেছে; ফলে দেখতে পেয়েছে যে আধুনিক কালে দেশ ভ্রমণের একটা মস্ত সুবিধাই হল, বিদেশী আমোদ-প্রমোদগুলো খুব সহজেই হাতের মধ্যে পাওয়া যায়। সে স্পেনে গিয়েছে, সেখানে নৈশ সঙ্গীতে যোগ দিয়েছে, ম্যাণ্ডোলিনবাদিনী একটি স্পেনীয় মহিলার সঙ্গে প্রেমেও পড়েছিল। সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে সাময়-নামক এক ধরনের হরিণ শিকার করেছে। ইংলণ্ডে গিয়ে লাল কোট পরে ঘোড়ায় চেপেছে, বেড়া ডিঙিয়েছে এবং বাজি ধরে দুটো পাখি মেরেছে। তুরস্কে হারেম দেখেছে, ভারতবর্ষে হাতিতে চড়েছে, আর এখন রাশিয়াতে এসে এখানকার যা কিছু বিশেষ মজাদার তার স্বাদ নিতে ইচ্ছুক হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন রকমের মজার ভিতর থেকে কিছু কিছু বেছে নেওয়াটাই ভ্রন্স্কির পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ল। তারা প্যানকেক খেল, ভালুক শিকার করল, "ত্রয়কা"-য় চাপল, বেদেদের আড্ডায় গেল, পানোৎসবে যোগ দিয়ে সব কিছু ভেঙে চুরে একশা করল। অদ্ভুত সহজভাবে রাজপুত্র রুশীয় ভঙ্গীকে আয়ত্ত করে নিল, এক ট্রে-ভর্তি চীনামাটির বাসন ভেঙে চুরমার করল, একটি বেদেনীকে হাঁটুর উপর বসিয়ে প্রশ্ন করল: "তারপর কি? নাকি রুশীয় ভঙ্গিমার এখানেই ইতি?"

আসলে রুশীয় আমোদ-প্রমোদের মধ্যে তার সব চাইতে ভাল লেগেছিল ফরাসী অভিনেত্রী। ব্যালে-নর্তকী ও সাদা-সিলের শ্যাম্পেন। ভ্রন্স্কি রাজ-পুত্রদের এই নতুন দেখছে না, কিন্তু যে কারণেই হোক—হয় তো ইদানীং সে নিজেই বদলে গেছে, অথবা হয় তো এই রাজপুত্রটিকে সে বড় বেশী কাছে থেকে দেখছে—সপ্তাহটা যেন কিছুতেই কাটতে চাইছিল না। প্রতিদিনই তার মনে হত, একটা ভয়ংকর পাগলকে যেন তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাকে সে ভয় পায়, আবার সেই সঙ্গে এ আশংকাও তার মনে জাগে যে হয় তো তার কাছাকাছি থাকতে থাকতে সে নিজেও পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু ভ্রন্স্কি কেন যে ক্রমেই রাজপুত্রকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করেছে তার প্রধান কারণ তার মধ্যে সে যেন নিজেকেই দেখতে পাচ্ছে। আর এই আয়নার মধ্যে সে যা দেখছে সেটা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। রাজপুত্রটি নিরেট, অত্যন্ত বেশী আত্মবিশ্বাসী, অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান, অত্যন্ত পরিষ্কার স্বভাবের মানুষ; বাস, ঐ পর্যন্তই। অবশ্য সে একজন ভদ্রলোক—সে কথা ঠিক, আর ভ্রন্স্কিও তা অস্বীকার করতে পারে না। সে শাস্ত ও গুরুজনদের প্রতি অনুগত, সরল ও সমবয়স্কদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, অনুগত জনের প্রতি করুণাপরবশ। ভ্রন্স্কিও তাই ছিল, এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রশংসনীয় বলে

মনে করত। কিন্তু রাজপুত্রের তুলনায় ভ্রন্‌স্কি অধস্তন লোক, তাই তার সদয় করুণা তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে।

নির্বোধ বাছুর! আমি কি ও রকমটা হতে পারি? ভ্রন্‌স্কি ভেবে অবাক হল।

সে যাই হোক, সাতদিনের দিন সে যখন রাজপুত্রকে মস্কো রওনা করিয়ে দিল এবং তাকে সাহায্য করার জন্ত ধন্তবাদও পেল, তখন এই অপ্রীতিকর কর্তব্যভার ও অপ্রশংসনীয় আয়নাটির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ভ্রন্‌স্কি খুবই খুসি হল। ভালুক শিকারের অভিযান থেকে ফিরে এসে এবং সারারাত রুশীয় প্রথায় চরম হৈ-হল্লায় কাটিয়ে সে স্টেশনে গিয়ে রাজপুত্রকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল।

॥ ২ ॥

বাড়ি ফিরে ভ্রন্‌স্কি আন্নার একটা চিঠি পেল। সে লিখেছে: "আমি অসুস্থ ও দুঃখী। বাড়ি থেকে বের হতে পারি না, আবার দীর্ঘদিন তোমাকে না দেখেও থাকতে পারি না। আজ সন্ধ্যায় এস। সাতটার সময় আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ পরিষদে যাবে এবং দশটা পর্যন্ত সেখানে থাকবে।" স্বামীর সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্ত করে আন্না তাকে তার বাড়িতে যেতে লিখেছে দেখে ভ্রন্‌স্কি চমকে উঠল, কিন্তু যাওয়াই স্থির করল।

সেই শীতে ভ্রন্‌স্কি কর্ণেল পদে উন্নীত হয়েছে এবং সেনাবাহিনীর বাসা-বাড়ি ছেড়ে আলাদা বাসা নিয়েছে। লাঞ্চের পরে সে একটা কোচে শুয়ে পড়ল, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তার স্মৃতিতে গত কয়েকদিনের বিরক্তিকর দৃশ্যাবলীর সঙ্গে আন্নার মুখ ও ভালুক-শিকারের সহকারী চাষীটার মুখ মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেল। কিছু বুঝবার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। সে যখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠল তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। তাড়া-তাড়ি একটা মোমবাতি জ্বালাল। ব্যাপার কি? কি হল? কোন্ ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে এত ভয় পেলাম? হ্যাঁ, শিকারের সময়কার সেই চাষীটা, এলো-মেলো দাড়িওয়ালা সেই নোংরা ছোট মানুষটা, কি যেন করতে গিয়ে একে-বারে উপুড় হয়ে হঠাৎ ফরাসীতে বিড় বিড় করে কি যেন বলে উঠল। বাস, এই তো সব। এতে আমার এতদূর ভয় পাবার কি হল? সেই ছোট মানুষটা আবারও তার চোখের সামনে ভেসে উঠল; সেই অসংলগ্ন ফরাসী কথাগুলো আবারও সে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল; আর একটা ঠাণ্ডা স্রোত তার শিরদাঁড়া বেয়ে উঠতে লাগল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই সে বলল, কী সব অর্থহীন ব্যাপার!

সাড়ে আটটা বাজে। সে ঘণ্টা বাজিয়ে খানসামাকে ডাকল, দ্রুত পোষাক পরল, তারপর বেরিয়ে গেল, দেরি হওয়ার আশংকায় স্বপ্নের কথাটা বেমালুম

ভুলে গেল। গাড়িতে চেপে কারেনিনদের বাড়ি পৌঁছে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি। দুটো সাদা ঘোড়ার একটা উঁচু সরু গাড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে চিনল, এটা আন্নার গাড়ি। সে কি আমার বাড়ি যাচ্ছে, ভ্রন্‌স্কি ভাবল। সেটা অনেক ভাল হত। এ বাড়িতে ঢুকতে আমার ঘৃণা হয়। যাই হোক, এখন তো আর ফিরে যেতে পারি না। স্লেজ থেকে নেমে এমন ভঙ্গীতে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল যেন কিছুতেই তার লজ্জা নেই। দরজা খুলে গেল, আর হলের দরোয়ান হাতে একটা কম্বল নিয়ে গাড়িটাকে ডাকল। খুঁটিনাটির দিকে নজর দেওয়া ভ্রন্‌স্কির স্বভাব নয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাকে দেখে দরোয়ানের চোখে যে বিস্ময় ফুটে উঠল সেটা তার নজর এড়াল না। দরজার মুখেই কারেনিনের সঙ্গে তার প্রায় ধাক্কা লাগার উপক্রম। গ্যাসের আলোর একটা রশ্মি সরাসরি এসে গোলাকার কালো টুপির নীচে তার বিরক্ত মুখে এবং বীভার কলারের নীচে চকচকে সাদা গলাবন্ধের উপর পড়েছে। কারেনিনের নিশ্চল দুটি চোখ ভ্রন্‌স্কির উপর স্থিরনিবদ্ধ। ভ্রন্‌স্কি অভিবাদন করল, আর কারেনিন ঠোঁট কামড়ে টুপিতে হাতটা ছুঁইয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ভ্রন্‌স্কির চোখের সামনেই পিছনে না তাকিয়ে কারেনিন গাড়িতে উঠল, কম্বল ও অপেরা-গ্লাসটা নিল, তারপর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভ্রন্‌স্কি হল-ঘরে ঢুকল। তার ভ্রূকুটিকুটিল চোখে একটা উদ্ধত, ক্রুদ্ধ আলো ঝিলিক দিতে লাগল।

ভাবল, চমৎকার পরিস্থিতি! লোকটা যদি যুদ্ধ করত, আত্মসম্মান বাঁচাতে চাইত, তাহলে আমিও পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারতাম; কিন্তু এই দুর্বলতা···বা এই শয়তানি···সে এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমি তাকে ঠকাচ্ছি; অথচ তাকে ঠকাবার কোন ইচ্ছাই আমার নেই, গোড়া থেকেই তাকে আমি ঠকাই নি।

ভ্রিদি-র বাগানে আন্নার সঙ্গে কথা বলবার পর থেকেই ভ্রন্‌স্কির মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের দু'জনের সম্পর্ক একদিন ছিন্ন হয়ে যেতে পারে একদিন সে কথা মনে করলেও আন্নার দুর্বলতাকে মেনে নিয়ে (আন্না নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভ্রন্‌স্কির হাতে ছেড়ে দিয়েছে, ভ্রন্‌স্কিই তার ভাগ্য নির্ধারণ করবে, আর ভবিষ্যতে কপালে যাই থাকুক ভ্রন্‌স্কি যা বলবে তাই সে মেনে নেবে) সে চিন্তাকে সে মন থেকে দূর করে দিয়েছে। তার ব্যক্তিগত উচ্চাকাংখা আর একবার মন থেকে সরে গেছে, আবেগের কাছেই সে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে, আর সে-আবেগ ক্রমেই তাদের দু'জনকে নিকটতর করে তুলছে।

হল-ঘর থেকেই সে আন্নার অপসৃয়মান পায়ের শব্দ শুনতে পেল। সে ভাবল, আন্না তার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল, তার জন্যই কান পেতে ছিল, আর এখন বসবার ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

ভ্রন্স্কিকে দেখেই আন্না কেঁদে ফেলল ; প্রথম কথাটি উচ্চারণ করতেই তার চোখ জলে ভরে এল। "না, না! এইভাবেই যদি চলতে হয়, তো অনেক অনেক আগেই সেটা ঘটবে।"

"কি ঘটবে প্রিয়ে?"

"কি ঘটবে? আমি এখানে অপেক্ষা করেই আছি, এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা ধরে কষ্ট পাচ্ছি,···কিন্তু না, থাক। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি না। আমি জানি তুমি আসতে পার নি। না, থাক।"

ভ্রন্স্কির কাঁধে দুই হাত রেখে গভীর আবেগে, অথচ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে, অনেকক্ষণ ধরে সে তার দিকে তাকিয়ে রইল। যে ক'টা দিন তাকে দেখতে পায় নি তখনও মনে মনে তার মুখটাই ভেবেছে। যখনই তাদের দেখা হয় তখনই সে এই কাজটি করে—তাকে কল্পনায় যেমনটি দেখেছে (অনেক বেশী ভাল, সম্ভবত আদর্শ) তার সঙ্গে এখন বাস্তবে যেমন দেখছে তার তুলনা করছে।

॥ ৩ ॥

দু'জনে একটা টেবিলে বাতির নীচে বসবার পরে আন্না বলল, "তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তো? দেরিতে আসার ফলে এটাই তোমার শাস্তি।"

"কিন্তু তা কেমন করে হল? তার তো পরিষদে থাকবার কথা।"

"সেখানেই গিয়েছিল; ফিরে এসে আবার যেন কোথায় গেল। কিন্তু সে কথা থাক। ও নিয়ে কোন কথা বলো না। তুমি কোথায় ছিলে? রাজপুত্রের সঙ্গে?"

তার জীবনের সব খুঁটিনাটি খবরই আন্না রাখে। ভ্রন্স্কি বলতে যাচ্ছিল যে, সারা রাত তার ঘুম হয় নি, তারপর ভীষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু আন্নার খুসিভরা উত্তেজিত মুখ তাকে লজ্জা দিল, সে বলল যে রাজপুত্রের চলে যাবার খবরটা জানাতেই সে গিয়েছিল।

"তাহলে ও পাট চুকে গেছে? তিনি চলে গেছেন?"

"হ্যাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। লোকটা যে কী অসহ্য ছিল বললে তুমি বিশ্বাস করবে না।"

"সে কি? তোমরা যুবকরা তো সকলেই জীবনের ঐ পথেই চল," ভুরু কুঁচকে টেবিলের উপর থেকে ক্রচেটের সেলাইটা তুলে নিয়ে সে বলল; তার দিকে না তাকিয়ে হুকটা খুলবার চেষ্টা করতে লাগল।

আন্নার মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়ে এবং তার অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করে ভ্রন্স্কি বলল, "জীবনের সে পথ তো আমি অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি।" তারপর সুন্দর দাঁত বের করে হেসে বলল, "স্বীকার করছি,

জীবনের যে ছবি আয়নার মধ্যে এ সপ্তাহে দেখেছি সেটা খুবই অপ্রীতিকর।"

আন্না সেলাইটা হাতে ধরেই আছে, কিন্তু সেলাই করছে না। উজ্জ্বল বিরূপ দৃষ্টিতে ভ্রন্‌স্কির দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

প্রসঙ্গক্রমে সে বলল, "আজ সকালে লিজা এসেছিল—কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না যাই বলুক তারা এখনও আমার কাছে আসতে ভয় করে না; তোমার এথেনীয় রজনীর কথা সেই আমাকে বলেছে!"

"আমি সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম—"

আন্না বাধা দিল:

"থেরেসেও সেখানে ছিল; তাকে তো তুমি চিনতে।"

"আমি বলতে চেয়েছিলাম—"

"তোমরা পুরুষরা কত বিরক্তিকর! তোমরা কি বুঝতে পার না, একজন নারী কখনও এ সব কথা ভোলে না?" আন্না ক্রমেই গরম হতে লাগল; তার রাগের কারণও বোঝা গেল। "বিশেষ করে যে নারী তোমার জীবনযাত্রার খবর রাখে না। আমিই বা কি জানি? কতটুকু জানি? শুধু যতটুকু তুমি নিজে বলেছ। আর তুমি যে সত্যি কথাই বলেছ তাই বা আমি জানব কেমন করে?"

"আন্না! এটা কিন্তু আমাকে অপমান করা হল। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না? তোমাকে কি বলি নি যে তোমাকে আমার সব কথাই আমি বলি?"

ঈর্ষাটাকে মন থেকে তাড়াবার জন্যই যেন আন্না বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ! কিন্তু তুমি যদি জানতে আমার অবস্থা কী শোচনীয়! আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, সত্যি বিশ্বাস করি।...হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি কি বলছিলে?"

ভ্রন্‌স্কি কি কথা বলছিল তাও ভুলে গেছে। আন্নার মনের এই ক্রমবর্ধমান ঈর্ষাকে সে ভয় করে; যতই লুকোবার চেষ্টা করুক, এই ঈর্ষা তার মনের আবেগকে অনেকখানি স্তিমিত করে দিয়েছে, যদিও সে জানে তাকে ভালবাসে বলেই আন্নার মনে এই ঈর্ষা দেখা দেয়। নিজের মনে সে কতবার বলেছে যে আন্নার ভালবাসাই তার সুখ। আর আজ এই নারী তাকে একান্তমনেই ভালবাসে, অথচ সে যখন মস্কো থেকে আন্নার পিছু নিয়েছিল সেদিনের তুলনায় আজ সুখ তার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। সেদিন নিজেকে অসুখী মনে করলেও সে ভাবত যে তার সামনে রয়েছে সুখের দিন; আর আজ সে বুঝতে পারছে যে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখের দিনগুলিকে সে পিছনে ফেলে এসেছে। প্রথম দর্শনে যে আন্নাকে সে দেখেছিল আজ আর সে সে-আন্না নেই। কি নীতির দিক থেকে, কি শরীরের দিক থেকে, তার অনেক অবনতি ঘটেছে। কিছুটা মোটা হয়েছে। মাঝে মাঝে, বিশেষ করে অভিনেত্রী থেরেসের কথা উল্লেখ করবার সময় একটা ঈর্ষাকুটিল দৃষ্টিতে তার মুখটা বিকৃত

হয়ে উঠছে। একটা সুন্দর ফুলকে ছিঁড়ে নেবার পরে কেউ যখন দেখে যে ফুলটা শুকিয়ে গেছে, তার যে সৌন্দর্য ছিল সেটা ম্লান হয়ে গেছে, ফুলটাকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে, তখন সে যে ভাবে শুকনো ফুলটার দিকে তাকায়, ভ্রন্‌স্কিও সেই দৃষ্টিতে আন্নার দিকে তাকিয়ে রইল। তৎসত্ত্বেও সে এটাও জানে যে, একদিন আন্নার প্রতি তার ভালবাসা যখন প্রবলতর ছিল তখন হয় তো ইচ্ছা করলে সে ভালবাসাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারত, কিন্তু আজ যখন তার প্রতি সেই ভালবাসা আর অনুভব করে না, তখন কিন্তু তার সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধনকে ভ্রন্‌স্কি ছিন্ন করতে পারে না।

আন্না বলল, "এবার বল, প্রিন্স সম্পর্কে তুমি আমাকে কি বলতে চেয়েছিলে? শয়তানটাকে এবার তাড়িয়ে দিয়েছি।" মনের ঈর্ষাকে তারা শয়তান বলে উল্লেখ করে থাকে। প্রিন্স সম্পর্কে তুমি কি বলতে চাও? তাকে তুমি সহ্য করতে পার না কেন?"

নিজের চিন্তার রেশ টেনে ভ্রন্‌স্কি বলল, "অসহ্য। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তার কোন লাভ হবে না। আমি তো তাকে মনে করি সেই সব পুরুষ্টু জন্তুদের অন্যতম যারা মেলা-প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কারই পেতে পারে, তার বেশী কিছু নয়।"

আন্না বাধা দিয়ে বলল, "সে আবার কি? যাই বল, সে তো একজন শিক্ষিত লোক, পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছে।"

"শিক্ষা—সে তো সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের শিক্ষা। তাদের শিক্ষার তো একটিমাত্র লক্ষ্য—সেই শিক্ষাকেই নিন্দা করা; একমাত্র পাশবিক সুখ ছাড়া আর সব কিছুকেই তো তারা নিন্দা করে।"

"কিন্তু সেই পাশবিক আনন্দ তো তোমরা সকলেই ভালবাস," আন্না বলল। ভ্রন্‌স্কি দেখল, তার চোখে সেই বিরূপ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে।

ভ্রন্‌স্কি হেসে জিজ্ঞাসা করল, "এত করে তার পক্ষ তুমি সমর্থন কর কেন?"

"তাকে আমি সমর্থন করছি না, আমার কাছে সবই সমান; কিন্তু আমি মনে করি, ওই সুখে যদি তুমিও না মজতে তাহলেই তার সঙ্গ পরিহার করা তোমাকে সাজত। কিন্তু ঈভ-এর পোষাকে থেরেসেকে দেখে তুমিও তো সুখ পাও।"

টেবিলের উপর রাখা আন্নার হাতটা তুলে চুমা খেয়ে ভ্রন্‌স্কি বলল, "সেই শয়তান, শয়তানিটা আবার মাথা তুলেছে।"

"জানি, কিন্তু আমি নিরুপায়! তোমার জন্য বসে বসে আমি যে কী যন্ত্রণা ভোগ করেছি তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আমি মনে করি না আমি ঈর্ষা করছি। আমার মনে কোন ঈর্ষা নেই; তুমি যখন আমার কাছে থাক তখন আমি তোমাকে বিশ্বাস করি; কিন্তু যখন আমার কাছ থেকে চলে যাও, বাইরে কি করে বেড়াও তার কোন কিছুই জানতে পারি না…"

আন্না ভ্রন্স্কির কাছ থেকে দূরে সরে গেল ; বাতির আলোয় সাদা উলে গিঁটের পর গিঁট দিতে লাগল।

তারপর হঠাৎ কণ্ঠস্বরে একটা অস্বাভাবিক ভাব ফুটিয়ে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, কি করে এটা ঘটল ? আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ-এর সঙ্গে কোথায় তোমার দেখা হল ?"

"ফটকের মুখেই সামনাসামনি দেখা হয়ে গিয়েছিল।"

"আর সে এই ভাবে মাথাটা নুইয়েছিল ?..."

দুই হাত এক করে দ্রুত মুখের ভাবটা বদলে ফেলে আন্না এমনভাবে আধবোজা চোখে তাকাল যে কারেনিন যে ভাবে তাকে অভিবাদন জানিয়েছিল ভ্রন্স্কি এখন আন্নার সুন্দর মুখেও সেই দৃষ্টিই দেখতে পেল। ভ্রন্স্কি হেসে উঠল, আর আন্নাও গলার মধ্যে একটা অদ্ভুত খুসির শব্দ করে হো হো করে হেসে উঠল। আন্নার সে হাসি বড়ই মধুর।

ভ্রন্স্কি বলল, "সত্যি আমি তাকে বুঝতে পারি না। তোমার কথা শুনবার পরে সে যদি তোমাকে ত্যাগ করত, অথবা আমাকে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করত...কিন্তু এটা আমি বুঝতেই পারি না : এ পরিস্থিতি সে সহ্য করছে কেমন করে ? সে যে কষ্ট পাচ্ছে তাও দেখেছি।"

"সে?" আন্না ঠাট্টার স্বরে বলল। "সে তো খাসা খোস মেজাজেই আছে।"

"সব কিছুরই যখন একটা সুব্যবস্থা করা সম্ভব তখন আমরা সবাই মিলে এত কষ্ট সহ্য করছি কেন ?"

"তার অন্তত কোন কষ্ট নেই। আমি কি তাকে চিনি না ?—মিথ্যা কি তার সর্বাঙ্গ ছেয়ে নেই ? যে অবস্থায় সে আমার সঙ্গে বসবাস করছে, মন বলে কোন বস্তু থাকলে কি কেউ তা পারে ? সে কিছুই বোঝে না, কিছুই অনুভব করে না। মন বলে কিছু থাকলে কি কেউ পাপীয়সী স্ত্রীকে নিয়ে একই বাড়িতে বাস করতে পারে ? তার সঙ্গে কথা বলতে পারে ? তাকে প্রিয়তমা বলে ডাকতে পারে ?"

আবারও কারেনিনের নকল করে আন্না বলে উঠল, "আঃ, মা চেরে, প্রিয় আন্না !"

"না, না, সে পুরুষ নয়, সে একটা মানুষই না। সে একটা পুতুল। কেউ তাকে চেনে না ; কিন্তু আমি চিনি ! উঃ, আমি যদি তার মত অবস্থায় পড়তাম তো অনেক আগেই সে স্ত্রীকে—আমার মত স্ত্রীকে—খুন করে ফেলতাম ; প্রিয়া আমার, মা চেরে, আন্না আমার, বলে ডাকার বদলে তাকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতাম। সে মানুষ নয়, চাকরির একটা যন্ত্রমাত্র। সে বুঝতেই পারে না যে আসলে আমি তোমার স্ত্রী, সে একজন বাইরের লোকমাত্র, সে একটা পথের কাঁটা—কিন্তু না, তার কথা থাক, তার কথা আমরা বলব না।"

তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ভ্রন্‌স্কি বলল, "তুমি অবিচার করছ প্রিয়া, সত্যি অবিচার করছ। কিন্তু তুমি কিছু মনে করো না, তার কথা আমরা বলব না। এবার বল তুমি কি করছিলে। ব্যাপার কি? তোমার অসুখটা কি, আর ডাক্তাররাই বা কি বলছে?"

বিদ্রূপের দৃষ্টিতে আন্না তার দিকে তাকাল। স্পষ্টই বোঝা গেল, স্বামীর আরও কিছু হাস্যকর ও উদ্ভট স্বভাবের কথাই সে ভাবছিল; সুযোগ পেলেই সেগুলো বলবার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল।

ভ্রন্‌স্কি বলতে লাগল: "অবশ্য আমি জানি এটা কোন অসুখ নয়, তোমার অবস্থাটাই আসল কথা। কখন হবে?"

আন্নার চোখ থেকে সেই বিদ্রূপের ঝিলিক উধাও হয়ে গেল; আগেকার হাসির বদলে তার মুখে ফুটে উঠল একটা আলাদা ভাব—একটা মধুর দুঃখের আভাষ যার হদিস ভ্রন্‌স্কি জানে না।

"শীঘ্রই, খুবই শীঘ্র। তুমি বলছ, তোমার অবস্থাটা যন্ত্রণাদায়ক, তাই বদলানো দরকার। কিন্তু যদি বুঝতে আমার অবস্থা কত শোচনীয়, স্বাধীনভাবে খোলা-খুলিভাবে তোমাকে ভালবাসতে পারার জন্য আমি কী না দিতে পারি! তাহলে তো ঈর্ষার আগুনে তোমাকেও জ্বালাতে হয় না।...আর সেটা শীঘ্রই ঘটবে। কিন্তু যে ভাবে আমরা ভাবছি সে পথে নয়।"

কোন্ পথে সেটা ঘটবে তা ভাবতে গিয়ে তার দুই চোখ জলে ভরে এল, সে আর কোন কথাই বলতে পারল না। নিজের হাতটাকে সে ভ্রন্‌স্কির হাতের উপর রাখল; বাতির আলোয় তার সাদা হাতটা আর আঙুলের আংটিগুলো ঝিকমিক করতে লাগল।

"আমরা যা ভাবছি তা নয়। এ কথা তোমাকে বলতে আমি চাই নি, কিন্তু তুমিই বলতে বাধ্য করছ। শীঘ্রই, অতি শীঘ্রই, গিঁটটা খুলে যাবে, সকলে শান্তিতে থাকব, কোন যন্ত্রণা থাকবে না।"

"বুঝতে পারছি না," ভ্রন্‌স্কি মুখে বলল, কিন্তু সবই সে বুঝতে পেরেছে।

"তুমি জানতে চেয়েছ কবে? শীঘ্রই। আর তারপরে আমি আর বেঁচে থাকব না। চুপ, বাধা দিও না।" আন্নার কথা দ্রুততর হল। "আমি জানি, নিশ্চিতভাবেই জানি। আমি মরতে চলেছি, আর মরে গেলে তোমরা দু'জনই স্বস্তি পাবে ভেবে তাতেই আমি খুসি।"

তার দুই গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ভ্রন্‌স্কি ঝুঁকে পরে বার বার তাকে চুমা খেতে লাগল। দুঃখের কোন সত্যিকারের কারণ নেই জেনেও মনের আবেগকে সে চেপে রাখতে পারল না।

ভ্রন্‌স্কির হাতখানাকে সজোরে চেপে ধরে আন্না বলল, "এটাই পথ, এটাই সেরা পথ। আমাদের সামনে এই একটিমাত্র পথই খোলা আছে।"

নিজেকে সংযত করে সে মাথাটা তুলল।

"যত সব বাজে কথা। কী বাজে কথা বলছ!"

"না, এটাই সত্য কথা।"

"কি সত্য?"

"আমি মরে যাব। আমি স্বপ্ন দেখেছি।"

"স্বপ্ন?" ভ্রন্‌স্কি তার কথারই পুনরাবৃত্তি করল। যে মুঝিককে সেও স্বপ্নে দেখেছে তার কথাই মনে পড়ে গেল।

আন্না বলল, "হ্যাঁ স্বপ্ন। কিছুদিন হল এই একই স্বপ্ন দেখছি। যেন কিছু আনতে বা কিছু দেখতে—স্বপ্নে যে রকম হয়ে থাকে আর কি—আমি ছুটে শোবার ঘরে গেলাম," তার চোখ ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল, "আর দেখলাম ঘরের কোণে কি যেন দাঁড়িয়ে আছে।"

"ঘোড়ার ডিম! কী করে তুমি বিশ্বাস কর—"

কিন্তু আন্না কোন বাধা মানল না। কথাগুলি বলা তার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী।

"সে ঘুড়ে দাঁড়াল, আর আমি দেখলাম সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি মুঝিক—এলোমেলো দাড়ি, ছোটখাট ভয়ংকর একটি মানুষ। আমি দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে উপুড় হয়ে বস্তার মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগল।"

লোকটি যে ভাবে বস্তাটা হাতড়াচ্ছিল আন্না সেটাই দেখাল। তার মুখে আতংকের রেখা ফুটে উঠল; আর সেই একই স্বপ্নের কথা মনে করে ভ্রন্‌স্কির মনেও সেই একই ভয় জাগল।

"বস্তার ভিতরটা খুঁজতে খুঁজতে সে অতি দ্রুত ফরাসী ভাষায় বিড়বিড় করে বলে উঠল: *'Il fant battle le fer, le broyer, le petrir...'* ভয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল, অবশ্য স্বপ্নের মধ্যেই; নিজের কাছেই এর অর্থ জানতে চাইলাম; আর কর্ণেই বলে উঠল: 'প্রসবের সময় তোমার মৃত্যু হবে মা, প্রসবের সময়।' তারপরেই আমি জেগে উঠলাম।"

"বাজে কথা, একদম বাজে কথা!" মুখে বললেও ভ্রন্‌স্কি নিজেই বুঝতে পারল যে তার কথাগুলি খুব জোরাল শোনাচ্ছে না।

"বেশ, এ সব কথা থাক। ঘণ্টাটা বাজাও, ওদের চা দিতে বলি। তুমি যেয়ো না; বেশীক্ষণ তো তোমার কাছে থাকতে পারব না।"

আন্না হঠাৎই থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাবও বদলে গেল। ভয় ও উত্তেজনার পরিবর্তে সেখানে ফুটে উঠল গম্ভীর, শান্ত, আনন্দের আভাষ। ভ্রন্‌স্কি এ পরিবর্তনের অর্থ বুঝতে পারল না। আন্না নিজের মধ্যে একটা নতুন জীবনের স্পন্দন অনুভব করছে।

॥ ৪ ॥

বাড়ির ফটকে ভ্রন্স্কির সঙ্গে দেখা হবার পরে আগের ব্যবস্থা মতই কারেনিন ইতালীয় অপেরাতে গেল। দুটো অংক পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে দরকারী সকলের সঙ্গেই দেখা করল। বাড়ি ফিরে বেশ সতর্কভাবে কোট রাখার আলনায় একটা অফিসারের কোট খোঁজ করল, কিন্তু সে রকম কোন কোট দেখতে না পেয়ে যথারীতি তার ঘরে চলে গেল। কিন্তু তখনই শুতে গেল না; সকাল তিনটে পর্যন্ত পড়ার ঘরে পায়চারি করে কাটাল। স্ত্রী তার কথার অবাধ্য হয়েছে, বাড়িতে কখনও প্রেমিকের সঙ্গে দেখা না করার যে একটিমাত্র শর্ত সে আরোপ করেছিল তাও সে লংঘন করেছে—স্ত্রীর উপর দারুণ রাগে তাই তার মনে আজ শান্তি নেই। তার দাবী আন্না মানে নি; কাজেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেলেকে তার কাছ থেকে নিয়ে আসবার যে ভয় সে তাকে দেখিয়েছে তা কার্যে পরিণত করেই স্ত্রীকে শাস্তি দিতে হবে। সে জানে সে কাজ করার পথে অনেক অসুবিধা আছে, তবু ভয় যখন দেখিয়েছে তখন তাকে কার্যে পরিণত করতে সে বাধ্য। কাউন্টেস লিডিয়া আইভানভ্নাও ইঙ্গিতে জানিয়েছে যে এ অবস্থায় সেটাই শ্রেষ্ঠ পথ; তার উপর আজকাল বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি পাবার ব্যবস্থায় এত উন্নতি হয়েছে যে অসুবিধাগুলো দূর করার অনেক সুযোগই কারেনিনের চোখে ধরা পড়ল। দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না: ছোট রাষ্ট্রসমূহকে সাহায্য করবার ব্যাপারে এবং জারাইস্ক গুবার্নিয়াতে জল-সেচের ব্যবস্থা করতে এতসব অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছে যে বেশ কিছুদিন হল অত্যন্ত বিরক্তির ভিতর দিয়ে তার দিন কাটছে।

সারা রাত সে ঘুমুতে পারল না; রাগের মাত্রাটা এত দ্রুত বাড়তে লাগল যে সকাল নাগাদ সেটা মানুষের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। তাড়াতাড়ি পোষাক পরে যেই খবর পেল যে তার স্ত্রী ঘুম থেকে উঠেছে অমনিই রাগে একেবারে টং হয়ে সে স্ত্রীর ঘরে গেল।

আন্না স্বামীকে ভাল করেই জানে। তাকে দেখেই সে আঁতকে উঠল। তার ভুরু দুটো কুটিল হয়ে উঠেছে; ভয়ংকর দৃষ্টি আন্নার পরিবর্তে সামনের দিকে নিবদ্ধ; কঠোর তাচ্ছিল্যে মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠেছে। হাঁটায়, চলায়, গলার স্বরে, এমন একটা দৃঢ়তা ও স্থির প্রতিজ্ঞার আভাষ যা তার স্ত্রী আগে কখনও তার মধ্যে দেখে নি। স্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে সে ছুটে ঘরে ঢুকল, সোজা লেখার টেবিলের কাছে গিয়ে চাবি বের করে একটা টানা খুলে ফেলল।

"তুমি কি চাও?" আন্না চীৎকার করে উঠল।

"তোমার প্রেমিকের চিঠি," কারেনিন বলল।

"এখানে সে সব নেই," টানাটা বন্ধ করে স্ত্রী বলল, কিন্তু যে ভাবে সে

টানাটা বন্ধ করল তাতেই বোঝা গেল যে সে সঠিক অনুমানই করেছিল ; স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে কারেনিন তাড়াতাড়ি একটা খাম টেনে বের করল ; সে জানে, আন্না তার অধিকাংশ দরকারী কাগজপত্রই ওর মধ্যে রাখে। আগে খামটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল, কিন্তু সে আবারও তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

খামটাকে বগলে পুরে কনুই দিয়ে জোরে চেপে ধরে কারেনিন বলল, "এখানে বস ! তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

আন্না অবাক হয়ে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল, কোন কথা বলল না।

"তোমাকে বলেছিলাম, আমি চাই না যে এই বাড়িতে তুমি তোমার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা কর।"

"তার সঙ্গে দেখা করার দরকার হয়ে পরেছিল—"

একটা ওজুহাত খুঁজে বার করবার চেষ্টায় সে থেমে গেল।

"একটি নারী কি জন্য তার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে চায় সে কথায় আমি যাব না।"

আন্নাও রাগে ফেটে পড়ে বলল, "আমি চেয়েছিলাম, আমি কেবল···।" স্বামীর কঠোরতাই তাকে রাগিয়ে তুলেছে, তার বুকে সাহস এনে দিয়েছে। "তুমি কি সত্যি বোঝ না যে, আমাকে অপমান করা তোমার পক্ষে কত সহজ ?"

"একটি সৎপুরুষ বা নারীকে অপমান করা যায়, কিন্তু একটা চোরকে চোর বলা তো ঘটনার বিবরণ মাত্র।"

"আগে তো কখনও তোমাকে এত নিষ্ঠুর দেখি নি।"

"স্বামী স্ত্রীকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে, শোভনতাটুকু মেনে চলবে শুধু এই একটিমাত্র শর্তে স্ত্রীকে একটি সুনামের আশ্রয়ে থাকবার অনুমতি দিয়েছে —তাকে তুমি নিষ্ঠুরতা বল ? এটা কি নিষ্ঠুরতা ?"

আন্না রাগে ফেটে পড়ে বলল, "এটা নিষ্ঠুরতার চাইতেও খারাপ, এটা জানতে চাওয়া নীচতা !"

"না !" কর্কশ গলায় সে তারস্বরে চীৎকার করে উঠল ; আঙুল দিয়ে এত জোরে আন্নার কব্জিটা চেপে ধরল যে তার ব্রেসলেটের চাপে আন্নার হাতের মাংসের উপর লাল দাগ ফুটে উঠল ; কারেনিন স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিল। "নীচতা ? এ ধরনের কথাই যদি ব্যবহার করলে তাহলে আমি বলি, প্রেমিকের জন্য স্বামী ও পুত্রকে ত্যাগ করেও তারই রুটি ধ্বংস করাই নীচতা।"

আন্না মাথা নীচু করল। আগের দিন রাতেই সে ভ্রন্স্কিকে বলেছিল যে সেই তার স্বামী, আর তার আইনগত স্বামী পথের কাঁটা মাত্র ; কিন্তু এখন সে

কথা বলতে সে পারল না ; সে কথা তার মনেও এল না। স্বামীর বক্তব্যের পরিপূর্ণ স্থায্যতা উপলব্ধি করে সে নরম গলায় বলল :

"আমার অবস্থা আমি যেমন বুঝি তার চাইতে খারাপভাবে তুমি বর্ণনা করতে পারবে না ; কিন্তু তুমি আমাকে এ কথা বলছ কেন ?"

"কেন তোমাকে বলছি ? কেন ?" একই চড়া গলায় সে বলে চলল। "কারণ আমার কথা মত অন্তত লোক দেখানো ভব্যতাটুকুও তুমি মেনে চল নি, আর তাই আমিও এমন ব্যবস্থা নিতে চাই যাতে আমাদের এই অবস্থার অবসান ঘটে।"

"যে কোন অবস্থাতেই তো অচিরেই সব শেষ হয়ে যাবে," আন্না বলল ; আসন্ন এবং বর্তমানে বহু-আকাংখিত মৃত্যুর কথা মনে পড়ায় আবারও তার চোখ জলে ভরে উঠল।

"তুমি ও তোমার প্রেমিক যে পরিকল্পনা করেছ তার আগেই এর অবসান ঘটবে ! তোমার পাশবিক লালসা চরিতার্থ করতে হবে—"

"আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভ্না ! এ যে নিষ্ঠুরতার চাইতেও নিকৃষ্ট—যে মানুষ পরাজিত হয়েছে তাকে আঘাত করা যে কাপুরুষতা।"

"আঃ, তুমি শুধু নিজের কথাই ভাবছ, যে মানুষটা একদিন তোমার স্বামী ছিল তার ব্যাপারে তুমি একেবারেই নির্বিকার। তুমি কি একবারও ভেবেছ যে তার জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেল, তার যন্তরনা···যন্তর না···যন্তন্না···"

দ্রুত কথা বলতে গিয়ে কারেনিনের জিভ এমনভাবে জড়িয়ে গেল যে কথাটাকে সে ঠিকভাবে উচ্চারণ করতেও পারল না। কথাগুলো শুনে আন্নার মজা লাগল, যদিও এই মুহূর্তে কোন কিছুতে মজা পাবার জন্যও সে লজ্জিত হল। এই প্রথম ক্ষণিকের জন্য হলেও স্বামীর প্রতি তার অনুশোচনা হল ; নিজেকে স্বামীর জায়গায় বসিয়ে তার জন্য দুঃখ হল। কিন্তু সে কিই বা বলবে আর কিই বা করবে ? মাথা নীচু করে সে চুপ করে রইল। কারেনিনও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ; আবার যখন কথা বলতে শুরু করল তখন আর গলায় সেই কর্কশতা নেই, অনেক শান্ত হয়েছে, কোন রকমে কিছু শব্দ বেছে নিয়ে যেন উচ্চারণ করতে লাগল।

"আমি বলতে এসেছিলাম···" সে বলল।

আন্না চোখ তুলে তার দিকে তাকাল। "যন্ত্রণা" কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে তার জিভটা যখন জড়িয়ে গিয়েছিল তার তখনকার মুখের ভাবটা মনে করে আন্না নিজেকেই বলল, না, ওটা আমার কল্পনামাত্র। যে মানুষের চোখের দৃষ্টি এমন ফাঁকা, এমন আত্মতুষ্ট প্রশান্তি যার মুখে, তার কি করে হৃদয়াবেগ বলে কিছু থাকতে পারে ?

"কিছুই আমি বদলাতে পারি না," আন্না অস্পষ্ট স্বরে বলল।

"আমি বলতে এসেছি যে আগামী কালই মস্কো চলে যাচ্ছি ; এ বাড়িতে

আর ফিরে আসব না; বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারটা যে উকিলের হাতে ছেড়ে দিয়েছি সেই আমার সিদ্ধান্তটা তোমাকে জানিয়ে দেবে। আমার ছেলে চলে যাবে আমার দিদির কাছে," ছেলের কথাটা বলতে কারেনিনের খুব কষ্ট হল।

ভুরু তুলে তার দিকে তাকিয়ে আন্না বলল, "শুধু আমাকে আঘাত দেবার জন্যই তুমিই সের্গেইকে নিয়ে যাচ্ছ। তুমি তো তাকে ভালবাস না; সের্গেইকে আমার কাছে থাকতে দাও।"

"হ্যাঁ, তোমার প্রতি আমার বিরূপতার সঙ্গে সেও জড়িত বলে তার প্রতি ভালবাসাকেও আমি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তবু আমি তাকে নিয়ে যাব। বিদায়।"

যাবার জন্য সে ঘুরে দাঁড়াল; এবার আন্নাই তাকে ধরে ফেলল।

আর একবার অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভ্না, সের্গেইকে আমার কাছেই থাকতে দাও। এর চাইতে বেশী কিছু আমার বলার নেই। তাকে আমার কাছে থাকতে দাও যতদিন না আমার···। শীঘ্রই আমি প্রসূতি-সদনে যাব; ততদিন পর্যন্ত তাকে আমার কাছে থাকতে দাও।"

কারেনিনের মুখ লাল হয়ে উঠল; জোর করে আন্নার মুঠো থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সে ঘর থেকে চলে গেল।

॥ ৫ ॥

কারেনিন যখন পিতার্সবুর্গ-এর বিখ্যাত উকিলের প্রতীক্ষা-ঘরে ঢুকল, ঘরটা তখন লোকজনে ভর্তি। সেখানে ছিল তিনটি স্ত্রীলোক: একটি বৃদ্ধ মহিলা, একটি তরুণী, ও জনৈক ব্যবসায়ীর স্ত্রী; আর ছিল তিনটি ভদ্রলোক: হাতে আংটি পরা একজন জার্মান ব্যাংকার, দাড়িওয়ালা একজন ব্যবসায়ী, আর গলার চারদিকে সম্মান-ভূষণ পরিহিত ইউনিফর্মধারী একজন অধৈর্য সরকারী অফিসার। দেখে মনে হল, সকলেই বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আছে। দু'জন সহকারী টেবিলে বসে খস্ খস্ শব্দে কাগজের উপর কলম চালাচ্ছে। লেখার ডেস্কটা সুন্দরভাবে সাজানো। টেবিল সাজানোর ব্যাপারে কারেনিনের একটা দুর্বলতা আছে। তাই সেটা তার নজর এড়ালো না। একজন সহকারী আসন থেকে উঠেই চোখ কুঁচকে কারেনিনকে বলল:

"আপনার জন্য কি করতে পারি?"

"উকিলবাবুর সঙ্গে একটু কাজ আছে।"

সমবেত সকলের দিকে কলমটা ঘুরিয়ে সহকারীটি সোজা জবাব দিল, "তিনি ব্যস্ত আছেন।"

"আমার জন্য সামান্য একটু সময় কি তিনি করতে পারবেন না?" কারেনিন জিজ্ঞাসা করল।

"তাঁর হাতে বাড়তি সময় নেই। একেবারে ঠাসা। অপেক্ষা করতে হবে।"

অগত্যা নিজের পরিচয় দেওয়াটা দরকারী হয়ে পড়ল। কারেনিন মর্যাদার সঙ্গে বলব, "তাহলে দয়া করে আমার কার্ডটা তাঁকে পৌঁছে দিন।"

সহকারী কার্ডটা নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।...

ফিরে এসে বলল, "তিনি শিগ্‌গিরই আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।" দু' মিনিট পরেই সিনিয়র সলিসিটরের দীর্ঘ দেহটা দরজার মুখে দেখা দিল, আর তার পিছনেই স্বয়ং উকিল। এতক্ষণ দু'জনের মধ্যে পরামর্শ চলছিল।

উকিলটি বেঁটে, মজবুত গড়ণ, মাথায় টাক, লাল্‌চে কালো দাড়ি, টানা বিবর্ণ ভুরু। গলাবন্ধ ও ডবল ঘড়ির চেন থেকে শুরু করে মায় পেটেণ্ট লেদারের বুট পর্যন্ত তার পুরো সাজসজ্জাটাই বিয়ে বাড়ির মত। বুদ্ধিদীপ্ত মুখে কিছুটা চাষীদের আদল, কিন্তু ঝকঝকে পোষাকে কুরুচির ছাপ।

"ভিতরে আসুন," কারেনিনকে কথাটা বলে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে তাকে ঢুকতে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

"দয়া করে বসুন, কাগজপত্রে ঠাসা লেখার ডেস্কটার পাশের হাতল-চেয়ারটার দিকে কারেনিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে নিজে ডেস্কের সামনে বসে মাথাটা একদিকে কাৎ করে ধরল এবং পাকা লোমে ভর্তি মোটা মোটা আঙুল দিয়ে দুটো ছোট হাত ঘষতে লাগল। আরাম করে বসতে না বসতেই একটা পোকা এসে ডেস্কের উপর উড়তে লাগল। অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পোকাটাকে ধরে তবে সে আরাম করে বসল।

অবাক চোখে উকিলের কার্য-কলাপ লক্ষ্য করে কারেনিন বলল, "কাজের কথা শুরু করবার আগেই আপনাকে জানানো দরকার যে যে-বিষয়টি নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই সেটা একান্ত গোপনীয়।"

মৃদু হাসিতে উকিলের লাল্‌চে গোঁফ জোড়া দু' ভাগ হয়ে গেল।

"আমার উপর ন্যস্ত বিশ্বাসকে রক্ষা করতে না পারলে আমি উকিল হতে পারতাম না। কিন্তু যদি আপনি প্রতিশ্রুতি চান—"

কারেনিন চোখ তুলে তাকাল। দুটি কুটিল ধূসর চোখ হাসছে। মনে হল, সে ইতিমধ্যেই সব কিছু জেনে ফেলেছে।

"আমার নামের সঙ্গে কি আপনি পরিচিত?" কারেনিন বলল।

"হ্যাঁ; আর রাশিয়ার প্রতিটি মানুষের মতই আমিও আপনার অমূল্য কার্যকলাপের (এখানে সে আর একটি পোকা ধরল) সঙ্গে পরিচিত," সশ্রদ্ধ-ভাবে মাথাটা নুইয়ে উকিল বলল।

সাহস সঞ্চয় করবার জন্য কারেনিন বড় করে একটা শ্বাস টেনে নিল।

একবার যখন মনস্থির করে ফেলেছে, তখন একটুও না কেঁপে, একটুও না থেমে, বিশেষ বিশেষ কথার উপর জোর দিয়ে সরু অথচ উঁচু গলায় সে এক-টানা কথা বলে গেল।

"আমার দুর্ভাগ্য যে আমার স্ত্রী আমার প্রতি অবিশ্বাসিনী, আর তাই আইনগতভাবে আমাদের সম্পর্কের অবসান আমি চাই—অর্থাৎ আমি তাকে ত্যাগ করতে চাই, কিন্তু সেটা এমনভাবে হওয়া চাই যাতে আমার ছেলে তার কাছে না থাকতে পারে।"

উকিলের চোখ দুটো হাসি চাপতে চেষ্টা করল, কিন্তু অপ্রতিরোধ্য খুসিতে তার চোখ দুটি নাচতে লাগল; কারেনিন বুঝল, মোটা পারিশ্রমিকের সম্ভাবনার ফলে এ হাসি ফোটে নি; এ হাসির ঝিলিক জয়ের ও আনন্দের; স্ত্রীর চোখে যে বিদ্বেষের ঝিলিক সে দেখেছে এ হাসির ঝিলিক তারই সমগোত্র।

"আর বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে আপনি আমার সহায়তা চান?"

"ঠিক তাই। কিন্তু গোড়াতেই আপনাকে সতর্ক করে দিতে চাই যে, আমি হয়তো বৃথাই আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করে ফেলব। কেবল মাত্র প্রাথমিক পরামর্শের জন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি। বিবাহ-বিচ্ছেদ আমি চাই, কিন্তু যে সব শর্তে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব সেটাই আমার কাছে বড় কথা। সেই শর্তগুলি যদি আমার প্রয়োজন মেটাতে না পারে তাহলে আমি খুব সম্ভব কোন রকম আইনের আশ্রয় নেবই না।"

উকিল বলল, "আহা, সেটা তো আছেই। কি করা হবে না হবে সেটা তো সব সময় মক্কেলই স্থির করবে।"

পাছে মক্কেল তার অদম্য খুসি দেখে মনে আঘাত পায় তাই উকিল কারেনিনের পায়ের দিকে চোখ নামিয়ে নিল। একটা পোকা তার নাকের সামনে উড়ে বেড়াচ্ছিল, তার হাতটা নিস্‌পিস্ করতে লাগল, তবু কারেনিনের উচ্চ পদমর্যাদার কথা ভেবে সেটাকে ধরবার বাসনাকে সে চেপে রাখল।

কারেনিন বলতে লাগল, "যদিও এ ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে সাধারণভাবে আমার কিছু কিছু জানা আছে, তবু বাস্তবক্ষেত্রে এ ধরনের মামলা কি কি পথে পরিচালিত হয়ে থাকে সে বিষয়ে আমি কিছু জানতে চাই।"

মক্কেলের কথার ধরনে খুসি হয়ে উকিল বলল "কি কি উপায়ে আপনার মনোবাসনা চরিতার্থ হতে পারে সে সম্পর্কেই তো আপনি জানতে চাইছেন?"

কারেনিন সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নাড়ায় উৎসাহিত হয়ে উকিল মাঝে মাঝে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে লাগল।

"আপনি তো জানেন, আমাদের আইন মতে নিম্নে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে পারে।...আমি ব্যস্ত আছি!" একজন সহকারী দরজার

ফাঁকে মুখ বাড়ালে উকিল তাকে ধমক দিয়ে উঠল; তবু উঠে গিয়ে তার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে আবার এসে বলতে শুরু করল "বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে পারে: প্রথম, শারীরিক অক্ষমতা; দ্বিতীয়, অন্তত পাঁচ বছরের জন্য সব রকম সম্পর্ক ছেদ," প্রত্যেকটি ক্ষেত্র উল্লেখ করার সময় সে একটি করে মোটা আঙুল বেঁকিয়ে ধরতে লাগল; "তৃতীয়, ব্যভিচার।" (এই কথাটি বলার সময় তার খুসিটা অভ্রান্তভাবেই ধরা পড়ল।) সে আরও বলল: "স্বামীর অথবা স্ত্রীর শারীরিক অক্ষমতা; স্বামীর অথবা স্ত্রীর ব্যভিচার। এই হল এতদসংক্রান্ত নীতিগত কথা, কিন্তু আমার বিশ্বাস এতদসংক্রান্ত ব্যবহারিক দিকটার কথা জানতেই আপনি আমার কাছে এসেছেন। তাই পূর্বদৃষ্টান্ত সমূহের ভিত্তিতে আমি আপনাকে জানাতে চাই বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনাবলীকে নিম্নলিখিত নিয়মে পরিণত করা যেতে পারে:······ভাল কথা, আমি ধরে নিতে পারি যে শারীরিক অক্ষমতা নেই? স্বতন্ত্র জীবন-যাপনও ঘটে নি?"

কারেনিন সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

"তাহলে বাকি রহিল: যে কোন এক পক্ষের ব্যভিচার এবং পারস্পরিক চুক্তি লঙ্ঘণের স্বীকৃতি, অথবা পারস্পরিক চুক্তির বদলে হাতে-নাতে ধরা পড়া। আমি বলতে বাধ্য যে বাস্তবে এই শেষোক্ত সম্ভাবনাটি কদাচিত ঘটে থাকে।" কথাগুলি বলে উকিল কারেনিনের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল; ঠিক যেভাবে কোন পিস্তল-বিক্রেতা বিভিন্ন ধরনের পিস্তলের গুণাগুণ খদ্দেরকে বোঝাবার পরে তার সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। কারেনিন যখন কিছুই বলল না, তখন উকিল আবার বলতে শুরু করল: "বিবাহ-বিচ্ছেদের সব চাইতে সরল ও প্রচলিত রূপ, এবং আমার মতে সব চাইতে যুক্তিসঙ্গত রূপ হচ্ছে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ব্যভিচার। কোন অশিক্ষিত লোককে বোঝাতে গেলে কথাটা আমি এভাবে বলতাম না, কিন্তু আমি ধরেই নিচ্ছি যে আপনি ও আমি পরস্পরকে ঠিক বুঝতে পারছি।"

কারেনিনের মুখ দেখেই বোঝা গেল যে ঠিক সেই মুহূর্তে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ব্যভিচারের যুক্তিযুক্ততা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না; তাই উকিল তাড়াতাড়ি তার সাহায্যে এগিয়ে এল:

"দুটি মানুষ আর একসঙ্গে বাস করতে পারছে না—এটাই ঘটনা। দু'জনই যদি সে অবস্থাটাকে স্বীকার করে নেয়, তাহলে ছোটখাট ব্যাপারে এবং আনুষ্ঠানিক রীতিনীতিতে কিছু যায় আসে না। এটাই হল সরলতম এবং নিশ্চিততম পথ।"

এবার কারেনিন ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারল। অবশ্য ধর্মীয় কারণে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে সে অক্ষম।

বলল, "বর্তমান ক্ষেত্রে সেটা অসম্ভব। বর্তমান ক্ষেত্রে মাত্র একটি

জিনিসই সম্ভব : যে সব চিঠিপত্র আমার হাতে আছে তার দ্বারা অপরাধীকে হাতে-নাতে প্রমাণ করা।"

চিঠির উল্লেখ করায় উকিলের ঠোঁট দুটি শক্ত হয়ে উঠল ; তার মুখ দিয়ে এমন একটা ছোট শব্দ বের হল যা সহানুভূতি ও ঘৃণা দুটোকেই প্রকাশ করল।

সে বলল, "আপনার অনুমতি হলে আমি বলতে চাই, এ ধরনের ব্যাপারের মীমাংসা করেন ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ; এসব ব্যাপারের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করতে পুরোহিতরা ভালবাসেন।" পুরোহিতদের রুচির তারিফ হিসাবে তার ঠোঁটে হাসি দেখা দিল। "অবশ্য চিঠিপত্রের সাহায্যে ব্যাপারটা আংশিকভাবে প্রমাণিত হতে পারে ; কিন্তু হাতে-নাতে ধরার ব্যাপারটা আরও প্রত্যক্ষ—অর্থাৎ সাক্ষীদের দ্বারা হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে আপনি যদি আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন, তাহলে কি পন্থা গ্রহণ করতে হবে সেটা আমাকেই বেছে নিতে দিন। সুফল পেতে হলে এই পথকেই গ্রহণ করতে হবে।"

ম্লানমুখে কারেনিন বলল, "অবস্থা যদি তাই হয়—" এমন সময় সহকারীটি আবার দরজায় মুখ বাড়াল, আর উকিল কথা বলার জন্য তার কাছে উঠে গেল।

"মহিলাটিকে বলে দাও এখানে দরদাম চলে না," বলেই সে আবার কারেনিনের কাছে ফিরে এল।

ডেস্কের কাছে এসেই সে হঠাৎ আরও একটা পোকাকে পাকড়াও করল। ভুরু কুঁচকে নিজের মনেই বলল, দেখছি আগামী গ্রীষ্মকালের মধ্যেই আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে !

মুখে বলল, "হ্যাঁ, আপনি কি যেন বলছিলেন যে···"

"আমার সিদ্ধান্তের কথা আপনাকে চিঠি লিখে জানাব," আপনার কথা থেকে এটা বুঝতে পেরেছি যে বিবাহ-বিচ্ছেদ পাওয়াটা সম্ভব। আপনার ফি-টা কত সেটাও দয়া করে জানিয়ে দেবেন।"

কারেনিনের অনুরোধকে উপেক্ষা করে উকিল বলল, "আমাকে কাজ করবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে সব কিছুই সম্ভব। কতদিনে আপনার চিঠি পাব বলে ধরে নিতে পারি ?" দরজার দিকে এগোতে এগোতে সে জিজ্ঞাসা করল। তার চোখ দুটো তখন তার পেটেণ্ট-লেদারের জুতোর মতই চকচক করছে।

"এই সপ্তাহের মধ্যেই। আমার কেসটা আপনি নিতে পারবেন কিনা এবং তার জন্য কত ফি দিতে হবে, দয়া করে সব কথাই আমাকে চিঠির জবাবে জানিয়ে দেবেন।"

"নিশ্চয় দেব।"

উকিল সসম্ভ্রমে মাথাটা নোয়াল, মক্কেলের জন্য দরজাটা খুলে ধরল, আর

তারপরে নিজেকে একলা পেয়ে তার খুসি উথ্‌লে উঠল। সে এতদূর খুসি হল যে তার পক্ষে নিয়মবিরুদ্ধ হলেও সে ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে কিছু টাকা ছেড়ে দিল; এমন কি পোকা ধরাটাও বন্ধ করল।

॥ ৬ ॥

১৭ই আগস্ট তারিখের কমিশনের সভায় কারেনিন সগৌরবে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু সেই জয়ের ফল তাকে গোলমালে ফেলে দিল। ছোট রাষ্ট্রগুলির জীবনযাত্রার প্রতিটি দিক নিয়ে অনুসন্ধানের জন্য একটা নতুন কমিশন নিয়োগ করা হল এবং, কারেনিনকে ধন্যবাদ, অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সে কমিশনকে পাঠিয়েও দেওয়া হল। রাজনীতি, শাসন-ব্যবস্থা, অর্থনীতি, জাতিগত বিবরণ ও ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে ছোট রাষ্ট্রগুলিতে অনুসন্ধান চালানো হল। সব রকম সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা হল। সব উত্তরই সংগ্রহ হল সরকারী তথ্যের ভিত্তিতে: গভর্ণর ও বিশপদের প্রতিবেদন থেকে; তারা সেগুলি পেল উয়েজ্‌দ্‌-কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের প্রতিবেদন থেকে; তারা সেগুলি পেল গুবার্নিয়া কর্তৃপক্ষ ও গ্রাম্য গির্জার পুরোহিতদের প্রতিবেদন থেকে; কাজেই এই সব উত্তরের যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। আর এই সব উত্তরই কারেনিনের বক্তব্যকেই সমর্থন করল। কিন্তু কমিশনের প্রতিবেদন যখন পাওয়া গেল তখন যে স্ত্রেমভ্‌ আগেকার সভায় একান্তভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল সে এমন একটা কৌশল অবলম্বন করে বসল যেটা কারেনিন আগে থেকে বুঝতে পারে নি। হঠাৎ আরও কয়েকজন সদস্যকে দলে টেনে স্ত্রেমভ্‌ কারেনিনের দলে যোগ দিল, এবং শুধু যে কারেনিনের সুপারিশগুলোকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে সমর্থন করল তাই নয়, তার চাইতেও অধিকতর বিপ্লবপন্থী কিছু সুপারিশেরও প্রস্তাব করল। কারেনিনের মূল প্রস্তাবের সমর্থনে উপস্থাপিত এই সব প্রস্তাবও গৃহীত হল। কিন্তু এই সব প্রস্তাব এতই চরম হয়ে দেখা দিল যে সেগুলি অত্যন্ত অর্থহীন বলে বিবেচিত হল এবং সকলেই—কূটনীতিবৃন্দ, রাজনীতিমনস্ক মহিলারা, সংবাদপত্রগুলি এবং সাধারণ জনমত—সকলেই সেগুলির বিরুদ্ধে এবং তাদের মূল প্রবক্তা কারেনিনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সোরগোল শুরু করে দিল। স্ত্রেমভ্‌ আড়ালে সরে গিয়ে এমন ভাব দেখাল যেন সে অন্ধের মত কারেনিনকে অনুসরণ করেছিল এবং এখন ফলাফল দেখে সে নিজেই বিস্মিত ও হতচকিত হয়ে পড়েছে। এইভাবে কারেনিন মহা গাড্ডায় পড়ে গেল। কিন্তু অসুস্থ শরীর ও পারিবারিক নাটক সত্ত্বেও সে হাল ছাড়ল না। এই সংকট-মুহূর্তে সে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। সমগ্র কমিশনকে অবাক করে দিয়ে সে ঘোষণা করল, কমিশন অনুমতি দিলে সে নিজে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি পরিদর্শন করে সব কিছু সরাসরি অনুসন্ধান করে

দেখতে চায়। অনুমতিও পাওয়া গেল, আর সেও দূর দেশের উদ্দেশে যাত্রা করল।

কারেনিনের এই অভিযান একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল; বিশেষ করে এই দেশভ্রমণের দরুণ আনুমানিক বারোটি ঘোড়ার ভাড়া হিসাবে যে টাকা তার জন্য মঞ্জুর করা হয়েছিল, যাত্রার ঠিক পূর্বক্ষণে সে টাকাটা সে যখন সরকারীভাবে ফিরিয়ে দিল, তখন সকলেই ধন্য-ধন্য করল।

প্রিন্সেস বেৎসি প্রিন্সেস মিয়াকায়াকে বলল, "এটাকে আমি তার মহত্ব বলেই মনে করি। সকলেই যখন জানে যে আজকালকার দিনে মানুষ রেলে চড়েই যাতায়াত করে থাকে তখন এভাবে ঘোড়ার দরুণ টাকাই বা বরাদ্দ করা হবে কেন?"

প্রিন্সেস মিয়াকায়া এতে সায় দিল না; বেৎসির কথা শুনে সে বরং বিরক্তই হল।

বলল, "একথা আপনার মুখেই শোভা পায়, আপনার তো লাখ লাখ আছে! কিন্তু গরমের সময় আমার স্বামীকে যখন তদন্তকার্যে বাইরে পাঠানো হয় তখন আমি খুবই খুসি হই। সেই মনোরম পর্যটনের ফলে তার স্বাস্থ্য ভাল হয়, আর ঘোড়ার দরুণ যে টাকা সে পায় সেটা আমার গাড়ি ও কোচয়ানের জন্য খরচ হয়।"

বিদেশ যাত্রার পথে কারেনিন তিনটি দিন মস্কোতে কাটাল।

পৌঁছবার পরদিনই সে গভর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে দেখা করল। ফিরবার পথে গ্যাজেৎনি লেনের মোড়ে গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়ে আটকে গিয়ে হঠাৎ কারেনিন শুনতে পেল খুসিভরা চড়া গলায় কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। সে মুখটা ঘুরিয়েই দেখতে পেল ছোট কেতাদুরুস্ত টুপি মাথায় অব্‌লনস্কি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে। লাল ঠোঁটের ফাঁকে ঝকঝকে উজ্জল দাঁত বের করে হাসতে হাসতে সে সরবে কারেনিনকে তার গাড়িটা থামাতে বলছে। অব্‌লন্‌স্কি গাড়ির জানালায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে; জানালা দিয়ে ভেলভেটের টুপি মাথায় একটি স্ত্রীলোকের মাথা ও দুটি বাচ্চার মাথা দেখা যাচ্ছে; অন্য হাত দিয়ে সে ভগ্নিপতিকে ইসারায় ডাকছে। মহিলাটিও মিষ্টি হেসে কারেনিনকে হাতের ইসারায় ডাকছে। গাড়িতে বসে আছে ডলি ও তার বাচ্চারা।

মস্কো এসে কারও সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাই কারেনিনের ছিল না; শ্যালকের সঙ্গে তো নয়ই। গাড়িটা চালিয়ে যাবার ইচ্ছা জানিয়ে সে মাথার টুপিটা তুলে দেখাল, কিন্তু অব্‌লন্‌স্কি পুনরায় চীৎকার করে কোচয়ানকে গাড়ি থামাতে বলে বরফের ভিতর দিয়ে দৌড়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "ব্যাপার কি? তুমি এখানে এসেছ সে কথা তো আমাদের জানাও নি? তোমার লজ্জা হল না?

অনেক দিন হল এসেছ কি? কাল দাসোৎ হোটেলে গিয়েছিলাম; নামের তালিকায় কারেনিন নামটাও দেখেছিলাম, কিন্তু সে যে তুমি তা তো ভাবতেই পারি নি! নইলে তো খোঁজই করতাম। যা হোক, তুমি আসায় খুব ভাল লাগছে!" তারপর বরফ ঝেড়ে ফেলবার জন্য এক পা দিয়ে অন্য পাটা ঠুকতে ঠুকতে বলল, "আমাদের যে কথাটা জানাও নি তাতে তোমার লজ্জা করছে না?"

"হাতে সময় ছিল না, বড্ড ব্যস্ত ছিলাম," কারেনিন জবাব দিল।

"চলে এস; আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বল; সে তোমাকে দেখতে চাইছে।"

পায়ের উপর ঢাকা দেওয়া কম্বলটা সরিয়ে কারেনিন গাড়ি থেকে নেমে ডলির কাছে এগিয়ে গেল।

ডলি হেসে বলল, "ব্যাপার কি আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ? এভাবে আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন?"

"বড্ড ব্যস্ত ছিলাম। আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুসি হলাম।" কথাগুলি সে এমন সুরে বলল যেন দেখা হওয়ায় সে খুবই দুঃখিত হয়েছে। "আপনারা কেমন আছেন?"

"প্রিয় আন্না কেমন আছে?"

কি যেন একটা জবাব দিয়েই কারেনিন চলে যেতে উদ্যত হল, কিন্তু অব্‌লন্‌স্কি তাকে থামিয়ে দিল।

"এক কাজ কর ডলি: ওকে কাল ডিনারে নেমন্তন্ন কর, আর আমি কোজ্‌নিশেভ ও পেস্তসভ্‌কে নেমন্তন্ন করব; আমাদের মস্কোর বুদ্ধিজীবীদের একটু স্বাদ ওকে পাইয়ে দেব।"

ডলি বলল, "হ্যাঁ, সেই ভাল। পাঁচটায়—অথবা ছ'টায় আপনি আসুন। কিন্তু তার আগে আন্না কেমন আছে বলুন। অনেকদিন হয়ে গেল—"

মুখ বেঁকিয়ে কারেনিন কোন রকমে জবাব দিল, "ভালই আছে। আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুসি হলাম।" সে গাড়ির কাছে ফিরে গেল।

ডলি পিছন থেকে বলল, "আপনি আসছেন তো?"

চলমান গাড়ির শব্দে কারেনিনের জবাব চাপা পড়ে গেল।

অব্‌লন্‌স্কি চেঁচিয়ে বলল, "কাল আমি গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব!"

কারেনিন গাড়িতে উঠে এক কোণে সরে বসল, যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়। অথবা সেও অন্য কাউকে না দেখে।

"আচ্ছা চিড়িয়া!" স্ত্রীকে কথাটা বলে অব্‌লন্‌স্কি ঘড়ির দিকে তাকাল, স্ত্রীও ছেলেমেয়েদের দিকে একটু চুমা ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল।

"স্তেভ! স্তেভ!" ডলি ডাকল।

অব্‌লন্‌স্কি ঘুরে দাঁড়াল।

"তানিয়া ও গ্রিশার জন্য কোট কিনতে হবে। দয়া করে কিছু টাকা দিয়ে যাও।"

"ঠিক আছে। তাদের বলে দিও আমি টাকাটা দিয়ে দেব।" পাশের এক-জন পরিচিত লোকের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সে চলে গেল।

॥ ৭ ॥

পরদিন রবিবার। বল্‌শয় থিয়েটারে একটা ব্যালেতে হাজির হয়ে সে মাশা চিবিসোভাকে (তার পৃষ্ঠপোষকতায়ই এই সুন্দরী তরুণী নর্তকীটি এই ব্যালের দলে যোগ দিতে পেরেছে) প্রতিশ্রুত প্রবালের নেকলেসটা দিল; উপহারটি পেয়ে মেয়েটির মুখ খুসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; থিয়েটারের দৃশ্যপটের পিছনে দিনের বেলাকার আলো-আঁধারিতে অব্‌লন্‌স্কি মেয়েটিকে চুমা খেল। প্রবালের নেকলেসটি উপহার দেবার আগেই ব্যালের পরে সন্ধ্যায় যাতে দু'জন মিলিত হতে পারে অব্‌লন্‌স্কি সে ব্যবস্থাও করে ফেলল। সে বলল, নাচের শুরুতে সে আসতে পারবে না, তবে শেষ অংকের সময় এসে তাকে নিয়ে রাতের খাবার খেতে যাবে।

থিয়েটার থেকে সে গেল অখৎনি রো-তে; রাতের খাবারের জন্য মাছ ও শতমূলী কিনল, তারপর বারোটা নাগাদ দাসোৎ হোটেলে গেল। ঘটনাক্রমে তখন তারা তিনটি বন্ধুই একই হোটেলে ছিল: লেভিন সবে বিদেশ থেকে ফিরেছে; তার নতুন বড় সাহেব সম্প্রতি উঁচু পদ পেয়ে কার্যোপলক্ষ্যে মস্কো এসেছে; আর আছে তার ভগ্নিপতি কারেনিন যাকে সে যেমন করেই হোক ডিনারে টেনে নিয়ে যাবেই।

অব্‌লন্‌স্কি বাইরে খেতেই ভালবাসে; কিন্তু তার চাইতেও বেশী ভাল-বাসে বাড়িতে ডিনারের ব্যবস্থা করতে—ভাল খাদ্য, পানীয় ও অতিথি সমাগমে সমৃদ্ধ ছোটখাট ডিনার পার্টি দিতে। খাবার আয়োজনে সে খুব খুসি হয়েছে। যেমন ভাল খাবার, তেমনই ভাল পানীয়। অতিথিদের মধ্যে আছে কিটি ও লেভিন, একজন জ্ঞাতি ভাই ও তরুণ শেরবাৎস্কি; তার সঙ্গে আছে কোজ্‌নিশেভ ও কারেনিন: কোজ্‌নিশেভ মস্কোর একজন দার্শনিক; কারেনিন, পিতার্সবুর্গের একজন বিশিষ্ট নাগরিক। সুপরিচিত অত্যুৎসাহী আধ-পাগলা পেস্ত্‌সভ্‌কেও নেমন্তন্ন করা হবে; লোকটি উদার প্রকৃতি, গায়ক, ঐতিহাসিক, বাকপটু, পঞ্চাশ বছরেও যুবকের মত চটপটে; কোজ্‌নিশেভ ও কারেনিনের মাঝখানে সে চাট্‌নির কাজ করবে। দু'জনকেই উস্কে দিয়ে সে তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেবে।

বণিকটি কাঠের দরুণ দ্বিতীয় কিস্তির টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছে; তারই কিছু টাকা এখনও হাতে আছে; ইদানীং ডলিও খুব মিষ্টি ও সদয় হয়েছে;

ডিনারের ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় অব্‌লন্‌স্কিও সব ব্যাপারেই বেশ খুসি ; কাজেই তার মন-মেজাজ বেশ ভালই চলছে। শুধু দুটি ব্যাপার তার মনকে খোঁচা দিচ্ছে : প্রথম, আগের দিন রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কারেনিন তাদের সঙ্গে খুবই নিস্পৃহ ও কঠোর ব্যবহার করেছে ; কারেনিন মস্কো এসেছে অথচ তাদের সঙ্গে দেখা করে নি, এমন কি আসার খবরটা পর্যন্ত তাদের দেয় নি ; আন্না ও ভ্রন্‌স্কিকে নিয়ে অনেক গুজবও তার কানে এসেছে ; এই সব মিলিয়ে অব্‌লন্‌স্কির মনে হয়েছে যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটা ভাল যাচ্ছে না।

এটাই হল প্রথম অপ্রীতিকর ব্যাপার। দ্বিতীয় অপ্রীতিকর ব্যাপার হল, অন্য সব নতুন বড় সাহেবদের মতই তার এই নতুন বড় সাহেবটিও যেন একটি দৈত্যবিশেষ ; সকাল ছ'টায় ওঠে, ঘোড়ার মত খাটে, আর আশা করে যে তার অধীনস্থ সকলেই তাই করবে। আগের দিন অব্‌লন্‌স্কি ইউনিফর্ম পরেই আপিসে গিয়েছিল ; নতুন বড় সাহেবটি বেশ প্রীতিপূর্ণভাবে তার সঙ্গে পুরনো বন্ধুর মতই ব্যবহার করেছে ; তাই আজ সে ফ্রককোট পরেই তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। নতুন বড় সাহেব যদি আজ সদয় ব্যবহার না করে এই ভয়ই হল তার পক্ষে দ্বিতীয় অপ্রীতিকর ব্যাপার।

করিডর দিয়ে যেতে যেতে একটি পরিচিত পরিচারককে দেখতে পেয়ে সে বলে উঠল, "আফ্‌টারনুন ভাসিলি। বেশ জুল্‌ফি বানিয়েছ তো? লেভিন তো সাত নম্বর ঘরে আছে, না? যদি কিছু না মনে কর তো আমাকে ঘরটা দেখিয়ে দাও। আর খোঁজ নাও তো, কাউণ্ট আনিচ্‌কিন আমার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারবেন কি না।" (কাউণ্ট আনিচ্‌কিনই তার নতুন বড় সাহেব।)

ভাসিলি হেসে বলল, "হ্যাঁ, স্যার। অনেকদিন পরে আপনাকে দেখলাম স্যার।"

"আমি কাল এখানে এসেছিলাম, কিন্তু ঢুকেছিলাম অন্য ফটক দিয়ে। এটাই সাত নম্বর ঘর?"

অব্‌লন্‌স্কি ঘরে ঢুকে দেখল লেভিন ও ত্বের গুবার্নিয়া থেকে আগত এক-জন চাষী মিলে সদ্য নিহত একটা ভালুকের চামড়া মাপছে।

"আহা, তোমার শিকার?" অব্‌লন্‌স্কি সোল্লাসে বলে উঠল। "কী সুন্দর। একটা ভালুকী কি? আফ্‌টারনুন আরখিপ।"

চাষীটির সঙ্গে কর-মর্দন করে সে কোট ও টুপি না খুলেই বসে পড়ল।

অব্‌লন্‌স্কির টুপিটা তুলে নিয়ে লেভিন বলল, "জিনিসপত্র রেখে একটু অপেক্ষা কর।"

"সময় নেই। শুধু এক মিনিটের জন্য এসেছি," অব্‌লন্‌স্কি জবাব দিল। কিন্তু কোটটা খুলে শিকার ও অন্যান্য ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে লেভিনের সঙ্গে কথা বলে একটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিল।

চাষীটি চলে গেলে সে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, বিদেশে কেমন কাটালে বল। কোথায় কোথায় গিয়েছিলে?"

"গিয়েছিলাম জার্মেনি, প্রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড; তবে কোন দেশেরই রাজধানীতে নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারখানা শহরে; অনেক কিছুই দেখলাম যা আমার কাছে নতুন। বাইরে যেতে পারায় খুব খুসি হয়েছি।"

"শ্রমিক সংগঠন সম্পর্কে তোমার ভাবনাচিন্তাগুলো আমি জানি।"

"না, না। রাশিয়াতে শ্রমিক সমস্যা বলে কিছু থাকতে পারে না। রাশিয়াতে সমস্যা হল জমির সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্কের সমস্যা। এ সমস্যা বিদেশেও আছে, কিন্তু সেখানে চলেছে যা নষ্ট হয়েছে তাকে জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা, আর আমাদের এখানে..."

অব্‌লন্‌স্কি মনোযোগ দিয়ে লেভিনের কথা শুনতে লাগল।

সে বলল, "হ্যাঁ, ঠিক তাই। খুব সম্ভবত তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু তোমাকে এমন খোস মেজাজে দেখে আমার খুব ভাল লাগছে—ভালুক শিকার করছ, কাজ করছ, কাজের মধ্যে মন-প্রাণ ডুবিয়ে দিয়েছ। শের্‌বাৎস্কি আমাকে বলেছিল—তার সঙ্গে তো তোমার দেখা হয়েছিল—তুমি গভীর গাড্ডায় পড়েছিলে, সব সময় মৃত্যুর কথাই বলতে..."

লেভিন বলল, "দেখ, মৃত্যুর চিন্তা আমি এখনও ছাড়ি নি। সত্যি বলছি, আমি মনে করি যে মরবার সময় হয়েছে। আর কোন কিছুরই কোন অর্থ নেই। তোমাকে মনের কথাই বলছি: আমার চিন্তাভাবনা, আমার কাজ আমার কাছে খুবই প্রিয়, কিন্তু নিজেই বিচার করে দেখ,—এই যে আমাদের গোটা জগৎটা, একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রহের বুকে এটা একটা ছোট ঢিবি ছাড়া আর কি। আর আমরা ভাবি, অনেক বড় বড় কাজ আমরা করতে পারি—বড় চিন্তা, বড় কাজ, শ্‌শা! বালুর কণামাত্র!"

"এ সব তো পাহাড়ের মতই পুরনো কথা বাপু!"

"সে তো ঠিকই, কিন্তু এ সত্যটাই পরিষ্কার করে বুঝতে পারলে সব কিছুর মূল্যই যেন কমে যায়। যখন তুমি পুরোপুরি বুঝতে পারবে আজ হোক আর কাল হোক তুমি মরবেই, তোমার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, তখন সব কিছুই কেমন একান্ত অর্থহীন হয়ে দেখা দেয়! আমার ধারণাগুলিকে আমি প্রচণ্ড গুরুত্ব দিয়ে থাকি, কিন্তু সে ধারণাকে যদি আমি পুরোপুরিও কার্যে পরিণত করতে পারি, তাহলেও তো তার গুরুত্ব ঐ ভালুকের চামড়াটার চাইতে বেশী হবে না। এইভাবেই তো আমরা জীবনটাকে কাটাই—শিকার করি, কাজে ডুবে থাকি, আর মৃত্যুর চিন্তাকে মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখি।"

লেভিনের কথা শুনতে শুনতে অব্‌লন্‌স্কির ঠোঁটে ঈষৎ সস্নেহ হাসি ফুটে উঠল।

"ঠিক, ঠিক। তোমার কি মনে আছে, যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে

এসেছিলে তখন আমাকে কি বলেছিলে? 'ওহে নীতিবাদী, এত কঠোর হয়ো না!'"

"হ্যাঁ, মনে আছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু…" লেভিন খেই হারিয়ে ফেলল। "আমি জানি না। শুধু একটা কথাই জানি যে আমরা সকলেই মরব, আর অচিরেই।"

"আহা, অচিরেই কেন?"

"তুমি কি জান, মৃত্যুর চিন্তা কিছু কিছু আনন্দ থেকে জীবনকে বঞ্চিত করলেও মনকে শান্তি এনে দেয়?"

"আমি বরং মনে করি যে শেষের দিনটি যত এগিয়ে আসে, জীবন ততই মধুরতর হয়। দেখ, যাবার সময় হয়ে গেছে," কথাটা বলে এই দশম বার অব্‌লন্‌স্কি যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

তাকে ধরে লেভিন বলল, "এখনই যেয়ো না, আর একটু অপেক্ষা কর। আবার কখন আমাদের দু'জনের দেখা হবে? কাল সকালেই আমি চলে যাচ্ছি।"

"আরে, আমি তো আচ্ছা লোক! এখানে কেন এসেছিলাম? তোমাকে আজ অতি অবশ্য আমাদের সঙ্গে ডিনার খেতে হবে। সেখানে তোমার ভাই থাকবে। আর আমার ভগ্নিপতি কারেনিনও থাকবে।"

"সে কি এখানেই আছে?" লেভিন জিজ্ঞাসা করল, যদিও সে আসলে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিল কিটির কথা। সে শুনেছিল যে, শীতের গোড়াতেই কিটি কুটনীতিকের স্ত্রী তার বোনের সঙ্গে দেখা করতে সেণ্ট পিতার্সবুর্গে গিয়েছিল; এতদিনে সেখান থেকে ফিরে এসেছে কি না তাও সে জানে না। অবশ্য কিটির কথা সে জিজ্ঞাসা করল না; সে যদি এখানে এসে থাকে তো এসেছে; যদি না এসে থাকে তো আসে নি—তার কাছে দুইই সমান।

"তুমি আসছ তো?"

"অবশ্য।"

"পাঁচটায়। ডিনারের পোষাকে।"

এবার অব্‌লন্‌স্কি উঠল। বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে নীচে নেমে গেল। তার অন্তর্দৃষ্টি মিথ্যা হয় নি। দৈত্যটি সত্যি অমায়িক ব্যবহার করল; অব্‌লন্‌স্কি তার সঙ্গে লাঞ্চও খেল; তারপর অনেক সময় সেখানে কাটিয়ে যখন কারেনিনের খোঁজে গেল তখন তিনটে বাজে।

॥ ৮ ॥

সকালের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কারেনিন বাকি সকালটা হোটেলেই কাটাল। সকালে তার হাতে ছিল দুটো কাজ: প্রথম, রাষ্ট্রসমূহের যে প্রতিনিধিদলটি পিতার্সবুর্গ যাবার পথে মস্কোতে এসেছে তাদের সঙ্গে

মিলিত হয়ে কিছু পরামর্শ ও নির্দেশ দিতে হবে; দ্বিতীয়ত, উকিলের কাছে প্রতিশ্রুত চিঠিটা লিখতে হবে। কারেনিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গেই অনেকটা সময় কাটাল; তাদের জন্য একটা কর্মসূচী তৈরি করে দিয়ে জানিয়ে দিল, তারা যেন কোন অবস্থাতেই এর বাইরে না যায়। তারা চলে যাবার পরেই সে পিতার্সবুর্গেও একটা চিঠি লিখে প্রতিনিধি দলের যাবার কথা জানিয়ে দিল।

এদিককার কাজ শেষ করে কারেনিন উকিলের কাছে চিঠি লিখতে বসল। বিনা দ্বিধায় সে উকিলকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দিল। আন্নার ডেস্কের ভিতর থেকে যে খামটা বের করে এনেছিল তার ভিতরে পাওয়া আন্নাকে লেখা ভ্রন্স্কির তিনটে চিঠিও সেই সঙ্গে পাঠিয়ে দিল।

সেদিন আর ফিরে না যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে কারেনিন বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, যেদিন সে উকিলের সঙ্গে দেখা করে তার মনোবাসনা জানিয়েছে, বিশেষ করে যেদিন তার জীবনের সমস্যাকে সে কাগজপত্রের সমস্যায় পরিণত করেছে, সেদিন থেকেই একটু একটু করে নিজের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে, এবং এতদিনে সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করাও সম্ভব।

উকিলের কাছে লেখা খামটায় সিল করবার সময়ই সে অব্‌লন্‌স্কির গলা শুনতে পেল। কারেনিনের চাকরকে তার আসার খবরটা জানাতে পীড়াপীড়ি করছে।

ব্যাপার কি? কারেনিন ভাবল। ভালই হল; তার বোনের ব্যাপারটা ভাল করে জানিয়েই তাকে বলতে পারব কেন আমার পক্ষে ডিনারে যাওয়া সম্ভব নয়।

কাগজপত্র গুছিয়ে তুলে রেখে সে ডাকল, "ভিতরে এস।"

কোটটা খুলে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে অব্‌লন্‌স্কি চাকরকে বলল, "ঐ যে, শুনতে পাচ্ছ? সে তো ভিতরেই আছে, আর তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বললে!···তোমাকে এখানে পেয়ে খুসি হলাম। আশা করেছিলাম—"

"আমি যেতে পারব না," কারেনিন ঠাণ্ডা গলায় বলল। সে নিজেও দাঁড়িয়ে রইল, অতিথিকেও বসতে বলল না।

কারেনিন মনে করল, যে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ-বিচ্ছেদ করতে যাচ্ছি তার ভাইয়ের সঙ্গে নিস্পৃহ ব্যবহার করাই তো স্বাভাবিক; কিন্তু অব্‌লন্‌স্কির মনে তখন খুসির যে জোয়ার বয়ে চলেছে তার খোঁজ সে জানত না।

অব্‌লন্‌স্কি চকচকে চোখ দুটি তুলে হাঁ করে তাকাল।

"কেন যেতে পারবে না? কি বলছ তুমি?" সে অবাক হয়ে ফরাসীতে বলল। "কিন্তু তুমি কথা দিয়েছ। আমরা তোমাকে আশা করে রয়েছি।"

"আমি বলতে চাই, আমি যেতে পারি না, কারণ আমাদের সম্পর্কটাকেই আমি ছিন্ন করতে চাই।"

"কি ? বুঝতে পারলাম না। কেন ?" অব্‌লন্‌স্কি হেসে বলল।

"কারণ তোমার বোন, আমার স্ত্রীকে আমি ত্যাগ করছি। আমার উচিত ছিল···"

তার কথার মাঝখানেই অব্‌লন্‌স্কি এমন ব্যবহার করে বসল যেটা কারেনিন আশা করতে পারে নি। একটা ঢোঁক গিলে অব্‌লন্‌স্কি চেয়ারে বসে পড়ল।

বেদনায় বিবর্ণ মুখে বলে উঠল, "না, না, আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভ্‌না, এটা তোমার মনের কথা নয়।"

"এটাই মনের কথা।"

"আমাকে ক্ষমা কর, কিন্তু না, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

কারেনিন বসল। সে বুঝতে পারল, তার কথার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সেটা সে আশা করে নি ; তবু সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে ; আর যাই ঘটুক না কেন, শ্যালকের প্রতি যে মনোভাব তার এতদিন ছিল তাই থাকবে।

বলল, "বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবী করবার কঠোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।"

"আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ, আমার শুধু একটি কথাই বলার আছে। তোমাকে একজন সৎ, ন্যায়বান লোক বলেই জানি ; আর আন্নাকেও—ক্ষমা করো, তার সম্পর্কে আমার মতকে আমি বদলাতে পারি না—জানি একটি ভাল মেয়ে, চমৎকার মেয়ে বলে ; আর তাই—ক্ষমা কর, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। নিশ্চয়ই একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটেছে !"

"আহা, সত্যি যদি একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারই হত !"

"দাঁড়াও।···বুঝতে পেরেছি," অবলন্‌স্কি বাধা দিল। "নিশ্চিত হতে হলে···কিন্তু একটা কথা : তাড়াহুড়ো করো না। আঃ, সহসা কিছু করো না, করো না।"

কারেনিন ঠাণ্ডা গলায় বলল, "আমি সহসা কিছু করছি না। কিন্তু এসব ব্যাপারে অপর লোকে পরামর্শ দিতে পারে না। আমি কৃতসংকল্প।"

"কী সর্বনাশ !" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ, একটা কাজ তোমাকে করতেই হবে ; এটা আমার একান্ত মিনতি। বুঝতে পারছি যে এখনও তুমি আইনের আশ্রয় নাও নি। সে কাজ করবার আগে তুমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর, তার সঙ্গে কথা বল। সে আন্নাকে বোনের মত ভালবাসে, তোমাকেও ভালবাসে ; সে খুব ভালমানুষ। ঈশ্বরের দোহাই, তার সঙ্গে আলোচনা কর। আমি মিনতি করছি, আমার মুখের দিকে চেয়ে এ কাজটা অন্তত তুমি কর।"

কারেনিন ভাবতে লাগল ; পরম মমতায় অব্‌লনস্কি তাকে দেখতে লাগল ; তার নীরবতা ভঙ্গ করল না।

"তুমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে ?"

"আমি জানি না। এই জন্যই তোমাদের সঙ্গে দেখাটি পর্যন্ত করি নি। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের সম্পর্কটা বদলাতেই হবে।"

"কিন্তু কেন ? আমি তো তার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও তোমাকে আমি বন্ধু বলে মনে করি, শ্রদ্ধা করি ; তুমিও যে আমাকে বন্ধু বলে মনে কর, এটুকু অন্তত আমাকে বিশ্বাস করতে দাও," কারেনিনের হাতটা চেপে ধরে সে বলল। "তোমার এই সব বাজে ধারণা যদি সত্য বলেই প্রমাণিত হয়, তাহলে তোমাদের দু'জনের কাউকেই আমি বিচার করতে বসব না ; আর তার ফলে আমাদের দু'জনের সম্পর্কের পরিবর্তন হবার কোন কারণ তো আমি দেখতে পাই না। কিন্তু আমি যা বলছি তাই কর, আমার স্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে কথা বল।"

কারেনিন নিরুত্তাপ গলায় বলল, "সব কিছুকেই আমরা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছি। কাজেই এ বিষয়ে আর কোন কথা নয়।"

"কিন্তু তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে না কেন ? অন্তত আজকের ডিনারে। আমার স্ত্রী তোমাকে আশা করছে। দয়া করে চল। আর সব চাইতে বড় কথা, তার সঙ্গে দেখা কর। সে খুব ভাল মেয়ে। চল। আমি নতজানু হয়ে মিনতি করছি।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কারেনিন বলল, "তুমি যখন এত করে বলছ, আমি যাব।"

আলোচনার মোড় ঘোরাবার জন্য অব্‌লনস্কি তার নতুন বড় সাহেবের প্রসঙ্গ তুলল।

কারেনিন কোনদিনই কাউণ্ট আনিচ্‌কিনকে পছন্দ করে না। সে বলল, "তার সঙ্গে তোমার মোলাকাত হয়েছে ?"

"হ্যাঁ ; কালই আপিসে এসেছিল। মনে হল কাজকর্ম বেশ ভালই বোঝে, আর কাজে উৎসাহও আছে খুব।"

কারেনিন জিজ্ঞাসা করল, "তা বটে, কিন্তু সে উৎসাহ কোন্ দিকে যায় ? কাজ করতে, না যা করা হয়েছে তা নষ্ট করতে ? আমাদের শাসন-ব্যবস্থার সব চাইতে বড় দুর্ভাগ্যই হল লাল ফিতের ফাঁস, আর সে কাজে তো লোকটি ওস্তাদ।"

"তার কাজের বিচার করবার সুযোগ এখনও আমি পাই নি ; কিন্তু একটা কথা জেনেছি—লোকটি ভাল। এইমাত্র তার সঙ্গে দেখা করে এলাম ; সত্যি লোকটি ভাল। এক সঙ্গে লাঞ্চ করলাম, আর সেই পানীয়টা তৈরি করা শিখিয়ে দিলাম—তুমি তো জান, মদ ও কমলা-রস। খেতে খুব ভাল। কী

আশ্চর্য, লোকটি এ পানীয়ের খবরই জানত না : তারও খুব ভাল লেগেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, লোকটি খুব ভাল !"

অব্‌লন্‌স্কি ঘড়ি দেখল।

"কী সর্বনাশ ! এরই মধ্যে চারটে বেজে গেল, আর আমাকে এখনও দোল্‌গোভুশিন-এর ওখানে যেতে হবে ! আচ্ছা, তাহলে ডিনারে এস কিন্তু। তুমি না এলে আমার স্ত্রী ও আমি যে কতখানি নিরাশ হব তা তুমি কল্পনাও করতে পার না।"

বিষণ্ণ গলায় সে বলল, "কথা যখন দিয়েছি তখন অবশ্য যাব।"

অব্‌লন্‌স্কি হেসে বলল, "খুব ভাল কথা। তবে এটুকু বলতে পারি যে এজন্য তোমাকে অনুতাপ করতে হবে না।"

ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কোটটা গায়ে দিতে গিয়ে কনুই দিয়ে চাকরটির মাথায় একটা গুঁতো লাগাল, আর তারপরেই হাসতে হাসতে পথে নামল।

পিছন ফিরে আর একবার হেঁকে বলল, "তাহলে পাঁচটায় ! ডিনারের পোষাকে !"

॥ ৯ ॥

পাঁচটার পরে। কিছু কিছু অতিথি ইতিমধ্যেই এসে গেছে। ফটকের মুখেই কোজ্‌নিশেভ ও পেস্ত্‌সভ্‌-এর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাদের সঙ্গে নিয়েই ঘরে ঢুকল স্বয়ং গৃহকর্তা। এদের দু'জনকে অব্‌লন্‌স্কি সব সময়ই মস্কোর বুদ্ধিজীবীদের সেরা প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করে থাকে। চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তার জন্য দু'জনেরই প্রচুর খ্যাতি। তারা পরস্পরকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, কিন্তু প্রায় সব বিষয়েই তাদের মধ্যে মত-পার্থক্যের অন্ত নেই। তারা যে একে অন্যের বিরোধী দলের লোক তাও নয় ; তারা একই দলের লোক (তাদের শত্রু-পক্ষরা শপথ করে বলে থাকে যে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই), আর ঠিক সেই কারণেই তাদের মত-বিরোধেরও শেষ নেই।

তারা দু'জন আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে করতেই বাড়িতে ঢুকছিল, এমন সময় অব্‌লন্‌স্কি এসে তাদের ধরে ফেলে। ইতিমধ্যে প্রিন্স শের্বাৎস্কি (অব্‌লন্‌স্কির শ্বশুর), তরুণ শের্বাৎস্কি, তুরভ্‌ৎসিন, কিটি ও কারেনিন সকলেই বসবার ঘরে উপস্থিত।

অব্‌লন্‌স্কি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল যে এখানকার হাওয়া ভাল নয়। ধূসর রঙের সেরা রেশমী পোষাকে সজ্জিত ডলি সেখানে বসেও তার ছেলে-মেয়েদের কথা (তারা নার্সারিতে খাবার খাচ্ছে) আর অনুপস্থিত স্বামীর কথাই ভাবছিল। বেচারি ভালমানুষ তুরভ্‌ৎসিন এতক্ষণ জলহীন ডাঙায়

মাছের মত কাটাচ্ছিল; অব্লন্স্কিকে দেখে পুরু ঠোঁট দুটি মেলে হেসে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলে উঠল, "আচ্ছা ব্যবস্থা করেছ বাবা!—কোথায় এক-পাত্র টেনে এতক্ষণ চাতু দ্য ফ্লিউর্স-এর দিকে পা বাড়াব, তার বদলে এই সব শুকনো কাঠিদের সঙ্গে আমাকে এক খাঁচায় বন্দী করে রেখেছ! বুড়ো প্রিন্স চুপ করে বসে মাঝে মাঝেই কারেনিনের দিকে তাকাচ্ছে আর এমন একটা মোক্ষম বাণীর কথা ভাবছে (অব্লন্স্কির তাই মনে হল) যা দিয়ে এই মস্তবড় কূটনীতিককে কাৎ করা যায়। কিটি দরজার দিকে চোখ রেখে বসে আছে, আর লেভিন ঘরে ঢুকবার সময় যাতে লজ্জায় মুখ লাল হয়ে না ওঠে সেজন্য শক্তি সঞ্চয় করছে। মহিলাদের সঙ্গে ডিনার-এ বসবার পিতার্সবুর্গীয় রীতি অনুসারে কারেনিন সাদা টাই সমেত পুরো পোষাক পরেই এসেছে। তার মুখের দিকে তাকিয়েই অব্লন্স্কি বুঝতে পারল, শুধু কথা দিয়েছিল বলেই সে এখানে এসেছে; এখানে তার উপস্থিতি একটা বেদনাদায়ক কর্তব্যমাত্র। আসলে অব্লন্স্কি ফিরে আসার আগে পর্যন্ত এখানে সমবেত সকলেই যে নীরবতার বরফে একেবারে জমে গিয়েছিল তার জন্যও সেই দায়ী।

অব্লন্স্কি অস্পষ্ট গলায় ক্ষমা চাইতে লাগল; বলল, একজন প্রিন্সের জন্যই সে আটকা পড়েছিল (নিজের অনুপস্থিতি ও বিলম্বের সব দোষ সে তার ঘাড়েই চাপিয়ে দিল); চোখের নিমেষে পরস্পরের সঙ্গে প্রত্যেকের পরিচয়ের পালা সাঙ্গ করে দিল; কোজ্নিশেভকে কারেনিনের কাছে পৌঁছে দিয়ে পোল্যাণ্ডের রুশীয়করণের প্রসঙ্গের মধ্যে তাদের ঠেলে দিল; পেস্ত্সভ সহ অন্য সকলেই সাগ্রহে সে প্রসঙ্গে যোগ দিল। তুরভ্ৎসিন-এর পিঠে একটা চাপড় মেরে তার কানে কানে কি যেন একটা মজার কথা বলে তাকে ডলি ও বুড়ো প্রিন্সের মাঝখানে বসিয়ে দিল। কিটিকে বলল, আজ সন্ধ্যায় তাকে বিশেষ করে মোহিনী দেখাচ্ছে; আর তরুণ শেরবাৎস্কির সঙ্গে কারেনিনের পরিচয় করিয়ে দিল। হ্যাঁ, চোখের নিমেষে এই সামাজিক ময়দার তালটাকে সে এমন সুন্দরভাবে মাখিয়ে ফেলল যে গোটা বসবার ঘরটা যেন উল্লসিত আলাপ-আলোচনায় একেবারে ফুটতে লাগল। অতিথিদের মধ্যে একমাত্র কন্স্তান্তিন লেভিনই অনুপস্থিত। একদিক থেকে সেটা ভালই হয়েছে, কারণ খাবার ঘরটা একনজর দেখেই অব্লন্স্কি সভয়ে লক্ষ্য করল যে "লিভে"-র পরিবর্তে "ডিপ্রে" থেকে আনানো হয়েছে পোর্ট আর শেরী; অবশ্য তখনই কোচয়ানকে "লিভে"-তে পাঠিয়ে সে এই ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা করে ফেলল।

ফিরে এসে বসবার ঘরে ঢোকার মুখেই লেভিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

"আমার কি দেরি হয়েছে?"

"দেরিতে ছাড়া তুমি কবে এসে থাক?" তার হাত ধরে অব্লন্স্কি জবাব দিল।

দস্তানা দিয়ে টুপির বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে লজ্জায় ঈষৎ লাল হয়ে লেভিন জিজ্ঞাসা করল, "ভিতরে বুঝি অনেক লোক? কে কে এসেছে?"

"শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা। কিটিও এসেছে। চল, কারেনিন-এর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেই।"

উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন হলেও অব্‌লনস্কি জানত যে কারেনিনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে যে কোন লোকই কৃতার্থ বোধ করবে, আর তাই ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সে-সুযোগ সে করে দিয়ে থাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে সুযোগ নেবার মত মনের অবস্থা লেভিনের ছিল না। যে স্মরণীয় রাতে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল তারপরে বড় রাস্তায় ক্ষণিকের জন্য একবার চোখাচোখি হওয়া ছাড়া কিটির সঙ্গে আর তার দেখা হয় নি। মনে মনে সে ভালই জানত যে এই ভোজের আসরে কিটির দেখা সে পাবে, কিন্তু নিজের মনকে এ ধারণা থেকে মুক্ত রাখতেই সে সচেষ্ট ছিল। যখন শুনল যে কিটি এখানেই আছে তখন আনন্দ ও ভয় তাকে যুগপৎ এতই অভিভূত করে ফেলল যে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হল, কথা বলবার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলল।

সে দেখতে কেমন হয়েছে? পুরনো দিনে যে বালিকাটিকে আমি চিনতাম সেই রকম, নাকি চার ঘোড়ার গাড়িতে মুহূর্তের জন্য যেমনটি দেখেছিলাম সেই রকম? ডলি যদি সত্যি কথাই বলে থাকে তাহলে? আর সে সত্যি কথা বলবেই বা না কেন?

"হ্যাঁ, কারেনিনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও," শেষ পর্যন্ত এই কথা বলে সে বসবার ঘরে ঢুকল, আর—কিটিকে দেখতে পেল।

আজ সে পুরনো দিনের সেই বালিকাটির মতও নয়, চার ঘোড়ার গাড়িতে দেখা সেই সুন্দরীর মতও নয়। সে আজ সম্পূর্ণ আলাদা।

সে আজ নম্র, ভীত, লজ্জিত, আর সেই কারণেই অধিকতর মনোরমা। লেভিন ঘরে ঢোকামাত্রই কিটি তাকে দেখতে পেল। সে তো তার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল। আনন্দে ও উত্তেজনায় সে এতই অভিভূত হয়ে পড়ল যে লেভিন যখন গৃহকর্ত্রীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আর একবার তার দিকে ফিরে তাকাল, তখন লেভিন, ও সে নিজেও ভয় পেয়ে গেল যে সে হয় তো নিজেকে চেপে রাখতে না পেরে কেঁদেই ফেলবে। লজ্জায় লাল হয়ে ম্লান মুখে সে একটা থামের মত নিশ্চল হয়ে বসে রইল। তার ঠোঁট দুটি কাঁপছে। লেভিন কিটির কাছে এগিয়ে গেল; মুখে কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে হাতটা বাড়িয়ে দিল। কিটির ঠোঁট কাঁপছে, চোখ দুটি ভিজে উঠেছে; এটুকু বাদ দিলে সে বেশ শান্ত হাসি হেসে বলল: "কত দিন পরে আমাদের দেখা হল।" নিজের ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে লেভিনের হাতটা সজোরে চেপে ধরল।

লেভিন উজ্জ্বল হাসি হেসে বলল, "তুমি আমাকে দেখ নি, কিন্তু আমি

তোমাকে দেখেছি। রেলওয়ে স্টেশন থেকে তুমি যখন এগু'শোভোতে যাচ্ছিলে তখন তোমাকে দেখেছিলাম।"

"কবে ?" কিটি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

বুকের মধ্যে উথলে ওঠা আনন্দের চাপে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে লেভিন আবার বলল, "তুমি যখন এগু'শোভোতে যাচ্ছিলে।" মনে মনে বলল, এই মানুষকে কেমন করে আমি সন্দেহ করেছিলাম ? মনে হচ্ছে, ডলি সত্যি কথাই বলেছে।

অব্‌লন্‌স্কি লেভিনের হাত ধরে তাকে নিয়ে কারেনিনের কাছে গেল।

"তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি," অব্‌লন্‌স্কি দু'জনের নাম উল্লেখ করল।

লেভিনের হাত ধরে নিরুত্তাপ গলায় কারেনিন বলল, "আবার আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুসি হলাম।"

অব্‌লন্‌স্কি অবাক হয়ে বলল, "আগেও তোমাদের দেখা হয়েছে ?"

লেভিন হেসে বলল, "ট্রেনের কামরায় আমরা তিন ঘণ্টা একসঙ্গে কাটিয়েছি। যখন বিদায় নিলাম মনে হল যেন মুখোশ-নাচের শেষে ফিরে যাচ্ছি, একেবারে প্রেমে পড়ার মত অবস্থা। অন্তত আমার তো তাই হয়েছিল।"

"তাই বুঝি!···আরে ডিনারের সময় হয়ে গেছে," খাবার ঘরের দিকে হাত বাড়িয়ে অব্‌লন্‌স্কি বলল।

খাবার ঘরে ঢুকেই ভদ্রমহোদয়রা একটা সাইড-টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। টেবিলে ছ' রকম ভদ্‌কা, ছ' রকম পনির, কাভিয়ার, হেরিং ও ফরাসী রুটি সাজানো ছিল।

ভদ্রমহোদয়রা ভদ্‌কার টানে টেবিলের চার পাশেই ঘুরঘুর করতে লাগল ; কোজ্‌নিশেভ, কারেনিন ও পেস্ত্‌সভ-এর পোল্যাণ্ডের রুশীয়করণের আলোচনাও ডিনারের প্রতীক্ষায় ক্রমেই ঝিমিয়ে পড়ল।

কোজ্‌নিশেভ একসময় ঠাট্টার সুরে বলল, "তাহলে আমরা একথা বলতে পারি যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির রুশীয়করণের একটিমাত্র কার্যকরী পথই খোলা আছে : যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব সন্তান উৎপাদন করা। আমার ভাই বা আমি এ ব্যাপারে কোন অবদানই রাখতে পারি নি। কিন্তু আপনারা বিবাহিত পুরুষরা, বিশেষ করে অব্‌লন্‌স্কি, প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মত আচরণ করুন : তোমার ক'টি ছেলেমেয়ে ?" নতুন করে ভরে নেবার জন্য ছোট মদের পাত্রটা এগিয়ে ধরে সে দুষ্টুমি করে প্রশ্নটা করল।

সকলে হেসে উঠল ; অব্‌লন্‌স্কির গলার স্বর সকলের চাইতে চড়া।

একটুকরো পনির চিবোতে চিবোতে একটা বিশেষ ধরনের ভদ্‌কা ঢেলে পাত্রটা ভরে দিয়ে সে বলল, "বিশ্বাস কর, সেটাকেই আমি শ্রেষ্ঠ পথ বলে বিশ্বাস করি!" এইভাবে বেশ হাসিখুসির ভিতর দিয়েই আলোচনার ইতি ঘটল।

"এই পনিরটা মন্দ নয়। আপনারা সকলেই চেখে দেখুন," গৃহকর্তা বলল। তারপর লেভিনের দিকে ফিরে বাঁ হাত দিয়ে তার বাইসেপ্‌টা টিপে বলল, "তুমি বুঝি আবার ব্যায়াম শুরু করেছ?" লেভিন হেসে হাতটা শক্ত করল: অব্‌লন্‌স্কি যেখানটায় হাত রেখেছিল সেখানে যেন একটা ইস্পাতের গুলি ফুলে উঠল।

"কী বাইসেপ্‌স্‌ তোমার! ঠিক যেন এক স্যাম্‌সন!"

পনির মাখিয়ে একটুকরো রুটি দাঁতে কেটে নিয়ে কারেনিন বলল, "আমার তো মনে হয় ভালুক শিকার করতে হলে শক্ত মাংসপেশীর দরকার।"

লেভিন হাসল।

এই সময় গৃহকর্তা মহিলাদের নিয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতেই লেভিন একপাশে সরে গিয়ে তাদের পথ করে দিয়ে বলল, "মোটেই না। বরং বলা যায়, একটা ছোট ছেলেও ভালুক শিকার করতে পারে।"

একটা মশলাদার পিচ্ছিল ব্যাঙের ছাতায় হাতের কাঁটাটা ঢুকিয়ে কিটি প্রশ্ন করল, "তুমি কি সত্যি ভালুক মেরেছ? তোমাদের ওদিকে ভালুক আছে বলে তো জানতাম না।" কিটির মুখে হাসি।

কথাগুলির মধ্যে নতুন কিছু ছিল না, তবু কথা বলার সময় তার প্রতিটি শব্দ, ঠোঁট, চোখ, ও হাতের প্রতিটি ভঙ্গী লেভিনের কাছে অবর্ণনীয় অর্থ বয়ে আনল। এর মধ্যেই সে দেখতে পেল ক্ষমাপ্রার্থনার ইঙ্গিত, তার উপর ভরসার ঘোষণা, আশা ও ভালবাসার প্রতিশ্রুতি, আর আনন্দে তার শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হল।

সে হেসে বলল, "আরে, ভালুকের খোঁজে আমরা ত্বের গুবার্নিয়াতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরবার পথেই তোমার ভগ্নিপতি অথবা ভগ্নিপতির ভগ্নিপতির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আরে, সে এক হাসির ব্যাপার।"

একটা ঘুমহীন রাত কাটাবার পরে ভেড়ার চামড়ার ময়লা জামা পরে কি ভাবে সে কারেনিনের কামরায় ঢুকে পড়েছিল, তারই একটা কৌতুকপ্রদ বিবরণ সে সকলের সামনে পেশ করল।

"আমার পোষাকের চেহারা দেখেই তো কণ্ডাক্টর আমাকে বাইরে ঠেলে দিতে চাইল, আর ইনিও (কারেনিনের নামটাও ভুলে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে সে বলল) আমার গায়ের ভেড়ার চামড়া দেখেই আমাকে বের করে দিতেই চাইলেন; কিন্তু তুমি আমার পক্ষ নিলে; সেজন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

তোয়ালে দিয়ে আঙুলের ডগাগুলি মুছতে মুছতে কারেনিন বলল, "যাত্রীদের টিকিট কাটার অধিকারটা একান্তভাবেই অস্পষ্ট।"

লেভিন খুসির মেজাজে বলল, "আমি বুঝতে পারলাম যে আপনিও আমার প্রতি প্রসন্ন নন, তাই ভেড়ার চামড়ার দরুণ বিরূপ মনোভাবকে কাটিয়ে

দেবার জন্ত তাড়াতাড়ি আমি একটা বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার সূত্রপাত করে দিলাম।"

গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই কোজ্‌নিশেভ এক কান দিয়ে ভাইয়ের কথাগুলি শুনছিল। এবার সে বাঁকা চোখে তার দিকে তাকাল। ওর হল কি ? কেমন যেন এক বিজয়ীর ভঙ্গী। কোজ্‌নিশেভ কেমন করে জানবে যে লেভিনের মনে এখন পাখা গজিয়েছে। লেভিন তো বুঝতে পারছে যে কিটি তার কথাগুলি শুনছে, আর শুনে মজা পাচ্ছে। এর বেশী কিছু লেভিন চায় না। শুধু এই ঘরে নয়, গোটা পৃথিবীতেই এখন আছে শুধু দুটি প্রাণী—সে নিজে আর কিটি। তার মনে হল, সে যেন দাঁড়িয়ে আছে চোখ ঝাঁপসা করে দেওয়া কোন উঁচু জায়গায় আর অনেক নীচে দাঁড়িয়ে আছে এই সব কারেনিন অব্‌লন্‌স্কিদের মত ভালমানুষরা এবং বাদবাকি গোটা জগৎটা।

যেন আর কোন জায়গা পাওয়া গেল না এমনি ভাব দেখিয়ে অব্‌লন্‌স্কি টেবিলের ধারে লেভিন ও কিটিকে পাশাপাশি বসিয়ে দিল।

মুখে বলল, "তোমরা বরং এখানেই বসে পড়।"

ডিনার খুবই সাফল্যের সঙ্গে শেষ হল। দু'জন পরিচারক ও মাৎভে শান্ত-ভাবে বেশ হাত চালিয়ে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করল। আলোচনা এক-টানা চলতে লাগল—কখনও বা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে। ডিনারের শেষে আলোচনা এমনই জমে উঠল যে ভদ্রলোকেরা উঠতে উঠতেও কথা চালিয়ে যেতে লাগল ; এমন কি কারেনিনের মধ্যে পর্যন্ত উৎসাহের ভাব দেখা দিল।

॥ ১০ ॥

পেস্ত্‌সভ চায় যে কোন তর্ককে কোন পরিণতি পর্যন্ত চালিয়ে যেতে। তাই কোজ্‌নিশেভ আলোচনাটা মাঝ পথে কেটে দেওয়ায় সে রুষ্ট হয়েছে।

ঝোলে চুমুক দিতে দিতে পেস্ত্‌সভ কারেনিনকে বলল, "আমি কেবলমাত্র জনসংখ্যার ঘণত্বের কথাই বলছি না, তার সঙ্গে একটা জাতির মূলগত বৈশিষ্ট্যকেও যোগ করতে চাই।"

কারেনিন ধীর গলায় বলল, "আমার তো মনে হয় কথাটা একই দাঁড়াচ্ছে। আমার মতে একটা জাতি অপরজাতির উপর একমাত্র তখনই আধিপত্য বিস্তার করতে পারে যখন সে উন্নতির একটা উর্ধ্বতর স্তরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, যখন সে—"

"আহা, সেটাই তো আসল কথা," গম্ভীর গলায় পেস্ত্‌সভ সাগ্রহে বাধা দিয়ে বলল : কোন কথা বলার সময় সে তার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়েই কথা বলে। "উন্নতির উর্ধ্বতর স্তরটাকে বুঝব কেমন করে ? ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান—এদের মধ্যে কে সেই উর্ধ্বতর স্তরে পৌঁচেছে ? কে কার উপর প্রভাব বিস্তার

করবে? আমরা তো দেখছি, কোন কোন রাইন অঞ্চল ফরাসীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, কিন্তু জার্মানরা তো উন্নতির দিক থেকে নীচে পড়ে নেই! না, না, একটা সম্পূর্ণ আলাদা নিয়ম এখানে কাজ করছে।"

"আমার তো মনে হয়, যে পক্ষ সত্যিকারের শিক্ষিত সেই প্রভাব বিস্তার করে থাকে," কারেনিন বলল।

"আর কোন্ লক্ষণ দেখে সত্যিকারের শিক্ষাকে চিনতে পারব সেটাও দয়া করে বলুন," পেস্ত্সভ বলল।

"আমি তো বলব সে লক্ষণগুলো সকলেরই জানা," কারেনিন বলল।

"তাই বুঝি?" একটা ধূর্ত হাসির সঙ্গে কোজ্নিশেভ কথাটা বলল। "আজকাল তো প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই সত্যিকারের শিক্ষা বলে মনে করা হয়; কিন্তু দু' পক্ষের সমর্থকয়ের মধ্যে তো চলেছে প্রচণ্ড লড়াই, আর এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধ পক্ষীয়রা যে সব যুক্তি দেখিয়ে থাকেন সেগুলোও বেশ শক্তিশালী।"

"তুমি নিজেও তো একজন প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিত মানুষ কোজ্-নিশেভ। কিছুটা লাল মদ চাই কি?" অব্লন্স্কি বলল।

মদের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে করুণা-দেখানো হাসির সঙ্গে কোজ্নিশেভ বলল, "আমি কোন পক্ষের সমর্থনেই মত প্রকাশ করছি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে দু' পক্ষের যুক্তিই বেশ শক্তিশালী।" তারপর কারেনিনকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আমি নিজে প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিত, তবু এ ঝগড়ায় আমি যে কোন পক্ষকে সমর্থন করব তা এখনও স্থির করতে পারি নি; প্রাচীন শিক্ষাকে কেন বিজ্ঞান শিক্ষার উপরে স্থান দিতে হবে তাও আমি ঠিক বুঝতে পারি না।"

পেস্ত্সভ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "কেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির শিক্ষাগত প্রভাবও তো কম নয়,—তারাও তো মনের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। জ্যোতি-বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, বা প্রাণী বিজ্ঞান ও তাদের সার্বজনীন নিয়মগুলির কথাই ধরুন না!"

কারেনিন বলল, "আমার আশংকা হচ্ছে, আপনার সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত হতে পারছি না। আমি মনে করি, ভাষাগত কাঠামো নিয়ে পড়াশুনা করলে তার ফলে আত্মিক উন্নতির উপর যে যথেষ্ট প্রভাব পড়ে সে কথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। তার উপর, এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না, নৈতিক দৃষ্টির বিচারে প্রাচীন লেখকদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী, আর দুর্ভাগ্যবশত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে যে সব মিথ্যা ও ক্ষতিকর শিক্ষা জড়িত সেগুলিই আজকের দিনের অভিশাপস্বরূপ।"

কোজ্নিশেভ একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু পেস্ত্সভ-এর গম্ভীর স্বর তাকে বাধা দিল। এ ধরনের মন্তব্যের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করে পেস্ত্সভ

উত্তপ্ত গলায় তার আক্রমণ শানাতে লাগল। কারেনিন ধৈর্য ধরে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত কারেনিনের দিকে ঘুরে ঈষৎ হেসে সে বলল, "দেখুন, এ কথা তো আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে দু'পক্ষের যুক্তির তুল্যমূল্য সঠিকভাবে বিচার করা খুবই শক্ত, আর প্রাচীন শিক্ষার যে সব সুবিধার কথা আপনি এইমাত্র উল্লেখ করলেন : তার নৈতিক প্রভাব—*disons le mot*—নৈরাজ্যবাদ বিরোধী প্রভাব—সেগুলি না থাকলে কোন একটি পক্ষকে সমর্থন করার সমস্যাটাকেও এত দ্রুত ও চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করা যেত না।"

"সে তো নিঃসন্দেহে।"

ম্লান হাসি হেসে কোজ্‌নিশেভ বলল, "এই সুবিধা—এই শুন্যবাদী সমাজতন্ত্রবিরোধী প্রভাব—না থাকলে বিষয়টা নিয়ে আমরা আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতাম, উভয়পক্ষের যুক্তিগুলোকে আরও ভালভাবে বিচার করতাম। খুসি মনেই আমরা দুটো ধারাকেই চলবার অবাধ অধিকার দিতাম। কিন্তু এখন যেহেতু আমরা বুঝতে পারছি যে প্রাচীন শিক্ষার জড়িবুটির মধ্যে নৈরাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি আছে তাই সাহস করে সেই ওষুধই পুরোমাত্রায় আমরা রোগীদের খাওয়াচ্ছি।...কিন্তু সে শক্তি যদি তার মধ্যে না থাকে তাহলে কি হবে?"

কোজ্‌নিশেভের মুখে জড়িবুটি ও শক্তির কথা শুনে সকলেই হেসে উঠল; এই একঘেয়ে আলোচনার মধ্যে একটা হাসির খোরাক পাবার আশায় তুরভ্‌ৎসিন এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল; এবার সে সকলের চাইতে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে আলোচনাও নতুন প্রসঙ্গে মোড় নিল : স্ত্রী-শিক্ষা।

কারেনিন বলল যে, সাধারণতই স্ত্রী-শিক্ষাকে স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়ে থাকে, আর শুধু সেই কারণেই এটাকে ক্ষতিকর বলা যেতে পারে।

পেস্তসভ বলে উঠল, "কিন্তু আমি মনে করি, এ দুটো সমস্যা হাত ধরাধরি করেই চলে। এটা একটা পাপ-চক্র। শিক্ষার অভাবের জন্য নারীর অধিকারকে অস্বীকার করা হয়, আবার তাদের অধিকারকে অস্বীকার করা হয় বলেই তাদের মধ্যে শিক্ষার অভাব ঘটে। এ কথা ভুললে চলবে না যে নারীর অধীনতা এতই প্রাচীন, এতই পরিপূর্ণ যে অনেক সময়ই নারী ও পুরুষের ভিতরকার প্রকাশ্য ব্যবধানকে আমরা দেখতেই পাই না।"

পেস্তসভের কথা শেষ হলে কোজ্‌নিশেভ বলল, "আপনি বললেন অধিকারের কথা। জুরি হবার অধিকার, ভোটার হবার, কমিটির চেয়ারম্যান হবার, করণিক হবার, পার্লামেণ্টের সদস্য হবার..."

"ঠিক তাই।"

"দু' একটি বিরল ক্ষেত্রে নারীরা যদি এই সব পদে কাজ করতে সক্ষম

হয়, তাহলেও তো মনে হয় আপনি 'অধিকার' শব্দটা ভুল করেই ব্যবহার করেছেন। সঠিক শব্দ হওয়া উচিত 'কর্তব্য'। যে কেউই স্বীকার করবেন যে আমরা যখন জুরি, ভোটার, বা টেলিগ্রাফ অপারেটার হয়ে কাজ করি, তখন আমরা মনে করি যে একটা কর্তব্য পালন করছি। কাজেই সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা উচিত যে নারীরা তাদের কর্তব্য পালন করতে চাইছে, আর সঙ্গত কারণেই তারা সেটা চাইতে পারে। পুরুষদের কাজে সহযোগিতা করবার তাদের এই বাসনার প্রতি তো আমি সহানুভূতি না দেখিয়ে পারি না।"

"খুবই ঠিক কথা," কারেনিন বলল। "তবু আমার মনে হয়, একটি প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে: এই সব কর্তব্য পালন করবার ক্ষমতা তাদের আছে তো?"

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "শিক্ষা যদি তাদের করায়ত্ত হয় তাহলে এ সব কাজে নিজেদের ক্ষমতা যে তারা প্রমাণ করতে পারবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

দুই চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক ফুটিয়ে বুড়ো প্রিন্স এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে সব কথাই শুনছিল। এবার সে কথা বলল, "আর সেই প্রবাদ-বাক্যের কি হবে? আমার মেয়েদের সামনে সেটা উচ্চারণ করতে আমি ভয় পাই না: 'লম্বা চুল আর খাটো বুদ্ধি'!"

পেস্ত্‌সভ বিদ্রূপের সুরে বলল, "মুক্তিলাভের আগে পর্যন্ত কালো মানুষদের সম্পর্কেও সকলে ঠিক এই কথাই ভাবত।"

কোজ্‌নিশেভ বলল, "যখন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুরুষরাই তাদের কর্তব্যকে এড়িয়ে চলতে চাইছে, তখন নারীরা যে নতুন কর্তব্যের বোঝা ঘাড়ে নিতে উৎসুক হয়ে উঠবে, সেটা কিন্তু আমার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়।"

"কর্তব্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছে অধিকার: ক্ষমতা, অর্থ, সম্মান। নারীরাও তাই চাইছে," পেস্ত্‌সভ বলল।

বুড়ো প্রিন্স বলে উঠল, "আমি ধাই হবার অধিকার চাইলাম, আর লোকে সে কাজটা আমাকে না দিয়ে টাকাটা একজন স্ত্রীলোককে দিল বলে আমি গোসা করলাম—এ যেন সেই বৃত্তান্ত।"

তুরভ্‌ৎসিন হো-হো করে হেসে উঠল। কারেনিনও হাসল। কিন্তু এই হাসির কথাটা তার মনে আসে নি বলে কোজ্‌নিশেভ দুঃখ পেল।

পেস্ত্‌সভ বলল, "ঠিক কথা, কিন্তু একজন পুরুষ তো ধাই হতে পারে না, অথচ একজন নারী—"

"ওহো, পারে না বুঝি? কিন্তু একজন ইংরেজ ভদ্রলোক তো জাহাজে চলতে চলতে তার নিজের শিশুকে মাই খাইয়েছিল," বুড়ো প্রিন্স বলল; মেয়েদের সামনেও এ ধরনের কথা বলতে সে পিছ্‌পা নয়।

কোজ্‌নিশেভ বলে উঠল, "বেশ তো, এ ধরনের যে ক'জন ইংরেজ ভদ্রলোক আছে ঠিক সেই ক'জন নারী করণিকও না হয় থাকবে।"

"কিন্তু যে মেয়ের কোন পরিবার নেই সে কি করবে বলুন তো?" প্রশ্নটা করল অব্‌লনৃস্কি; সে অবশ্য তখন চিবিসোভার কথাই ভাবছিল।

"সে রকম কোন মেয়ের সম্পর্কে খোঁজ নিলেই জানতে পারা যাবে যে হয় সে নিজের পরিবারকে ছেড়ে এসেছে, আর না হয় তো তার বোনের পরিবারকে ছেড়ে এসেছে—অথচ মেয়েদের উপযুক্ত কাজ তো সে সেখানেই পেতে পারত," তার স্বামী যে কার কথা ভেবে মন্তব্যটা করেছে সেটা বুঝতে পেরে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই ডলি কর্কশ গলায় বলল।

পেস্‌সভ তার উদাত্ত কণ্ঠে বলল, "কিন্তু আমরা সমর্থন করছি নীতিকে আদর্শকে! নারী চাইছে স্বাধীন হবার, শিক্ষালাভের অধিকার। এ সবে তার কোন অধিকারই নেই—এই ধারণাই তাকে কষ্ট দিচ্ছে, নিস্পেষিত করছে।"

"আর আমি কষ্ট পাচ্ছি, নিস্পেষিত হচ্ছি এই ভেবে যে কোন অনাথ আশ্রমেই তারা আমাকে ধাই রাখবে না," বলল বুড়ো প্রিন্স। এ কথা শুনে অসীম আনন্দে তুরভ্‌ৎসিন এত জোরে হেসে উঠল যে তার ব্যাঙের ছাতাটাই চাটনির মধ্যে ছিটকে পড়ে গেল।

॥ ১১ ॥

আলোচনায় সকলেই অংশ নিয়েছে, শুধু কিটি ও লেভিন ছাড়া। গোড়ার দিকে সকলে যখন এক জাতির উপর অন্য জাতির প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে আলোচনা করছিল, তখন একবার লেভিনের মনে হয়েছিল যে এ বিষয়ে তারও কিছু বলবার আছে; কিন্তু যে সব ভাবনা-চিন্তা এক সময়ে তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এখন তা স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেছে; সে সব বিষয়ে এখন আর তার কোন আগ্রহই নেই। বরং যে বিষয় নিয়ে এরা কেউ কখনও এক কানা কড়িও ব্যয় করে নি তা নিয়ে এদের কথা বলার এত বেশী আগ্রহ দেখে তার খুবই অবাক লেগেছে। লোকে মনে করতে পারে যে নারীর অধিকার ও শিক্ষা নিয়ে যে সব কথাবার্তা হচ্ছিল তাতে কিটির আগ্রহ থাকতে পারে। যখন সে তার বন্ধু ভারেংকা ও তার পরবর্তী জীবনের কথা ভাবত, যখন ভাবত যে বিয়ে না করলে তার নিজেরও ওই অবস্থাই হবে, তখন এই বিষয়টার উপর সে কতই না গুরুত্ব দিত; এই নিয়ে বোনের সঙ্গে সে কত তর্কই না করেছে! কিন্তু এখন এসব কথা তার কাছে কিছুই না। সে আর লেভিন তাদের নিজেদের কথা, বলা যায় গোপন কথা নিয়েই ব্যস্ত ছিল; সে সব কথা ক্রমাগতই তাদের দু'জনকে কাছে টেনে আনছে; আর যে অজ্ঞাত জগতের পথে তারা পা বাড়াতে চলেছে তারই আনন্দ ও ভীতি দু'জনকেই উদ্বেলিত করে তুলেছে।

প্রথমেই কিটির প্রশ্নের জবাব দিয়ে লেভিন জানাল, কেমন করে ফসল কাটা শেষ করে ফিরবার পথে বড় রাস্তার উপরে গাড়ির ভিতরে সে কিটিকে দেখেছিল।

"তখন ভোর-ভোর সকাল। সম্ভবত সবে তোমার ঘুম ভেঙেছিল। এক কোণে তোমার মামন তখনও ঘুমিয়েছিলেন। কী সুন্দর সেই সকালটা। পথ চলতে চলতেই আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এ চার ঘোড়ার গাড়িটা কার হতে পারে। ঘোড়াগুলো চমৎকার; গলায় ঘণ্টা বাঁধা। ঘোড়াগুলো টগবগিয়ে আন্নার পাশ দিয়ে চলে গেল, আর জানালায় আমি কি দেখলাম?—তোমাকে; টুপির ফিতেগুলো দুই হাতে নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে আছ," লেভিন হেসে বলল। "বড় জানতে ইচ্ছা করে তখন তুমি কি ভাবছিলে। খুব দরকারী কোন কথা?"

কিটির লজ্জারুণ মুখে খুসির হাসি ফুটল।

"সত্যি আমার মনে পড়ছে না।"

তুরভ্‌ৎসিনের ভেজা চোখ ও কাঁপা ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে লেভিন বলল, "লোকটির হাসি কী ছোঁয়াচে।"

"তুমি কি ওকে অনেক দিন থেকে চেনো?" কিটি জানতে চাইল।

"ওকে কে না চেনে!"

"মনে হচ্ছে তুমি ওকে অপ্রীতিকর মনে কর।"

"ঠিক অপ্রীতিকর নয়, লোকটা কিছুই না।"

"এটা তোমার ভুল ধারণা। এই মুহূর্তে ও ধারণাটাকে তোমার মন থেকে দূর করে দাও!" কিটি বলল। "ওর সম্পর্কে আমারও খারাপ ধারণা ছিল, কিন্তু আসলে লোকটি ভাল—যতদূর দয়ালু একটা লোক হতে পারে। ওর মনটা সোনা দিয়ে গড়া।"

"ওর মন কি দিয়ে গড়া তা তুমি জানলে কেমন করে?"

"আরে, আমরা দু'জন যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি ওকে খুব ভাল চিনি," কিটি ঈষৎ হেসে বলল। গত শীতকালে তুমি আমাদের বাড়িতে যাবার ঠিক পরেই ডলির সব ছেলেমেয়েগুলি হাম-জ্বরে পড়েছিল। একদিন ও ডলিকে দেখতে তাদের বাড়িতে গেল, আর—তুমি কি বিশ্বাস করতে পার?—" গলা নামিয়ে কিটি বলতে লাগল, "—ডলির জন্য লোকটি এতই দুঃখ বোধ করল যে সে সেখানেই থেকে গেল এবং ছেলেমেয়েগুলির দেখাশোনা করতে লাগল। পুরো তিনটে সপ্তাহ সে ডলিদের বাড়িতে কাটাল, নার্সের মত ছেলেমেয়েগুলির সেবাযত্ন করল…কন্‌স্তান্তিন দিমিত্রিচকে আমিই তুরভ্‌ৎসিন ও হাম-জ্বরের কথা বলেছি," বোনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কিটি শেষের কথা ক'টি বলল।

তুরভ্‌ৎসিনের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে ডলি বলল, "ওঃ, আশ্চর্য মানুষ, বড় ভাল মানুষ!" তুরভ্‌ৎসিনও বুঝতে পারল যে তারা ওর কথাই বলছে। লেভিন আর একবার লোকটির দিকে তাকাল; এতক্ষণ লোকটির গুণাবলী ধরতে পারে নি বলে অবাক হল।

"আমি দুঃখিত, অসম্ভব দুঃখিত; আর কখনও কারও সম্পর্কে খারাপ

ধারণা করব না," খুসি হয়ে লেভিন বলে উঠল ; আর এই মুহূর্তে সত্যি এটাই তার মনের কথা।

॥ ১২ ॥

নারীর অধিকারের আলোচনা থেকে স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য অধিকার যে সমান নয় এই সুড়সুড়ি-করা চলে না। তাই পেস্‌ত্‌সভ বারে বারে সেই আলোচনায় যেতে চাইলেও কোজ্‌নিশেভ ও অব্‌লন্‌স্কি সরাসরি আলোচনার মুখ অন্য পথে ঘুরিয়ে দিতে লাগল।

সকলে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে মহিলারা যখন সেখান থেকে চলে গেল তখন পেস্‌ত্‌সভ তাদের সঙ্গে বেরিয়ে না গিয়ে কারেনিনের কাছে ফিরে এল এবং কারেনিনকে সেই অসাম্যের কারণ বোঝাতে শুরু করে দিল। তার মতে, কি আইনের চোখে, কি জনসাধারণের চোখে, স্ত্রীর বিশ্বাসহীনতা ও স্বামীর বিশ্বাসহীনতার শাস্তি এক নয় বলেই তাদের অধিকারেরও তারতম্য ঘটে।

অব্‌লন্‌স্কি তাড়াতাড়ি কারেনিনের কাছে ছুটে এসে বলল, "চল, একটু ধূমপান করা যাক।"

"আমি ধূমপান করি না," শান্ত গলায় কারেনিন জবাব দিল ; এ ধরনের আলোচনা করতে যে সে ভয় পায় না যেন সেটা দেখাবার জন্যই সে ইচ্ছা করে একটু ঠাণ্ডা হাসি হেসে পেস্‌ত্‌সভের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বসবার ঘরের দিকে যাবার উদ্যোগ করে সে বলল, "আমার তো মনে হয় এ ধরনের ব্যবস্থার একটা সঙ্গত ভিত্তি আছে।" হঠাৎ তুরভ্‌ৎসিন তার কথায় বাধা দিল।

শ্যাম্পেনের নেশার ঘোর লাগলেও তুরভৎসিন অনেকক্ষণ থেকেই কথা বলার সুযোগের অপেক্ষা করছিল। সে এবার জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি প্রিয়াচ্‌নিকভ-এর কথা শুনেছেন? আমি আজই শুনলাম। ভাসিয়া প্রিয়াচ্‌নিকভ ত্বের শহরে কৃভিৎস্কির সঙ্গে দ্বৈতযুদ্ধে লড়ে তাকে খুন করেছিল।"

মানুষের কাটা আঙুলেই সব খোঁচাগুলো লাগে : অব্‌লন্‌স্কির মনে হল ঠিক তেমনই আজ সন্ধ্যার সব আলোচনাই কারেনিনের কাটা ঘায়ের উপরেই আঘাত করছে। এবারও সে তাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কারেনিন নিজেই কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল :

"প্রিয়াচ্‌নিকভ দ্বৈতযুদ্ধে লড়ল কেন সেটা দয়া করে বলুন।"

"কারণ তার স্ত্রী। লোকটার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গুলি করে দিল। আমি তো বলি, ঠিকই করেছে।"

"ওঃ", ভুরু দুটি তুলে শুধু এই কথাটি বলেই কারেনিন বসবার ঘরের দিকে গেল।

পথে একটা ছোট ঘরে তাকে দেখতে পেয়ে ডলি সভয়ে ঈষৎ হেসে বলল, "আপনি আসায় খুব খুসি হয়েছি। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। এখানেই বসা যাক।"

তার পাশে বসে কারেনিন একটু নকল হাসি হাসল।

বলল, "ভালই হল, কারণ আমিও আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চাইছিলাম; আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিতে চাই। কাল সকালেই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

ডলির দৃঢ় বিশ্বাস আন্না নির্দোষ; তাই যে হৃদয়হীন লোকটি এমন শান্ত চিত্তে তার নিষ্পাপ বন্ধুটির সর্বনাশের ষড়যন্ত্র করছে তার প্রতি ক্রোধে সে কাঁপতে লাগল।

সোজা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বেপরোয়াভাবে বলে উঠল, "আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ, আমি আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, আন্না কেমন আছে, কিন্তু আপনি আমার কথার জবাব দেন নি। সে কেমন আছে?"

তার দিকে না তাকিয়েই কারেনিন বলল, "আমার বিশ্বাস সে ভাল আছে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না।"

"ক্ষমা করবেন আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ, আমার কোন অধিকার নেই··· কিন্তু আন্নাকে আমি নিজের বোনের মত ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি; তাই আমার প্রার্থনা, আমার মিনতি, আপনাদের মধ্যে কি হয়েছে আমাকে বলুন। তার কি দোষ আপনি দেখেছেন?"

কারেনিন মুখটা বিকৃত করে চোখ দুটো প্রায় বুজে মাথা নীচু করল।

ডলির দৃষ্টিকে এড়িয়ে বলল, "আন্না আর্কাদিয়েভ্নার সঙ্গে আমার আগেকার সম্পর্ককে বদলাবার প্রয়োজন কেন হয়েছে, আমার বিশ্বাস আপনার স্বামী সে কারণগুলি আপনাকে বলেছে।"

গভীর আবেগে সরু আঙুলগুলি একসঙ্গে চেপে ধরে ডলি বলল, "এ কথা আমি বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করতে পারি না।" দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে কারেনিনের আস্তিনটা চেপে ধরে বলল, "এখানে কোন গোপনীয়তা নেই। আমার সঙ্গে আসুন।"

ডলির উত্তেজনা কারেনিনকেও স্পর্শ করল। ডলির পিছন পিছন সে ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘরে গেল। ছুরি দিয়ে অনেক জায়গায় কাটা ওয়েলক্লথে ঢাকা একটা ডেস্কের পাশে তারা বসল।

কারেনিনের চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে ডলি আরও একবার বলে উঠল, "এ আমি বিশ্বাস করি না, এ আমি বিশ্বাস করি না।"

"ঘটনাকে তো বিশ্বাস না করে উপায় নেই দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না," কথা বলবার সময় কারেনিন 'ঘটনা' কথাটার উপর বিশেষ জোর দিল।

ডলি জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু সে কি করেছে? ঠিক ঠিক কি করেছে?"

"সে তার কর্তব্যে অবহেলা করেছে, তার স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছে। এই সে করেছে।"

"না, না, সেটা অসম্ভব! নিশ্চয়, নিশ্চয় আপনি ভুল করেছেন!" চোখ বুজে আঙুল দিয়ে কপাল চেপে ধরে ডলি বলল।

ডলিকে এবং নিজেকেও তার বিশ্বাসের দৃঢ়তা বোঝাবার জন্য কারেনিন শুধুমাত্র ঠোঁটের কোণে ঠাণ্ডা হাসি হাসল; কিন্তু ডলি যেভাবে আন্নাকে সমর্থন করল তাতে তার বিশ্বাসকে নাড়াতে না পারলেও তার কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিঁটে দিল। তীব্র উত্তেজনার সঙ্গে কারেনিন বলে উঠল:

"স্ত্রী নিজে এ সব কথা বললে ভুল করা অত্যন্ত শক্ত। সে যখন বলে, আট বছরের মিলিত জীবন ও ছেলে—এ সবই ভুল, আর নতুন করে জীবন শুরু করবার বাসনা জানায়," কারেনিন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল।

"আন্না আর—পাপ! এ দুটো জিনিসকে আমি মেলাতে পারি না; এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।"

ডলির দয়ালু উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে কারেনিনের ঠোঁট দুটো যেন আপনা থেকেই খুলে গেল; "দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না! এই সন্দেহটুকু নিয়েই বেঁচে থাকবার জন্য আমি কী না দিতে পারতাম? যখন সন্দেহ করেছিলাম তখন সন্দেহ করাটা শক্ত ছিল; তবু আজকের তুলনায় সহজ ছিল। যতদিন সন্দেহ ছিল, ততদিন আশা ছিল; আজ কোন আশা নেই, তবু আমি আজও সব কিছু সন্দেহ করি। সব কিছুর প্রতি আমার সন্দেহ এতদূর গড়িয়েছে যে আমার ছেলে সত্যি আমার ছেলে কি না তাও আজ সন্দেহ করি, আর তাকে ঘৃণা করি। আমি আজ একান্তই হতভাগ্য।"

একথা বলার কোন দরকার ছিল না। তার মুখের দিকে চাইবামাত্রই ডলি তা বুঝতে পেরেছে, তাকে করুণা করেছে, আর বন্ধুর নির্দোষিতায় তার বিশ্বাস নড়ে উঠেছে।

"আঃ, এ যে ভয়ংকর, ভয়ংকর! কিন্তু এ কথা কি সত্যি যে আপনি তার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করা স্থির করেছেন?"

"সর্বশেষ সম্ভাবনার পথকেই আমি বেছে নিয়েছি। আমার পক্ষে আর কিছুই করার নেই।"

"আর কিছুই নেই, কিছুই নেই," অশ্রুজলে ভেসে এই কথারই প্রতিধ্বনি সে করল। তবু বলল, "কিন্তু অন্য কিছু থাকতেই হবে!"

যেন ডলির মনের কথা বুঝতে পেরেই কারেনিন বলল, "এ ধরনের, দুর্ভাগ্যের এটাই তো সব চাইতে ভয়ংকর দিক; মৃত্যু অথবা প্রিয়জন হারানোর মত অন্য দুর্ভাগ্যের মত শুধু দুঃখটাকে সহ্য করলেই এক্ষেত্রে চলে না —এখানে একটা কিছু করতেও হয়। এ রকম অসম্মানের অবস্থায় পড়লে

তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার পথ তো খুঁজতেই হবে। আমরা তিনজন তো একত্রে বাস করতে পারি না।"

মাথা নীচু করে ডলি বলল, "আমি বুঝি ; আমি খুব ভালই বুঝি।" নিজের কথা ভেবে, নিজের অনেক গোলযোগের কথা ভেবে কিছুক্ষণ সে আর কোন কথাই বলল না ; তারপর হঠাৎ মাথা তুলে মিনতির ভঙ্গীতে দুই হাত এক করে বলল : "দাঁড়ান! আপনি খৃস্টান, তাই তো? তার কথা ভাবুন! আপনি ছুঁড়ে ফেলে দিলে তার কি হবে?"

"সে কথাও আমি ভেবেছি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না ; অনেক ভেবেছি," কারেনিন বলল। তার মুখে লাল লাল ছোপ দেখা দিল ; নিষ্প্রভ চোখ মেলে সোজা তাকাল ডলির চোখে। ডলির সারা অন্তর কেঁদে উঠল। "যে মুহূর্তে সে আমার এই লজ্জার কথা আমাকে বলেছিল তখনই এ সব কথা ভেবেছিলাম। সব কিছু যেমন ছিল ঠিক তেমনই চলতে দিয়েছিলাম। যে পথ সে ধরেছে সেটা আর একবার ভেবে দেখবার সুযোগ তাকে দিয়েছিলাম। তাকে বাঁচাতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু তাতে ফল কি হল? আমার সামান্যতম দাবী-টাও সে মানল না : আমি চেয়েছিলাম যে অন্তত সৌজন্যটুকু মেনে সে চলুক। যে বাঁচতে চায় তাকে বাঁচানো যায়, কিন্তু কেউ যদি এতদূর ভ্রষ্টচরিত্র ও উচ্ছৃংখল হয়ে ওঠে যে সর্বনাশই তার চোখে মুক্তি হয়ে দেখা দেয়, তাহলে আর কি করা যাবে?"

"যা কিছু করুন, বিবাহ-বিচ্ছেদ ছাড়া অন্য যা কিছু!" ডলি বলল।

"সেই যা কিছুটা কি তা বলুন?"

"হায়, এ যে ভয়াবহ অবস্থা। সে কারও স্ত্রী থাকবে না, তার সর্বনাশ হবে।"

ভুরু তুলে ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে কারেনিন প্রশ্ন করল, "আমি কি করতে পারি?" স্ত্রীর সর্বশেষ অপরাধের কথা মনে পড়ায় আবার সে আগের মতই নির্বিকার হয়ে উঠল। "আপনার এই সহানুভূতির জন্য আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ; কিন্তু এবার আমাকে যেতে হবে," কথা শেষ করে সে উঠে দাঁড়াল।

"এখনই যাবেন না! তার সর্বনাশ করবেন না! শুনুন, আমার কথা আপ-নাকে বলতে দিন। আমার বিয়ে হয়েছে, আমার স্বামীও আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছিল ; ঈর্ষায় ও ক্ষোভে আমিও সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলাম ; আমিও চেয়েছিলাম···কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার সুবুদ্ধি ফিরে এল। কে ফিরিয়ে দিল? আন্না। সেই আমাকে বাঁচিয়েছে। তাই আজও আমি চলতে পারছি। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, আমার স্বামীর পরিবার অক্ষুণ্ণ আছে, সে তার দোষ স্বীকার করেছে, ক্রমেই ভাল হচ্ছে, পবিত্রতর হচ্ছে···আর আমিও বেঁচে আছি···আমি ক্ষমা করেছি, আর আপনাকেও ক্ষমা করতেই হবে।"

কারেনিন সব কথা শুনল, কিন্তু এবার ডলির কথায় কোন ফল হল না। যেদিন সে বিবাহ-বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেদিনকার সব ক্রোধ আবার তার বুকের মধ্যে কল্লোলিত হয়ে উঠল। ঘাড় সোজা করে কর্কশ জোরালো গলায় বলে উঠল :

"তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না, ক্ষমা করব না, তাকে ক্ষমা করাটা আমি অন্যায় বলে মনে করি। সেই নারীর জন্য আমি সব কিছু করেছি, আর যে পাঁকে থাকতেই সে ভালবাসে সেই পাঁক ছুঁড়েই সে সব কিছুকে কলংকিত করে দিয়েছে। আমি দুরাত্মা নই, আমি কাউকে কখনও ঘৃণা করি নি, কিন্তু তাকে আমি ঘৃণা করি আমার অস্তিত্বের প্রতিটি তন্তু দিয়ে ; তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না, কারণ আমার প্রতি যে অন্যায় সে করেছে তার জন্য তার প্রতিও আমার ঘৃণার অন্ত নেই।" বলতে বলতে রাগে তার গলা আটকে গেল।

ডলি সলজ্জভাবে বিড়বিড় করে বলল, "যারা তোমাকে ঘৃণা করে তাদেরই ভালবাস।"

কারেনিন নাক দিয়ে ঘৃণাসূচক শব্দ করল। এ কথাটা সে ভাল করেই জানে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করা চলে না।

"যারা তোমাকে ঘৃণা করে তাদেরই ভালবাস ; হয় তো তাই, কিন্তু কোন মানুষই যাকে ঘৃণা করে তাকেই ভালবাসতে পারে না। আপনাকে এভাবে বিচলিত করার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। প্রত্যেক মানুষের নিজের জীবনেই যথেষ্ট দুঃখকষ্ট আছে।" নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সংযত রেখে কারেনিন বিদায় নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ ১৩ ॥

সকলে টেবিল ছেড়ে উঠলে লেভিনও কিটির সঙ্গেই বসবার ঘরে যেত, কিন্তু তার ভয় হল যে কিটির প্রতি এতটা মনোযোগ দেওয়াটা হয় তো সে পছন্দ করবে না। সে,পুরুষদের দলেই থেকে গেল এবং তাদের আলোচনাতেই যোগ দিল। কিন্তু ডলির দিকে চোখ তুলে না তাকালেও সারাক্ষণ সে ডলির উপস্থিতি, তার চলাফেরা, তার চাউনি সম্পর্কেই সচেতন হয়ে থাকল।

কারও খারাপ চিন্তা করবে না, সকলকেই ভালবাসবে—এই মর্মে যে প্রতিশ্রুতি সে কিটিকে দিয়েছে অতি অনায়াসেই তা সে পালন করে চলল। আলোচনাটা চলছিল প্রধানত রুশ কৃষক সমিতিকে নিয়ে। পেস্ত্‌সভ-এর মতে এটাই নতুন সমাজ-ব্যবস্থার সূত্রপাত। সে এটাকে বলে "সমবেত সঙ্গীতের সূচনা।" লেভিন কিন্তু পেস্ত্‌সভ অথবা তার ভাই কারও সঙ্গেই এ বিষয়ে একমত নয়। তার ভাই যথারীতি এই সব রুশ কৃষক সমিতির গুরুত্বকে

স্বীকারও করে, আবার অস্বীকারও করে। এই সব আলোচনায় লেভিনের যোগ দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য—তাদের মতভেদকে যথাসম্ভব কমিয়ে এনে দুই পক্ষকেই সন্তুষ্ট করা। তাদের নিজের বক্তব্য এবং অন্যদের বক্তব্যের প্রতি তার কোন আগ্রহই নেই; তার লক্ষ্য শুধু একটি—সকলে সুখী হোক, সন্তুষ্ট হোক। সে জানে এই মুহূর্তে একটিমাত্র জিনিসই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সেই একটিমাত্র জিনিস এতক্ষণ ছিল বসবার ঘরে, আর এখন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ না ঘুরিয়েই সে বুঝতে পারল, একটি মানুষের চোখের দৃষ্টি ও ঠোঁটের হাসি তার উপরেই পড়েছে। সে ঘুরে দাঁড়াল। দরজায় শেরবাৎস্কির পাশে দাঁড়িয়ে সে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

তার কাছে গিয়ে লেভিন বলল, "আমি ভেবেছিলাম তুমি পিয়ানোতে যাচ্ছিলে। গ্রামে থাকলে ঐ জিনিসটার অভাবই বড় বেশী বোধ করি—গানবাজনা।

একটা হাসি উপহার দিয়ে কিটি বলল, "না, আমরা এসেছি তোমাকে এখান থেকে ডেকে নিয়ে যেতে। এই সব তর্কের কি মানে হয়? কেউ তো কাউকে কিছু বোঝাতেই পারে না।"

লেভিন বলল, "খুব ঠিক কথা। প্রতিপক্ষ কি বলতে চায় সেটা বুঝতে পারি না বলেই অধিকাংশ সময় আমরা এত জোরদার তর্ক করে চলি।"...

শেরবাৎস্কি অন্যত্র চলে গেল। কিটি ও লেভিন একটা তাসের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। একটুকরো খড়ি নিয়ে কিটি সবুজ রঙের পশমী ঢাকনাটার উপর খেয়াল-খুসি মত কতকগুলি বৃত্ত আঁকতে লাগল।

তারা আবার নারীর অধিকারের আলোচনাতেই ফিরে গেল। ডলি বলল, যে মেয়ে বিয়ে করে নি সে তো কোন একটা পরিবারে থেকে মেয়েদের যা কাজ তা করতে পারে। লেভিন তাতে সায় দিয়েও বলল যে এমন কোন পরিবার নেই যার কাজের লোকের দরকার হয় না; ধনী বা গরীব সব পরিবারেরই কাজের মানুষের দরকার, তা সে মাইনে-করা লোকই হোক, আর পরিবারের কেউই হোক।

কিটি একটু লজ্জা পেলেও সাহসের সঙ্গে বলল, "কোন মেয়ে এমন অবস্থায়ও পড়তে পারে যে অসম্মান এড়িয়ে সে কোন পরিবারের মধ্যে ঢুকতে পারে না, অথচ সে—"

লেভিন সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল।

বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ; তুমি ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ!"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কিটি খড়ি দিয়ে দাগ টেনেই চলেছে। তার চোখে মৃদু আলোর উদ্ভাস। তার দিকে তাকিয়ে লেভিনের সারা শরীর সুখে শক্ত হয়ে উঠল।

"কী আশ্চর্য, আমি যে গোটা টেবিল জুড়েই খড়ির দাগ টেনে চলেছি,"

এই কথা বলে কিটি এমনভাবে খড়িটা রাখল যেন এখনি উঠে পড়বে।

খড়িটা তুলে নিয়ে লেভিন সভয়ে ভাবল, ও কি আমাকে এখানে একা রেখে চলে যাবে? টেবিলে বসে পড়ে সে বলল, "অপেক্ষা কর। অনেকদিন থেকেই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছি।"

কিটির শান্ত অথচ ভয়ার্ত চোখের দিকে সে সরাসরি চোখ রাখল।

"বেশ তো, বল।"

"এই দেখ," বলে সে অনেকগুলি শব্দের প্রথম অক্ষরগুলি লিখে গেল: *w. y. s., i. c. b., w. t. f.*? অক্ষরগুলোর পুরো পংক্তিটা হল, *when you said: "It cannot be," was that final*? তুমি যখন বলেছিলে: "এটা হতে পারে না," সেটাই কি শেষ কথা ছিল? এ রকম একটা জটিল অক্ষর-সমষ্টির অর্থ সে অনুমান করতে পারবে—সে সম্ভাবনা খুবই অল্প।

কিটি গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকাল, তারপর হাতের উপর থুত.নিটা রেখে ভুরু কুঁচকে অক্ষরগুলোর অর্থ ধরতে চেষ্টা করতে লাগল। মাঝে মাঝে সে এমনভাবে লেভিনের দিকে তাকাতে লাগল যেন বলতে চাইছে, "আমার অনুমান ঠিক হচ্ছে তো?"

"আমি বুঝতে পেরেছি," লজ্জায় লাল হয়ে সে বলল।

"এই শব্দটা কি হবে?" '*final*'-এর পরিবর্তে লেখা '*f*' অক্ষরটা দেখিয়ে লেভিন জিজ্ঞাসা করল।

"*final* (শেষ কথা)," সে বলে উঠল। "তাই নয় কি?"

লেভিন তাড়াতাড়ি লেখাটা মুছে ফেলে কিটির হাতে খড়িটা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিটি লিখল: *i. c. n. h. a. o. t.*

তাদের দু'জনকে তাসের টেবিলে দেখতে পেয়ে ডলির ভারাক্রান্ত হৃদয় অনেকটা হাল্কা হল; খড়িটা হাতে নিয়ে কিটি বসেই রইল; সলজ্জ সুখের হাসি হেসে লেভিনের দিকে তাকাল; সুদর্শন লেভিন টেবিলের :উপর ঝুঁকে জলন্ত দৃষ্টিতে একবার কিটিকে, একবার অক্ষরগুলোকে দেখতে লাগল। হঠাৎ তার মুখটা উজ্জল হয়ে উঠল। লেখাটার অর্থ সে বুঝতে পেরেছে। অক্ষরগুলোর অর্থ হল: *I could not have answered otherwise then.* তখন আমি অন্ত রকম জবাব দিতে পারতাম না।

সকাতর নিবেদনের ভঙ্গীতে লেভিন কিটির দিকে তাকাল।

"শুধুই তখন?"

"হ্যাঁ," কিটি হেসে জবাব দিল।

"আর এখন?" লেভিন প্রশ্ন করল।

"এই যে. এটা পড়। সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি যা চাই তাই লিখব।" কিটি লিখল: *i. o. y. c. f. a. f.*! তার অর্থ: *If only you could forget and forgive*! শুধু তুমি যদি সব ভুলে গিয়ে ক্ষমা করতে পার!

কাঁপা আঙুল বাড়িয়ে খড়িটা নিয়ে তার থেকে একটা টুকরো ভেঙে নিয়ে সে নীচের কথার প্রথম অক্ষরগুলি লিখল : *I have nothing 'to forget and forgive ! I have never ceased loving you !* ভুলবার ও ক্ষমা করবার তো কিছু নেই ! তোমার প্রতি আমার ভালবাসায় কখনই ভাঁটা পড়ে নি !

কিটি হাসল।

"বুঝেছি," ফিস্ ফিস্ করে বলল।

লেভিন আসনে বসে একটা লম্বা বাক্য লিখল। কিটি সেটা বুঝতে পেরে কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করেই একটা জবাব লিখে দিল।

বেশ কিছু সময় লেভিন কিটির লেখাটার মানে বুঝতে পারল না ; বার বার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে লাগল। সুখের আবেগে তার মনটা ভোঁতা হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও সে কথাগুলির অর্থ ধরতে পারল না, কিন্তু কিটির সুন্দর চোখের উজ্জ্বলতাই যা জানবার তা তাকে জানিয়ে দিল। সেও তিনটে অক্ষর লিখল। লেখা শেষ করার আগেই কিটি তার কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে সেটা পড়ল এবং লেখাটা শেষ হলে তার জবাবে লিখল : হ্যাঁ।

ঠিক সেই মুহূর্তে বুড়ো প্রিন্স সেখানে হাজির হল ; বলল, "ডাকঘর-ডাকঘর খেলা হচ্ছে ? কিন্তু মাগো, থিয়েটারে যদি দেরি করে পৌঁছতে না চাও তো আমাদের যাবার সময় হয়ে গেছে।"

লেভিন উঠে কিটিকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

সব কিছু বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে কিটি তাকে ভালবাসে, আর বাবা-মাকে সে কথা বলবে, এবং লেভিন পরদিন সকালে তাদের বাড়ি যাবে।

॥ ১৪ ॥

কিটি চলে গেল। লেভিন একা রয়ে গেল। তাকে ছেড়ে লেভিন এতই অস্থির হয়ে পড়ল, পরবর্তী সকালটা যাতে তাড়াতাড়ি—খুবই তাড়াতাড়ি আসে, আর সে আবার কিটিকে দেখতে পারে, তার সঙ্গে চিরদিনের মত মিলিত হতে পারে, সে জন্য সে এতই অধৈর্য হয়ে উঠল, যে কিটিকে ছেড়ে চৌদ্দটি ঘণ্টা কাটাবার চিন্তায় সে যেন মারাত্মকভাবে ভীত হয়ে পড়ল। লোকজনের সঙ্গে মিলেমিশে গল্প করে সময় কাটানোটা তার পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠল। এখন অব্‌লন্‌স্কিই তার সব চাইতে ভাল সঙ্গী হতে পারত, কিন্তু সেও বলেছে যে তাকে অন্য একটা জমায়েতে যেতে হবে, যদিও আসলে সে যাচ্ছে ব্যালেতে। অবশ্য লেভিন তাকে জানিয়ে দিতে ভুলল না যে, সে আজ মহা খুসি, অব্‌লন্‌স্কিকে সে ভালবাসে, আর তার জন্য সে যা করছে

সে কথা কোন দিন সে ভুলবে না। অব্‌লন্‌স্কির চাউনি ও হাসি দেখেই লেভিন বুঝতে পারল যে বন্ধুটি তার মনের কথা ঠিকঠিকই বুঝেছে।

লেভিনের হাতে একটা বিশেষ রকম ঝাঁকুনি দিয়ে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "এখন আর মরবার কথা ভাবছ না তো?"

"আরে না-আ-আ!" লেভিন বলল।

সে যখন বিদায় নিল তখন ডলিও বলল, "তুমি যে আবার কিটির সঙ্গে দেখা করেছ এতে আমি কত যে খুসি হয়েছি! পুরনো বন্ধুত্বকে সব সময় বাঁচিয়ে রাখতে হয়!"

তার কথাগুলি লেভিনের ভাল লাগল না। তার মনের অবস্থা তখন অনেক উঁচু সুরে বাঁধা, ডলির বুদ্ধি তার নাগাল পায় না।

বিদায় নিয়ে লেভিন তার ভাইয়ের কাছে গেল।

"তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"একটা সভায়।"

"আমিও তোমার সঙ্গে যাব। যেতে পারি তো?"

"কেন পারবে না? চলে এস," কোজ্‌নিশেভ হেসে বলল। "তোমার কি হয়েছে?"

"আমার? আমার জীবনে সুখ এসেছে," গাড়ির জানালাটা নামিয়ে দিয়ে লেভিন বলল। "তোমার আপত্তি নেই তো?—ভিতরটা বড় গুমোট। সুখ! তুমি কেন যে বিয়ে করলে না?"

কোজ্‌নিশেভ হাসল।

"আমি খুব খুসি হয়েছি, ওকে খুবই মনোরমা মনে হল—" সে বলল।

দুই হাতে কোজ্‌নিশেভের লোমের কলারটা চেপে ধরে তাই দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে লেভিন চেঁচিয়ে উঠল, "একটি কথা নয়, একটি কথা নয়।" ওকে খুবই মনোরমা মনে হল—এই কথাগুলি এতই তুচ্ছ যে তার মনের ভাব প্রকাশের উপযুক্তই নয়।

কোজ্‌নিশেভ তার স্বভাবসিদ্ধভাবেই খুসিতে হাসতে লাগল।

"এ ব্যাপারে আমার খুসিটুকু অন্তত আমাকে প্রকাশ করতে দাও।"

"সে তুমি কাল করতে পার, তার এক মিনিটও আগে নয়! একটি কথা নয়, একটি কথা নয়, পূর্ণ নীরবতা!" কলার দিয়ে ভাইয়ের মুখটা আর একবার চেপে ধরে লেভিন বলল, "তোমাকে আমি কত যে ভালবাসি বাপু! তোমার সভায় যেতে পারি তো?"

"অবশ্য পার।"

তখনও হাসতে হাসতে লেভিন জিজ্ঞাসা করল, "আজ তোমাদের কি নিয়ে আলোচনা হবে?"

তারা সভায় পৌঁছে গেল। লেভিন মন দিয়ে শুনতে লাগল। সচিব এমনভাবে থেমে থেমে সেদিনের বিবরণী পড়তে লাগল যাতে বোঝা যায় যে সে তার বক্তব্য কিছুই বুঝতে পারছে না; কিন্তু লোকটির মুখ দেখলেই বোঝা যায় যে সে খুব ভাল মানুষ।…

সভার শেষে কোজ্‌নিশেভ জিজ্ঞাসা করল, "কি, খুসি তো?"

"খুব খুসি। ব্যাপারটা যে এতখানি আকর্ষণীয় হবে আমি ভাবতেই পারি নি! চমৎকার! মজাদার!"

স্বিয়াঝ্‌স্কি লেভিনের কাছে এসে তাকে তার বাড়িতে চায়ে নেমন্তন্ন করল। লেভিন অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু কেন যে স্বিয়াঝ্‌স্কিকে তার ভাল লাগে নি, তার কাছে সে কি আশা করেছিল, সেটা সে কিছুতেই মনে করতে পারল না। অথচ লোকটি কত চালাক-চতুর, আর কী আশ্চর্য রকমের দয়ালু।

"আনন্দের সঙ্গেই যাব," এই কথা বলে লেভিন তার স্ত্রী ও শ্যালিকা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিল। কী এক আশ্চর্য ভাবানুসঙ্গক্রমে বিয়ের প্রসঙ্গেই স্বিয়াঝ্‌স্কির শ্যালিকাটির কথা লেভিনের মনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল; তার মনে হল, তার অসাধারণ সুখের কথা বুঝি এই লোকটিকেই বলা চলে। কাজেই সে খুসি মনেই তার বাড়িতে গিয়ে চায়ের আসরে জমে গেল।…

হোটেলে ফিরবার পরে এখনও পুরো দশটি ঘণ্টা যে তাকে অধৈর্য হয়ে একাকি কাটাতে হবে এই চিন্তাই তাকে আতংকিত করে তুলল। রাতের জন্য কর্তব্যরত পরিচারকটি ঘরে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে চলে যাচ্ছিল, লেভিন তাকে বাধা দিল। এগর নামক এই পরিচারকটি আগে কখনও লেভিনের নজরেই পড়ে নি, কিন্তু আজ রাতে তার মনে হল, লোকটি ভাল, চটপটে, আর সব চাইতে বড় কথা, বড়ই দয়ালু।

"সারা রাত জেগে থাকা বড় কষ্টকর, তাই না এগর?"

"উপায় কি স্যার। কোন পরিবারে কাজ করাটা অনেক ভাল, কিন্তু এখানে যে অনেক বকশিস মেলে।"

জানা গেল যে, এগর-এর তিন ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়েটি কুমারী; ঘোড়ার সাজের দোকানের একজন কর্মচারীর সঙ্গে এগর মেয়ের বিয়ে দিতে চায়।

এই সুযোগে লেভিন এগরকে বোঝাতে লাগল যে, বিয়ের ব্যাপারে ভালবাসাটাই আসল কথা; বর-কনে যদি পরস্পরকে ভালবাসে তাহলেই তারা সুখী হবে, কারণ তাদের মধ্যে থাকে ভালবাসা।

এগর মন দিয়ে কথাগুলি শুনল; সব কথাই বেশ বুঝতে পারল; লেভিনকে অবাক করে দিয়ে জানাল যে ভাল মনিবের কাছে কাজ করে সে খুব সুখ পায়, আর নিজে একজন ফরাসী হলেও তার বর্তমান মনিবকে নিয়ে সে খুব খুসি।

লেভিন ভাবল, লোকটি বড়ই সৎ প্রকৃতির।

"আর তোমার নিজের কি ব্যাপার এগর—যখন বিয়ে করেছিলে তখন তুমি কি তোমার বৌকে ভালবাসতে?"

"তা ছাড়া কি করে হবে স্যার?" এগর জবাব দিল।

লেভিন বুঝতে পারল, এগরও মনে মনে খুসি হয়ে উঠেছে, আর তাই তার মনের সব কথা খুলে বলতে চাইছে।

"আমার জীবনটা বড় আশ্চর্যভাবে কেটেছে। ছেলে বয়স থেকেই··· কথা বলতে বলতে তার চোখ দুটি চক্‌চক্ করতে লাগল।

ঠিক সেই সময় একটা ঘণ্টা বাজতেই এগর চলে গেল; লেভিন আবার একা পড়ে গেল। দুপুরে সে প্রায় কিছুই খায় নি; স্বিয়াঝ্‌স্কিদের বাড়িতেও চা বা রাতের খাবার খায় নি; তবু তার কিছু খেতে ইচ্ছা করল না। আগের রাতে ঘুম হয় নি, তবু সে ঘুমের কথাও ভাবতে পারল না। ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু তার গরম লাগছিল। জানালার উপরের পাল্লাটা খুলে সে তার উল্টো দিকে বসল। বরফ-ঢাকা ছাদের উপর দিয়ে মাথা তুলেছে ঢালাই লোহার একটা সৌখীন ক্রুশ-চিহ্ন, আর তারও উপরে চোখে পড়ছে উজ্জ্বল হলুদ তারা ক্যাপেলা সহ ত্রিকোণাকৃতি অরিগা তারা মণ্ডল। জানালা দিয়ে ভেসে আসা তাজা ঠাণ্ডা বাতাসে নিঃশ্বাস টেনে সে ক্রুশ-চিহ্ন আর তারাগুলির দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনের মধ্যেও অনেক স্মৃতির ছায়াছবি। তিনটের পরে এক সময় সে করিডরে পায়ের শব্দ শুনে দরজা খুলে দিল। জুয়াড়ি মিয়াস্কিন আড্ডা থেকে ফিরল। লোকটাকে কেমন অসুখী, বিরক্ত দেখাচ্ছে। কাসছে। "বেচারি," লেভিন ভাবল। তার প্রতি ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে লেভিনের চোখে জল এল। হয় তো বেরিয়ে গিয়ে তাকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলত, কিন্তু সে যে শুধু নাইট-শার্টটা পড়ে আছে সে কথা মনে পড়ায় সে নিজের ঘরেই ফিরে গেল; খোলা জানালার নীচে বসে আবারও ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর জুড়িয়ে নীরবে ক্রুশের নক্সা ও হলুদ তারার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রায় সাতটা নাগাদ ঝাড়ুদাররা মেঝে ঘসতে শুরু করল, গির্জার ঘণ্টা বাজতে লাগল, আর তখনই লেভিনেরও শীত করতে লাগল। জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে, পোষাক পরে সে বেরিয়ে গেল।

॥ ১৫ ॥

তখনও রাস্তা জনশূন্য। লেভিন শেরবাৎস্কি ভবনে গেল। ফটক বন্ধ; মনে হল গোটা বাড়িটাই ঘুমিয়ে আছে। সে আবার হোটেলে ফিরে গেল; ঘরে ঢুকে কফির অর্ডার দিল। দিনের পরিচারক, এগর নয়, কফি নিয়ে এল। লেভিন কফিতে চুমুক দিতে ও একটুকরো রুটিতে কামড় দিতে চেষ্টা করল,

কিন্তু মুখে রুচি হল না। থুথু করে খাবারটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে কোটটা চড়িয়ে আবার বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় বার যখন শের্‌বাৎস্কি ভবনে পৌঁছল তখন নটা বেজে গেছে। মনে হল বাড়ির লোকরা জেগেছে, রাঁধুনি বাজার করতে চলে গেল। লেভিনকে আরও দুটি ঘণ্টা কাটাতে হবে।

সারাটা রাত ও সকাল লেভিন নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন ছিল; বস্তুজগৎ থেকে ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সারাদিন কিছু খায় নি, দুটো রাত ঘুমোয় নি, ঠাণ্ডার মধ্যে হাল্কা পোষাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছে, তবু আগে কখনও নিজেকে আজকের চাইতে অধিক সুস্থ ও উদ্যমশীল মনে তো হয়ই নি, বরং নিজের এই দেহনিরপেক্ষ সত্তাকে তার বড় ভাল লাগছে। মাংসপেশীর উপর কোন রকম জোর না দিয়েই সে চলাফেরা করছে; মনে হচ্ছে, এমন কোন কাজ নেই যা সে আজ করতে পারে না। দরকার হলে সে যে বাতাসে উড়তে পারে, অথবা একটা বাড়িকে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই। শুধু বার বার ঘড়ি দেখে ও চারপাশে নজর রেখে বাকি সময়টা সে রাস্তায় হেঁটেই কাটিয়ে দিল।

সেদিন সকালে সে যা কিছু দেখল তা আর কোন দিন দেখতে পাবে না। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, ধূসর পায়রাগুলো ছাদ থেকে উড়ে এসে পথে নামছে। একটা অদৃশ্য হাত ময়দা-ছিটানো কিছু সদ্য-সেঁকা পাঁউরুটি জানালার গোবরাটে রেখে দিল ঠাণ্ডা করার জন্য—এই দৃশ্যগুলি তাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করল। এই পাঁউরুটি, এই পায়রার ঝাঁক, এই স্কুলের ছেলেমেয়ে—এরা যেন এ জগতেরই নয়। সব কিছুই এক মুহূর্তে একই সঙ্গে ঘটে গেল: একটি স্কুলের ছেলে একটা পায়রাকে তাড়া করে পিছন ফিরে লেভিনকে দেখে হেসে উঠল, পায়রাটা পাখা ঝাপটে উড়ে গেল, সূর্যের আলোয় ঝলসানো বরফের কুঁচির ফাঁকে তার পাখা দুটো ঝলমল করতে লাগল, আর জানালা থেকে ভেসে এল সদ্য-সেঁকা রুটির গন্ধ। সব কিছু মিলিয়ে এমন একটা অসাধারণ পরিবেশের সৃষ্টি হল যে লেভিনের আনন্দে হাসতে ও কাঁদতে ইচ্ছা করতে লাগল। গ্যাজেৎনি লেন ও কিস্‌লভ্‌কার ঘুর পথে হাঁটতে হাঁটতে বড় তাড়াতাড়িই যেন সে আবার হোটেলেই ফিরে গেল। ঘড়িটাকে সামনে রেখে বসে পড়ল। বারোটা না বাজা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। পাশের ঘরের লোকগুলো যন্ত্রপাতি ও জাল-জালিয়াতি নিয়ে কথাবার্তা বলছে, আর কাসছে। ঘড়ির কাঁটা যে বারোটার দিকে এগিয়ে চলেছে তাদের কাছে সেটা কিছুই না। ঘড়ির দুটো কাঁটাই বারোটার ঘরে গেল। লেভিন বেরিয়ে পড়ল। কোচয়ানরা কিছুই জানে না। তাকে সওয়ারি পাবার জন্য সকলেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দিল। কারও মনে আঘাত না দিয়ে, পরে তাদের প্রত্যেকের গাড়িতে চড়বার আশ্বাস দিয়ে সে একজনকে বেছে নিল, আর তাকে শের্‌বাৎস্কি ভবনে যাবার হুকুম দিল। পুরু লাল গলাটাকে

ঘিরে তার কুর্তার সাদা কলারটায় কোচয়ানকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। তার স্লেজটাও খুব সুন্দর; এত সুন্দর যে সে রকম একটা স্লেজে লেভিন বোধ হয় আর কোন দিন চড়বে না; আর ঘোড়াটাও সুন্দর, যদিও প্রাণপণে ছোটা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল যে সে মোটেই চলছে না। কোচয়ান শেরবাৎস্কি-ভবন চেনে; ফটকে পৌঁছেই সে দুই হাত ঘুরিয়ে সসম্ভ্রমে হাঁক দিল "হোয়া-য়া-যা!" শেরবাৎস্কিদের পরিচারকও সব কিছুই জানে। হাসি-মাখা চোখে সে বলল:

"অনেক দিন আপনাকে দেখতে পাইনি কন্স্তান্তিন দিমিত্রিচ!"

"সকলে উঠেছেন?"

"হ্যাঁ স্যার, উঠেছেন।" লেভিন টুপিটা নিয়েই ভিতরে ঢুকছে দেখে পরিচারক আরও বলল, "ওটা বরং এখানেই রেখে যান।"

কথাটা অর্থপূর্ণ।

"আপনার আসার কথা কাকে জানাব?" পরিচারক জিজ্ঞাসা করল।

"প্রিন্সেস···প্রিন্স···ছোট প্রিন্সেস···" লেভিন বলল।

প্রথমেই তার সঙ্গে দেখা হল মাদ্‌ময়জেল-লিনোন-এর সঙ্গে। বালমলে মুখে, ঝকঝকে আংটি হাতে, সে বসবার ঘরের ভিতর দিয়েই যাচ্ছিল। তার সঙ্গে কথা বলতে না বলতেই দরজার ও-পাশে স্কার্টের খস্‌খস্ শব্দ কানে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাদ্‌ময়জেল লিনোন তড়িৎগতিতে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে চলে যেতেই কাঠের মেঝের উপর দ্রুত পায়ের শব্দ ভেসে এল, তার সুখ, তার জীবন, সে নিজে—বুঝিবা নিজের চাইতেও বেশী, সারাক্ষণ যাকে সে খুঁজেছে, যাকে সে চেয়েছে—সে এল তার কাছে দ্রুত, অতি দ্রুত গতিতে। পা ফেলে নয়—না, যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে এল তার কাছে।

তার দুটি স্পষ্ট, নিষ্পাপ চোখ ছাড়া আর কিছুই লেভিন দেখতে পেল না; ভালবাসার যে সর্বগ্রাসী আনন্দ তার নিজের অন্তরকে ভরে রেখেছে সেই একই আনন্দ যেন ভয়ের ছায়া ফেলেছে তার চোখে। তার চোখের সেই দ্যুতি লেভিনের আরও কাছে এল, ভালবাসার দীপ্তিতে যেন তার নিজের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে দিল। আরও কাছে এসে লেভিনকে স্পর্শ করল। দু'খানি হাত বাড়িয়ে লেভিনের কাঁধের উপর রাখল।

যা কিছু করা সম্ভব সবই সে করেছে: লেভিনের কাছে ছুটে এসেছে, সলজ্জ আনন্দে তার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। লেভিন তাকে আলিঙ্গন করল, তার চুম্বনপ্রত্যাশী মুখের উপর নিজের ঠোঁট দুটি চেপে ধরল।

সেও সারা রাত ঘুমোয় নি, সারাটা সকাল লেভিনের জন্যই অপেক্ষা করে ছিল। মা ও বাবা সম্মতি দিয়েছে; তার সুখে তারা সুখী হয়েছে। এতক্ষণ সে লেভিনের জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে চেয়েছিল, সেই যেন সকলের

আগে লেভিনের সঙ্গে দেখা করতে পারে, দু'জনের সুখের কথা তাকে বলতে পারে। লেভিনের সঙ্গে একলা দেখা করার জন্যই সে প্রস্তুত হয়ে ছিল ; সেই প্রত্যাশাতেই তার কত সুখ! লেভিনের পায়ের শব্দ সে শুনেছে, শুনেছে তার কণ্ঠস্বর, কখন মাদ্‌ময়জেল লিনোন চলে যাবে তার জন্যই দরজায় অপেক্ষা করে ছিল। কোন কিছু না ভেবে, না বুঝেই সে লেভিনের কাছে ছুটে এসেছে, যা করবার তা করেছে।

লেভিনের হাত ধরে সে বলল, "মামণির কাছে চল।" অনেকক্ষণ পর্যন্ত লেভিন একটা কথাও বলতে পারল না ; তার ভয় হয়, মুখের কথায় হয় তো অনুভূতির মহত্ত্ব অপবিত্র হয়ে যাবে ; কিন্তু তার চাইতেও বড় কারণ, যতবার সে কথা বলতে চেষ্টা করল ততবারই আনন্দের অশ্রু তার গলাকে আটকে ধরল। তার হাতটা ধরে লেভিন তাতে চুমা খেল।

অবশেষে সে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, "এ কি সত্যি ? তুমি আমাকে ভালবাস এ যে আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না।"

লেভিনের এই দীনতা দেখে সে হেসে ফেলল।

ধীরে ধীরে গভীর অর্থবহভাবে বলল, "ভালবাসি। আমি আজ কত সুখী।"

লেভিনের হাত ধরেই সে তাকে বসবার ঘরে নিয়ে গেল। তাদের দেখতে পেয়েই প্রিন্সেসের যেন দম আটকে আসতে লাগল ; সে এই হাসছে, এই কাঁদছে ; এমন সবেগে সে তাদের দিকে ছুটে এল যে লেভিন সেটা আশাই করতে পারে নি ; দুই হাতে লেভিনের মাথাটা ধরে চুমো খেল, চোখের জলে তার গাল দুটি ভিজিয়ে দিল।

"তাহলে সব পাকা। আমি খুসি। ওকে ভালবেস। আমি খুসি। আঃ, কিটি!"

যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাব দেখিয়ে বুড়ো প্রিন্স বলল, "বেশী সময় নষ্ট হয় নি।" কিন্তু লেভিন দেখল, তার চোখের কোণও ভিজে উঠেছে। লেভিনের হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বুড়ো প্রিন্স বলল, "অনেক দিন থেকেই আমি এটাই চেয়েছিলাম—আগাগোড়াই চেয়েছি। এমন কি এই ক্ষুদে গবেটটির মাথায় যখন ঢুকেছিল—"

হাত তুলে বাবার মুখটা চাপা দিয়ে কিটি চেঁচিয়ে বলল, "বাপি।"

বুড়ো প্রিন্স বলল, "আরে, ঠিক আছে। আমি খুসি হয়েছি, খুব খুব খুসি···বাঃ, আমি তো আচ্ছা বোকা!"

বুড়ো দুই হাতে কিটিকে জড়িয়ে ধরল, তার মুখে ও হাতে চুমা খেয়ে আবার মুখে চুমা খেল, আর তার পরেই ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল।

কিটি যে ভাবে পরম মমতায় বুড়োর ফোলা-ফোলা হাতে বার বার চুমা খেতে লাগল তা দেখে লেভিনের মনেও তার প্রতি মমতা উথলে উঠল, অথচ এই বুড়ো মানুষটি তো এতদিন পরিচিত লোকমাত্র ছিল।

॥ ১৬ ॥

প্রিন্সেস একটা হাতল চেয়ারে বসে হাসছে, কিন্তু কোন কথা বলছে না। তার পাশেই বসে আছে প্রিন্স। কিটিও তখন বাবার হাত ধরে তার চেয়ারের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

প্রিন্সেসই প্রথম কাজের কথা পাড়ল।

"কাজ কখন হবে? ঈশ্বরের আশীর্বাদ-প্রার্থনা অনুষ্ঠান ও ঘোষণা দুটো কাজই করতে হবে। বিয়েটাই বা কবে হবে? তুমি কি মনে কর আলেক্সান্দার?"

বুড়ো প্রিন্স লেভিনকে দেখিয়ে বলল, "বলবে তো ও। ওই তো নায়ক।"

লেভিন লজ্জা পেল। বলল, "কবে হবে? কাল। আমার মত যদি চান তো বলি: আজ আশীর্বাদ-প্রার্থনা অনুষ্ঠান, কাল বিয়ে।"

"আরে, মন্ চের, কি আবোল-তাবোল বকছ?"

"তাহলে, ধরুন, এক সপ্তাহের মধ্যে।"

"ছেলেটা পাগল।"

মা হেসে বলল, "তবেই বোঝ। আরে, কনের পোষাকের ব্যবস্থা কেমন করে হবে?"

কনের পোষাক, হেন-তেন সবই হবে না কি? লেভিন ভেবে আতংকিত হল। কিন্তু আশীর্বাদ-প্রার্থনার অনুষ্ঠানই হোক, আর কনের সাজ-পোষাকই হোক—কোন কিছুই আমার সুখকে নষ্ট করতে পারবে না। কিছুতেই তা নষ্ট হবার নয়! সে কিটির দিকে তাকাল। সাজ-পোষাক নিয়ে তার কোন রকম দুর্ভাবনাই আছে বলে মনে হল না। লেভিন ভাবল, তাহলে তো ওটা নিশ্চয়ই দরকারী।

"এসব ব্যাপার আমি বুঝি না। আমি শুধু আমার ইচ্ছার কথাই বলেছি," ক্ষমা চাওয়ার স্বরে সে বলল।

"তাহলে আমরাই সব ব্যবস্থা করব। আশীর্বাদ-প্রার্থনা আর ঘোষণা এক সঙ্গেই হতে পারে। সব ঠিক হয়ে গেল।"

প্রিন্সেস স্বামীর কাছে গিয়ে তাকে চুমা খেল; তারপর চলে যেতে উদ্যত হতেই স্বামী তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বার বার চুমা খেতে লাগল, আর তরুণ প্রেমিকের মত হাসতে লাগল। দুই বুড়ো-বুড়ি যেন বুঝতেই পারছে না, এটা তাদের নতুন করে ভালবাসার দিন, না তাদের মেয়ের। প্রিন্স ও প্রিন্সেস ঘর থেকে চলে গেলে লেভিন কনের কাছে গিয়ে তার হাতটা ধরল। এখন সে নিজেকে সংযত করতে পেরেছে, কথাও বলতে পারছে, আর অনেক কথা বলারও আছে। কিন্তু যা সে বলতে চেয়েছিল তা বলা হল না।

বলল, "আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত এই হবে। আশা করবার সাহস ছিল না, তবু মনে মনে জানতাম এটা হবেই। আমার বিশ্বাস, এটা পূর্বনির্দিষ্ট।"

কিটি বলল, "আমিও। এমন কি যখন…" একটু থেমে নিষ্পাপ চোখে লেভিনের দিকে তাকিয়ে আবার শুরু করল, "এমন কি যখন সব সুখ হারিয়ে ফেলেছিলাম। একমাত্র তোমাকেই ভালবেসেছি, কিন্তু এক সময় আমি যেন মোহগ্রস্ত হয়েছিলাম। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে…ওঃ, সে কথা কি কোনদিন ভুলতে পারবে?"

"হয় তো এ সব কিছু ভালর জন্যই হয়েছে। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমিও স্বীকার করতে বাধ্য যে…"

এই কথাটাই লেভিন কিটিকে বলতে চেয়েছিল। গোড়াতেই দুটো কথা তাকে বলতে চেয়েছিল: সে তার মত পবিত্র নয়, আর ঈশ্বরেও বিশ্বাসী নয়। বলা যত শক্তই হোক, তবু এই দুটো সত্যই তাকে বলা তার কর্তব্য।"

"না, এখন নয়। পরে বলব," সে বলল।

"তোমার যেমন ইচ্ছা, কিন্তু আমাকে অতি অবশ্যই বলো। আমি কোন কিছুতেই ভীত নই। সব কিছুই আমাকে জানতে হবে। এখন তো সবই ঠিক হয়ে গেছে।"

লেভিন তার অনুক্ত কথাটাই শেষ করল:

"ঠিক হয়ে গেছে, আমি যাই হই না কেন সেইভাবেই তুমি আমাকে গ্রহণ করবে, কোন অবস্থাতেই আমাকে ছেড়ে যাবে না, এই তো?"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।"

বাধা পড়ল মাদ্‌ময়জেল লিনোন ঘরে ঢোকায়। স্মিত হাসি হেসে সে তার প্রিয় ছাত্রীকে অভিনন্দন জানাল। সে চলে যাবার আগেই চাকররা এসে জানাল অভিনন্দন। তারপর আসতে লাগল আত্মীয়স্বজনদের দল, একটা আনন্দময় অনুষ্ঠানের মধ্যে লেভিন যেন হাবুডুবু খেতে লাগল। তার হাত থেকে ছাড়া পেল একেবারে বিয়ের পরদিন। এ সব কাজে লেভিনের খুবই অস্বস্তি বোধ হত, কেমন যেন বোকা-বোকা লাগত, তবু তার সুখের মাত্রা তাতে বেড়েই চলল। তাকে এমন অনেক কিছুই করতে বলা হল যার কিছুই সে জানত না; তবু যে যা বলল তাই সে করল, আর তাতে বেশ সুখই পেল।…

মাদ্‌ময়জেল লিনোন বলল, "এবার মিষ্টি কিনতে হবে," অমনি লেভিন ছুটল মিষ্টি কিনতে।

স্‌বিয়াব্‌স্কি বলল, "আমি খুব খুসি হয়েছি হে বাপু। আমার পরামর্শ শোন, ফুলের তোড়াগুলি সব ফোমিন-এর কাছেই অর্ডার দিও।"

"ফুলের তোড়ার অর্ডার কি দিতেই হবে?"

ছুটল ফোমিন-এর দোকানে।

ভাই পরামর্শ দিল, "কিছু টাকা ধার কর, কারণ অনেক রকম খরচপত্র আছে, আর একগাদা উপহার কিনতে হবে।"

"উপহার কি দিতেই হবে ?"

সঙ্গে সঙ্গে ছুটল দোকানে উপহার কিনতে।

রুটির দোকানে, ফোমিন-এর দোকানে, যেখানেই গেল সেখানেই লেভিন দেখল যে সকলেই তাকে আশা করছিল এবং তার সুখে সকলেই সুখী। সকলেই যে তাকে এতখানি ভালবাসে এটা একটা অসাধারণ ঘটনা।…

সেই উজ্জ্বল আলো-ঝরা দিনগুলিতে একটুমাত্র মেঘের ছায়া ছিল: কিটিকে সব কথা বলবার যে প্রতিশ্রুতি লেভিন দিয়েছিল। বুড়ো প্রিন্সের সঙ্গে কথা বলে, তার অনুমতি ও সমর্থন নিয়ে তবেই সে কিটিকে তার দিনপঞ্জীগুলো দিয়েছিল; যে সব ঘটনায় তার বিবেক যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে আছে তার সব বিবরণ আছে সেই সব দিনপঞ্জীর পাতায়। অনাগত কনের কথা ভেবেই এই দিনপঞ্জীগুলো সে রেখে দিয়েছিল। দুটি জিনিস তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে: রক্ত-মাংসের পাপ, আর বিশ্বাসের অভাব। বিশ্বাসের অভাবকে কিটি সহজেই মেনে নিল; সে নিজে ধর্মবিশ্বাসী, বিনা সন্দেহে সে চিরকাল ধর্মের মূল সত্যগুলোকে স্বীকার করেছে, তবু ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রতি লেভিনের বিশ্বাসের অভাব তাকে বিশেষ আঘাত করল না। ভালবাসার আলোতেই সে লেভিনের অন্তরটা দেখতে পেয়েছে, আর তা দেখেই সে খুসি। লেভিনের অন্তরের সেই ছবিকে কেউ যদি ধর্মবিশ্বাসের অভাব বলে তাতে তার কিছু যায় আসে না। কিন্তু লেভিনের অপর স্বীকারোক্তি কিটির চোখে জল এনে দিল।

মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে তবেই লেভিন তার দিনপঞ্জীগুলো কিটিকে দিয়েছিল। সে জানত, তার ও কিটির মধ্যে কোন গোপন কথা থাকা উচিত নয়; থাকতে পারেও না; তাই সে চেয়েছিল কিটি সেগুলো পড়ুক; কিন্তু এগুলো কিটির মনের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করবে সেটা সে ভেবে দেখে নি, নিজেকে কিটির জায়গায় বসিয়ে ব্যাপারটা বিচার করে নি। সেদিন সন্ধ্যায় থিয়েটারে যাবার আগে সে যখন শের্‌বাৎস্কি ভবনে গিয়ে কিটির ঘরে ঢুকে দেখল যে সান্ত্বনার অতীত কষ্টে কিটির মুখখানি চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে, একমাত্র তখনই সে বুঝতে পারল নিজের লজ্জাকর অতীত ও কিটির কপোত-সুলভ পবিত্রতার মধ্যে কী এক দুস্তর ব্যবধান সে সৃষ্টি করেছে। নিজের কাজের ফল দেখে সে মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

টেবিলের উপর থেকে দিনপঞ্জীগুলো লেভিনের দিকে ঠেলে দিয়ে কিটি বলল, "এই সাংঘাতিক বইগুলো নিয়ে যাও! এই নাও! কেন এগুলো আমাকে দিয়েছিলে? কিন্তু না, ভালই করেছ," কিটির মুখে হতাশা ফুটে উঠল। "কিন্তু তবু, এ বড় দুঃখের, বড়ই ভয়ংকর!"

লেভিন মাথা নীচু করে রইল। কোন কথা বলল না।

"তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?" লেভিন ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল।

"ক্ষমা তোমাকে করেছি, কিন্তু বিষয়টা বড় দুঃখের।"

অবশ্য লেভিনের সুখের মাত্রা তখন এতই তুঙ্গে যে এতেও কিছু ক্ষতি হল না; বরং তার সুখের উপর একটা নতুন অর্থের রং লাগল। কিটি তাকে ক্ষমা করেছে; তাই সেই মুহূর্তেই সে বুঝতে পেরেছে কিটির স্বামী হবার পক্ষে সে কত অনুপযুক্ত, কিটির নৈতিক মর্যাদার সামনে সে কত ছোট, আর এই অপ্রাপ্য সুখকে সে আরও বেশী করে মাথায় তুলে নিল।

॥ ১৭ ॥

হোটেলের নির্জন ঘরে ফিরে যেতে যেতে ডিনারের সময়ে ও তার পরবর্তী কালের কথাবার্তাগুলিই কারেনিনের মনের মধ্যে ঘোরা ফেরা করতে লাগল। ক্ষমা করার কথা ডলি যা বলেছে তাতে সে বিরক্ত হয়েছে। খৃষ্টীয় নীতি এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না সেটা এতই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে এত সহজে তার মীমাংসা হয় না; তাছাড়া, অনেক দিন আগেই কারেনিন এ বিষয়ে একটা নিতি-বাচক সিদ্ধান্তকেই মেনে নিয়েছে। অন্য সব কথার মধ্যে বোকা-বোকা ভাল-মানুষ তুরভ্‌সিন-এর কথাগুলিই তার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে: লোকটিকে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করে খুন করেছে। বেশ করেছে!" এটা অন্য সকলেরই মনের কথা হলেও তার মত মুখ ফুটে সে কথা কেউ বলে নি।

কিন্তু ব্যাপারটা তো মিটেই গেছে, এখন আর এ নিয়ে ভেবে লাভ কি, সে নিজের মনেই বলল। নিজের ঘরে পৌঁছবার আগেই সব চিন্তা-ভাবনাকে সে মন থেকে মুছে ফেলল, শুধু তার আসন্ন দেশ-ভ্রমণ ও তার উদ্দেশ্যের চিন্তা ছাড়া। নিজের চাকরটির খোঁজ করতে দরোয়ান জানাল, সে এইমাত্র বেরিয়ে গেছে। চায়ের অর্ডার দিয়ে কারেনিন টেবিলে বসে একখানা পর্যটন-সহায়িকা খুলে নিয়ে তার ভ্রমণের পথ-নির্দেশটা দেখতে লাগল।

"দু'খানা টেলিগ্রাম," ঘরে ঢুকে চাকরটি বলল। "ক্ষমা করুন ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমি এক মিনিটের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম।"

কারেনিন টেলিগ্রাম দুটো নিয়ে সিল ভেঙে ফেলল। প্রথম টেলিগ্রামে এমন একটা পদে স্ত্রেমভ্‌-এর নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে যেটা তাকেই দেওয়া হবে বলে কারেনিন আশা করে ছিল। টেলিগ্রামটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাগে লাল হয়ে সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। যে লোক-গুলো স্ত্রেমভ্‌কে এই চাকরিটা দিয়েছে তাদের উদ্দেশে বলে উঠল, *Quos vult perdere dementat.* সে তো ভেবেই পাচ্ছে না, এ রকম একটা বাক্যবাগীশ ভাঁড়কে তারা এ চাকরিটা দিল কেমন করে। তারা কি বুঝতে পারল না যে এর ফলে তাদের নিজেদেরই সর্বনাশ হবে, তাদের মর্যাদা নষ্ট হবে?

এই সব ভাবতে ভাবতেই সে দ্বিতীয় টেলিগ্রামটার ভাঁজ খুলল। তার স্ত্রীর কাছ থেকে এসেছে। প্রথমেই চোখে পড়ল নীল পেন্সিলে তার স্বাক্ষর—আন্না। "আমি মরতে চলেছি। আমার ভিক্ষা, আমার মিনতি, তুমি এস। তোমার ক্ষমা পেলে আমি শান্তিতে মরতে পারব।" ঘৃণার হাসি হেসে সে টেলিগ্রামটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেই মুহূর্তে তার মনে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না যে এটা একটা ফন্দি, একটা ধূর্ত কৌশল।

এমন কোন প্রতারণা নেই যার আশ্রয় আন্না নিতে পারে না। তার সন্তান হবে। হয় তো সে এখন প্রসূতি-সদনে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য কি? সন্তানকে বিধিসিদ্ধ করা, আমাকে অসুবিধায় ফেলা, বিবাহ-বিচ্ছেদে বাধা সৃষ্টি করা? কিন্তু সে কি লিখেছে?—"আমি মরতে চলেছি।" দ্বিতীয়বার টেলিগ্রামটা পড়ল। হঠাৎ কথাগুলির সোজা অর্থটা তার মনে পড়ে গেল। এটা যদি সত্য হয় তাহলে? আসন্ন মৃত্যুর যন্ত্রণায় সে যদি সত্যি অনুতপ্ত হয়ে থাকে, আর চালাকি মনে করে আমি যদি না যাই, তাহলে? সে বড় নিষ্ঠুর কাজ হবে, আর সেজন্য সকলেই আমাকে দোষ দেবে; তাছাড়া সেটা বোকামিও হবে।

সে চাকরকে বলল, "পিয়তর, একটা গাড়ি ডাক। আমি পিতার্সবুর্গ যাব।"

কারেনিন স্থির করল, সেণ্ট পিতার্সবুর্গে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে। গিয়ে যদি দেখে তার অসুস্থতার কথাটা ফাঁকি, তাহলে একটা কথাও না বলে সেখান থেকে চলে যাবে। আর যদি সত্যি অসুস্থ হয়ে থাকে, মারাত্মক অসুস্থ, এবং মরবার আগে তাকেই দেখতে চেয়ে থাকে, তাহলে সেখানে পৌঁছতে অতি-বিলম্ব না ঘটলে তাকে ক্ষমা করবে, আর যদি বড় বেশী বিলম্বই ঘটে যায় তাহলে যথাযোগ্যভাবে তার শেষকৃত্য করবে।

পিতার্সবুর্গের প্রত্যূষকালের কুয়াসার ভিতর দিয়ে জনশূন্য নেভ্স্কি প্রস্পেক্ত্ রাস্তা ধরে কারেনিনের গাড়ি এগিয়ে চলেছে। সারা রাত ট্রেনে কাটিয়ে সে এখন ক্লান্ত; নিজেকে নোংরা বোধ হচ্ছে; সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে; আসন্ন ঘটনার সব চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলেছে। সে সব কথা ভাববার সাহসও তার নেই, কারণ সে কথা ভাবলেই তার মনে আশা জাগে যে আন্নার মৃত্যুতে তার সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। রুটি-ওয়ালাদের ছেলেরা, বন্ধ দোকানপাট, দরোয়ানের দল—সকলকে পিছনে ফেলে সে এগিয়ে চলেছে; যে আসন্ন ঘটনাকে কামনা করবার সাহস তার নেই, অথচ সেটাই তার মনের সত্যিকারের কামনা, তার চিন্তাকে চাপা দেবার জন্যই সে দুই পাশের এই সব অপস্রিয়মান দৃশ্যের দিকে মন রেখে এগিয়ে চলল। বাড়ির ফটকে গাড়ি থামল। দুটো গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে

আছে। দরজার দিকে এগোতে এগোতে কারেনিন মনে মনে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল : এটা যদি চালাকি হয়—নীরব উপেক্ষা ও দ্রুত প্রত্যাবর্তন; যদি সত্য হয়—যথাযথভাবে সব নিয়ম সযত্নে পালন।

ঘণ্টা বাজাবার আগেই দরোয়ান কাপিতনিচ্ দরজা খুলে দিল। তার পায়ে চটি, গায়ে একটা পুরনো কোট, টাইবিহীন।

"তোমাদের কর্ত্রী কেমন আছেন?"

"কাল শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েছে, প্রভুর জয় হোক।"

কারেনিন থেমে গেল। তার মুখ বিবর্ণ। এই মুহূর্তেই সে প্রথম বুঝতে পারল, কত একান্তভাবে সে তার স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করেছিল।

"তিনি কেমন আছেন?"

এই সময় কর্ণেই সকালের এপ্রনপরিহিত অবস্থায়ই সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে এল।

"অবস্থা খুব খারাপ স্যার," সে বলল। "কাল ডাক্তারদের পরামর্শ-সভা বসেছিল; এখনও একজন ডাক্তার তাঁর কাছে রয়েছেন।"

"আমার মালগুলো নিয়ে এস," যেন এখনও যে তার মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে সে-কথা জেনে স্বস্তি বোধ করেই সে কথাগুলি বলল; তারপর হল-ঘরে ঢুকল।

আলনায় একটা মিলিটারি ওভারকোট ঝুলছিল। সেটা দেখে কারেনিন জিজ্ঞাসা করল :

"এখানে কে আছে?"

"ডাক্তার, ধাত্রী ও কাউণ্ট ভ্রন্স্কি স্যার।"

কারেনিন ভিতরের ঘরে ঢুকল।

বসবার ঘরে কাউকে দেখতে পেল না। তার পায়ের শব্দ শুনে টুপি মাথায় ধাত্রীটি তার স্ত্রীর শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

কারেনিনের কাছে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে সে তাকে শোবার ঘরের দিকে নিয়ে চলল।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনি এসে পড়েছেন! উনি অনবরত আপনার কথাই বলছেন," ধাত্রী বলল।

রোগীর ঘর থেকে ডাক্তারের গলা ভেসে এল, "বরফটা দাও! তাড়া-তাড়ি!"

কারেনিন স্ত্রীর শোবার ঘরে গেল। লেখার টেবিলের পাশে একটা নীচু চেয়ারে ভ্রন্স্কি দুই হাতের উপর মুখ রেখে কাৎ হয়ে বসে আছে; সে কাঁদছে। ডাক্তারের গলা শুনে হাত নামিয়ে সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল; সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল কারেনিনকে। সে এতদূর হকচকিয়ে গেল যে ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে মাথাটাকে এমনভাবে দুই কাঁধের ভিতর ঢুকিয়ে দিল

যেন সে নিজেকে অদৃশ্য করে তুলতে চাইছে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল :

"ও মরতে চলেছে। ডাক্তার বলেছে, কোন আশা নেই। আমি সম্পূর্ণ-ভাবে আপনার হাতের মুঠোয়, তবু আপনাকে মিনতি করছি, আমাকে এখানে থাকবার অনুমতি দিন···অবশ্য আপনি যা বলবেন তাই হবে··· আমি··· ।"

ভ্রন্‌স্কির চোখের জল কারেনিনকে বিচলিত করল ; অন্যের কষ্ট দেখলে সে স্বভাবতই বিচলিত হয়। ভ্রন্‌স্কির সব কথায় কান না দিয়েই সে মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত পায়ে শোবার ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ভিতর থেকে আন্নার গলা ভেসে এল। সে স্বর আনন্দোজ্জ্বল, প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ স্পষ্ট। কারেনিন ঘরে ঢুকে আন্নার দিকে এগিয়ে গেল। তার দিকে মুখ রেখেই সে শুয়ে আছে। তার গাল দুটো গরম, চোখ দুটি উজ্জ্বল, গাউনের আস্তিনে ঢাকা সাদা হাত দুটি কম্বলের এককোণে পড়ে আছে। তাকে শুধু যে সুস্থ ও সমর্থ দেখাচ্ছে তাই নয়, মনে হচ্ছে সে খুবই ভাল আছে। কথা বলছে দ্রুত, জোর গলায়, অস্বাভাবিক রকমের শুদ্ধ ও সঠিক উচ্চারণে।

"কারণ আলেক্সি—মানে আমার স্বামী (কী এক আশ্চর্য অথচ ভয়ংকর যোগাযোগ যে তাদের দু'জনেরই নাম আলেক্সি, তাই নয় কি)—আলেক্সি আমার কথা ফেলবে না। আমি সব ভুলে যাব, আর সেও আমাকে ক্ষমা করবে···কিন্তু সে আসছে না কেন ? সে যে কত ভাল—কত ভাল তা সে নিজেই জানে না! হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! কী যন্ত্রণা! জল! শিগ্‌গির! উঃ, আমি তা করব না, এতে আমার বাছার ক্ষতি হবে। ওকে ধাইয়ের কাছে দিয়ে দাও। সেটাই ভাল। সে তো আসবেই, এসে ওকে দেখলে সে ব্যথা পাবে। ওকে ধাইয়ের কাছে দিয়ে দাও।"

কারেনিনের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধাত্রী বলল, "আন্না আর্কা-দিয়েভ্‌না, তিনি এসেছেন।"

স্বামীকে না দেখেই আন্না বলে উঠল, "কী বাজে কথা! ওকে আমার কাছেই দাও! আমাকে দাও! সে এখনও আসে নি। তোমরা তাকে চেন না, তাই বলছ যে সে আমাকে ক্ষমা করবে না। কেউ তাকে বোঝে না। শুধু আমি বুঝি। তার সেই দুটি চোখ! আহা, তার সেই চোখ যদি দেখতে।—সের্গেইর চোখদুটিও ঠিক সেই রকম ; তাই তো সের্গেইর চোখের দিকেও আমি তাকাতে পারি না। সের্গেইকে ডিনার খেতে দেওয়া হয়েছে তো ? আঃ, তোমরা সকলেই তাকে অবহেলা করবে, আমি জানি! সে কিন্তু অবহেলা করবে না। সের্গেইকে যেন কোণের ঘরটায় সরিয়ে দেওয়া হয়, আর মারিয়েৎ তার সঙ্গে ঘুমোবে।"

সহসা চুপ করে কুঁকড়ে গিয়ে এমনভাবে সভয়ে সে দুই হাতে মুখটা ঢাকল

যেন কোন আঘাতকে সরিয়ে দিতে চাইছে। আন্না তার স্বামীকে দেখতে পেয়েছে।

"কিন্তু না," আন্না বলল। "আমি তাকে ভয় করি না। ভয় করি মৃত্যুকে। আলেক্সি, এদিকে এস। আমাকে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। হাতে সময় নেই। আর বেশীক্ষণ বাঁচব না, আমার জ্বর শুরু হবে, তখন আর কিছুই বুঝতে পারব না। এখন বুঝতে পারছি, সব বুঝতে পারছি, সব দেখতে পারছি।"

কারেনিনের মুখে তীব্র যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠল। আন্নার হাতটা ধরে কিছু বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু একটা কথাও মুখে এল না; তার নীচের ঠোঁটটা কাঁপছে; কিন্তু সে প্রাণপনে নিজের মনের সঙ্গে লড়ছে, আন্নার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। যখনই তাকাচ্ছে তখনই দেখছে, আন্নার দুই স্থিরনিবদ্ধ চোখে ফুটে উঠেছে একটা গভীর মমতার দৃষ্টি—এমন দৃষ্টি সে আগে কখনও দেখে নি।

"সবুর কর, তুমি এখনও জান না···সবুর কর, সবুর কর···" আন্না থামল; যেন মনের কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করল। তারপর শুরু করল বলতে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম। তুমি অবাক হয়ো না—আমি বদলে যাই নি। কিন্তু অন্য একজন আমার ঘাড়ে চেপেছে, আর সেই ভূতে-পাওয়া আমাকেই আমার ভয়। সে আর এক জনের প্রেমে পড়ল, আর আমি তোমাকে ঘৃণা করতে চেষ্টা করলাম, অথচ আমি একদিন যা ছিলাম তাকেও ভুলতে পারলাম না। সেই একজন তো আমি নই। এখন আবার আমি আমি হয়েছি, সেই আমি। আমি মরতে চলেছি; আমি জানি আমি মরতে চলেছি—ওকে জিজ্ঞাসা কর। এর মধ্যেই আমি সব বুঝতে পারছি; হাত···পা···আঙুল—সব কেমন ভারি-ভারি লাগছে। আঙুলগুলো দেখ—কত বড় দেখাচ্ছে। অচিরেই সব শেষ হয়ে যাবে। আমার শুধু একটি বাসনা আছে: আমাকে ক্ষমা কর, সম্পূর্ণ ক্ষমা কর! আমি বড় হতভাগিনী, কিন্তু নার্স আমাকে বলেছে, সেই সন্ত নারী—কি যেন তার নাম—সে আমার চাইতেও খারাপ ছিল। আমি রোমে যাব, সেখানে পাপ-পুণ্যের বিচার হয়, তারপর আর কোন বাধা থাকবে না। সঙ্গে নিয়ে যাব শুধু সের্গেইকে আর বাচ্চাটিকে।···না, আমি জানি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পার না; এ জিনিস ক্ষমা করা যায় না। আঃ, চলে যাও, চলে যাও, তুমি বড় বেশী ভাল মানুষ।" একটা গরম হাত দিয়ে সে কারেনিনকে আঁকড়ে ধরল, আর অপর হাত দিয়ে তাকে ঠেলে দিল।

কারেনিন এত বেশী অভিভূত হয়ে পড়ল যে সে ভাব কাটাবার চেষ্টাই সে ছেড়ে দিল; হঠাৎ তার মনে হল, যাকে সে আত্মিক ব্যাধি বলে মনে করেছিল, আসলে সেটা আত্মার এমন একটা আনন্দময় অবস্থা যে রকম সুখের

স্বাদ সে আগে কখনও পায় নি। সারাটা জীবন যে-খৃষ্টীয় শিক্ষাকে সে প্রাণপনে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছে তাতেই বলা হয়েছে যে শত্রুকে ভালবাসতে হবে, ক্ষমা করতে হবে—এ কথা তার মনেই পড়ল না। শত্রুকে ভালবাসবার, তাকে ক্ষমা করবার আনন্দে তার আত্মা আপনা থেকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আন্নার বিছানার পাশে বসে তার জ্বরতপ্ত হাতের কনুইর উপর মাথা রেখে কারেনিন শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তার মাথাটাকে দুই হাতে ধরে আন্না তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে সগর্বে তার দিকে তাকাল :

"দেখছ? ওঃ, আমি জানতাম, সে এই রকমই মানুষ! এবার বিদায়, সকলের কাছ থেকেই বিদায়!...তারা আবার ফিরে এসেছে; তারা চলে যাচ্ছে না কেন?...আঃ, এই লোমগুলোকে সরিয়ে নাও।"

আস্তে তার হাতটাকে লোমের কম্বল থেকে খুলে ডাক্তার আন্নাকে বালিশে শুইয়ে দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত চাদরটাকে টেনে দিল। অনুগত জনের মতই আন্না চুপচাপ শুয়ে থেকে চকচকে দুটো চোখ মেলে শূন্যে তাকিয়ে রইল।

ভ্রন্‌স্কি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল; তার দিকে ফিরে আন্না বলল, "একটা কথা মনে রেখো: শুধু একটা জিনিসই আমি চেয়েছি—ক্ষমা, আর কিছুই চাই নি...কেন সে এল না?"

ভ্রন্‌স্কি বিছানার পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল; আন্নাকে দেখেই আবার দুই হাতে মুখ ঢাকল।

আন্না বলল, "হাত সরিয়ে ওর দিকে তাকাও। ও তো সন্ত! আমি বলছি, হাত সরাও," অধৈর্য গলায় সে বলল; তারপর স্বামীর দিকে ফিরল: "আলেক্সি, ওর হাত দুটো নামিয়ে দাও। আমি ওর মুখখানা দেখতে চাই।"

কারেনিন হাত বাড়িয়ে ভ্রন্‌স্কির মুখের উপর থেকে তার হাত দুটো নামিয়ে দিল; লজ্জায় ও বেদনায় সে মুখ ভয়ংকরভাবে বিকৃত হয়ে উঠেছে।

"এবার ওর হাত ধর। ওকে ক্ষমা কর।"

কারেনিন হাত বাড়িয়ে ভ্রন্‌স্কির হাতটা ধরল; তার নিজের চোখে যে জলের ধারা নেমেছে তাকে মুছবার কোন চেষ্টাই করল না।

আন্না বলে উঠল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! এবার আমি প্রস্তুত। পা দুটোকে একটু টান করব...এই রকম...আঃ, খুব ভাল।" দেয়ালের কাগজের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওই ফুলগুলো কী বাজে! ভায়োলেটের মত মোটেই দেখতে নয়! হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর! এর কি শেষ নেই? মর্ফিণ! ডাক্তার! আমাকে মর্ফিণ দিন! ওঃ, আমার ঈশ্বর! আমার ঈশ্বর!"

আন্না বিছানায় ছটফট করতে লাগল।

ডাক্তার—সব ডাক্তাররাই—বলল, এটা প্রসবকালীন জ্বর; শতকরা মাত্র একটি ক্ষেত্রে এ রোগ সারে। সারা দিন জ্বরের তাপমাত্রা চড়েই থাকল; আন্না কখনও ভুল বকল, কখনও অচেতন হয়ে রইল। মাঝ রাত নাগাদ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল; তখন নাড়িও কদাচিৎ পাওয়া গেল।

যে কোন মুহূর্তেই সব শেষ হয়ে যাবে।

ভ্রন্স্কি বাড়ি চলে গেল; সকালে আবার এল। হল-ঘরেই তাকে দেখতে পেয়ে কারেনিন বলল, "আপনি এখানেই থাকুন, যে কোন সময় ও আপনার খোঁজ করতে পারে।" নিজেই ভ্রন্স্কিকে আন্নার শোবার ঘরে নিয়ে গেল। সকালে আন্না আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল, দ্রুততালে আবোল-তাবোল বকতে লাগল, আবার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। তৃতীয় দিনেও সেই একই অবস্থা চলল। ডাক্তার বলল, এখনও আশা আছে। সেদিন ভ্রন্স্কি যে ঘরে বসেছিল সেখানে গিয়ে কারেনিন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তার বিপরীৎ দিকে বসল।

ভ্রন্স্কি বুঝল, এবার কৈফিয়তের পালা শুরু হবে; বলল, "আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ, আমি কথা বলতে পারছি না, কিছুই ভাবতে পারছি না। আমাকে দয়া করুন! আপনার পক্ষে এটা শক্ত, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার পক্ষে এটা আরও শক্ত।"

সে উঠবার চেষ্টা করতেই কারেনিন তার হাতটা ধরে বলল:

"আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব, দয়া করে মন দিয়ে শুনুন। মনের যে সব ভাবধারা আমি আগে চালিত হয়েছি এবং ভবিষ্যতে হব, সে সব আপনাকে বুঝিয়ে বলব। আমি চাই, আমার সম্পর্কে আপনার মনে যেন কোন ভুল ধারণা না থাকে। আপনি তো জানেন, আমি বিবাহ-বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং তদনুরূপ ব্যবস্থাও নিতে শুরু করেছি। এ কাজ করতে অনেক ইতস্তত করেছি, সন্দেহ আমাকে ছিঁড়ে খেয়েছে,—এ সত্য আপনার কাছে লুকোব না; আর এও বলছি যে, আপনার উপর, ওর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার বাসনাই আমাকে এ কাজের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ওর টেলিগ্রাম পেয়ে যখন এখানে এলাম, তখনও আমার মন অপরিবর্তিতই ছিল; আরও বলি: আমি চেয়েছিলাম ওর মৃত্যু হোক। কিন্তু…" মনের সব কথা খুলে বলা উচিত হবে কি না চিন্তা করে সে থেমে গেল। "কিন্তু ওকে দেখলাম, ক্ষমা করলাম। আর সেই ক্ষমার আনন্দই আমাকে দেখিয়ে দিল আমার কর্তব্যের পথ। সব কিছু ক্ষমা করেছি। আমি চাই আর এক গাল পেতে দিতে, যে আমার কোটটা নিয়েছে তাকে আমি আলখাল্লাটাও দিতে চাই; আমার একটিই প্রার্থনা, এই ক্ষমার আনন্দ থেকে ঈশ্বর যেন আমাকে বঞ্চিত না করেন।" তার দুই চোখ জলে ভরে উঠল; তার উজ্জ্বল, প্রশান্ত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ভ্রন্স্কি অবাক হয়ে গেল। কারেনিন বলতে লাগল,

"এই আমার অবস্থা। আপনারা আমাকে মাটিতে ফেলে পায়ে মাড়াতে পারেন, সকলের চোখে আমাকে উপহাসাস্পদ করতে পারেন, কিন্তু আমি ওকে পরিত্যাগ করব না, ওর বিরুদ্ধে একটি তিরস্কারের বাণীও আমার মুখে শুনতে পাবেন না। আমার কর্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার : আমি ওর সঙ্গে থাকতে বাধ্য, আর তাই থাকব। ও যদি আপনাকে দেখতে চায়, আমি খবর দেব ; কিন্তু আমার বিশ্বাস এখনকার মত আপনার চলে যাওয়াই ভাল।"

সে উঠে দাঁড়াল। চাপা কান্নায় তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল ; কথা আটকে গেল। ভ্রন্‌স্কিও উঠে দাঁড়াল ; কারেনিনের দিকে তাকাল, কিন্তু মাথা সোজা করতে পারল না। কারেনিনের মনোভাব তার বুদ্ধির অতীত, তবু এটুকু বুঝতে পারল যে তার মনোভাবের মধ্যে এমন কিছু আছে যা মহৎ, তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে যা তার পক্ষে দুরারোহ।

॥ ১৮ ॥

কারেনিনের সঙ্গে কথা শেষ করে ভ্রন্‌স্কি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সামনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়ল ; যেন মনে করতে চেষ্টা করল সে কোথায় আছে আর কোথায় যাবে। লজ্জা, অসম্মান, অপরাধবোধ তাকে পেয়ে বসেছে ; সে অসম্মানকে কোন মতেই মুছে ফেলা যায় না। তার মনে হল, জীবনের যে ছক-বাঁধা পথ ধরে সে এতকাল সগর্বে লঘুচিত্তে চলে এসেছে, আজ তাকে সেখান থেকে নিষ্ঠুরভাবে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জীবনের যে সব নিয়ম ও অভ্যাসের উপর সে এতকাল ভরসা করে এসেছে আজ সহসা তা মিথ্যা ও অনুপযুক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। যে প্রবঞ্চিত স্বামীটিকে সে এতদিন কৃপার চোখে দেখে এসেছে, আকস্মিকভাবে এবং একান্ত হাস্যকরভাবেই যে তার সুখের পথে বিঘ্ন হয়ে ছিল, সহসা আজ আন্না নিজে তাকে ডেকে এনে এমন একটা ভীতিবিহ্বল উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে যেখানে এই স্বামীটিকে অসৎ, মেকি বা হাস্যকর তো দেখাচ্ছেই না, বরং দেখাচ্ছে সৎ, সরল ও মহৎ। এ কথা মনে না করে ভ্রন্‌স্কি পারল না। অপ্রত্যাশিতভাবেই আজ তাদের দু'জনের গোটা ভূমিকাই বদলে গেছে। কারেনিনের মহত্ত্ব ও তার নিজের নীচতা, কারেনিনের ন্যায় ও তার নিজের অন্যায় আজ ভ্রন্‌স্কির উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে। চরম দুঃখের মধ্যেও স্বামীটির উদারতা, আর তার নিজের এতদিনকার প্রতারণার ক্ষুদ্রতা ও নীচতা আজ তার চোখে ধরা পড়েছে। কিন্তু যে তীব্র যন্ত্রণা সে তখন ভোগ করছিল তার তুলনায় নিজের এই ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার উপলব্ধির যন্ত্রণা বুঝি কিছুই নয়। আজ সে যখন বুঝতে পারল যে আন্নাকে চিরকালের মত হারাবার পরেও তার প্রতি তার মনের আবেগ হ্রাস না পেয়ে বরং আগের চাইতেও তীব্রতর হয়ে জ্বলে উঠেছে,

তখন যে যন্ত্রণায় সে জ্বলতে লাগল তা বর্ণনার অতীত। অসুস্থ অবস্থায়ই সে আন্নার সমগ্র সত্তাকে চকিতের জন্য দেখতে পেয়েছে, দেখতে পেয়েছে আন্নার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত, আর মনে মনে বুঝেছে যে এর আগে সে কখনও আন্নাকে ভালবাসে নি। আজ যখন সে তাকে পুরোপুরি জানতে পেরেছে, যখন যথোপযুক্তভাবে তাকে ভালবাসতে শিখেছে, ঠিক তখনই তার চোখে সে কত ছোট হয়ে গেছে, তাকে চিরদিনের মত হারিয়েছি, আর তার মনের উপর এঁকে দিয়েছে নিজের একটা লজ্জাকর স্মৃতি। কারেনিন যখন তার উত্তপ্ত মুখের উপর থেকে তারই হাতটা নামিয়ে দিয়েছিল তখন তার চেহারায় যে অবাস্তবতা ও লজ্জা ফুটে উঠেছিল সেটাই সব চাইতে বেশী ভয়ংকর। পথ-ভ্রান্ত আত্মার মত সে কারেনিনের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল; কোন্ দিকে যাবে কিছুই বুঝতে পারল না।

"একটা গাড়ি ডেকে দেব স্যার?" দরোয়ান জিজ্ঞাসা করল।

"অ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা গাড়ি।"

ভ্রন্স্কি বাড়ি ফিরল। তিনটে রাত তার ঘুম হয় নি। পোষাক না ছেড়েই সে সোফার উপর উপুড় হয়ে হাতের উপর মাথাটা রেখে শুয়ে পড়ল। মাথাটা যেন সিসের মত ভারি। বিচিত্র সব স্বপ্ন, স্মৃতি ও চিন্তা অস্বাভাবিক দ্রুততায় ও স্পষ্টতায় তার মনের মধ্যে ছুটে বেড়াতে লাগল। এই দেখছে, রোগিনীর জন্য সে চামচে ওষুধ ঢালছে, এই দেখছে ধাত্রীর দু'খানি সাদা হাত, কখনও দেখছে বিছানার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে থাকা কারেনিনের অদ্ভুত ছবিটা।

ঘুমতে চাই! ভুলতে চাই! গভীর ক্লান্তিতে ঘুমতে চাইলেই ঘুম আসবে—একটি সুস্থ মানুষের এই শান্ত বিশ্বাসেই সে কথাগুলি উচ্চারণ করল। আর সত্যিই তাই, ঠিক সেই মুহূর্তেই তার মনটা ঝাঁপসা হয়ে এল; ধীরে ধীরে সে বিস্মরণের মধ্যে ডুবে যেতে লাগল। ঠিক যখন অচৈতন্যের ঢেউগুলো তার মাথার উপর এসে আছড়ে পড়ল তখনই যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তার শরীরটা সোফার স্প্রিংয়ের এক ধাক্কায় লাফিয়ে উঠল, আর সেও সভয়ে হাঁটু ভেঙে বসে দুই হাতের উপর ভর দিয়ে নিজেকে সামলে নিল। চোখ দুটো সম্পূর্ণ খোলা, যেন সেগুলো বন্ধই হয় নি। মাথার ভারি ভাবটা আর শরীরের অবসাদও দূর হয়ে গেছে।

"আমাকে মাটিতে ফেলে পায়ে মাড়াতে পারেন," কারেনিনের এই কথা-গুলি তার কানে বাজতে লাগল; দেখতে পেল, সে যেন তার সামনেই বসে আছে, উজ্জ্বল চোখ মেলে আন্না তাকিয়ে আছে কারেনিনের দিকে, তার দিকে নয়; সে আরও দেখতে পেল, কারেনিন যখন তার মুখের উপর থেকে হাত দুটি ধরে নামিয়ে দিয়েছিল তখন তাকে কী রকম অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সে আবার শুয়ে পড়ল; পা দুটো টান-টান করে চোখ বুজল।

ঘুম ! ঘুম ! বার বার সে কথাটা বলতে লাগল। কিন্তু চোখ বুজতেই সে দেখতে পেল আন্নার সেই মুখ যা সে দেখেছিল ঘোড় দৌড়ের আগের স্মরণীয় রাতে।

সে রাত আর ফিরে আসবে না; আন্না সে স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলতেই চায়। কিন্তু সে স্মৃতি ছাড়া আমি তো বাঁচতে পারি না। কেমন করে আবার আমাদের মিলন হবে ? কেমন করে? নিজের অজ্ঞাতেই সে জোর গলায় বার বার বলতে লাগল। কথাগুলির পুনরাবৃত্তির ফলে তার মনের মধ্যে ভিড় করে আসা মূর্তি ও স্মৃতিগুলো সরে গেল। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। আন্নার সঙ্গে কাটানো সব চাইতে সুখের মুহূর্তগুলি একের পর এক অত্যন্ত দ্রুত তার সামনে এসে হাজির হতে লাগল, আর সেই সঙ্গে এল তার সর্বশেষ অসম্মানের স্মৃতি। আন্নার কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "তোমার হাত দুটো সরিয়ে নাও।" সে হাত দুটি সরিয়ে নিল, আর তার লজ্জানত বোকা-বোকা মুখটা তার সামনে ভেসে উঠল।

যদিও জানত যে ঘুম আর আসবে না তবু সেখানে শুয়ে থেকে সে ঘুমবার চেষ্টা করতে লাগল। নতুন কোন ছবি যাতে মনের মধ্যে ভেসে উঠতে না পেরে সেজন্য যা কিছু মনে এল তাই সে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করতে লাগল। সে কান পাতল—বিস্ময়কর উন্মাদ কণ্ঠে কেমন ফিস্ ফিস্ করে বলছে: "আমার ভাল লাগে নি, আমি উপভোগ করতে পারি নি; ভাল লাগে নি, উপভোগ করতে পারি নি।"

এ কি হল ? আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি ? খুব সম্ভব, নিজেই জবাব দিল। মানুষ পাগল হয় কেন ? মানুষ কেন নিজেকে গুলি করে ? সে চোখ খুলল; অবাক হয়ে দেখল, তার ভাইয়ের স্ত্রী ভারিয়ার হাতে সূঁচের কাজ-করা একটা কুশন রয়েছে তার পাশে। কুশনটায় হাত রেখে সে ভারিয়াকে স্মরণ করতে চেষ্টা করল, সর্বশেষ তাকে যেমন দেখেছিল সেটা স্মরণ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার মন সে দিকে গেল না। কুশনটা টেনে নিয়ে তার উপর মাথাটা চেপে ধরে সে বলল আমাকে ঘুমতেই হবে ! কিন্তু চোখ দুটো বুজে থাকা ছাড়া আর কিছুই সে করতে পারল না। লাফিয়ে উঠে সোফার এক পাশে বসল। মনে মনে বলল, সব তো শেষ হয়ে গেছে। আমাকে ভাবতে হবে, এখন কি করব। কি বাকি আছে ? আন্নার ভালবাসাকে বাদ দিয়ে তার জীবনে আর কি বাকি আছে সেটাই সে অতি দ্রুত চিন্তা করতে লাগল।

উচ্চাকাংখা সের্পুখভ্স্কি ? সমাজ ? আদালত ? কোন কিছুতেই মন বসল না। এ সব কিছুরই একদিন অর্থ ছিল; আজ সে অর্থ চলে গেছে। উঠে দাঁড়াল, কোটটা খুলে ফেলল, বেল্টটা খুলল, ভালভাবে শ্বাস নেবার জন্য লোমশ বুকটা খুলে দিল, তারপর মেঝেতে পায়চারী করতে লাগল। বলল,

"এই ভাবেই মানুষ পাগল হয়ে যায়। আর লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্ম এই ভাবেই নিজেদের গুলি করে।"

দরজার কাছে গিয়ে সেটা বন্ধ করে দিল; তারপর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ডেস্কের কাছে গেল, রিভলবারটা বের করল, ঘোড়াটাকে পিছন দিকে টানল, আর ভাবতে লাগল। রিভলবারটা হাতে নিয়ে কয়েক মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে রইল; মাথাটা নীচু করা, মুখে তীব্র একাগ্রতার ছাপ। যেন দীর্ঘস্থায়ী একটা সুশৃংখল যুক্তিপূর্ণ চিন্তার পরে একটা সন্দেহাতীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে এমনি ভাবে সে নিজের মনেই বলে উঠল, অবশ্য। আসলে গত এক ঘণ্টার মধ্যে অন্তত দশ বার তার মনের মধ্যে যে সব স্মৃতির ছবি ঘুরে ঘুরে আসছিল তারই ফল এই "অবশ্য" কথাটি। চিরদিনের মত হারানো সেই একই সুখের স্মৃতি, এখন জীবনে যা কিছু অবশিষ্ট আছে তার অর্থহীনতার সেই একই চিন্তা, অসম্মানের সেই একই চেতনা—সেই সব কল্পনা ও আবেগই পর পর একই অনুক্রমে দেখা দিতে লাগল।

অবশ্য—কথাটা সে আর একবার বলল। একই স্মৃতি ও কল্পনার পাপ-চক্রের পথে তার চিন্তা যখন আর একবার যাত্রা শুরু করল, তখন সে রিভল-বারের নলটাকে বুকের বাঁদিকে চেপে ধরল, আর ঘুসি লাগাবার মত করে হাতের এক ধাক্কায় ঘোড়াটাকে ঠেলে দিল। শব্দটা সে শুনতে পেল না, কিন্তু বুকের উপর একটা আঘাত এসে তাকে প্রায় ঠেলে ফেলে দিল। সে ডেস্কের একটা কোণ চেপে ধরল, রিভলবারটা ফেলে দিল, কাঁপতে কাঁপতে মেঝের উপর বসে পড়ে চারদিকে ইতস্তত তাকাতে লাগল। ডেস্কের কারুকার্য-করা পায়া, বাজে কাগজের ঝুড়ি, বাঘের চামড়ার কম্বল—ঘরের কোন জিনিসই সে চিনতে পারল না। বসবার ঘর থেকে চাকরদের সশব্দে ছুটে আসা দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে তার সম্বিত ফিরে এল। বেশ একটু চেষ্টা করে বুঝতে পারল যে মেঝেয় পড়ে আছে, আর বাঘের চামড়ার উপরেও নিজের হাতে রক্ত দেখে বুঝতে পারল সে নিজেকে গুলি করেছে।

"গুলি ফস্কে গেছে। কী বোকামি!" রিভলভারে হাত দিতে গিয়ে সে বিড়বিড় করে বলে উঠল। রিভলবারটা পাশেই পড়ে ছিল, কিন্তু সে ভাবল যে অনেক দূরে আছে। সেটা নেবার চেষ্টায় ঝুঁকতে গিয়েই তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। ফলে প্রচুর রক্তপাত হতে লাগল।

গালপাট্টাওয়ালা ভদ্র চাকরটি আগে অনেকবারই জানিয়েছে যে তার স্নায়ু খুব দুর্বল; এখন মনিবকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে সে এতই ভয় পেয়ে গেল যে প্রচুর রক্তপাত হতে থাকা সত্ত্বেও তাকে সেখানে ফেলে রেখেই সে সাহায্যের জন্ম ছুটে বেরিয়ে গেল। এক ঘণ্টা পরে তার ভাইয়ের স্ত্রী ভারিয়া তিন জন ডাক্তার নিয়ে ঘরে ঢুকল। ডাক্তার ডাকতে সেও সব দিকেই লোক পাঠিয়েছিল, আর তিন ডাক্তারই এক সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে। আহত

লোকটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তার সেবাযত্নের জন্ম ভারিয়া সেই বাড়িতেই থেকে গেল।

॥ ১৯ ॥

কারেনিন যখন স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্ম প্রস্তুত হচ্ছিল তখন সে একটা ভুল করে বসল; স্ত্রীর অনুতাপটি প্রকৃত কি না, সে সত্যি তাকে ক্ষমা করেছে কি না, স্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠবে কি না—এই অনিশ্চয়তাগুলির কথা সে মোটেই ভেবে দেখেনি। মস্কো থেকে ফিরে আসার দু'মাস পরে এই ভুলের পুরো অর্থটা সে বুঝতে পারল। এই সব অনিশ্চয়তার কথা না ভাবাই তার ভুলের একমাত্র কারণ নয়; ভুল হবার আর একটা কারণ, মরণোন্মুখ স্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত নিজের মনের কথা সে নিজেই জানত না। স্ত্রীর শয্যার পাশে বসেই জীবনে সর্ব প্রথম সে করুণার মন-গলানো প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। অপরের দুঃখ দেখলে আগেও তার মনে করুণা জাগত, কিন্তু এতদিন সেটাকে সে লজ্জাকর দুর্বলতা বলেই মনে করত। স্ত্রীর প্রতি করুণা, তার মৃত্যু কামনা করার জন্ম নিজের অনুতাপ, আর সর্বোপরি স্ত্রীকে ক্ষমা করার ফলে এক অপার আনন্দের অনুভূতি—এই সব কিছু মিলে সব যন্ত্রণাকে দূর করে দিয়ে তার অন্তরে এমন এক শান্তি এনে দিল যা সে আগে কখনও পায় নি। হঠাৎ সে বুঝতে পেরেছিল, তার যন্ত্রণার কারণই তার আত্মিক উন্নতিরও কারণ, আর যে সমস্যাটি এতদিন সমাধানের অতীত বলে মনে হয়েছিল, ভালবাসায় ও ক্ষমায় মন ভরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তা সহজ ও সরল হয়ে দেখা দিল।

স্ত্রীর দুঃখ ও অনুতাপের জন্মই সে তাকে ক্ষমা করেছে, তার জন্ম দুঃখবোধ করেছে। বিশেষ করে ভ্রন্‌স্কির হঠকারী কাজের খবরটা জানবার পর থেকে সে তাকেও ক্ষমা করেছে, তার জন্ম দুঃখবোধ করেছে। ছেলের প্রতি তার ভালবাসা আরও বেড়ে গেছে, এতদিন তার দিকে আরও ভাল করে নজর না দেওয়ার জন্ম সে নিজেকে তিরস্কার করেছে। কিন্তু নবজাত সন্তানটির প্রতি সে যেন একটা'বিশেষ ভালবাসা ও মমতা বোধ করছে। গোড়ায় করুণা বশতই এই দুর্বল ছোট শিশুটির প্রতি সে দৃষ্টি দিয়েছিল; সে তো তার মেয়ে নয়, মায়ের অসুস্থতার মধ্যে তাকে অবহেলাই করা হয়েছে, সে নিজে যত্ন না নিলে শিশুটি হয় তো মরেই যেত। সে যে কেমন করে শিশুটিকে ভালবেসে ফেলেছে তা সে নিজেই জানে না। দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার সে নার্সারিতে যেত, এবং এত বেশী সময় সেখানে বসে থাকত যে নার্সটি প্রথম প্রথম তাকে নিয়ে অস্বস্তি বোধ করলেও ক্রমে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠল। কখনও কখনও দীর্ঘ আধ ঘণ্টা ধরে সে শিশুটির বিশীর্ণ লাল-হলুদে মাখা

মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত, তার ভুরু কুঁচকানো দেখত, দেখত ছুটি ছোট ছোট হাতের বাঁকা বাঁকা আঙুল দিয়ে চোখ ও নাক ঘসা। সেই সব সময়ে কারেনিনের মনে একটা বিশেষ ধরনের শান্তি ও সম্প্রীতির ভাব জাগত; নিজের অবস্থাকে অস্বাভাবিক কিছু মনে হত না, অথবা কোন কিছু পরিবর্তন করার তাগিদও অনুভব করত না।

কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই একটা কথা তার কাছে বেশী করে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে বর্তমান অবস্থাকে সে নিজে যতই স্বাভাবিক মনে করুক না কেন, এখানে তাকে থাকতে দেওয়া হবে না। সে বুঝতে পারল, যে উদার আত্মিক শক্তি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে তার চাইতেও অধিকতর কঠোর আরও একটি শক্তিও তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে; আর যে শান্তি ও মিলনের আকাংখায় সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে, সেই শক্তি তাকে তা ভোগ করতে দেবে না। সে বুঝতে পারছে, সকলেই সপ্রশ্ন বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে তাকায়, তারা তাকে বুঝতে পারে না, তার কাছ থেকে একটা কিছু আশা করে। স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কের অস্থায়িত্ব ও অস্বাভাবিকতা সম্পর্কেই সে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে।

আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে আন্নার মনে যে নরম ভাব দেখা দিয়েছিল সেটা চলে যেতেই কারেনিন দেখতে পেল আন্না তাকে ভয় করে, তাকে নিয়ে সে অসুখী, তার মুখের দিকে চাইতে পর্যন্ত পারে না। মনে হয়, সে যেন স্বামীকে কি বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারে না; আর হয় তো এ রকম অবস্থা যে চলতে পারে না সে রকম একটা অনুমান করেই সে যেন আশা করে আছে যে কারেনিন একটা কিছু করুক।

ঘটনাক্রমে ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বাচ্চাটি, তারও নাম রাখা হয়েছে আন্না, অসুস্থ হয়ে পড়ল। সকালে নার্সারিতে গিয়ে সব দেখেশুনে ডাক্তারকে খবর পাঠিয়ে কারেনিন দপ্তরে চলে গেল। বিকেল চারটের আগে সে ফিরল না। হল-ঘরে ঢুকেই দেখল, ঝকঝকে তকমা ও ভালুক-চামড়ার গলবস্ত্র পরা একটি সুদর্শন পরিচারক মেয়েদের একটা সাদা লোমের জোব্বা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"কে এসেছেন?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"প্রিন্সেস ত্ভেরস্কায়া," পরিচারকটি জবাব দিল, কারেনিনের মনে হল, তার মুখে ঈষৎ হাসি খেলে গেল।

এই বেদনাদায়ক অধ্যায়ের আগাগোড়াই কারেনিন লক্ষ্য করেছে যে তার উঁচু মহলের বন্ধুরা, বিশেষ করে মহিলারা, তার নিজের ও তার স্ত্রীর ব্যাপারে বড় বেশী আগ্রহ দেখাচ্ছে। এই সব বন্ধুরা প্রায় প্রকাশ্যেই যেন একটা কিছু নিয়ে খুসি হয়ে ওঠে, যে খুসি সে লক্ষ্য করেছে উকিলবাবুর চোখে, আর এখন এই পরিচারকটির চোখে। তাদের দেখে এত হাসি খুসি মনে হয় যেন

একটা বিয়ে বাড়িতে এসেছে। তাদের সঙ্গে দেখা হলেই মহা আনন্দে তারা আন্নার স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর করতে থাকে।

প্রিন্সেস বেৎসির সঙ্গে জড়িত পুরনো স্মৃতির জন্যও বটে, আর তাকে সাধারণতই ভাল লাগে না বলেও বটে, তার আগমনে কারেনিন অসন্তুষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের কাছে চলে গেল। প্রথম নার্সারিতে দেখতে পেল, সের্গেই চেয়ারের উপর হাঁটু ভেঙে বসে টেবিলে বুক ঠেকিয়ে ছবি আঁকছে আর খুসিতে কথা বলে চলেছে। আন্নার অসুখের সময় ফরাসী শিক্ষয়িত্রীর জায়গায় যে ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীটি এসেছে সেও সের্গেইর পাশে বসে সেলাই করছে; কারেনিন ঘরে ঢুকতেই সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, মাথাটা নুইয়ে সৌজন্য দেখাল, আর সের্গেইর জামার আস্তিনটা একটু টেনে দিল।

কারেনিন ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষয়িত্রীর প্রশ্নের জবাব দিল এবং বাচ্চাটি সম্পর্কে ডাক্তার কি বলে গেছে তা জানতে চাইল।

"তিনি বলেছেন, ভয়ের কিছু নেই, আর স্নানের ব্যবস্থা করতে বলেছেন স্যার।"

অন্য ঘর থেকে শিশুটির চীৎকার ভেসে এল; তা শুনে কারেনিন বলল, "কিন্তু ও তো এখনও কষ্ট পাচ্ছে।"

ইংরেজ মহিলা দৃঢ় গলায় বলল, "আমার মতে ধাইটিকে এখনই বদলানো উচিত।"

শিশুটির কাছে যেতে যেতেও থেমে গিয়ে কারেনিন জিজ্ঞাসা করল, "সে কথা ভাবছেন কেন?"

"কাউণ্টেস্ পল-এর বেলায়ও এই রকমই হয়েছিল স্যার। অন্য রোগ ভেবে বাচ্চার চিকিৎসা করানো হয়েছিল, পরে দেখা গেল বাচ্চার ক্ষিধে থেকে যেত; ধাইয়ের বুকে দুধ ছিল না স্যার।"

একটু কি ভেবে কারেনিন আর একটা নার্সারিতে গেল। ধাইয়ের কোলে শুয়েই বাচ্চাটি মাথা ছুঁড়ছে, কাঁদছে, কোন কিছু খেতে চাইছে না, নার্স ও ধাইয়ের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না।

"কিছুই উন্নতি হয় নি?" কারেনিন জিজ্ঞাসা করল।

"খুবই অস্থির হয়ে পড়েছে স্যার," নার্স ফিস্‌ফিস্ করে বলল।

"মিস্ এডোয়ার্ডস্ বলছেন, ধাইয়ের বুকে হয়তো দুধ নেই।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ।"

"তাহলে সে কথা বল নি কেন?"

নার্স আপত্তির স্বরে বলল, "কাকে বলব বলুন? আন্না আর্কাদিয়েভ্না তো এখনও অসুস্থ!"

নার্স এ বাড়ির পুরনো ঝি। তার খোলাখুলি কথার মধ্যেও কারেনিন যেন তার নিজের অবস্থার প্রতিই একটা ইঙ্গিতের আভাষ পেল।

বাচ্চাটা আরও জোরে চীৎকার করতে লাগল; তার গলা ভেঙে গেছে। হতাশার ভঙ্গীতে হাত নেড়ে নার্স তাকে ধাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে কোলে করে দোলাতে দোলাতে এ-পাশ ও-পাশ হাঁটতে লাগল।

"ডাক্তার এসে ধাইকে পরীক্ষা করে দেখুন," কারেনিন বলল।

পাছে চাকরি চলে যায় এই ভয়ে ভাল সাজপোষাক পরা স্বাস্থ্যবতী ধাইটি তার উঁচু বুকের উপর বোতাম আঁটতে আঁটতে যারা তার বুকের দুধ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে তাদের দিকে ঘৃণার হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বিড় বিড় করে আপন মনেই কি যেন বলতে লাগল। তার এই হাসির মধ্যেও কারেনিন তার নিজের অবস্থার প্রতি ঘৃণার আভাষ দেখতে পেল।

বাচ্চাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নার্সও বলল, "বেচারি বাচ্চা!"

কারেনিন বসে পড়ে তার হাঁটাচলা দেখতে লাগল; তার মুখে বেদনা ও বিষণ্ণতার ছায়া।

শেষ পর্যন্ত বাচ্চাটি শান্ত হলে নার্স তাকে দোলনায় শুইয়ে বালিশটা ঠিক করে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কারেনিন উঠে অদ্ভুতভাবে পা টিপে টিপে তার কাছে এগিয়ে গেল। গম্ভীর মুখে মিনিট দুয়েক বাচ্চাটিকে দেখল; হঠাৎ কপালের চামড়া ও চুলগুলোকে নাচিয়ে সে হেসে উঠল, আর পর মুহূর্তেই পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খাবার ঘরে গিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরকে পাঠাল আর একবার ডাক্তারকে ডেকে আনতে। এমন মিষ্টি মেয়েটির জন্য স্ত্রীর কোন দরদ নেই দেখে সে বিরক্ত হল, আর সেই মানসিক অবস্থা নিয়ে স্ত্রীর কাছে যাবার বা প্রিন্সেস বেৎসির সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা তার হল না। কিন্তু পাছে সময়মত তাকে বাড়ি ফিরতে না দেখে স্ত্রী অবাক হয়ে যায়, তাই সে জোর করে তার শোবার ঘরে ঢুকল। পুরু কার্পেটের উপর দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সে এমন কিছু আলোচনা শুনতে পেল যেটা না শোনাই তার পক্ষে ভাল ছিল।

"সে যদি এখান থেকে চলে না যেত, তাহলে তুমি যে তার সঙ্গে দেখা করতে চাও না তার অর্থটা আমি বুঝতে পারতাম—আর তার বেলায়ও তাই। কিন্তু তোমার স্বামীর তো এ সবের উর্ধ্বে থাকাই উচিত," বেৎসি বলল।

"এটা আমার স্বামীর কোন কথা নয়: আমি নিজেই তার সঙ্গে দেখা করতে চাই না। দয়া করে এ সব কথা আর বলো না," আন্নার উত্তেজিত গলার স্বর শোনা গেল।

"কিন্তু যে মানুষটা তোমার জন্য নিজেকে গুলি করেছে তাকে বিদায়-ভাষণ জানাতে তো তুমি নিশ্চয়ই আপত্তি করতে পার না, আর—"

"ঠিক সেই কারণেই তার সঙ্গে দেখা করতে আমি চাই না।"

কারেনিন থামল, হয়তো ভয়ে পালিয়েই যেত; কিন্তু সে কাজটা তার মর্যাদার পক্ষে হানিকর হবে ভেবেই সে একটু কেসে নিজের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিল।

দু'জনের গলা থেমে গেলে সে ঘরে ঢুকল।

ধূসর ড্রেসিং গাউন পরে আন্না সোফায় বসে আছে; ক্লিপ-আঁটা চুলগুলো গোল মাথার উপর একটা গোল টুপির মত দেখাচ্ছে। স্বামীকে দেখলেই যেমন হয়ে থাকে, তার মুখের সব প্রফুল্লতা মুছে গেল। মাথা নীচু করে উদ্বিগ্ন চোখে সে বেৎসির দিকে তাকাল। বেৎসি খুব জমকালো সাজপোষাক করেছে; বাতির আচ্ছাদনের মতই একটা বড় টুপি মাথার উপর বসানো, একটা ঘুঘু-রঙের গাউন পরা, তার কোণাকুনি টানগুলো বডিসের উপর এক-দিকে চলে গেছে আর স্কার্টের উপর চলে গেছে অন্য দিকে। শরীরটাকে সোজা রেখে সে আন্নার পাশেই সোফায় বসেছে। বিদ্রূপের হাসি মুখে ফুটিয়ে সে কারেনিনের দিকে তাকাল।

যেন অবাক হয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে বলল, "আরে, আপনাকে বাড়িতে পেয়ে খুসি হলাম। আপনি তো আজকাল বাইরে কোথাও যান না, তাই আন্নার অসুখের পর থেকে আপনার সঙ্গে দেখাই হয় নি। কিন্তু আপনার সব কথাই আমি শুনেছি—কী আশ্চর্যভাবে আপনি ওর সেবাযত্ন করেছেন। আঃ, স্বামী হিসাবে আপনি তো একটি ব্যতিক্রম!"

কারেনিন মাথাটা নোয়াল, স্ত্রীর হাতে চুমা খেয়ে তার কুশল জিজ্ঞাসা করল।

স্বামীর চোখের দিকে না তাকিয়েই সে বলল, "মনে হচ্ছে ভালই আছি।"

"কিন্তু তোমার মুখটা লাল দেখাচ্ছে; তুমি ঠিক জান যে জ্বর হয় নি?" জ্বর কথাটার উপর সে জোর দিল।

বেৎসি বলল, "তুমি বড় বেশী কথা বলছ। আমি বড় স্বার্থপরের মত এখানে বসে আছি। এবার আমি উঠব।"

সে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ আন্না তার হাত চেপে ধরল।

"না, এখনই যেও না, দয়া করে থাকো। তোমার সঙ্গে কথা আছে—না—তোমার সঙ্গে," কারেনিনের দিকে ঘুরে সে বলল; তার সারা মুখ, গলা ও কপাল লাল হয়ে উঠেছে। আবার বলল, "আমি চাই না—আসলে তোমার কাছ থেকে কোন কিছু লুকিয়ে রাখতে আমি পারি না।"

কারেনিন হাতের আঙুল মটকাতে মটকাতে মাথা নীচু করল।

"বেৎসি বলছিল, তাস্‌খেস্ত্‌ চলে যাবার আগে কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য এখানে আসতে চায়।" সে স্বামীর মুখের দিকে তাকালই না; যত শক্ত কাজই হোক, সে যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা

শেষ করে ফেলতেই চাইছে। "আমি ওকে বলেছি, তাকে আমি এখানে অভ্যর্থনা করতে পারব না।"

বেৎসি কথাটা সংশোধন করে দিয়ে বলল, "তুমি কিন্তু বলেছ বাপু, যে সবকিছুই আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচের উপর নির্ভর করছে।"

"না, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারব না; তাতে কোন লাভও নেই—" বলতে বলতে আন্না থেমে গেল; জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাল (সে কিন্তু স্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছে না)। "এক কথায়, আমি চাই না—"

কারেনিন আরও কাছে গিয়ে আন্নার হাতটা ধরল।

সঙ্গে সঙ্গেই কারেনিনের ফুলে-ওঠা শিরায় ভরা ভেজা আঙুলগুলোর ভিতর থেকে আন্না নিজের হাতটা টেনে নিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিজের থেকেই তার হাতটা চেপে ধরল।

"তোমার আত্ম-বিশ্বাসের জন্য তোমার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ কিন্তু—" বেৎসির দিকে তাকিয়ে কারেনিন কথার মাঝখানে থেমে গেল।

বেৎসি দাঁড়িয়ে বলল, "আচ্ছা, তাহলে চলি গো মেয়ে।" আন্নাকে চুমা খেয়ে সে বেরিয়ে গেল। কারেনিন তার সঙ্গে গেল।

ছোট বসবার ঘরে গিয়ে একটু থেমে বেৎসি বলল, "আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ, আমি জানি আপনি সত্যি মহানুভব। অবশ্য আমি একজন বাইরের লোক, কিন্তু আমি আন্নাকে এত ভালবাসি আর আপনাকে এত শ্রদ্ধা করি যে সাহস করে একটা উপদেশ দিতে চাই। তাকে আসতে দিন। আলেক্সি ভ্রন্স্কি মর্যাদার প্রতিমূর্তি, আর সে তো তাস্‌কেন্ত্‌-এ চলেই যাচ্ছে।"

"আপনার সদয় মনোভাব ও পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ প্রিন্সেস, কিন্তু আমার স্ত্রী কার সঙ্গে দেখা করবে না করবে সেটা সম্পূর্ণ তার এক্তিয়ার।"

ভুরু দুটি তুলে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গেই সে কথাগুলি উচ্চারণ করল, তবু সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হল, কথাগুলি যাই হোক না কেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে তার মর্যাদা বলে কিছু থাকতে পারে না। তার কথার পরে যে সংযত প্রবঞ্চক, কপট হাসির সঙ্গে বেৎসি তার দিকে তাকাল তাতেই যেন এই সত্য তার কাছে প্রকট হয়ে উঠল।

॥ ২০ ॥

বড় হল-ঘর থেকেই বেৎসিকে বিদায় দিয়ে কারেনিন স্ত্রীর কাছে ফিরে গেল। সে শুয়েই ছিল, কিন্তু কারেনিনের পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। সভয়ে তার দিকে তাকাল। কারেনিন দেখল, সে কাঁদছে।

"তোমার আত্মবিশ্বাসের জন্য তোমার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ," বেৎসির উপস্থিতিতে যে কথাটা সে ফরাসীতে বলেছিল এবার সেই কথাটাই রুশ

ভাষায় আর একবার বলল। কারেনিন রুশ ভাষায় কথা বললেই আন্না চটে যায়। "তোমার এই সিদ্ধান্তের জন্যও আমি খুব কৃতজ্ঞ। সে যখন চলেই যাচ্ছে, তখন তো কাউণ্ট ভ্রন্স্কির এখানে আসার কোন কারণই থাকতে পারে না। অবশ্য যদি—"

"আমি তো বলেই দিয়েছি, আবার সে কথা কেন?" নিজের অধৈর্যকে আন্না চেপে রাখতে পারল না। নিজের মনে বলল: যে নারীকে সে ভালবাসে, যার জন্য সে নিজের সর্বনাশ করতে, এমন কি নিজেকে খুন করতেও পারে—যে নারীও তাকে ছাড়া বাঁচতে পারে না, তার সঙ্গে দেখা করবার ও বিদায় নেবার তো কোন কারণই থাকতে পারে না! কোন কারণ না! ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরে ভেজা চোখ তুলে সে কারেনিনের শিরা ফুলে-ওঠা হাতের দিকে তাকাল; সে তখন ধীরে ধীরে হাতে হাত ঘসছে।

অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় আন্না বলল, "এ নিয়ে আর কোন কথা আমরা কখনও বলতে চাই না।"

"এ প্রশ্নের মীমাংসা তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছি, আর খুবই খুসি হয়েছি—" কারেনিন বলতে শুরু করল।

"কারণ আমাদের দু'জনের ইচ্ছাই এক," কারেনিন যে কি বলতে চায় সেটা বুঝতে পেরে আন্না তাড়াতাড়ি কথার উপর দাড়ি টেনে দিল।

"হ্যাঁ," কারেনিন ঘাড় নাড়ল। "আর এ রকম একটা জটিল পারিবারিক ব্যাপারে প্রিন্সেস বেৎসির হস্তক্ষেপকেও আমি অবাস্তর বলেই মনে করি। বিশেষ করে সে—"

আন্না তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "তার সম্পর্কে যে সব গুজব ছড়িয়েছে আমি তা বিশ্বাস করি না। শুধু জানি, সে আমাকে আন্তরিকভাবেই ভালবাসে।"

কারেনিন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল; কোন কথা বলল না। আন্না গাউনের একটা ঝোপ্পা নিয়ে খেলা করতে লাগল; মাঝে মাঝেই সভয়ে কারেনিনের দিকে তাকাতে লাগল। এই মুহূর্তে মাত্র একটি জিনিসই সে চাইছে—কারেনিনের ক্লান্তিকর উপস্থিতির হাত থেকে মুক্তি।

"এইমাত্র ডাক্তারকে ডেকে পাঠিয়েছি," কারেনিন বলল।

"আমি তো ভাল আছি; ডাক্তার কি হবে?"

"তোমার জন্য নয়; বাচ্চাটার জন্য। ও তো সব সময় কাঁদে; ওরা বলছে, ধাইর বুকে যথেষ্ট দুধ নেই।"

"যখন আমি নিজে ওর দেখাশোনার ভার নিতে চেয়েছিলাম তখন কেন তা করতে দাও নি? কিন্তু তাতেও তো তফাৎ কিছু হত না।" ("তফাৎ" কথার অর্থটা কারেনিন বুঝতে পারল।) "বাচ্চা মেয়েটাকে না খাইয়ে রেখেছে।" ঘণ্টা বাজিয়ে মেয়েটিকে তার কাছে এনে দিতে বলল। আমি তো

বাচ্চাটাকে নিজেই লালন-পালন করতে চেয়েছিলাম, তোমরাই করতে দাও নি, আর এখন আমাকেই দোষ দিচ্ছ।"

"তোমাকে তো দোষ দেই নি।"

"হ্যাঁ, দিয়েছ! হা ভগবান, কেন আমার মরণ হল না?" আন্না কেঁদে উঠল। তারপর নিজেকে সংযত করে বলল, "ক্ষমা কর, আমি বড় দুর্বল, বিচারহীন। কিন্তু তুমি এখান থেকে চলে যাও।"

না, এ ভাবে চলতে পারে না, স্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কারেনিন ভাবল।

জগতের চোখে তার এই অচল অবস্থা, তার প্রতি স্ত্রীর এই ঘৃণা, যে কঠোর রহস্যময় শক্তি তার সব আধ্যাত্মিক কামনাকে বিপর্যস্ত করে তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে তার সার্বিক ক্ষমতা—সে সব কিছু আজ যত স্পষ্ট হয়ে তার চোখে ধরা পড়েছে এমনটি আগে কখনও পড়ে নি। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে তার স্ত্রী ও সমাজ তার কাছে একটা কিছু দাবী করছে, কিন্তু সেটা যে ঠিক কি তা সে জানে না। সে বুঝল, সেই জন্যই তার আত্মা ক্রোধে জ্বলে উঠেছে; ফলে তার সব শান্তি নষ্ট হয়েছে, যে কাজ সে করেছে তার পুরস্কার থেকেও সে বঞ্চিত হয়েছে। সে বিশ্বাস করে যে ভ্রন্স্কির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করাই আন্নার পক্ষে ভাল, কিন্তু সকলেই যদি সেটাকে অসম্ভব বলে মনে করে, তাহলে তাদের সম্পর্ককে নতুন করে গড়ে তোলায় তার কোন আপত্তি নেই, অবশ্য ছেলেমেয়েদের যাতে কোন অসম্মান ও ক্ষতি না হয় সেটা দেখতেই হবে। সে ব্যবস্থাটা খারাপ হলেও একটা বিচ্ছেদ তাকে যে আশাহীন লজ্জা-জনক অবস্থার মধ্যে ফেলে দেবে, তার কাছে যা কিছু প্রিয় তা থেকে তাকে বঞ্চিত করবে, তার তুলনায় সেটা অনেক ভাল। কিন্তু নিজেকে তার বড়ই অসহায় মনে হতে লাগল। সে আগে থেকেই জানত, সকলেই তার বিরুদ্ধে যাবে, যা এখন স্বাভাবিক ও ভাল বলে মনে হচ্ছে সে কাজ তাকে করতে দেবে না; তারা তাকে এমন কাজ করতে বাধ্য করবে যেটা খারাপ, কিন্তু তাদের ধারণায় যেটা তার কর্তব্য।

॥ ২১ ॥

বেৎসি বড় হল-ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই অব্‌লনস্কি এসে হাজির। ইয়েলিসেয়েভ-এর দোকানে ঝিনুক বিক্রি হচ্ছে; অব্‌লনস্কি সেখান থেকেই এসেছে। দরজায়ই বেৎসির সঙ্গে দেখা।

"আরে, প্রিন্সেস যে! কী খুসির চমক! পথেই দেখা হয়ে গেল।"

"মাত্র এক মিনিট থাকতে পারি, আমাকে এখনই যেতে হবে," হাতে দস্তানা পরতে পরতে বেৎসি হেসে বলল।

"দস্তানা রেখে দিয়ে আগে আপনার হাতে একটা চুমা খেতে দিন। এখন তো সব পুরনো রীতিনীতিই আবার ফিরে এসেছে ; তবু হাতে চুমা খাবার নীতি নতুন করে প্রচলিত হওয়ায় আমি খুবই কৃতজ্ঞ।" সে বেৎসির হাতে চুমা খেল। "আবার কখন আপনার দেখা পাব ?"

"আমার সঙ্গে দেখা করার উপযুক্ত আপনি নন," বেৎসি হেসে জবাব দিল।

"আমি নিশ্চয় উপযুক্ত, খুবই উপযুক্ত। আমি এখন খুব গম্ভীর হয়ে গেছি। শুধু নিজের কাজ নয়, সকলের কাজই আমি এখন ভালভাবে করে দিচ্ছি," অব্‌লন্‌স্কি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল।

কথাটা যে আন্নাকে লক্ষ্য করে বলা হল সেটা বুঝতে পেরে বেৎসি বলল, "ওঃ, খুব ভাল কথা। লোকটা তো তাকে মেরে ফেলবার উপক্রম করেছে। এ যে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছে, অসম্ভব !"

গম্ভীর বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে মাথা নেড়ে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "আপনিও তাই মনে করেন দেখে খুসি হলাম। সেই জন্যই আমি পিতার্সবুর্গ-এ এসেছি।"

বেৎসি বলল, "সারা শহরে এই একই কথা। এ ভাবে চলতে পারে না। সে তো দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। লোকটা তো বুঝতেই পারে না যে সে সেই সব মেয়েদেরই একজন যারা ভালবাসাকে হাল্কাভাবে নিতে পারে না। দুটোর একটা করতেই হবে : হয় সে আরও দৃঢ় হোক, আন্নাকে এখান থেকে নিয়ে যাক, আর না হয় তো বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করুক। যে অবস্থা চলছে, তাতে তো বেচারির দম আটকে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ।···ঠিক তাই···" অব্‌লন্‌স্কি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "সেই জন্যই আমি এসেছি। মানে, আরও একটা কারণ আছে।···আমাকে কামার হের (*kammer herr*) রূপে নিয়োগ করা হয়েছে, আর···তাই একবার তো কৃতজ্ঞতা জানাতেই হবে। কিন্তু আসল কাজ হল ওর একটা বিধি-ব্যবস্থা করা।"

"ভাল কথা ; ঈশ্বর আপনার সহায় হোন," বেৎসি বলল।

আর একবার তার হাতে চুমা খেয়ে কানে কানে স্তুতি-ভাষণ শুনিয়ে বেৎসিকে বিদায় করে দিয়ে অব্‌লন্‌স্কি দিদির ঘরে গেল। সে তখন চোখের জল ফেলছে।

স্বভাবতই মনের যে উচ্ছ্বাস নিয়ে অব্‌লন্‌স্কি ঘরে ঢুকেছিল তার পরিবর্তে দেখা দিল সময়োচিত একটা সহানুভূতিসূচক কাব্যিক বিক্ষোভ। জিজ্ঞাসা করল, সে এখন কেমন আছে, আর সকালটা কেমন কেটেছে।

আন্না বলে উঠল, "ভয়ানক খারাপ, ভয়ানক। গোটা সকাল, গোটা গতকাল, সারা অতীত, সারা ভবিষ্যৎ।"

"আমার আশংকা হচ্ছে, তুমি বিষণ্ণতায় ভুগছ। এ অবসাদ ঝেড়ে ফেল,

জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে শেখ। আমি জানি, সেটা কত কঠিন, কিন্তু—"

অপ্রত্যাশিতভাবে আন্না বলল, "শুনেছি অনেক পাপ করা সত্ত্বেও নারী পুরুষকে ভালবাসে। আর, আমি তাকে ঘৃণা করি তার গুণের জন্য। তার সঙ্গে আমি বাস করতে পারি না। তুমি বুঝতে চেষ্টা কর যে তাকে দেখলেই আমার শরীর গুলিয়ে ওঠে, আমাকে পাগল করে তোলে। হায়, তার সঙ্গে আমি বাস করতে পারি না, পারি না, পারি না। আমি কি করব? এক সময় এমন দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়েছিলাম যে ভেবেছিলাম সেটাই বুঝি দুর্ভাগ্যের শেষ সীমা, কিন্তু আজ আমি যে ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আছি তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। সে কত বড়, সে কী আশ্চর্য মানুষ, আমি তার কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নই, এ সব জেনেও তাকে এত ঘৃণা করা কেমন করে আমার পক্ষে সম্ভব? তার উদারতার জন্যই আমি তাকে ঘৃণা করি। আমার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, শুধু আছে—"

সে হয় তো বলত মৃত্যু, কিন্তু অব্‌লন্‌স্কি তাকে কথা শেষ করতে দিল না। বলল, "তুমি অসুস্থ, উত্তেজিত। আমি বলছি তুমি সব কিছুকেই ভয়ংকর-ভাবে বাড়িয়ে বলছ। আমার কথা বিশ্বাস কর। এর মধ্যে ভয়ংকর কিছুই নেই।"

অব্‌লন্‌স্কি হাসল। এই হতাশার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আর কেউ হাসতে পারত না (হাসি এখানে পাশবিক হয়ে দেখা দিত), কিন্তু তার হাসিতে ছিল এত দয়া, এত নারীসুলভ মমতা যে আঘাত দেওয়া দূরে থাক, সে হাসি মনকে নরম করে তুলল, শান্ত করল। তার শান্ত মধুর কথা ও হাসি বাদাম তেলের মত শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল। আন্নাও তা অনুভব করল।

বলল, "না স্তেভ, আমার সর্বনাশ হয়েছে। আমার অবস্থা সর্বনাশেরও বাড়া। সর্বনাশ এখনও ঘটে নি; সব শেষ হয়ে গেছে তাও বলতে পারি না; বরং বেশ বুঝতে পারছি, সব কিছু শেষ হয়ে যায় নি। আমার অবস্থা একটা টান-টান দড়ির মত, যে কোন সময় ছিঁড়ে যেতে পারে। এখনও শেষ হয় নি, কিন্তু সে শেষ পরিণতি হবে ভয়ংকর।"

"তুমি শান্ত হও; একটু একটু করে সে দড়িকে আমরা ঢিলে করে দেব। সব কিছু থেকেই পরিত্রাণের পথ আছে।"

"আমি অনেক—অনেক ভেবেছি। একটিমাত্র পথই আছে—"

তার ভীত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে অব্‌লন্‌স্কি আবার অনুমান করল যে এক-মাত্র যে পরিণতি আন্না দেখতে পাচ্ছে সেটা মৃত্যু; তাই সে আন্নাকে সে কথা বলতে দিল না।

বলল, "মোটেই না। আমার কথা শোন। আমার মত করে পরিস্থিতির বিচার তুমি করতে পারবে না। আমার মতামতটা বলতে দাও।" তার মুখে আবার সেই তৈলাক্ত হাসি ফুটে উঠল। "গোড়া থেকেই আরম্ভ করছি।

তোমার চাইতে বিশ বছরের বড় একটি মানুষকে তুমি বিয়ে করলে। ভালবাসা কাকে বলে তা না জেনে ভাল না বেসেই তুমি তাকে বিয়ে করলে। বলা যাক যে সেটাই ভুল হয়েছিল।"

"ভয়ংকর ভুল," আন্না বলল।

"কিন্তু আমি আবার বলছি: যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তারপর, আমাদের কথায় যাওয়া যাক, আর একটি মানুষের প্রেমে পড়বার দুর্ভাগ্য তোমার হল। দুর্ভাগ্য, কিন্তু ঘটনা। তোমার স্বামী সেটা জানতে পেরেছে, তোমাকে ক্ষমাও করেছে।" প্রতিটি কথার পরে সে থামল; দেখতে চাইল আন্না প্রতিবাদ করে কি না; কিন্তু সে কিছুই বলল না। "তাহলে, এই হল পরিস্থিতি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে: তুমি কি এখনও তোমার স্বামীর সঙ্গে বাস করতে পারবে? তার সঙ্গে বাস করতে কি তুমি চাও? সে কি তা চায়?"

"আমি কিছু জানি না, কিচ্ছু না।"

"কিন্তু তুমি নিজেই বলেছ যে তাকে তুমি সহ্য করতে পার না।"

"সে রকম কোন কথা আমি বলি নি। আমি অস্বীকার করছি। আমি কিছু জানি না। আমি কিছু বুঝি না।"

"আহা, কিন্তু শোন—"

"তুমি বুঝতে পারছ না। আমার মনে হচ্ছে, একটা অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে আমি আপাদমস্তক ডুবে যাচ্ছি, আর নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা আমি করব না। নিজেকে বাঁচাতে আমি পারব না।"

"ভয় করো না, তোমার জন্য নিরাপদে অবতরণের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আমরাই তোমাকে বাঁচাব। আমি জানি সেটা কেমন করে হবে। বুঝতে পারছি, তুমি যে কি চাও, কি ভাব তা তুমি নিজেই বলতে পার না।"

"আমি কিছুই চাই না—শুধু চাই সব শেষ হয়ে যাক।"

"সেও তা দেখতে পাচ্ছে, সেও তা জানে। তুমি কি মনে কর তার যন্ত্রণা কিছু কম? সেও কষ্ট পাচ্ছে, তুমিও কষ্ট পাচ্ছ—তাতে কি লাভ হচ্ছে? অথচ বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে সব জট খুলে যাবে।" এ কথাটা বলা অব্‌লন্‌স্কির পক্ষে খুব সহজ নয়, তবু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে পড়ে সে কথাগুলি বলল।

আন্না কোন জবাব দিল না, শুধু মাথাটা নাড়ল। কিন্তু আগেকার রূপের ছটায় তার মুখটা সহসা যে ভাবে ঝিলিক দিয়ে উঠল তা দেখেই অব্‌লন্‌স্কি বুঝতে পারল যে আন্না এ প্রস্তাবটা বাতিল করে দিয়েছে, কারণ এ সুখ তার কাছে অপ্রাপ্য।

আরও জোরে হেসে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "তোমাদের দু'জনের জন্যই আমার দুঃখের সীমা নেই। এ ব্যবস্থাটা করতে পারলে আমি খুবই সুখী হতাম! চুপ, চুপ, একটা কথাও নয়। আমার মনের কথা যাতে ভাষায় প্রকাশ করতে

পারি, ঈশ্বর আমাকে সেটুকু করুণা যেন করেন। আমি তার কাছে যাচ্ছি।"

চিন্তান্বিত চকচকে চোখে আন্না তার দিকে তাকিয়ে রইল; কোন কথা বলল না।

॥ ২২ ॥

যে গাম্ভীর্য নিয়ে অব্‌লন্‌স্কি বোর্ডের সভায় সভাপতির আসনে বসে, সেই গাম্ভীর্য নিয়েই সে কারেনিনের পড়ার ঘরে ঢুকল। দুই হাত পিছনে চেপে ধরে পায়চারি করতে করতে অব্‌লন্‌স্কি ঠিক সেই কথাই ভাবছিল যা নিয়ে সে আন্নার সঙ্গে আলোচনা করছিল।

"তোমার কাজের ক্ষতি করলাম না তো?" ভগ্নিপতিকে সামনে দেখেই সে বিব্রত হয়ে কথাটা বলল। আর সে ভাবটা কাটাবার জন্য সিগারেট-কেস বের করে একটা সিগারেট তুলে নিল।

"না। তোমার কিছু চাই কি?" কারেনিন সরাসরি প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, আমি চাই···আমি···হ্যাঁ, আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই," অব্‌লন্‌স্কি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল, সে যেন ভয় পেয়েছে।

এই ভয়ের অনুভূতি তার কাছে যেমন নতুন, তেমনই অপ্রত্যাশিত; যে পাপের কাজ সে করতে যাচ্ছে বিবেক যে সে কাজ করতে তাকে বারণ করছে, আর বিবেকের সেই বাণীই আত্মপ্রকাশ করছে এই ভয়ের ভিতর দিয়ে—এই সত্যটাও সে বুঝতে পারল না। এই ভয় ও ভীরুতাকে জয় করতে সে সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল।

মুখ লাল করে সে বলল, "দিদির প্রতি আমার ভালবাসা, আর তোমার প্রতি আমার ঐকান্তিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধায় তুমি সন্দেহ কর না বলেই আমার বিশ্বাস।"

কারেনিন কোন জবাব দিল না, কিন্তু পায়চারি থামাল। তার মুখ দেখে মনে হল সে যেন ভাগ্যের হাতে বলি হবার জন্যই নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। অব্‌লন্‌স্কি খুবই দুঃখ পেল।

মনের ভয়কে দমন করবার চেষ্টা করতে করতেই সে বলল, "আমি চেয়েছিলাম—মানে, আমার দিদির বিষয়ে ও তার সঙ্গে তোমার সম্পর্কের বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

কারেনিন বিষণ্ন হাসি হেসে শ্যালকের দিকে তাকাল, কোন কথা বলল না। তারপর ডেস্কের কাছে গিয়ে যে চিঠিখানা এই মাত্র লিখছিল সেটা তার দিকে তুলে ধরল।

"অনবরত এই বিষয়টাই আমিও ভাবছি। আমাকে দেখলেই সে বিরক্ত হয়; তাই চিঠিতেই সব কথা জানানো ভাল মনে করেই চিঠিটা লিখেছি।"

অব্‌লন্‌স্কি চিঠিটা নিল। সবিস্ময় অবিশ্বাসের সঙ্গে তার দুটি ম্লান চোখের দিকে তাকিয়ে সে চিঠিটা পড়তে শুরু করল :

"আমি দেখছি যে আমার উপস্থিতি তোমার কাছে বিরক্তিকর। এ অবস্থাটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হলেও এটাই সত্য, আর এটাকে পরিবর্তন করাও যাবে না। আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না; ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বলছি, তোমার শয্যার পাশে বসে আন্তরিকভাবেই স্থির করেছিলাম যে আমাদের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে সব ভুলে যাব এবং নতুন করে জীবন শুরু করব। আমি যা করেছি তার জন্য আমি অনুতাপ করি না, কোন দিনও করব না; আমি শুধু একটি জিনিস চেয়েছিলাম—তোমার মঙ্গল, তোমার আত্মার মঙ্গল, কিন্তু এখন দেখছি আমি তা পাই নি। কিসে তুমি সত্যিকারের সুখ পাবে, মনের শান্তি পাবে তা আমাকে বল। তোমার ইচ্ছা, তোমার ন্যায়বিচারের কাছেই আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিলাম।"

অব্‌লন্‌স্কি চিঠিটা ফেরৎ দিল; কি বলবে বুঝতে না পেরে সেই একই অবিশ্বাসের সঙ্গে ভগ্নিপতির দিকে তাকাল। চুপচাপ থাকাটা দু'জনের কাছেই অস্বস্তিকর লাগল; কারেনিনের মুখের দিকে তাকিয়ে অব্‌লন্‌স্কির ঠোঁট দুটো কুঁচকে যেতে লাগল।

অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে কারেনিন বলল, "এই কথাই আমি বলতে চেয়েছি।"

"ওঃ,···হ্যাঁ···" গলার মধ্যে কি যেন একটা ঠেলে ওঠায় অব্‌লন্‌স্কি আর কিছু বলতে পারল না। তারপর বিড়বিড় করে বলল, "হ্যাঁ, তোমার কথা আমি বুঝি।"

"সে কি চায় সেটাই আমি জানতে চাই," কারেনিন বলল।

"আমার আশংকা হচ্ছে, নিজের অবস্থা সে নিজেই বুঝতে পারছে না। সে ঠিকমত বিচার করতে পারছে না," অব্‌লন্‌স্কি বলল। "সে অভিভূত হয়ে পড়েছে—ঠিক তাই : তোমার উদারতা তাকে অভিভূত করেছে। এ চিঠি পড়লে সে কিছুই বলতে পারবে না, শুধু মাথাটা আরও নীচু করে থাকবে।"

"তাহলে কি করব? কেমন করে বোঝাব? কেমন করে জানব কি তার ইচ্ছা?"

"আমার অভিমত যদি শুনতে চাও তো আমি বলি, বর্তমান পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে হলে কোন্ পথ অবলম্বন করা উচিত সেটা তুমিই ঠিক করে দাও।"

কারেনিন বাধা দিয়ে বলল, "তার মানে, তুমি মনে কর যে এর অবসান ঘটানো উচিত? কিন্তু কেমন করে? আমি তো কোন সম্ভাবিত পথের হদিস দেখতে পাচ্ছি না।"

অতি উৎসাহে লাফিয়ে উঠে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "যে কোন অবস্থা থেকেই

বেরিয়ে আসার একটা পথ থাকেই। একটা সময় ছিল যখন তুমি সব কিছু ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিলে। এখন যদি তুমি মনে করে থাক যে পারস্পরিক সুখের ব্যবস্থা করতে তুমি পারবে না—"

"সুখের তো অনেক রকম ধারণা আছে। কিন্তু বলা যাক যে সে সব-গুলিকেই আমি মেনে নিলাম, যে নিজের জন্য আমি কিছুই চাই না। তাহলে আমাদের এই অবস্থা থেকে বের হবার পথ কি?"

সান্ত্বনার যে বাদাম তেল-মাখা হাসি সে আন্নার বেলায় ব্যবহার করেছিল, সেই একই হাসি সে এখানেও হাসল; সে হাসি এতই ফলপ্রসূ যে নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন কারেনিনও অব্‌লন্‌স্কি যে প্রস্তাব করবে তাই গ্রহণ করতে রাজী হয়ে গেল। অব্‌লন্‌স্কি বলল, "আমার অভিমত যদি জানতে চাও তাহলে একটিমাত্র জিনিসই সম্ভব। আন্না নিজে স্বীকার না করলেও একটিমাত্র জিনিসই সে চাইতে পারে: তোমাদের দু'জনের সম্পর্ক ও তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত স্মৃতির অবসান। আমার মনে হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। আর সে নতুন সম্পর্ক একমাত্র তখনই গড়ে উঠতে পারে যখন উভয় পক্ষই হবে সম্পূর্ণ মুক্ত।"

"বিবাহ-বিচ্ছেদ," ঘৃণার সঙ্গে কারেনিন কথাটা উচ্চারণ করল।

"হ্যাঁ, বিবাহ-বিচ্ছেদের কথাই আমার মনে এসেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ," কথাটা সে আর একবার উচ্চারণ করল। "যে পরিস্থিতিতে আজ তোমরা দু'জন পড়েছ সে পরিস্থিতিতে যে কোন দুটি মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই শ্রেষ্ঠ পথ। দুটি মানুষ যখন বুঝতে পারে যে তারা আর একত্রে বাস করতে পারছে না, তখন এ ছাড়া আর কি করা যেতে পারে? যে কোন মানুষের জীবনেই এটা ঘটতে পারে।" একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কারেনিন চোখ বুজল। "কেবল একটি জিনিস বাধা হয়ে উঠতে পারে: দু'জনের এক-জন যদি আবার বিয়ে করতে চায়। তা যদি না হয়, তাহলে সব কিছুই অত্যন্ত সরল হয়ে ওঠে।" ক্রমেই অধিকতর নিঃসংশয় হয়ে অব্‌লন্‌স্কি কথা-গুলি বলল।

উত্তেজনায় কারেনিনের চোখে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল, নিজের মনেই সে বিড়-বিড় করে কি যেন বলল, কিন্তু কোন জবাব দিল না। যে প্রতিকার অব্‌-লন্‌স্কির কাছে এত সহজ বলে মনে হয়েছে, নিজের মনে সে কথা তো সে শত শত বার ভেবে দেখেছে; তার কাছে কিন্তু ব্যাপারটা এত সরল মনে হয় নি; আসলে এটা একেবারে অসম্ভব বলেই মনে হয়েছে। অনেক কষ্ট করে বিবাহ-বিচ্ছেদের শর্তগুলি সে জেনেছে; সে শর্ত পূরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব, কারণ তার মর্যাদাবোধ ও ধর্ম বিশ্বাসই তাকে স্বেচ্ছায় একটা কল্পিত ব্যভি-চারের অভিযোগকে মাথা পেতে নিতে দেবে না; শুধু তাই নয়, সেই একই

কারণে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসত, যাকে সে ক্ষমা করেছে, তাকে সে কখনও লজ্জা ও অসম্মানের মুখে ঠেলে দিতে পারে না।

কিন্তু এ ছাড়াও আরও এমন অনেক গুরুতর কারণ আছে যার জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব তাকে বাতিল করে দিতে হবে। তাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে, তার ছেলের কি অবস্থা হবে? বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে তার স্ত্রী হয় তো একটা নতুন অবৈধ পরিবার পাবে, আর সে পরিবারে তার ছেলের স্থান ও প্রতিপালনের ব্যবস্থা কোনক্রমেই আশানুরূপ হবে না। সে কি ছেলেকে নিজের কাছেই রাখবে? সে জানে, সে কাজ তো প্রতিহিংসার সামিল, আর প্রতিহিংসা সে চায় না। কিন্তু সে যে বিবাহ-বিচ্ছেদকে অসম্ভব মনে করে তার প্রধান কারণ তার ফলে আন্নার সর্বনাশ হবে। মস্কোতে ডলি তাকে যে কথা বলেছিল তা সে ভুলে যেতে পারে না: বিবাহ-বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সে শুধু তার নিজের কথাই ভেবেছে, কিন্তু তার ফলে যে আন্নার প্রতিকারহীন সর্বনাশ হবে সেটা সে ভুলে গেছে। এখন স্ত্রীকে ক্ষমা করার পরে, ছেলেমেয়েদের প্রতি অনুরক্ত হবার পরে, সে কথাগুলি তার কাছে নতুন অর্থ বয়ে এনেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদে সম্মত হওয়া, স্ত্রীকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে সম্মত হওয়ার অর্থই হল, যে সব বন্ধন তাকে প্রিয় সন্তানদের সঙ্গে একত্রে বেঁধে রেখেছে তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা এবং তার স্ত্রীকে পুণ্যের পথে ফিরে আসায় সাহায্য করা থেকে বঞ্চিত করা; এক কথায় তার অর্থ—আন্নার সর্বনাশ। সে জানে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলেই আন্না ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে মিলিত হবে, আর সে মিলন হবে অবৈধ ও পাপ, কারণ গির্জার বিধান অনুসারে স্বামী যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন কোন নারী আবার বিয়ে করতে পারে না। কারেনিন ভাবল, আন্না ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে মিলিত হবে, দু' এক বছরের মধ্যেই ভ্রন্‌স্কি তাকে ত্যাগ করবে অথবা সেই অন্য কারও সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে; ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদ মেনে নিলে আমিই তার সর্বনাশের জন্য দোষী হব। মনে মনে এই কথাই সে শত শত বার ভেবেছে, আর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে বিবাহ-বিচ্ছেদটা অব্‌লন্‌স্কির বিচারে যত সরল বলেই মনে হোক সেটা একেবারেই অসম্ভব। শ্যালকের একটি কথাও তার মনে দাগ কাটে নি, তার প্রতিটি যুক্তির বিরুদ্ধেই তার হাতে হাজারটা জবাব আছে; কিন্তু মন দিয়ে তার সব কথাই সে শুনে গেল; সে জানে, সাংসারিক জীবনের কঠোর চাপের বশেই অব্‌লন্‌স্কি এ সব কথা বলছে, আর তাকে তা শুনতেই হবে।

"একমাত্র প্রশ্ন থাকছে, কি কি শর্তে তুমি বিবাহ-বিচ্ছেদে রাজী আছ? আন্নার নিজের কোন দাবী নেই, দাবী করবার সাহসই তার নেই, সব কিছুই সে তোমার উদারতার উপর ছেড়ে দিয়েছে।"

"হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!" কারেনিন মনে মনে আর্তনাদ করে উঠল;

বিবাহ-বিচ্ছেদের কার্যক্রম অনুসারে স্বামীকে দোষের বোঝাটা নিজের মাথায় বহন করতে হয়, এই কথা স্মরণ করে সেও ব্রন্স্কির মতই লজ্জায় দুই হাতে মুখটা ঢাকল।

"আমি বুঝতে পারছি তোমার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটাকে যদি ভাল করে ভেবে দেখ—"

কারেনিন নিজের মনেই বলল, "কেউ যদি তোমার ডান গালে আঘাত করে, তাকে অপর গালটা পেতে দাও; কোন লোক যদি তোমার কোটটা নিয়ে যায়, তাকে জোব্বাটা দিয়ে দাও।"

বাইরে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে লজ্জা আমি মাথা পেতে নেব। ছেলেকেও তার কাছেই থাকতে দেব, কিন্তু···এ সব না করলেই কি ভাল হত না? যাই হোক, তুমি যে রকম বলছ তাই হবে।"

শ্যালক যাতে তার মুখ দেখতে না পায় সেইভাবে ঘুরে সে জানালার পাশে গিয়ে বসল। তিক্ততায় ও লজ্জায় তার মন ক্লিষ্ট হয়েছে, তবু সেই তিক্ততা ও লজ্জাকে ছাড়িয়ে একটা মহৎ আত্মদানের আনন্দে ও মাধুর্যে তার মনটা ভরে উঠেছে।

অব্লন্স্কিও অভিভূত হয়ে পড়েছে। সে চুপ করে রইল।

অবশেষে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ, বিশ্বাস কর তোমার এই মহানুভবতাকে সে যথোচিত মর্যাদা দেবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা।" শেষের কথা কয়টি বলেই তার নিজের কানেই বড় অর্থহীন ঠেকল; নিজের বোকামিতে সে নিজেই না হেসে পারল না।

কান্নায় গলা আটকে না এলে কারেনিন হয় তো এ কথার জবাব দিত।

অব্লন্স্কিই আবার বলল, "এ দুর্ভাগ্যের জন্য ভাগ্যই দায়ী, আর সেই দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে দেখা আমাদের উচিত। এটাকে মেনে নিয়েই আমি তোমাদের দু'জনকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি।"

ভগ্নিপতির কাছ থেকে চলে যাবার পরেও অব্লন্স্কির মনের আচ্ছন্ন ভাবটা কাটল না; তবু সে যে তার উদ্দেশ্য সাধন করতে পেরেছে এই আত্ম-তুষ্টি তাতে ব্যাহত হল না। কারণ সে নিশ্চিতভাবেই জানে যে কারেনিন কথার খেলাপ করবে না। এই আত্মতুষ্টির সঙ্গে আরও একটা আনন্দ যুক্ত হয়েছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারটা মিটে গেলে স্ত্রী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে বলবার মত একটা ধাঁধার কথা সে ভেবেছে; ধাঁধাটি হল: "আমি মহান আলেক্সান্দারের সমকক্ষ কেন? কারণ আমরা দু'জনই গিঁটটা কেটেছি— তিনি কেটেছেন গার্ডিয়ান গিঁট, আর আমি কেটেছি বিয়ের গিঁট।" ঈষৎ হেসে সে মনে মনে বলল, এর চাইতে একটা ভাল ভাষ্যও হয় তো বের করতে পারব।

॥ ২৩ ॥

গুলিটা হৃৎপিণ্ডে না লাগলেও ভ্রন্‌স্কি বেশ গুরুতরভাবেই আহত হয়েছিল। প্রথম কয়েকটা দিন তো সে জীবন-মরণের মাঝখানে দুলছিল। যখন সে প্রথম কথা বলল তখন ঘরে ছিল শুধু তার ভাইয়ের স্ত্রী ভারিয়া।

তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি বলল, "ভারিয়া, হঠাৎই আমি নিজেকে গুলি করে বসেছিলাম। দয়া করে কখনও আমার কাছে এ প্রসঙ্গটা তুলো না, আর সকলকে বলে দিও যে এটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনামাত্র। সমস্ত ব্যাপারটাই এত অর্থহীন।"

কথার জবাব না দিয়ে ভারিয়া তার উপর ঝুঁকে পড়ে একটুখানি খুসির হাসি হাসল। ভ্রন্‌স্কির চোখ স্বচ্ছ, মোটেই জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন নয়, কিন্তু তার দৃষ্টি খুবই কঠোর।

ভারিয়া বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তোমার কষ্ট হচ্ছে কি?"

"সামান্য, এখানে," সে বুকটা দেখাল।

"তাহলে নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দি।"

ভারিয়া ব্যাণ্ডেজটা পাল্টে দিল। ভ্রন্‌স্কি চওড়া চোয়াল চেপে সেটা দেখল। কাজটা শেষ হয়ে গেলে বলল:

"আমার মন অস্থির হয় নি; তোমাকে মিনতি করছি, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমি নিজেকে গুলি করেছি এ কথা যাতে না রটে সেদিকে নজর রেখো।"

"সে রকম কোন কথা হয় নি। শুধু তুমি যে হঠাৎই আবারও নিজেকে গুলি করে বসবে না সে আশা করতে পারি কি?" সপ্রশ্ন হাসির সঙ্গে ভারিয়া বলল।

"না, তা কখনই করব না; কিন্তু আরও ভাল হত যদি···" সে দুঃখের হাসি হেসে বলল।

জ্বরটা ছেড়ে যাবার পরে যখন সে অনেকটা ভাল হয়ে উঠল তখন সে বুঝতে পারল যে, ভারিয়াকে ভয় পাইয়ে দেওয়া এই সব কথা ও হাসি সত্ত্বেও তার যন্ত্রণার একটা কারণ থেকে সে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পেরেছে। যে লজ্জা ও অপমান সে ভোগ করেছে, নিজের কাজের দ্বারাই যেন সে সব কিছু সে ধুয়ে-মুছে ফেলেছে। সে স্বীকার করে কারেনিন খুবই উদার ব্যবহার করেছে, আর সে নিজেও এখন আর অপমানিত বোধ করে না। এবার সে তার পুরনো জীবনেই ফিরে যাবে। আবার সে বিনা লজ্জায় মানুষের মুখের দিকে তাকাতে পারবে, পুরনো অভ্যাস মতই চলতে পারবে। শুধু মনের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করেও একটা জিনিসকে সে কিছুতেই মন থেকে ছিঁড়ে ফেলতে পারছে না—আন্নাকে সে যে চিরদিনের মত হারিয়েছে এই আশাহীন দুঃখ। সে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে, আন্নার স্বামীর চোখে নিজের মর্যাদাকে

প্রতিষ্ঠা করার পরে সে আন্নাকে অবশ্য ত্যাগ করবে ; আর কখনও অনুতপ্ত স্ত্রী ও তার স্বামীর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবে না। কিন্তু আন্নার ভালবাসাকে হারাবার দুঃখকে সে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছে না ; আর আন্নার সঙ্গে যে আনন্দোচ্ছল মুহূর্তগুলি সে কাটিয়েছে, যে মুহূর্তগুলিকে তখন যথাযথ মূল্য না দিলেও আজ তারাই তাকে তাড়া করে ফিরছে, সেই মুহূর্তগুলির স্মৃতিকেও সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না।

সের্‌পুখভ্‌স্কি তাস্‌খেন্ত-এ ভ্রন্‌স্কির জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছে, আর ভ্রন্‌স্কিও মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না করে সেটা গ্রহণ করেছে। কিন্তু যাত্রার দিন যতই এগিয়ে এল ততই এই ত্যাগকে স্বীকার করা তার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠল, যদিও সে এটাকে তার কর্তব্য বলেই মনে করে।

ঘা-টা শুকিয়ে যেতেই সে যাত্রার আয়োজন শুরু করল।

ভাবল, যদি শেষবারের মত তার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারতাম, তারপরে কবরে যেতে, মরতে আমার কোন ক্ষোভ থাকত না। বেৎসির কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে মনের এই ভাব সে তার কাছে প্রকাশ করেছিল। সে কথা বেৎসি আন্নার কাছে বয়ে নিয়েও গিয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এল নেতিবাচক জবাব নিয়ে।

সে কথা শুনে ভ্রন্‌স্কি ভাবল, যা হল ভালই হল। যেটুকু শক্তি এখনও আমার মধ্যে অবশিষ্ট আছে, এই দুর্বলতা হয় তো তাকেও শেষ করে ফেলত।

কিন্তু পরদিন সকালে বেৎসি নিজে এসে জানাল, অব্‌লনৃস্কি তাকে খবর পাঠিয়েছে যে কারেনিন বিবাহ-বিচ্ছেদে রাজী হয়েছে, আর তাই ভ্রন্‌স্কির পক্ষে আন্নার সঙ্গে দেখা না করার কোন কারণই থাকতে পারে না।

ভ্রন্‌স্কি বেৎসিকে বিদায়টুকুও জানাল না, দেখা করবার অনুমতি চাইল না বা কারেনিন কোথায় আছে সে খোঁজও নিল না, সোজা গাড়ি হাঁকিয়ে দিল কারেনিনদের বাড়ির দিকে। দৌড়ে সিঁড়ি পার হল, কাউকে দেখতে পেল না। দ্রুত পায়ে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে আন্নার ঘরে ঢুকে পড়ল। সেখানে আর কেউ আছে কি না সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে সে দুই বাহু বাড়িয়ে আন্নাকে জড়িয়ে ধরল, তার মুখ, হাত ও গলা চুমায় চুমায় ভরে দিল।

আন্না এই মিলন আশা করেছিল, এ বিষয়ে ভেবেছিল, কি বলবে তাও স্থির করে রেখেছিল, কিন্তু কথা বলবার সুযোগই সে পেল না। কামনার বহ্নিশিখায় সে বন্দী হয়ে পড়েছে ; ভ্রন্‌স্কিরও নিজের ভিতরকার সেই আগুনকে সে নিভিয়ে দিতে চাইল ; কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল ; বেশ কিছু সময় কেটে যাবার আগে সে একটা কথাও বলতে পারল না।

অবশেষে ভ্রন্‌স্কির হাতটা নিজের বুকের উপর রেখে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ, তুমি আমাকে জয় করেছ, আমি তোমারই।"

ভ্রন্‌স্কি বলল, "তাই তো হওয়া উচিত! আমরা দু'জন যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তাই তো হওয়া উচিত! এবার আমি তা জেনেছি।"

ভ্রন্‌স্কির মাথাটাকে দুই হাতের মধ্যে নিয়ে বিবর্ণ মুখে আন্না বলল, "ঠিক। তবু যা সব ঘটনা ঘটে গেছে তারপরে এর মধ্যেও যে ভয়ংকর অনেক কিছু আছে।"

"সব দূর হয়ে যাবে, আমরা সুখী হব! সেই ভয়ংকর কিছুই আমাদের ভালবাসাকে আরও বড় করে তুলবে, অবশ্য আরও বড় হওয়া যদি সম্ভব হয়," বলতে বলতে ভ্রন্‌স্কি মাথাটা তুলল, তার সুন্দর দাঁতগুলি হাসির আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল।

জবাবে আন্নাও হাসল—কথার জবাবে নয়, লোভনীয় চাউনির জবাবে। ভ্রন্‌স্কির হাতটা নিয়ে সে তার ঠাণ্ডা গালে ও চুলের উপর বুলাতে লাগল।

"তোমার এত ছোট চুল আগে কখনও দেখি নি। তুমি যেন আগের চাইতেও সুন্দর হয়েছ। একটি ছেলের মত। কিন্তু কত ফ্যাকাসে হয়ে গেছ!"

আন্না হেসে বলল, "আমি খুব দুর্বল।" আবারও তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল।

ভ্রন্‌স্কি বলল, "আমরা ইতালিতে চলে যাব। সেখানে তুমি শক্তি ফিরে পাবে।"

তার চোখের দিকে ঘনিষ্ঠভাবে তাকিয়ে আন্না বলল, "তাও কি সম্ভব হবে? তুমি আর আমি, পুরুষ ও স্ত্রীর মত, আমাদের পরিবার থাকবে সঙ্গে?"

"এর অন্যথা যে হতে পেরেছে সেটাই তো আমার কাছে অবাক লাগে।"

"স্তেভ্‌ বলেছে, সে সব কিছুতেই রাজী, কিন্তু এ উদারতা আমি তো তার কাছ থেকে নিতে পারি না;" বিষণ্ণ দৃষ্টিটা ভ্রন্‌স্কিকে ছাড়িয়ে আরও দূরে প্রসারিত করে দিয়ে আন্না বলল। "বিবাহ-বিচ্ছেদ আমি চাই না। এখন আমার কাছে ওতে কোন তফাৎ নেই। একমাত্র কথা হল—সের্গেই সম্পর্কে সে কি সিদ্ধান্ত নেবে?"

তাদের পুনর্মিলনের এই প্রথম মুহূর্তেই আন্না কেমন করে তার ছেলে ও বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা ভাবছে তা তো ভ্রন্‌স্কি বুঝতে পারছে না। ওতে কি কিছু যায়-আসে!

"এ কথা বলো না, এ কথা চিন্তাও করো না," আন্নার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তার মনোযোগকে অন্য দিকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে ভ্রন্‌স্কি বলল; কিন্তু সে তখনও তাকিয়ে রইল ভ্রন্‌স্কিকে পেরিয়ে অনেক দূরের দিকে।

"হায়, কেন আমার মৃত্যু হল না?—তাহলে কী ভালই না হত।" আন্না

বলল ; নিঃশব্দে তার দুই চোখে জল ঝরতে লাগল ; কিন্তু পাছে ভ্রন্স্কি কষ্ট পায় তাই সে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল।

ভ্রন্স্কির পূর্বেকার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তাস্খেন্ত্-এ তার জন্য যে লোভনীয় ও বিপজ্জনক চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটাকে বাতিল করা তার পক্ষে লজ্জাজনক, এমন কি প্রায় অসম্ভবই মনে হত। কিন্তু এখন মুহূর্তের জন্যও চিন্তাভাবনা না করেই সে প্রস্তাব সে বাতিল করে দিল, এবং যখন দেখল যে উচ্চতর মহল তার এই কাজকে সমর্থন করছে না তখন সে সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর চাকরিতে ইস্তফা দিল।

এক মাসের মধ্যেই কারেনিন ছেলেকে নিয়ে একা পড়ে রইল ; আর আন্না বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাবকে উপেক্ষা করেই ভ্রন্স্কির সঙ্গে বিদেশে চলে গেল।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

পঞ্চম পর্ব

॥ ১ ॥

প্রিন্সেস শেরবাত্স্কি ভেবেছিল, লেণ্ট-উৎসবের আগে বিয়েটা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ সে উৎসবের আর মাত্র পাঁচ সপ্তাহ বাকি, আর সেই সময়ের মধ্যে বিয়ের বস্ত্রালংকারাদির অর্ধেকও তৈরি করানো হয়ে উঠবে না ; কিন্তু লেণ্ট-উৎসবের পরে বিয়েটাকে পিছিয়ে দেওয়াটাও যে খুব বিপজ্জনক হয়ে পড়তে পারে, কারণ প্রিন্স শেরবাত্স্কির বুড়ি মাসি এতই অসুস্থ যে যে-কোন দিন তার মৃত্যু হতে পারে, আর সেক্ষেত্রে বিয়েটাকে আরও পিছিয়ে দিতে হতে পারে, তখনও প্রিন্সেস লেভিনের সঙ্গে একমত না হয়ে পারে নি। সেই কারণেই প্রিন্সেস লেণ্ট-এর আগেই বিয়েটা সেরে ফেলতে সম্মত হয়েছে ; স্থির করেছে—বস্ত্রালংকারের ব্যাপারটাকে দুই ভাগে ভাগ করে নেবে—একটা বড় তত্ত্ব একটা ছোট তত্ত্ব। ছোট তত্ত্বটাকে বিয়ের আগেই সেরে ফেলা হবে, আর বড় তত্ত্বটাকে পরে পাঠালেই হবে ; আর এ প্রস্তাবে লেভিন সম্মত কি না সেটা স্পষ্ট করে না জানিয়ে দেওয়ায় প্রিন্সেস তার উপর বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছে ; ব্যবস্থাটাকে আরও সুবিধাজনক মনে হয়েছে এই জন্য যে বিয়ের ঠিক পরেই নবদম্পতি লেভিন-এর গ্রামের জমিদারিতে চলে যাবে ; কাজেই বড় তত্ত্বের এখনই কোন প্রয়োজন হচ্ছে না।

লেভিন এখনও স্বপ্নলোকেই বাস করছে ; তার কাছে এখন সে আর তার সুখই পৃথিবীর একমাত্র ও প্রধান লক্ষ্যবস্তু ; তার মনে হচ্ছে, কোন কিছু নিয়েই তাকে কোন রকম ভাবনাচিন্তা করতে হবে না, সব কিছুর ভার অন্যরাই নেবে। এমন কি নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের কোন পরিকল্পনা বা লক্ষ্য সে স্থির করে নি ; সে কাজটাও সে অন্যের উপরে ছেড়ে দিয়েছে ; সব কিছু তাতেই সুসম্পন্ন হবে বলেই তার নিশ্চিত বিশ্বাস। কোজ্নিশেভ, অব্লন্স্কি ও প্রিন্সেস তার হাতে হাত মিলিয়েছে ; কাজেই সে যাতে আশানুরূপভাবেই সব কাজ করে যায় সেটা দেখাও তাদেরই দায়। তারা যা কিছু বলে সে তাতেই সম্মতি দেয়। ভাই তার জন্য টাকা সংগ্রহ করেছে, প্রিন্সেস বিয়ের ঠিক পরেই তাদের মস্কো ত্যাগ করবার পরামর্শ দিয়েছে, আর অব্লন্স্কি পরামর্শ দিয়েছে বিদেশ যাত্রার। সব প্রস্তাবই সে মেনে নিল। নিজের মনে বলল, তোমাদের যা ভাল লাগে আমাকে দিয়ে তাই করাও। আমি আজ সুখী ; তোমরা যাই কর না কেন তাতে আমার সুখ বাড়বেও না কমবেও না।

সে যখন কিটিকে জানাল যে অব্‌লন্‌স্কির মতে তাদের বিদেশে যাওয়া উচিত, তখন কিটি সে প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ায় সে এই ভেবে অবাক হয়ে গেল যে তারা কি ভাবে জীবন চালাবে সে সম্পর্কে কিটির একটা নিজস্ব মতামত আছে। সে জানত, গ্রামে থেকে কাজ করতেই লেভিন ভালবাসে। কাজেই সে হয় তো ভাবতে পারে যে কিটি লেভিনের কাজকর্মই বোঝে না এবং বুঝতে চায় না। কিন্তু শুধু এই কারণেই যে সে লেভিনের কাজকে গুরুত্ব দিয়েছে তা নয়। সে জানে যে গ্রামেই তাকে বাস করতে হবে, তাই যেখানে সে থাকবে না সেই বিদেশে না গিয়ে যেখানে তাকে বাস করতে হবে সেই গ্রামেই সে যেতে চায়। কিন্তু সেই মতটাকে এমন দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করায় লেভিন অবাক হয়ে গেল। কিন্তু যেহেতু তার কাছে দুইই সমান, তাই সে অব্‌লন্‌স্কিকে বলল গ্রামের জমিদারিতে গিয়ে সে জায়গাটাকে সাধ্যমত সুন্দর-ভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে। নব দম্পতির গৃহ-যাত্রার সব ব্যবস্থা ঠিক করে গ্রাম থেকে ফিরে এসে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "ভাল কথা, তুমি যে ধর্মীয় অনুশাসন পেয়েছ সে মর্মে একটা সুপারিশ-পত্র যোগাড় করেছ কি ?"

"না। কেন ?"

"দেখ, সেটা না থাকলে গির্জার কর্তৃপক্ষ তোমাদের বিয়ে দেবে না।"

লেভিন বলে উঠল, "হায় ভগবান ! গত নয় বছরের মধ্যে আমি তো কোন ধর্মানুষ্ঠানেই যোগ দেই নি। আমি তো সে সব ভুলেই গেছি।"

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "খুব ভাল করেছ ! অথচ আমাকে তুমি বল নৈরাজ্য-বাদী ! কিন্তু তুমি তো জান, ও সবে কোন ফল হবে না। অনুশাসন তোমাকে পেতেই হবে।"

"কিন্তু আর যে মাত্র চারদিন বাকি।"

অব্‌লন্‌স্কিই সব ব্যবস্থা করে দিল। লেভিনও সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত করল। নিজে এ সব সে বিশ্বাস করে না, অথচ অন্যের বিশ্বাসকে সে শ্রদ্ধা করে; তবু কোন ধর্মানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাতে অংশগ্রহণ করা তার পক্ষে খুবই কঠিন। এখন তার মানসিক অবস্থা খুবই কোমল, সব ব্যাপারেই সে অত্যন্ত স্পর্শকাতর; তাই প্রবঞ্চকের মত কাজ করা তার পক্ষে শুধু শক্তই নয়, প্রায় অসম্ভব। এই গৌরবের মুহূর্তে হয় তাকে মিথ্যা বলতে হবে, নয় তো একটি পবিত্র অনুষ্ঠানকে অপবিত্র করতে হবে। এর কোনটা করাই তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই সব অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে না গিয়েও যাতে সে সুপারিশ-পত্রটা পেতে পারে সেজন্য সে অব্‌লন্‌স্কির উপর চাপ দিল, কিন্তু অব্‌লন্‌স্কিরও সেই এক কথা—তাকে অনুশাসন নিতেই হবে।

"আরে বাবা, কেন এ নিয়ে গোলমাল করছ ? দু' দিনের তো মামলা। পুরোহিতটিও খুব ভাল মানুষ। সে এমনভাবে দাঁত তুলে দেবে যে তুমি বুঝতেই পারবে না।"

প্রাতঃকালীন সমবেত প্রার্থনা-সভায় প্রথম যোগ দিতে দাঁড়িয়ে লেভিন তার ষোল সতেরো বছরের প্রচণ্ড ধর্মীয় আবেগের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করল। তখনই সে বুঝল যে এ কাজ তার পক্ষে অসম্ভব। তারপর সে এটাকে একটা অর্থহীন ফাঁকা রীতি হিসাবে দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু তাও পারল না। সমকালীন অন্য লোকদের মতই ধর্মের প্রতি লেভিনের মনোভাবও অত্যন্ত অস্পষ্ট। সে এটাকে মেনেও নিতে পারে না, আবার এর পিছনে যে কোন সত্য নেই সে বিষয়েও কৃতনিশ্চয় হতে পারে না। কাজেই অনুষ্ঠানের আগাগোড়াই সে এমন সব কাজ করতে লাগল যার অর্থ ই সে বোঝে না, আর তাই ভিতর থেকে কে যেন তাকে বলতে লাগল যে এ সব কিছুই মিথ্যা ও ভুল।

ক্রুশটিকে দেখিয়ে ডিয়েকন বলল, খৃস্ট অদৃশ্যভাবে উপস্থিত থেকে তোমার স্বীকারোক্তি শুনছেন। পবিত্র গির্জার বাণী কি তুমি বিশ্বাস কর?"

"আমার মনে আছে সন্দেহ, সব কিছুকেই আমি সন্দেহ করি," এমনভাবে লেভিন কথাগুলি বলল যে কথাগুলি তার নিজের কানেই খারাপ শোনাল।

পুরোহিত কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে আবার তার ভল্‌গাস্থলভ উচ্চারণে বলতে লাগল:

"মানুষের দুর্বলতাই তাকে সংশয়ের অধীন করে রেখেছে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে, তিনি যেন আমাদের বিশ্বাসকে শক্তি-শালী করে তোলেন।"

"সন্দেহই আমার সব চাইতে বড় পাপ। সব কিছুতে আমার সন্দেহ। সব সময়ই আমি একটা সন্দেহের মধ্যে বেঁচে থাকি।"

পুরোহিত পুনরায় বলল, "মানুষের দুর্বলতাই তাকে সংশয়ের অধীন করে রাখে। কোন্ বিষয়ে তোমার সন্দেহ সব চাইতে বেশী?"

"সব কিছুতেই আমার সন্দেহ। অনেক সময় আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বেও সন্দেহ করে ফেলি," আবেগের সঙ্গে কথাগুলি বলেই সঙ্গে সঙ্গে লেভিন তার কথার অশোভনতায় আঁতকে উঠল।

প্রায় অদৃশ্য ঈষৎ হাসির সঙ্গে পুরোহিত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কি সন্দেহ থাকতে পারে?"

লেভিন কথা বলল না।

"সৃষ্টিকর্তার হাতের কাজ দেখার পরেও তাঁকে তুমি কেমন করে সন্দেহ করতে পার? গ্রহ-নক্ষত্রাদি দিয়ে কে সাজিয়েছে এই আকাশকে? এই পৃথিবীকে কে মুড়ে দিয়েছে সৌন্দর্যের আবরণে? সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কে এ সব করতে পারে?" জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে লেভিনের দিকে তাকিয়ে পুরোহিত বলল।

লেভিন বুঝল, পুরোহিতের সঙ্গে কোন রকম দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার সময় এটা নয়; কাজেই সে সোজাসুজি বলল, "আমি জানি না।"

"জান না? ঈশ্বরই যে এ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন সে কথায় তুমি কেমন করে সন্দেহ করতে পার?" পুরোহিত যেন মজা করতেই প্রশ্নটা করল।

"আমি কিছুই বুঝি না," কথাগুলি যে খুবই বোকার মত বলা হল সেটা বুঝতে পেরে লেভিন লজ্জা পেল।

"ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর; তাঁর সাহায্য ভিক্ষা কর। পবিত্র মহাপুরুষরা পর্যন্ত সন্দেহের অধীন হয়েছেন এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন যাতে তিনি তাদের মনে বিশ্বাস ফিরিয়ে দেন। শয়তান বড়ই শক্তিশালী; তার কাছে পরাজয় মানা চলবে না। প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর; তাঁর সাহায্য ভিক্ষা কর। প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর," পুরোহিত একই কথা বার বার বলতে লাগল।

পুরোহিত একটু চুপ করে কি যেন ভাবল।

হেসে বলল, "শুনেছি আমাদের এখানকার মালিক ও আমার আধ্যাত্মিক পুত্র প্রিন্স শের্‌বাত্‌স্কির মেয়েকে তুমি বিয়ে করছ? বড় ভাল মেয়ে।"

"হ্যাঁ," লেভিন বলল; কিন্তু মনে মনে ভাবল, স্বীকারোক্তির সময় আবার এ প্রশ্ন কেন?

যেন তার না-বলা প্রশ্নের জবাবেই পুরোহিত বলল: "তুমি পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছ; ঈশ্বর তোমাকে সন্তানসন্ততি দিয়ে আশীর্বাদ করুন, তাই তো চাও? শয়তানের প্রলোভনকে যদি তুমি জয় করতে না পার, নিজেই যদি অবিশ্বাসের পথে পা বাড়াও, তাহলে ছোটদের শিক্ষা দেবে কেমন করে? যদি তোমার সন্তানকে তুমি ভালবাস, তাহলে তাকে শুধু সম্পদ, বিলাস, আর পদমর্যাদা দিলেই তো হবে না; তাকে শেখাতে হবে মুক্তির পথ, সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে হবে তার আত্মাকে। তাই নয় কি? তোমার নিষ্পাপ শিশু যখন জিজ্ঞাসা করবে, 'বাপি, এই মাটি, সমুদ্র, সূর্য, ফুল, ঘাস—এ জগতে যা কিছু আমাকে আনন্দ দেয় তা কে সৃষ্টি করেছে?' তখন তুমি কি জবাব তাকে দেবে? তুমি নিশ্চয় বলবে না, 'আমি জানি না।' না জেনে যে তোমার উপায় নেই, কারণ ঈশ্বর যে পরম করুণায় সবই তোমার কাছে প্রকাশ করেছেন। অথবা শিশু সন্তান যদি জিজ্ঞাসা করে, 'কবরের ওপারে আমার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে?' তখন যদি তুমি নিজেই তা না জান তো তাকে কি বলবে? কি জবাব তাকে দেবে? এই জগতের শত প্রলোভন ও শয়তানের হাতে কি তাকে ছেড়ে দেবে? সে যে তোমার পক্ষে বড়ই অন্যায় কাজ হবে," সদয় চোখে লেভিনের দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাৎ করে পুরোহিত থেমে থেমে কথাগুলি বলল।

এবারে লেভিন কোন জবাব দিল না; পুরোহিতের সঙ্গে তর্ক করবার ইচ্ছা ছিল না বলে নয়, জবাব দিল না কারণ আজ পর্যন্ত কেউ তাকে এ সব

প্রশ্ন করে নি ; তার সন্তানরা যখন এ প্রশ্ন করবে তখন ভেবেচিন্তে জবাব দেবার অনেক সময় তার হাতে আছে ।

পুরোহিত বলেই চলল, "জীবনের যে অধ্যায়ে তুমি পা দিতে চলেছ তাতে একটা পথ বেছে নেওয়া একান্ত দরকার, পথ থেকে সরে যাওয়া নয়। প্রভু তোমার উপর সদয় হোন, তোমাকে করুণা করুন—এই প্রার্থনাই করি। মানুষের প্রতি পরিপূর্ণ প্রেমে প্রভু ঈশ্বর যীশু খৃস্ট তাঁর এই ভ্রান্ত সন্তানকে ক্ষমা করুন।…" প্রার্থনার শেষে পুরোহিত লেভিনকে আশীর্বাদ করে বিদায় দিল।

বাড়ি ফিরে লেভিন এই ভেবে সুখ ও স্বস্তি অনুভব করল যে একটি অপ্রীতিকর কাজ সমাধা হয়েছে, আর সেজন্য তাকে কোন মিথ্যা কথা বলতে হয় নি। তাছাড়াও তার মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মেছে যে এই দয়ালু বৃদ্ধ লোকটি যে কথা বলেছে সেগুলোকে সে গোড়ায় যতটা বোকা-বোকা ভেবেছিল আসলে তা নয়, তার মধ্যে এমন কিছু আছে যাকে স্পষ্ট করে বোঝা দরকার।

সে ও কিটি সন্ধ্যাটা ডলির বাড়িতে কাটাল। লেভিনের মেজাজ তখন অসম্ভব রকমের ভাল। অব্‌লন্‌স্কিকে নিজের মনের অবস্থা বুঝিয়ে বলতে গিয়ে সে বলল, বাচ্চা কুকুরকে যখন একটা ফাঁস-কলের ভিতর দিয়ে লাফ দেওয়া শেখানো হয় তখন প্রথমবার সফল হলে সে যেমন আনন্দের উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে, লেজ নেড়ে, টেবিলের উপরে ও জানালার গোবরাটে লাফিয়ে ওঠে, সেও তেমনি খুসি হয়ে উঠেছে।

॥ ২ ॥

চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী (প্রিন্সেস ও ডলি দু'জনেরই ইচ্ছা, সব নিয়ম-প্রথাই যেন মেনে চলা হয়) বিয়ের দিন লেভিন তার বাকদত্তার সঙ্গে দেখা করতে যায় নি ; ঘটনাক্রমে যে তিনটি অবিবাহিত বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের নিয়ে হোটেলেই ডিনার খেয়েছে। সেই তিন বন্ধু হল : কোজ্‌নিশেভ কাতাভাসভ (বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু, এখন প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক ; রাস্তায় দেখা হতেই তাকে হোটেলে এনে তুলেছে) ও চিরিকভ (তার নিত-বর, মস্কো আদালতের জজ ; লেভিনের ভালুক-শিকারের সঙ্গী)। ডিনার বেশ জমজমাট হল। কোজ্‌নিশেভ বেশ খুসি মেজাজেই ছিল, আর কাতাভাসভ চিরিকভও তার সঙ্গে সুর মেলাল।

ক্লাসে বক্তৃতা করার ঢঙে কাতাভাসভ বলল, "সত্যি, আমাদের বন্ধু কনস্তান্তিন লেভিন চিরকালই পয়লা সারির মানুষ। আমি যার কথা বলছি সে এখানে অনুপস্থিত, কারণ সে লেভিন আর এখন আমাদের মধ্যে নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে সে বিজ্ঞান ও সাংসারিক কাজেই আত্মনিয়োগ

করেছে। এখন থেকে তার গুণাবলীর অর্ধেক ব্যয় হবে নিজেকে ঠকাবার কাজে, আর বাকি অর্ধেক ব্যয় হবে সেই ঠকানোকে সমর্থন করতে।"

কোজ্‌নিশেভ বলল, "তোমার মত এত বড় বিয়ের শত্রু আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি।"

"না, আমি শত্রু নই; আমি শ্রম-বণ্টনের পক্ষপাতী। যারা আর কিছু করতে অপারগ তারা সন্তান উৎপাদন করুক, আর বাকিরা তাদের সুখ ও শিক্ষার ভার নিক। আমি তো এই ভাবেই ব্যাপারটাকে দেখি। অনেক লোকই এই দুটো কাজকে এক সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। আমি তাদের দলে নই।"

লেভিন বলল, "তোমাকে কখনও প্রেমে পড়তে দেখলে আমার যে কী মজাই হবে! তোমার বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করতে ভুলো না যেন।"

"আমি তো প্রেমে পড়েই আছি।"

"ভেটকি মাছের সঙ্গে বুঝি!" পরে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে লেভিন বলল, "জান, কাতাভাসভ গরীবের পুষ্টির উপর একটা প্রবন্ধ লিখছে, আর…"

"একটার সঙ্গে আর একটাকে গুলিয়ে ফেলো না। কি নিয়ে লিখছি তাতে কি তফাৎ হল? আসল কথা হল, সত্যি আমি ভেটকি মাছের প্রেমে পড়েছি।"

"কিন্তু তাতে বৌকে ভালবাসায় কোন বাধা হবে না।"

"ভেটকি মাছ হয় তো গোলমাল করবে না, কিন্তু বৌ অবশ্য করবে।"

"কেন করবে?"

"সবুর কর। নিজেই দেখতে পাবে। তুমি ভালবাস খামারের কাজ আর শিকার। ঠিক আছে; টের পাবে।"

আর্‌খিপ আজ এসেছে। সে বলছে, প্রুদ্‌নোয়ে-র জঙ্গলে প্রচুর বড় হরিণ ও দুটো ভালুক এসেছে," চিরিকভ বলল।

"দেখ, এ যাত্রায় আমাকে ছাড়াই তোমাদের শিকারে যেতে হবে।"

কোজ্‌নিশেভ বলল, "এই তো আসল কথাটি বলে ফেলেছ। এখন থেকে তুমি ভালুক-শিকারকে নমস্কার জানাতে পার। বৌ তোমাকে ছাড়বে না।"

লেভিন হাসল। বৌ তাকে যেতে দেবে না, এই চিন্তা এতই মধুর যে তার জন্য শিকারের আনন্দকে চিরকালের মত ছাড়তেও সে রাজী।

"কিন্তু তোমাকে ছাড়াই আমরা ভালুক দুটোকে তাড়া করছি এ কথা ভাবলেও সত্যি দুঃখ হয়। থাপিলোভোতে সেবারের শিকারের কথা মনে আছে? চলে এস হে, খুব মজা করা যাবে," চিরিকভ বলল।

বৌকে ছেড়ে গিয়ে কোথাও কোন মজা থাকতে পারে না এ কথা শুনে সকলে মুখ বেঁকিয়ে হাসবে সেটা লেভিন চায় না; তাই সে চুপ করে রইল।

কোজ্‌নিশেভ বলল, "কুমার-জীবন থেকে বিদায় নেবার এই অনুষ্ঠানটি

বড় সোজা নয়। আশা করি এতে তুমি সুখীই হবে, কিন্তু তবু স্বাধীনতা হারানোটা ভাল কথা নয়।"

"আরে বাবা, সত্যি কথাটা বল তো; গোগল-এর হাসির নাটকের নায়কের মত জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালাবার ইচ্ছা কি তোমারও হয় না ?"

"আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, সেটা চাইলেও সে কথা স্বীকার করতে চায় না," বলেই কাতাভাসভ হো-হো করে হেসে উঠল।

চিরিকভ হেসে বলল, "ঠিক বলেছ; জানালা তো খোলাই আছে।··· তিভের-এর পথে যাত্রা করা যাক। কোথায় ভালুকের পাত্তা পাওয়া যাবে তা আমি জানি। চল, পাঁচটার ট্রেনটাই ধরা যাক। যারা এখানেই থেকে যাবে তাদের থোরাই কেয়ার করি!"

লেভিনও পাল্টা হেসে বলল, "তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর, মনের মধ্যে অনেক খোঁজ-খবর করে দেখলাম, স্বাধীনতা হারিয়ে সেখানে ক্ষোভের এতটুকু ছায়াও পড়ে নি।"

কাতাভাসভ বলল, "বাঃ! তোমার মনের অবস্থা এখন এতই টালমাটাল যে সেখানে কিছুই তুমি দেখতে পাবে না। একটু সবুর কর। অবস্থা থিতিয়ে গেলেই সব চোখে পড়বে।"

"না, মনের মধ্যে আমার···অ্যাঁ···আবেগ (তাদের কাছে 'ভালবাসা' শব্দটা ব্যবহার করতে চাইল না) ও সুখ ছাড়া আর কোন অনুভূতির ছায়া-মাত্রও থাকলে তার একটা হদিস অন্তত আমি পেতাম। বরং উল্টে এই স্বাধীনতা হারিয়ে আমার বেশ খুসিই লাগছে।"

কাতাভাসভ দুঃখের সুরে বলল, "খুব খারাপ; কোন আশাই নেই। এস, ওর নিরাময় কামনা করে, অথবা ওর স্বপ্নের অন্তত এক শতাংশ সফলতার জন্য আমরা কিছু পান করি। তাতেও যে সুখ মিলবে তাও এ জগতে বিরল!"

কিছুক্ষণ পরেই অতিথিরা বিয়েতে যাবার জন্য সাজগোজ করতে চলে গেল।

একাকি বসে লেভিন আর একবার এই অবিবাহিত বন্ধুদের কথাগুলিই ভাবতে লাগল; নিজেকেই প্রশ্ন করল: স্বাধীনতা হারিয়েছে বলে তার মনে কি এতটুকু অনুতাপ হয়েছে? তার ঠোঁটে হাসি ফুটল। স্বাধীনতা? স্বাধীনতা কে চায়? সুখ তো তাকে ভালবাসায়, তার কথা চিন্তা করায়, তার ইচ্ছায় ইচ্ছাকে মেলাতে—এক কথায় স্বাধীনতাহীনতায়; সেই তো সুখ!"

কে যেন তার কানে কানে বলল, "কিন্তু তার চিন্তা, তার ইচ্ছা, তার অনুভূতির খবর কি তুমি জান?" তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। আবার সে চিন্তায় ডুবে গেল। হঠাৎ একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগল তার মনে। সন্দেহ ও আতংক—সব কিছুতেই সন্দেহের অনুভূতি যেন তার মনকে চেপে ধরল।

সে যদি আমাকে ভাল না বাসে তাহলে ? সে যদি শুধু বিয়ে করতে হবে বলেই তাকে বিয়ে করে থাকে তাহলে ? সে কি করতে যাচ্ছে তা যদি নিজেই না জানে তাহলে ? বিয়ের ঠিক পরেই আত্মস্থ হয়ে সে হয় তো বুঝতে পারবে যে আমাকে সে ভালবাসে না, কোন দিন ভালবাসবে না। যত সব অদ্ভুত খারাপ চিন্তা তার মনের মধ্যে ভিড় করতে লাগল। ভ্রনৃস্কির সঙ্গে কিটির সম্পর্কের কথা তার মনে পড়ল ; সঙ্গে সঙ্গে এক বছর আগেকার সেই ঈর্ষা আবার নতুন করে তাকে পেয়ে বসল। তার মনে হল, যে সন্ধ্যায় সে কিটিকে ভ্রনৃস্কির সঙ্গে দেখেছিল সেটা যেন গতকাল সন্ধ্যা। তার সন্দেহ হল, কিটি হয় তো তাকে সব কথা বলে নি।

সে উঠে দাঁড়াল। এ অবস্থা চলতে পারে না। হতাশ হয়ে সে নিজের মনেই বলে উঠল। আমি তার কাছে যাব—শেষ বারের মত তাকে বলব—আমরা দু'জনই মুক্ত, আর তাই থাকাই কি ভাল নয় ? চিরদিনের দুঃখ, লজ্জা ও অবিশ্বস্ততার চাইতে তো অন্য সব কিছুই শ্রেয় ! নিরাশায় ভরা মনে, কিটির প্রতি, নিজের প্রতি, সকলের প্রতি ঘৃণা নিয়ে সে হোটেল ছেড়ে কিটিদের বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

একটা পিছনের ঘরে তার সঙ্গে দেখা হল। চেয়ারে ও মেঝেতে স্তূপীকৃত একরাশ নানা রঙের ফ্রক সামনে নিয়ে সে একটা ট্রাংকের উপর বসে একটি দাসীকে কি যেন ফরমাশ করছে।

লেভিনকে দেখেই খুসিতে ঝলমল করে সে বলে উঠল, "আরে ! তুমি কি মনে করে···? আমি তো আশাই করি নি। এই সব আগেকার ফ্রকগুলো নিয়ে যে কি করব, কাকে দেব তাই ভাবছি।"

"খুব ভাল," দাসীর দিকে তাকিয়ে লেভিন বলল।

"তুমি যেতে পার দুনিয়াশা, পরে তোমাকে ডেকে পাঠাব।" মেয়েটি চলে গেলে কিটি প্রশ্ন করল, "কি ব্যাপার ?" সে লক্ষ্য করল, লেভিনের মুখটা কালো, বিচলিত। সে ভয় পেয়ে গেল।

কিটির সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে মিনতি-ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে লেভিন বেপরোয়াভাবে বলল, "কিটি ! আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। এ কষ্ট আমি একা বইতে পারছি না। আমি বলতে এসেছি, এখনও সময় পার হয়ে যায় নি। এ সব কিছু এখনও বন্ধ করা যায়। সব ঠিক করা যায়।"

"কি বলছ ? আমি বুঝতে পারছি না। তোমার কি হয়েছে ?"

"যে কথা তোমাকে হাজার বার বলেছি, যে কথা না ভেবে আমি পারি না : আমি তোমার উপযুক্ত নই। তুমি সাগ্রহে আমাকে বিয়ে করতে পার না। আবার ভেবে দেখ তুমি ভুল করেছ। ভাল করে ভেবে দেখ। আমাকে ভালবাসা তোমার পক্ষে অসম্ভব। যদি···দেখ, সে কথা এখনই বলা ভাল," কিটির দিকে না তাকিয়েই সে বলতে লাগল। "আমার দুঃখের শেষ

থাকবে না। লোকে যা বলে বলুক ; সে দুঃখের চাইতে সব কিছুই ভাল। এই সময়, পরে অনেক দেরি হয়ে যাবে।"

ভয়ার্ত গলায় কিটি বলল, "আমি বুঝতে পারছি না। তুমি কি বিয়ে ভেঙে দিতে চাও···আর এগোতে চাও না ?"

"হ্যাঁ, তুমি যদি আমাকে ভাল না বেসে থাক তো তাই।"

বিরক্তিতে রাঙা হয়ে কিটি চেঁচিয়ে বলল, "তুমি একটি পাগল !"

কিন্তু লেভিনের করুণ মুখখানি দেখে কিটি তার বিরক্তি চেপে চেয়ারের উপর থেকে একটা ফ্রক তুলে নিয়ে সেটা পেতে তার পাশে বসে পড়ল।

"তুমি কি এত ভাবছ ? আমাকে সব কথা বল।"

"আমি ভাবছি, আমাকে ভালবাসা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিসের জন্য তুমি আমাকে ভালবাসবে ?"

"হা ঈশ্বর ! কিসের জন্য···?" বলতে গিয়ে কিটি কেঁদে ফেলল।

"হায়, এ আমি কী করলাম !" বলেই তার সামনে নতজানু হয়ে বসে সে কিটির হাতে চুমা খেতে লাগল।

পাঁচ মিনিট পরে প্রিন্সেস যখন সে ঘরে ঢুকল তখন তাদের সব গোলমাল মিটে গেছে। কিটি নিশ্চিত করে জানিয়েছে সে তাকে ভালবাসে ; শুধু তাই নয়, কেন ভালবাসে তাও বলেছে। সে তাকে ভালবাসে, কারণ তার অন্তরটা সে দেখতে পেয়েছে ; লেভিন কি ভালবাসে তাও সে জানে ; আরও জানে যে লেভিন যা কিছু ভালবাসে তাই ভাল। এটা তার কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার। কাজেই প্রিন্সেস ঘরে ঢুকে দেখল, দু'জন ট্রাংকের উপর বসে ফ্রকগুলির বিলি-ব্যবস্থা নিয়ে তর্ক করছে ; লেভিন যখন বিয়ের প্রস্তাবটা করেছিল তখন কিটি যে বাদামী রঙের ফ্রকটা পরে ছিল কিটির ইচ্ছা সেইটেই দুনিয়াশাকে দিয়ে দেবে, কিন্তু লেভিন বলছে যে ওটা দেওয়া চলবে না, দুনিয়াশাকে নীল ফ্রকটা দেওয়া যেতে পারে।

"তুমি কেন বুঝতে পারছ না ? এটা ওকে মানাবে না, কারণ ওর গায়ের রং পিঙ্গল। আমি সব ভেবে দেখেছি।"

লেভিনের এখানে আসার কারণ শুনে প্রিন্সেস তাকে ঠাট্টা করে বকুনি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল ; বলল, কিটির চুল বেঁধে দিতে যে কোন মুহূর্তে চার্লস এসে পড়বে, কাজেই তাকে আর আটকে রাখা যাবে না।

প্রিন্সেস লেভিনকে বলল, "ক'দিন ধরে বেচারি কিচ্ছু খাচ্ছে না, ওর চেহারাই খারাপ হয়ে গেছে, আর তার উপরে এই সব বাজে কথা বলে তুমি ওর মন খারাপ করতে এসেছ। পালাও, এখান থেকে পালাও বাপু !"

দোষী ও লজ্জিতবোধ করলেও অনেক স্বস্তি নিয়ে লেভিন হোটেলে ফিরে গেল। কোজ্‌নিশেভ, ডলি ও অব্‌লন্‌স্কি বিয়ের সাজে সেজে পবিত্র দেবমূর্তি নিয়ে তাকে আশীর্বাদ করবার জন্য অপেক্ষা করছিল। হাতে আর সময় নেই।

ডলি বাড়ি গিয়ে তার ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে আসবে; সেই দেবমূর্তিকে বেদীতে বয়ে নিয়ে যাবে। তাছাড়া, নিত-বরকে নেবার জন্যও একটা গাড়ি পাঠাতে হবে এবং কোজ্‌নিশেভকে পৌঁছে দিয়ে গাড়িটা যাতে এখানেই ফিরে আসে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। মোট কথা, নষ্ট করবার মত সময় মোটে নেই; এখনই সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে।

দেবমূর্তির আশীর্বাদ-অনুষ্ঠান শেষ হল। অব্‌লন্‌স্কি হাস্যকর রকমের গম্ভীর ভঙ্গীতে স্ত্রীর পাশে দাঁড়াল, দেবমূর্তিটি হাতে নিয়ে লেভিনকে ভূমিস্পর্শ করে নত হতে বলল, তারপর ঠাট্টার হাসি হেসে তাকে তিনবার চুমা খেল। ডলিও তাই করল। আর তারপরেই গাড়ির ঝামেলা নিয়ে পড়ল।

"এই রকম ব্যবস্থা করেছি: তুমি আমাদের গাড়ি নিয়ে তাকে নিয়ে এস; আর সের্গেই আইভানভিচও পারলে তোমাদের সঙ্গেই যাবে, এবং গাড়িটা ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে।"

"নিশ্চয়।"

"আমরাও একটু পরেই যাচ্ছি। জিনিসপত্র সব পাঠিয়ে দিয়েছ তো?"

"দিয়েছি," বলে লেভিন কুজ্‌মাকে বলল তার পোষাক বের করে দিতে।

॥ ৩ ॥

বিয়ে উপলক্ষ্যে গির্জাটাকে উজ্জ্বল আলোয় সাজানো হয়েছে। চারদিকে মানুষের, বিশেষ করে স্ত্রীলোকের ভিড়। যারা ভিতরে ঢুকবার সুযোগ পায় নি, তারা জানালার নীচে জমায়েত হয়ে ধাক্কাধাক্কি করছে, ঝগড়া করছে, শিকের ভিতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। রাস্তায় থান বিশেকের উপর গাড়ি সশস্ত্র পুলিশরা পাহারা দিচ্ছে। বাইরের ঠাণ্ডা সত্ত্বেও ঝকঝকে ইউনিফর্মধারী একজন পুলিশ অফিসার ফটকে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও গাড়ির পর গাড়ি আসছে; মহিলারা ফুল হাতে নিয়ে আর ভদ্রলোকরা লোমের টুপি বা হ্যাট খুলে গাড়ি থেকে নামছে। দেবমূর্তির সামনেকার দুটো ঝাড়-বাতি ও সবগুলি মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।···চারদিকে আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। লোকজনের গুঞ্জন ধ্বনি। যতবার দরজাটা ঈষৎ শব্দ করে খুলে যাচ্ছে, ততবারই গুঞ্জন থেমে যায় আর সকলেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, বর-কনে এল কি না। এমনি করে অনেক বারই দরজাটা খুলল, কিন্তু প্রতিবারই দেখা গেল হয় কোন বিলম্বে আগত নিমন্ত্রিত অতিথি এসে ডান দিকের ভিড়ে দাঁড়িয়ে গেল, আর না হয় তো কোন দর্শক পুলিশ অফিসারকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে বাঁ-দিকের বহিরাগতদের দলে মিশে গেল। এতক্ষণে নিমন্ত্রিত এবং অনিমন্ত্রিত সকলেরই প্রত্যাশা একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাবার মত অবস্থা।

প্রথমে সকলে ভেবেছিল বর-কনে যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে; তাই

দেরিটাকে তারা আমল দেয় নি। কিন্তু অচিরেই তারা ঘন ঘন দরজার দিকে তাকাতে লাগল এবং কোন রকম গোলমাল হয়েছে কি না তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দেরিটা এতই বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠল যে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুরু করল।

সাদা গাউন ও গোলাপের কুঁড়ি দিয়ে সাজানো লম্বা ওড়নায় সে তৈরি হয়ে কিটি ও তার দিদি মাদাম লভোভা (নিত-কনে) অনেকক্ষণ হল শের্‌বাত্‌স্কিদের বসবার ঘরে অপেক্ষা করে আছে। আধ ঘণ্টা হল তারা বার বার জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখছে নিত-বর এসেছে কি না; সেই তো এসে খবর দেবে যে বর গির্জায় পৌঁছে গেছে।

এদিকে ওয়েস্টকোট বা ড্রেস-কোট না পরেই লেভিন তার হোটেলের ঘরে পায়চারি করছে, আর প্রতি এক সেকেণ্ড পর পর দরজা খুলে করিডরের এ-কোণ থেকে ও-কোণে উঁকি দিয়ে দেখছে। কিন্তু যার আসার কথা তাকে দেখতে না পেয়ে নিরাশ হয়ে হাতটা দোলাতে দোলাতে অব্‌লন্‌স্কির দিকে তাকাচ্ছে। সে কিন্তু বসে বসে শান্ত মুখে ধূমপান করে চলেছে।

"এ রকম হাস্যকর ভয়ংকর অবস্থায় কখনও মানুষ পড়ে?" সে বলল।

অব্‌লন্‌স্কি হেসে বলল, "সত্যি, একেবারে বোকার মত কাজ। কিন্তু তুমি শান্ত হও; এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

চাপা রাগের সঙ্গে লেভিন বলল, "ভাব তো একবার! আর এই সব অসহ্য খোলা ওয়েস্টকোট! তারা যদি আমার মালপত্র ইতিমধ্যে স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে?" হতাশায় সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

"তাহলে আমার একটা পরে নেবে।"

"আরও অনেক আগেই তা করা উচিত ছিল।"

"তাই বলে ও রকম ভাঁড়ের মত করছ কেন। একটু অপেক্ষা কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

গোলমালটা হয়েছে কি, লেভিন যখন কুজ্‌মাকে পোষাক বের করে দিতে বলেছিল তখন বুড়ো চাকরটা তার ড্রেস-কোট, ওয়েস্টকোট ও আর যা যা দরকার তা এনে দিয়েছিল।

"আমার শার্ট কোথায়?" লেভিন বলেছিল।

শান্ত হাসি হেসে কুজমা জবাব দিয়েছিল, "সেটা তো গায়েই রয়েছে।"

তাকে যখন জিনিসপত্র বেঁধেছেদে সব শের্‌বাত্‌স্কিদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলা হয়েছিল, কারণ সেদিন রাতেই নবদম্পতির সেই বাড়ি থেকেই রওনা হবার কথা, তখন বুড়ো চাকরটি একটা ধোয়া শার্ট বের করে রাখতে ভুলে গিয়েছিল; সে শুধু লেভিনের ড্রেস-স্যুটটাই বের করে রেখেছিল। যে শার্টটা লেভিন সকাল থেকে পরে ছিল সেটা একদম কুঁচকে গেছে এবং খোলা খোলা ওয়েস্টকোটের সঙ্গে সেটা মোটেই পরা চলবে না। শেরবাত্‌স্কিদের

বাড়ি এত দূরে যে সেখান থেকে একটা আনিয়ে নেওয়াও যাবে না। তাই একটা নতুন শার্ট আনতে দেওয়া হয়েছে। পরিচারক ফিরে এল ; সব দোকান বন্ধ ; আজ রবিবার। অব্‌লন্‌স্কির একটা শার্ট আনানো হল ; সেটা অনেক বেশী চওড়া, আর অনেক বেশী খাটো ঝুল। শেষ পর্যন্ত শের্‌বাত্‌স্কিদের বাড়িতেই লোক পাঠানো হয়েছে—লাগেজ খুলে একটা শার্ট নিয়ে আসবে। গির্জায় সকলে বরের জন্য অপেক্ষা করছে ; সে এখানে খাঁচায় বন্দী পশুর মত ঘরময় পায়চারি করছে, করিডরে উঁকি মারছে, আর আতংকে ও হতাশায় ভাবছে, না জানি কিটি কি মনে করছে, বিশেষত আজ সকালেই সে তাকে যা বলে এসেছে তারপর এই কাণ্ড দেখে শুনে।

শেষ পর্যন্ত অপরাধী কুজ্‌মা যেন উড়ে এসে ঘরে ঢুকে হাঁপাতে লাগল ; কিন্তু শার্টটা তার হাতে।

হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, "খুব সময় মত পৌঁছে গিয়েছিলাম।…গাড়িতে মালপত্র উঠে গিয়েছিল।"

তিন মিনিট পরে ভয়ে ঘড়ির দিকে না তাকিয়েই লেভিন হোটেলের করিডর দিয়ে ছুটে নামতে লাগল।

ধীরে সুস্থে তার পিছনে ছুটতে ছুটতে অব্‌লন্‌স্কি হেসে বলল, "ওতে আর কত এগোবে। আরে আমি বলছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

॥ ৪ ॥

"তারা এসে পড়েছে !…ঐ তো বর !…কোন্‌টি ?…যার বয়স অল্প ?… আহা বেচারি কনেটি, যেন জীয়ন্তে মরা !" চারদিক থেকে নানা মন্তব্য শোনা গেল। লেভিন ফটক থেকেই কনেকে নিয়ে গির্জায় ঢুকল।

অব্‌লন্‌স্কি তার স্ত্রীকে বিলম্বের কারণটা বুঝিয়ে বলল। অতিথিরা হেসে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করতে লাগল। লেভিন কিছুই দেখছে না। কাউকে দেখছে না ; তার চোখ কনের দিকেই আটকে আছে।

সকলেই বলল, ইদানীং কনের চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে, আগের মত তত সুন্দর নেই। লেভিনের কিন্তু তা মনে হল না। তার মনে হল, কিটি বুঝি আরও সুন্দর হয়েছে—ফুল, ওড়না, আর প্যারিসের গাউন-এ যে তার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে তা নয়, সাজ সজ্জার এত সব আড়ম্বর সত্ত্বেও তার মুখে, চোখে, ঠোঁটে সেই নিষ্পাপ সহজ ভঙ্গীটি ফুটে উঠেছে যা একান্তভাবেই তার নিজস্ব।

কিটি হেসে বলল, "আমি তো প্রায় ভাবতে বসেছিলাম যে তুমি পালিয়েছ।"

"যা ঘটেছে সেটা এতই বোকামির পরিচায়ক যে স্বীকার করতেও আমার লজ্জা করছে," লজ্জায় আরও লাল হয়ে কথাগুলি বলেই সে কোজ্‌নিশেভের দিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে হো-হো করে হাসতে হাসতে কোজ্‌নিশেভ বলল, "আচ্ছা এক শার্টের গল্প ফেঁদেছ।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," লেভিন যে কি বলল তা সে নিজেই বুঝল না।

গম্ভীর হবার ভান করে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "দেখ কস্ত্যা, একটা গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করার সময় এসেছে। ঠিক এই মুহূর্তেই তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা তোমার পক্ষে সম্ভব। আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে; নতুন মোমবাতি আনানো হবে, নাকি যা আছে তাতেই চলবে? দশ রুবলের তফাৎ।" ঠোঁটে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে আরও বলল, "আমি একটা সিদ্ধান্তে এসেছি, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে তুমি হয় তো আমার সঙ্গে একমত হবে না।"

লেভিন বুঝল এটা তামাশা, কিন্তু হাসতে পারল না।

"তাহলে কি হবে—নতুন না পুরাতন?"

"অবশ্যই নতুন।"

"খুব খুসি হলাম। ব্যাপারটা মিটে গেল," অব্‌লন্‌স্কি দাঁত বের করে হাসল। হাঁ করে তার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে লেভিন কনের কাছে চলে গেল। তখন অব্‌লন্‌স্কি চিরিকভকে বলল, "বিয়ের সময় একটা মানুষ কি পরিমাণ অপদার্থ হয়ে যায়!"

"মনে রেখো কিটি, তুমি কিন্তু কার্পেটের উপর প্রথম পা ফেলবে!" কাউণ্টেস নর্ডস্টন এসে তাকে সাবধান করে দিল। তারপর লেভিনের দিকে ফিরে বলল, "আহা, কী সুন্দর!"

"তোমার কি ভয় করছে?" বয়স্কা মাসি মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না শুধাল।

"তোমার কি শীত করছে বোন? বড়ই ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। দাঁড়াও, একটু নীচু হও," দিদি মাদাম লভোভা হেসে কিটির মাথার ফুলগুলো ঠিক করে দিল।

ডলি কি যেন বলতে এসেছিল; কিন্তু এসেই কাঁদতে শুরু করল; কিছুই বলতে পারল না; শুধু অস্বাভাবিকভাবে হাসল।

লেভিনের মতই নির্বিকার দৃষ্টিতে কিটি সকলের দিকে তাকাল। তাকে যে যা বলল তার একটিমাত্র জবাবই সে দিল—তার সেই একান্ত স্বাভাবিক খুসির হাসি।

ইতিমধ্যে গির্জার লোকজনরা সব যথারীতি সাজ পোষাক পরে হাজির হল। পুরোহিত লেভিনকে কি যেন বলল, কিন্তু সে শুনতেই পেল না।

"কনের হাত ধরে এগিয়ে যাও," নিত-বর বলে দিল।

কিছুক্ষণ লেভিন বুঝতেই পারল না তাকে কি করতে হবে। বার বার বলে দিয়েও তারা হতাশ হয়ে পড়ল, কারণ সে হয় ভুল হাতটা বাড়িয়ে দিচ্ছে, নয় তো ভুল হাতটা ধরছে। অবশেষে সে বুঝতে পারল, নিজে স্থান-পরিবর্তন না করেই তাকে নিজের ডান হাতে কনের ডান হাতটি ধরতে হবে। সে কাজটি করতেই পুরোহিত কয়েক পা এগিয়ে গেল এবং বক্তৃতার ছোট টেবিল-টার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরাও তাদের পিছন পিছন গিয়ে ভিড় করল। ধীরে ধীরে সব কিছু এত চুপচাপ হয়ে গেল যে মোম-বাতির গলে পড়া চর্বির শব্দ পর্যন্ত শোনা যেতে লাগল।

পুরোহিত ফুল দিয়ে সাজানো দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে বাঁ হাতে এমন ভাবে ধরল যাতে মোমটা ধীরে ধীরে গলে পড়তে পারে ; তারপর নবদম্পতির দিকে এগিয়ে গেল। যে বৃদ্ধ লোকটি লেভিনের স্বীকারোক্তি শুনেছিল এ সেই পুরোহিত। বিষণ্ন, ক্লান্ত চোখে বর-কনের দিকে তাকিয়ে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ; তারপর আস্তিন-খোলা আলখাল্লার ভিতর থেকে ডান হাতটা বের করে বরকে আশীর্বাদ করল : সেই একইভাবে কিটির আনত মাথায়ও হাতটা ছোঁয়াল। তারপর মোমবাতি দুটো তাদের হাতে দিয়ে ধুপতিটা নিয়ে ধীরে ধীরে সরে গেল।

মাথায় কোঁকড়া চুল রূপোলি পোষাক পরা একজন সুদর্শন লম্বা আর্চ-ডিয়েকন দ্রুত এগিয়ে এসে পুরোহিতের সামনে দাঁড়াল।

"হে প্রভু, তুমি আশীর্বাদ কর," এই গম্ভীর প্রার্থনার সুর ঢেউয়ের মত একের পর এক উচ্চারিত হতে লাগল।

সুরেলা গলায় পুরোহিত বলল, "হে প্রভু, এই সীমাহীন জগতে চিরকাল, চিরদিন তুমিই ধন্য।" তারপর এক অদৃশ্য সুর-লহরী গির্জার জানালা থেকে সুউচ্চ গম্বুজ পর্যন্ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল এবং এক সময় ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

প্রথামত শান্তি ও মুক্তির জন্য, পবিত্র সাইনড ও জার-এর জন্য প্রার্থনা করা হল ; যাদের বিয়ে হতে চলেছে প্রভুর সেই দুই সেবক কন্‌স্তান্তিন ও একাতেরিনার জন্য একটা বিশেষ প্রার্থনা করা হল।

"হে প্রভু, তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, এদের উপর তোমার পরিপূর্ণ প্রেম, শান্তি ও সহায়তা বর্ষণ কর।" মনে হল, ডিয়েকনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে উপস্থিত সকলেই যেন অনুচ্চারিত শব্দে ঐ প্রার্থনায় যোগ দিয়েছে।

প্রার্থনার কথাগুলি শুনে লেভিন তো অবাক। এরা কি করে জানল যে তার সাহায্যের বড় দরকার ? মনে পড়ে গেল, তার সাম্প্রতিক সন্দেহ ও ভয়ের কথা। আমি কতটুকু জানি ? কারও সাহায্য ছাড়া এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি ? হ্যাঁ, সাহায্যের আমার বড় দরকার।

ডিয়েকনের প্রার্থনা শেষ হলে পুরোহিত পুথি থেকে বর-কনেকে পড়ে শোনাতে লাগল ঃ

"শাশ্বত ভগবান, যারা ছিল বিচ্ছিন্ন ভালবাসার অচ্ছেদ্য বন্ধনে তুমি তাদের বেঁধে দিলে ; পবিত্র বিধান অনুসারে একদিন তুমি আইজাক ও রেবেকা এবং তাদের বংশধরদের আশীর্বাদ করেছিলে—আজ তুমি কন্‌স্তান্তিন ও একাতেরিনাকে আশীর্বাদ কর, তাদের সত্যের পথে পরিচালিত কর। হে প্রভু, তুমি তো করুণা ও দয়ার অবতার ; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার জয় হোক ; সে জয় শুরুতে ছিল, আজও আছে, চিরদিন থাকবে।" সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য সমবেত প্রার্থনায় বাতাস ভরে গেল ঃ "আ-মে-ন !"

"শাশ্বত ভগবান, যারা ছিল বিচ্ছিন্ন ভালবাসার অচ্ছেদ্য বন্ধনে তুমি তাদের বেঁধে দিলে।..." কী গভীর বাণী ! এই মুহূর্তে মানুষের অন্তরের কথার কী স্পষ্ট প্রকাশ ! লেভিন ভাবল, জানি না কিটিও ঠিক এই কথাই ভাবছে কি না।

মুখ ফেরাতেই কিটির চোখে চোখ পড়ল।

তার চোখ দেখেই সে বুঝল, তার কাছে এই কথাগুলির যা অর্থ, কিটির কাছেও তাই। কিন্তু লেভিন ভুল বুঝেছে। কিটি কথাগুলি বুঝতেই পারে নি ; আসলে প্রার্থনাটাই সে শোনে নি। একটি ক্রমবর্ধমান অনুভূতি এমন ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে ছিল যে কিছুই সে শুনতে পায় নি, বুঝতে পারে নি। ছ' সপ্তাহ আগে থেকেই সেই আনন্দের অনুভূতি তার মনে বাসা বেঁধেছে ; এই ছ' সপ্তাহ ধরে সেই অনুভূতি তাকে দিয়েছে যন্ত্রণা ও আনন্দ ; আজ সে অনুভূতি পূর্ণতায় পৌচেছে। ছ' সপ্তাহ আগেকার সেই দিনটিতে তাদের আর্‌বাত্‌ স্ট্রীটের বাড়ির বসবার ঘরে সে যখন বাদামী ফ্রকটা পরে লেভিনের কাছে গিয়েছিল, একটি কথাও না বলে নিজেকে তার হাতে সঁপে দিয়েছিল,—সেই দিন সেই মুহূর্তে মনে মনে পুরনো জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে সে শুরু করেছে একটি নতুন, স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ অজ্ঞাত জীবন, যদিও বাইরে আগেকার জীবনটাই চলতে লাগল। এই ছ'টি সপ্তাহ তার কাছে একাধারে পরম সুখ ও চরম যন্ত্রণার কাল। তার সকল জীবন, সকল বাসনা, সকল আশা এই একটি লোককে কেন্দ্র করেই ঘুরছে, অথচ তাকে সে এখনও বুঝতেই পারে নি ; এমন একটি অনুভূতি তাকে এই লোকটির সঙ্গে বেঁধেছে যা তাকে একবার আকর্ষণ করছে, আর পরক্ষণেই বিকর্ষণ করছে। অথচ তার জীবন চলেছে আগেকার জীবনের পথ ধরে। আর সেই পথে চলতে গিয়ে সে সভয়ে লক্ষ্য করছে, সেই জীবনের সঙ্গে যুক্ত যা কিছু—তার আচার, অনুষ্ঠান, প্রিয়জন, এমন কি যে বাবা-মা অপেক্ষা প্রিয়তর জন তার জীবনে এতদিন আর কেউ ছিল না—সকলের প্রতিই সে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন হয়ে পড়েছে। এই লোকটির সঙ্গে তার যে জীবন যুক্ত নয় তার প্রতি তার কোন

আকর্ষণ নেই, তার কথা সে ভাবতেও চায় না ; কিন্তু এই নতুন জীবন এখনও বাস্তব হয়ে ওঠে নি, আর সে জীবন যে কি রকম হবে সে বিষয়ে কোন পরিষ্কার ছবিও তার সামনে ফুটে ওঠে নি। নতুন ও অজানাকে ঘিরে যে প্রত্যাশা, যে ভয়, যে আনন্দ, তা ছাড়া আর কিছুই নেই।

কিন্তু আগেকার জীবনকে ছেড়ে আসতে যে প্রত্যাশা, যে অনিশ্চয়তা, যে আশংকার অনুভূতি তার মনে ছিল, আজ সে সব কিছুর অবসান ঘটিয়ে নতুন জীবনের যাত্রা শুরু হতে চলেছে।

এদিকে পুরোহিত তখন কিটির ছোট বিয়ের আংটিটা অনেক কষ্টে খুলে নিয়ে লেভিনকে হাতটা বাড়াতে বলে তার আঙুলের প্রথম কড় পর্যন্ত সেটাকে পরিয়ে দিল।

"ঈশ্বরের সেবক কন্‌স্তান্তিন ঈশ্বরের সেবিকা একাতেরিনাকে গ্রহণ করল।"

তারপর বড় আংটিটা নিয়ে কিটির ছোট আঙুলে পরিয়ে দিয়ে কিটির প্রসঙ্গে ঐ একই বাণী উচ্চারণ করল।

বর-কনে যতবার অনুমান করতে চেষ্টা করছে তাদের কি করতে হবে, ততবারই তারা ভুল করছে, আর পুরোহিত ফিস্ ফিস্ করে সে ভুল শুধরে দিচ্ছে। অবশেষে সে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে আংটি দিয়ে তাদের উপর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে পুরোহিত পুনরায় বড় আংটিটা কিটিকে এবং ছোট আংটিটা লেভিনকে দিল ; আবার তারা ভুল করে বসল ; দু'বার আংটি-বদল করল ; তবু কাজটাকে আশানুরূপভাবে করতে পারল না।

ডলি, চিরিকভ ও অব্‌লন্‌স্কি এগিয়ে গিয়ে সব ঠিক করে দিল। শ্রোতা-দের মধ্যে গুঞ্জন উঠল ; হাসি ও ফিস্‌ফিস্ কথাবার্তা চলল ; কিন্তু বর-কনের মুখের গম্ভীর পবিত্র ভাবের কোন বদল হল না। আংটি-বদল শেষ করে পুরোহিত পড়তে লাগল :

"সৃষ্টির আদিতেই তুমি পুরুষ ও নারী সব জীবকেই সৃষ্টি করেছিলে ; নারীকে তুলে দিয়েছিলে পুরুষের হাতে তার সাহায্যকারিণী হতে, মানব জাতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে। তাই হে আমাদের প্রভু ঈশ্বর, তোমার সন্তানের মধ্যে সত্যের গৌরবকে তুমি প্রতিফলিত করেছ, তোমার পছন্দমত সেবক, আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বংশ-পরম্পরা ধরে একটা চুক্তি করেছ ; আজ তোমার কাছে আমরা প্রার্থনা করি, তোমার সেবক কন্‌স্তান্তিন ও তোমার সেবিকা একাতেরিনাকে তুমি দেখো, তাদের এই মিলন যাতে বিশ্বাসে, একনিষ্ঠতায়, সততায় ও ভালবাসায় সুদৃঢ় থাকে সে দিকে তুমি দৃষ্টি দিও।..."

লেভিনের মনে একটি ধারণা ক্রমেই দৃঢ়তর হচ্ছে, এতদিন বিবাহ ও তাকে ঘিরে যে সব স্বপ্ন তার মনে ছিল সে সবই ছেলেমানুষী কল্পনামাত্র,

আসলে বিবাহ একটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার, এমন একটা কিছু যার অর্থ সে কোন দিন বুঝতেই পারে নি ; এমন কি আজ বিয়ে করতে বসেও কিছুই বুঝতে পারছে না ; তার মনে হতে লাগল, বুকটা যেন আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে ; অশ্রুজলে তার দুই চোখ ভরে এল।

॥ ৫ ॥

সারা মস্কো, তাদের সব বন্ধু ও আত্মীয় বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিল। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত গির্জায় সুসজ্জিতা মহিলা ও সাদা টাই, ড্রেস-স্যুট এবং ইউনিফর্ম পরিহিত ভদ্রজনদের এই সমাবেশে চাপা আলোচনা অনবরতই চলতে থাকল।

কনের একেবারে পাশে দাঁড়িয়েছিল তার দুই দিদি : ডলি ও সকলের বড় সুন্দরী মাদাম লভোভা ; বিয়ে উপলক্ষ্যেই সে বিদেশ থেকে এসেছে।

মাদাম কর্স্‌নস্কায়া বলল, "মারি বিয়েতে এ রকম একটা লাল পোষাক পরেছে কেন ? কালও তো পরতে পারত।"

মাদাম ক্রবেৎস্কায়া জবাব দিল, "ওর যা গায়ের রং তাতে আর কোন্ রং ও পছন্দ করবে ? কিন্তু আমি বুঝতে পারি না বিয়েটা ওরা সন্ধ্যায় ব্যবস্থা করল কেন।"

মাদাম কর্স্‌নস্কায়া বলে উঠল, "আঃ, সন্ধ্যাই তো ভাল সময়। আমার বিয়েও হয়েছিল সন্ধ্যায়।"

"লোকে বলে দশ বার নিত-বর হলে তার আর কোন দিন বিয়ে হয় না। বিয়ে করার বিপদটা কাটিয়ে উঠবার জন্য আজ সন্ধ্যায় দশম বার নিত-বর হবার ইচ্ছা আমার ছিল, কিন্তু আমি বেদখল হয়ে গেছি," কাউণ্ট সিন্‌য়াভিন কথাগুলি বলল সুন্দরী প্রিন্সেস চার্‌স্কায়াকে ; কাউণ্টের উপর প্রিন্সেসের একটু নজর ছিল।

প্রিন্সেস চার্‌স্কায়া একটু হাসল। কিটিকে দেখে সে ভাবছিল, কবে সে কাউণ্ট সিন্‌য়াভিনকে পাশে নিয়ে কিটির জায়গায় দাঁড়াবে ; সেদিন আজকের এই ঠাট্টাটা সে তাকে মনে করিয়ে দেবে।

কোজ্‌নিশেভ ঠাট্টা করে দারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নাকে বলল, "বিয়ের পরেই নবদম্পতির বাইরে কোথাও চলে যাওয়ার রীতি যে এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে তার কারণ তারা তাদের বিব্রত ভাবটা লুকিয়ে রাখতে চায়।"

"তোমার ভাইয়ের গর্ববোধ করবার হক আছে। এর চাইতে ভাল কনে সে পেত না। তোমার ঈর্ষা হচ্ছে না ?"

"সে অবস্থাটা আমি জয় করেছি দারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না," কথাটা বলেই তার মুখটা অপ্রত্যাশিতভাবে গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে পড়ল।

অবলন্স্কি বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা নিয়ে খ্যালিকার সঙ্গে রসিকতা করছিল।

সে কথায় কান না দিয়ে খ্যালিকা বলল, "ওর মালাটাকে সোজা করে দেওয়া দরকার।"

কাউন্টেস নর্ডস্টন মাদাম লভোভাকে বলল, "বড়ই দুঃখের কথা ওর চাউনিটাই বদলে গেছে। আরে, সে তো ওর কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নয়। তুমি কি বল?"

মাদাম লভোভা জবাব দিল, "মোটেই তা নয়। আমি ওকে ভাল করেই চিনি। সে আমার ভগ্নিপতি হতে চলেছে বলেই বলছি না। কী সুন্দর তার আচার-ব্যবহার! এ অবস্থায় ভাল আচরণ বড় সোজা কথা নয়—হাস্যকর হওয়াটাই সোজা! তাকে দেখে হাস্যকর বা অস্বস্তিকর কোনটাই মনে হচ্ছে না।"

"আমার তো মনে হয় এ বিয়ের কথা তোমরা আগেই জানতে।"

"কতকটা তাই বটে। কিটি আগাগোড়াই ওকে ভালবাসে।"

"এবার দেখা যাক, কার্পেটে কে আগে পা ফেলে। আমি তো আগেই কিটিকে সাবধান করে দিয়েছি।"

"ওতে কিছু তফাৎ হবে না। আমরা শের্বাত্স্কিরা সব সময়ই বাধ্য স্ত্রী। এটা আমাদের পরিবারের রীতি।"

"আমি কিন্তু ভাসিলির আগেই পা রেখেছিলাম। আর ডলি তুমি?"

ডলি তাদের পিছনেই দাঁড়িয়েছিল; তাদের কথা শুনেও কোন জবাব দিল না। সেও বিচলিত হয়ে পড়েছে। তার চোখও জলে ভরে উঠেছে; কথা বলতে গেলেই কেঁদে ফেলবে। কিটি ও লেভিনকে দেখে সে খুব খুসি। নিজের বিয়ের কথা মনে হতেই সে অবলন্স্কির দিকে তাকাল; ভুলে গেল বর্তমানকে; মনের উপর ভেসে উঠল প্রথম নিষ্পাপ প্রেমের ছবি। শুধু নিজের কথাই নয়, পরিচিত বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলেরই সেই জয়-গৌরবের দিনটির কথা তার মনে পড়তে লাগল। কনেদের মধ্যে তার মনে পড়ল আন্নার কথা। সম্প্রতি তার কানেও এসেছে যে অচিরেই তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটবে। সেই দিনটিতে সাদা ওড়না ও গোলাপ-কুঁড়িতে সেজে সেও তো পবিত্রতার প্রতিমূর্তির মতই দাঁড়িয়েছিল। আর আজ?

"কী বিস্ময়কর দুঃখের কথা," সে বিড়বিড় করে বলল।

শুধু বোনরা, বন্ধুরা ও আত্মীয়রাই নয়, অনেক বাইরের লোকও বিবাহ-অনুষ্ঠান দেখতে সেখানে ভিড় করেছিল। তারাও নানারকম মন্তব্য করতে লাগল।

"মেয়েটি কাঁদছে কেন? সে কি ওকে বিয়ে করতে চায় না?"

"ওর মত পুরুষ মানুষকে কে বিয়ে করতে না চায়? সে তো কোন প্রিন্স বা ওই রকমই একটা কিছু, না কি?"

"সাদা সাটিন পরা ওই তো ওর দিদি? সবুর কর, এক মিনিটের মধ্যেই ডিয়েকন এসে হাঁক দেবেন—"নারী, স্বামীকে সাবধান!"

"গায়করা কি চুদোভো থেকে এসেছে?"

"না, এটা সাইনড-এর দল।"

"আমি পরিচারককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলল, ওরা সোজা গ্রামের জমিদারিতে চলে যাবে। খুব ধনী লোক, সকলেই বলছে। সেই জন্যই তো বাবা-মা ওর হাতেই মেয়েকে দিয়েছে।"

"আহা, বড় মিষ্টি বর-কনে।"

"বেচারি কনে, যেন কসাইর হাতে মেষশাবক। তোমরা যাই বল, আমাদের মেয়ে জাতটার জন্য সত্যি দুঃখ হয়।"

"যে সব নারীর দল কোন ফাঁকে গির্জায় ঢুকে পড়েছিল তাদের মধ্যে এই ধরনের আলোচনাই চলতে লাগল।

॥ ৬ ॥

আংটির অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে একজন কর্মচারি গির্জার মাঝখানে একটা গোলাপী রঙের সিল্কের কার্পেট পেতে দিল; গায়করা নানাবিধ বাজনার সঙ্গে শ্লোক গাইতে লাগল; পুরোহিত কার্পেটটার দিকে বর-কনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। লেভিন ও কিটি প্রায়ই এই কুসংস্কারের কথা শুনেছে, যে আগে কার্পেটে পা রাখে দু'জনের মধ্যে তারই আধিপত্য বেশী হয়; কিন্তু পা ফেলবার সময় দু'জনের একজনেরও সে কথা মনে পড়ল না। কেউ কেউ বলতে লাগল, লেভিনই প্রথম পা রেখেছে, আবার অন্যরা বলল, দু'জন একই সঙ্গে পা রেখেছে। কিন্তু দু'জনের কারও কানেই সে সব কথা ঢুকল না।

তখন যথারীতি তাদের দু'জনকেই জিজ্ঞাসা করা হল, তারা মিলিত হতে ইচ্ছুক কিনা, অথবা অন্য কারও সঙ্গে তাদের কোন রকম বন্ধন আছে কি না; এ সব প্রশ্নের যে উত্তর তারা দিল সেগুলি দু'জনের কানেই আশ্চর্য ঠেকল। যা হোক, তারপরেই একটা নতুন অনুষ্ঠান শুরু হল। কিটি মনোযোগ দিয়ে প্রার্থনার বাণী শুনল, তার অর্থ বুঝতেও চেষ্টা করল, কিন্তু বুঝতে পারল না।

প্রার্থনায় বলা হল: "তাদের ভালবাসা পবিত্র হোক; গর্ভ সঞ্চারের দ্বারা ধন্য হোক।" তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, আদমের পাঁজরের হাড় দিয়েই ঈশ্বর নারীকে সৃষ্টি করেছিল, তাই 'সেই নারীর জন্য পুরুষ তার মা ও বাবাকে ছেড়ে স্ত্রীকেই আঁকড়ে ধরবে এবং দু'জনে মিলে এক হবে,' আর 'সে রহস্য বড়ই গভীর।' তারা আরও প্রার্থনা করল, ঈশ্বর তাদের সার্থক করে তুলুক, যেমন করে ঈশ্বর আইজাক ও রেবেকাকে, জোসেফ, মোজেস ও জিপ্পোরাহ্‌কে

আশীর্বাদ করেছিল ঠিক তেমনিভাবেই তাদের মাথায়ও তাঁর আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক; পুত্রের পুত্রকেও দেখবার জন্ত তারা বেঁচে থাকুক।" কী সুন্দর কথা-গুলি! কিটি ভাবতে লাগল; তার ঠোঁটে খুসির ঝিলিক লাগল।

"ওর মাথায় পরিয়ে দিন!" পুরোহিত যখন মুকুট দুটি নিয়ে এল এবং তরুণ শের্বাত্স্কি কিটির মাথাটা তুলে ধরল, তখন সমবেত দর্শকরা এই নির্দেশ জানাল।

"আমার মাথায় পরিয়ে দাও," কিটি হেসে বলল।

লেভিন কিটির মুখের দিকে তাকাল; সেখানে যে সুখের দীপ্তি ঝিলমিল করছে তা দেখে লেভিনের মনও সুখে ভরে উঠল। তার মনে হল, পুরোহিত ও ডিয়েকনও তার মত করেই হাসতে চাইছে।

দু'জনের মাথা থেকেই মুকুট তুলে নিয়ে পুরোহিত শেষ প্রার্থনা উচ্চারণ করে নবদম্পতিকে অভিনন্দন জানাল। লেভিন কিটির দিকে তাকাল। আগে কখনও তাকে এমনটি দেখে নি। যে নতুন সুখের আলো তার মুখে ঝলমল করছে তা যেন তাকে সগৌরবে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। সে কিটিকে কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু অনুষ্ঠান তখনও শেষ হয়েছে কিনা ঠিক বুঝতে পারল না। পুরোহিত নিজেই তার সাহায্যে এগিয়ে এল। সদয় হাসি হেসে নরম গলায় বলল, "তোমার স্ত্রীকে চুম্বন কর; তুমিও স্বামীকে চুম্বন কর।" তাদের হাত থেকে সে মোমবাতি দুটি নিয়ে নিল।

লেভিন আপ্তোভাবে কিটির হাসিমাখা ঠোঁটে চুমা খেল; হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরে একটা আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে তাকে গির্জার বাইরে নিয়ে গেল। সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে এ সব সত্যি ঘটছে। শুধু কিটির সঙ্গে সলজ্জ বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় হতেই তার মনে বিশ্বাস এল, কারণ তাদের মিলিত দৃষ্টিই বলে দিল যে আজ হতে তারা এক।

বিয়ে উপলক্ষে আয়োজিত ভোজ শেষ হলে সেই রাতেই তারা গ্রামের বাড়িতে যাত্রা করল।

॥ ৭ ॥

আন্না ও ভ্রন্স্কি তিন মাস ধরে ইওরোপে ঘুরে বেড়াল। ভেনিস, রোম, ও নেপল্স্ ঘুরে সবে তারা ইতালীর একটা ছোট শহরে এসে পৌচেছে এবং সেখানেই কিছুদিন কাটাবে বলে স্থির করেছে।

সুদর্শন পরিচারকটি চোখ কুঁচকে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে চটপট কথা বলছিল। প্রধান পরিচারকটির পরনে লেজওয়ালা কোট ও সাদা বাতিস্তে শার্ট; তার পেটের চারদিক ঘিরে অনেকগুলি ঘড়ির পকেট ঝুলছে। বারান্দার অপর দিককার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে সে মাথাটা ঘোরাল। যখন সে

দেখতে পেল, যে রুশ কাউণ্টটি সব চাইতে সেরা ঘরের স্যুটটা ভাড়া করেছে, সেই উঠে আসছে তখনই পকেট থেকে সসম্মানে হাত দুটি বের করে মাথা নুইয়ে জানাল, একজন বার্তাবহ এসে বলে গেছে যে পালাজ্জোটা ভাড়া পাওয়া যাবে। নায়েব চুক্তি সই করতে রাজী আছে।

"আঃ! খুব ভাল," ভ্রন্‌স্কি বলল। "আমার সঙ্গিনী ভিতরে আছেন কি?"

"তিনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন স্যার, তবে ফিরে এসেছেন।"

চওড়া কোণওয়ালা নরম টুপিটা মাথা থেকে খুলে ভ্রন্‌স্কি ঘর্মাক্ত কপালে ও চুলে রুমালটা বুলিয়ে নিল। মাথার চুল এত বড় হয়েছে যে কান দুটো অর্ধেক ঢেকে গেছে; পিছন দিকে বুরুশ করে মাথার উপরকার টাকটাকেও ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ভদ্রলোকটি তখনও ভ্রন্‌স্কির দিকে তাকিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল; তার দিকে এক নজর তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি যাবার জন্য পা বাড়াল।

প্রধান পরিচারক বলল, "এই ভদ্রলোকও রুশ; ইনি আপনার খোঁজ করছিলেন স্যার।"

পরিচিত লোকের সঙ্গ এড়াবার মত কোন জায়গা নেই দেখে অর্ধেক বিরক্তিতে এবং সেই সঙ্গে তার অস্তিত্বের একঘেয়েমিকে ভাঙতে পারে এমন কোন কিছুর জন্য অর্ধেক প্রত্যাশায় ভ্রন্‌স্কি আর একবার ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। লোকটি তখন একটু সরে গিয়ে অপেক্ষা করছিল; একই সঙ্গে দু'জনের চোখই উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"গোলেনিস্‌চেভ!"

"ভ্রন্‌স্কি।"

লোকটি সত্যি গোলেনিস্‌চেভ; "কোর অব পেজেস"-এ থাকার সময়ে ভ্রন্‌স্কির অন্যতম বন্ধু। গোলেনিস্‌চেভ কোর-এর উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের দলে ভিড়ে গিয়ে সমর বিভাগের পরিবর্তে অসামরিক বিভাগের স্নাতক হয় এবং শেষ পর্যন্ত কোন বিভাগেই চাকরিতে ঢোকে না। কোর ছাড়বার পরে সে ও ভ্রন্‌স্কি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরে এবং সেই থেকে তার একবার মাত্র তাদের দু'জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

সেই সাক্ষাতের সময় ভ্রন্‌স্কি জানতে পারে যে গোলেনিস্‌চেভ বুদ্ধিদীপ্ত উদারনৈতিক শ্রমের পথ বেছে নিয়েছে, আর সেই জন্যই সে ভ্রন্‌স্কির পদমর্যাদা ও ক্রিয়াকলাপকে ঘৃণা করে। ভ্রন্‌স্কিও তাকে পাল্টা আক্রমণ করে খুব কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিল; বলেছিল, "আমার জীবনযাত্রাকে তুমি সমর্থন করতে পার, নাও পার, আমার তাতে কিছুই যায়-আসে না; কিন্তু যদি আমার বন্ধুত্ব চাও তো আমাকে সম্মান করেই তোমাকে চলতে হবে।" গোলেনিস্‌চেভও একই তাচ্ছিল্যসূচক উদাসীনতার সঙ্গে সে কথার জবাব দিয়েছিল। এর থেকে মনে হতে পারে যে সেই সাক্ষাতের ফলে দু'জনের ভিতরকার ব্যবধান আরও বেড়ে গেছে। কিন্তু এখন দু'জন দু'জনকে চিনতে পেরে খুসিতে

ঝলমলিয়ে উঠল, আনন্দে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। গোলেনিস্‌চেভকে দেখে সে যে এতটা খুসি হবে তা ভ্রন্‌স্কি কল্পনাও করতে পারে নি; আসলে মনে মনে সে যে কতখানি বিরক্ত হয়ে উঠেছে তা সে নিজেই বুঝতে পারে নি। গত সাক্ষাৎকারের অপ্রীতিকর অনুভূতির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে ভ্রন্‌স্কি খুসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে সাগ্রহে হাতটা বাড়িয়ে দিল। গোলেনিস্‌চেভের চোখেও সেই একই খুসির ঝলকানি ফুটে উঠল।

বন্ধুত্বের হাসিতে দন্তপাটি বিকশিত করে ভ্রন্‌স্কি বলল, "তোমাকে দেখে কী যে খুসি হয়েছি!"

"ভ্রন্‌স্কির নাম অনেক শুনেছি, কিন্তু সে যে কোন্ ভ্রন্‌স্কি তা বুঝতে পারি নি। আমিও খুসি হয়েছি।"

"চল। এখানে কি করছ?"

"প্রায় দু'বছর এখানে আছি। কাজ করছি।"

"আচ্ছা," ভ্রন্‌স্কি সহানুভূতির সঙ্গে বলল। "ঠিক আছে, আমার সঙ্গে চল।"

যে সব কথা চাকর-বাকরদের কানে যাওয়া উচিত নয় তা বলবার সময় ফরাসীতে কথা বলাই রুশদের রীতি। তাই তারা ফরাসীতেই আলোচনা শুরু করল।

"তোমার সঙ্গে মাদাম কারেনিনার পরিচয় আছে কি? আমরা এক-সঙ্গেই ভ্রমণে বেরিয়েছি। এখন তার কাছেই যাচ্ছি," গোলেনিস্‌চেভের মুখের দিকে ভাল করে নজর রেখে সে কথা বলল।

পরিচয় থাকলেও গোলেনিস্‌চেভ কথা প্রসঙ্গেই জবাব দিল, "আচ্ছা, তা তো জানতাম না। এখানে কি অনেক দিন এসেছ?"

সন্ধানী চোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি জবাব দিল, "আজ চতুর্থ দিন।"

না, ছেলেটি ভাল। সব কিছুকে সঠিক দৃষ্টিতে দেখতে জানে। আন্নার সঙ্গে একে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি—ভ্রন্‌স্কি নিজের মনেই বলল।

আন্নাকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশ ভ্রমণের এই তিন মাসে অনেক নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে; সব ক্ষেত্রেই সে নিজেকে একই প্রশ্ন করেছে—আন্নার সঙ্গে তার সম্পর্ককে তারা কি চোখে দেখছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মনে হয়েছে, পুরুষরা ব্যাপারটাকে ঠিক ঠিক চোখেই দেখে। কিন্তু কেউ যদি তাকে জিজ্ঞাসা করে যে এই ঠিক ঠিক চোখে দেখা ব্যাপারটা কি, তাহলে যে কি জবাব দেবে তা সে জানে না।

ভ্রন্‌স্কি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল যে গোলেনিস্‌চেভও সেই দলেরই একজন; কাজেই সে দ্বিগুণ স্বাগত। সত্যি, আন্নার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পরে গোলেনিস্‌চেভ যে রকম ব্যবহার করল তার চাইতে ভাল কিছু ভ্রন্‌স্কিও আশা করে নি। তাকে বিব্রত হতে হয় এমন কোন প্রশ্নই সে তোলে নি!

আগে কখনও সে আন্নাকে দেখে নি। তার রূপ দেখে সে অবাক হল; যে সরলতার সঙ্গে সে তার নতুন অবস্থাকে মেনে নিয়েছে তা দেখে সে আরও অবাক হল। গোলেনিস্‌চেভকে নিয়ে ভ্রন্‌স্কি যখন ঘরে ঢুকল তখন তার মুখখানি লজ্জারুণ হয়ে উঠল। তার সরল মুখে এই শিশুসুলভ লাজ-রক্তিমাভা দেখে সে খুব খুসি হল। দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভ্রন্‌স্কিকে আলেক্সি বলে সম্বোধন করল; তাতে তাদের দু'জনের সম্পর্কের বিষয়ে কোন রকম সন্দেহের অবকাশই থাকল না। তার উপরে সে গোলেনিস্‌চেভকে জানাল যে তারা একটা নতুন বাড়ি ভাড়া করেছে; এখানে তাকে পালাজ্জো বলে। শীঘ্রই তারা সেই বাড়িতে উঠে যাবে। আন্নার এই সরল ব্যবহারে সে আরও খুসি হল। গোলেনিস্‌চেভ-এর মনে হল, এদের দু'জনের পারস্পারিক বোঝাপড়াটা ভালই হয়েছে। মনে হল, আন্না যা বুঝতে পারে নি সে কথাটাও সে বুঝতে পেরেছে, অর্থাৎ স্বামীকে এত দুঃখ দিয়ে, স্বামী ও পুত্রকে পরিত্যাগ করে, নিজের সুনামকে বিসর্জন দিয়েও কেমন করে সে এমন হাসিখুসি ও সুখী হয়েছে।

পালাজ্জোর কথায় গোলেনিস্‌চেভ বলল, "নির্দেশিকায় বাড়িটার উল্লেখ আছে। খুব ভাল বাড়ি।"

আন্নার দিকে ফিরে ভ্রন্‌স্কি বলল, "দিনটা বেশ পরিষ্কার; চল আর একবার গিয়ে বাড়িটা দেখে আসি।"

"খুব ভাল কথা। আমি তাহলে টুপিটা নিয়ে আসছি। বাইরে খুব গরম বলছিলে না ?

"না, খুব গরম নয়," ভ্রন্‌স্কি বলল।

আন্না হেসে দ্রুত পায়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

দুই বন্ধুর মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় হল; দু'জনের মুখেই হতবুদ্ধির আভাষ, আন্নাকে প্রশংসা করলেও গোলেনিস্‌চেভ যেন তার সম্পর্কে কিছু বলতে চেয়েও কি বলবে তা বুঝতে পারছে না; আবার ভ্রন্‌স্কিও চাইছে যে সে কিছু বলুক, অথচ সে কি বলবে তা ভেবে ভয় পাচ্ছে।

যেন একটা আলোচনা শুরু করবার জন্যই ভ্রন্‌স্কি বলে উঠল, "তাহলে তোমার এই অবস্থা। এখানেই আছ তো বললে ? সেই আগের কাজই করছ তো ?" কে যেন ভ্রন্‌স্কিকে বলেছিল গোলেনিস্‌চেভ এখন লিখতে শুরু করেছে; সেই কথা মনে করেই সে প্রশ্নটা করল।

"হ্যাঁ, 'টু ফাণ্ডামেণ্ট্যাল্‌স্‌'-এর দ্বিতীয় খণ্ড লিখছি," তার লেখার কথা বলায় গোলেনিস্‌চেভ খুসি হয়ে বলল। "সঠিক বলতে গেলে এখনও লেখা আরম্ভ করি নি, লেখার জন্য তৈরি হচ্ছি, মালমশলা সংগ্রহ করছি। দ্বিতীয় খণ্ডটা আরও ব্যাপক হবে, প্রায় সব প্রশ্নের আলোচনাই তাতে থাকবে। আমরা যে বাইজাণ্টীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী এ কথা রাশিয়াতে কেউ

স্বীকার করতে চায় না।" মহা উৎসাহে সে বিস্তারিতভাবে তার অভিমতকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করল।...

আলোচনার মাঝপথেই আন্না টুপি ও কাঁধ-ঢাকাটা নিয়ে যখন ফিরে এল তখন কি কারণে যেন গোলেনিস্‌চেভকে বেশ মনমরা দেখাচ্ছিল। কিন্তু আন্নার সদয় ব্যবহার ও সরল কথাবার্তায় শীঘ্রই তার মেজাজ ফিরে এল। নানা বিষয়ে আলোচনার পরে আন্না চিত্রশিল্প সম্পর্কে কথা তুলল; গোলেনিস্‌চেভও সেই কথা নিয়ে এতই মেতে উঠল যে আন্না মন দিয়ে শুনতে লাগল। নতুন ভাড়া-করা বাড়িটাতে তারা পায়ে হেঁটেই গেল; ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখল।

ফিরবার পথে আন্না গোলেনিস্‌চেভকে বলল, "বিশেষ করে একটা বিষয়ে আমি খুসি হয়েছি। আলেক্সি একটা চমৎকার স্টুডিও পাবে। তুমি কিন্তু ওই ঘরটাই নেবে," সহজ সরলভাবেই সে ভ্রন্‌স্কিকে কথাটা বলল; সে জানে, এই নিঃসঙ্গ প্রবাসে গোলেনিস্‌চেভ নিশ্চয় তাদের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হবে; কাজেই তার কাছে কোন কিছু লুকোবার দরকার নেই।

হঠাৎ ভ্রন্‌স্কির দিকে ফিরে গোলেনিস্‌চেভ প্রশ্ন করল, "আরে, তুমি ছবি আঁক না কি?"

ভ্রন্‌স্কি মুখ লাল করে বলল, "এক সময়ে আঁকতাম; আবার শুরু করেছি।"

সুখের হাসি হেসে আন্না বলল, "আঃ, ও একটি আশ্চর্য প্রতিভা। আমি অবশ্য সে বিচারের অধিকারী নই; তবে সে অধিকার যাদের আছে তারাই এ কথা বলেছে।"

॥ ৮ ॥

মুক্তিলাভ ও দ্রুত স্বাস্থ্যলাভের প্রথম অধ্যায়ে আন্না পরিপূর্ণ সুখে ও জীবনের আনন্দে একেবারে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। স্বামীকে যে দুঃখ সে দিয়েছে সে স্মৃতিও তার নিজের সুখকে নষ্ট করতে পারে নি। একদিকে সে স্মৃতির কথা ভাবাও তার পক্ষে ছিল ভয়াবহ। অন্যদিকে স্বামীর দুঃখ তাকে এত বেশী সুখ এনে দিয়েছিল যে অনুতাপের কোন সুযোগই সেখানে ছিল না। তার অসুখের পরে যা কিছু ঘটেছিল: স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন, আবার বিচ্ছেদ, ভ্রন্‌স্কির আত্মহত্যার চেষ্টার সংবাদ, তার আগমন, বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তুতি, স্বামীর বাড়ি ছেড়ে আসা, ছেলেকে ছেড়ে আসা—সব কিছু ঘটেছিল এমন একটা বিকারগ্রস্ত দৃষ্টিবিভ্রমের মধ্যে যার থেকে সে যখন জেগে উঠেছিল, দূর বিদেশে তখন তার একমাত্র সঙ্গী ছিল ভ্রন্‌স্কি। স্বামীর প্রতি

যে অন্যায় সে করেছিল তার স্মৃতি তার মনে জাগিয়েছিল বিতৃষ্ণার মনোভাব ; ঠিক যে মনোভাব জাগে কোন সাঁতারুর মনে যখন একটি ডুবন্ত মানুষের মরণ-মুঠি থেকে সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়। লোকটি ডুবে যায় ; সেটা অবশ্য দুঃখের, কিন্তু যেহেতু সেটাই আত্মরক্ষার একমাত্র পথ তাই তার ভয়াবহ বিবরণ যত ভুলে যাওয়া যায় ততই ভাল।

চরম বিচ্ছেদের প্রথম অধ্যায়ে একটা বিশেষ যুক্তির কথা ভেবে সে সান্ত্বনা পেয়েছিল ; তারপরেও যখনই সেই সব কথা ভেবেছে তখনই ঐ একই যুক্তির আশ্রয় সে নিয়েছে। তাকে দুঃখ না দিয়ে আমার উপায় ছিল না, কিন্তু তার সেই দুঃখের সুযোগ আমি নিতে চাই না ; আমিও তো কষ্ট পাচ্ছি, আর সে কষ্ট চলতেই থাকবে : যা আমার কাছে সব চাইতে প্রেয় তাই আমি হারিয়েছি—আমার সুনাম, আমার ছেলেকে হারিয়েছি। আমি অন্যায় করেছি, তাই সুখী হতে চাই না, বিবাহ-বিচ্ছেদ পেতে চাই না, অসম্মানকেই বয়ে বেড়াব, ছেলেকে হারাবার যন্ত্রণাকেই সহ্য করব। কিন্তু যত আন্তরিকভাবেই আন্না দুঃখ পেতে চাক, দুঃখ তাকে পেতে হয় নি। কোন অসম্মানও ভোগ করে নি। দু'জনই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী, তাই কখনও সে ও ভ্রন্‌স্কি আপত্তিজনক অবস্থায় ধরা পড়ে নি : বিদেশে তারা রুশ মহিলাদের সর্বদাই এড়িয়ে চলেছে ; যে সব লোক তাদের অবস্থাটা ঠিক ঠিক বোঝার ভান করে শুধু তাদের সঙ্গেই তারা মেলামেশা করেছে। আদরের ছেলেকে ছেড়ে এসেও প্রথমে তার কষ্ট হয় নি। তার ছোট্ট মেয়েটি, ভ্রন্‌স্কির মেয়ে, এতই মিষ্টি যে অন্য কাউকে না পেয়ে আন্না তাকেই এমনভাবে পুরোপুরি আঁকড়ে ধরল যে ছেলের কথা কদাচিৎ তার মনে পড়ত।

সুস্থ হয়ে উঠবার পরে জীবনের প্রতি আকর্ষণ এতই বেড়ে গেল, জীবনের পরিবেশ এতই নতুন ও আনন্দময় হয়ে দেখা দিল যে আন্নার সুখের বহর যুক্তির সীমা ছাড়িয়ে গেল। ভ্রন্‌স্কিকে যতই বুঝতে পারল ততই তাকে আরও বেশী করে ভালবাসল। তার জন্য, তার ভালবাসার জন্যই ভ্রন্‌স্কিকে সে ভালবাসল। ভ্রন্‌স্কিকে সে যে সম্পূর্ণ নিজের করে পেয়েছে এতেই তার আনন্দ। তার সঙ্গে থাকাটাই তার কাছে সুখের। তার চরিত্রের যতগুলি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে সবই তার কাছে ভাষার অতীতরূপে প্রিয় হয়ে দেখা দিয়েছে। ভ্রন্‌স্কি যা কিছু বলে, যা কিছু ভাবে, যা কিছু করে সবই আন্নার কাছে মহৎ ও উঁচু স্তরের বলে মনে হয়। চেষ্টা করেও তার মধ্যে এমন কিছু সে বের করতে পারে নি যা সুন্দর নয়।

অপর দিকে, তার দীর্ঘ দিনের কামনা পূর্ণ হলেও ভ্রন্‌স্কি কিন্তু পুরোপুরি সুখী হতে পারে নি। অচিরেই তার মনে হতে লাগল, তার মনোবাসনা চরিতার্থ হলে যে পর্বতপ্রমাণ সুখ পাওয়া যাবে বলে সে আশা করেছিল সেখানে সে পেয়েছে মাত্র একমুঠো ধূলি। আন্নার সঙ্গে নিজের জীবনকে

মিলিয়ে দিয়ে সে যখন তার সামরিক পরিচ্ছদ ত্যাগ করল তখন প্রথম দিকে যে মুক্তির আনন্দ সে পেয়েছিল তেমনটি আগে কখনও পায় নি; বন্ধনহীন ভালবাসা পেয়ে সে পরিতুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সেটা বেশী দিন টিকল না। অচিরেই তার মধ্যে দেখা দিল বাসনার তৃষ্ণা : অসন্তোষ। নিজের অজ্ঞাতেই যে কোন খেয়ালকেই সে আঁকড়ে ধরে, ভাবে এই বুঝি সে চেয়েছে, এই বুঝি তার লক্ষ্য। বিদেশে তাদের এই বন্ধুত্বহীন জীবন কাটে সামাজিক জীবন-যাত্রার গণ্ডীর বাইরে; তাই প্রতিটি দিনের ষোলটি ঘণ্টাকে কাটাবার একটা না একটা উপায় তাদের খুঁজে নিতে হচ্ছে। বিয়ের আগে বিদেশ ভ্রমণে এসে ভ্রন্‌স্কি যে সমস্ত আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাত, সে সবের কথা তো এখন ভাবাই যায় না। সে রকম একটিমাত্র চেষ্টার ফলেই আন্না যে রকম ভীষণভাবে মন খারাপ করে বসেছিল সেটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই সামঞ্জস্যহীন—কারণটা ছিল একান্তই তুচ্ছ : অবিবাহিত বন্ধুদের সঙ্গে অধিক রাত পর্যন্ত পান-ভোজন। নিজেদের সম্পর্কের অস্পষ্টতার জন্য কোন স্থানীয় বা রুশ সমাজেও তারা মিশতে পারে না। ভাল ভাল জায়গা ও দৃশ্য দেখে সময় কাটাতে ইংরেজরা যতটা ভালবাসে, ভ্রন্‌স্কির বুদ্ধিদীপ্ত রুশ মন তাতে ততটা সায় দেয় না।

ক্ষুধার্ত পশু যেমন যে কোন জিনিসকেই খাদ্যবস্তু বলে আঁকড়ে ধরে, ভ্রন্‌স্কিও তেমনি নিজের অজ্ঞাতে কখনও রাজনীতি, কখনও সর্বশেষ প্রকাশিত বই, আবার কখনও বা ছবি নিয়েই পড়ে থাকতে চায়।

যেহেতু যৌবনে তার ছবি আঁকার ক্ষমতা ছিল, এবং পরবর্তীকালে অর্থ-ব্যয়ের আর কোন পথ না পেয়ে খোদাই মূর্তি সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল, তাই এবার সে ছবি আঁকাকেই বৃত্তি হিসাবে বেছে নিল, তা নিয়ে পড়াশুনা করতে লাগল, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগল, এবং অব্যবহৃত যে শক্তির ভাণ্ডার বহির্গমনের পথ খুঁজছিল তাকে সেই কাজেই ব্যয় করতে লাগল।

অবশ্য শিল্পকর্মকে বুঝবার এবং নির্ভুল ও রুচিসম্মতভাবে ছবি নকল করবার ক্ষমতা তার ছিল; তা থেকেই সে ধরে নিল শিল্পীসুলভ সব গুণই তার আছে; তাই ধর্মীয়, ঐতিহাসিক অথবা বস্তুবাদী—শিল্পের কোন্ শাখাকে সে বেছে নেবে সে সম্পর্কে কিছু ভাবনা চিন্তা না করেই সে আঁকতে শুরু করে দিল। চিত্রশিল্পের সব শাখার সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল, তাই সব জায়গা থেকেই সে প্রেরণা খুঁজে নিত।...তবু ফরাসী শিল্প-শাখাই মাধুর্যে ও ফলশ্রুতিতে তাকে সব চাইতে বেশী আকর্ষণ করত; তাই সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেই ইতালীয় পোষাকে সজ্জিতা আন্নার একটা প্রতিকৃতি সে আঁকতে শুরু করে দিল। সে নিজে এবং অন্য যে প্রতিকৃতিটি দেখল সেই এটাকে একটি বিরাট সাফল্য বলে মনে করল।

॥ ৯ ॥

পালাজ্জোটি যেমন প্রাচীন তেমনই দীর্ঘ পরিত্যক্ত। তার উঁচু ঢালাই ছাদ, ফ্রেস্কো-আঁকা দেয়াল আর মোজায়িক করা মেঝে, উঁচু জানালায় ভারী হলুদ পর্দা, টেবিলে ও চিমনিতে ফুলদানি, কারুকার্যখচিত দরজা, আর ছবি-ঝোলানো ঈষৎ অন্ধকার হল—সব মিলিয়ে এই প্রাচীন পালাজ্জো ভ্রন্স্কির মনে এমন একটা মনোরম ভ্রান্তির সৃষ্টি করল যে সে যেন এখন আর রুশ জমিদার ও অবসরপ্রাপ্ত অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার নয়; এখন সে একজন আলোকপ্রাপ্ত প্রেমিক, শিল্পের পৃষ্ঠপোষক, নিজেও একজন নগণ্য শিল্পী; সে এমন একটি মানুষ যে ভালবাসার নারীর জন্য সমাজ, উচ্চাকাংখা ও পারিবারিক সম্পর্ককে ত্যাগ করেছে।

পালাজ্জোতে উঠে আসার পর থেকেই ভ্রন্স্কি বেশ প্রশংসনীয়ভাবেই তার ভূমিকা পালন করে চলল; গোলেনিস্‌চেভের মাধ্যমে বেশ কিছু ভাল লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে বেশ সুখেই দিন কাটাতে লাগল। চিত্র-শিল্পের জনৈক ইতালীয় অধ্যাপকের শিক্ষাধীনে থেকে সে বাস্তব জীবনের বেশ কিছু ছবি আঁকল; মধ্যযুগীয় ইতালীর ছবিও আঁকল। মধ্যযুগীয় ইতালী নিয়ে সে এতই মেতে উঠল যে মধ্যযুগীয় রীতি অনুসারে মাথায় টুপি পরল আর এক কাঁধে চাদর ঝুলিয়ে দিল। সেটা তাকে মানালও খুবই সুন্দর।

একদিন সকালে গোলেনিস্‌চেভ তার সঙ্গে দেখা করতে এলে ভ্রন্স্কি বলল, "আমরা এখানেই আছি, অথচ আমাদের চারপাশে কি হচ্ছে তার কোন খবরই রাখি না। মিখাইলভ-এর আঁকা এই ছবিটা তুমি কি দেখেছ?" যে সংবাদপত্রখানা সে এইমাত্র পড়ে শেষ করেছে সেটা বন্ধুর হাতে দিয়ে জনৈক রুশ চিত্রশিল্পী সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধটির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ঐ শিল্পী ঐ শহরেই বাস করছে। সম্প্রতি তার একখানি ছবি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আর তা নিয়ে যথেষ্ট সোরগোল পড়ে যাওয়াতে ছবিখানি আগাম বিক্রিও হয়ে গেছে। এ রকম একজন বিশিষ্ট শিল্পীকে সাহায্য ও উৎসাহ না দেবার জন্য সরকার ও অ্যাকাডেমির যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়েছে।

গোলেনিস্‌চেভ বলল, "হ্যাঁ, আমি এটা দেখেছি, লোকটির প্রতিভা আছে, কিন্তু সে একটা সম্পূর্ণ ভুল পথ ধরেছে। খৃস্ট ও ধর্মীয় ছবির ব্যাপারে আইভানভ—স্ট্রস—রেনান গোষ্ঠীর পথ।"

"ছবিটার বিষয়বস্তু কি?" আন্না জিজ্ঞাসা করল।

"পাইলেট-এর পূর্ববর্তী খৃস্ট। নব্যপন্থীদের বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে খৃস্টকে একজন ইহুদিরূপে আঁকা হয়েছে।"

আলোচনার এই বিষয়টি গোলেনিস্‌চেভের খুবই প্রিয়; তাই সে বক্তৃতা শুরু করে দিল:

"এ রকম একটা মোটা দাগের ভুল তারা কেমন করে করল আমি তো

বুঝতে পারি না। প্রাচীন কালের মহৎ শিল্পীদের সৃষ্টিতে খৃস্টের মূর্তি রূপ পেয়েছে। এই সব নতুনরা যদি কোন বিপ্লবী বা ঋষির ছবি আঁকতেই চায় তো তারা সক্রেটিস বা ফ্রাংকলিন বা শার্লটি কর্ডেকে বেছে নিক, খৃস্টকে নয়। তাদের শিল্প-মাধ্যমে যাকে প্রকাশ করা তাদের পক্ষে সম্ভবই নয় তাকেই তারা বেছে নিয়েছে ; তাছাড়া—"

ভ্রন্‌স্কি রুশ চিত্রকলার একজন পৃষ্ঠপোষক ; তাই তার মনে হল ছবিটা ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সে প্রশ্নে না গিয়েও শিল্পীর পক্ষ সমর্থন করা তার কর্তব্য ; তাই সে বলল, "এ কথা কি সত্য যে মিখাইলভ খুব দুস্থ অবস্থায় পড়েছে ?"

"আমার তো তা মনে হয় না। সে একজন উঁচুদরের প্রতিকৃতি-আঁকিয়ে। ভাসিলচিকোভার যে প্রতিকৃতি সে এঁকেছে সেটা তুমি দেখেছ ? তবে মনে হচ্ছে সে প্রতিকৃতি আঁকা ছেড়ে দিতে চাইছে ; সে ক্ষেত্রে অবশ্য সে টানা-টানিতে পড়তে পারে। কিন্তু আমি বলছিলাম—"

"আমি কি তাকে আন্নার প্রতিকৃতি আঁকতে বলতে পারি না ?" ভ্রন্‌স্কি বলল।

"কিন্তু কেন ?" আন্না বলল। "যে প্রতিকৃতি তুমি এঁকেছ তারপর আর কিছুই আমি চাই না। সে বরং আনি-র (ছোট্ট মেয়েটিকে সে ঐ নামেই ডাকে) প্রতিকৃতি আঁকুক। ঐ যে, ঐ তো সে," জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে বলল। সুন্দরী ইতালীয় ধাইটি তখন শিশুকে নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছিল। তাকে মডেল করে ভ্রন্‌স্কি একখানা ছবিও এঁকেছে, আর বর্তমানে আন্নার পায়ে সেটাই একমাত্র কাঁটা। তার ছবি আঁকতে আঁকতে ভ্রন্‌স্কি অনেকবার মেয়েটির রূপ ও মধ্যযুগীয় দৃষ্টির প্রশংসা করেছে।

ভ্রন্‌স্কিও একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তারপর আন্নার চোখে চোখ রাখল। পরক্ষণেই গোলেনিস্‌চেভ-এর দিকে ঘুরে বলল :

"মিখাইলভের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে কি ?"

"দেখা হয়েছে। লোকটি অদ্ভুত, একেবারেই অশিক্ষিত। জান তো, আজকাল পথে-ঘাটে সর্বত্র যে সব নব বর্বরদের দেখা যায় তাদেরই একজন ; যে সব স্বাধীন চিন্তাবিলাসীর দল নাস্তিক, সন্দেহবাদী ও জড়বাদী হয়ে গড়ে ওঠে তাদেরই একজন।···যতদূর জানি, সে মস্কো আদালতের এক পরি-চারকের ছেলে ; বলবার মত কোন লেখাপড়াই শেখে নি। অ্যাকাডেমির ছাত্র হিসাবে যখন কিছুটা নাম হল তখন কিছুটা লেখাপড়া শেখার ঝোঁক হল। কাজেই শিক্ষার পিঠস্থান হিসাবে বেছে নিল সংবাদপত্র। আগেকার দিনে কোন লোক—ধর একজন ফরাসী—লেখাপড়া শিখতে চাইলে সে পড়ত ধ্রুপদী সাহিত্য : ধর্মগ্রন্থ, ট্র্যাজিডি, ইতিহাস, দর্শন—এক কথায় যা আমাদের বুদ্ধিগত উত্তরাধিকার। কিন্তু একালে সে সঙ্গে সঙ্গেই পড়ল

নেতিবাদী সাহিত্যের খপ্পরে, খুব তাড়াতাড়ি নেতিবিজ্ঞানের মূল কথাগুলিকে হজম করে ফেলল, আর তার ফল তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। অচিরেই তার মাথায় এমন সব ভাব ঢুকল যাতে প্রকাশ্যেই বলা হয়: বিবর্তন, প্রাকৃতিক নির্বাচন ও জীবন-সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নেই। শুধু তাই, আর কিছু না। তাই তো আমার প্রবন্ধে—"

কথার মাঝখানেই আন্না বলে উঠল, "তাহলে আমরা ঐ করব।" অনেকক্ষণ থেকেই সে বুঝতে পারছিল যে শিল্পীর শিক্ষার ইতিহাস শোনার কোন আগ্রহই ভ্রন্‌স্কির নেই, তার একমাত্র আগ্রহ তাকে সাহায্য করা, তাকে দিয়ে একটা প্রতিকৃতি আঁকানো। তাই আন্না বলে উঠল, "তাহলে আমরা ঐ করব। সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করব।"

গোলেনিস্‌চেভ বক্তৃতা থামিয়ে তাদের সঙ্গে যেতে সানন্দে রাজী হল। যেহেতু শিল্পী থাকে শহরের অপর প্রান্তে তাই তারা একটা গাড়ি নেওয়াই স্থির করল।

আন্না বসল গোলেনিস্‌চেভের পাশে, আর ভ্রন্‌স্কি বসল সামনের আসনে। এক ঘণ্টার মধ্যেই গাড়িটা শহরের অপর প্রান্তে একটা মনোরম নতুন বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরোয়ানের স্ত্রী বেরিয়ে এসে জানাল, মিখাইলভ অতিথিদের স্টুডিওতে ঢুকতে দেয়, কিন্তু সে তো এখন বাড়ি চলে গেছে—রাস্তা দিয়ে আরও কিছুটা এগোলেই তার বাড়ি। তার হাতে নিজেদের কার্ড দিয়ে তাকে মিখাইলভের কাছে পাঠানো হল; অনুরোধ জানানো হল, তার ছবিগুলো দেখার অনুমতি যেন দেওয়া হয়।

॥ ১০ ॥

কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি ও গোলেনিস্‌চেভের কার্ড যখন তার কাছে নিয়ে যাওয়া হল তখন শিল্পী মিখাইলভ তার কাজেই ব্যস্ত ছিল। সকালে স্টুডিওতে গিয়ে বড় ক্যান্‌ভাসটার কাজ করেছে। বাড়ি ফিরেই স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়েছে, কারণ সে বেচারি বাড়ি-ভাড়ার ব্যাপারে বাড়িউলির সঙ্গে একটা গোলমাল পাকিয়েছে।

অনেক খিটিমিটির পরে সে বলল, "তোমাকে বিশ বার বলেছি কোন রকম কৈফিয়ৎ দিতে যাবে না। তুমি তো এমনিতেই বোকা, তার উপর তিন গুণ বোকামি করেছ তার কাছে ইতালীতে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে।"

"তাহলে ভাড়াটা দিয়ে দাও! আমার কি দোষ! আমার যদি টাকা থাকত—"

মিখাইল প্রায় কেঁদে ফেলবার উপক্রম করে চেঁচিয়ে বলল, "ঈশ্বরের

দোহাই, আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও!” দুই কান চেপে ধরে সে বেড়ার ওপাশের কাজের ঘরে ঢুকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। “বোকা!” বিড় বিড় করতে করতে আসনে বসে কাগজ বের করে নতুন উদ্যমে অসমাপ্ত একটা ছবিতে হাত দিল।

যখন কোন গোলমাল পাকিয়ে ওঠে, বিশেষ করে যখন স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়, তখনই তার আঁকার উৎসাহ বেড়ে যায়। কাজ করতে করতেই বলল, “চুলোয় যাক সব!” একটা রাগী লোকের ছবি সে আঁকছিল। স্কেচ্‌টা শেষ করে তার পছন্দ হল না। না, আগেরটাই এর চাইতে ভাল হয়েছিল—সেটা গেল কোথায়? আবার স্ত্রীর কাছে গেল, কিন্তু তার দিকে না তাকিয়ে বড় মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, যে কাগজখানা তাদের দিয়েছিল সেটা কোথায়। আঁকার সেই বাতিল কাগজখানা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তাতে ফোঁটা ফোঁটা মোমের দাগ লেগেছে। তবু সেটাকে নিয়ে টেবিলের উপর দাঁড় করিয়ে কয়েক পা পিছনে সরে এসে আধ-বোজা চোখে ভাল করে দেখতে লাগল। হঠাৎ হেসে উঠে খুসিতে হাত দুটো উপরে ছুঁড়ল।

“ঠিক আছে!” বলেই পেন্সিলটা হাতে নিয়ে দ্রুত আঁকতে শুরু করল। মোমের ফোঁটার দাগ ছবিটাতে একটা নতুন মেজাজ এনে দিয়েছে।

সেই নতুন মেজাজটাকে রূপ দিতে গিয়ে হঠাৎ থুত্‌নি-বাড়ানো শক্ত মুখের সেই লোকটার কথা তার মনে পড়ে গেল যে তাকে চুরুট বেচেছিল; অমনি সেই লোকটার থুত্‌নি-বাড়ানো মুখটাই সে আঁকতে শুরু করল। খুসিতে হেসে উঠল। শক্ত কৃত্রিম ছবিটা জীবন্ত হয়ে উঠল; ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত; আর কোন অদল-বদল করতে হবে না। মেজাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে আঁকাটার কিছু বদলাতে হতে পারে; তা তো করতেই হবে; পা দুটো অন্যভাবে আঁকতে হবে, বাঁ হাতটাকে পুরো বদলাতে হবে, চুলগুলোকে পিছনে ঠেলে দিতে হবে; তবে মূল মূর্তিটার কোন পরিবর্তনই করতে হবে না। বেশ কষ্ট করে ছবিটা শেষ করে এনেছে, এমন সময় কার্ড দুটো তার হাতে এল।

“এক মিনিট, ঠিক এক মিনিট!”

সে স্ত্রীর কাছে গেল।

স্মিত হাসি হেসে বিনীতভাবে বলল, “শোন মাশা, রাগ করো না। দোষ তোমার, দোষ আমার। সব ব্যবস্থা আমি করে দেব।” স্ত্রীর সঙ্গে একটা মিটমাট করে ভেলভেট কলারের জলপাই-রঙের কোট ও টুপি পরে সে স্টুডিওতে চলে গেল। ছবিটার কথা সে তখন বেমালুম ভুলে গেছে। এই সব বড় বড় রুশ ভদ্রলোকরা গাড়ি করে তার স্টুডিও দেখতে এসেছে, এই আনন্দ ও উত্তেজনায়ই সে মশগুল।

নিজের ছবির ব্যাপারে, বিশেষ করে যে ছবিটা এখন ইজেল-এ রয়েছে,

তার নিজের মনে একটিই ধারণা—এ রকম ছবি আগে আর কেউ কখনও আঁকে নি। তার ছবি যে র‍্যাফেলের ছবির চাইতে ভাল তা সে মনে করে না, তবে সে এটা জানে যে এই ছবিতে সে যা বলতে চেয়েছে, বাস্তবক্ষেত্রে যা বলেছে, সে কথা এর আগে কেউ কখনও বলে নি। এ কথা সে ভাল করেই জানে, যবে থেকে এই ছবিটা আঁকতে শুরু করেছে তখন থেকেই জানে। তবু অন্যের মতামত, তা সে যেই হোক না কেন, তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ; সে মতামতে তার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত আলোড়িত হয়ে ওঠে। যখনই অন্যের মতামত শোনে তখনই তার মনে হয়, ছবিটা সম্পর্কে তারা যেন নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে।

দ্রুত পা ফেলে সে স্টুডিওর দরজায় পৌঁছে গেল। মনের উত্তেজনা সত্ত্বেও স্টুডিওর ফটকের ম্লান আলোয় গোলেনিস্‌চেভের সঙ্গে আলোচনারত আন্নার মূর্তি তার মনকে আকৃষ্ট করল। গোলেনিস্‌চেভের মুখে শিল্পীর বিবরণ শুনেই অভ্যাগতরা হতাশ হয়েছিল; তাকে দেখে আরও হতাশ হল। তার মাঝারি গড়ণ, ঝুঁকে হাঁটার ভঙ্গী, বাদামী টুপি, জলপাই-রঙের কোট, ঢিলে ট্রাউজারের ফ্যাশনের যুগে তার আঁটো ট্রাউজার, বিশেষ করে তার চওড়া অতি সাধারণ মুখশ্রী—সব কিছু মিলিয়ে শিল্পী সম্পর্কে তাদের প্রাথমিক ধারণাটা খুবই খারাপ হল।

ফটকে পা দিয়ে পকেট থেকে চাবিটা বের করে দরজা খুলে সে বলল, "দয়া করে ভিতরে আসুন।"

॥ ১১ ॥

স্টুডিওতে ঢুকে শিল্পী মিখাইলভ আর একবার অতিথিদের উপর চোখ বুলিয়ে নিল, আর মনে মনে ভ্রন্‌স্কির মুখের, বিশেষ করে তার চোয়ালের একটা ছবি এঁকে নিল। যদিও ভবিষ্যতে ব্যবহার করবার মত উপাদান সংগ্রহে তার শিল্পী-মন অনবরত কাজ করে চলেছে, এবং তার শিল্প-বিচারের ক্ষণটি যতই এগিয়ে আসছে ততই তার উত্তেজনাও বেড়ে চলেছে, তবু অতি দ্রুত সে এই তিনটি মানুষ সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিল। ঐ রুশ ভদ্রলোকটি (গোলেনিস্‌চেভ) এখানেই থাকে। তার কি নাম, কোথায় তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বা কি কথা হয়েছিল, সে সব কিছুই মিখাইলভের মনে নেই। তবে তার মুখটা মনে আছে, যেমন অন্য যে কোন মুখ দেখলেই তার মনে থাকে। মিখাইলভ ধরেই নিল যে, ভ্রন্‌স্কি ও মাদাম কারেনিন সেই দলের ধনী ও বিশিষ্ট রুশ নাগরিক যারা অন্য সব ধনী রুশের মতই আর্টের কিছুই বোঝে না, অথচ আর্ট-প্রেমিক ও আর্টের উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। হয়তো প্রাচীন

সব শিল্পকর্মই তাদের দেখা হয়ে গেছে, এখন তারা দেখতে বেরিয়েছে আধুনিক সব স্টুডিও, আর পাছে কিছু না দেখা থেকে যায় সেই জন্যই আমার কাছে এসেছে। এই সব সৌখীন শিল্পানুরাগীর দল (তারা যত বেশী কুশলী হয় ততই খারাপ) কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে সমসাময়িক স্টুডিওগুলি ঘুরে দেখে তা সে খুব ভাল করেই জানে ; তারা শুধু এইটুকুই বলতে চায় যে আর্টের অধোগতি ঘটেছে এবং নতুন শিল্পীদের শিল্পকর্ম কতদূর অনমুকরণীয়। এদের কাছেও সে এটাই আশা করেছিল, তাদের চোখে-মুখে, তাদের কথাবার্তার নির্বিকার ঔদাসীন্যেও এই একই কথার প্রতিফলনই সে দেখতে পেয়েছে ; তার তীব্র উত্তেজনার মধ্যেই সে তাদের সব কিছু দেখল, স্কেচগুলো তাদের সামনে মেলে ধরল, জানালার পর্দা তুলে দিল, এবং সব বিশিষ্ট রুশরাই অমার্জিত ও নির্বোধ এই ধারণা সত্ত্বেও ভ্রন্স্কিকে, বিশেষ করে আন্নাকে তার ভাল লাগল।

ঝুঁকে হাঁটতে হাঁটতে ঘরের এক কোণে গিয়ে একখানা ছবি দেখিয়ে সে বলল, "দয়া করে এদিকে আসুন। এটি পাইলেট-এর সম্মুখে খৃস্ট—ম্যাথু ২৭।" কথাগুলি বলবার সময় উত্তেজনায় তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। সরে গিয়ে সে তাদের পিছনে দাঁড়াল।

অতিথিরা কয়েক সেকেণ্ড ধরে নীরবে ছবিটা দেখতে লাগল ; মিখাইলভও একজন অপরিচিত লোকের নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল। সেই কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তার মনে হল, এক মুহূর্ত আগে যে লোকগুলিকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিল সেই অতিথিদের মুখেই উচ্চারিত হবে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন। ছবিটা সম্পর্কে সে এতদিন যা কিছু ভেবেছে, তিন বছর ধরে ছবিটা আঁকতে আঁকতে যা কিছু তার মনে হয়েছে, সব সে ভুলে গেল ; ছবিটার যে সব গুণ তার কাছে সন্দেহাতীত বলে মনে হয়েছে তাও ভুলে গেল ; এখন সে ছবিটাকে দেখতে লাগল নতুন চোখে, একটি অপরিচিত লোকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে, আর ছবিটার মধ্যে ভাল কিছুই তার চোখে পড়ল না। ছবিটার সামনের দিকে রয়েছে পাইলেট-এর উত্তেজিত মুখ আর খৃস্টের শান্ত মুখ, আর পশ্চাৎপটে রয়েছে পাইলেট-এর অনুচরবৃন্দ ও পর্যবেক্ষণরত জন-এর মুখ। এই ছবির প্রতিটি মুখের বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে অসীম সন্ধান, ভ্রান্তি ও সংশোধনের ভিতর দিয়ে ; এর প্রতিটি মুখ তাকে যত যন্ত্রণা দিয়েছে ততই আনন্দও দিয়েছে ; ছবিতে ঈপ্সিত ফলটি ফোটাতে এই সব মুখকে সে অসংখ্যবার নতুন করে সাজিয়েছে ; কত কষ্ট করে কত রকম ঘণত্বের রং ব্যবহার করেছে…অথচ এখন তাদের চোখ দিয়ে দেখতে গিয়ে মনে হচ্ছে এ সবই অতি সাধারণ, এ সব কথা আগেও হাজার বার বলা হয়েছে। যে মুখটি তার কাছে সব চাইতে প্রিয়, যে মুখ এই ছবির কেন্দ্র-বিন্দু, সেই যীশুর মুখখানি আঁকা হলে সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল ; অথচ আজ তাদের

চোখ দিয়ে দেখে তার মনে কোন রকম রেখাপাতই করল না। আজ সে শুধু দেখতে পেল টাইটিয়ান, র‍্যাফেল, রুবেন্স-এর আঁকা অসংখ্য খৃস্ট-মূর্তি এবং সেই একই সেনাদল ও পাইলেট-এর একটি সুন্দরভাবে আঁকা অনুকরণ মাত্র (এমন কি তাও নয়; এখন তার চোখে অনেক ত্রুটিও ধরা পড়ল। সব কিছুই তুচ্ছ, সাধারণ পুরনো, এমন কি আঁকাটাও খারাপ—কাটা-কাটা ও দুর্বল। এখন যদি তারা শিল্পীর সামনে বানিয়ে বানিয়ে ভাল ভাল কথা বলে এবং পরে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে ও শিল্পীর জন্য দুঃখবোধ করে তো সেটা ঠিকই করবে।

তাদের চুপচাপ থাকাটা (যদিও সময়টা মিনিট খানেকের বেশী নয়) অসহ্য হয়ে উঠল। সেই নীরবতা ভাঙতে এবং সে যে বিচলিত হয় নি সেটা বোঝাতে সে যেন জোর করেই গোলেনিস্‌চেভকে বলল:

"মনে হচ্ছে আগে কোথাও আপনাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।" কথাগুলি বলতে বলতে সে একবার আন্নার মুখের দিকে, একবার ভ্রন্‌স্কির মুখের দিকে তাকাতে লাগল, যাতে তাদের মুখের কোন ভাবই তার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে না পারে।

"সত্যি তাই। রোসিদের বাড়িতে দেখা হয়েছিল, মনে নেই?—সেই যে সন্ধ্যায় ইতালীয় মেয়েটি নতুন "র‍্যাচেল" পড়ে শুনিয়েছিল," গোলেনিস্‌-চেভ সহজভাবেই কথাগুলি বলল। পরে যখন বুঝতে পারল যে মিখাইলভ তার ছবি সম্পর্কে একটা মতামত শুনতে চাইছে তখন বলল, "আগে যখন দেখেছিলাম তার চাইতে ছবিটার অনেক উন্নতি হয়েছে। এবারেও আপনার পাইলেটকে আমার খুব ভাল লেগেছে। তার চরিত্রটাকে খুব পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তুলেছেন—দয়ালু, ভালমানুষটি, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অপরের আজ্ঞাধীন, 'সে কি করছে তা নিজেই জানে না।' কিন্তু আমার মনে হয়…।"

হঠাৎ মিখাইলভের মুখটা ঝল্‌মল্‌ করে উঠল, চোখে ফুটল হঠাৎ আলোর ঝলকানি। সে কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু অতিব্যস্ততার ফলে মুখ দিয়ে কথা বেরুল না, শুধু একবার গলা খাকাড়ি দিল। গোলেনিস্‌চেভের শিল্পবোধ সম্পর্কে তার ধারণা যত হীনই হোক, যদিও তার মন্তব্যের মধ্যে ছবির মূল চরিত্রটি সম্পর্কে একটিও কথা নেই, তবু তার এই মন্তব্য শুনে সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ওদিকে ভ্রন্‌স্কি ও আন্না চাপা গলায় আলোচনা করছিল। ছবির প্রদর্শনীতে সেটাই রেওয়াজ, কারণ তাতে অপ্রীতিকর মন্তব্যের দ্বারা শিল্পীর মনে আঘাত দেবার ভয়টা থাকে না। মিখাইলভ ভাবল, ছবিটা তাদেরও ভাল লেগেছে। সে তাদের দিকে এগিয়ে গেল।

আন্না বলে উঠল, "খৃস্টের মুখের ভাবটি কী অপূর্ব হয়েছে! পাইলেট-এর জন্য তাঁর দুঃখটা বেশ ফুটে উঠেছে।"

এই ছবি ও খৃস্টের মূর্তি সম্পর্কে আরও যে লাখো মন্তব্য হতে পারে এটি

তারই একটিমাত্র। আন্না বলেছে, খৃস্ট পাইলেট-এর জন্য দুঃখিত হয়েছে। খৃস্টের মনোভাব তো করুণা ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না, কারণ সে মুখে ফুটে উঠেছে ভালবাসা, অপার্থিব প্রশান্তি, মৃত্যুবরণ ও কথার অর্থহীনতার স্বীকৃতি। এটাই তো স্বাভাবিক যে পাইলেট-এর মুখে থাকবে আজ্ঞাধীন কর্মচারীর ভাব, আর খৃস্টের মুখে থাকবে করুণা, কারণ একজন ইন্দ্রিয়গত জীবনের প্রতীক, আর অন্যজন ভাবগত জীবনের প্রতীক। এই রকম আরও অনেক কথা মিখাইলভের মনে জাগতে লাগল। আর একবার খুসিতে তার মুখ ঝলমল করে উঠল।

"আরও দেখ, মূর্তিটা কী সুন্দর আঁকা হয়েছে—চারদিক কেমন বাতাস দিয়ে ঘেরা! মনে হয় যেন চারদিকে ঘুরে বেড়ানো যায়!" গোলেনিস্‌চেভ বলল।

ভ্রন্‌স্কি বলল, "সত্যি, অংকনশৈলীটা অসাধারণ। পশ্চাৎপটের মূর্তিগুলোও কী সুন্দর পরিষ্কার ফুটে উঠেছে!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি অসাধারণ." গোলেনিস্‌চেভ ও আন্নাও তাদের সম্মতি জানাল।

বেশ উল্লসিত হলেও অংকনশৈলীর উল্লেখ যেন তার বুকে ছুরিকাঘাত করল; ভ্রন্‌স্কির দিকে বিরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হঠাৎ সে নিজের মধ্যে ডুবে গেল। এই অংকনশৈলী কথাটা সে অনেকবার শুনেছে, কিন্তু কথাটার কোন অর্থই সে বুঝতে পারে না। সে জানে, বিষয়বস্তু নির্বিশেষে ছবি আঁকার ও রংকরার যান্ত্রিক ক্ষমতাকে বোঝাতেই কথাটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেক সময়ই সে লক্ষ্য করেছে, যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে, যে অংকনশৈলী ছবির বৌদ্ধিক মূল্যের বিরোধিতা করে, কারণ এতে মনে হতে পারে বুঝি খারাপ বিষয়বস্তু নিয়েও একটা ভাল ছবি আঁকা যায়। একজন শিল্পীর দক্ষতা ও অংকনশৈলীগত অভিজ্ঞতা যতই থাকুক, বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণ রূপটি যদি তার চোখে ধরা না পড়ে তাহলে সে কখনও ভাল ছবি আঁকতে পারে না।

গোলেনিস্‌চেভ বলল, "আপনার আপত্তি না থাকলে আমি একটা কথা বলতে চাই।"

অস্বাভাবিকভাবে হেসে মিখাইলভ বলল, "তাতে আমি খুবই খুসি হব। বলুন।"

"আমি বলতে চাই, ঐশ্বরিক মানুষের পরিবর্তে মানবিক ঈশ্বর রূপেই খৃস্টকে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি ঐশ্বরিক মানুষই আঁকতে চেয়েছিলেন।"

মিখাইলভ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, "আমার মধ্যে যে খৃস্ট নেই তাকে আমি আঁকব কেমন করে।"

"অবশ্যই; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমার অভিমত প্রকাশের অনুমতি যদি

দেন—আপনার ছবিটি এতই চমৎকার যে আমার সমালোচনায় তার কোনই ক্ষতি হবে না—তাছাড়া এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত মাত্র। আপনার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্যও নয়। আপনার ব্যাপার আলাদা। বরং আইভানভ-এর কথাই ধরা যাক। আমি বলতে চাই, খৃস্টকে যদি একটি ঐতিহাসিক চরিত্রেই পরিণত করতে হয়, তাহলে তো আইভানভ-এর পক্ষে উচিত কাজ হত আরও নতুন। আরও মৌলিক কোন ঐতিহাসিক বিষয় বেছে নেওয়া।"

"কিন্তু আর্টের পক্ষে এটাই যদি মহত্তম বিষয় হয়?"

"খুঁজলে আরও বিষয় পাওয়া যাবে। কিন্তু আসল কথা হল, আর্ট যুক্তি ও ব্যাখ্যাকে সহ্য করে না। কি আস্তিক, কি নাস্তিক, সকলের কাছেই আই-ভানভ-এর ছবি একটি প্রশ্নই রেখেছে: তিনি কি ঈশ্বর, না ঈশ্বর নন? আর তার ফলেই ভাবের ঐক্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।"

মিখাইলভ বলল, "কিন্তু কেন? আমি তো মনে করি, শিক্ষিত লোকদের কাছে এ বিষয়ে কোন বিতর্কই থাকতে পারে না।"

গোলেনিস্‌চেভ একমত হল না; তার অভিমতের দ্বারা মিখাইলভকে চুপ করিয়ে দিল। বিচলিত বোধ করলেও তার অভিমতের সমর্থনে সে আর একটি কথাও বলতে পারল না।

বন্ধুর পণ্ডিতি তর্কে বিরক্ত হয়ে আন্না ও ভ্রন্‌স্কি অনেকক্ষণ ধরেই দৃষ্টি-বিনিময় করছিল; শেষ পর্যন্ত মিখাইলভের জন্য অপেক্ষা না করে একখানি ছোট ছবির দিকে এগিয়ে গেল।

দু'জনই সমস্বরে বলে উঠল, "আঃ, কী রত্ন, কী রত্ন! চমৎকার! কী রত্ন!"

কি এদের দু'জনের এত ভাল লেগে গেল? মিখাইলভ নিজেকেই প্রশ্ন করল। তিন বছর আগে আঁকা এই ছবিটির কথা সে একেবারেই ভুলে গিয়ে-ছিল। একটানা কয়েক মাস ধরে সে যখন দিনরাত এই ছবিটা নিয়ে মেতে উঠেছিল তখন যে আনন্দ ও যন্ত্রণা সে ভোগ করেছিল তার কথাও সে ভুলে গেছে। কোন ছবি শেষ হয়ে গেলেই সে এমনিভাবে তার কথা বেমালুম ভুলে যায়। সেটার দিকে সে আর ফিরেও তাকায় না; জনৈক ইংরেজ ছবিটাকে কিনতে চেয়েছে বলেই এখন বের করে রেখেছে।

বলল, "ওঃ, এই ছোট ছবিটা অনেক আগে এঁকেছিলাম।"

ছবিটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গোলেনিস্‌চেভ বলল, "কী চমৎকার!"

দুটি ছোট ছেলে উইলো গাছের তলায় বসে মাছ ধরছে।

বড়টি ছিপ ফেলে ফাত্‌নাটাকে ঠিক মত ফেলার কাজেই ব্যস্ত।

ছোটটি ঘাসের উপর শুয়ে স্বপ্নিল নীল চোখে জলের দিকে তাকিয়ে আছে।

অতিথিদের প্রশংসা ছবিটার প্রতি মিখাইলভের অতীত দিনের অনুরাগকে জাগিয়ে তুলল; কিন্তু অতিতের কোন কিছুকে নিয়ে অর্থহীন আবেগ সে পছন্দ

তো করেই না, এমন কি ভয়ও করে ; তাই তাদের প্রশংসা শুনে ভাল লাগলেও একটা তৃতীয় ছবির দিকে সে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল।

ভ্রন্স্কি জানতে চাইল, ছবিটা কেনা যাবে কি না। অতিথিদের আগমনে মিখাইলভ এমনিতেই কিছুটা উত্তেজিত হয়ে ছিল, তাই টাকা-পয়সার কথাটা তার মোটেই ভাল লাগল না।

ভুরু কুঁচকে বলল, "বিক্রির জন্যই তো ছবিটা বের করে রেখেছি।"

অতিথিরা চলে গেলে মিখাইলভ পাইলেট সমীপে খৃস্ট ছবিটার সামনে বসে ছবিটা সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে এবং যা কিছু মুখে বলা না হলেও ইঙ্গিতে বোঝানো হয়েছে মনে মনে তাই নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করল। কী আশ্চর্য, অতিথিরা এখানে থাকতে যে সব কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল এখন তাদের আর কোন অর্থই যেন নেই। নিজের শিল্পী-দৃষ্টি দিয়েই সে ছবিটাকে বিচার করতে বসল ; এবার কিন্তু ছবিটার গুণগত উৎকর্ষ ও পূর্ণতা সম্পর্কে তার মনে গভীর প্রত্যয় দেখা দিল। প্যালেট হাতে নিয়ে নতুন করে ছবিটার কাজে হাত দিল।

ভ্রন্স্কি, আন্না ও গোলেনিস্চেভ অস্বাভাবিক খোশমেজাজে বাড়ি ফিরল। মিখাইলভ ও তার ছবি নিয়েই তাদের আলোচনা চলতে লাগল। আলোচনা প্রসঙ্গে "প্রতিভা" কথাটাই বার বার তারা উচ্চারণ করতে লাগল। "প্রতিভা" বলতে তারা বোঝাতে চায় মন ও হৃদয় নিরপেক্ষ এমন একটি জন্মগত দৈহিক ক্ষমতা যা নিয়েই শিল্পীদের কারবার। আসলে যে বিষয়টি তারা একেবারেই বোঝে না তা নিয়ে আলোচনা করতে বসে ঐ শব্দটির আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। তারা বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে সে প্রতিভাবান, কিন্তু শিক্ষার অভাবে সে প্রতিভার বিকাশ ব্যাহত হয়েছে—আর সেটাই আমাদের রুশ শিল্পীদের দুর্ভাগ্য। দুটি ছেলের মাছ ধরার ছবিটা তাদের খুবই ভাল লেগেছে। তাই তারা বার বার ছবিটার কথাই বলতে লাগল।

ভ্রন্স্কি বলল, "একটি রত্নবিশেষ ! কি করে সে এটা আঁকল ?—আর তাও এমন সরলভাবে ! ছবিটা যে কত সুন্দর তা সে নিজেই বুঝতে পারে নি। আমি এ সুযোগ ছাড়ব না। ছবিটা আমাকে কিনতেই হবে।"

॥ ১৩ ॥

মিখাইলভ সেই ছবিটা ভ্রন্স্কিকে বিক্রি করল এবং আন্নার একটা প্রতিকৃতি আঁকতেও রাজী হল।

পাঁচ দিন আঁকার পরেই প্রতিকৃতিটা সকলকেই চমকে দিল ; শুধু যে অবিকল আন্নার প্রতিকৃতি হয়েছে তাই নয়, তার বিশেষ রূপটিও ছবিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এ কাজ মিখাইলভ করল কেমন করে ? ভ্রন্স্কি ভাবতে লাগল

আন্নার মুখের মধুর আত্মিক রূপটি ফুটিয়ে তুলতে হলে শিল্পীকে তো আমার মত করেই আন্নাকে বুঝতে হবে, ভালবাসতে হবে। মুখের ভাবটি এমন অবিকল ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে সকলেই ভাবল, তাদের দু'জনের পরিচয় অনেক দিনের।

আন্নার যে প্রতিকৃতি সে নিজে এঁকেছে তার সম্পর্কে ভ্রন্‌স্কি বলল, "এতকাল ধরে আমি তো শুধু অক্ষম অনুকরণই করেছি, তাতে ফল কিছুই হয় নি। আর এই লোকটা এল, একবার দেখল, আর এঁকে ফেলল। একটা অংকনশৈলীতে অধিকার জন্মালে এই রকমই হয়ে থাকে।"

গোলেনিস্‌চেভ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "যথাসময়ে সে অধিকার তুমিও লাভ করবে।" সে মনে করে, ভ্রন্‌স্কির প্রতিভা আছে, বিশেষত শিক্ষাও আছে, কাজেই আর্ট সম্পর্কে তার ধ্যানধারণা খুবই উঁচু স্তরের। তার নিজের লেখা প্রবন্ধ ও মতামত সম্পর্কে ভ্রন্‌স্কির প্রশংসাটাকে সে দরকারী মনে করে বলেই সে তার প্রতিভাকে স্বীকার করে ; সে মনে করে, প্রশংসা ও সমর্থন পারস্পরিক হওয়াই দরকার।

অন্য লোকের বাড়িতে, বিশেষ করে ভ্রন্‌স্কির পালাজ্জোতে গেলে মিখাইলভ নিজের স্টুডিও থেকে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়ে যায়। সব সময়ই সে নিজেকে সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়ে রাখে ; মনে হয় যে সব লোককে সে শ্রদ্ধা করে না তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে সে ভয় পায়। সব সময়ই সে ভ্রন্‌স্কিকে "ইয়োর এক্সেলেন্সি" বলে সম্বোধন করে, এবং ভ্রন্‌স্কিও আন্না যতই তাকে নিমন্ত্রণ জানাক সে কখনও ডিনারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নি, বা ছবি আঁকার প্রয়োজন ছাড়া তাদের সঙ্গেও দেখা করতে যায় নি। আন্না অন্য অনেকের চাইতে মিখাইলভের প্রতি সদয় ব্যবহার করে এবং তার প্রতিকৃতিটির জন্য তার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞও বটে। তার প্রতি ভ্রন্‌স্কির মনোভাব শ্রদ্ধার চাইতেও বেশী কিছু। আর গোলেনিস্‌চেভ তো তার মনে আর্টের সত্যিকারের ধারণা ঢুকিয়ে দেবার সুযোগ পেলে আর ছাড়ে না। কিন্তু শিল্পী স্বয়ং সকলের প্রতিই সমান নির্বিকার।

তারা যখন মিখাইলভকে আরও ভালভাবে জানতে পারল তখন তার এই নির্বিকার, অসৌজন্যমূলক, এমন কি বিরূপ মনোভাবে তারা বিরক্ত হয়ে উঠল। কাজেই ছবি আঁকা শেষ হলে মিখাইলভের এই বাড়িতে আসা যখন বন্ধ হয়ে গেল এবং সুন্দর প্রতিকৃতিটা তাদের হাতে এসে গেল, তখন তারা সকলেই বেশ খুসি বোধ করল।

মিখাইলভ ভ্রন্‌স্কিকে ঈর্ষা করে—সকলের মনের এই কথাটিকে গোলে-নিস্‌চেভই প্রথম মুখ ফুটে বলল।

"হয় তো ঈর্ষা কথাটা ব্যবহার করা উচিত হবে না, কারণ যতই হোক লোকটির প্রতিভা আছে ; কিন্তু সমাজের একজন ধনী কাউণ্ট (এই সব

উপাধিকে ওরা সকলেই ঘৃণা করে) তার মতই, এমন কি তার চাইতে ভাল আঁকতে পারে এটা তার সহ্য হয় না। আসল কথাই হল শিক্ষা, আর সেটাই তার নেই।"

ভ্রন্‌স্কি মিখাইলভের পক্ষ সমর্থন করল বটে, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে সেও কথাটাকে বিশ্বাস করে, কারণ তারও এই মত যে নীচু স্তরের লোকরা তাদের অবশ্যই ঈর্ষা করে।

আসল লোককে দেখে আঁকা আন্নার দুটো ছবি থেকেই তার ও মিখাইল্‌ভের ভিতরকার পার্থক্যটা বোঝা উচিত, কিন্তু সে তা বোঝে নি। তবে মিখাইলভের আঁকা শেষ হবার পরে সে আন্নার প্রতিকৃতি আঁকাটা বন্ধ করে দিয়েছে, কারণ দ্বিতীয় ছবির কোন দরকারই নেই। তার পরিবর্তে মধ্যযুগীয় জীবনকে নিয়েই সে ছবি আঁকতে লাগল।

আন্নার প্রতিকৃতি আঁকতে মিখাইলভের ভালই লেগেছিল; কিন্তু ছবি আঁকা শেষ হবার পরে তাকে যখন আর গোলেনিস্‌চেভের মুখে আর্টের বক্তৃতা শুনতে হত না, যখন সে ভ্রন্‌স্কির ছবিগুলোকে ভুলে থাকতে পারত, তখন তার আরও ভাল লাগল। সে জানে, ভ্রন্‌স্কির ছবি আঁকা সে বারণ করতে পারে না; সে জানে খুসিমত ছবি আঁকার পূর্ণ অধিকার ভ্রন্‌স্কি এবং অন্য যে কোন শিল্পীর অবশ্যই আছে; কিন্তু সে সব ছবি তার কাছে বড়ই বিরক্তিকর। মোম দিয়ে পুতুল তৈরি করে কেউ যদি তাকে চুমা খায় তো তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। কিন্তু সেই লোক যদি বন্ধুর কাছে এসে সেই পুতুলকে আদর করতে শুরু করে তো সেটা তার কাছে অবশ্যই বিরক্তিকর ঠেকে। ভ্রন্‌স্কির আঁকা ছবি দেখেও মিখাইলভের মনে এই অস্বস্তিকর অনুভূতিই জাগত; ছবিগুলো যেমন অর্থহীন, তেমনই করুণার যোগ্য ও আপত্তিকর।

কিন্তু ছবি আঁকা ও মধ্যযুগের প্রতি ভ্রন্‌স্কির আকর্ষণ বেশী দিন টিকল না। তার শিল্পবোধই তাকে ছবি শেষ করা থেকে বিরত করল। সে ছবি আঁকাই বন্ধ করে দিল। সে বুঝতে পারল, তার ছবির যে সব ত্রুটি প্রথমে চোখে পড়ছে না ছবি শেষ হয়ে গেলে সেগুলো অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে চোখে লাগবে।

কিন্তু আন্না তো তার স্বপ্নভঙ্গের অনুভূতিকে বুঝতে পারে না; তাই ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে আন্নার সঙ্গে ইতালির ছোট শহরের এই জীবনযাত্রা তার কাছে এতই ক্লান্তিকর হয়ে উঠল, পর্দায় ময়লা দাগ, মেঝেভর্তি ফাটল, সিলিংয়ের খসে-পড়া দৃষ্টিকটু পলস্তারা—সব মিলিয়ে গোটা পালাজোই এত পুরনো ও নোংরা মনে হতে লাগল, সেই একই গোলেনিস্‌চেভ, ইতালীয় অধ্যাপক ও জার্মান পর্যটকদের সঙ্গ এতদূর একঘেয়ে হয়ে দেখা দিল যে, এ জীবনধারার পরিবর্তন না করে আর কোন উপায় রইল না।

দু'জনে স্থির করল, রাশিয়ায় ফিরে গিয়ে গ্রামে বাস করবে। ভ্রন্‌স্কি ঠিক

করল সেন্ট পিতার্সবুর্গে গিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তির বাঁটোয়ারা করে ফেলবে; আর আন্না দেখা করবে তার ছেলের সঙ্গে। অনুস্কির গ্রামের জমিদারিতেই তারা গ্রীষ্মকালটা কাটাবে।

॥ ১৪ ॥

দু' মাসের বেশী হয়ে গেল লেভিনের বিয়ে হয়েছে। সে সুখী হয়েছে, কিন্তু যে পথে সে সুখ আশা করেছিল সে পথে তা আসে নি। প্রতি পদক্ষেপেই সে দেখেছে, আগের স্বপ্ন তাকে হতাশ করেছে, আবার অচিন্তিত পথে সে পেয়েছে সুখের পাথেয়। লেভিন সুখী হয়েছে, কিন্তু পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করে প্রতি পদক্ষেপেই সে বুঝতে পারছে যে সে যা আশা করেছিল এটা সে জীবন নয়। হ্রদের শান্ত জলে মনের সুখে নৌকো বিহার করে সেই ছোট নৌকোর ভিতরে ঢুকলে মানুষের যে অভিজ্ঞতা হয় সেই অভিজ্ঞতাই সে প্রতিপদক্ষেপে লাভ করছে! সে এখন বুঝতে পেরেছে, নৌকো না চালিয়ে চুপচাপ বসে থাকাটাই যথেষ্ট নয়; তাকে সব সময় একটা গন্তব্যস্থানের কথা ভাবতে হবে; তাকে মনে রাখতে হবে যে সে জলের উপর আছে, মাটিতে নয়; তাকে সব সময় দাঁড় টানতে হবে; অথচ সে কাজে যারা অভ্যস্ত নয় তাদের হাত ব্যথা করবে; চুপচাপ চেয়ে থাকাটা সহজ, কিন্তু যত মনোরমই হোক কাজ করাটা তত সহজ নয়।

আগে সে যখন অবিবাহিত ছিল তখন বিবাহিত দম্পতির ছোটখাট খিটিমিটি, ঝগড়া ও ঈর্ষা দেখে সে মুখ টিপে হাসত। ভাবত, সে যখন বিয়ে করবে তখন তাদের জীবনে এ রকম কিছুই থাকবে না; এমন কি বাইরের বিচারেও তার বিবাহিত জীবন অন্যের বিবাহিত জীবনের মত হবে না। কিন্তু তার পরিবর্তে এখন সে দেখতে পাচ্ছে যে তার পারিবারিক জীবনও অসাধারণ কিছুই নয়; যে সব ছোটখাট খিটিমিটিকে সে ঘৃণা করত সেগুলিই আজ তার জীবনেও সন্দেহাতীত গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিচ্ছে। আর সেগুলোকে সামাল দেওয়াটাকে সে যত সহজ বলে মনে করত আসলে তত সহজ নয়। যদিও তার ধারণা যে পারিবারিক জীবন কি রকম হওয়া উচিত তা সে ভাল করেই জানে, তবু অন্য সব মানুষের মতই নিজের অজান্তেই সে ধরে নিয়েছে, পারিবারিক জীবন হবে নির্বিরোধ ভালবাসার জীবন; কোন ঝুট-ঝামেলাই সে জীবনকে কখনও বিঘ্নিত করবে না। তার ধারণা মতে, সে নিজের কাজ করবে আর তার পরেই ভালবাসার আনন্দ-সাগরে ডুব দেবে। কিটি থাকবে শুধুই তার প্রিয়তমা, আর কিছুই নয়। সব পুরুষের মতই সেও ভুলে গেল যে কিটিকেও কাজ করতে হয়! সে তো বুঝতেই পারে না কেমন করে এই কাব্যময়ী সুন্দরী কিটি বিয়ের প্রথম সপ্তাহেই, এমন কি বিবাহিত

জীবনের প্রাথমিক দিনগুলিতেই টেবিল-ঢাকনা, আসবাবপত্র, অতিথির শয্যা, ট্রে, খাবার ব্যবস্থা, রাঁধুনি প্রভৃতি নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে। বাগ্‌দত্তা অবস্থায়ই যেভাবে সে ভালবাসা ছাড়া অন্য সব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছিল, এবং দৃঢ়ভাবে বিদেশে যাবার প্রস্তাবকে নাকচ করে সোজা গ্রামে যাওয়া স্থির করেছিল, তা দেখে লেভিন অবাক হয়ে গিয়েছিল। তখন সে অসন্তুষ্ট হয়েছিল, এবং সেই থেকে কিটির ছোটখাট দুশ্চিন্তা ও ঝক্কি-ঝামেলার ব্যাপারে অনেকবারই অসন্তুষ্ট হয়েছে। কিন্তু সে বুঝতে পেরেছে যে এ সব কাজ না করে কিটি পারে না। আর যেহেতু সে কিটিকে ভালবাসে তাই এসব ঝক্কি-ঝামেলার অর্থ না বুঝলেও এবং এ সব কিছুকে হেসে উড়িয়ে দিলেও কিটিকে এই সব কাজ করতে দেখে তার মজাই লাগত। কিটি যে ভাবে মস্কো থেকে আনা নতুন আসবাবপত্রের বিলি-ব্যবস্থা করল, নিজের ও তার ঘর দুটোকে নতুন করে সাজাল, কোন্ ঘরটা অতিথিদের জন্য থাকবে আর কোন্‌টা থাকবে ডলির জন্য সেটা ঠিক করে দিল, নতুন দাসীর জন্য একটা শোবার ঘরের ব্যবস্থা করল, বুড়ো রাঁধুনিকে রাতের খাবারের হুকুম করল, আগাফিয়া মিখাইল্‌ভনার সঙ্গে কথা বলে ভাঁড়ার ঘরের ব্যবস্থাটা নিজের হাতে নিয়ে নিল, তখন সে সব দেখেশুনে লেভিনের বেশ মজাই লেগেছে। সে দেখেছে, কিটির অপটু ও অসম্ভব হুকুম শুনে বুড়ো রাঁধুনিটি সস্নেহে হেসেছে, ভাঁড়ার ঘরের ব্যাপারে ছোট্ট মনিব ঠাকরুণের নির্দেশ শুনে আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না চিন্তিতভাবে মাথা নেড়েছে; কিটি যখন হাসি-কান্না মিশিয়ে তার কাছে নালিশ জানিয়েছে যে দাসী মাশা তাকে একেবারেই ছেলেমানুষ মনে করে আর সেই জন্যই অন্য কেউই তার কথা শোনে না, তখন তার চোখে কিটিকে অসম্ভব রকমের মনোহারিণী বলে মনে হয়েছে। এ সব কিছু তার ভাল লাগলেও কিছুটা অদ্ভুত বলেও মনে হয়েছে; মনে হয়েছে যে এ সব কিছু যদি তারা এড়িয়ে চলতে পারত তাহলেই ভাল হত।

সুখের যে উচ্চ আদর্শকে লেভিন প্রথম দিকে আঁকড়ে ধরেছিল, সংসারকে ঘিরে কিটির এই সব তুচ্ছ ঝক্কি-ঝামেলা তার সম্পূর্ণ বিরোধী হওয়ায় লেভিন তখন হতাশ হয়ে পড়েছিল; আবার সংসারকে ঘিরে কিটির এই প্রাণঢালা আগ্রহ তার বুদ্ধির অগম্য হলেও তার মনকে জয় করে নিল; তার মনকে আনন্দে ভরে দিল।

তাদের দু'জনের ঝগড়াঝাটি ও একাধারে হতাশা ও আনন্দের কারণ হয়ে দেখা দিল। লেভিন কোনদিন ভাবতেও পারে নি যে তাদের মধ্যে কোমলতা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে, অথচ হঠাৎই তাদের মিলিত জীবনের প্রথম দিনেই দু'জনের মধ্যে এতদূর বিশ্রী ঝগড়া হয়ে গেল যে কিটি নালিশ করে বসল যে লেভিন তাকে ভালবাসে না, নিজেকে ছাড়া

আর কাউকে ভালবাসে না ; নিজের হাত মোচড়াতে মোচড়াতে সে কাঁদতে শুরু করে দিল।

তাদের প্রথম ঝগড়াটা এইভাবে ঘটেছিল : লেভিন ঘোড়ায় চেপে গিয়েছিল নতুন খামার-বাড়িটা দেখতে, কিন্তু সোজা পথ ধরে ফিরতে গিয়ে পথ হারিয়ে বাড়ি ফিরল প্রত্যাশিত সময়ের আধ ঘণ্টা পরে। ফিরবার পথে সে ভেবেছে শুধু কিটির কথা, তার ভালবাসা ও নিজের সুখের কথা ; যত বাড়ির কাছে এসেছে ততই বুকের মধ্যে ভালবাসার আলো উজ্জ্বলতর হয়েছে। বিয়ের প্রস্তাব করতে শেবৎবাত্‌স্কিদের বাড়িতে যাবার সময় তার মনে যে অনুভূতি জাগত তার চাইতেও তীব্রতর অনুভূতি নিয়ে সে এক দৌড়ে ঘরে ঢুকল। কিন্তু সে সামনেই দেখল কিটি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এমনটি সে আগে কখনও দেখে নি। লেভিন কিটিকে চুমা খেতে গেল, কিন্তু কিটি তাকে সরিয়ে দিল।

"ব্যাপার কি বল তো ?"

জোর করে শান্ত থাকবার চেষ্টা করে কিটি বলল, "তোমাকে তো বেশ খুসি দেখাচ্ছে।"

কিন্তু যে মুহূর্তে তার মুখ খুলল অমনি অর্থহীন ঈর্ষা ও আধঘণ্টাব্যাপী যন্ত্রণার ফলস্বরূপ তিরস্কারের ভাষা অনর্গল ঝরে পড়তে লাগল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিয়ের পরে কিটিকে নিয়ে গির্জা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় যে কথাটা সে বুঝতে পারে নি সেটা এই প্রথম তার বোধগম্য হল। সে বুঝতে পারল, সে শুধু কিটির আপন জন নয়, সে তার সঙ্গে একাত্ম ; কোথায় কিটির শেষ আর তার শুরু তা সে জানে না। সেই মুহূর্তে তার মনে হল, তার সত্বা যেন দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। প্রথমে সে রুষ্ট হয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পেরেছিল যে কিটি তাকে আঘাত করতে পারে না, কারণ তারা একাত্ম। পিছন দিক থেকে আঘাত পেয়ে অপরাধীকে ধরবার জন্য মুখ ফিরিয়ে কেউ যখন দেখতে পায় যে আকস্মিকভাবে সে নিজেই আঘাতটা করেছে, কাজেই অন্য কারও ঘাড়ে দোষটা চাপাবার উপায় নেই, আঘাতটাকে মেনে নিয়ে কষ্টটা সহ্য করতেই হবে, লেভিনের মনের অবস্থাটাও হল অনেকটা সেই রকম।

পরে কখনও এত তীব্রভাবে এ অভিজ্ঞতাটা তার হয় নি ; প্রথমে সে একেবারেই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল ; তখনই ধাতস্থ হতে পারল না। স্বাভাবিকভাবেই সে চেয়েছিল কিটির দোষ দেখিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে ; কিন্তু তা করতে গেলে কিটি আরও রেগে যাবে, তাদের ভিতরকার ব্যবধান আরও বেড়ে যাবে, দুঃখ আরও বাড়বে। স্বাভাবিকভাবেই সে চেয়েছিল কিটির ঘাড়ে দোষ চাপাতে ; কিন্তু আর একটি তীব্রতর অনুভূতি তাকে বলে দিল, ব্যবধানটা আরও বেড়ে যাবার আগেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটাকে ভরে

তুলতে হবে। তার বিরুদ্ধে কিটি যে অন্যায় অভিযোগ তুলেছে তাকে মেনে নেওয়া শক্ত, কিন্তু নিজেকে সমর্থন করে কিটিকে আরও কষ্ট দেওয়া অধিকতর শক্ত। কোন যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষ যেমন আধো ঘুমন্ত অবস্থায় যন্ত্রণাক্লিষ্ট অঙ্গটাকেই ছিঁড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু জেগে উঠে বুঝতে পারে যে ঐ অঙ্গটা তার সঙ্গে একাত্ম বলেই তাকে ছিঁড়ে ফেলা যায় না, লেভিনের অবস্থাও অনেকটা সেই রকম। মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত যন্ত্রণাটা তাকে সইতেই হবে, আর সেই চেষ্টাই সে করতে লাগল।

ঝগড়া মিটে গেল। মুখে না বললেও কিটি নিজের দোষ স্বীকার করে লেভিনকে আরও বেশী আদর করতে লাগল। তাদের ভালবাসার সুখ দ্বিগুণিত হল। তাতে কিন্তু তাদের খিটিমিটি বন্ধ হল না, বরং অত্যন্ত তুচ্ছ ও অপ্রত্যাশিত কারণে বার বারই ব্যাপারটা ঘটতে লাগল। তার কারণ এখনও তারা বুঝতে পারে নি দু'জনের কার কাছে কোন্‌টা বেশী গুরুত্বপূর্ণ, আর প্রথম দিকে দু'জনেরই মন-মেজাজ মাঝেমাঝেই খিঁচড়ে যেত। কিন্তু যখন দু'জনেরই মেজাজ ভাল থাকত তখন তাদের জীবনের আনন্দ হত দ্বিগুণ।

সেই প্রথম দিকের মাসগুলি সত্যি খুব সংকটের ভিতর দিয়ে কেটেছে। যে শিকল তাদের বেঁধেছে তারা যেন দু'দিক থেকে অনবরত তাকে টানছে। ফলে মোটামুটিভাবে তাদের মধুচন্দ্রিকার—অর্থাৎ বিয়ের পরের মাসটার—দিনগুলিতে সামান্যই মধু সঞ্চিত হয়েছিল; দু'জনের কাছেই সে দিনগুলির স্মৃতি কঠোরতা ও অবমাননায় ভরে রইল। জীবনের পরবর্তীকালেও সেদিনের সেই কুৎসিত লজ্জাকর দিনগুলিকে তারা স্মৃতির পাতা থেকে মুছে ফেলতেই চেষ্টা করেছে।

মস্কোতে একটি মাস কাটিয়ে আসার পরে বিবাহিত জীবনের তৃতীয় মাসে পৌঁছে তবে তাদের জীবনের পথ মসৃণ হয়ে দেখা দিল।

॥ ১৫ ॥

সবে তারা মস্কো থেকে ফিরে এসেছে। একাকি থাকতেই তাদের ভাল লাগছে। পড়ার ঘরে ডেস্কে বসে লেভিন লিখছিল। যে মদ-রঙের পোষাকটা লেভিনের খুব প্রিয় ও তার কাছে স্মরণীয় কারণ বিয়ের পর প্রথম দিন ওই পোষাকটাই কিটি পরেছিল সে পোষাকটা পরে কিটি একটা সোফায় বসে সেলাই করছে; এই পুরনো চামড়ার সোফাটা লেভিনের বাবা ও ঠাকুর্দার আমল থেকেই পড়ার ঘরে রাখা আছে। লেভিন বসে বসে ভাবছে আর লিখছে; কিন্তু সারাক্ষণই কিটির উপস্থিতির আনন্দ তার মনকে ভরিয়ে রেখেছে। জমিদারির কাজকর্ম এবং খামার-পরিচালনার নতুন পদ্ধতি সংক্রান্ত বই লেখার কাজ সে ছেড়ে দেয় নি; কিন্তু আগে তার জগৎকে ঘিরে যে

বিষণ্ণতা ছড়িয়ে ছিল তার তুলনায় তার চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মগুলোকে খুবই ছোট ও অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হত, আর এখন সে সব কিছুকে ছোট ও অকিঞ্চিৎকর মনে হয় প্রতিশ্রুতি নতুন জগতের উজ্জ্বল আনন্দের তুলনায়। এখনও সে দরকারী সব কাজই করে, তবে সে বুঝতে পেরেছে যে তার দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু বদলে গেছে, আর তাই সব কিছুকেই সে এখন আলাদাভাবে আরও স্পষ্ট করে দেখতে পারে। আগে তার কাজকর্ম ছিল জীবন থেকে পালাবার পথ। আগে তার মনে হত, এই সব কাজকর্ম না থাকলে জীবন অসহ্য ও অন্ধকার হয়ে উঠত। এখন এ সব কাজকর্মের দরকার জীবনের একঘেয়ে উজ্জ্বলতার বিকল্পের জন্য। কাগজগুলো সামনে মেলে ধরে যা লিখেছে তা আর একবার পড়ে এই ভেবে সে খুব খুসি হল যে লেখাটা খুবই মূল্যবান হয়েছে। যেমন নতুন তেমনই প্রয়োজনীয়।

এদিকে কিটি বসে বসে ভাবছিল, তাদের যাত্রার প্রাক্কালে প্রিন্স চার্স্কি কি রকম অবিবেচকের মত তার অনুগ্রহভাজন হবার চেষ্টা করছিল, আর তার স্বামীও তার উপর কি অস্বাভাবিক রকমের নজর রেখেছিল। নিজের মনেই সে বলল, আরে, সে তো ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছিল। হা ঈশ্বর! লোকটার কী স্পর্ধা, আর কী বোকামি! আর ঈর্ষা! হায়রে, আমার কাছে এই লোকগুলোর দাম যে কতটুকু তা যদি আমার স্বামী জানত!—রাঁধুনি পিয়তর-এর চাইতে এতটুকু বেশী নয়! স্বামীর মাথার পিছনটা ও রোদে-পোড়া ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, তার কাজে বিঘ্ন ঘটানো খারাপ হলেও সেটা সে পুষিয়ে নিতে পারবে—কিন্তু তার মুখখানা যে আমাকে দেখতেই হবে! তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে কি সে মুখটা ঘোরাবে? তার মুখটা ঘোরাতেই যে আমি চাই! তাকে ঘোরাতেই হবে, ঘোরাতেই হবে! যেন তার তাকানোর ফলটাকে তীব্রতর করবার জন্যই সে চোখ দুটো বড় বড় করে লেভিনের দিকে তাকাল।

কলমটা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে লেভিন হেসে বলল, "ব্যাপার কি?"

সে তাহলে মুখটা ঘুরিয়েছে! কিটি নিজের মনে বলল।

কাজে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য লেভিন বিরক্ত হয়েছে কি না বুঝবার জন্য তার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে কিটি বলল, বিশেষ কিছু না। শুধু তোমার মুখটা একটু ঘোরাতে চেয়েছিলাম।"

লেভিন হাসি মুখে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "দু'জনে একা থাকা কত ভাল! অন্তত আমার তো তাই মনে হয়।"

"এর চাইতে বেশী সুখ আর কোথায় আছে! আমি অন্য কোথাও যেতে চাই না, বিশেষ করে মস্কোতে তো নয়ই।"

"তুমি কি ভাবছিলে?"

"আমি? আমি ভাবছিলাম···না, না, তুমি লিখে যাও, তোমার চিন্তা-

ধারাকে গুলিয়ে ফেলো না। আমাকে কয়েকটা ছোট ঘর কাটতে হবে, বুঝলে ?"

কাঁচিটা নিয়ে সে কাপড় কাটতে শুরু করল।

ছোট কাঁচিটার বৃত্তাকার গতির দিকে তাকিয়ে তার পাশে বসে পড়ে লেভিন বলল, "আগে বল কি ভাবছিলে ?"

"এই দেখ, কি আবার ভাবব ? ভাবছিলাম মস্কোর কথা, তোমার মাথার পিছন দিককার কথা।"

কিটির হাতে চুমা খেয়ে লেভিন বলল, "এত সুখ পাবার মত কি এমন আমি করেছি ? এ যেন অস্বাভাবিক। এত বেশী ভাল যেন সত্যি নয়।"

"আমার কথা যদি বল, আমি কিন্তু যত বেশী সুখ পাচ্ছি ততই সেটা আরও স্বাভাবিক লাগছে।"

আস্তে তার মাথাটা ঘুরিয়ে লেভিন বলল, "একটা চুল উঠে এসেছে, দেখছ ? না, চল কাজ শুরু করি।"

কিন্তু তারা কাজে হাত দিল না। একটু পরে যখন কুজ্‌মা এসে জানাল যে চা তৈরি তখন তারা দোষী ছেলেমেয়েদের মত লাফিয়ে উঠল।

লেভিন কুজ্‌মাকে জিজ্ঞাসা করল, "ওরা কি শহর থেকে ফিরেছে ?"

"এইমাত্র। ওরা ডাকের চিঠি বাছাই করছে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে আবার বলল, "বেশী দেরি করো না ; নইলে কিন্তু তোমাদের ছাড়াই আমি চিঠিগুলি পড়ে ফেলব। তখন টের পাবে।"

কিটি চলে গেলে লেভিন কাগজপত্র গুছিয়ে কিটির দেওয়া নতুন পোর্ট-ফোলিয়োতে ভরে রাখল ; তারপর কিটির কেনা সুসজ্জিত নতুন ওয়াশস্ট্যাণ্ডে হাত মুখ ধুয়ে নিল। কি ভেবে লেভিন অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। তার মনে হল, তাদের বর্তমান জীবনযাত্রা লজ্জাজনক ও নোংরা। এটা কোন জীবনই নয়। তিন মাস হতে চলল, অথচ আমি প্রায় কিছুই করি নি। আজই প্রথম কাজে বসলাম কিন্তু তার ফলটা কি হল ? শুরু হতে না হতেই শেষ। দৈনন্দিন কাজকর্ম তো প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়। খামার-বাড়ি দেখতেও কদাচিৎ যাই। হয় নিজেই দূরে সরে থাকতে পারি না, অথবা ভয় হয় পাছে ওর একঘেয়ে লাগে। তিন-তিনটে মাস পার হয়ে গেল, অথচ আগে তো কখনও আমি এত আলসে ও অকর্মণ্য ছিলাম না। এভাবে চলতে পারে না ; আমাকে কাজে হাত দিতেই হবে। অবশ্য এতে ওর কোন দোষ নেই। ওর বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। আমাকেই আরও শক্ত হতে হবে, পুরুষোচিত স্বাধীনতার উপর জোর দিতে হবে। এই গণ্ডীর থেকে যদি বের হতে না পারি তো এই জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে যাব, আর কিটিও তাই পছন্দ করে বসবে। নিশ্চয় সেটা তার দোষ নয়।

কিন্তু যে কাজ পছন্দসই নয় তার জন্য অন্যকে দোষী না করাটা বড় শক্ত, বিশেষ করে সেই অন্য লোক যদি হয় নিকটতম ও প্রিয়তম জন। লেভিনও অস্পষ্টভাবে মনের মধ্যে এই ধারণাই পোষণ করতে লাগল যে, দোষ কিটির নয়, দোষ তার শিক্ষা-দীক্ষার। দুর্ভাগ্যবশত গৃহস্থালীর কাজ, পোষাক-পরিচ্ছদ ও সেলাই-বুনন ছাড়া অন্য কোন কাজে তার কোন আগ্রহ নেই। আমার কাজকর্মে, খামার পরিচালনার ব্যাপারে, চাষীদের কাজে, পড়াশুনায়, এমন কি পিয়ানো বাজানোর কাজেও তার আগ্রহ নেই। সে কিছুই করে না, অথচ বেশ খুসিতেই আছে।

হ্যাঁ, লেভিন মনে মনে কিটির বিচার করতে শুরু করল। সে জানত না যে, স্বামীর স্ত্রী এবং বাড়ির কর্ত্রী হওয়া ছাড়াও কিটিকে যখন সন্তান প্রসব করতে হবে, তাকে লালন-পালন করতে হবে তখনকার সেই সব কর্তব্যের জন্যই সে নিজেকে প্রস্তুত করছে। সে জানত না যে, প্রবৃত্তিবশেই কিটি এসব বুঝতে পেরেছে এবং সেই ভবিষ্যৎ নীড় রচনার কাজেই সানন্দে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে।

॥ ১৬ ॥

দোতলায় উঠে লেভিন দেখল, তার স্ত্রী একটা নতুন রূপোর সামোভার ও নতুন চায়ের সরঞ্জাম সামনে নিয়ে টেবিলে বসে আছে। নিজের হাতে এক কাপ চা ঢেলে সে আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নাকে দিয়েছে; পাশের টেবিলে বসে সে আরাম করে চা খাচ্ছে। কিটি ডলির কাছ থেকে সদ্য আসা চিঠিটা পড়ছে। ডলির সঙ্গে তার নিয়মিত পত্রালাপ চলে।

সপ্রশংস হাসিতে কিটির দিকে তাকিয়ে আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না বলল, "তোমার স্ত্রী আমাকে এখানে বসিয়ে দিয়ে বলেছে, আমাকে তার পাশে বসে থাকতেই হবে।"

এই কথা শুনেই লেভিন বুঝতে পারল কিটি ও আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নার মধ্যে যে নাটক শুরু হয়েছিল তার উপর যবনিকা পড়েছে। তার হাত থেকে গৃহস্থালীর রাশ নিজের হাতে নেওয়ায় আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না কিটির উপর একদিন যতই চটে থাকুক, আজ কিটি তাকে জয় করেছে; বুড়ি এখন তাকে ভালবাসে।

একটা কাঁচা হাতে লেখা চিঠি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে কিটি বলল, "এই নাও, তোমার চিঠিটা আমি পড়েছি। এটা সেই মেয়ে মানুষের চিঠি যার সঙ্গে তোমার ভাই···। না, ও চিঠি আমি পড়ি নি। এই চিঠিটা এসেছে ডলির কাছ থেকে। ভাব তো! গ্রিশা ও তানিয়াকে নিয়ে ডলি সার্মাৎস্কায়াতে একটা ছোটদের বল-নাচে গিয়েছিল। তানিয়া গিয়েছিল ফরাসী জমিদার সেজে।"

কিটির কথায় লেভিন কান দিল না; লজ্জিতভাবে সে তার ভাইয়ের প্রাক্তন সঙ্গিনী মাশার চিঠিখানা নিয়ে পড়তে পাগল। তার কাছে লেখা মাশার এটা দ্বিতীয় চিঠি। প্রথম চিঠিতে সে লিখেছিল, লেভিনের ভাই অকারণেই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে; সকরুণভাবে সে আরও জানিয়েছিল, কপর্দকহীন হলেও সে কিছু চায় না, তার কোন দাবী নেই; কিন্তু তাকে ছেড়ে হতদরিদ্র নিকোলাই দিমিত্রিয়েভিচ মরে যাবে; কন্স্তান্তিন দিমিত্রিয়েভিচ কি সেখানে গিয়ে তার দেখাশুনা করতে পারেন না। এবার লিখেছে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। মস্কোতে নিকোলাইর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, সে আবার তার সঙ্গে বাস করছিল, এবং মফস্বলের যে শহরে নিকোলাই একটা কাজ পেয়েছিল দু'জন সেখানেই চলে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে উপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে সে আবার মস্কোতে ফিরে গেছে এবং সেখানে এতই অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে ভাল হবার কোন আশাই আর নেই।

"সে সব সময়ই আপনার নাম করে; এদিকে টাকাপয়সাও সব ফুরিয়ে গেছে।"

"দেখ, ডলি তোমার সম্পর্কে কি লিখেছে," হেসে কথাটা বলতে গিয়ে স্বামীর মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করে কিটি হঠাৎ থেমে গেল।

"এ কি? কি হয়েছে?"

"সে লিখেছে আমার ভাই নিকোলাই মরতে বসেছে। আমি তার কাছে যাব।"

কিটির মুখও বদলে গেল। কোথায় চলে গেল ডলি ও তানিয়ার চিন্তা।

"কখন যাবে?" সে জানতে চাইল।

"কাল।"

"আমিও যাব। কি বল?"

"কিটি! কি বলছ তুমি?" লেভিন কঠোরভাবে বলল।

তার কঠোর কণ্ঠস্বরে ও আপত্তিতে ক্ষুব্ধ হয়ে কিটি বলল, "কেন নয়? তোমার সঙ্গে কেন আমি যেতে পারব না? আমি তো কোন বাধার সৃষ্টি করব না। আমি—"

"আমি যাচ্ছি আমার ভাই মৃত্যুশয্যায় বলে। তুমি কেন যাবে—?"

"আমি কেন যাব? ঐ একই কারণে।"

লেভিন ভাবল, আমার জীবনের এই সংকট-মুহূর্তেও ওর সেই একই ভাবনা, আমাকে ছেড়ে একা একা ওর একঘেয়ে লাগবে! এ রকম একটা অবস্থাকেও সে একটা অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করছে দেখে লেভিনের রাগ হল।

সে সরাসরি বলে দিল, "সেটা অসম্ভব।"

একটা ঝগড়া আসন্ন বুঝে আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না আস্তে কাপটা নামিয়ে রেখে চলে গেল। কিটি একবার তাকিয়েও দেখল না। স্বামী শেষের কথা-গুলিকে যে সুরে উচ্চারণ করেছে তাতে সে খুবই মর্মাহত হয়েছে।

সেও তাড়াতাড়ি সক্রোধে বলে উঠল, "আমি বলছি, তুমি যদি যাও তাহলে আমিও যাব; নিশ্চয় যাব। কেন সেটা অসম্ভব হবে? কেন তুমি বললে যে সেটা অসম্ভব?"

"কারণ আমি কোথায় যাব, কোন্ পথে যাব, কোন্ সরাইখানায় থাকব, তা শুধু ঈশ্বরই জানেন। তুমি গেলে আমার অবস্থা আরও সঙ্গীন করে তুলবে।" এবার লেভিন ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলল।

"সে রকম কিছুই আমি করব না। কিছুই চাইব না। তুমি যা সইতে পারবে আমিও তা সইতে পারব।"

"সেই মেয়েমানুষটা সেখানে থাকবে; তার সঙ্গে তো তুমি মিশতে পারবে না; অন্তত সেই কারণেই তোমার যাওয়া হবে না।"

"সেখানে কে থাকবে, কি থাকবে সে সব কথা আমি শুনতে চাই না। আমি শুধু জানি, আমার স্বামীর ভাই মরতে বসেছে, আমার স্বামী যাচ্ছে তাকে দেখতে, আর আমি যাচ্ছি আমার স্বামীর সঙ্গে যাতে—"

"কিটি! রাগ করো না। কিন্তু তুমি বুঝছ না কেন? এ রকম একটা অবস্থায়ও মেয়েদের সেই চিরন্তন দুর্বলতা—একলা থাকবার ভয়কে তুমি কেমন করে প্রশ্রয় দিচ্ছ? এখানে যদি তোমার নিঃসঙ্গ লাগে তো মস্কোতে চলে যাও।"

ক্রোধে ও ক্ষোভে চোখের জল ফেলতে ফেলতে কিটি বলল, "বুঝেছি, সব সময়ই তুমি আমার ঘাড়ে সব চাইতে খারাপ, সব চাইতে নীচ উদ্দেশ্যটাই চাপিয়ে দিতে চাও! আমি দুর্বল নই, আমি···আমি শুধু জানি, স্বামীর দুঃখের দিনে তার পাশে থাকাই আমার কর্তব্য, কিন্তু তুমি ইচ্ছা করেই আমাকে আঘাত দাও, ইচ্ছা করেই বুঝতে চাও না যে—"

নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে লেভিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এ যে ভয়ংকর অবস্থা। এ তো দাসত্ব!" কিন্তু সেই মুহূর্তেই তার মনে হল, সে তো নিজেকেই আঘাত হানছে।

"কেন তুমি বিয়ে করেছিলে? তুমি তো মুক্তই ছিলে। এর মধ্যেই যদি অনুতাপ এসে থাকে তো কেন এ কাজ করেছিলে?" লাফিয়ে উঠে কথাগুলি বলেই কিটি এক দৌড়ে বসবার ঘরে ঢুকে গেল।

লেভিন যখন সে ঘরে গেল তখন কিটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

তাকে সান্ত্বনা দিতে লেভিন অনেক কথাই বলল। কিন্তু কিটি তার কথাও শুনল না, তার সঙ্গে একমতও হল না। বাধা দেওয়া সত্ত্বেও লেভিন কিটির হাতটা চেপে ধরল। তার হাতে, তার চুলে চুমা খেল; কিন্তু কিটি একটা

কথাও বলল না। তারপর সে যখন দুই হাতে তার মুখটা তুলে ধরে ডাকল, "কিটি!" একমাত্র তখনই সে আত্মসমর্পণ করল। ঝগড়া মিটে গেল।

ঠিক হল, পরদিন দু'জন একসঙ্গেই যাত্রা করবে। লেভিন কিটিকে বোঝাল, তার কাজে লাগবার জন্যই যে কিটি তার সঙ্গে যেতে চেয়েছে সে কথা সে বিশ্বাস করে এবং মাশা যে তার ভাইয়ের কাছেই আছে সেটাও অসঙ্গত কিছু নয়; কিন্তু মনের গভীরে কিটির প্রতি এবং নিজের প্রতি একটা অসন্তোষের অনুভূতি নিয়েই সে যাত্রা করল। কিটির প্রতি অসন্তোষের কারণ সে তাকে একাকী যেতে দেয় নি; আর নিজের প্রতি অসন্তোষের কারণ কিটির মতের বিরুদ্ধে নিজের মতকে সে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। যে মেয়েমানুষটি তার ভাইয়ের সঙ্গে আছে তাকে যে কিটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছে এতেই তার মনে আরও গভীর আপত্তি; তাদের মধ্যে যে ভয়ংকর সংঘাত দেখা দিতে পারে সে কথা ভেবে লেভিন শিউরে উঠল। তার স্ত্রী, তার কিটি যে একটা রাস্তার মেয়েমানুষের সঙ্গে একই ঘরে থাকবে এই ভাবনাই তার মনকে আতংকে ও ঘৃণায় ভরে তুলল।

॥ ১৭ ॥

মফস্বল শহরের যে সব হোটেল নতুন ও উন্নত পদ্ধতিতে পরিচ্ছন্নতা, আরাম ও সুরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে গড়ে উঠলেও আবাসিকদের কল্যাণে বাইরের আধুনিকতা ও চাকচিক্যের চমক বজায় রেখেও অচিরেই নোংরামিতে ভরে ওঠে, তেমনই একটা হোটেলে নিকোলাই লেভিন বাসা নিয়েছে। এই বাহ্যিক আড়ম্বরের ফলে হোটেলগুলির অবস্থা পুরনো কালের সরাইখানার চাইতেও খারাপ হয়ে ওঠে। আলোচ্য হোটেলটিরও ইতিমধ্যেই সেই অবস্থা হয়েছে। নোংরা ইউনিফর্মধারী একজন প্রাক্তন সৈনিক সেখানে পরিচারকের কাজ করে; প্রধান ফটকে বসে সে সিগারেট টানে; ঢালাই লোহার সিঁড়িটা নোংরা ও অন্ধকার; নোংরা ফ্রককোট পরা পরিচারকটি সব সময় বক্ বক্ করে; লাউঞ্জের টেবিলে ধূলোভর্তি মোমের ফুলের একটা ফুলদানি; সর্বত্র ধূলো, ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতা। সব কিছু দেখে লেভিনের মনটা ভারী হয়ে উঠল। বিশেষ করে যে অবস্থার মুখোমুখি হতে সে এখানে এসেছে তার সঙ্গে এই নকল পরিবেশের এতই অমিল যে তার মন আরও খারাপ হয়ে গেল।

কি রকম ঘর পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করায় সেই একই জবাব পাওয়া গেল: কোন প্রথম শ্রেণীর ঘরই পাওয়া যাবে না; একটি দখল করেছে জনৈক রেলওয়ে ইন্সপেক্টর, আর একটিতে আছে একজন মস্কোর উকিল, আর তৃতীয়টিতে উঠেছে গ্রামের জমিদারি থেকে সদ্য আগত প্রিন্সেস

আস্তাফিয়েভা। একটিমাত্র নোংরা ঘরই এখন পাওয়া যেতে পারে; তবে সন্ধ্যা নাগাদ তার লাগোয়া ঘরখানাও খালি হয়ে যাবে। বেশ রাগের সঙ্গেই লেভিন স্ত্রীকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকল, কারণ সে যেরকমটা আশংকা করেছিল অবস্থা তাই দাঁড়িয়েছে। ভাইয়ের জন্য যথেষ্ট দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও সে সঙ্গে সঙ্গেই তার রোগশয্যার পাশে গিয়ে হাজির হতে পারল না; কারণ সকলের আগে স্ত্রীর যত্ন ও আরামের ব্যবস্থা করা দরকার।

কিটি ভীরু গলায় বলল, "তার কাছে যাও, তার কাছে যাও।"

কোন কথা না বলে লেভিন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হলেই মাশার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লেভিনদের আসার সংবাদ সে পেয়েছে, কিন্তু ঘরে ঢুকতে সাহস করে নি। মস্কোতে তাকে যে রকম দেখেছিল ঠিক সেই রকমই আছে—সেই খাটো হাতা, গলা খোলা পশমী পোষাক, দাগ-দাগ মুখে সেই বোকা-বোকা ভালমানুষী ভাব, হয় তো মুখটা একটু বেশী ফুলেছে।

"ও কেমন আছে? কথা বল। সত্যি কথা বল।"

"খুব খারাপ। উঠতেও পারে না। আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার…ও আপনার স্ত্রীর জন্য…।"

মেয়েটির এত বিচলিত হবার কারণ সে তখনই বুঝতে পারল না। মেয়েটি নিজেই বুঝিয়ে দিল।

বলল, "আমি চলে যাব। এখন রান্না ঘরে যাচ্ছি। সে সব শুনেছে। সে জানে। দূর দেশে থেকেও ওর কথা তার মনে আছে।"

মাশা তার স্ত্রীর কথাই বলছিল। লেভিন কি জবাব দেবে ঠিক বুঝতে পারল না।

বলল, "আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।"

তারা এক পা বাড়াবার আগেই দরজা খুলে কিটি মুখ বাড়াল। তাকে এবং নিজেকেও এ রকম একটা অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে ফেলে দেবার জন্য লেভিন লজ্জায় ও বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠল। মাশা আরও বেশী লজ্জা পেল। সে ছিটকে সরে গেল; তার মুখটা চুলের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। কি বলবে না করবে বুঝতে না পেরে মাশা গলার রুমালটা চেপে ধরে লাল আঙুল দিয়ে মোচড়াতে লাগল।

কিটি প্রথমে লেভিনকে ও পরে মাশাকে জিজ্ঞাসা করল, "তিনি কেমন আছেন? তিনি কেমন আছেন?"

সেই সময় করিডর পার হয়ে একটি ভদ্রলোক নেমে আসছিল। অস্বস্তির সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে লেভিন বলল, "এটা কথা বলার জায়গা নয়।"

কিটি মাশাকে বলল, "তাহলে ভিতরে চল।" মাশা ততক্ষণে কিছুটা সামলে নিলেও লেভিনের মুখের বিরক্তি লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি বলে উঠল: "অথবা না, চলে যান; চলে যান; পরে আমাকে ডেকে পাঠাবেন।"

ভাইয়ের সামনে হাজির হয়ে লেভিন যা দেখল, যা বুঝল ততটা সে আশংকা করে নি। সে ভেবেছিল দেখতে পাবে আসন্ন মৃত্যুর আরও স্পষ্ট দৈহিক লক্ষণ—আরও দুর্বলতা, আরও শীর্ণতা—সাধারণত যা ঘটে থাকে। ভেবেছিল প্রিয় ভাইকে হারাবার সেই একই দুঃখ সে পাবে, মৃত্যুর চিন্তায় সেই একই আতংক তাকে ভুগতে হবে—শুধু তার মাত্রাটা একটু বেশী হবে। সে জন্যই সে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। কিন্তু যা সে দেখল সেটা সম্পূর্ণ আলাদা।

রং-করা কাঠের দেয়াল অবহেলায় নানা দাগে ভর্তি, পাতলা দেয়ালের ও পাশ থেকে নানা শব্দ ভেসে আসছে, দুর্গন্ধে বাতাস ভারী; আর তারই মধ্যে দেয়াল থেকে সরিয়ে আনা বিছানায় কম্বলে ঢাকা দেওয়া একটি লোক শুয়ে আছে। লোকটির একটা হাত কম্বলের উপর রাখা আছে; হাতটা কনুই পর্যন্ত একটা সরু লম্বা দণ্ডের সঙ্গে বাঁধা। মাথাটা বালিশের উপর কাৎ হয়ে আছে। লেভিন দেখল, পাতলা চুল মাথার সঙ্গে আঁঠার মত লেগে আছে, আর টান-টান চামড়ায় স্বচ্ছ কপালটা ঢাকা পড়েছে।

লেভিন ভাবল, এই ভয়ংকর দেহটা নিশ্চয় আমার ভাই নিকোলাই হতে পারে না। কিন্তু কাছে গিয়ে মুখটা দেখতেই সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। মুখটা ভয়ংকরভাবে বদলে গেছে, তবু সেই জীবন্ত চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে, ভেজা গোঁফের নীচে দুটি ঠোঁটের ঈষৎ নড়াচড়া লক্ষ্য করেই লেভিন স্পষ্ট বুঝতে পারল যে এই মৃতদেহটি সত্যি তার জীবিত ভাইয়ের।

ঝকঝকে দুটি চোখ মেলে সে কঠোর তিরস্কারের ভঙ্গীতে তার দিকে তাকাল। সে তিরস্কারের অর্থ লেভিন বুঝতে পারল; নিজের সুখের জন্য তার নিজেকেই দোষী মনে হতে লাগল।

লেভিন তার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিল। নিকোলাই একটু হাসল। সে হাসি অস্পষ্ট, প্রায় অদৃশ্য; তাতে তার কঠোরতা কিছুমাত্র হ্রাস পেল না।

অনেক কষ্টে সে বিড় বিড় করে বলল, "আমাকে এ রকম অবস্থায় দেখবে তা আশা কর নি, তাই না?"

লেভিন তো-তো করে বলল, "না···হ্যাঁ···। আরও আগে, মানে আমার বিয়ের সময় কেন আমাকে জানাও নি? আমি তো সর্বত্র তোমার খোঁজ করেছি।"

চুপ করে থাকা চলে না বলেই তাকে কথা বলতে হচ্ছিল; কিন্তু কি যে বলবে তা সে নিজেই জানে না; বিশেষত তার ভাই যখন কোন কথাই বলছে না; শুধু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তার প্রতিটি কথার অর্থ বুঝবারই চেষ্টা করছে। লেভিন ভাইকে বলল, তার স্ত্রীও সঙ্গে এসেছে। নিকোলাই খুসি হল, কিন্তু তার ভয় হল যে তার অবস্থা দেখলে মহিলাটি আতংকিত হতে পারে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ নিকোলাই নড়েচড়ে কথা বলতে শুরু করল। তার মুখের ভাব দেখে লেভিনের মনে হল, খুব গুরুতর অর্থপূর্ণ

কথাই সে বলবে, কিন্তু সে শুধু তার স্বাস্থ্যের কথাই বলল। সে ডাক্তারের দোষ দিল এবং মস্কোর কোন বড় ডাক্তারকে দেখানো হয় নি বলে দুঃখ করল। লেভিনের মনে হল, তার মনে এখনও আশা আছে; সে কথা থামাতেই অন্তত মুহূর্তের জন্যও নিজের আবেগের যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য লেভিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সে এখনি গিয়ে তার স্ত্রীকে নিয়ে আসবে।

অনেক কষ্টে নিকোলাই বলল, "খুব ভাল কথা। সেই ফাঁকে আমি ঘরটাকে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়ে নিতে পারব। ঘরটা বড় নোংরা, হয় তো দুর্গন্ধও বেরুচ্ছে। মাশা, ঘরটা পরিষ্কার করে ফেল। আর কাজ শেষ করেই এখান থেকে চলে যাও।" ভাইয়ের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে শেষের কথা ক'টি বলল।

লেভিন কোন কথা বলল না। বাইরে হলে এসে থামল। সে বলে এসেছে স্ত্রীকে নিয়ে আবার সে ঘরে যাবে, কিন্তু ভাইয়ের অবস্থা দেখে যে আঘাত সে পেয়েছে সে কথা ভেবে সে স্থির করল, কিটি যাতে রোগীর ঘরে না ঢোকে সেই কথাই তাকে বোঝাতে চেষ্টা করবে। আমি যে কষ্ট সহ্য করেছি, সে কেন সেই কষ্ট ভোগ করতে যাবে?

আতংকিত মুখে কিটি জিজ্ঞাসা করল, "উনি কেমন আছেন?"

"ভয়ংকর, ভয়ংকর! তুমি কেন যে এলে?" লেভিন বলল।

কয়েক মুহূর্ত কিটি সকরুণ নম্র চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর তার কাছে গিয়ে দুই হাতে তার হাত ধরল।

"প্রিয়তম, আমাকে তার কাছে নিয়ে চল, আমাদের দু'জনের পক্ষেই ব্যাপারটা সহজ হবে। আমাকে নিয়ে চল। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে তোমাকে দেখব অথচ তাকে দেখব না সেটা আমার পক্ষে আরও কঠিন? হয় তো তোমাদের দু'জনকেই আমি কিছুটা সাহায্য করতে পারব। দয়া কর, দয়া করে আমাকে নিয়ে চল।" কিটি এমনভাবে অনুনয় করতে লাগল যেন তার সমস্ত জীবনটাই এর উপর নির্ভর করছে।

লেভিন আপত্তি করতে পারল না। অবস্থা কিছুটা সামলে নিয়ে সে যখন স্ত্রীকে নিয়ে ভাইয়ের কাছে গেল তখন মাশার কথা তার একবারও মনে হল না।

আস্তে পা ফেলে, অনবরত স্বামীর দিকে চোখ রেখে এবং নিজে যথা-সম্ভব সাহসী ও সমব্যথীর ভাব বজায় রেখে কিটি রোগীর ঘরে গেল। কিন্তু ভিতরে ঢুকবার পরে সে ধীরেসুস্থে নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। দ্রুত হাল্কা পায়ে মৃত্যু-শয্যার দিকে এগিয়ে গিয়ে এমন একটা জায়গা বেছে নিল যেখান থেকে রোগীর মাথাটা ঘোরাতে হবে না। পরমুহূর্তেই নিজের তরুণ তাজা হাতে নিকোলাইয়ের মস্তবড় হাড়-জিরজিরে হাতটা ধরে তাতে চাপ

দিল ; এমনভাবে নীরব উৎসাহ ও সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলতে লাগল যা একমাত্র মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব।

কিটি বলল, "জার্মানীর প্রস্রবণের জায়গায় আমাদের দেখা হয়েছিল, কিন্তু তখন আমাদের পরিচয় ছিল না। আমি যে আপনার বৌদি হব তাও বোধ হয় আপনি তখন জানতেন না।"

হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে নিকোলাই বলল, "আপনি তো এখনও আমাকে চিনতেই পারতেন না, পারতেন কি ?"

"ওঃ নিশ্চয়, আপনাকে নিশ্চয় চিনতে পারতাম। আপনাদের সব খবর আমাদের জানিয়ে কী ভালই যে করেছেন ! এমন একটা দিনও যায় নি যখন কন্‌স্তান্তিন আপনার কথা না বলত এবং আপনাকে নিয়ে চিন্তা না করত।"

রোগীর এই উৎসাহ কিন্তু বেশীক্ষণ থাকল না।

কিটির কথা শেষ হবার আগেই নিকোলাইয়ের মুখে ফুটে উঠল সেই তিরস্কারে ভরা ঈর্ষার দৃষ্টি যা জীবিত জনের প্রতি মৃত্যুপথযাত্রীর মুখেই ফুটে থাকে।

তার সেই দৃষ্টিকে এড়াবার জন্য ঘরের চারদিকে তাকিয়ে কিটি বলল, "আমার আশংকা হচ্ছে এখানে আপনি পুরোপুরি আরাম পাচ্ছেন না।" তারপর স্বামীকে বলল, "মালিককে বলতে হবে ওকে অন্য একটা ঘর দিতে। আমাদের কাছাকাছি কোন ঘর।"

॥ ১৮ ॥

লেভিন শান্তভাবে ভাইয়ের দিকে তাকাতে পারছিল না ; তার সামনে সে শান্ত ও স্বাভাবিক হতেও পারছিল না। তার সামনে বসে লেভিনের দৃষ্টি ও মনোযোগ আপনা থেকেই এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে ভাইয়ের শরীরের অবস্থাটা সে ভালভাবে বুঝতেই পারছিল না। একটা ভীষণ দুর্গন্ধ তার নাকে লাগছে, নোংরা ও বিশৃংখল পরিবেশ এবং ভাইয়ের ভয়ংকর যন্ত্রণাকে সে চোখে দেখছে, তার আর্তনাদ শুনছে, আর ভাবছে এর কোন প্রতিকার নেই। তার ভাইয়ের অবস্থা এতটা শোচনীয় কেমন করে হল সেটা সঠিকভাবে বুঝতে, কম্বলের নীচে তার দেহটা ঠিক কি ভাবে আছে, তার শীর্ণ কাঁধ ও পাছা কেমন করে কুঁকড়ে গেছে, সেগুলোকে অন্য কোনভাবে রাখলে আরাম না হোক অন্তত কষ্টটা কিছুটা লাঘব হতে পারে কি না, এ সব কথাই ভাল করে ভেবে দেখা যে তার উচিত সেটা তার মনেই হল না। কিন্তু এ সব কথা ভাবতেই লেভিনের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন উঠে এল। তার মনে নিঃসন্দেহ ধারণা হল যে ভাইয়ের জীবনকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে বা তার কষ্টকে লাঘব করতে আর কিছুই করবার নেই। রোগী

যখন বুঝতে পারল যে তার ভাই তার আশা ছেড়ে দিয়েছে তখন তারও মনে আঘাত লাগল। অবস্থা তাতে আরও খারাপ হল। লেভিনের পক্ষে ঘরে থাকা কষ্টকর, বেরিয়ে যাওয়া অধিকতর কষ্টকর। তাই নানা অছিলায় সে ঘর-বার করতে লাগল, একা থাকা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ল।

কিটির ভাবনা, অনুভূতি ও কার্যকলাপ কিন্তু হল সম্পূর্ণ আলাদা। রুগ্ন মানুষটিকে দেখে তার মন করুণায় ভরে গেল। কিন্তু সেই করুণা স্বামীর মত তার মনে আতংক ও বিতৃষ্ণা জাগাল না; বরং কোন কিছু করবার, যে কোন ভাবে রোগীকে সাহায্য করবার ইচ্ছা জাগল তার মনে। সাহায্য করা তার উচিত এ বিষয়ে যেমন তার মনে কোন সন্দেহ দেখা দিল না, তেমনই সাহায্য করতে সে নিশ্চয় পারবে সে বিষয়েও তার মনে কোন সন্দেহ রইল না। তাই সঙ্গে সঙ্গেই সে কাজ শুরু করে দিল। ডাক্তারকে ডেকে পাঠাল, ওষুধের ব্যবস্থা করল, তার দাসী ও মাশাকে দিয়ে ঘর ঝাড়াল, ধোয়ামোছা করাল; নিজেও কিছু ধোয়ামোছা করল, কম্বলের নীচে একটা কিছু পেতে দিল। তার হুকুমমত কিছু জিনিস ঘর থেকে বের করে দেওয়া হল, কিছু জিনিস রোগীর ঘরে আনা হল। কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে নিজেই বার কয়েক তার ঘরে গেল এবং বিছানার চাদর, বালিশের ওড়, তোয়ালে ও শার্ট এনে রোগীকে দিল।

রেস্তোরাঁতে একদল ইঞ্জিনীয়ারকে ডিনার পরিবেশনের কাজে তত্ত্বাবধান-রত একজন ওয়েটারকে কিটি বারকয়েক ডেকে নিয়ে এল। এত ভদ্রভাবে অথচ জোরের সঙ্গে সে তাকে কাজের ফরমাস করল যে লোকটি আপত্তি করতেও পারল না। এ ধরনের কাজ লেভিনের পছন্দ হল না। এতে রোগীর কোন উপকার হবে বলেই সে মনে করে না; বরং তার ধারণা এতে সে রেগেই যাবে। কিন্তু দেখা গেল, রোগী এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বিকার হয়ে রইল; রাগ করল না; বরং লজ্জিত বোধ করল, এবং সে যা কিছু করল সেটা আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগল। লেভিন ডাক্তারকে নিয়ে ফিরে এসে দেখল, কিটির অনুরোধে তার ভাই গায়ের শার্টটা বদলাচ্ছে। পিছন থেকে সে দেখতে পেল, ঠেলে-ওঠা কণ্ঠার হাড়, মাংসহীন পাঁজর ও শিরদাঁড়াসহ গোটা ফ্যাকাসে শরীরটাই একেবারে খোলা, আর ঝুলে-পড়া দুটো হাতের ভিতর দিয়ে নতুন শার্টটা তার গায়ে গলিয়ে দিতে মাশা ও ওয়েটারটি একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। লেভিন ঘরে ঢুকতেই কিটি দরজাটা বন্ধ করে দিল। নিজেও তাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু রোগীর আর্তনাদ শুনে কাছে গিয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি কর।"

রোগী রেগে গিয়ে বিড় বিড় করে বলল, "তোমরা চলে যাও। আমি নিজেই পরতে পারব।"

"কি হচ্ছে?" মাশা বলল।

কিন্তু তার কথা শুনেই কিটি বুঝতে পারল যে তাকে আদুল গায়ে দেখতে পাচ্ছে বলেই রোগী লজ্জিত ও বিরক্ত হচ্ছে।

রোগীর হাতটা তুলে সে বলল, "আমি দেখছি না, আমি দেখছি না। মাশা, ওদিকে গিয়ে তার একটা আস্তিন সোজা করে ধর।" তারপর স্বামীর দিকে ফিরে বলল, "তুমি তো জান আমার থলের পাশের পকেটে একটা ছোট শিশি আছে—এদিকটা পরিষ্কার হতে হতে তুমি গিয়ে সেটা নিয়ে এস।"

শিশিটা নিয়ে ফিরে এসে লেভিন দেখল, রোগী শুয়ে আছে, আর পরিবেশটা একেবারেই বদলে গেছে। দুর্গন্ধের পরিবর্তে ভিনিগার ও আতরের গন্ধ ঘরটাকে ভরে দিয়েছে। কিটি নিজেই একটা ছোট পাইপে ফুঁ দিয়ে ঘরময় আতর ছিটিয়ে দিয়েছে। ঘরে ধুলোর চিহ্নমাত্র নেই। বিছানার পাশে মেঝেতে একটা কম্বল পেতে দেওয়া হয়েছে। টেবিলে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওষুধের শিশি-বোতল, একটা জলের বোতল, একটা ধোয়া চাদর আর কিটির সেলাইর সরঞ্জাম। রোগীর বিছানার পাশে ছোট টেবিলে রয়েছে এক গ্লাস জল, একটা মোমবাতি ও কিছু পাউডার। রোগী স্বয়ং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, চুলে চিরুণী চালিয়ে সাদা কলারের একটা ধোয়া নাইট-শার্ট গায়ে দিয়ে পরিষ্কার চাদরের উপর একগাদা উঁচু বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে। তার চোখ দুটি কিটির দিকে স্থিরনিবদ্ধ, তাতে একটা নতুন আশার আলো জ্বলছে।

যে ডাক্তারটিকে লেভিন ক্লাব থেকে ডেকে এনেছে সে এতদিন নিকোলাইর চিকিৎসা করে নি। নতুন ডাক্তারটি স্টেথোস্কোপ বের করে বুকে লাগিয়ে দেখল, মাথা নেড়ে প্রেস্‌ক্রিপসন লিখল, তারপর সব কিছু সবিস্তারে বুঝিয়ে বলল; প্রথমত, কিভাবে ওষুধ খেতে হবে, দ্বিতীয়ত, কি পথ্য হবে। কাঁচা বা অল্প-সিদ্ধ ডিম ও অল্প গরম দুধের সঙ্গে "সেল্‌ট্‌জার" জল মিশিয়ে খাবার পরামর্শ দিল। ডাক্তার চলে গেলে রোগী ভাইকে কি যেন বলল, কিন্তু লেভিন শুধু তার শেষের কথা দুটিই শুনতে পেল…"তোমার কেট"; কিন্তু সে যেভাবে কিটির দিকে তাকাল তাতেই লেভিন বুঝতে পারল যে ভাই তার প্রশংসাই করছে। তার কথামতই সে "কেট" কে ডাকল।

নিকোলাই বলল, "আমি এখন অনেক ভাল বোধ করছি। তোমার সেবা-যত্ন পেলে অনেক আগেই আমি ভাল হয়ে যেতাম। আঃ, কী আরাম!" কিটির হাতখানি ধরে ঠোঁটের কাছে তুলল, কিন্তু পাছে কিটি হাত সরিয়ে নেয় এই ভয়ে হাতটা রেখে আস্তে আস্তে টোকা দিতে লাগল। কিটি দুই হাতে তার হাতটা ধরে চাপ দিল। রোগী অস্ফুট স্বরে বলল, "এবার আমাকে বাঁ পাশে ফিরিয়ে দাও; তারপর গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও গে।"

তার কথাগুলি কিটি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারল না। সে বুঝতে পারল, কারণ তার প্রতিটি ইচ্ছার দিকে তার মন একাগ্রভাবে উৎসুক হয়ে আছে।

কিটি স্বামীকে বলল, "পাশ ফেরাতে হবে। সব সময় এক পাশে শুয়ে আছে তো। তুমিই পাশ ফিরিয়ে দাও; এর জন্ত অন্ত লোককে ডাকাটা ও পছন্দ করবে না, আর আমিও কাজটা করতে পারব না। তুমি হয় তো পারবে।" সে মাশাকে বলল।

"আমার ভয় করে," মাশা বলল।

ভাইয়ের ভয়ংকর দেহটাকে জড়িয়ে ধরতে ভয় পেলেও স্ত্রীর কথামত লেভিন দুই হাতে ভাইকে তুলে ধরল; তার গায়ে বেশ জোর থাকলেও ভাইয়ের শীর্ণ দেহটার অদ্ভুত ওজন দেখে সে অবাক হয়ে গেল। তাকে তুলে ধরতেই একটা চামড়াসর্বস্ব হাত তার গলা জড়িয়ে ধরল। কিটি তাড়াতাড়ি বালিশটাকে ঠিক করে পেতে দিয়ে রোগীর মাথাটা তার উপর রাখল।

রুগ্ন লোকটি ভাইয়ের হাতটা ধরেই রইল। লেভিন দেখল, হাতটাকে সে একটু একটু করে কাছে টানছে। সে বাধা দিল না, রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। হ্যাঁ, ভাই হাতটা ঠোঁটের কাছে তুলে চুমা খেল। চাপা কান্নায় লেভিনের শরীরটা কাঁপতে লাগল; কোন কথা বলতে না পেরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ ১৯ ॥

"এ সব বস্তু তুমি জ্ঞানী ও বিবেচক লোকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছ, আর প্রকাশ করেছ শিশুদের কাছে।" সেদিন সন্ধ্যায় স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার সম্পর্কে এই কথাগুলিই লেভিনের মনে হয়েছিল।

লেভিন নিজেকে জ্ঞানীজনদের একজন বলে মনে করে বলে যে বাইবেলের এই শ্লোকটি তার মনে পড়েছিল তা নয়। সে নিজেকে জ্ঞানী মনে করে না, যদিও সে জানে যে তার স্ত্রী ও আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নার চাইতে তার জ্ঞান বেশী, যদিও সে জানে যে সে যখন মৃত্যুর কথা চিন্তা করে তখন বিচার-বুদ্ধি দিয়েই করে। সে আরও জানে, অনেক বড় বড় মানুষ যাদের লেখা সে পড়েছে এবং যারা এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছে, তারাও এই বিষয়ে তার স্ত্রী ও আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না যতটা জানে তার শত ভাগের একভাগও জানে না। এই দুটি নারী (আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না ও কেট—তার ভাই এই নামেই তাকে ডাকে আর এখন লেভিনও তাকে এই নামে ডাকতেই ভালবাসে) যত ভিন্ন চরিত্রেরই হোক, এই এক বিষয়ে তারা অভিন্ন। তারা দু'জনই নিঃসন্দেহে জানে জীবন ও মৃত্যু কি; যে সমস্ত প্রশ্ন লেভিনের মনে জেগেছে তার জবাব হয় তো তারা দিতে পারবে না, বা সে প্রশ্নগুলোও বুঝতে পারবে না, কিন্তু এই ঘটনাটির অর্থ সম্পর্কে তাদের কারও মনেই কোন সন্দেহ নেই; এ বিষয়ে শুধু যে তারা দু'জনই একমত তাই নয়, আরও লক্ষ

লক্ষ লোকের সঙ্গেও তারা একমত। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কি করা উচিত সেটা নিশ্চিতরূপে জানে বলেই তারা মৃত্যুকে চেনে, আর তাই মুমূর্ষুকে দেখে তারা ভয় পায় না। লেভিন ও অন্য সকলে মৃত্যুকে চেনে না, কারণ তারা মৃত্যুকে ভয় করে এবং মানুষ মরলে কি করা দরকার সে বিষয়ে তাদের বিন্দু-মাত্র ধারণাও নেই। এখন যদি লেভিন তার ভাইয়ের কাছে একা থাকত তাহলে তাকে দেখে সে আতংকিত হত এবং আরও বেশী আতংকের সঙ্গে তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে থাকত।

তাছাড়া এ অবস্থায় কি বলতে হবে, কার কাছে যেতে হবে, কি করতে হবে, সে সব কিছুই সে জানে না। তার মতে, অন্য কিছু ভাবা অপরাধস্বরূপ, কাজেই সে কথাই ওঠে না; মৃত্যু ও রোগের কথাও বলা চলে না; আবার চুপ করেও থাকা যায় না। যদি তার দিকে তাকিয়ে থাকি, তাহলে সে ভাববে আমি তাকে খুঁটিয়ে দেখছি, তাকে দেখে ভয় পাচ্ছি; যদি তার দিকে না তাকাই তাহলে সে ভাববে আমি অন্য কথা নিয়ে ব্যস্ত আছি। যদি পা টিপে-টিপে হাঁটি, সে অসন্তুষ্ট হবে, কিন্তু সশব্দে হাঁটার মত মনের অবস্থাও আমার নেই।

স্পষ্টতই কিটি এ সব কিছুই ভাবে নি; আসলে এ সব ভাববার মত সময়ই তার ছিল না; মুমূর্ষু লোকটির চিন্তাভাবনা নিয়েই সে ব্যস্ত ছিল; সে এমন কিছু জানে যার জন্য সব কিছুই ঠিকঠিক মত চলতে লাগল। সে নিকোলাইকে তার নিজের কথা ও তাদের বিয়ের কথা বলল; হাসল; তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল; রোগ-নিরাময়ের অনেক আশ্চর্য ঘটনা তাকে শোনাল;—ফলে সব কিছুই ভালভাবে চলল।

রাত হলে লেভিন ভাইকে ছেড়ে তাদের যে দু'খানা ঘর দেওয়া হয়েছিল সেখানে চলে গেল। কি করবে বুঝতে না পেরে মাথা নীচু করে বসে রইল। এমন কি স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলল না, রাতের খাবারের কথা বলল না, শোবার কথা এবং এরপরে কি তাদের করতে হবে সে বিষয়েও কিছুই বলতে পারল না। সে লজ্জায় নুয়ে পড়ল। অপর দিকে, কিটি নানা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আগ বাড়িয়ে অনেক কাজ করতে লাগল। রাতের খাবারের কথা বলে দিয়ে জিনিসপত্র খুলে বিছানা করার কাজে সাহায্য করল; এমন কি তাতে পারসিক পাউডার ছড়িয়ে দিতে পর্যন্ত ভুলল না। যুদ্ধ শুরু হবার পূর্ব মুহূর্তে, জীবনের অত্যন্ত বিপজ্জনক চরম মুহূর্তে মানুষ যেভাবে শেষবারের মত তার শক্তির স্বাক্ষর রাখে, ঠিক সেইভাবে কিটির সব ক্ষমতা যেন উজ্জীবিত ও ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে।

খুব সহজভাবে সে সব কাজ শেষ করল; মধ্যরাতের আগেই জিনিসপত্র সব যথাস্থানে সাজিয়ে রাখা হল, ঘরগুলিকে বাড়ির মত করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হল; ঠিক যেন নিজেদেরই ঘর; বিছানা পাতা হল, গামছা ছড়িয়ে দেওয়া হল, চিরুণী, বুরুশ ও আয়না সাজিয়ে রাখা হল।

লেভিনের মনে হল, এ অবস্থায় খাওয়া, ঘুম ও কথা বলা অমার্জনীয় অপরাধ; চলাফেরা করাটাই দৃষ্টিকটু। কিটি কিন্তু চুলে বুরুশও চালাল, কিন্তু এমনভাবে চালাল যে মোটেই দৃষ্টিকটু ঠেকল না।

তবু দু'জনের কেউই খেতে বা ঘুমুতে পারল না; অনেক রাত পর্যন্ত বসে কাটাল।

একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে আয়নার সামনে বসে নরম সুগন্ধি চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে কিটি বলল, "তার সঙ্গে কথা বলে কাল পুরোহিতের আসার ব্যবস্থা করতে পেরেছি বলে আমার খুব ভাল লাগছে। এই অনুষ্ঠানটি আমি কখনও দেখি নি, কিন্তু মা বলেছে এই অনুষ্ঠানে রোগ নিরাময়ের জন্য প্রার্থনাও করা হয়।"

"তুমি নিশ্চয় মনে কর না যে সে সেরে উঠবে?" লেভিন বলল।

"ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; তিনি বললেন, তিন দিনের বেশী বাঁচবে না। কিন্তু তারা তো আর সব কিছু জানেন না। যাই হোক, পুরোহিত আসার ব্যবস্থা করতে পারায় আমি খুসি," চুলের ফাঁক দিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে সে বলল। "অনেক কিছুই তো ঘটতে পারে।" ধর্ম সম্পর্কে কোন কথা বলবার সময় তার মুখে একটা বিশেষ ভঙ্গী ফুটে ওঠে।

লেভিন বলল, "তুমি যা করেছ তা যে মাশা করতে পারত না সেটা খুবই সত্যি। আর···আমি স্বীকার করছি যে তুমি আসায় আমি অত্যন্ত খুসি হয়েছি। তুমি এত ভাল, এত পবিত্র···।" সে স্ত্রীর হাত ধরল, কিন্তু তাতে চুমা খেল না (মৃত্যুর সামনে সে হাতে চুমা খেতে পারে না); শুধু হাতটায় চাপ দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গীতে কিটির দুটি উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

খুসিতে লাল হয়ে ওঠা মুখখানা হাত দিয়ে ঢেকে কিটি বলল, "এখানে একা এলে তোমার কষ্টের শেষ থাকত না। হ্যাঁ, মাশা এ সব কাজ জানেই না। সৌভাগ্যবশত প্রস্রবণ-কেন্দ্রে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছিলাম।"

"সেখানেও কি কেউ কেউ এর মত অসুস্থ ছিল?"

"আরও খারাপ রোগীও ছিল।"

"ওর যৌবনের ছবি যেন আমাকে তাড়া করছে। সে যে কী সুন্দর ছিল তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু তখন ওকে আমি বুঝতে পারি নি।"

"তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি। আমি জানি, ও আর আমি খুব বন্ধু হতে পারতাম।" নিজের কথার অর্থ বুঝতে পেরে হঠাৎ থেমে গিয়ে সে সাশ্রু নয়নে স্বামীর দিকে তাকাল।

লেভিন সংক্ষেপে বলল, "হ্যাঁ, ঠিক; তাই হত। যাদের সম্পর্কে বলা হয় যে এরা এ পৃথিবীর জন্য জন্মে নি, সেও তাদেরই একজন।"

ছোট হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে কিটি বলল, "কিন্তু আরও কঠোর দিন আমাদের সামনে রয়েছে; এখন শুতে চল।"

॥ ২০ ॥

মৃত্যু

পরদিন রোগীর ধর্মীয় সংস্কার পালন করা হল; তার সারা দেহে তেল মালিশ করা হল। অনুষ্ঠানকালে নিকোলাই আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করল। টেবিলের উপর রাখা দেবমূর্তির দিকে বড় বড় চোখ মেলে এমন আবেগপূর্ণ আশার সঙ্গে সে তাকিয়ে রইল যে লেভিন সে দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। লেভিনের মনে হতে লাগল, এই তীব্র আশা তার সাধের জীবন থেকে শেষ বিদায় গ্রহণকে আরও দুঃখময় করে তুলবে। লেভিন তার ভাইকে, তার মনের গড়ণকে ভাল করেই জানে; সে জানে, ধর্মবিশ্বাস ছাড়া বেঁচে থাকা সহজতর বলেই যে ভাই ধর্মবিশ্বাস হারিয়েছে তা নয়, জীবনের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ধাপে ধাপে তার মন থেকে ধর্মবিশ্বাসকে মুছে দিয়েছে; কাজেই তার এই ধর্মের পথে ফিরে আসাটা বিচার-বিবেচনার বৈধ ফল নয়; এটা তার মনের একটা সাময়িক অবস্থামাত্র; আত্ম-স্বার্থ থেকে, ভাল হয়ে উঠবার তীব্র বাসনা থেকেই এর উদ্ভব। লেভিন আরও জানে, দৈবানুগ্রহে রোগ-নিরাময়ের যে সব গল্প কিটি তাকে শুনিয়েছে তার ফলেই তার মনের এই আশা আরও তীব্রতর হয়েছে। লেভিন এ সবই জানে, আর জানে বলেই ঐ দুটি আশা-ভরা প্রার্থনামগ্ন চোখের দিকে, ঐ দুটি শীর্ণ হাতের দিকে, কপালের উপরকার টান-টান চামড়ার দিকে, ঠেলে-ওঠা কণ্ঠাস্থি আর কাঁপা-কাঁপা ফাঁকা-ফাঁকা বুকের দিকে তাকাতে তার অবর্ণনীয় কষ্ট হতে লাগল। লেভিনও প্রার্থনা করল; নিজে অবিশ্বাসী হয়েও যে কাজ সে হাজারবার করেছে, আজও তাই করল। ঈশ্বরকে ডেকে বলল, "যদি তুমি থেকে থাক, এই লোকটিকে সারিয়ে তোল, আর তার ফলে তাকে ও আমাকে দু'জনকেই বাঁচাও।"

তেল মালিশের পরে রোগী হঠাৎ অনেক ভাল বোধ করতে লাগল। একটা পুরো ঘণ্টায় সে একবারও কাশল না; হেসে কিটির হাতে চুমা খেয়ে সাশ্রুনয়নে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, সে অনেক ভাল বোধ করছে। তার কষ্টও চলে গেছে; শক্তি ও ক্ষিধে ফিরে এসেছে। ঝোল আনা হলে সে নিজেই উঠে বসল এবং মাংস আনতে বলল। লেভিন ও কিটি জানে, তার কোন আশা নেই, তার দিকে একবার চাইলেই বোঝা যায় সে আর ভাল হয়ে উঠবে না, তবু তারা ঘণ্টাখানেকের জন্য তার এই অস্বস্তিকর অথচ সুখের উত্তেজনার অংশীদার হল।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে তারা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "আগের চাইতে ভাল?" "ওঃ, অনেক ভাল!" "বিস্ময়কর!" "এতে বিস্ময়ের কিছু নেই!" "নিঃসন্দেহে অনেক ভাল।"

কিন্তু তাদের এই ভুল ধারণা বেশীক্ষণ টিকল না। রোগী চুপচাপ ঘুমিয়ে

পড়ল, কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাশির দমকে তার ঘুম ভেঙে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে এবং আশপাশের অন্য সকলেই আশা ছেড়ে দিল। তার যন্ত্রণা দেখে তার নিজের এবং লেভিন ও কিটির সব আশা চিরকালের মত নির্মূল হয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা আগে সে যা বিশ্বাস করেছিল তার কথা উল্লেখ না করে সে ছিদ্র-করা কাগজে জড়ানো আয়োডিনের বোতলটা চাইল সেটাকে প্রশ্বাসের সঙ্গে টানবার জন্য। লেভিন তাকে বোতলটা দিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় যে বেপরোয়া আশার দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল ভাইয়ের চোখে সেই একই দৃষ্টিতে আবার সে লেভিনের দিকে তাকাল; বার বার জানতে চাইল, ডাক্তার যে বলেছে আয়োডিনের ধোঁয়ায় আশ্চর্য ফল পাওয়া যায় সেটা সত্যি কি না।

লেভিন সসংকোচে ডাক্তারের কথা সমর্থন করলে নিকোলাই কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করল, "কেট কি চলে গেছে? আমি…মানে…অবশ্য তার জন্যই ওই প্রহসনে আমি রাজী হয়েছিলাম। সে এত ভাল। কিন্তু তুমি ও আমি তো নিজেদের ঠকাতে পারি না। এই তো, আমরা শুধু এটাতেই বিশ্বাস করি।" বলেই হাড়-বের হওয়া হাত দিয়ে বোতলটা চেপে ধরে সে আয়োডিনের ধোঁয়া টানতে লাগল।

সেদিন সন্ধ্যা সাতটার কিছু পরে লেভিন ও তার স্ত্রী তাদের ঘরে বসে চা খাচ্ছিল এমন সময় রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে মাশা ঘরে ঢুকল। তার মুখটা সাদা হয়ে গেছে, ঠোঁট কাঁপছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, "ওর শেষ সময় হয়ে এসেছে! যে কোন সময়ই মারা যাবে বলে আমার আশংকা হচ্ছে।"

দু'জনই ছুটে গেল। সে নিজেই উঠে বসেছে। একটা হাতের উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে আছে। পিঠ ও মাথা দুইই নীচু হয়ে গেছে।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে লেভিন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "কেমন মনে হচ্ছে?"

ধীরে ধীরে একটা একটা কথা উচ্চারণ করে অনেক কষ্টে কিন্তু বেশ পরিষ্কারভাবে নিকোলাই বলল, "মনে হচ্ছে আমি চলে যাচ্ছি।" সে মাথাটাও তুলল না; শুধু চোখ দুটো তুলল; তাও ভাইয়ের মুখ পর্যন্ত উঠল না। তারপর বলল, "চলে যাও কেট।"

লেভিন লাফ দিয়ে উঠে মিনতি করে কিটিকে বাইরে পাঠিয়ে দিল।

"আমি চলে যাচ্ছি," রুগ্ন লোকটি আবার বলল।

যেন কিছু বলতে হয় বলেই লেভিন বলল, "এ কথা মনে করছ কেন?"

কথাটা যেন ভাল লেগে গেছে এমনিভাবে সে আবার বলল, "কারণ আমি চলে যাচ্ছি। সব শেষ।"

মাশা এগিয়ে গেল।

বলল, "শুয়ে পড়, তাহলে আরও ভাল লাগবে।"

"একটু পরেই চুপচাপ শুয়ে পড়ব," সে অস্ফুট স্বরে বলল। "মরে যাব," বিদ্রূপের স্বরে বলল। "বেশ তো, যদি চাও তো শুইয়ে দাও।"

লেভিন ভাইকে নীচু করে দিল; সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল; তার পাশে বসে লেভিন রুদ্ধশ্বাসে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মুমূর্ষু লোকটি চোখ বুঁজে আছে; কপালের মাংসপেশীগুলো থেকে থেকে সংকুচিত হচ্ছে, যেন সে কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে। আপনা থেকেই লেভিনও তার ভাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই একই চিন্তায় ডুবে গেল; কিন্তু তার কঠিন, শান্ত মুখের ভাব ও ভুরুর উপরকার মাংসপেশীর নড়াচড়া দেখে সে স্পষ্ট বুঝতে পারল যে মুমূর্ষু লোকটার কাছে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, অথচ অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সে বিষয়টি লেভিনের কাছে রহস্যময়ই থেকে গেছে।

মুমূর্ষু লোকটি ধীরে থেমে থেমে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ,...ঠিক তাই...কিন্তু অপেক্ষা কর।..." তারপরেই যেন ঈপ্সিত জবাবটি পেয়ে গেছে এমনি স্বস্তির সঙ্গে হঠাৎ বলে উঠল, "ঠিক তাই। হে ঈশ্বর!" একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সে আর্তনাদ করে উঠল।

মাশা তার পায়ে হাত দিল।

ফিস ফিস করে বলল, "পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত, লেভিনের মনে হল বুঝি এক যুগ ধরে, রোগী নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইল। কিন্তু তখনও সে জীবিত, মাঝে মাঝে শ্বাস ফেলছে। নিজের চিন্তার তীব্রতায় লেভিন ক্লান্তি বোধ করতে লাগল। কিন্তু সে চিন্তা যত তীব্রই হোক তার দ্বারা সে তার ভাইয়ের "ঠিক তাই" কথা দুটির নাগাল পেল না। মুমূর্ষু লোকটি তাকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। এখন আর সে মৃত্যুর কথা ভাবতে পারছে না; এই মুহূর্তে তার কি কর্তব্য তাই নিয়েই তার যত ভাবনা: চোখ দুটি বুজিয়ে দিতে হবে, পোষাক পরাতে হবে, শবাধারের ব্যবস্থা করতে হবে। আর কী আশ্চর্য, এ সব চিন্তায় সে সম্পূর্ণ নির্বিকার; তার দুঃখ হচ্ছে না, শোক হচ্ছে না, ভাইয়ের জন্য এতটুকু কষ্টও হচ্ছে না। এই মুহূর্তে ভাইয়ের জন্য তার মনে যদি কোন অনুভূতি জেগে থাকে তো সেটা ঈর্ষা—মুমূর্ষু লোকটি যা জানতে পেরেছে সে জ্ঞান সে লাভ করতে পারে নি।

এইভাবে শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় লেভিন অনেকক্ষণ তার পাশে বসে রইল। কিন্তু সে মুহূর্তটি এল না। দরজা খুলে দেখা দিল কিটি। তাকে আটকাতে লেভিন উঠে দাঁড়াল, আর সেই মুহূর্তে মুমূর্ষু লোকটিও নড়ে উঠল।

"যেও না," বলে নিকোলাই হাতটা বাড়াল। এক হাতে ভাইয়ের হাতটা ধরে অন্য হাতটা নেড়ে লেভিন বিরক্ত হয়ে তার স্ত্রীকে চলে যেতে বলল।

মুমূর্ষু লোকটির হাতখানি হাতের মধ্যে নিয়ে লেভিন বসে রইল আধঘণ্টা, এক ঘণ্টা, আরও এক ঘণ্টা। মৃত্যুর কথা সে আর ভাবছে না। সে ভাবতে লাগল কিটির কথা, পাশের ঘরের লোকটির কথা, ডাক্তারের বাড়িটা তার নিজের কি না সেই কথা। তার ইচ্ছা হল কিছু খাবে, ঘুমুতে যাবে। সাবধানে ভাইয়ের হাতটা নামিয়ে রেখে সে তার পায়ে হাত রাখল। দুই পাই ঠাণ্ডা, কিন্তু তখনও নিঃশ্বাস পড়ছে। লেভিন আর একবার পা টিপে টিপে চলে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু আবারও রুগ্ন লোকটি নড়ে উঠে বলল :

"যেও না।"

* * *

ভোর হল। রোগীর অবস্থা অপরিবর্তিত। লেভিন আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মুমূর্ষু লোকটির দিকে না তাকিয়েই নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সে ভেবেছিল ঘুম থেকে জেগে উঠে শুনবে ভাই মারা গেছে, কিন্তু তার পরিবর্তে শুনল যে সে তার আগেকার অবস্থায় ফিরে এসেছে। সে আবার উঠে বসেছে, কেশেছে, খেয়েছে, মৃত্যু সম্পর্কে কথা বলেছে, কথা বন্ধ করেছে, আবার ভাল হয়ে উঠতে চেয়েছে ; অথচ আগের চাইতে আরও বিষণ্ণ ও খিটখিটে হয়ে উঠেছে। কেউ তাকে শান্ত করতে পারছে না, এমন কি লেভিন বা কিটিও না। সকলের উপরেই চটে আছে, প্রত্যেককে আজেবাজে কথা বলছে, তার কষ্টের জন্য সকলের উপরেই দোষারোপ করছে, আর বায়না ধরেছে যে মস্কোর সেরা ডাক্তারকে এনে দেখাতে হবে। যতবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তার কেমন লাগছে ততবারই তিক্ততা ও অভিযোগের সুরে একই জবাব দিচ্ছে :

"আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি, সে কষ্ট বলে বোঝানো যায় না।"

রোগীর যন্ত্রণা ক্রমেই বেড়ে চলেছে ; বিশেষ করে শয্যা-ক্ষতগুলো কিছুতেই সারছে না ; সেও ক্রমেই উচ্ছৃংখল হয়ে উঠছে, সব কিছুর জন্যই আশপাশের লোকদের দায়ী করছে, বিশেষ করে মস্কোর বড় ডাক্তারকে না ডাকার জন্য সকলের ঘাড়েই দোষ চাপাচ্ছে। তাকে সাহায্য করতে, সান্ত্বনা দিতে কিটি সাধ্যমত চেষ্টা করছে, কিন্তু সব বৃথা। লেভিন দেখছে, কিটিও ক্রমেই দেহে ও মনে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, কিন্তু সে তা কিছুতেই স্বীকার করছে না। সে রাতে নিকোলাই যখন সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল তখন তাদের মনে আসন্ন মৃত্যুর যে অনুভূতি জেগেছিল তা দূর হয়ে গেছে। সকলেই জানে তার মৃত্যু অনিবার্য ও আসন্ন, সে তো ইতিমধ্যেই অর্ধমৃত। সকলে একটি জিনিসই কামনা করছে : যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার মরা উচিত ; অথচ সকলেই এই চিন্তাটাকে মনের মধ্যে চেপে রেখে তাকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে, নতুন ওষুধ ও নতুন ডাক্তারের ব্যবস্থা করছে, এবং রোগীকে, নিজেকে ও পরস্পরকে ঠকাচ্ছে।

সব কিছুই মিথ্যা—আপত্তিকরভাবে, নীতিবিগর্হিতভাবে মিথ্যা। আর এই মিথ্যা সব চাইতে বেশী আঘাত করেছে লেভিনকে; তার একটি কারণ তার প্রকৃতি, আর অপর কারণ অন্য সকলের চাইতে সেই মুমূর্ষু লোকটিকে বেশী ভালবাসে।

নিকোলাইয়ের মৃত্যুর আগেই কোজ্‌নিশেভ ও নিকোলাইয়ের মধ্যে একটা সমঝোতা ঘটিয়ে দেবার কথা লেভিন অনেক দিন থেকেই ভাবছিল; কোজ্‌নিশেভকে চিঠিও লিখেছিল; সেই চিঠির জবাবটাই সে নিকোলাইকে পড়ে শোনাল। কোজ্‌নিশেভ চিঠিতে তার সেখানে উপস্থিত হবার ব্যাপারে অক্ষমতা জানিয়ে খুবই মর্মস্পর্শী ভাষায় ভাইয়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছে।

রুগ্ন লোকটি কিছুই বলল না।

লেভিন জানতে চাইল, "তাকে কি লিখব? আশা করি তার উপর তোমার কোন রাগ নেই।"

প্রশ্নটা শুনে বিরক্ত হয়ে নিকোলাই বলল, "মোটেই না। তাকে বলে দাও আমার জন্য একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিক।"

আরও তিনটি বিরক্তিকর দিন কেটে গেল; রোগীর অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। যে তাকে দেখছে সেই চাইছে তার মৃত্যু হোক: হোটেলের চাকররা, মালিক, হোটেলের আবাসিকরা, ডাক্তার, মাশা, লেভিন, কিটি—সকলেই। শুধু রোগী নিজে এই ইচ্ছাটা একবারও মুখে বলল না। বরং মস্কোর ডাক্তারকে না আনার জন্য সকলের উপর রাগ করল এবং অনবরতই ভাল হয়ে উঠবার কথা বলে চলল। শুধু আফিমের ঘোরে যখন তার কষ্টের কিছুটা লাঘব হয় সেই সব বিরল মুহূর্তে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নিজের মনের কথাগুলি তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে: "আঃ, শেষ হলে যে বাঁচি!" বা "শেষের দিন কি আর আসবে না?"

এই ক্রমবর্ধমান যন্ত্রণাই তাকে মৃত্যুর জন্য তৈরি হতে শিক্ষা দিল। শরীরের কোন অবস্থাতেই তার যন্ত্রণার লাঘব হয় না, মুহূর্তের জন্যও যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই নেই, এমন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, সারা শরীরে এমন একটা স্থানও নেই যেখানটায় কষ্ট নেই, যন্ত্রণা নেই। শরীরের কথা মনে হলেই তার মন বিরক্তিতে ভরে ওঠে। অন্য লোককে দেখলে, তাদের কথা শুনলে, নিজের অতীতের কথা মনে হলেই তার যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়।

ধীরে ধীরে তার মনের এমন একটা রূপান্তর ঘটছে যাতে মৃত্যুকে সে মনে করছে সুখের আকর, অন্তরের কামনার পূর্ণতা। আগে আগে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বা ক্লান্তি বোধ করলে দৈহিক কিছু ক্রিয়াকলাপের দ্বারা পরিতৃপ্ত হলেই সে সব কষ্ট দূর হয়ে যেত। কিন্তু এখন আর তা হয় না; বরং সে সব কষ্ট দূর করার চেষ্টার ফলে কষ্টই বাড়ে। ফলে তার সব কামনা এখন একটি বিন্দুতে কেন্দ্রায়িত হয়েছে—দেহগত সব যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির কামনা।

কিন্তু সে কামনাকে প্রকাশ করবার তো ভাষা নেই, তাই তার উল্লেখ না করে সে এমন সব ইচ্ছা পূরণের দাবী জানাচ্ছে যে ইচ্ছা আর পূর্ণ হবার নয়। "আমাকে পাশ ফিরিয়ে দাও" বলেই পরক্ষণে আবার আগের পাশেই শুইয়ে দিতে বলছে। "কিছুটা ঝোল এনে দাও।" "সব ঝোল নিয়ে যাও।" "কিছু তো বল, চুপ করে আছ কেন?" কিন্তু কথা বলতে শুরু করলেই সে চোখ বন্ধ করে ক্লান্তি, ঔদাসীন্য ও খারাপ লাগার ভঙ্গীতে তাকিয়ে থাকে।

এই শহরে আসার দশ দিনের দিন কিটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। মাথা ধরল; বমি হল; সারা সকাল বিছানাতেই পড়ে রইল।

ডাক্তার এসে বলল, ক্লান্তি ও উত্তেজনার ফলেই এ রকম হয়েছে; শান্ত ও চুপচাপ থাকতে হবে।

যাহোক, বিকেলে কিটি উঠে দাঁড়াল এবং সেলাইটা নিয়ে রোগীর ঘরে গিয়ে বসল। সে ঘরে ঢুকতেই নিকোলাই বিরক্ত হয়ে তাকাল; যখন জানাল যে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তখন নিকোলাইর ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল। সারাটা দিন সে নাক ঝাড়তে লাগল আর করুণ স্বরে আর্তনাদ করতে লাগল।

"কেমন আছ?" কিটি জিজ্ঞাসা করল।

"আরও খারাপ," নিকোলাই অনেক কষ্টে বলল। "বড় ব্যথা।"

"কোথায় ব্যথা?"

"সব জায়গায়।"

"আজই সব শেষ হয়ে যাবে, দেখবে," মাশা বলল। কথাগুলি ফিস্‌ফিস্ করে বললেও রোগীর কানে গেল। লেভিন তাকে থামিয়ে দিয়ে রোগীর দিকে তাকাল। নিকোলাই সত্যি শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু তাতে তার মনে কোন বিকারই দেখা গেল না। আগের মতই তীক্ষ্ণ, তিরস্কারের দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল।

মাশা যখন লেভিনের পিছন পিছন হল ঘরে চলে গেল, তখন লেভিন জিজ্ঞাসা করল, "তোমার ও কথা মনে হল কেন?"

"যে ভাবে সে নিজের শরীরকে খুটছে তাই দেখে," মাশা বলল।

"খুটছে মানে? তুমি কি বলতে চাও?"

নিজের পশমী জামাটা খুটতে খুটতে মাশা বলল, "এই রকম করছে।" সত্যি, লেভিন লক্ষ্য করে দেখল, রোগী এমনভাবে নিজের শরীরের নানা জায়গা ধরে টানছে যেন কোন কিছুর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছে।

মাশার পূর্বাভাষই সত্য হতে চলল। সন্ধ্যার দিকে রোগী একটা আঙুল তুলে ধরবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলল; অবিচল দৃষ্টিতে শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। এমন কি তার ভাই বা কিটি যখন তার উপর ঝুঁকে দাঁড়াল, তখনও সে হাঁ করে তাকিয়েই রইল। মুমূর্ষু লোকটিকে প্রার্থনা পড়ে শোনাবার জন্য কিটি পুরোহিতকে ডেকে পাঠাল।

পুরোহিত যখন প্রার্থনা পড়তে লাগল তখন নিকোলাইর মধ্যে জীবনের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তার চোখ দুটিও বোজা। লেভিন, কিটি ও মাশা বিছানার পাশে দাঁড়াল। প্রার্থনা-অনুষ্ঠান শেষ হবার আগেই মুমূর্ষু লোকটি শরীরটাকে টান-টান করল, বড় করে একটা শ্বাস টানল, তারপর চোখ খুলল। প্রার্থনা শেষ করে পুরোহিত ক্রুশ দিয়ে মুমূর্ষু লোকটির ঠাণ্ডা কপালটা স্পর্শ করল, তারপর সেটাকে ভাঁজ করে থলের মধ্যে ভরে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাণ্ডা, রক্তহীন হাতটা স্পর্শ করল।

"সব শেষ'" এই কথা বলে পুরোহিত ঘুরে দাঁড়াতেই মৃত লোকটির ঠোঁট নড়ে উঠল; তার বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে এল স্পষ্ট তীক্ষ্ণ কয়েকটি শব্দ:

"এখনও হয় নি।···অচিরেই হবে।"

পর মুহূর্তে তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল; গোঁফের নীচে হাসি দেখা দিল।

যে স্ত্রীলোকরা ঘরে ভিড় করেছিল তারা তার দেহটা সাজাতে শুরু করল।

ভাইয়ের এই দৃশ্য আর মৃত্যুর উপস্থিতি লেভিনের মনে মৃত্যুর রহস্যময়তা. নৈকট্য ও অনিবার্যতাকে ঘিরে একটা আতংকের স্মৃতি জেগে উঠল—গত হেমন্তকালের এক সন্ধ্যায় ভাইটি যখন তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তখনও এই একই আতংক জেগেছিল তার মনে। এখন সে অনুভূতি তীব্রতর হল; কিন্তু তার স্ত্রীর উপস্থিতিকে ধন্যবাদ, সে অনুভূতি এখন তাকে নৈরাশ্যের পথে ঠেলে দিল না: মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও তার মনে হল তাকে বাঁচতে হবে, ভালবাসতে হবে। সে বুঝতে পারল, ভালবাসা তাকে নৈরাশ্যের হাত থেকে বাঁচিয়েছে; নৈরাশ্যের ভয় তার ভালবাসাকে অধিকতর শক্তিমান ও পবিত্রতর করেছে।

চোখের সামনে একটি রহস্য, মৃত্যুর দুর্ভেদ্য রহস্য, সংঘটিত হতে না হতেই আর একটি রহস্য তার সামনে এসে দাঁড়াল; সমান দুর্ভেদ্য হলেও জীবন ও প্রেমের সম্মুখে সে রহস্য একটা চ্যালেঞ্জ।

কিটির সম্পর্কে তার মনে যে ধারণা জন্মেছিল ডাক্তারও সেটা সমর্থন করল: কিটি মা হতে চলেছে।

॥ ২১ ॥

বেৎসি ও অব্‌লন্‌স্কির সঙ্গে কথা বলে যে মুহূর্তে কারেনিন বুঝতে পারল যে তার কাছে শুধু এইটুকুই দাবী করা হয়েছে যে সে যেন তার স্ত্রীকে একা থাকতে দেয়, নিজের উপস্থিতি দিয়ে তাকে বিরক্ত না করে, এটাই তার স্ত্রীর একমাত্র কামনা, তখনই নিজেকে তার এতই অসহায় মনে হল যে কোন রকম সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাই সে হারিয়ে ফেলল এবং যারা এখন অতি-উৎসাহে তার সব কাজের ভার নিয়েছে তাদের হাতেই নিজেকে সঁপে দিয়ে তাদের সব রকম

প্রস্তাবকেই মেনে নিতে রাজী হল। কিন্তু আন্না যখন বাড়ি থেকে চলে গেল এবং ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীটি লোক পাঠিয়ে জানতে চাইল, আন্না তার সঙ্গেই খাবে না, আলাদা খাবে, একমাত্র তখনই যেন নিজের অবস্থাকে সে পুরোপুরি বুঝতে পারল, আর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

বর্তমানের সঙ্গে অতীতটাকে মিলিয়ে নেওয়াটাই তার কাছে সব চাইতে শক্ত হয়ে দেখা দিল। যে অতীতে সে স্ত্রীকে নিয়ে সুখে বাস করত তা নিয়ে সে বিচলিত হল না। স্ত্রী যে তার প্রতি অবিশ্বাসিনী হয়েছে·· অতীত জীবন থেকে এই বোধের মধ্যে উত্তরণের এক দুঃখময় জীবনের অভিজ্ঞতা তার ইতি-মধ্যেই হয়েছে; সে অভিজ্ঞতা বড় রূঢ়, কিন্তু বোধগম্য। নিজের বিশ্বাস-হীনতার কথা জানিয়ে দিয়ে স্ত্রী যদি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে চলে যেত তাহলে সে দুঃখিত হত, হতবুদ্ধি হত, কিন্তু যে অসহায়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আজ সে পড়েছে তেমন অবস্থার মধ্যে তাকে পড়তে হত না। সে ক্ষমা সে সদ্য সদ্য দেখিয়েছে, যে ভাবে মনকে নরম করেছে, রুগ্ন স্ত্রী ও অপরের সন্তানের প্রতি যে ভালবাসা দেখিয়েছে, তার সঙ্গে আজ যা ঘটে চলেছে—অর্থাৎ মহানুভব-তার বিনিময়ে সকলেই তাকে পরিত্যাগ করেছে, সকলের কাছে পেয়েছে অসম্মান, লাঞ্ছনা, বর্জন ও ঘৃণা—তাকে সে কিছুতেই মেলাতে পারছে না।

স্ত্রী চলে যাবার পরে প্রথম দু'দিন কারেনিন আবেদনকারীদের সঙ্গে ও আপিসের তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে দেখা করল, কমিটিতে গেল, যথারীতি খাবার ঘরে বসেই খাবার খেল। কেন এসব করছে সে প্রশ্ন না তুলে সে যে শান্ত ও নির্লিপ্ত আছে সেটা দেখাতেই সে সাধ্যমত চেষ্টা করল। আন্নার ঘর ও তার জিনিসপত্রের কি ব্যবস্থা করা হবে সে কথা জানতে চাওয়া হলে প্রায় অমানুষিক প্রচেষ্টায় সে এমন ভাব দেখাল যেন যা ঘটেছে সেটা মোটেই অপ্রত্যাশিত বা অসাধারণ কিছু নয়, আর সে কাজে সে সফলও হল; কেউ তার মধ্যে হতাশার চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না। আন্না চলে যাবার পরে দ্বিতীয় দিনে একটা উঁচুদরের দোকানের বিল এনে কর্নেই তার হাতে দিয়ে বলল, আন্না বিলের টাকাটা দিতে ভুলে গেছে আর তাই দোকানের কর্মচারীরা নিজেই সেটা নিয়ে এসেছে; কারেনিন কর্মচারীটিকে পাঠিয়ে দিতে বলল।

"আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে ক্ষমা করবেন ইয়োর এক্সেলেন্সি; যদি বলেন যে বিলটা হার এক্সেলেন্সির কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে, তাহলে দয়া করে তার ঠিকানাটা দিন।"

কারেনিন এক মুহূর্ত ভাবল; অথবা কর্মচারীটির তাই মনে হল; তারপর হঠাৎ ঘুরে গিয়ে ডেস্কের সামনে বসল। দুই হাতের উপর মাথাটা রেখে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইল; দু'একবার কিছু বলবার চেষ্টা করেও বলতে পারল না।

মনিবের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে কর্নেই কর্মচারীটিকে আর একদিন আসতে বলল। কারেনিন যখন নিজেকে একা পেল তখন সে বুঝতে পারল

যে দৃঢ় ও অবিচলিত থাকবার ভান করবার মত যথেষ্ট শক্তি তার নেই। যে গাড়িটা অপেক্ষা করছিল সেটাকে ছেড়ে দিতে বলল, হুকুম দিল কাউকে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয়, আর খাবারও খেল না। সে বুঝতে পারল, দোকান-কর্মচারী, কর্ণেই, এবং এই ছু'দিনে যত লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে তাদের সকলের ঘৃণা ও কঠোর মনের চাপ সহ্য করতে সে অক্ষম। সে বুঝল, মানুষের ঘৃণার হাত থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না, কারণ সে খারাপ বলে তো এ ঘৃণা জন্মে নি (তাহলে তো সে ভাল হবার জন্য চেষ্টা করতে পারত), তার একান্ত লজ্জাকর শোচনীয় অবস্থার জন্যই এ ঘৃণার জন্ম। সে জানে, এর ফলে তার বুক ভেঙে গেলেও কেউ তাকে করুণা করবে না। সে বোঝে, একটা রক্তাক্ত কুকুর যখন যন্ত্রণায় চীৎকার করে তখন যেমন অন্য কুকুরগুলো সেটাকে মেরে ফেলে, ঠিক সেই ভাবেই সকলে মিলে তাকে ধ্বংস করবে। সে জানে, একমাত্র পরিচিত লোকজনের কাছ থেকে নিজের ক্ষতকে লুকিয়ে রাখতে পারলে তবেই তাদের হাত থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে ; ছু'দিন ধরে সেই চেষ্টাই সে করে এসেছে ; কিন্তু এখন সে বুঝতে পেরেছে যে এই সংগ্রাম চালিয়ে যাবার ক্ষমতা তার নেই।

এই দুঃখের মধ্যে সে যে সম্পূর্ণ একা এই চেতনাই তার হতাশাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। শুধু সেণ্ট পিতার্সবুর্গ-এ নয়, সারা জগতে এমন একটি মানুষ নেই যার কাছে নিজের দুঃখের কথা সে বলতে পারে, আর যে তাকে সহানুভূতি দেখাবে উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারী হিসাবে নয়, উঁচু মহলের এক-জন সদস্য হিসাবেও নয়, যন্ত্রণাবিদ্ধ একটি মানুষ হিসাবে।

মাতাপিতাহীন অবস্থায়ই কারেনিন বড় হয়েছে। তার একটি ভাই ছিল। দুই ভাইয়ের একজনেরও বাবার কথা মনে পড়ত না ; তাদের মা যখন মারা যায় তখন কারেনিনের বয়স দশ বছর। একটি ছোট সম্পত্তিমাত্র সম্বল। তাদের কাকা ছিল স্বর্গত সম্রাটের অনুগ্রহভাজন একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী ; সেই ছেলে দুটিকে মানুষ করেছিল।

সম্মানের সঙ্গে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে কাকার চেষ্টায় কারেনিন একটা সরকারী চাকরি পেয়ে গেল। সেই থেকে চাকরির ক্ষেত্রে উন্নতিলাভের চেষ্টায়ই সে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করল। কি বিদ্যালয়ে, কি বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর কি পরবর্তীকালে কর্ম-জীবনে, সে কখনও কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নি। ভাইটিই ছিল তার একমাত্র ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ; কিন্তু সে পররাষ্ট্র দপ্তরে চাকরি করত, সব সময় বাইরেই কাটাত, আর কারেনিনের বিয়ের কিছু-দিন পরেই তার মৃত্যু হয়।

যখন সে একটা প্রদেশের গভর্ণর হিসাবে কাজ করছিল তখন আন্নার মাসি সেখানকার একটি ধনবতী মহিলা তার বোনঝির সঙ্গে কারেনিনের বিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কারেনিন তখন ঠিক যুবক না হলেও একজন তরুণ গভর্ণর ;

সেই মহিলা তাকে এমন অবস্থায় এনে ফেলল যে হয় তাকে বিয়ের প্রস্তাব করতে হয়, আর না হয় তো সেই শহরটাই ছাড়তে হয়। আন্না সম্পর্কে মনস্থির করতেই তার বেশ কিছুদিন কেটে গেল। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই বলার ছিল ; আর তখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে এমন কিছু ঘটে নি যাতে তার জীবনের একটা মূল নীতিকে বদলানো যেতে পারে ; সে নীতিটা হল : সন্দেহ দেখা দিলে কিছু করবে না। কিন্তু আন্নার মাসি জনৈক বন্ধুর মারফৎ তাকে বোঝাল যে কারেনিন তার দিকে দৃষ্টি দেওয়ায় আন্নার মন মজেছে, আর তাই মর্যাদাবোধের দরুণই কারেনিনের উচিত আন্নার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করা। কারেনিন বিয়ের প্রস্তাব করল, আর প্রথমে বাগ্‌দত্তা কনে ও পরে স্ত্রীর প্রতি সব মায়া-মমতা উজার করে ঢেলে দিল।

আন্নার প্রতি একান্ত অনুরাগের ফলে তার মনে আর কোন মানবিক আবেগ অবশিষ্ট রইল না। ফলে অনেক পরিচিত জনের মধ্যে একজনের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা জন্মাল না। অসংখ্য লোকের সঙ্গে তার তথাকথিত পরিচয় হল, কিন্তু কারও সঙ্গেই স্থাপিত হল না বন্ধুত্বের সম্পর্ক। অনেক লোককেই কারেনিন ভোজসভায় আমন্ত্রণ করত, কোন না কোন প্রচেষ্টায় অনেকের সহযোগিতাই সে কামনা করত বা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করত, অনেকের সঙ্গে অন্য সহকর্মী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কথা নিয়ে আলোচনা করত, কিন্তু সেই সব লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক একটিমাত্র বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, কোন অবস্থাতেই তার বাইরে প্রসারিত হত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বন্ধু ছিল যার কাছে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা সে বলতে পারত, কিন্তু সে বন্ধুটিও বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কাজ নিয়ে অনেক দূরে কোন জায়গায় থাকত। সেন্ট পিতার্সবুর্গ-এ ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসী বন্ধু বলতে ছিল মাত্র দু'জন—আপিসের তত্ত্বাবধায়ক ও তার চিকিৎসক।

আপিসের তত্ত্বাবধায়ক মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ স্লুদিন একটি সরল, বুদ্ধিমান, দয়ালু ও সৎলোক ; কারেনিন মনে করে, সেই লোকটি তার প্রতি প্রসন্ন ; কিন্তু পাঁচ বছর এক সঙ্গে কাজ করাটাই দু'জনের মধ্যে ব্যক্তিগত গোপন কথা প্রকাশের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সই করে কারেনিন কিছুক্ষণ নীরবে স্লুদিনের দিকে তাকিয়ে রইল; বেশ কয়েকবার কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। প্রশ্নটি সে মনে মনে তৈরি করেই রেখেছিল : "আমার দুর্ভাগ্যের কথা কি আপনি শুনেছেন ?" কিন্তু তার পরিবর্তে সে নিয়মমাফিক যা বলার কথা তাই বলল : "আচ্ছা, তাহলে এটা তৈরি করে রাখবেন তো?" তারপরই তাকে ছেড়ে দিল।

অপর জন চিকিৎসকটিও তার প্রতি প্রসন্ন ; কিন্তু অনেকদিন ধরেই তাদের মধ্যেও যেন এমন একটা না-বলা বোঝাপড়া আছে যে তারা দু'জনই কাজের চাপে বিব্রত ও সদাব্যস্ত।

বান্ধবীদের কথা কারেনিনের মনেই পড়ল না; এমন কি তাদের মধ্যে অগ্রগণ্যা কাউন্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নার কথাও না। শুধু মাত্র নারী বলেই সব নারীকেই সে ঘৃণা করত, অপছন্দ করত।

॥ ২২ ॥

কারেনিন কাউন্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নাকে ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু সে কারেনিনকে ভোলে নি। কারেনিনের তীব্রতম নিঃসঙ্গতা ও হতাশার মুহূর্তে কোন রকম খবর না দিয়েই সে তার পড়ার ঘরে ঢুকে পড়ল। কারেনিনকে সেই একই অবস্থায় সে দেখতে পেল—দুই হাতের উপর মাথা রেখে বসে আছে।

"*J'ai force' la consigne*", দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকেই সে বলল; উত্তেজনায় ও দ্রুত ছোটার জন্য সে তখনও হাঁপাচ্ছে। "আমি সব শুনেছি! আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ! প্রিয় বন্ধু!" নিজের দুই হাতে সে কারেনিনের দুটি হাত চেপে ধরল, নিজের সুন্দর, বিষণ্ন চোখ মেলে তার চোখের দিকে তাকাল।

চোখ কুঁচকে কারেনিন উঠে দাঁড়াল; হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একটা চেয়ার টেনে আনল।

"আপনি কি বসবেন না কাউন্টেস? কারও সঙ্গে আমি দেখা করি না, কারণ আমি অসুস্থ কাউন্টেস।" কথা বলতে বলতে তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

তার উপর চোখ রেখেই কাউন্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না আবার বলল, "প্রিয় বন্ধু!" হঠাৎ তার ভুরু দুটো উপরে ঠেলে উঠে কপালের উপর একটা ত্রিভুজ এঁকে দিল; তার অপ্রিয়দর্শন পাণ্ডুর মুখ তাতে আরও অপ্রিয়দর্শন হয়ে উঠল: কারেনিন দেখল, তার জন্য মহিলাটি সত্যি দুঃখিত হয়েছে, এখনই কেঁদে ফেলবে। তার মনে লাগল। তার ফুলো-ফুলো হাতটা ধরে কারেনিন তাতে চুমা খেল।

কাঁপা গলায় মহিলাটি বলল, "প্রিয় বন্ধু! দুঃখে ভেঙ্গে পড়বেন না! আপনার এ মহৎ দুঃখ, আর সেটাই আপনার সান্ত্বনা।"

"আমি একেবারেই ভেঙে পড়েছি, শুয়ে পড়েছি, আমি বোধ হয় বেঁচেই নেই," মহিলাটির হাত ছেড়ে দিয়ে তার সজল চোখের দিকে তাকিয়ে কারেনিন বলল। "আমার অবস্থা এতই ভয়ংকর যে কোথাও, এমন কি নিজের মধ্যেও আমি কোন ভরসা খুঁজে পাচ্ছি না।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মহিলা বলল, "ভরসা আপনাকে পেতেই হবে, আমার মধ্যে ভরসা খুঁজবেন না, যদিও আপনার কাছে আমার মিনতি, আমার বন্ধুত্বে আপনি বিশ্বাস রাখুন। ভালবাসাই আমাদের ভরসা—যে

ভালবাসা সব বুদ্ধির অতীত।" দুই চোখে এক অতীন্দ্রিয় হাসি ফুটিয়ে সে আরও বলল, "তাঁর বোঝা খুব হাল্কা। তিনিই আপনার সহায় ও সমর্থক হবেন।"

যদিও এই কথাগুলি বলতে পেরে মহিলাটি খুসি হল, যদিও এই কথাগুলি তৎকালে সেণ্ট পিতার্সবুর্গে জনপ্রিয় এক নতুন অতীন্দ্রিয় মরমিয়াবাদেরই বহিঃপ্রকাশ, আর কারেনিন সে মতবাদকে অতিমাত্রায় আবেগপ্রধান বলেই মনে করে, তবু সেই মুহূর্তে মহিলাটির প্রতি সে কৃতজ্ঞ বোধ করল।

"আমি দুর্বল। আমি ধূলায় লুণ্ঠিত। আমি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। আমি কিছুই বুঝতে পারি না।"

"প্রিয় বন্ধু।" লিডিয়া আইভানভ্‌না পুনরায় সেই একই কথা উচ্চারণ করল।

কারেনিন বলতে লাগল, "যা আজ চলে গেছে তাকে হারানোর কথা বলছি না—সে কথা নয়। সে জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। কিন্তু সকলের চোখে যে আমি ছোট হয়ে গেলাম তার জন্য তো আমার লজ্জার শেষ নেই। সেটা অন্যায়, তবু সে লজ্জা বোধ না করে আমি পারছি না। কিছুতেই পারছি না।"

দুই চোখে অতীন্দ্রিয় দীপ্তি ফুটিয়ে কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না বলল, "যে ক্ষমার মহৎ কর্ম আমার এবং অন্য সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছে সেটা আপনি করেন নি, করেছেন তিনি যিনি আপনার মধ্যে বাস করেন। আর সেই একই কারণে আপনি যা করেছেন সেজন্য আপনি লজ্জা বোধ করতে পারেন না।"

কারেনিনের দৃষ্টি ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে উঠল; আঙুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে সে গাঁটগুলি ফোটাতে লাগল।

হাল্কা গলায় সে বলল, "সব বিবরণ জানা প্রয়োজন। মানুষের শক্তির একটা সীমা আছে কাউণ্টেস, আর আমি আমার শক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। সারাটা দিন আমাকে হুকুম জারি করে চলতে হয়েছে—গৃহস্থালির কাজ চালাবার হুকুম; আর তা করতে হয়েছে আমি আজ একলা বলে। চাকর-বাকর, শিক্ষয়িত্রী, যত সব বিল,···এই সব ছোটখাট আগুনে আমি পুড়েছি; এ আমার পক্ষে অসহ্য। খাবার টেবিলে···কাল রাতে সে টেবিল ছেড়ে উঠেই এসেছি। আমার ছেলে যে ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল তা আমি সহ্য করতে পারি নি। এসব কিছুর অর্থ সে জানতে চায় নি, কিন্তু জানবার ইচ্ছা তার হয়েছিল, আর তাই তো তার দৃষ্টির নীচে আমি কুঁকড়ে গিয়েছিলাম। আমার দিকে তাকাতেও সে ভয় পাচ্ছিল, কিন্তু সেটাই সব চাইতে খারাপ কথা নয়···"

যে বিল তার হাতে এসেছিল সেটার কথাই কারেনিন বলতে চেয়েছিল, কিন্তু গলা দিয়ে কথা বের হল না। ফিতে ও টুপির দামের দরুণ সেই নীল

কাগজটার কথা মনে হতেই সর্বনাশা আত্ম-করুণায় তার মন ভরে উঠল।

কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্না বলল, "আমি বুঝি বন্ধু, আমি সব বুঝি। আমার কাছ থেকে আপনি কোন সহায়তা ও সান্ত্বনা পাবেন না, তবু যদি পারি তো আপনাকে সাহায্য করতেই আমি এখানে এসেছি। সেই সব অসম্মানকর ছোটখাট কাজের বোঝা থেকে আপনাকে যদি মুক্ত করতে পারতাম…সে সব কাজে তো মেয়েদের কথা, মেয়েদের হুকুমেরই দরকার। সে কাজ করবার অনুমতি কি আপনি আমাকে দেবেন?"

মুখে কোন কথা না বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কারেনিন তার হাতটা চেপে ধরল।

"আপনি আর আমি একসঙ্গে সের্গেইর যত্নআত্তি করব। সংসারের কাজে আমি পটু নই। তবু সে কাজের ভার আমি নেব। আমি আপনার গৃহকর্ত্রী হব। আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না। এ কাজ যে করছে সে তো আমি নই।"

"আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে আমি পারি না।"

"কিন্তু যে মনোভাবের কথা আমাকে বললেন তার কাছে মাথা নত করবেন না বন্ধু—একজন খৃস্টানের মহৎ আদর্শের জন্য লজ্জিত হবেন না : যে নিজেকে নত করবে সেই উন্নত হবে। আপনি আমাকে ধন্যবাদ জানাতে পারেন না ; ধন্যবাদ জানান **তাকে**, সাহায্য প্রার্থনা করুন **তার** কাছে। একমাত্র **তার** কাছেই আমরা পাব শান্তি, সান্ত্বনা, মুক্তি ও ভালবাসা," পুনরায় দুটি চোখ উর্ধ্বে তুলে মহিলাটি বলল, আর সেই নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কারেনিনের মনে হল, মহিলাটি বুঝি প্রার্থনা করছে।

কথাগুলি শুনতে শুনতে কারেনিন ভাবল, যে সব কথা এক সময় তার কাছে অপ্রীতিকর না হলেও অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ বলে মনে হত, সেই সব কথাই এখন স্বাভাবিক ও সান্ত্বনাদায়ক বলে মনে হচ্ছে। সব অতীন্দ্রিয়বাদ কারেনিন পছন্দ করে না। প্রধানত রাজনৈতিক গুরুত্বের জন্যই সে ধর্মে আস্থাবান, আর এই নববিধানের নতুন নতুন ব্যাখ্যা হতে পারে বলেই সে এটা পছন্দ করে না, কারণ এর ফলে নানা রকম বিতর্ক ও বিশ্লেষণের পথ খুলে দেওয়া হয়। আগে এই নববিধানের বিরোধী হলেও সেই মতাবলম্বী কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্নার সঙ্গে সে কখনও তর্ক করত না ; বরং তার আবেগকে উপেক্ষা করেই চলত। আজই প্রথম তার কথা সে মন দিয়ে শুনতে লাগল ; ভিতর থেকে কোন প্রতিবাদের সুর তো ধ্বনিত হলই না বরং সে খুসিই হল।

মহিলাটির প্রার্থনা শেষ হলে সে বলল, "আপনার কাজের জন্য, আপনার কথার জন্য আপনার কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।"

কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্না আর একবার বন্ধুর দুটি হাতই চেপে ধরল।

দুই গাল থেকে নীরবে চোখের জলের দাগ মুছে নিয়ে ঈষৎ হেসে মহিলাটি বলল, "এবার কাজের ব্যাপারে যাওয়া যাক। এখন সের্গেইর কাছে চললাম। অনিবার্য হলে তবেই আপনাকে ডাকব।" সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সের্গেইর ঘরে গিয়ে চোখের জলে ছেলেটির দুই গাল ভাসিয়ে দিয়ে কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না তাকে বলল, তার বাবা একজন সাধুপুরুষ আর তার মা মারা গেছে।

কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না তার কথা রেখেছে। কারেনিনের গৃহস্থালির সব দায়-দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। কিন্তু সে যে বলেছিল গৃহস্থালির ব্যাপারে সে মোটেই পটু নয় সে কথাও ঠিক। যে সব হুকুম সে জারি করল অচিরেই সেগুলি অবাস্তব প্রতিপন্ন হওয়ায় বদলে দিতে হল, আর সে বদলাবার কাজগুলো করল কারেনিনের খানসামা কর্ণেই। মনিবের পোষাক পরার কাজে সাহায্য করতে করতেই সে সংসারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথা তাকে বলত, আর সুকৌশলে শান্তভাবে সংসারের সব কাজ সমাধা করত। তবু লিডিয়া আইভানভ্‌নার সহায়তাও খুবই কার্যকরী রূপ নিল: কারেনিনের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার ভিতর দিয়ে সে তাকে দিতে লাগল নৈতিক সমর্থন, তাকে খৃস্টধর্মে প্রায় দীক্ষিত করেই ফেলল—অর্থাৎ একজন নিষ্ক্রিয় উদাসীন ধর্মবিশ্বাসী থেকে তাকে খৃস্টধর্মের সেই নববিধানের একজন দৃঢ় ও উৎসাহী সমর্থকে রূপান্তরিত করে তুলল যে বিধানটি তখন সেণ্ট পিতার্সবুর্গে বহুল প্রচারিত। কারেনিন সহজেই ধর্মান্তরিত হল।…

এ কথা সত্য, অস্পষ্টভাবে হলেও এই ধর্মমতের বাহ্যিক আড়ম্বর ও ভ্রান্তি সম্পর্কে কারেনিন সচেতন; সে জানে, ক্ষমার প্রেরণা কোন উর্ধ্বতর শক্তির কাছ থেকে এসেছে এ কথা না জেনেও সে যখন অন্তরের প্রেরণায় ক্ষমার ডাকে সাড়া দিয়েছিল তখন যে মহৎ সুখের অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল, সেটা আজ যখন তাকে অনবরত স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে খৃস্ট তার অন্তরে বাস করেন। আর সে যখন সরকারী কাগজপত্রে সই করে তখনও সে খৃস্টের ইচ্ছাই পূর্ণ করে,—সেটা তার চাইতে অনেক বেশী; কিন্তু এই নতুন ভাবে ভাবাই আজ কারেনিনের পক্ষে সুবিধাজনক; নিজের আত্মাবনতির এই মুহূর্তে অন্তত একটা কাল্পনিক উচ্চ আসন থেকে অন্য সকলের দিকে কৃপার দৃষ্টিপাত করাটাই সুবিধাজনক; আর মুক্তির আশায় মুক্তির এই মিথ্যা মোহকেই সে আঁকড়ে ধরল।

॥ ২৩ ॥

কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নার যখন বিয়ে হয়েছিল একটি ধনী, উচ্চবংশজাত, ভাল মানুষ, ভোজনানন্দ লম্পটের সঙ্গে তখন তার বয়স খুবই অল্প,

শুই চোখে সুদূর নক্ষত্রের স্বপ্ন। বিয়ের পরে দু' মাসের আগেই স্বামী তাকে ত্যাগ করল; সে যখন গভীর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ভালবাসার কথা জানাল, স্বামীটি তখন নানা ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও বিরূপ ভাষায় তার জবাব দিল। সেই থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ না হলেও স্বামী-স্ত্রী আলাদা বসবাস করে, আর স্বামীটি যখনই স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসে তখনই সেই একই বিদ্রূপের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে থাকে।

অনেক দিন থেকেই স্বামীর সঙ্গে কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নার কোন ভালবাসার সম্পর্ক নেই, কিন্তু সব সব সময়ই সে কারও না কারও সঙ্গে একটা ভালবাসার সম্পর্ক পাতিয়ে চলে। জানা গেছে যে, একই সঙ্গে সে অনেক স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে পড়েছে; গণ্যমান্য প্রায় সকলের সঙ্গেই প্রেম করেছে; রাজ-পরিবারে প্রবেশকারী প্রতিটি নতুন প্রিন্স বা প্রিন্সেসের সঙ্গে প্রেম করেছে; রুশ গির্জার মেট্রোপলিটন-এর সঙ্গে, ধর্মযাজকের সঙ্গে ও পুরোহিতের সঙ্গে প্রেম করেছে; প্রেম করেছে একজন সাংবাদিকের সঙ্গে, তিনজন স্লাভ-প্রেমিকের সঙ্গে ও কমিসারভ-এর সঙ্গে; প্রেম করেছে একজন মন্ত্রী, একজন ডাক্তার, একজন ইংরেজ ধর্মপ্রচারক এবং কারেনিনের সঙ্গে এই সব প্রেম কখনও উঠেছে, কখনও পড়েছে, কিন্তু রাজদরবারে বা সমাজের উঁচু মহলে বিস্তারিত ও জটিল সব সম্পর্ক গড়ে তোলার পথে কখনও বাধার সৃষ্টি করে নি। কিন্তু যে মুহূর্তে কারেনিনের মাথায় দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে তখন থেকেই সে তাকে দিয়েছে বিশেষ আশ্রয়, তার ভালর জন্যই তার গৃহস্থালি সামলাতে হাত বাড়িয়েছে; আর সেই মুহূর্ত থেকেই তার স্থির ধারণা জন্মেছে যে তার আর সব ভালবাসাই মেকি, সে সত্যিকারের ভালবাসে শুধু কারেনিনকে। সে বিশ্বাস করে, কারেনিনের জন্য তার যে অনুভূতি সেটা আর কারও জন্য হয় নি। আগেকার সব অনুভূতির সঙ্গে বর্তমান অনুভূতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, কমিসারভ যদি জার-এর জীবন রক্ষা না করত তাহলে সে তার প্রেমে পড়ত না, অখিল স্লাভ সমস্যা না থাকলে রিস্‌তিক-কুদ্‌ঝিৎস্কির প্রেমে পড়ত না, কিন্তু সে কারেনিনকে ভালবাসে শুধু তারই জন্য, তার মহৎ ভুল-বোঝা মনোবৃত্তির জন্য, ক্ষীণ স্বরে টেনে-টেনে কথা বলার মনোরম ভঙ্গীর জন্য, ক্লান্ত চাউনির জন্য, তার চরিত্র ও ফুলে-ওঠা শিরায় ভরা সাদা নরম দু'খানি হাতের জন্য। শুধু যে কারেনিনকে দেখলেই তার আনন্দ হয় তাই নয়, তার উপর যে প্রভাব সে ফেলেছে তারই চিহ্ন সে কারেনিনের মুখে দেখতে পায়। সে কারেনিনকে সন্তুষ্ট করতে চায় শুধু কথা দিয়ে নয়, নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে। কারেনিনের জন্যই সে প্রসাধনে এত বেশী সময় ব্যয় করে যা আগে কখনও করে নি। মাঝে মাঝেই স্বপ্ন দেখে, সে নিজে যদি বিবাহিতা না হত, আর কারেনিন যদি অন্যের প্রতি অনুরক্ত না হত, তাহলে কী না হতে পারত। ঘরে ঢুকলেই সে আবেগে লাল হয়ে ওঠে, কারেনিনকে অভিবাদন জানাবার সময় একটা উচ্ছ্বসিত হাসিকে সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না।

কয়েকদিন যাবৎ কাউন্টেস লিডিয়া আইভানভ্না প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে। সে শুনেছে, আন্না ও ভ্রন্স্কি সেণ্ট পিতার্সবুর্গ-এ এসেছে। স্ত্রীর সঙ্গে কারেনিনের হঠাৎ দেখা হয়ে যেতে পারে; যে কোন মুহূর্তে সেই ভয়ংকরী মহিলার সঙ্গে তার নিজেরও দেখা হয়ে যেতে পারে।

পরিচিত লোকজনদের কাছে থেকে লিডিয়া আইভানভ্না জেনে নিয়েছে এই ঘৃণ্য লোক দুটি—আন্না ও ভ্রন্স্কিকে সে এই ভাবেই উল্লেখ করে থাকে—কোন বিশেষ সময়ে কোথায় কোথায় থাকে, আর তদনুসারে সে তার বন্ধুর গতিবিধিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখছে যাতে তাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটতে না পারে। ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় ভ্রন্স্কির বন্ধু একটি তরুণ সামরিক কর্মচারী লিডিয়া আইভানভ্নাকে অনেক খবরাখবর সরবরাহ করে থাকে। সেই জানাল যে, সব কাজকর্ম সেরে তারা দু'জন পরের দিনই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই খবর জেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই লিডিয়া আইভানভ্নার হাতে একটা চিঠি এসে পৌঁছল। ঠিকানার হাতের লেখাটা চিনতে পেরেই সে আঁতকে উঠল। হাতের লেখাটা আন্না কারেনিনার। খামটা বেশ দামী ও শক্ত, মাখন রঙের কাগজের উপর একটা মস্ত বড় অক্ষর-চিত্র, চিঠিটা থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে।

"চিঠিটা কে এনেছে ?"

"হোটেলের একজন সংবাদ-বাহক।"

কিছুক্ষণ পর্যন্ত লিডিয়া আইভানভ্না চিঠিটা পড়ায় মনই দিতে পারল না। উত্তেজনায় তার পুরনো রোগ হাঁপানি দেখা দিল। কিছুটা শান্ত হবার পরে ফরাসীতে লেখা চিঠিটা পড়ে ফেলল :

মাদাম লা কোতেসে,

যে খৃস্টীয় অনুভূতিতে আপনার হৃদয় পরিপূর্ণ তার সুযোগ নিয়েই আপনাকে চিঠি লিখবার অদম্য সাহস প্রকাশ করছি। ছেলেকে ছেড়ে এসে আমার দুঃখের অবধি নেই। যাবার আগে একটি বার তার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি চাই। আপনার উপর এই জবরদস্তির জন্য দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন। আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচের পরিবর্তে আপনার কাছেই আবেদনটি রাখছি, কারণ আমার অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সেই উদার লোকটিকে আমি কষ্ট দিতে চাই না। আপনি যে তার কত বন্ধু তা জানি বলেই আমি নিশ্চিত যে আপনি আমাকে বুঝতে পারবেন। সের্গেইকে কি আমার কাছে পাঠাবেন, না কি পূর্ব-নির্দিষ্ট কোন সময়ে আমিই বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করব, অথবা বাড়ির বাইরে কবে কোথায় তার সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে সেটা আমাকে জানাবেন ? যার উপরে অনুমতি দেওয়াটা নির্ভর করে তার মহানুভবতার কথা জানি বলেই প্রত্যাখ্যাত হবার চিন্তাকেই আমি মনে স্থান দিচ্ছি না। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না যে কী

তীব্র আকাংখার সঙ্গে আমার ছেলেকে আমি দেখতে চাইছি, আর তাই আপনার সহায়তার জন্য আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা যে কত গভীর হবে তাও আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। —আন্না।

চিঠির সব কিছুই কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নার মনকে বিরক্তিতে ভরিয়ে তুলল: চিঠির বক্তব্য, কারেনিনের মহানুভবতার উল্লেখ, আর সকলের উপর চিঠির সাময়িক সুর।

"পত্রবাহককে বলে দাও, কোন জবাব দেওয়া হবে না," কথাগুলি বলে দিয়ে পরমুহূর্তেই কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না চিঠির প্যাডটা খুলে কারেনিনকে লিখল, সেই দিনই দুপুরে আদালতে যে অভিনন্দনজ্ঞাপক অনুষ্ঠান হবে সেখানেই সে কারেনিনের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

"একটা অত্যন্ত গুরুতর ও বেদনাদায়ক বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। কোথায় বসে কথা হবে সেটা আপনার সঙ্গে দেখা হলেই স্থির করা যাবে। আমার বাড়িতে হলেই ভাল হয়। আপনার চায়ের ব্যবস্থা আমিই করব। এটা অবশ্য কর্তব্য। তিনি আমাদের দুঃখ দেন, আবার দুঃখ সইবার শক্তিও তিনি দেন।" যেন ভবিষ্যতে তার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার জন্যই কথাটা সে লিখল।

কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না প্রতিদিন দুটো বা তিনটে চিঠি কারেনিনকে লিখে থাকে। কোন রহস্যময় কারণে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাব থাকার জন্য কারেনিনের সঙ্গে যোগাযোগের এই ব্যবস্থাই সে করে নিয়েছে।

॥ ২৪ ॥

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। বাইরে যেতে যেতে অতিথিরা সর্বশেষ সংবাদ এইমাত্র দেওয়া পুরস্কার, এবং বড় বড় সরকারী চাকরিতে নানা পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে।

একটি দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী মহিলার প্রশ্নের উত্তরে জরির কাজ-করা ইউনিফর্ম পরিহিত জনৈক বৃদ্ধ বলল, "আমি চেয়েছিলাম কাউণ্টেস মারিয়া বারিসভ্‌-নাকে যুদ্ধ-মন্ত্রী এবং প্রিন্সেস ভাৎকোভ্‌স্কায়াকে সেনাবাহিনীর প্রধান করতে।"

"আর আমি হতাম একজন সহকারী," মহিলাটি হেসে বলল।

"আরে না, না, আপনার চাকরি তো ঠিক করাই আছে। আপনি হবেন ধর্মবিষয়ক দপ্তরের প্রধান, আর কারেনিন হবেন আপনার সহকারী।"

একটি ভদ্রলোক সেখানে এসে হাজির হওয়ায় তার সঙ্গে কর-মর্দন করে বৃদ্ধ বলল, "শুভ অপরাহ্ন প্রিন্স।"

"কারেনিন সম্পর্কে কি বলেন ?" প্রিন্স জিজ্ঞাসা করল।

"বলছিলাম, তাকে ও পুতিয়াতভ্‌কে 'অর্ডার অব্ আলেক্সান্দার নেভ্‌স্কি' প্রদান করা হয়েছে।"

"আমি তো ভেবেছিলাম তিনি আগেই সেটা পেয়েছিলেন।"

"না। ওই তো দেখুন না," কাজ-করা টুপিটা তুলে দরজার দিকে দেখিয়ে বৃদ্ধ বলল। রাষ্ট্রীয় পরিষদের জনৈক প্রভাবশালী সদস্যের সঙ্গে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল কারেনিন; পরনে আদালতের পোষাক, আর নতুন লাল ফিতেটা বুকের উপর দিয়ে কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো। একটু থেমে জনৈক সুদর্শন ও সুগঠিত দেহ 'কামারহের'-এর হাত ধরে বৃদ্ধ আবার বলল, "খুসিতে কেমন একটা তামার চাকতির মত ঝল্‌মল্ করছে।"

"ওঃ, কিন্তু তার তো বেশ বয়স হয়েছে," 'কামারহের' বলল।

"নানা দুশ্চিন্তায় ওটা হয়েছে। এখন তো তিনি নতুন নতুন পরিকল্পনা তৈরি করেই সময় কাটান। প্রতিটা বিষয় দফায় দফায় না বুঝিয়ে কাউকে ছাড়েন না।"

"বয়স হয়েছে বললেন না ? *Il fait des passions*, আমার বিশ্বাস, কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না তার স্ত্রীকে ঈর্ষা করেন।"

"থাক, থাক, কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নার নিন্দা করবেন না।"

"সে কি ? তিনি কারেনিনকে ভালবাসেন এ কথা বললে কি তার নিন্দা করা হল ?"

"এ কথা কি সত্য যে মাদাম কারেনিনা এখানে এসেছেন ?"

"মানে, এখানে এই আদালতে নয়, তবে সেণ্ট পিতার্সবুর্গে এসেছেন। গতকাল মর্স্‌কায়া স্ট্রীটে তাকে আমি আলেক্সি ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে দেখেছি।"

সকলেই আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিনকে নিয়ে অবিশ্রান্তভাবে আলোচনা করতে লাগল; তার সমালোচনা করল, নানাভাবে বিদ্রূপ করতে লাগল। ও দিকে কারেনিন রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যের সঙ্গে থেকে একমুহূর্তও না থেমে তাকে নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয়টা বোঝাতে লাগল।

ঠিক যখন স্ত্রী তাকে ছেড়ে গেছে সেই মুহূর্তেই একজন সরকারী চাকুরের পক্ষে সব চাইতে বড় বিপদ দেখা দিয়েছে কারেনিনের জীবনে: পর পর চাকরিতে তার যে পদন্নোতি ঘটছিল সেটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। এ খবর অন্য সকলেই রাখে, অথচ কারেনিন নিজেই জানত না যে তার জীবনের সব উন্নতির আশা শেষ হয়ে গেছে। স্ত্রেমভ্-এর সঙ্গে ঝগড়ার ফলেই হোক, অথবা স্ত্রীর সঙ্গে গোলমালের ফলেই হোক, অথবা সে নিয়তি নির্ধারিত শেষ সীমায় পৌছে গেছে বলেই হোক, সকলেই বুঝতে পেরেছে যে কর্মক্ষেত্রে তার সাফল্যের অবসান ঘটেছে। এখনও সে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদেই অধিষ্ঠিত রয়েছে, এখনও সে অনেক কমিশন ও কমিটির সদস্য আছে, কিন্তু সে এখন সম্পূর্ণ

অন্তঃসারশূন্য, তার কাছে কারও কিছু আশা করবার নেই। সে যা কিছু বলে, যে কোন প্রস্তাব করে তাকেই সেকেলে ও অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়।

কিন্তু কারেনিন সেটা বুঝতে পারে নি; পরন্তু, সরকারী কাজকর্ম থেকে প্রত্যক্ষভাবে সরে আসার জন্য অন্যের ভুলভ্রান্তি ও দোষত্রুটিগুলি আরও স্পষ্ট-ভাবে তার চোখে ফুটে উঠতে লাগল, আর সেগুলোকে সংশোধনের উপায় বাৎলে দেওয়াটাকেই সে তার কর্তব্য বলে ভাবতে লাগল। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটার পর থেকেই নতুন আদালতগুলো সম্পর্কে সে একটা প্রতিবেদন লিখতে শুরু করেছে; সরকারী শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি দিক সম্পর্কে যে অসংখ্য অদরকারী প্রতিবেদন তাকে লিখতে হবে এটা তারই প্রথম অবদান।

নিজের এই অসহায় অবস্থা সম্পর্কে সে যে অনবহিত আছে এবং ফলে তা নিয়ে তার মনে কোন দুঃখের অনুভূতিও যে নেই শুধু তাই নয়, নিজের কাজকর্ম নিয়ে সে যেন আগের চাইতেও অনেক বেশী সন্তুষ্ট হয়ে আছে।

"যে মানুষ অবিবাহিত সেই প্রভুর জিনিস নিয়ে ভাবে, কেমন করে প্রভুকে খুসি করবে সেই কথা; কিন্তু যে মানুষ বিবাহিত সে ভাবে পৃথিবীর জিনিসের কথা, কেমন করে স্ত্রীকে খুসি করবে সেই কথা," বলেছে শিষ্য পল; এই কথাগুলি কারেনিন আজকাল প্রায়ই স্মরণ করে; সব ব্যাপারেই সে এখন পবিত্র গ্রন্থের দ্বারাই পরিচালিত হয়। সে মনে করে, যে মুহূর্তে স্ত্রী তাকে ছেড়ে গেছে তখন থেকেই তার পরিকল্পনাগুলোর সাহায্যে সে আগের চাইতে অনেক ভালভাবে প্রভুর সেবা করতে পারছে।

পরিষদের সদস্যটি যে তার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছে তা নিয়ে যেন কারেনিনের কোন মাথাব্যথা নেই; একজন রাজ-পুরুষকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে সদস্যটি যখন তার সঙ্গে ভিড়ে গেল একমাত্র তখনই কারেনিন তার পরিকল্পনা বোঝাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত হল।

সকলে চলে গেলে কারেনিন একা একা মাথা নীচু করে চিন্তার সুতো-গুলো গুছিয়ে নিল; তারপর অন্যমনস্কভাবে চারদিকে তাকিয়ে কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নার সঙ্গে দেখা করার আশায় দরজার দিকে পা বাড়াল।

সকলকেই কত শক্তিমান ও তাজা দেখাচ্ছে! কামারহের-এর বুরুশ-করা সুগন্ধি জুল্‌ফি ও সুগঠিত দেহ এবং ইউনিফর্মের মধ্যে চেপে বসে-যাওয়া প্রিন্সের লাল গলার দিকে তাকিয়ে কারেনিন কথাটা ভাবল।

ধীরে সুস্থে পা চালিয়ে তার স্বাভাবিক ক্লান্তিভরা মর্যাদাসম্পন্ন ভঙ্গীতে কারেনিন দুই পাশের ভদ্রলোকদের অভিবাদন-প্রত্যাভিবাদন জানাতে জানাতে কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নার সন্ধানেই দরজার দিকে চোখ রেখে এগিয়ে চলল।

দুই চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক খেলিয়ে বৃদ্ধ লোকটি বলে উঠল, "আরে,

আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ! আপনাকে তো অভিনন্দনই জানানো হয় নি," নতুন ফিতেটা দেখিয়ে সে বলল।

"ধন্যবাদ। আজকের আবহাওয়াটা কী চমৎকার," যথারীতি "চমৎকার" কথাটার উপর জোর দিয়ে কারেনিন বলল।

সে জানে, সকলেই তাকে বিদ্রূপ করছে, কিন্তু শত্রুতা ছাড়া আর কিছুই সে কারও কাছে আশা করে না, এরই মধ্যে এতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

দরজার মুখে লিডিয়া আইভানভ্‌নার হলুদ কাঁধ দুটি দেখতে পেয়ে তার চিরদিনের সাদা দাঁত বের করে ঈষৎ হেসে কারেনিন তার দিকে এগিয়ে গেল।

লিডিয়া আইভানভ্‌না অনেক কষ্ট করে প্রসাধন করেছে; আজকাল তাই সে করে থাকে। ত্রিশ বছর আগের তুলনায় এখন তার প্রসাধনের উদ্দেশ্যটা পাল্টে গেছে। তখন সে চাইত নিজেকে সুন্দরী করে তুলতে, তাই যত বেশী সুন্দরী সাজা যায় ততই ভাল। কিন্তু এখন সাজতে গেলেই সেটা তার বয়স ও চেহারার সঙ্গে এতই বেমানান লাগে যে নিজের চেহারা ও সাজ-গোজের মধ্যে পার্থক্যটা যত কমানো যায় সেই দিকেই তাকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কারেনিনের ব্যাপারে তার এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে; কারেনিনের চোখে সে আজ আকর্ষণীয় তার চোখে, চারিদিককার বিদ্রূপ ও বিরূপতার উত্তাল সমুদ্রের মাঝে লিডিয়া আইভানভ্‌না একটিমাত্র করুণার দ্বীপ—বুঝি বা ভালবাসারও।

বিদ্রূপ-বিস্ফুরিত দৃষ্টি-বাণের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে স্বাভাবিক-ভাবেই আলোর প্রতি নবকিশলয়ের আকর্ষণের মত কারেনিনও লিডিয়া আইভানভ্‌নার প্রেমময় দৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হল।

চোখের ইঙ্গিতে ফিতেটাকে দেখিয়ে সে বলল, "আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

খুসির হাসিটুকু চেপে কারেনিন ঘাড় দুটিকে ঝাঁকুনি দিয়ে চোখ বুজল; যেন বলতে চাইল, এখন আর এ সব জিনিসে আমি সুখ পাই না। কিন্তু কাউন্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না জানে, কারেনিন নিজে স্বীকার না করলেও এটাই তার সুখের অন্যতম প্রধান উৎস।

"আমাদের দেবদূত কেমন আছে?" সের্গেইর কথা ভেবেই কাউন্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না প্রশ্ন করল।

ভুরু তুলে চোখ মেলে তাকিয়ে কারেনিন বলল, "তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট আছি এমন কথা বলতে পারি না। আর সিৎনিকভ্‌ও খুসি নন। (প্রধান শিক্ষক সিৎনিকভ্‌-এর উপরেই কারেনিন ছেলের লালন-পালনের ভার ছেড়ে দিয়েছে।) আপনাকে তো আগেও বলেছি। ছোট-বড় নির্বিশেষে সব মানুষের মনই যে সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আলোড়িত হওয়া উচিত, তার প্রতি ছেলেটার কেমন যেন এক ধরনের উদাসীনতা চোখে পড়ছে।" নিজের

কাজের বাইরে একটিমাত্র বিষয় সম্পর্কেই এখন কারেনিন আগ্রহশীল : ছেলের লেখাপড়া ; তাই নিয়েই সে বিস্তারিতভাবে কথা বলতে লাগল।

লিডিয়া আইভানভ্‌নার সহায়তায় কারেনিন আবার যখন তার জীবনে ও কাজের মধ্যে ফিরে এল তখনই তার মনে হল যে ছেলের লেখাপড়ার সব দায়িত্ব বহন করাই তার অবশ্য কর্তব্য। শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে সে আগে কখনও ভাবে নি ; এখন সেই বিষয় নিয়েই সে পড়াশুনা শুরু করে দিয়েছে। নৃতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্ব বিষয়ক অনেকগুলি বই পড়ে ছেলের শিক্ষার ব্যাপারে সে একটা পরিকল্পনা তৈরি করেছে, এবং সেণ্ট পিতার্সবুর্গের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সহযোগিতায় সেই অনুসারে কাজ শুরু করে দিয়েছে। এই কাজই এখন তার জীবনের সর্বক্ষণের চিন্তার বিষয়।

"ওঃ, কিন্তু তার দয়ালু হৃদয় ? আমি তো দেখছি, বাবার হৃদয়ই সে পেয়েছে, আর এ হৃদয় নিয়ে কেউ খারাপ ছেলে হতে পারে না," কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল।

"হয় তো তাই।...আমার দিক থেকে আমি কর্তব্য করে যাচ্ছি। এর বেশী কিছু আমি করতে পারি না।"

একটু চুপ করে থাকার পরে কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না বলল, "একবার এসে অতি অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করুন। এমন একটা বিষয় নিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে যাতে আপনার কষ্ট পাবার কারণ রয়েছে বলে মনে করি।...তার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। সে এখন পিতার্স-বুর্গেই আছে।"

স্ত্রীর কথা শুনেই কারেনিন চমকে উঠল ; কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মুখটা যেন মৃত্যুর নিথরতায় একেবারে জমাট বেধে গেল ; ফুটে উঠল তীব্র অসহায়তা।

"এটাই আশা করেছিলাম," সে বলে উঠল।

কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না উচ্ছ্বসিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল ; এই মানুষটির মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধায় তার দুটি চোখ জলে ভরে উঠল।

॥ ২৫ ॥

কারেনিন যখন দেওয়ালে প্রতিকৃতি ঝোলানো, চারদিকে প্রাচীন চীনা বাসনপত্রে সাজানো লিডিয়া আইভানভ্‌নার ছোট আরামদায়ক ঘরটায় ঢুকল তখন মহিলাটি ঘরে ছিল না। সে পোষাক পরছিল।

কাপড়ের ঢাকনা-দেওয়া গোল টেবিলের উপর একপ্রস্থ চীনামাটির চায়ের সরঞ্জাম ও স্পিরিট-ল্যাম্পের উপর একটি রূপোর চায়ের কেত্‌লি সাজানো। কারেনিন অন্যমনস্কভাবে পরিচিত প্রতিকৃতিগুলো দেখল ; তারপর একটা ছোট টেবিলে বসে তার উপর থেকে বাইবেলখানা নিয়ে বইটা খুলল। সিল্কের স্কার্টের খস্‌খস্‌ শব্দে মুখ তুলে তাকাল।

"এই যে, এবার আমরা চা খেতে খেতে নির্বিঘ্নে কথা বলতে পারব," তাড়াতাড়ি চায়ের টেবিল ও সোফার ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে ঈষৎ হেসে কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্না বলল।

আসন্ন আলোচনার একটা প্রাথমিক পূর্বাভাষ দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্না চিঠিখানা কারেনিনের হাতে দিল।

চিঠি পড়ে অনেকক্ষণ কারেনিন কোন কথা বলল না।

পরে চোখ তুলে মৃদু স্বরে বলল, "তাকে ফিরিয়ে দেবার কোন অধিকার আমার আছে বলে তো মনে করি না।"

"হায় বন্ধু, আপনি তো কখনও কোন কিছুর মধ্যেই দোষ দেখতে পান না।"

"বরং বলুন, সব কিছুতেই আমি দোষ দেখি, কিন্তু এটা কি সঙ্গত হবে?—"

তার মুখে অনিশ্চয়তার ভাব ফুটে উঠল; যেন বুদ্ধির অতীত এই ব্যাপারে পরামর্শ, সমর্থন ও নির্দেশের তার বড় প্রয়োজন।

কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্না বাধা দিয়ে বলল, "ঠিক কথা! সব কিছুরই একটা সীমা আছে! দুর্নীতি আমি বুঝি, কিন্তু নিষ্ঠুরতা বুঝি না— আর সে নিষ্ঠুরতা কার প্রতি? আপনার প্রতি! যে শহরে আপনি আছেন ঠিক সেখানেই সে এল কেমন করে? আহা, যত বাঁচবেন, ততই শিখবেন! সারা জীবনে আমি শিখেছি শুধু আপনার মহত্ত্ব আর তার নীচতা।"

নিজের ভূমিকায় খুশি হয়ে কারেনিন প্রশ্ন করল, "প্রথম পাথরটা কে ছুঁড়বে? সব কিছুই আমি ক্ষমা করেছি; তাই ভালবাসার প্রয়োজন— নিজের ছেলের প্রতি ভালবাসার প্রয়োজন থেকে তাকে আমি বঞ্চিত করতে পারি না।…"

"কিন্তু বন্ধু, এর নাম কি ভালবাসা? এটা কি আন্তরিক? ধরে নিলাম, আপনি ক্ষমা করেছেন, আপনি ক্ষমা করেই থাকেন, কিন্তু তাই বলে কি সেই দেবশিশুর মনে আঘাত দেবার অধিকার আমাদের আছে? সে তো মনে করে, তার মা মরে গেছে। তার জন্য সে প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে মায়ের পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে। সেই তো ভাল। এ কথা শুনলে সে কি ভাববে?"

যেন তার কথায় সায় দিয়েই কারেনিন বলল, "সে কথা আমি ভেবে দেখি না।"

কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্না দুই হাতে মুখ ঢাকল; কিছু বলল না; সে তখন প্রার্থনারত।

প্রার্থনা শেষ করে হাত নামিয়ে বলল, "আমার পরামর্শ যদি চান তো

আমি আপনাকে রাজী হতে বলব না। আপনার যন্ত্রণা কি আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না? এর ফলে কি আপনার ঘায়ের মুখ নতুন করে খোলে নি? কিন্তু যদি ধরেও নেই যে নিজের কথা আপনি কখনও ভাবেন না—তবু এর ফল কি হবে? আপনি নতুন করে কষ্ট পাবেন, আর ছেলেটিও কষ্ট পাবে। সে মহিলার মধ্যে যদি মনুষ্যত্বের তিলমাত্রও অবশিষ্ট থেকে থাকে, তাহলে এ জিনিস সে চাইতে পারে না। না, নির্দ্বিধায় আমি আপনাকে এ কাজ না করার পরামর্শ দিচ্ছি, আর আপনার অনুমতিক্রমেই এ চিঠির জবাব লিখে পাঠাচ্ছি।"

কারেনিনের অনুমতি পেয়ে কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না ফরাসী ভাষায় নীচের চিঠিটা লিখল:

প্রিয় মাদাম,

আপনাকে দেখলেই আপনার ছেলে এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে যার জবাব দিতে গেলে যে সব জিনিসকে পবিত্র বলে গণ্য করা উচিত তার প্রতি তার শ্রদ্ধাই বিনষ্ট হবে; আর সেই জন্যই আমি আপনাকে বলছি, আপনার স্বামীর অসম্মতিকে খৃষ্টীয় প্রেমের মনোভাবের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন। আমাদের স্বর্গগত পিতা আপনাকে করুণা করুন।

কাউণ্টেস্ লিডিয়া।

এই চিঠি কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নার মনের সেই গোপন উদ্দেশ্যকেই পূর্ণ করল যা সে নিজের কাছেও কখনও স্বীকার করে নি। এই চিঠি আন্নাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করল।

লিডিয়া আইভানভ্‌নার সঙ্গে দেখা করে বাড়িতে ফিরে গিয়ে কারেনিন স্বাভাবিক কাজকর্মে হাত দিতে পারল না, অথবা মুক্তিপ্রাপ্ত ধর্মবিশ্বাসী হিসাবে মনের যে শান্তি সে পেয়েছিল তাকেও আর ফিরে পেল না।

কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না ঠিকই বলেছে যে এই স্ত্রী তার অনেক ক্ষতি করেছে, অথচ তার কাছে সে নিজে কোন দোষ করে নি; তবু সেই স্ত্রীর কথা মনে করে তার এতটা বিচলিত হওয়া উচিত নয়; কিন্তু তার মনে শান্তি নেই; পড়ায় মন দিতে পারছে না; আন্নার সঙ্গে সাবেক সম্পর্কের যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিকে মন থেকে তাড়াতে পারছে না; আন্নার প্রতি ব্যবহারে যে সব ভুল সে করেছে বলে এখন তার মনে হয় তাকেও ভুলতে পারছে না। ঘোড় দৌড় থেকে ফিরবার পথে নিজের অবিশ্বস্ততার যে স্বীকারোক্তি আন্না তার কাছে করেছিল আর যে ভাবে সে নিজে তাতে সাড়া দিয়েছিল (বিশেষ করে সে যে চেয়েছিল আন্না শুধু বাইরে মুখরক্ষা করে চলুক এবং সে যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোনরকম যুদ্ধে আহ্বান করে নি) সেই স্মৃতি আজ তাকে অনু-শোচনার আগুনে দগ্ধ করছে। যে চিঠি সে আন্নাকে লিখেছে তার স্মৃতিও তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে; কিন্তু তার যে ক্ষমার ফলে কারও কোন উপকার হয় নি,

আর অন্যের সন্তানের প্রতি যে যত্ন সে দেখিয়েছে, তার স্মৃতি লজ্জায় ও অনুশোচনায় তার অন্তরকে যত বেশী ছিন্নভিন্ন করেছে এমন আর কিছুতেই করে নি।

মনে মনে অতীতের সব কথা স্মরণ করে সেই একই লজ্জা ও অনুশোচনা তার মনে জাগল; অনেক ইতস্তত করবার পরে যে ভাবে সে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল সে কথাও তার মনে পড়ল।

কিন্তু এর মধ্যে আমার দোষ কোথায়? সে নিজেকে প্রশ্ন করল। এই প্রশ্ন থেকেই দেখা দিল আর একটা প্রশ্ন, অন্য লোকরা, এই সব ভ্রন্‌স্কি, অব্‌লন্‌স্কি ও কামারহেরের দলরা কি অন্যরকম ভাবে, অন্যভাবে ভালবাসে, অন্যভাবে বিয়ে করে। আর সেই সঙ্গে তার মনের সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়াল সেই সব শক্তিমান, তেজস্বী ও পরিতুষ্ট ভদ্রলোকের দল যারা সব সময় সর্বত্র তার মনকে টেনেছে, তার মনে কৌতূহল জাগিয়েছে। সে সব চিন্তাকে সে মন থেকে দূর করে দিল। সে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে সে বেঁচে আছে একটা শাশ্বত জীবনের জন্য, শুধু মাত্র এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের জন্য নয়; তার মন পূর্ণ হয়ে আছে শান্তিতে ও প্রেমে। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ জীবনেই কতকগুলি তুচ্ছ ভুল সে করে বসেছে—এই চিন্তা তাকে এত বেশী যন্ত্রণা দিতে লাগল যে তার মনে হল, বুঝিবা তার সেই শাশ্বত মুক্তির কোন অস্তিত্বই নেই।

এই প্রলোভন অবশ্য বেশী সময় রইল না; অচিরেই শান্তি ও মহৎ চিন্তায় কারেনিনের মন ভরে উঠল; যে কথা সে মনে রাখতে চায় না তাকে ভুলে যাবার শক্তি সে ফিরে পেল।

॥ ২৬ ॥

জন্মদিনের আগের দিন বেড়িয়ে ফিরবার পরে উত্তেজনায় লাল হয়ে সের্গেই তাদের বুড়ো পরিচারককে নিজের ওভারকোটটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কাপিতোনিচ্‌, সেই ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা করণিকটি কি আজ আবার এসেছিল? বাপি কি তার সঙ্গে দেখা করেছে?"

"এসেছিল। সচিব চলে যেতেই আমি ভিতরে গিয়ে তার কথা জানিয়েছিলাম," চোখ টিপে হেসে পরিচারক বলল। "এস, আমি খুলে দিচ্ছি।"

"সের্গেই," ভিতরের ঘরে ঢুকবার দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ছেলেটির প্রধান শিক্ষক তিরস্কারের সুরে বলল। "নিজেই পোষাক ছাড়।"

শিক্ষকের নীচু গলা কানে এলেও সের্গেই সেদিকে মন দিল না। পরিচারকের বেল্টটা ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

"আর সে লোকটি যা চেয়েছিল বাপি কি তাই করেছে?"

পরিচারক মাথা নাড়ল।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা করণিকটি সাত বার কারেনিনের কাছে এসেছে সাহায্যের জন্ত। পরিচারক ও সের্গেই দু'জনই তার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। সের্গেই একবার তাকে দোরগোড়ায় দেখতে পেয়েছিল; সে তখন পরিচারককে বলছিল, সে ছেলেপিলে নিয়ে সাতদিন প্রায় অনাহারে আছে; আর তাই বাড়ির মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সেই থেকে অনেকবারই সে লোকটিকে হল-ঘরে দেখেছে এবং তার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

"সে কি খুব খুসি হয়েছিল?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"ওঃ, খুব খুসি! খুসিতে একেবারে নাচতে লাগল।"

একটু থেমে সের্গেই জিজ্ঞাসা করল, "কোন কিছু এসেছে কি?"

মাথাটা নেড়ে পরিচারক ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "দে-খ ছোট হুজুর, কাউণ্টেসের কাছ থেকে কিছু এসেছে।"

সের্গেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নার কাছ থেকে জন্মদিনের উপহার এসেছে।

"এসেছে? এসেছে? কোথায়?"

"কর্ণেই সেটা তোমার বাপির কাছে নিয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে জিনিসটা খুব সুন্দর।"

"কত বড়? এই এত বড়?"

"আরও ছোট, কিন্তু খুব সুন্দর।"

"একটা বই কি?"

"না, না, একটা কোন জিনিস হবে। কিন্তু এবার পালাও, পালাও, ভাসিলি লুকিচ ডাকছেন," সের্গেইর গৃহ-শিক্ষকের পায়ের শব্দ কানে আসতেই কাপিতোনিচ বলে উঠল। আস্তে নিজের বেল্ট থেকে ছোট হাতখানি ছাড়িয়ে দিয়ে সে চোখ টিপে দরজাটা দেখিয়ে দিল।

"এক মিনিট ভাসিলি লুকিচ," সের্গেই বলল; তার উজ্জ্বল খুসিমাখা হাসি ভাসিলি লুকিচ-এর হৃদয় জয় করে নিয়েছে।

সেদিন সের্গেইর মেজাজ এত ভাল ছিল, সব কিছুই তার কাছে এত ঝলমলে লাগছিল, যে "সামার গার্ডেন"-এ বেড়াতে বেড়াতে কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নার বোন-ঝির কাছে যে সুখবরটি শুনে এসেছে সেটি পরিচারককে না জানিয়ে থাকতে পারল না। করণিকের সুখবর ও জন্মদিনের উপহারের সুখবর মিলে সেই সুখবরটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সের্গেইর মনে হল, আজকের দিনে সকলেরই সুখী ও হাসিখুসি হওয়া উচিত।

"শুনেছ? বাপিকে 'অর্ডার অব্ আলেক্সান্দার নেভ্‌স্কি' দেওয়া হয়েছে!"

"তা শুনেছি। কত লোক এর মধ্যেই তাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল।"

"আচ্ছা, বাপি খুসি হয়েছে তো?"

"খুসি না হয়ে কি পারেন? স্বয়ং জার দিয়েছেন যে ছোট হুজুর! কিন্তু এটা তো তোমার বাপির পাওয়াই উচিত," পরিচারকটি গম্ভীর হয়ে বলল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে সের্গেই কি যেন ভাবতে লাগল।

বলল, "তোমার মেয়ে তো অনেক দিন তোমাকে দেখতে আসে নি, তাই না?"

পরিচারকের মেয়েটি একজন ব্যালে-নর্তকী।

"কাজের দিনগুলিতে কেমন করে আসবে? তাকেও তো পড়াশুনা করতে হয়। তোমারও তো পড়াশুনা আছে ছোট হুজুর, এবার পালাও।"

পড়ার ঘরে ঢুকে তখনই পড়তে না বসে সের্গেই গৃহ-শিক্ষককে বলল যে তার মনে হচ্ছে যে-উপহারটা এসেছে সেটা একটা যন্ত্র। "আপনি কি মনে করেন?"

ভাসিলি লুকিচ-এর কিন্তু একটি কথাই মনে হল—ব্যাকরণ-শিক্ষকের পড়া তৈরি করার সময় হয়ে গেছে, কারণ দুটোর সময় সে আসবে।

"কিন্তু আগে আমাকে বলুন ভাসিলি লুকিচ—'আলেক্সান্দার নেভ্স্কি'-র চাইতে বড় সম্মান-পদবী কি?" একটা বই হাতে নিয়ে টেবিলে বসে হঠাৎ সের্গেই প্রশ্নটা করে বসল। "আপনি কি জানেন বাপিকে 'আলেক্সান্দার নেভ্স্কি' দেওয়া হয়েছে?"

ভাসিলি লুকিচ জবাবে জানাল, আলেক্সান্দার নেভ্স্কি-র চাইতেও বড় সম্মান হল "অর্ডার অব্ ভ্লাদিমির।"

"আর তার চাইতে বড়?"

"আন্দ্রেই পারভোজভান্নি।"

"আর তার চাইতেও বড়?"

"আমি জানি না।"

"আপনিও জানেন না?" দুই হাতে মাথাটা রেখে সের্গেই চিন্তায় ডুবে গেল।

অনেক অনেক জটিল চিন্তা তার মাথায়। সে ভাবতে লাগল—সেদিনই হঠাৎ যদি তার বাবাকে ভ্লাদিমির ও আন্দ্রেই এই দু'টোই দেওয়া হয়, আর সে যদি বেশ সহজভাবে পড়ার ঘরে এসে ঢোকে তো কী ভালই না হয়; সে আরও ভাবল—সে বড় হলে নিশ্চয়ই এই সবগুলি সম্মান, এমন কি আন্দ্রেই অপেক্ষাও বড় সম্মানগুলি পাবে। কোন উচ্চতর সম্মানের কথা ভাবা হলেই সেটা তাকে দেওয়া হবে; আবার তার চাইতেও বড় সম্মানের কথা ভাবা হলে সেটাও তাকে দেওয়া হবে।

এই সব ভাবতে ভাবতেই সময় কেটে গেল; ফলে ব্যাকরণ-শিক্ষক ঘরে ঢুকে দেখল যে ক্রিয়ার স্থান, কাল, পাত্র কিছুই শেখা হয় নি, আর সে খুবই

অসন্তুষ্ট ও হতাশ হল। তাকে হতাশ হতে দেখে সের্গে ই বিচলিত বোধ করল। সে জানে, পড়া তৈরি না হওয়ার জন্য সে দোষী নয়, অনেক চেষ্টা করেও সে কাজটা করে উঠতে পারে নি। তবু তাকে হতাশ করার জন্য সে দুঃখিত হল, এবং যে ভাবেই হোক ক্ষতিটা পূরণ করে নিতে চাইল।

শিক্ষক যখন নীরবে তার বইটা পড়ছিল সেই সুযোগটাই সে বেছে নিল। জিজ্ঞাসা করল, "মিখাইল আইভানিচ, আপনার জন্মদিন কবে?"

"তার চাইতে নিজের কাজের কথা ভাবো; বুদ্ধিমান মানুষদের কাছে জন্মদিনের কোন অর্থই নেই—অন্য যে কোন একটা দিনের মতই সেটাও কাজের দিন।"

সের্গে ই মনোযোগের সঙ্গে তার দিকে তাকাল, তার পাতলা ছোট দাড়ি, নাকের ডগার উপর নেমে আসা চশমাজোড়া—সব দেখল, আর তার ফলে এমন সব চিন্তা তার মাথায় ঢুকল যে শিক্ষকের কোন কথাই তার কানে ঢুকল না। সে জানে, শিক্ষক যা বলে তা সে নিজেই বিশ্বাস করে না; তার গলার স্বর শুনেই সের্গে ই সেটা বুঝতে পারে। কেন সকলেই সব কিছু একইভাবে বলবে, আর সেই একই বিষয়, আর এত একঘেয়ে ও দম আটকে আসা সব কথা? আর শিক্ষকই বা আমার সম্পর্কে এত উদাসীন কেন, কেন সে আমাকে পছন্দ করে না? কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে দুঃখের সঙ্গে সের্গে ই নিজেকেই প্রশ্ন করল।

॥ ২৭ ॥

ব্যাকরণ-শিক্ষকের পড়া শেষ হলে সে বাবার কাছে পড়ে। বাবার আসার অপেক্ষায় সের্গে ই ডেস্কে বসে একটা কলম-কাটা ছুরি নিয়ে খেলা করতে লাগল। বেড়াতে বেরিয়ে মায়ের খোঁজ করা যেন সের্গে ইর কাছে একটা খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লিডিয়া আইভানভ্না বলেছে, তার মা মারা গেছে, বাবাও সে কথা সমর্থন করেছে, তবু সে মৃত্যুকে, বিশেষ করে তার মায়ের মৃত্যুকে বিশ্বাস করে না; আর তাই মায়ের মৃত্যুর কথা শুনবার পরেও সে তাকে খুঁজে বেড়ায়। সুন্দর চেহারা ও কালো চুলের যে কোন মহিলাকেই সে তার মা বলে মনে করে। সে রকম কোন মহিলাকে দেখলেই গভীর মমতায় তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, দুই চোখ জলে ভরে ওঠে। সব সময়ই আশা করে, মহিলাটি তার দিকে এগিয়ে আসবে, গুণ্ঠন খুলে ফেলবে, সে তার মুখ দেখতে পাবে আর মহিলাটিও মৃদু হেসে তাকে জড়িয়ে ধরবে, আর মহিলাটির গায়ের গন্ধ তার নাকে লাগবে, দুই হাত বাড়িয়ে সে তাকে আদর করবে, আর আনন্দে সে কেঁদে ফেলবে; ঠিক সেই সন্ধ্যাবেলাকার মত যেদিন সে মায়ের পায়ের কাছে শুয়ে পড়লে মা তাকে কাতুকুতু দিয়েছিল আর সেও হাসতে হাসতে মায়ের আংটি-পরা সাদা হাত দু'খানি কামড়ে দিয়েছিল।

পরবর্তীকালে নার্সের কাছ থেকে সে হঠাৎই জানতে পেরেছিল যে তার মা মারা যায় নি, তার বাবা ও লিডিয়া আইভানভ্না তাকে মায়ের মৃত্যুর কথা বলেছে কারণ লিডিয়া আইভানভ্না খারাপ লোক (অবশ্য এ কথাটা সের্গেই বিশ্বাস করে নি. কারণ সে লিডিয়াকে ভালবাসে); সে থেকে সে মাকে খুঁজে বেড়ায়, তার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। আজও "সামার গার্ডেন"-এ হাল্কা বেগুনী রঙের গুণ্ঠনে মুখ ঢাকা একটি মহিলাকে দেখে তাকে মা বলে মনে করেছিল এবং মহিলাটি যখন তার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল তখন তার বুকের ভিতরটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করছিল; মহিলাটি কিন্তু তার কাছে আসবার আগেই অন্য পথে ঘুরে গেল। আজ মহিলাটির জন্য যতটা ভালবাসা তার বুকের মধ্যে উথ্‌লে উঠেছিল এমনটি আগে কখনও হয় নি; ডেস্কে বসে বাবার জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে অন্যমনস্কভাবে ডেস্কের কোণটা খুটতে খুটতে তার কথা ভেবেই চকচকে চোখে শূন্যে তাকিয়েছিল।

"তোমার বাপি আসছেন," ভাসিলি লুকিচ-এর এই কথায় সে যেন আবার পৃথিবীতে ফিরে এল।

লাফ দিয়ে উঠে সের্গেই বাবার কাছে গেল, তার হাতে চুমা খেয়ে "আলেক্সান্দার নেভ্‌স্কি" পুরস্কার লাভের জন্য তার কতখানি আনন্দ হয়েছে সেটা জানবার আগ্রহে বাবার মুখের দিকে তাকাল।

হাতল-চেয়ারটায় বসে "ওল্ড টেস্টামেণ্ট" খানা টেনে নিয়ে বইটা খুলতে খুলতে কারেনিন জিজ্ঞাসা করল, "বেশ ভাল বেড়ানো হয়েছে তো?" কারেনিন অনেকবার সের্গেইকে বলেছে যে এই পবিত্র গ্রন্থকে আগাগোড়া জানা প্রত্যেক খৃস্টানের অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু সের্গেই লক্ষ্য করছে যে বাবা প্রায়ই বইটা খুলে পড়ে।

অনেকবার নিষেধ করা সত্ত্বেও চেয়ারটা দোলাতে দোলাতে সের্গেই বলল, "হ্যাঁ বাপি, সাংঘাতিক ভালভাবে বেড়িয়েছি। নাদিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। (নাদিয়া লিডিয়া আইভানভ্নার বোন-ঝি; তার কাছেই থাকে।) সেই তো আমাকে বলল, তোমাকে আর একটা তারকা দেওয়া হয়েছে। তুমি খুব খুসি হয়েছ বাপি?"

কারেনিন বলল, "প্রথমেই চেয়ারটা দোলানো থামাও। দ্বিতীয় কথা, পুরস্কারটা বড় কথা নয়, যে পরিশ্রমের দ্বারা সেটা অর্জন করতে হয় সেটাই আসল। আমি চাই যে এ-কথাটা তুমি ঠিকঠিক বুঝতে পার। শুধু পুরস্কারের জন্যই যদি তুমি পরিশ্রম কর, লেখাপড়া কর, তাহলে সে পরিশ্রমকে বোঝা বলে মনে হবে; কিন্তু যদি ভালবেসে পরিশ্রম কর, তাহলে কাজের মধ্যেই পুরস্কারকে খুঁজে পাবে।"

সের্গেইর চোখের খুসির আলোটুকু তৎক্ষণাৎ নিভে গেল; বাবার দৃষ্টি থেকে সে চোখ নামিয়ে নিল। বাবা সব সময়ই এই সুরে কথা বলে থাকে;

আর সের্গে ইও সেটাকে মেনে নিতে শিখেছে। বাবা সব সময়ই এমনভাবে কথা বলে—অন্তত সের্গে ইর তো তাই মনে হয়—যেন কোন কাল্পনিক ছেলের সঙ্গে কথা বলছে ; সে যেন বইতে পড়া কোন ছেলে, ঠিক সের্গে ই নয়। তাই বাবার কাছে এলেই সে বইতে পড়া সেই কাল্পনিক ছেলেটি হবারই ভান করে।

"আশা করি এ কথাটা তুমি বোঝ," বাবা বলল।

"হ্যাঁ বাপি," কল্পিত বালকের ভূমিকা নিয়ে সের্গে ই জবাব দিল।

তাদের পড়ার বিষয় "সুসমাচার" এর কয়েকটি শ্লোক শেখা, আর ওল্ড টেস্টামেণ্ট-এর গোড়াকার অধ্যায়গুলির পুনরাবৃত্তি করা। "সুসমাচার"-এর শ্লোকগুলি সের্গে ই বেশ ভালই জানে, কিন্তু সেগুলি আবৃত্তি করার সময় তার মনটা বাবার কপালের খুলির গঠন নিয়ে এতই মেতে উঠল যে একটা শ্লোকের শেষ ও অপর শ্লোকের শুরুকে সে একেবারেই গুলিয়ে ফেলল। তাতে কারে-নিনের মনে হল যে সের্গে ই কিছুই বোঝে নি ; তার মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল।

ভুরু কুঁচকে কারেনিন সেই কথাগুলিই সের্গে ইকে বোঝাতে শুরু করল যা সে অনেকবার শুনেও কিন্তু কিছুতেই মনে রাখতে পারে না। সের্গে ই সভয়ে বাবার মুখের দিকে তাকাল ; তার মাথায় তখন একটিমাত্র চিন্তা : বাবার কথাগুলিই আবার তাকে আবৃত্তি করতে বলা হবে না তো ? তার সম্ভাবনা তাকে এতই ভীত করে তুলল যে কিছুই তার মাথায় ঢুকল না। সৌভাগ্যবশত সে সব আবৃত্তি করতে না বলে বাবা ওল্ড টেস্টামেণ্ট পড়াতে শুরু করে দিল। সের্গে ই ঘটনাগুলো বেশ ভালভাবেই বলে গেল, কিন্তু কোন্ কোন্ ঘটনার পূর্বাভাষ পাওয়া গিয়েছিল সে প্রশ্ন করা হলে সে কোন জবাবই দিতে পারল না, যদিও এ পড়া না পারার জন্য আগেও তাকে একবার শাস্তি পেতে হয়েছে। বন্যার আগে যে সব সন্তরা বেঁচেছিল তাদের কথায় এসেই সব গুলিয়ে ফেলল, বিড়বিড় করতে লাগল, ছুরিটাকে ডেস্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল, আর চেয়ারটা দোলাতে লাগল। সন্তদের মধ্যে একমাত্র এনক্‌কেই সে চিনত ; সশরীরে সে স্বর্গে গিয়েছিল। এর আগে সন্তদের নামগুলো অন্তত তার মনে থাকত, কিন্তু আজ সে সব নামও সে ভুলে গেল। বাবার ঘড়ির চেন ও ওয়েস্টকোটের একটা আধা-লাগানো বোতামের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইল।

সকলেই তাকে মৃত্যুর কথা বললেও সের্গে ই মোটেই মৃত্যুতে বিশ্বাস করে না। যাদের সে ভালবাসে তারা যে মরতে পারে এ কথা সে বিশ্বাসই করে না ; আর সে নিজে কখনও মরবে এ কথা সে মোটেই বিশ্বাস করে না। এটা তার কাছে যেমন অসম্ভব তেমনই বুদ্ধির অতীত। কিন্তু তাকে বলা হয় যে সকলেই মরবে ; সে অনেককে জিজ্ঞাসা করেছে তারা এ-কথা বিশ্বাস করে কি

না, আর সকলেই কথাটা সমর্থন করেছে ; এমন কি তার নার্স পর্যন্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কথাটা সমর্থন করেছে। কিন্তু এনক তো মারা যায় নি ; তাতেই বোঝা যায় যে সকলেই মরে না। তাহলে সকলেই কেন এমনভাবে ঈশ্বরের সেবা করে না যাতে তিনি তাদের সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যেতে পারেন ? যারা খারাপ লোক—মানে সের্গেই যাদের পছন্দ করে না—তারা মরতে পারে, কিন্তু সব ভাল মানুষরাই তো এনক-এর মত হতে বাধ্য ।

"আচ্ছা, তাহলে কে কে সন্ত ছিলেন ?"

"এনক, এনক—''

"ওদের কথা তো আগেই বলেছ। এটা খারাপ সের্গেই, খুব খারাপ। একজন খৃস্টানের যা অবশ্য জানা উচিত তুমি যদি সেটাও জানতে চেষ্টা না কর, তাহলে কিসে তোমার মন বসবে ? তোমাকে নিয়ে আমি অসন্তুষ্ট, আর পিয়তর ইগ্‌নাতিচও (সের্গেইর প্রধান শিক্ষক) তাই। তোমাকে শাস্তি দিতে হবে।"

বাবা ও শিক্ষক দু'জনই তার উপর অসন্তুষ্ট, আর সত্যি সেও ভাল ছাত্র নয়। কিন্তু সে যে অক্ষম সেটা ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। বরং যে সব ছেলের কথা তার শিক্ষক আদর্শ হিসাবে উল্লেখ করে থাকে তাদের অনেকের চাইতে তার ক্ষমতা বেশী। তার বাবার ধারণা, শিক্ষকরা যা শেখায় সে তা শিখতে চায় না। আসলে সে সব সে শিখতে পারত না। শিখতে পারত না তার কারণ, তার বাবা ও শিক্ষকরা যে সব কথা শেখাত তার চাইতে অনেক বড় দাবী তার মন তার উপর চাপিয়ে দিত। আর যেহেতু এই দুটো দাবীর মধ্যে সংঘাত দেখা দিত, তাই সে তার শিক্ষকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াই চালিয়ে যেত।

তার বয়স ন' বছর ; একেবারে শিশু ; কিন্তু নিজের মনকে সে জানে, তাকে ভালবাসে, চোখের পাতা যেভাবে চোখকে রক্ষা করে ঠিক সেই ভাবে সে তার মনকে রক্ষা করে চলে ; ভালবাসার চাবি দিয়ে না খুললে মনের ঘরে সে কাউকে ঢুকতে দেয় না। শিক্ষকরা নালিশ করে যে, সে পড়তে চায় না, কিন্তু জ্ঞানের পিপাসায় তার মন আকণ্ঠ পরিপূর্ণ। পরিচারক কাপিতোনিচ-এর কাছ থেকে সে শেখে, বুড়ি নার্সের কথা থেকে শেখে, নাদিয়া ও ভাসিলি লুকিচ-এর কাছ থেকেও শেখে, শুধু কিছুই শেখে না শিক্ষকদের কাছ থেকে। যে জীবনের স্রোতকে দিয়ে তার বাবা ও শিক্ষকরা তাদের কলের চাকাকে ঘোরাতে চেয়েছে, সে স্রোত অনেক আগেই অন্য চাকা ঘোরাবার কাজে লেগে গেছে।

বাবা সের্গেইকে শাস্তি দিল, লিডিয়া আইভানভ্‌নার বোন-ঝি নাদিয়ার সঙ্গে সে দেখা করতে পারবে না, কিন্তু সেটা শাপে বর হয়ে দাঁড়াল : ভাসিলি লুকিচ-এর মেজাজ ভাল থাকায় সে সের্গেইকে হাওয়া-কল বানাবার কাজ

শেখাতে বসল। সারাটা সন্ধ্যা সেই কাজের স্বপ্নের মধ্যেই সে ডুবে রইল। সারাটা সন্ধ্যা মায়ের কথা তার মনেই পড়ল না; কিন্তু বিছানায় শোবার পরে হঠাৎ মাকে মনে পড়ে গেল; নিজের ভাষায় প্রার্থনা করল, পরদিন তার জন্মদিনে মা যেন লুকোবার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে দেখা করে।

"ভাসিলি লুকিচ, আপনি কি অনুমান করতে পারেন আমি কি প্রার্থনা করলাম?—একটা বিশেষ কিছু, অন্য সব জিনিস থেকে আলাদা।"

"ভালভাবে লেখাপড়া?"

"না।"

"নতুন খেলনা?"

"না। আপনি সেটা ভাবতেই পারবেন না। সে এক আশ্চর্য কথা, কিন্তু গোপন কথা। সেটা ঘটুক, তখন বলব। কিছু বুঝতে পারলেন?"

"না, বুঝলাম না। তুমি বল," ভাসিলি লুকিচ হেসে বলল, যদিও সে কদাচিৎ হাসে। "এবার শুয়ে পড়। আমি মোমবাতিটা নিভিয়ে দিচ্ছি।"

"আমি যার জন্য প্রার্থনা করি তাকে বিনা মোমবাতিতেই ভাল করে দেখতে পাই। ঐ যা, গোপন কথাটা তো প্রায় বলেই ফেললাম," সের্গেই হো-হো করে হেসে বলল।

মোমবাতিটা সরিয়ে নেবার পরে সের্গে-ই মার গলা শুনতে পেল, তার উপস্থিতি অনুভব করতে লাগল। তার উপর ঝুঁকে পড়ে মা তাকে আদর করছে। তারপরেই হাওয়া-কল ও কলম-কাটা ছুরির ছবি এসে মায়ের ছবিকে ঝাপসা করে দিল। সে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ২৮ ॥

সেন্ট পিতার্সবুর্গ-এ পৌছে ভ্রন্‌স্কি ও আন্না একটা সেরা হোটেলে উঠল—নীচের তলায় ভ্রন্‌স্কি একা, আর উপরতলার একটা চার কামরার বড় স্যুইট-এ বাচ্চা, ধাই ও দাসীকে নিয়ে আন্নার থাকার ব্যবস্থা হল।

প্রথম দিনেই ভ্রন্‌স্কি তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সেখানেই মায়ের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল; বিশেষ কাজে মাও মস্কো এসেছে। মা ও ভাইয়ের স্ত্রী তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা বলল; তার বিদেশ ভ্রমণ ও পরিচিত জনদের কথা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আন্নার কথা একবারও উল্লেখ করল না। অবশ্য পরদিন তার ভাই তার সঙ্গে দেখা করতে এসে আন্নার কথা জিজ্ঞাসা করলে সে তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, আন্নার সঙ্গে তার সম্পর্ককে সে বিবাহিত সম্পর্ক বলেই মনে করে, এবং শীঘ্রই একটা বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থাও করবে; যতদিন সেটা না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সে আন্নাকে

অন্য যে কোন স্ত্রীর মতই নিজের স্ত্রী বলে মনে করে এবং ভাইকে অনুরোধ করল, এই কথাটা সে যেন মাকে ও তার বৌকে জানিয়ে দেয়।

ভ্রন্‌স্কি বলল, "সমাজ যদি আমাদের স্বীকার না করে, আমি পরোয়া করি না, কিন্তু আমার আত্মীয়রা যদি আগের মতই আমাকে আত্মীয় বলে মানতে চায়, তাহলে আমার স্ত্রীকেও তাদের মানতে হবে।"

বড় ভাই চিরদিনই ছোট ভাইয়ের মতামতকে শ্রদ্ধা করে; কাজেই সমাজের সিদ্ধান্ত না জানা পর্যন্ত সে ভেবে স্থির করতে পারল না ভ্রন্‌স্কি ন্যায় করছে কি অন্যায় করছে। সে নিজে এর মধ্যে অন্যায় কিছু দেখতে পায় নি: তাই সে ভ্রন্‌স্কিকে সঙ্গে নিয়ে আন্নার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

যেমন অন্য লোকের সামনে তেমনই বড় ভাইয়ের সামনেও ভ্রন্‌স্কি আন্নাকে "তুমি" বলেই সম্বোধন করল এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতই ব্যবহার করল; কিন্তু ভাই তাদের সত্যিকারের সম্পর্কটা জানে বলেই আন্না যে গ্রামে গিয়ে ভ্রন্‌স্কিদের জমিদারিতেই বাস করতে চায় সে বিষয়ে তারা খোলাখুলি কথা বলল।

উঁচু মহলের ব্যাপক অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও নিজের নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে ভ্রন্‌স্কির মনে একটা অদ্ভুত আশংকা দেখা দিয়েছে। যে কোন লোক ভাবতে পারে, সেই উঁচু মহলের দরজা যে তার ও আন্নার সামনে বন্ধ হয়ে যাবে সেটা ভ্রন্‌স্কির বোঝা উচিত। কিন্তু তার মাথায় একটা অস্পষ্ট ধারণা বাসা বেঁধেছে যে এ ধরনের মনোভাব এমন অতীতের বস্তু; দ্রুত প্রগতির ফলে সমাজের দৃষ্টিকোণেরও পরিবর্তন ঘটেছে; অবশ্য সে দৃষ্টিকোণ কতটা শক্তিশালী হবে সেটাই বিচার্য। নিজের মনেই বলল, স্বভাবতই রাজ-দরবারে আন্না সাদরে গৃহীত হবে না, কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলকে তো যথার্থ দৃষ্টিকোণ থেকেই অবস্থা-টাকে বিচার করে দেখতে হবে।

ইচ্ছা করলেই পা ছড়াতে পারা যাবে এটা জানা থাকলে যে কোন লোকই ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটু মুড়ে বসে থাকতে পারে; কিন্তু সে যদি বোঝে যে তাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য হাঁটু মুড়ে বসে থাকতেই হবে তাহলেই তার পায়ে খিল ধরবে, অনবরতই পা দুটো ছড়াবার ইচ্ছা হতে থাকবে। সমাজ সম্পর্কে ভ্রন্‌স্কির অভিজ্ঞতাও অনেকটা সেই রকম। মনে মনে সে জানে যে তাদের সামনে সমাজের দরজা বন্ধ, তবু সে বার বার দেখতে চেষ্টা করছে যে সমাজ বদলেছে কি না, আর তাদের গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কি না। শীঘ্রই সে বুঝতে পারল, সমাজ তাকে গ্রহণ করবে, কিন্তু আন্নাকে নয়। ইঁদুর—বিড়াল খেলার মত তার বেলায় হাত তুলে ঢুকতে দেওয়া হবে, কিন্তু আন্নার বেলায় হাত নামিয়ে তাকে বাইরে ঠেলে দেওয়া হবে।

সেন্ট পিতার্সবুর্গ সমাজের যে মহিলাটির সঙ্গে তার প্রথম দেখা হল সে তার জ্ঞাতি-বোন প্রিন্সেস বেৎসি।

তাকে দেখেই বেৎসি খুসিতে চেঁচিয়ে উঠল, "শেষ পর্যন্ত এলে! আর আন্না? আমি কত খুসি হয়েছি! কোথায় উঠেছ তোমরা? আশ্চর্য সব জায়গায় বেড়িয়ে এসে আমাদের সেণ্ট পিতার্সবুর্গ নিশ্চয় তোমার খুব খারাপ লাগছে। আমি যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি, তোমরা রোমে কী এক আশ্চর্য মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছ। বিবাহ-বিচ্ছেদের কি হল? সে সব মিটে গেছে তো?"

ভ্রন্‌স্কি লক্ষ্য করল, তাদের যে এখনও বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় নি এ-কথা জেনে বেৎসির উৎসাহে অনেকটা ভাঁটা পড়ে গেল।

সে বলল, "আমি জানি আমাকে লক্ষ্য করে অনেক পাথর ছোঁড়া হবে, কিন্তু সে যাই হোক, আন্নার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে; ওঃ, নিশ্চয় অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা করব। এখানে তোমরা অনেক দিন থাকবে বলে তো মনে হয় না।"

সত্যি সত্যি সেই দিনই বেৎসি আন্নার সঙ্গে দেখা করল, কিন্তু তার মনোভাব ইতিমধ্যেই অনেকটা বদলে গেছে। নিজের এই দুঃসাহসে যেন সে নিজেই গর্ববোধ করছে, আর আশা করছে—সে যে তাদের কত বড় খাঁটি বন্ধু সেটা আন্না অবশ্যই বুঝতে পেরেছে। দশ মিনিটের বেশী সময় সে থাকল না, আর সারাক্ষণ কেবল সমাজের লোকজনের কথাই বলল। যাবার সময় বলে গেল:

"বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে তুমি তো কিছুই বললে না। আমি না হয় ও সবের ধার ধারি না, কিন্তু যতদিন তোমাদের বিধিসম্মতভাবে বিয়ে না হচ্ছে ততদিন আমার শক্ত-ঘাড় বন্ধুরা তোমাদের এড়িয়েই চলবে। বিবাহ-বিচ্ছেদ তো আজকাল জল-ভাতের ব্যাপার। *Ca se fait.* তাহলে তোমরা শুক্রবারেই চলে যাচ্ছ? বড়ই দুঃখের কথা যে আমাদের আর দেখা হবে না।"

সমাজের কাছ থেকে কি আশা করা যেতে পারে বেৎসির কথার সুর থেকেই ভ্রন্‌স্কির সেটা বোঝা উচিত ছিল, তবু নিজের পরিবারের মধ্যে সে আর একবার চেষ্টা করে দেখল। মায়ের উপর তার কোন ভরসা নেই। সে জানে, প্রথম আন্নাকে দেখে মা তার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এখন আন্নার জন্যই তার ছেলের জীবনের উন্নতি নষ্ট হতে বসেছে দেখে সে তাকে এতটুকু করুণা করবে না। কিন্তু ভ্রাতৃ-বধূ ভারিয়ার উপর তার অনেক আশা। তার বিশ্বাস, ভারিয়া পাথর ছুঁড়বে না, বরং সরলতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে আন্নার সঙ্গে দেখা করে তাকে বাড়িতে নিয়ে যাবে।

এখানে পৌঁছবার পর দ্বিতীয় দিনই সে ভারিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেল; তাকে একলা পেয়ে খোলাখুলিই মনের কথা বলল।

তার সব কথা শুনে ভারিয়া বলল, "আলেক্সি, তুমি তো জান আমি তোমাকে কত ভালবাসি, তোমার জন্য যে কোন কাজ করতেই আমি রাজী,

কিন্তু আমি কোন কথা বলি নি, কারণ আমি জানি তোমার ও আন্না আর্কাদিয়েভ্‌নার কোন উপকারই আমি করতে পারব না।" "আন্না আর্কাদিয়েভ্‌না" নামটা সে বিশেষ জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করল। "দয়া করে মনে করো না যে আমি তোমাদের কোনরকম নিন্দা করছি। কোনদিন করব না। হয় তো তার অবস্থায় পড়লে আমিও এই একই কাজ করতাম। বিস্তারিত কথায় যেতে চাই না, যেতে পারিও না। কিন্তু সব জিনিসকে তাদের ঠিক নামে তো ডাকতেই হবে। তুমি নিশ্চয় চাইছ যে আমি গিয়ে আন্নার সঙ্গে দেখা করি, তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসি, এবং আমি আমাদের সমাজে তার ঠাঁই করে দেই। কিন্তু দয়া করে এটুকু অন্তত বুঝতে চেষ্টা কর যে তা করতে আমি পারি না। মেয়েরা বড় হচ্ছে, আর স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে সমাজে আমাদের স্থানকে তো অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে। ধর আমি সেখানে গেলাম, আন্নার সঙ্গে দেখাও করলাম; সে তো বুঝতে পারবে যে পাণ্টা ব্যবস্থা হিসাবে তাকে আমাদের বাড়িতে আসবার আমন্ত্রণ আমি জানাতে পারছি না, আর পারলেও এমনভাবে সব ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে যাতে ভিন্নমতাবলম্বী অপর কারও সঙ্গে তার দেখা না হয়। এতে সে মনে আঘাত পাবে। আমি তাকে সমাজে তুলতে পারছি না···"

বিষণ্ণ ভাষণে ভ্রন্‌স্কি তাকে বাধা দিয়ে বলল, "যে সব শত শত নারীকে তুমি তোমার বাড়িতে অভ্যর্থনা করে থাক তাদের চাইতে আন্না আরও নীচে নেমে গেছে বলে আমি মনে করি না।" কথা ক'টি বলেই সে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল, বুঝল যে তার ভ্রাতৃবধূর এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

আর একবার ভীরু হাসি হেসে ভারিয়া বলল, "আলেক্সি! দয়া করে আমার উপর রাগ করো না। একটু বুঝতে চেষ্টা কর যে আমার কোন দোষ নেই।"

একই বিষণ্ণভাবে ভ্রন্‌স্কি বলল, "তোমার উপর রাগ করি নি, কিন্তু দ্বিগুণ আঘাত পেয়েছি। আঘাত পেয়েছি এই জন্য যে এর ফলে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক নষ্ট হবে না, কিন্তু হ্রাস তো নিশ্চয়ই পাবে। তোমার জানা দরকার যে আমার পক্ষে যা ঘটেছে তার অন্যথা হতে পারত না।"

এই কথা বলে সে বেরিয়ে গেল।

এবার ভ্রন্‌স্কি বুঝল যে আর চেষ্টা করা অর্থহীন; সেণ্ট পিতার্সবুর্গে থাকার বাকি ক'টা দিন একটা অপরিচিত শহরে থাকার মত করেই তাকে কাটাতে হবে; নতুন কোন আঘাত ও বিরক্তিকে এড়াবার জন্য প্রাক্তন বন্ধুজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করে দিতে হবে। কারেনিন অথবা তার নাম যে এখানে সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে এটাই সেণ্ট পিতার্সবুর্গে তার সব চাইতে বড় বিরক্তির কারণ। যে কথা নিয়েই আলোচনা শুরু হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত কারেনিনের কথা উঠবেই; সে যেখানেই যাক না কেন তার সঙ্গে দেখা হবেই।

অন্তত ভ্রন্স্কির তাই মনে হতে লাগল, ঠিক যে রকম কোন মানুষের বুড়ো আঙুলে ঘা থাকলে তার মনে হয় যে সকলেই ইচ্ছা করে তার সেই আঙুল-টাকেই আঘাত করছে।

আন্নার মানসিক অবস্থার একটা ব্যাখ্যাতীত নতুন পরিবর্তনের ফলেও ভ্রন্স্কির সেণ্ট পিতার্সবুর্গের দিনগুলি আরও বেশী শোচনীয় হয়ে উঠল। কখনও মনে হয় আন্না তাকে ভালবাসে, আবার কখনও সে হয়ে ওঠে নিস্পৃহ, খিট-খিটে ও দুর্বোধ্য। এমন কিছু তাকে কষ্ট দিচ্ছে যা সে ভ্রন্স্কির কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছে; যে সব আঘাত ভ্রন্স্কির জীবনকে দুঃসহ করে তুলেছে এবং যার ফলে আন্নার স্পর্শকাতর মনের আরও অনেক বেশী দুঃখে অভিভূত হওয়া উচিত, সে সব কিছু সম্পর্কেই সে যেন উদাসীন হয়ে উঠেছে।

॥ ২৯ ॥

রাশিয়াতে ফিরে আসার ব্যাপারে আন্নার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ছেলেকে দেখা। ইতালি ছেড়ে আসার মুহূর্ত থেকেই ছেলেকে দেখার চিন্তা তাকে উৎকন্ঠিত করে রেখেছে। সেণ্ট পিতার্সবুর্গ যতই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল ততই তার মনে এই দেখার আনন্দ ও তাৎপর্য বাড়তে লাগল। ছেলেকে দেখার ব্যবস্থাটা কেমন করে হতে পারে সে কথা তখন তার মনেই আসে নি। সে যেন ধরেই নিয়েছিল যে সে নিজে ও ছেলে যখন একই শহরে থাকছে তখন তাদের দেখা হওয়াটাই তো সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু সেণ্ট পিতার্স-বুর্গে পৌঁছবার পরে সেখানকার সমাজে তার নতুন অবস্থাটা এতই পরিষ্কার হয়ে উঠল যে এই সাক্ষাৎকারটি যে খুব সহজ হবে না সেটা সে বুঝতে পারল।

সেণ্ট পিতার্সবুর্গে তার দুটো দিন কেটে গেছে। একটি মুহূর্তের জন্যও ছেলের চিন্তা তার মন থেকে যায় নি, অথচ এখনও ছেলের সঙ্গে তার দেখা হয় নি। সে বোঝে যে সরাসরি সে বাড়িতে যাবার অধিকার তার নেই, কারণ সেখানে তার কারেনিনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তাকে হয় তো বাড়িতে ঢুকতেই দেওয়া হবে না; তাকে অপমানও করা হতে পারে। স্বামীর কাছে চিঠি লিখে তার সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক পাতানোর চিন্তাও তার কাছে যন্ত্রণাদায়ক; একমাত্র যখন সে স্বামীর চিন্তা না করে তখনই তার মন শান্ত থাকে। ছেলে কখন কোথায় বেড়াতে যায় সেটা জেনে নিয়ে তার সঙ্গে হয় তো দেখা করা যেতে পারত, কিন্তু তাতে তার মন ভরত না; কত দিন ধরে এই দেখার জন্য সে অপেক্ষা করে আছে; সে চায় ছেলেকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরতে, তাকে চুমা খেতে! সের্গেইর পুরনো নার্স হয় তো একটা উপায় বের করতে পারত, কিন্তু সে তো এখন আর কারেনিনের বাড়িতে

থাকে না। এইভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে এবং পুরনো নার্সের খোঁজ করতে করতেই দুটো দিন কেটে গেল।

ইতিমধ্যে কারেনিন ও কাউন্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠার কথা জানতে পেরে তৃতীয় দিনে সে এই কঠিন সিদ্ধান্তটি নিয়ে ফেলল যে, কাউন্টেসকে একটা চিঠি লিখে তাকে ইচ্ছা করেই জানিয়ে দেবে যে ছেলের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি এখন নির্ভর করছে স্বামীর মহানুভবতার উপর। আন্না ভাল করেই জানে যে, চিঠিটা কারেনিনকে দেখানো হলে নিজের মহানুভবতা অক্ষুণ্ণ রাখার বাসনাবশতই সে অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা থেকে বিরত থাকবে।

যে পত্রবাহক চিঠি দিতে গিয়েছিল সে ফিরে এল একটি নিষ্ঠুরতম ও অপ্রত্যাশিত জবাব নিয়ে: অর্থাৎ কোন জবাবই দেওয়া হবে না। পত্রবাহক কি অবস্থায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বলা হয়েছিল: "কোন জবাব দেওয়া হবে না," এই সংবাদ সবিস্তারে শুনতে শুনতে আন্না অত্যন্ত অপমানিত বোধ করল। সে আঘাত পেল, অপমানিত বোধ করল, কিন্তু নিজের কাছেই স্বীকার করল যে লিডিয়া আইভানভ্‌না তার দিক থেকে ঠিকই করেছে। আন্নার দুঃখ আরও বেশী করে তাকে আঘাত করল এই জন্য যে সে দুঃখ তাকে একাকি সইতে হল। সে-দুঃখকে সে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারল না, নিতে চাইলও না। সে জানে, যদিও ভ্রন্‌স্কিই তার যত দুঃখের মূল কারণ, তবু ছেলেকে দেখার প্রশ্নটাকে সে কিছুতেই বড় করে দেখবে না। সে জানে, তার দুঃখের গভীরতা ভ্রন্‌স্কি বুঝতে পারবে না; সে জানে, ভ্রন্‌স্কি যে রকম অনুত্তাপ গলায় এ সব কথা বলবে তাতে ভ্রন্‌স্কির প্রতি তার ঘৃণাই বেড়ে যাবে। আর এই জিনিসকে সব চাইতে বেশী ভয় করে বলেই ছেলেসংক্রান্ত সব কিছুই আন্না তার কাছ থেকে গোপন করে রাখে।

সারা দিন বসে বসে সের্গেইর সঙ্গে দেখা করার একটা উপায়ের কথাই সে ভাবল এবং শেষ পর্যন্ত স্থির করল স্বামীকেই একটা চিঠি লিখবে। সবে একটা চিঠির মুসাবিদা করছে এমন সময় লিডিয়া আইভানভ্‌নার চিঠিটা তার হাতে এল। কাউন্টেসের নীরবতা তাকে নিষ্পিষ্ট করেছে, বিব্রত করেছে, কিন্তু তার চিঠিটা আদ্যোপান্ত পরে সে এত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, ছেলের প্রতি তার সঙ্গত ও আন্তরিক অনুরাগের তুলনায় কাউন্টেসের নীচতা এতই ভয়ংকর বলে প্রতীয়মান হল যে এবার সে নিজেকে দোষী না করে তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ল অন্যের উপরে।

নিজের মনেই বলল—এতদূর নিরাসক্তি—এতখানি পরিহাস! তারা চাইবে শুধু আমাকে অপমান করতে ও আমার ছেলেকে কষ্ট দিতে, আর সে সব কিছু আমি মেনে নেব? না, গোটা জগতের বিনিময়েও তা হবে না!

সে আমার চাইতেও নীচ। অন্তত আমার মধ্যে কোন ভনিতা নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে মনস্থির করে ফেলল—পরদিন সের্গেই-র জন্মদিনে সে সোজা চলে যাবে স্বামীর বাড়িতে, চাকরদের ঘুষ দিয়ে বশীভূত করবে, দরকার হলে প্রতারণার আশ্রয় নেবে, কিন্তু যেমন করে হোক ছেলের সঙ্গে সে দেখা করবেই, যে কুৎসিৎ মিথ্যাকে সকলে রটিয়ে বেড়াচ্ছে তার অবসান ঘটাবে।

গাড়ি নিয়ে আন্না একটা দোকানে চলে গেল, ছেলের জন্য কিছু খেলনা কিনল, আর একটা কর্মপন্থা স্থির করে ফেলল। সে খুব সকালে যাবে; কারেনিনের ঘুম ভাঙবার আগেই সকাল আটটায় যাবে। দরোয়ান ও পরিচারককে ঘুষ দেবার জন্য কিছু টাকা হাতে নেবে, গুণ্ঠন না তুলেই বলবে যে, সের্গেইকে জন্মদিনের অভিনন্দন জানাতে ও তার বিছানার পাশে কিছু উপহার রেখে দিতে সের্গেই-র ধর্মবাপ তাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু ছেলেকে সে যে কি বলবে সেটাই শুধু ভাবে নি। যত চেষ্টাই করুক, কোন কথাই তার মুখে আসবে না।

পরদিন সকাল আটটায় একটা ভাড়াটে গাড়ি থেকে নেমে আন্না তার সাবেক বাড়ির বড় ফটকের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘণ্টাটা বাজাল।

কাপিতোনিচ-এর তখনও পোষাক পরা হয় নি; ওভারস্যু পায়ে গলিয়ে কাঁধের উপর ওভারকোটটা চাপিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দরজায় একটি গুণ্ঠনবতী মহিলাকে দেখে সে বলল, "দেখ তো কে এল। একটি মহিলা মনে হচ্ছে।"

দরোয়ানের সহকারী একটি যুবক (আন্না তাকে চেনে না) দরজা খুলে দেওয়া মাত্রই আন্না ভিতরে ঢুকে পড়ল। থলি থেকে একটা তিন রুবলের নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দিল।

"সের্গেই···সের্গেই আলেক্সিচ," বিড়বিড় করে কথাগুলি বলেই আন্না তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু লোকটি নোটের দিকে একবার তাকিয়ে কাঁচের দুই নম্বর দরজায় তার পথ আটকে দাঁড়াল।

"আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান?" সে জিজ্ঞাসা করল।

তার কথা আন্না শুনতে পেল না; মুখেও কিছু বলল না।

অপরিচিত মহিলার বিক্ষুব্ধ অবস্থা দেখে কাপিতোনিচ দরজায় এসে তাকে ভিতরে ঢুকতে দিয়ে তার আগমনের কারণ জানতে চাইল।

"প্রিন্স স্কোরোদুমভ-এর কাছ থেকে আমি এসেছি সের্গেই আলেক্সিচ-এর সঙ্গে দেখা করতে," আন্না অস্ফুট গলায় বলল।

তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কাপিতোনিচ বলল, "ছোট হুজুর এখনও ঘুম থেকে ওঠে নি।"

যে বাড়িতে সে ন' বছর বাস করেছে, যে বাড়ির সব কিছু ঠিক আগেকার মতই আছে, সেই বাড়িরই ঢুকবার ঘরটা তাকে এতখানি অভিভূত করে

তুলবে এটা আন্না ভাবতে পারে নি। সুখের ও দুঃখের স্মৃতিগুলো একের পর এক এত তীব্রভাবে তার বুকের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল যে এক মুহূর্তের জন্য সে ভুলেই গেল কেন সে এখানে এসেছে।

আন্নার জোব্বাটা খুলে নিয়ে কাপিতোনিচ বলল, "আপনি কি অপেক্ষা করবেন?"

আর তখনই সে আন্নার মুখখানি একনজর দেখে ফেলল; তাকে চিনতে পেরে নীরবে মাথা নোয়াল।

"ভিতরে আসুন ইয়োর এক্সেলেন্সি," সে বলল।

আন্না তাকে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু তার মুখে কোন শব্দ যোগাল না; মিনতিভরা দোষীর দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে আন্না দ্রুত অথচ হাল্কা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। কাপিতোনিচ ঝুঁকে পড়ে তাকে ধরে ফেলবার জন্য তার পিছনে পিছনে ছুটে গেল।

"সেখানে শিক্ষকমশাই আছেন; তার হয় তো এখনও পোষাক পরা হয় নি; আগে আমি তাকে সতর্ক করে দিয়ে আসি।"

তার কথায় কান না দিয়ে আন্না পরিচিত সিঁড়ি বেয়ে উঠেই চলল।

"এদিকে, দয়া করে বাঁদিকে যান। আমি দুঃখিত, এখনও ঝাড়পোছ করা হয় নি," হাঁপাতে হাঁপাতে পরিচারকটি বলল। "ইয়োর এক্সেলেন্সি, দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। আমি একবার ভিতরে ঢুকে দেখে আসি।" আন্নাকে পাশ কাটিয়ে সে উঁচু দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকে আবার বন্ধ করে দিল। আন্না বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আবার বেরিয়ে এসে লোকটি বলল, "ছোট হুজুর এইমাত্র উঠেছে।"

তার কথার সঙ্গে সঙ্গে আন্না একটি ছোট ছেলের হাই তোলার শব্দ শুনতে পেল। সেই শব্দ শুনেই সে ছেলেকে চিনতে পারল; সে যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এমনই স্পষ্টভাবে তাকে দেখতে পেল।

"আমাকে ভিতরে যেতে দাও, আমাকে ভিতরে যেতে দাও," বলতে বলতে আন্না উঁচু দরজার ফাঁক দিয়ে গলে গেল। ডান দিকে একটা বিছানা, আর সেই বিছানার উপর বসে একটি ছোট ছেলে বোতাম-খোলা নাইট-শার্ট পরে হাই তোলা শেষ করে শরীরটাকে টান-টান করছে। ঠোঁট দুটি বন্ধ হতেই ঘুম-ঘুম খুসির হাসিতে মুখটা ঈষৎ বেঁকে গেল; মুখের সেই হাসিটুকু নিয়েই সে ধীরে ধীরে আবার বালিশে এলিয়ে পড়ল।

"সের্গে ই," নিঃশব্দে তার পাশে গিয়ে আন্না অস্ফুট কণ্ঠে ডাক দিল।

ছেলের কাছ থেকে যতদিন সে দূরে চলে গেছে এবং সম্প্রতিকালে তার জন্য যখন অসাধারণ ভালবাসার টান অনুভব করেছে, সব সময়ই আন্না ছেলেকে কল্পনার চোখে দেখেছে তার বড় আদরের একটি চার বছরের শিশু-রূপে। কিন্তু এখন সে চার বছরকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে, আরও

অনেক লম্বা হয়েছে, অনেক শুকিয়ে গেছে। এ কি? তার মুখখানি কত ছোট ছিল, চুলও ছিল কত ছোট! এখন হাত দু'খানি কত লম্বা হয়ে গেছে! আন্না যখন তাকে শেষ বার দেখেছিল তখন থেকে সে কত বদলে গেছে! কিন্তু তবু এ তো সেই, মাথা, ঠোঁট, নরম গলা ও চওড়া কাঁধের সেই একই গড়ণ।

"সের্গেই," তার কানের কাছে মুখ নিয়ে আন্না ডাকল।

সে কনুইতে ভর দিয়ে একটু উঠল, কোন কিছু খোঁজার মত করে মাথাটা এদিক-ওদিক ঘোরাল, তারপর চোখ খুলল। পাশে দাঁড়ানো নিশ্চল মায়ের দিকে শান্ত, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল; তারপর খুসিভরা হাসির সঙ্গে চোখের ভারি পাতা দুটি আবারও বন্ধ করে এলিয়ে পড়ল—এবার কিন্তু বালিশের উপর নয়, মায়ের দুই হাতের মধ্যে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছেলেকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে আন্না বলে উঠল, "সের্গেই, সোনা আমার!"

মায়ের দুই হাতের স্পর্শ সারা গায়ে অনুভব করবার চেষ্টায় তার হাতের মধ্যে নিজের শরীরটাকে এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে সের্গেই ডাকল, "মামণি!"

তখনও চোখ দুটি বুজে ঘুম-ঘুম হাসি হেসে সে ছোট হাত দুটি বাড়িয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে দাঁড়াল; শরীরের মিষ্টি সুবাস ও উত্তাপ দিয়ে মাকে যেন স্নান করিয়ে দিল; সে সুবাস, সে উত্তাপ শুধু শিশুরাই দিতে পারে তাদের ঘুমের মধ্যে; নিজের গালটাকে সে মায়ের মুখ ও গলায় ঘসতে লাগল।

চোখ খুলে সে বলল, "এ আমি জানতাম। আজ আমার জন্মদিন। আমি জানতাম তুমি আসবে। এক মিনেটের মধ্যেই আমি উঠে পড়ব।"

আন্না লোভীর মত তাকে দেখতে লাগল; তার অনুপস্থিতিতে সের্গেই কত বড় হয়েছে, কত বদলে গেছে। তার যে লম্বা খালি পা কম্বলের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে সেটা যেন সে চিনেও চিনতে পারছে না; তার পাতলা গাল, মাথার পিছনের ছাঁটা কোকড়া চুল সে চিনতে পারছে; সে সব কিছুতেই হাত বুলোতে লাগল, কিন্তু চোখের জলের চাপে মুখ দিয়ে একটা কথাও বলতে পারল না।

ভালভাবে জেগে উঠে এবার ছেলে বলল, "তুমি কাঁদছ কেন মামণি? মামণি, তুমি কাঁদছ কেন?" অশ্রুসিক্ত গলায় সে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল।

"কাঁদছি? আমি কাঁদব না। আনন্দে কাঁদছি। কতদিন তোমাকে দেখি নি। আর কাঁদব না, তুমি ভয় পেয়ো না," চোখের জল থামিয়ে মাথাটা ঘুরিয়ে সে বলল। একটু থেমে নিজেকে সংযত করে আবার বলল, "এস, তোমার সাজগোজের সময় হয়েছে।" ছেলের হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে ধরে রেখেই সে বিছানার পাশে রাখা চেয়ারটায় বসল। তার উপরেই সের্গেইর পোষাকগুলি রাখা ছিল।

"আমাকে ছাড়া কেমন করে তুমি সাজগোজ কর? কেমন করে?…।"

সরলভাবেই সে কথা বলতে চাইল, কিন্তু পারল না; তাড়াতাড়ি আবার মাথাটা ঘুরিয়ে নিল।

"আমি এখন আর ঠাণ্ডা জলে গা ধুই না, বাপি ধুতে দেয় না। ভাসিলি লুকিচকে কি তুমি দেখেছ? তিনি এখনই এসে পড়বেন। আরে, তুমি যে আমার পোষাকের উপরেই বসে পড়েছ!"

সের্গেই হো-হো করে হেসে উঠল; আন্নাও তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আবার মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে সে বলতে লাগল, "মামণি! আমার বড় আদরের সোনামণি মামণি!" তারপর মায়ের মাথা থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে বলল, "এটা এখন তোমার দরকার নেই।" টুপিটা খোলার পরে, তাকে যেন নতুন করে দেখতে পেল এমনই করে সে আবার মাকে চুমা খেতে লাগল।

"আমার কি হয়েছিল বলে তুমি মনে করতে? তুমি নিশ্চয় ভাবতে না যে আমি মরে গেছি?"

"না, না, সে কথা আমি কখনও ভাবি নি।"

"মাণিক আমার, তুমি তা ভাব নি?"

"আমি জানতাম, আমি জানতাম।" এই প্রিয় কথা দুটি বার বার বলতে বলতে সে মায়ের হাতটা ধরল, নিজের ঠোঁটের উপর চেপে ধরল, বার বার তাতে চুমা খেতে লাগল।

৩০

এদিকে ভাসিলি লুকিচ পড়ে গেল মহা মুস্কিলে। প্রথমে সে তো বুঝতেই পারে নি মহিলাটি কে, কারণ সে আসবার আগেই আন্না বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল; পরে তাদের কথাবার্তা থেকে সে বুঝতে পারল যে এই সেই মা যে তার স্বামীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আর যাকে সে কখনও দেখে নি। কাজেই এখন সে ঘরে ঢুকবে কি ঢুকবে না, কারেনিনকে বলবে কি বলবে না, সেটাই হল তার সংকট। শেষ পর্যন্ত সে স্থির করল, একটা নির্দিষ্ট সময়ে সের্গেইকে বিছানা থেকে তোলাই তার কাজ, কাজেই সেখানে কে বসে আছে তাতে তার কিছুই যায়-আসে না, তা সে ছেলের মাই হোক আর অপর কেউই হোক; কাজেই সে পোষাক পরে দরজার কাছে গিয়ে পাল্লাটা খুলে ফেলল।

কিন্তু মা ও ছেলের আদরের আলিঙ্গন দেখে তাদের কথারধ্বনি ও বক্তব্য শুনে সে মত বদলে ফেলল। মাথাটা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজাটা বন্ধ করে দিল। গলা পরিষ্কার করে ভিতরকার দলাটাকে গিলে সে নিজেকেই বলল, আরও দশ মিনিট আমি অপেক্ষা করে থাকি।

বাড়ির অপরাংশে চাকর-বাকরাও পড়েছে মহামুস্কিলে। তারা জেনেছে

যে কর্ত্রীঠাকরুণ এসেছে, কাপিতোনিচ তাকে ঢুকতে দিয়েছে, সে এখন সের্গেইর ঘরে আছে ; মনিব সর্বদাই আটটা থেকে ন'টার মধ্যে ছেলেকে দেখতে যায়, স্বামী-স্ত্রীর দেখা হয়ে গেলেই সমূহ বিপদ ঘটবে, আর তাই যে করেই হোক তাদের সাক্ষাৎকারকে বন্ধ করতেই হবে। খানসামা কর্নেই দরোয়ানের ঘরে গিয়ে জানতে চাইল কোন্ অবস্থায় কে তাকে ঢুকতে দিয়েছে, এবং যখন শুনল যে কাপিতোনিচ তাকে ঢুকতে দিয়েছে আর সে নিজেই তাকে নিয়ে গেছে নার্সারিতে তখন সে বুড়ো মানুষটির কাছেই কৈফিয়ৎ তলব করে বসল। দরোয়ান চুপ করে রইল, কিন্তু কর্নেই যখন বলল যে এ কাজ করার জন্য তাকে বরখাস্ত করা উচিত, তখন কাপিতোনিচ লাফ দিয়ে তার কাছে গিয়ে তার মুখের উপর ঘুসি বাগিয়ে বলল :

"ওঃ, বটে ! তুমি ওকে ঢুকতে দিতে না, মোটেই দিতে না ! দশ বছর এখানে কাজ করেছ, কোন দিন ওর মুখ থেকে একটা কড়া কথা শোন নি, আর আজ সোজা বলে দিতে, 'দয়া করে বেরিয়ে যান !' আহারে, কোন্ দিকের পাল্লা ভারী সেটা তুমি ভালই বোঝ ! শুধু নিজের কথাই ভাব, কেমন করে মনিবকে শুষে বেশ কিছু মারা যায় আর থলে ভর্তি করা যায় !"

বুড়ি নার্স ঘরে ঢুকতেই তার দিকে ফিরে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কর্নেই বলল, "শুয়োরের বাচ্চা ! তুমিই বিচার কর মারিয়া ইয়েফিভনা : কাউকে না জানিয়ে ওতো তেনাকে ভিতরে ঢুকতে দিয়েছে, আর এদিকে আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ তো যে কোন সময় নার্সারিতে এসে হাজির হবেন।"

নার্স বলল, "হায়রে হায় ! কর্নেই ভাসিলিচ, তুমি কি তাকে—অর্থাৎ মনিবকে কিছুক্ষণ আটকে রাখতে পার না ? আমি ছুটে গিয়ে যেমন করে পারি কর্ত্রী ঠাকরুণকে বের করে দিচ্ছি।"

সের্গেইর ঘরে ঢুকে নার্স দেখল, সে তার মাকে নাদিয়ার গল্প বলছে, কেমন করে তারা দু'জন তিন-বার পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল। আন্না ছেলের গলা শুনছে, তার মুখ দেখছে, তার হাতের ছোঁয়া অনুভব করছে, কিন্তু তার কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারছে না। তার একমাত্র চিন্তা—তাকে চলে যেতে হবে, সের্গেইকে ছেড়ে যেতে হবে। ভাসিলি লুকিচ-এর আসার শব্দ, তার গলা খাঁকারির শব্দ, নার্সের পায়ের শব্দ—সব সে শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু সে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসেই রইল, না বলতে পারছে কোন কথা, না পারছে নড়তে।

আন্নার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাতে ও ঘাড়ে চুমা খেয়ে বুড়ি নার্সটি বলল, "আহা ঠাকরুণ, জন্মদিনে ঈশ্বর ছেলেটিকে কী এক আশ্চর্য জিনিসই না এনে দিয়েছে ! আপনি কিন্তু একটুও বদলান নি ম্যা'ম।"

মুহূর্তের জন্য নিজেকে ফিরে পেয়ে আন্না বলল, "তুমি যে এখানে আছ তা আমি জানতাম না গো নার্স।"

"আমি এখানে থাকি না আন্না আর্কাদিয়েভ্‌না, থাকি আমার মেয়ের কাছে; জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে আজ সকালেই এসেছি।"

নার্সটি হঠাৎ ভেঙে পড়ল; আবারও আন্নার হাতে চুমা খেতে লাগল।

সের্গেই-র চোখ দুটি হাসিতে ঝিকমিক করে উঠল; এক হাতে মাকে ধরে আর অন্য হাতে নার্সকে ধরে সে শক্ত পা ফেলে কার্পেটের উপর লাফাতে শুরু করে দিল। তার প্রিয় নার্স তার মাকে এত আদর করছে দেখে সে খুসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

"মামণি! নার্স প্রায়ই আমাকে দেখতে আসে, আর যখনই আসে..." কথা বলতে বলতেই সের্গেই থেমে গেল। সে দেখল, নার্স তার মায়ের কানে কানে কি যেন বলল আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে ভয় ও লজ্জার এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যেটা তাকে মোটেই মানায় না।

আন্না ছেলের উপর ঝুঁকে দাঁড়াল।

"বিদায়" কথাটা সে মুখে বলতে পারল না, কিন্তু তার চোখে ফুটে উঠল, আর সের্গেই সেটা বুঝতে পারল। "সোনা আমার, কুত্তিক্ সোনা!" সের্গেই যখন খুব ছোট ছিল মা তখন এই নামেই তাকে ডাকত; এখনও ডাকল। "তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো? তুমি—" আর কিছু বলতে পারল না।

ছেলেকে কত কথাই না সে ইদানীং বলতে চেয়েছে! এখনই সব কিছুই তার মনে আসছে না। কিন্তু সের্গেই তার মনের সব কথাই বুঝতে পারছে। বুঝেছে যে তার মা বড় দুঃখী আর তাকে বড় ভালবাসে। নার্স তার কানে কানে কি বলেছে তাও সে বুঝেছে। কথাগুলো তার কানে গিয়েছিল: "সব সময়ই ন'টার আগে"; সে বুঝতে পেরেছে যে কথাগুলি বলা হয়েছে তার বাবাকে লক্ষ্য করে এবং তার মা ও বাবার মধ্যে দেখা হওয়া চলবে না। এটুকু সে বুঝেছে, কিন্তু একটা কথা সে বুঝতে পারছে না: তার মায়ের মুখের উপর দিয়ে ভয় ও লজ্জার ভাবটা খেলে গেল কেন? সে জানত, মায়ের কোন দোষ নেই, তবু একটা কিছু আছে যাকে সে ভয় করে, যার জন্য সে লজ্জা পায়। মনের সন্দেহ দূর করবার জন্য একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার বাসনা তার হল, কিন্তু প্রশ্ন করবার সাহস হল না: মায়ের যন্ত্রণা সে অনুভব করল, মার জন্য দুঃখও পেল। তাই কিছু জিজ্ঞাসা না করে তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল: "এখনই যেয়ো না। বাবা এখনই আসবে না।"

আন্না বলল, "সের্গেই সোনা, বাবাকে ভালবেসো; তিনি আমার চাইতে ভাল, তার অনেক বেশী দয়া, আমি তার প্রতি অন্যায় করেছি। যখন বড় হবে তখন নিজেই বুঝতে পারবে।"

"কেউ তোমার চাইতে ভাল নয়," যন্ত্রণায় কেঁদে উঠে সের্গেই চীৎকার করে বলল; কাঁপা-কাঁপা দুটি শক্ত হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে সের্গেই সব শক্তি দিয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে নিল।

"সোনা আমার, ছোট্ট সোনা আমার!" অস্ফুটস্বরে কথাগুলি বলে আন্না শিশুর মত নীরবে কাঁদতে লাগল। সের্গেই ও কাঁদতে লাগল।

ঠিক সেই সময় দরজা খুলে ঘরে ঢুকল ভাসিলি লুকিচ। আর একটা দরজায় পায়ের শব্দ শুনে নার্স সভয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "তিনি"; বলেই টুপিটা আন্নার হাতে তুলে দিল।

সের্গেই বিছানার উপর বসে পড়ল; দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আন্না তার হাত দুখানি সরিয়ে দিল, তার অশ্রুভেজা মুখে আর একবার চুমা খেয়ে দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কারেনিন তার দিকে এগিয়ে এল। তাকে দেখে আন্না থেমে মাথাটা নীচু করল।

একমাত্র আন্না বলেছিল, কারেনিন তার চাইতে ভাল, তার অনেক দয়া, কিন্তু এই মুহূর্তে তার সারা দেহের উপর দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে শুধু তার ছেলের জন্যই তার মন বিতৃষ্ণা, বিরূপতা ও ঈর্ষায় ভরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ঠন টেনে দিয়ে দ্রুত পায়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আগের দিন কত যত্নে কত দুঃখে যে সব খেলনা সে পছন্দ করে কিনেছিল সেগুলো বের করবার সময়টুকুও তার হল না; সেগুলো সঙ্গে নিয়েই সে ফিরে গেল।

॥ ৩১ ॥

অনেক আগ্রহ নিয়েই আন্না তার ছেলেকে দেখতে গিয়েছিল, এই দেখার কথা সে অনেক ভেবেছে, তার জন্য অনেকদিন ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেছে, কিন্তু সেই দেখা যে তাকে এত গভীরভাবে নাড়া দেবে তা সে কল্পনাও করতে পারে নি। হোটেলের শূন্য ঘরে ফিরে গিয়ে প্রথমে সে তো বুঝতেই পারে নি কেন সেখানে গিয়েছিল। হায়, সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে; আবার আমি সেই একা, সে নিজেকেই বলল। টুপি না খুলেই ম্যাণ্টেলপিসের পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়ে আবার সে চিন্তায় ডুবে গেল; দুটো জানালার মাঝখানকার টেবিলের উপর রাখা একটা ব্রোঞ্জের ঘড়ির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

বিদেশ থেকে আনা ফরাসী দাসীটি এসে জানতে চাইল, সে পোষাক বদলাবে কি না। বিমূঢ়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে আন্না বলল:

"পরে।"

পরিচারক জানতে চাইল, সে কফি খাবে কি না।

"পরে," সে বলল।

ইতালীয় ধাইটি বাচ্চাটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে মার কাছে এনে দিল। মাকে দেখলেই মোটাসোটা বাচ্চাটা দাঁতহীন মুখে হেসে ওঠে; মাছ যেভাবে

ডানা নাড়ে সেইভাবে ছোটখাটো মোটা হাত দুটো নাড়তে থাকে ; ফলে তার মাড়-দেওয়া পোষাকে একটা খস্‌খস্‌ আওয়াজ হয়। তখন তাকে দেখে না হেসে থাকা যায় না; একটু হাসতে হয়, চুমা খেতে হয়, আঙুলটা বাড়িয়ে দিতে হয় ; আর সেই আঙুলটা আঁকড়ে ধরে বাচ্চাটিকে চুমা খাবার মত করে আঙুলটাকে মুখের মধ্যে পুরে দেয়। আন্না সে সবই করল, তাকে কোলে নিল, লোফালুফি করল, গালে ও কনুইতে চুমা খেল ; কিন্তু এই শিশুকে দেখেই ছেলের প্রতি তার অনুরাগ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল ; আসলে সের্গেইর প্রতি তার অনুভূতির সঙ্গে তুলনা করলে একে তো ভালবাসাই বলা যায় না। বাচ্চা মেয়েটি মিষ্টি, কিন্তু যে কারণেই হোক সে আন্নার হৃদয়কে স্পর্শ করে না। স্বামীকে ভাল না বাসলেও অন্তরের সব ভালবাসাই সে তার প্রথম সন্তানকেই উজাড় করে দিয়েছে ; ছোট মেয়েটির জন্ম হয়েছে একটা দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে, এবং প্রথম সন্তান যে মনোযোগ পেয়েছিল তার দশ ভাগের এক ভাগও মেয়েটির কপালে জোটে নি। তার উপর, ছোট মেয়েটি তো এখনও ভবিষ্যতের একটি প্রতিশ্রুতি মাত্র, আর সের্গেই তো এর মধ্যেই মানুষ হয়ে উঠেছে ; চিন্তায় ও অনুভূতিতে যেন টগবগ করছে ; ছেলের কথাগুলি ও চোখের দৃষ্টির কথা স্মরণ করে আন্না ভাবল, ছেলে তাকে বুঝতে পেরেছে, ভালবেসেছে, প্রশংসা করেছে। আর সে ছেলের কাছ থেকে চিরদিনের মত সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, শুধু শরীরের দিক থেকেই নয়, মনের দিক থেকেও ; অথচ তার প্রতিকারেরও কোন পথ নেই।

বাচ্চাটিকে নার্সের হাতে দিয়ে সে তাদের বাইরে পাঠিয়ে দিল। তারপর প্রায় এই বাচ্চাটির বয়সের সময়কার সের্গেইর প্রতিকৃতি ভরা লকেটটি খুলল। উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা খুলে ছেলের বিভিন্ন বয়সের ফটোগ্রাফের অ্যালবামটা হাতে নিল। মিলিয়ে দেখবার জন্য ছবিগুলোকে অ্যালবাম থেকে খুলতে লাগল। একটা ছাড়া আর সবগুলি ছবিই খুলে নিল—সেটাই শেষ ও সেরা ছবি। সাদা শার্ট পরে দু'দিকে পা দিয়ে চেয়ারে বসে আছে ; চোখে ভ্রূকুটি, ঠোঁটে হাসি। এটা সের্গেইর একটা বিশেষ ভঙ্গী, আর আন্নাও এটাকে সব চাইতে বেশী ভালবাসে। বার কয়েক চেষ্টা করেও ছবিটা খুলতে না পেরে সে পাশের ছবিটা খুলে নিল (গোল টুপি ও লম্বা চুলওয়ালা ভ্রন্‌স্কির এই ছবিটা রোমে তোলা হয়েছিল) আর সেই সঙ্গে সের্গেইর ছবিটাও উঠে এল। ভ্রন্‌স্কির ছবিটার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, ওঃ, তুমি ! হঠাৎ তার মনে পড়ল, এই লোকটিই তার আজকের সব দুঃখের জন্য দায়ী। সারাটা সকাল সে একবারও ভ্রন্‌স্কির কথা ভাবে নি। কিন্তু এখন অতি পরিচিত ও অতিপ্রিয় এই পৌরুষদীপ্ত সুন্দর মুখখানির দিকে তাকিয়ে তার প্রতি ভালবাসার সাগরে সে যেন একেবারে ডুবে গেল।

কিন্তু সে এখন কোথায় ? এই দুঃখের মধ্যে সে আমাকে একা ছেড়ে

দিল কেমন করে? নিজেকেই আন্না প্রশ্ন করল, ভ্রন্স্কিকে দোষী করল, ভুলেই গেল যে ছেলের ব্যাপারে সব কিছু সেই তার কাছ থেকে গোপন করে রেখেছে। সে ভ্রন্স্কিকে ডেকে পাঠাল; এখনই তার কাছে আসতে বলল, সে এলে তার কাছে সব কথা খুলে বলবে আর সেও প্রেমবশে তাকে সান্ত্বনা দেবে—এই চিন্তায় রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় সে ভ্রন্স্কির আশায় বসে রইল। চাকর ফিরে এসে জানাল; তার কাছে একজন অতিথি এসেছে, কাজেই সে জানতে চেয়েছে সেণ্ট পিতার্সবুর্গ থেকে সদ্য আগত প্রিন্স ইয়াশ্‌ভিনকে সে অভ্যর্থনা করতে পারবে কি না। আন্না ভাবল, গতকাল ডিনারের সময় থেকে সে আমাকে দেখে নি, তবু সে একা আসতে পারবে না। ইয়াশ্‌ভিনকে সঙ্গে নিয়ে আসবে, কাজেই মন খুলে কথা বলা যাবে না, তাকে সব কথা বলতেও পারব না। সহসা একটা ভয়ংকর চিন্তা তার মনে এল: তবে কি সে আর আমাকে ভালবাসে না?

মনে মনে গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলির কথা ভেবে তার মনে হল, এই ভয়ংকর ধারণাটাই বুঝি সত্য: আগের দিন সে আন্নার সঙ্গে খায় নি, সেণ্ট পিতার্সবুর্গে এসে আলাদা থাকার জন্য সেই পীড়াপীড়ি করেছে, এখনও তার কাছে একা না এসে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আসছে, যেন তার সঙ্গে একাকি দেখা করতে সে চায় না।

কিন্তু তাহলে তো সে কথা তার বলা উচিত। আমাকে জানতেই হবে। নিজের মনেই বলে উঠল, এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারলে কি যে করব তা আমার জানা আছে, কিন্তু ভ্রন্স্কি যে তাকে আর চায় না সে বিষয়ে নিশ্চিত হলে তার নিজের অবস্থা যে কি দাঁড়াবে সেটা ধারণা করবার ক্ষমতাও আন্নার নেই। তার ভয় হল ভ্রন্স্কি তাকে আর ভালবাসে না, সে হতাশার একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল, আর তার ফলে সে অস্বাভাবিক রকমের উত্তেজিত হয়ে পড়ল। ঘণ্টা বাজিয়ে দাসীকে ডেকে সে সাজ-ঘরে চলে গেল। আজ-কাল প্রসাধনে যতটা সময় কাটায় তার চাইতে অনেক বেশী সময় ধরে সাজ-গোজ করল; যেন তার প্রতি ভালবাসা থেকে দূরে সরে গিয়েও ভ্রন্স্কি আবার তার প্রেমে পড়বে শুধু এই কারণে যে তার গাউন ও চুলের বিনুনি বিশেষ রকম আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

তৈরি হবার আগেই সে ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেল।

বসবার ঘরে ঢুকলে ইয়াশভিন-এর চোখই আন্নাকে অভ্যর্থনা জানাল, ভ্রন্স্কির চোখ নয়। ছেলের যে ফটোগ্রাফগুলো সে তুলে রাখতে ভুলে গিয়ে-ছিল ভ্রন্স্কি সেগুলিই দেখছিল; আন্নার দিকে ফিরে তাকাবার কোন তাড়া তার মধ্যে দেখা গেল না।

ইয়াশভিন-এর প্রকাণ্ড হাতের মধ্যে নিজের ছোট হাতটা রেখে আন্না বলল, "তাহলে আবার আমাদের দেখা হল;" ইয়াশভিন-এর মুখ লজ্জায়

রাঙা হয়ে উঠল ; তার প্রকাণ্ড বপু ও কড়া মুখের সঙ্গে সেটা বড়ই বেমানান। ভ্রন্‌স্কির হাত থেকে ছেলের ছবিগুলো কেড়ে নিয়ে উজ্জ্বল চোখের অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আন্না কথার জের টেনে বলতে লাগল, "গত বছর ঘোড় দৌড়ের মাঠে আমাদের দেখা হয়েছিল। এ বছরও কি দৌড় বেশ আকর্ষণীয় হয়েছিল ? সেখানে উপস্থিত থাকার পরিবর্তে আমি গিয়েছিলাম রোমের কর্সো-তে ঘোড় দৌড় দেখতে। কিন্তু বিদেশে জীবনকে ঠিক উপভোগ করা যায় না," মৃদু হাসির সঙ্গে আন্না বলল। "যদিও মাত্র একবার কি দু'বার আপনাকে দেখেছি তবু আপনার বিষয় আমি সব জানি ; এমন্ কি আপনার পছন্দের খবরও রাখি।"

বাঁ দিকের গোঁফটা কামড়ে ইয়াশ্‌ভিন বলল, "এ কথা শুনে দুঃখ পেলাম, কারণ আমার পছন্দগুলো অধিকাংশই খারাপ।"

কিছুক্ষণ কথা বলার পরে ইয়াশ্‌ভিন লক্ষ্য করল ভ্রন্‌স্কি ঘড়ি দেখছে ; তাই সে জানতে চাইল আন্না বেশ দীর্ঘদিন সেণ্ট পিতার্সবুর্গে থাকবে কি না এবং তারপরই দাঁড়িয়ে টুপিটা নেবার জন্য হাত বাড়াল।

বিব্রতভাবে ভ্রন্‌স্কির দিকে তাকিয়ে আন্না বলল, "মনে হচ্ছে বেশী দিন থাকব না।"

"তাহলে কি আর তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না ?" ইয়াশ্‌ভিন ভ্রন্‌স্কির দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল। "আজ কোথায় খেতে যাবে ?"

"ফিরে এসে আমার সঙ্গেই খাবেন," দৃঢ়তার সঙ্গে আন্না বলল, যেন বিব্রতবোধ করার জন্য নিজের উপরেই সে চটে গেছে। "এখানকার খাবার ভাল নয়, কিন্তু অন্ততপক্ষে ওর সঙ্গলাভের সুযোগটা তো পাবেন। রেজিমেণ্টের অন্য বন্ধুদের চাইতে আলেক্সি কিন্তু আপনার প্রতিই বেশী অনুরক্ত।"

"খুব খুসির কথা," ইয়াশ্‌ভিন হেসে বলল ; সে হাসি ভ্রন্‌স্কিকে বলে দিল যে আন্না ইয়াশ্‌ভিনকে মুগ্ধ করেছে।

ইয়াশ্‌ভিন অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেল। ভ্রন্‌স্কি রইল।

"তুমিও যাচ্ছ নাকি ?" আন্না শুধাল।

ভ্রন্‌স্কি জবাব দিল, "এমনিতেই আমার দেরি হয়ে গেছে। তুমি এগোও ! আমি তোমাকে ধরে নেব !" সে হাঁক দিয়ে ইয়াশ্‌ভিনকে বলল।

ভ্রন্‌স্কির হাত ধরে একদৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে আন্না মনে মনে এমন একটা কিছু খুঁজতে লাগল যা দিয়ে ভ্রন্‌স্কিকে আটকানো যায়।

"দাঁড়াও, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে," ভ্রন্‌স্কির ভোঁতা হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে গলার উপর চেপে ধরে আন্না বলল। "ওকে ডিনারে নেমন্তন্ন করায় তুমি কি কিছু মনে করেছ ?"

সবগুলি দাঁত বের করে প্রশান্ত হাসির সঙ্গে ভ্রন্‌স্কি বলল, "আমি খুসি হয়েছি।"

দুই হাতে ভ্রন্‌স্কির হাতটা চেপে ধরে আন্না জিজ্ঞাসা করল, "আলেক্সি, আমার প্রতি তোমার মনের ভাব বদলে যায় নি তো? এখানে আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি আলেক্সি। কবে এখান থেকে যাব?"

"শিগ্‌গিরই, খুব শিগ্‌গির। আমারও যে কত কষ্ট হচ্ছে তা তুমি বিশ্বাস করবে না," হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ভ্রন্‌স্কি বলল।

"বেশ, তাহলে যাও," আহত গলায় কথাটা বলে আন্না দ্রুত পায়ে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

॥ ৩২ ॥

ভ্রন্‌স্কি যখন ফিরে এল আন্না তখন বাড়ি ছিল না। লোকজনরা বলল, সে বেরিয়ে যাবার পরেই একটি মহিলা আন্নার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, আর তারা দু'জন এক সঙ্গেই বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে না জানিয়ে আন্নার এভাবে চলে যাওয়া, ফিরতে এত বিলম্ব, কোন কিছু না বলে সকালেও বেরিয়ে যাওয়া—এ সবের সঙ্গে তার সকাল বেলাকার অদ্ভুত উত্তেজিত দৃষ্টি এবং যে রকম রাগের সঙ্গে ইয়াশ্‌ভিন-এর সামনেই সে তার ছেলের ছবিগুলো কেড়ে নিল সেটা যুক্ত হয়ে তাকে অনেক চিন্তার খোরাক যোগাল। সে স্থির করল, আন্নার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবে। বসবার ঘরেই সে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু আন্না একা ফিরল না; তার সঙ্গে এসেছে বয়স্কা মাসি প্রিন্সেস অব্‌লন্‌স্কায়া। এই মাসির সঙ্গেই আন্না কেনা-কাটা করতে বেরিয়েছিল। ভ্রন্‌স্কির মুখের উৎকণ্ঠা ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টি যেন তার চোখেই পড়ে নি এমনি ভাব দেখিয়ে আন্না আনন্দের সঙ্গে সকাল বেলাকার কেনাকাটার একটা ফিরিস্তি দিতে লাগল। ভ্রন্‌স্কি বুঝতে পারল, আন্নার মনের মধ্যে একটা প্রতিকুল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তার ঝকঝকে চোখের দিকে চোখ পড়তেই ভ্রন্‌স্কি সেখানে একটা আয়াসসাধ্য মনঃসংযোগের আভাষ দেখতে পেল; তার কথায় ও চলনে ধরা পড়ল সেই স্নায়বিক দ্রুততা ও স্বাচ্ছন্দ্য যা তাদের ঘনিষ্ঠতার প্রথম পর্বে তাকে মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু আজ তাকে ভীত ও আতংকিত করে তুলেছে।

টেবিল পাতা হয়েছে চারজনের মত। তারা সবে ছোট খাবার ঘরটাতে যাবে এমন সময় তুশ্‌কেভিচ আন্নাকে লেখা প্রিন্সেস বেৎসির চিঠি নিয়ে এল। প্রিন্সেস বেৎসি দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছে, অসুস্থতার জন্য সে নিজে এসে তাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে পারছে না, কিন্তু আন্না যেন সেদিন সন্ধ্যায় সাড়ে ছটা থেকে ন'টার মধ্যে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। নির্দিষ্ট সময়টা উল্লেখ করা হলে ভ্রন্‌স্কি আন্নার দিকে তাকাল; একটা নির্দিষ্ট সময়-সীমা বেঁধে

দেওয়ার অর্থই হল, সেখানে আন্নার সঙ্গে যাতে অন্য কারও দেখা না হয় তার একটা ব্যবস্থা করা। কিন্তু সেটা আন্নার নজরে পড়ল না।

"আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু সাড়ে ছ'টা থেকে ন'টার মধ্যে আমি যেতে পারব না।"

"প্রিন্সেস খুবই হতাশ হবেন।"

"আমিও হব।"

"আশা করি আপনি 'পাত্তি'-র গান শুনতে যাবেন?" তুশ্‌কেভিচ বলল।

"'পাত্তি'! আঃ, তুমি যে আমাকে লোভ দেখাচ্ছ। একটা 'বক্স' পেলে যেতাম।"

"আমি একটা 'বক্স'-এর ব্যবস্থা করে দিতে পারি," তুশ্‌কেভিচ বলল।

"আমি তাহলে খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করব," আন্না বলল। "এবার তুমি কি আমাদের সঙ্গে খাবে না?"

ভ্রন্‌স্কি কাঁধ দুটিতে প্রায় অদৃশ্য মৃদু ঝাঁকুনি দিল। সে যেন কিছুতেই আন্নাকে বুঝে উঠতে পারছে না। কেন সে বৃদ্ধা প্রিন্সেসকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে? আর কেনই বা তুশ্‌কেভিচকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করছে? এবং সর্বোপরি, তার কাছ থেকে একটা "বক্স"ই বা চেয়ে নিচ্ছে কেন? চাঁদা তোলার জন্য "পাত্তি"-র যে কনসার্টের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে তো সেন্ট পিতার্সবুর্গের গোটা উঁচু মহলই ভিড় করবে; তাহলে আন্নার বর্তমান অবস্থায় সেখানে যাবার কথা সে ভাবছে কেমন করে? খাবার সময়ও সে ভয়ংকর রকমের বাচাল হয়ে উঠল: কখনও তুশ্‌কেভিচের সঙ্গে ভাব জমাচ্ছে, কখনও ইয়াশ্‌ভিন-এর সঙ্গে। টেবিল থেকে উঠে তুশ্‌কেভিচ গেল "বক্স"-এর ব্যবস্থা করতে, ইয়াশ্‌ভিন গেল ধূমপান করতে, আর ভ্রন্‌স্কি চলে গেল নীচে তার ঘরে, সঙ্গে ইয়াশ্‌ভিন। কিন্তু একটু সময় পরেই সে আবার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। দেখতে পেল, আন্না প্যারিসে তৈরি হালকা সাটিন ও ভেলভেটের গাউন পরেছে; গাউনটা বুকের উপর নীচু করে কাটা, আর চুলের উপরে সুন্দর সাদা লেস এমনভাবে মুখটাকে ঘিরে রেখেছে যাতে তার অপরূপ সৌন্দর্য অনেক বেড়ে গেছে।

আন্নার চোখকে এড়িয়ে ভ্রন্‌স্কি প্রশ্ন করল, "তুমি তাহলে সত্যি থিয়েটারে যাচ্ছ?"

সে তার দিকে না তাকানোতে আহত হয়ে আন্না জিজ্ঞাসা করল, "এ রকম ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞাসা করছ কেন? কেন যাব না সেটা বলবে কি?"

আন্না এমন ভাব দেখাল যেন এ প্রশ্নের অর্থ সে বোঝে না।

চোখ কুঁচকে ভ্রন্‌স্কি বলল, "অবশ্য সে রকম কোন কারণই নেই।"

"আমারও সেই মত," ভ্রন্‌স্কির গলায় বিদ্রূপের সুরকে উপেক্ষা করে ইচ্ছা করেই আন্না কথাটা বলল।

"আন্না, ঈশ্বরের দোহাই! ব্যাপার কি?" ঘটনাক্রমে ভ্রন্‌স্কি সেই কথা-গুলিই ব্যবহার করল যা তার স্বামী একদিন ব্যবহার করেছিল তার সুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনতে।

"আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি বলতে চাইছ।"

"তুমি নিশ্চয়ই জান যে এ কাজ তুমি করতে পার না।"

"কেন পারি না? আমি তো একা যাচ্ছি না। প্রিন্সেসও সাজগোজ করতে বাড়িতে গেছেন; তিনি আমার সঙ্গে যাবেন।"

অবিশ্বাস ও হতাশার সঙ্গে ভ্রন্‌স্কি কাঁধ দুটিতে ঝাঁকুনি দিল।

"কিন্তু তুমি কি জান না..." সে বলতে শুরু করল।

"আমি জানতে চাই না!" আন্না প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। "আমি জানতে চাই না! যা করেছি তার জন্য কি আমি অনুতাপ করছি? না, না, আবার বলছি, না! সব কিছু যদি আবার নতুন করে করতে হয়, তাহলেও ঠিক এই পথই আমি বেছে নেব। আমাদের কাছে, তোমার ও আমার কাছে, মাত্র একটি জিনিসই মূল্যবান—আমরা পরস্পরকে ভালবাসি কি না! আর কোন কিছুর তিলমাত্র দাম নেই। কেন আমরা এখানে আলাদাভাবে বাস করছি? কেন আমাদের মধ্যে এত অল্প দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে? কেন আমি যেতে পারব না? আমি তোমাকে ভালবাসি; আমার কাছে সেটাই তো যথেষ্ট।" আন্না রুশ ভাষায় কথাগুলি বলল; তার চোখে এমন একটা বিশেষ দ্যুতি ফুটে উঠল যার অর্থ ভ্রন্‌স্কি বুঝতে পারল না। "যতদিন আমার প্রতি তোমার মনের কোন পরিবর্তন না ঘটে ততদিন সেটাই সব। কেন তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ না?"

ভ্রন্‌স্কি ঘুরে তার দিকে তাকাল। তার মুখের সব সৌন্দর্য, তার মানানসই অলংকারপত্র, সবই ভ্রন্‌স্কির চোখে পড়ল। কিন্তু এখন এই সৌন্দর্য ও পারি-পাট্যই তার মনকে বিরক্তিতে ভরে তুলল।

"আমার মনোভাবের পরিবর্তন যে হবে না তা তুমি জান, কিন্তু আমি বলছি তুমি যেয়ো না, আমি মিনতি করছি," ভ্রন্‌স্কি আবার ফরাসীতে কথা বলল; তার কণ্ঠস্বর নরম ও মিনতিপূর্ণ, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি উদাসীন।

ভ্রন্‌স্কির কথাগুলি আন্না শুনতে পেল না, শুধু দেখল তার দৃষ্টির উদাসীনতা আর তাই বিদ্রূপের সুরে বলল:

"দয়া করে বল, কেন আমি যেতে পারব না।"

"কারণ এর ফলে...এর ফলে...।" সে কথা শেষ করতে পারল না।

"সত্যি আমি বুঝতে পারছি না। ইয়াশ্‌ভিন সঙ্গী হিসাবে ভাল, আর প্রিন্সেস বারবারা তো বাড়ির বাইরে যে কোন সঙ্গিনী অপেক্ষা ভাল অভি-ভাবিকা। আঃ, ঐ তো তিনি এসে পড়েছেন।

॥ ৩৩ ॥

আন্না ইচ্ছা করেই নিজের অবস্থাটা বুঝতে চাইছে না দেখে ভ্রন্স্কি এই প্রথম বিরক্ত হল, প্রায় রেগেই গেল। এই বিরক্তির কারণটা তাকে বলতে না পারায়ই বিরক্তিটা আরও বেড়ে গেল। মনের কথাটা খোলাখুলি বলতে পারলে সে হয় তো বলত: "যে প্রিন্সেসকে সকলেই চেনে তার সঙ্গী হয়ে এই গাউন পরে থিয়েটারে যাওয়ার অর্থ ই হল নিজেকে পতিতা নারী বলে স্বীকার করে নেওয়া—এমন কি তার চাইতেও বেশী: সমাজকে অস্বীকার করা এবং তার ফলে চিরদিনের মত সমাজ থেকে বেরিয়ে আসা।"

সে-কথা সে আন্নাকে বলতে পারল না। কিন্তু আন্নাই বা বুঝতে পারছে না কেন? তার কি হয়েছে? তার মনে হতে লাগল, যে হারে তার কাছে আন্নার রূপের জৌলুস বাড়ছে সেই হারেই আন্নার প্রতি তার শ্রদ্ধাটা কমে যাচ্ছে।

মুখটা বেঁকিয়ে সে নিজের ঘরে ফিরে গেল। চেয়ারের উপর পা তুলে বসে ইয়াশ্‌ভিন ব্র্যাণ্ডি ও সেল্‌ৎজার-জলে চুমুক দিচ্ছিল; ভ্রন্স্কিও অনুরূপ পানীয় চেয়ে নিল।

বন্ধুর কালো মুখের দিকে একনজর তাকিয়ে ইয়াশ্‌ভিন বলল, "তোমরা তো ল্যাংকভ্‌স্কির 'মোগুচি'র কথা বলছিলে। ঘোড়াটা খুব ভাল; আমি বলি কি তুমি ওটা কিনে ফেল। তার পাছাটা ভারি হলেও ওর চাইতে ভাল মাথা বা পা হয় না।

"ভাবছি ওটাকে কিনেই ফেলব," ভ্রন্স্কি বলল।

ইয়াশ্‌ভিন-এর সঙ্গে ঘোড়ার ব্যাপার নিয়ে কথা বললেও মুহূর্তের জন্যও সে আন্নার কথা ভোলে নি; নিজের অজ্ঞাতেই হল-ঘরে পায়ের শব্দ শুনবার জন্য কান পেতে ছিল, আর মাঝে মাঝেই ম্যাণ্টেলপিসের উপর রাখা ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছিল।

"আন্না আর্কাদিয়েভ্‌না তোমাকে বলতে বলে গেছে যে সে থিয়েটারে চলে গেছে।"

ইয়াশ্‌ভিন ফুটন্ত সেল্‌ৎজার-জলে আর এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি ঢালছিল; সেটাকে কোন রকমে গিলে সে উঠে দাঁড়িয়ে কোটের বোতাম আটকে নিল।

"আচ্ছা; তাহলে চল, আমরাও কেটে পড়ি," ইয়াশ্‌ভিন বলল; গোঁফের নীচে তার ঠোঁট হাসিতে বেঁকে গেল; তাতেই বোঝা গেল বন্ধু যে গাড্ডায় পড়েছে সেটা সে বুঝতে পেরেছে; কিন্তু এ ব্যাপারে সে বিশেষ গুরুত্ব দিল না।

"আমি যাব না," ভ্রন্স্কি দুঃখের সঙ্গে বলল।

"আচ্ছা, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। আমি কথা দিয়েছি। তাহলে

বিদায়। তুমি তাহলে যেয়ো আর স্টলে একটা আসন নিও। ক্রাসিন্‌স্কির আসনটাই নিয়ো," বেরিয়ে যেতে যেতেই ইয়াশ্‌ভিন কথাগুলি ছুঁড়ে দিল।

"না, আমি ব্যস্ত আছি।"

হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ইয়াশ্‌ভিন আপন মনেই বলল, স্ত্রী গোলমাল করে, কিন্তু যে স্ত্রী নয় সে গোলমাল করে আরও অনেক বেশী।

ভ্রন্‌স্কি উঠে একা একা ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

আজ রাতে কি চলছে? চাঁদা তোলার চতুর্থ কনসার্ট। এগর ও তার স্ত্রী সেখানে থাকবে; মাও যে থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্য কথায় —গোটা সেন্ট পিতার্সবুর্গ ই হাজির থাকবে। আন্না এতক্ষণ পৌঁছে গেছে, জিনিসপত্র রেখে আলোয় পা বাড়িয়েছে। তুশ্‌কেভিচ, ইয়াশ্‌ভিন, প্রিন্সেস বার্‌বারা···। মনের চোখে সে সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। আমিই বা যাচ্ছি না কেন? আমি কি ভীরু, না কি আমার সব অধিকার তুশ্‌কেভিচ-এর হাতে তুলে দিয়েছি? যে ভাবেই দেখ না কেন—এটা বোকামি! বোকামির চূড়ান্ত! কেন আন্না আমাকে এ অবস্থায় ফেলবে? বিরক্তির সঙ্গে সে হাতটা নাড়তে লাগল।

হাতটা টেবিলে আঘাত করল; সেল্‌ৎজার-জল ও ব্র্যাণ্ডির বোতল প্রায় উল্টে পড়ছিল। দুটোকে ধরে সে সত্যি সত্যি উল্টে দিল, রেগে টেবিলে একটা লাথি মেরে ঘণ্টাটা বাজাল।

খানসামা ঘরে ঢুকলে তাকে বলল, "আমার কাছে চাকরি করার ইচ্ছা যদি থাকে তো নিজের কাজের কথা মনে রেখো। এ রকম যেন আর কখনও না হয়। এ সব আগেই সরিয়ে ফেলা উচিত ছিল।"

খানসামা জানে তার কোন দোষ নেই; সে নিজেকে সমর্থন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মনিবের মুখের চেহারা দেখে সে চুপ করে গেল; তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে গ্লাস ও বোতলের ভাঙা টুকরোগুলো কুড়োতে লাগল।

"এটা তোমার কাজ নয়। একজন পরিচারককে ডেকে পাঠাও; সেই সব পরিষ্কার করে ফেলবে। আর তুমি আমার সান্ধ্য পোষাক এনে দাও।"

•

সাড়ে আটটার সময় ভ্রন্‌স্কি থিয়েটারে পৌঁছল। তখন অপেরাটা পুরো-দমে চলছে। পোষাক বদলাবার ঘরের বুড়ো লোকটি ভ্রন্‌স্কির কোটটা খুলতে গিয়ে তাকে চিনতে পারল, তাকে ইয়োর এক্সেলেন্সি বলে সম্বোধন করল, আর জানাল যে তার কোন কোড-নম্বরের দরকার নেই, ফিয়োদর-এর খোঁজ করলেই হবে। থিয়েটারের সামনেকার উজ্জ্বল আলোকিত খোলা জায়গাটায় এই বুড়ো লোকটি ও দুটি পরিচারক ছাড়া আর কেউ ছিল না; তারা দরজার ফাঁক দিয়ে আসা গানের সুর কান পেতে শুনছিল। একজন পরিচারক বেরিয়ে আসতেই দরজাটা খুলে গেল আর গানের শেষদিকের কথাগুলো

অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ভ্রন্স্কির কানে এল। পরমুহূর্তেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, গানের শেষটা সে আর শুনতে পেল না, কিন্তু প্রশংসার ঝড় বয়ে যাওয়াতেই সে বুঝতে পারল যে একক সঙ্গীতটা শেষ হয়েছে। প্রশংসার ধ্বনি থেমে যাবার আগেই সে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকল; ঝাড়-লণ্ঠন ও দেয়ালগিরির গ্যাসের আলোয় প্রেক্ষাগৃহটি ঝলমল করছে। মঞ্চের উপরে প্রধানা নর্তকী খোলা গলায় হীরক-হারের দ্যুতি ছড়িয়ে হেসে মাথা নুইয়ে একজন সহকারীর সাহায্যে তার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া ফুলের তোড়াগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে। মাঝ-খানে সিঁথি করা, মুখে পমেড মাখানো একটি ভদ্রলোক পাদ-প্রদীপের দিক থেকে হাত বাড়িয়ে একটি উপহার তার দিকে তুলে ধরতেই প্রধানা নর্তকী তার দিকে এগিয়ে গেল; আর অমনি স্টল ও বক্স-এর সব দর্শক তাদের আসন থেকে উঠে পড়ল, সামনে ঝুঁকে পড়ে হাঁকডাক শুরু করে দিল, হাত-তালি দিতে লাগল। মঞ্চের পা-দানিতে দাঁড়িয়ে পরিচালক উপহারটা এগিয়ে দিয়ে তার সাদা টাইটাকে টান-টান করতে লাগল।

স্টল থেকে অর্ধেক পথ নেমে ভ্রন্স্কি একবার থেমে চারদিকে তাকাল। এই রঙ্গমঞ্চ, এই হট্টগোল, পরিচিত ও অকিঞ্চিৎকর থিয়েটার-দর্শকে বোঝাই প্রেক্ষাগৃহ—এই অতি-পরিচিত দৃশ্যের দিকে আজ তেমন করে তার মনো-যোগ আকৃষ্ট হল না।

যথারীতি বক্স-এর গভীরে বসে অপরিচিত মহিলারা অপরিচিত অফি-সারদের সঙ্গে গুঞ্জনে মেতে উঠেছে; ঈশ্বরই জানেন সেখানে রয়েছে কত না রামধনু-রঙের মহিলা, কত না ইউনিফর্ম, কত না ড্রেস-সুট; উপরের "সার্কল"-এ সেই অপরিচ্ছন্ন জনতা; গোটা দর্শকের মধ্যে মাত্র জন চল্লিশেক আসল ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক; তারা বসে আছে সামনের সারিতে আর বক্স-এ।

এইসব মরুদ্যানের দিকেই ভ্রন্স্কির নজর পড়ল; তাদের সঙ্গেই সে যেন সঙ্গে সঙ্গে একটা আত্মীয়তা খুঁজে পেল।

সে যখন ঢুকল তখন অঙ্ক শেষ হয়েছে; কাজেই ভাইয়ের বক্স-এ না গিয়ে সে সোজা স্টলের প্রথম সারিতে গিয়ে সের্পুখভ্স্কির সঙ্গে মিলিত হল; ভ্রন্স্কিকে দেখতে পেয়ে সেও তাকে ইসারায় ডাক দিল।

ভ্রন্স্কি এখনও আন্নাকে দেখতে পায় নি; সে ঠিক করেই নিয়েছে, তার খোঁজ করবে না। কিন্তু সকলের চোখের গতি দেখেই সে বুঝতে পেরেছে আন্না কোথায় আছে। চোরা চাউনিতে সে চারদিক তাকাতে লাগল, কিন্তু আন্নার খোঁজে নয়; তার চোখ তখন খুঁজে বেড়াচ্ছে কারেনিনকে। সৌভাগ্যক্রমে কারেনিন সে দিন থিয়েটারে আসে নি।

সের্পুখভ্স্কি বলল, "তোমার গায়ে যে মিলিটারির গন্ধ একেবারেই নেই। তুমি একজন অভিনেতা হতে পার, কূটনীতিক হতে পার, আর সে সব ক্ষেত্রে বেশ বড় মাপের একজনই হতে পার।"

অপেরা-গ্লাসটা বের করতে করতে ভ্রন্স্কি হেসে বলল, "তা ঠিক, বাড়িতে ফিরে গিয়েই আমি একটা ড্রেস-স্যুট গায়ে চড়িয়েছি।"

"আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে জন্য আমি তোমাকে ঈর্ষা করি। বাইরে থেকে এসে যখনই এটা পরি (স্কন্ধত্রাণটায় হাত রাখল) তখনই হারানো স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলি।"

সের্পুখভ্স্কি অনেক দিন আগেই ভ্রন্স্কির সামরিক জীবনের কথা ভাবা ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু তাকে সে আজও আগের মতই ভালবাসে।

"খুবই দুঃখের কথা যে তুমি প্রথম অংকটা দেখতে পেলে না।"

ভ্রন্স্কি এক কান দিয়ে তার কথা শুনতে লাগল আর প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় সারির বক্স পর্যন্ত অপেরা-গ্লাসটাকে ঘোরাতে লাগল। পাগড়ি-পরা একটি মহিলার পাশে বসে ছিল একটি টাক-মাথা বুড়ো; ভ্রন্স্কির অপেরা-গ্লাসের দিকে সে সক্রোধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। হঠাৎ ভ্রন্স্কি তার ঠিক পাশেই আন্নার মাথাটা দেখতে পেল—উদ্ধত, অতীব সুন্দরী, হাসিভরা মুখ। নীচের সারির পাঁচ নম্বর বক্সে বসে আছে; দূরত্ব বিশ পায়ের বেশী নয়। বাইরের দিকটায় বসে ঈষৎ ঝুঁকে সে ইয়াশ্‌ভিন-এর সঙ্গে কথা বলছে। আন্নার রূপ কিন্তু এখন তার মনে আগের মত সাড়া জাগাল না; তার এই মনোভাবের মধ্যে কোন রহস্যের আবরণ নেই; আন্নার রূপ আজও তার চাইতে অধিকতর জোরের সঙ্গে টানলেও সে রূপ যেন একটা গভীর ক্ষতির অনুভূতিতে তার মনকে ভরে তোলে। আন্না তার দিকে না তাকালেও ভ্রন্স্কির মনে হল সে তাকে দেখতে পেয়েছে।

ভ্রন্স্কি যখন আর একবার অপেরা-গ্লাসটাকে সেই দিকে ঘোরাল তখন তার চোখে পড়ল, প্রিন্সেস বারবারার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, পাশের বক্সটার দিকে তাকিয়ে সে অস্বাভাবিকভাবে হাসছে; আন্না হাতের পাখাটা বন্ধ করে শূন্যে তাকিয়ে আছে, পাশের বক্সে কি ঘটছে সেটা যেন ইচ্ছা করেই দেখছে না। ইয়াশ্‌ভিন-এর মুখের ভাব তাসখেলায় হেরে যাবার সময়কার মত। মুখটা বিকৃত করে বাঁ দিকের গোঁফটাকে ক্রমাগত বেশী করে কামড়াতে কামড়াতে সে পাশের বক্সটার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

সেই বক্সটায় বসেছে কার্তাসভ্‌রা। ভ্রন্স্কি তাদের চেনে; আন্নাও তাদের সঙ্গে পরিচিত। মাদাম কার্তাসভ্‌ ছোটখাট মহিলা। রাগে তার মুখটা সাদা হয়ে উঠেছে; আন্নার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে সে উত্তেজিত-ভাবে কথা বলছে। মোটাসোটা টাক-মাথা কার্তাসভ্‌ নিজে আন্নার দিকে চোখ রেখেই স্ত্রীকে শান্ত করতে চেষ্টা করছে। স্ত্রী বেরিয়ে যাবার পরেও কার্তাসভ্‌ সেখানেই রয়ে গেল; মনের ইচ্ছা, আন্না ফিরে তাকালেই তাকে অভিবাদন জানাবে; কিন্তু তাকে ভৎ'সনা জানাবার জন্যই আন্না মুখ ঘুরিয়ে

ইয়াশ্‌ভিনকে ডাকল। কার্তাসভ্‌ অভিবাদন না জানিয়েই চলে গেল ; বক্সটা খালি পড়ে রইল।

কার্তাসভ্‌দের সঙ্গে আন্নার কি হয়েছে ভ্রন্‌স্কি তা সঠিক জানে না, কিন্তু সে বুঝতে পেরেছে যে আন্না লাঞ্ছিত হয়েছে। সে যেটুকু দেখছে, বিশেষ করে আন্নার মুখ দেখেই এ কথা সে বুঝতে পেরেছে। অন্য যে কোন লোক মহিলাটির রূপ ও সংযত স্বভাব দেখলে মোহিতই হবে ; তারা কিছুতেই বুঝতে পারবে না, কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীর মত কী তীব্র যন্ত্রণা সে ভোগ করছে।

একটা কিছু ঘটেছে অথচ সেটা যে কি তা জানতে না পেরে আতংকিত হয়ে ভ্রন্‌স্কি তার ভাইয়ের বক্সের দিকে এগিয়ে গেল, যদি সে এ ব্যাপারে কোন রকম আলোকপাত করতে পারে এই আশায়। সে ইচ্ছা করেই আন্নার আসন থেকে অনেক দূরের পথ দিয়ে যাবার সময় তার প্রাক্তন রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের সামনে পড়ে গেল। কম্যাণ্ডার তখন অপর দুটি বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিল। ভ্রন্‌স্কির কানে এল তারা কারেনিনদের কথাই বলছে ; সে আরও লক্ষ্য করল, সঙ্গী দু'জনের দিকে অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে কম্যাণ্ডার কত তাড়াতাড়ি আর কত উচ্চকণ্ঠে তাকে অভিবাদন করল।

বলল, "আরে ভ্রন্‌স্কি! তুমি আবার কবে রেজিমেণ্টে যাচ্ছ? একটা অনুষ্ঠান না করে তো তোমাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। আরে, তুমি যে আমাদের একেবারে গোড়াকার বন্ধু!"

"দুঃখিত, এখন সময় নেই। পরে দেখা হবে," সিঁড়ি বেয়ে ভাইয়ের বক্সের দিকে ছুটতে ছুটতেই ভ্রন্‌স্কি পিছন ফিরে বলল।

ভ্রন্‌স্কির মা বক্সেই ছিল। বৃদ্ধ কাউণ্টেসের চুলগুলি ইস্পাতের মত। বাইরের করিডরেই ভারিয়া ও প্রিন্সেস সোরোকিনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রিন্সেসকে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে ভারিয়া দেওরের হাত ধরে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। ভ্রন্‌স্কিকে এতটা উত্তেজিত হতে সে কখনও দেখে নি।

"আমি তো এটাকে খুবই নীচ, জঘন্য কাজ বলে মনে করি ; মাদাম কার্তাসভার কোন অধিকারই ছিল না। মাদাম কারেনিনা—" সে বলতে শুরু করল।

"কিন্তু কি হয়েছে? আমি কিছুই জানি না।"

"সে কি? তুমি শোন নি?"

"তুমি কি বোঝ না যে আমার কানেই সে কথা পৌঁছবে সকলের শেষে?"

"ওই কার্তাসভার মত দুষ্ট আর কে হতে পারে?"

"সে কি করেছে?"

"আমার স্বামী আমাকে বলেছে। মনে হচ্ছে, সে আমাকে অপমান করেছে। পাশের বক্স-এ বসে তার স্বামী আন্নার সঙ্গে কথা বলছিল, আর

তাতেই সেই মহিলা এক কাণ্ড করে বসল। সকলে বলছে, জোর গলায় অপমানসূচক কিছু বলেই সবেগে সেখান থেকে বেরিয়ে গেছে।"

দরজার কাছ থেকে প্রিন্সেস সরোকিনা বলল, "আপনার মামন আপনাকে ডাকছেন কাউণ্ট।"

বিদ্রূপের স্বরে তার মা বলল, "আমি তোমার জন্তই অপেক্ষা করছিলাম। তুমি কোথায় ছিলে তাই ভাবছিলাম।"

ছেলে বুঝল, একটা কলুষিত হাসিকে তার মা চেপে রাখতে পারছে না।

নিরুত্তাপ গলায় সে বলল, "শুভ সন্ধ্যা মামন। তোমার সঙ্গে দেখা করতেই আমি এসেছি।"

প্রিন্সেস সরোকিনা সরে গেলে মা বলল, "সুন্দরী মাদাম কারেনিনার কাছে গেলে না কেন? কী কেলেংকারি! *On oublie la Patti pour elle*".

ভুরু কুঁচকে সে জবাবে বলল, "মামন, আমি তো তোমাকে বলেছি, এ সব কথা আমাকে বলো না।"

"সকলেই যা বলছে আমি শুধু তাই বলছি।"

ভ্রন্স্কি কোন জবাব দিল না; প্রিন্সেস সরোকিনার সঙ্গে দু'একটি কথা বলে বেরিয়ে গেল; দরজায় দেখা হল ভাইয়ের সঙ্গে।

ভাই বলল, "আরে আলেক্সি! কী বিরক্তিকর! মেয়ে মানুষ মাত্রই বোকা এই যা। আমি আন্নার কাছেই যাচ্ছিলাম; চল, একসঙ্গেই যাওয়া যাক।"

তার কথায় ভ্রন্স্কি কান দিল না। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। সে জানে, একটা কিছু করতেই হবে, কিন্তু কি করতে হবে তা জানে না। তাকে ও নিজেকে এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ফেলবার জন্ত সে আন্নার উপর রেগে গেছে: আবার এ অবস্থায় আন্না যে কত যন্ত্রণা ভোগ করছে সেটা বুঝতে পেরে তার প্রতি করুণাও হচ্ছে। স্টলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সে আন্নার বক্সের সামনে থামল; আন্না স্ত্রেমভ্-এর সঙ্গে কথা বলছে।

ভ্রন্স্কির দিকে তাকিয়ে আন্না বলল, "মনে হচ্ছে তোমার আসতে দেরি হয়েছিল; ভাল অংশটাই তুমি শুনতে পেলে না।" ভ্রন্স্কির মনে হল তার চোখে বিদ্রূপের ঝিলিক।

কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ভ্রন্স্কি বলল, "আমি সঙ্গীতের সমঝদার নই।"

আন্না হেসে বলল, "ঠিক প্রিন্স ইয়াশ্‌ভিন-এর মতই। তিনিও মনে করেন যে পাত্তি বড় বেশী জোরে গায়। ধন্তবাদ।" আন্নার দস্তানা পরা হাত থেকে অনুষ্ঠানে কর্মসূচীটা পড়ে গিয়েছিল; ভ্রন্স্কি সেটা তুলে দিল। আর

ঠিক সেই মুহূর্তে আন্নার সুন্দর মুখখানি থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠল। বক্সের পিছনে অন্ধকারের মধ্যে সে সরে গেল।

দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হলে ভ্রন্‌স্কি দেখল, আন্নার বক্সটা খালি পড়ে আছে; তাই অপেরার মাঝখানেই সে উঠে পড়ল; স্টল ছেড়ে হোটেলে ফিরে গেল।

আন্না আগেই ফিরে এসেছে। তার ঘরে ঢুকে ভ্রন্‌স্কি দেখল, যে গাউনটা পরে সে থিয়েটারে গিয়েছিল, তখনও সেটাই পরে আছে। দেয়ালের পাশে একটা হাতল-চেয়ারে বসে শূন্য দৃষ্টিতে সে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে আবার সেইভাবেই তাকিয়ে রইল।

"আন্না," সে ডাকল।

"তুমি, সব দোষ তোমার," পায়ের উপর দাঁড়িয়ে সে চীৎকার করে উঠল; ক্রোধ ও হতাশার অশ্রুজলে তার গলা আটকে এল।

"আমি তো তোমাকে বলেছিলাম, মিনতি করেছিলাম, তুমি যেয়ো না; আমি জানতাম, সেখানে তুমি অসুবিধার মধ্যে পড়বে—"

"অসুবিধা!" আন্না চীৎকার করে বলল। "এ ভয়ংকর! মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এ কথা আমি ভুলব না! সে বলেছে, আমার পাশে বসাটাও লজ্জা-জনক।"

"সে তো একটি নির্বোধ মেয়েমানুষ," ভ্রন্‌স্কি বলল, "কিন্তু তুমি এ ঝুঁকি নিলে কেন? কেন আমার কথা অবহেলা করে—"

"তোমার এই প্রশান্তিকে আমি ঘৃণা করি! এর মধ্যে আমাকে ঠেলে দেওয়া তোমার উচিত হয় নি। তুমি যদি আমাকে ভালই বাস—"

"আন্না! এর সঙ্গে তোমার প্রতি আমার ভালবাসার কি সম্পর্ক?"

"আছে; আমি যেমন করে ভালবাসি তুমিও যদি তেমনি ভালবাসতে, আমি যেমন কষ্ট পাচ্ছি তুমিও যদি তেমনি কষ্ট পেতে···" দুই চোখে ভয়ের আভাষ ফুটিয়ে আন্না বলল।

আন্নার জন্য তার দুঃখ হল; তথাপি এ অবস্থা বিরক্তিকর। নিজের ভাল-বাসা সম্পর্কে ভ্রন্‌স্কি নতুন করে আন্নাকে আশ্বাস দিল, কারণ সে বুঝেছে যে তাকে শান্ত করবার এটাই একমাত্র উপায়। কোনরকম কথা বলে সে আন্নাকে তিরস্কার করল না, কিন্তু মনে মনে তাকে তিরস্কার করল।

এইসব ভালবাসাবাসির কথা বলা এতই সাধারণ যে তা উচ্চারণ করতে তার লজ্জা করছিল, কিন্তু আন্না যেন লোভীর মত কথাগুলি গিলতে লাগল, আর একটু একটু করে সে শান্ত হয়ে উঠল।

পরদিন পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যে তারা গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করল।

॥ ষষ্ঠ পর্ব ॥

॥ ১ ॥

ছেলেমেয়েদের নিয়ে ডলি তার বোন কিটি লেভিনার পোক্রভ্‌স্কোয়ের বাড়িতেই গ্রীষ্মকালটা কাটাল। 'তার নিজের বাড়িটা একেবারেই ভেঙে পড়েছে, তাই লেভিন ও তার স্ত্রী প্রস্তাব করল, তারা যেন গ্রীষ্মকালটা তাদের বাড়িতেই কাটায়। অব্‌লন্‌স্কিও এ প্রস্তাবে সম্মতি জানাল। সে দুঃখের সঙ্গে জানাল, যদিও গ্রামে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে মিলেমিশে গ্রীষ্মটা কাটাতে পারলে সে খুবই সুখী হত, তবু নানা রকম কাজের জন্য সে এখন মস্কো ছেড়ে যেতে পারবে না। মাত্র কয়েকবার দু'একদিনের জন্য সে গ্রামে এসেছিল। ডলি, তার ছেলেমেয়েরা ও তাদের শিক্ষয়িত্রী ছাড়া আর এসেছিল কিটির মা তার অনভিজ্ঞ মেয়ের উপর নজর রাখবার জন্য, কারণ মেয়ে তখন সন্তান-সম্ভাবিতা। তার উপর বিদেশে থাকার সময় যে ভারেংকার সঙ্গে কিটির বন্ধুত্ব হয়েছিল সেও তার কথা রাখবার জন্য গ্রীষ্মকালেই কিটির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সব অতিথিরাই ছিল লেভিনের স্ত্রীর বন্ধু ও আত্মীয়। এরা সকলেই লেভিনের প্রিয়পাত্র; তাই "শের্‌বাৎস্কি পরিবারের" প্রবল জলোচ্ছাসে তার নিজের জগৎ, লেভিনের জগৎ ও তার বিধিব্যবস্থা, সম্পূর্ণ ভেসে গেলেও সেজন্য লেভিন মোটেই দুঃখিত হয় নি। তার নিজের আত্মীয়-দের মধ্যে একমাত্র সৎ-ভাই কোজ্‌নিশেভই এবার গ্রীষ্মকালে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল; সেও ছিল লেভিন-ভাবধারা অপেক্ষা কোজ্‌নিশেভ-ভাবধারারই প্রতিভূ; সুতরাং সে সময় লেভিনের জগতের কোন কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

লেভিনের বাড়িটা অনেক দিন খালি পড়ে ছিল; কিন্তু এখন বাড়িতে এত লোকের ভিড় হয়েছে যে প্রায় সবগুলো ঘরই লোকে ভর্তি হয়ে গেছে; বুড়ি প্রিন্সেস প্রায় প্রতিদিনই খাবার টেবিলে তার আসনে বসে কতজন সেখানে হাজির হয়েছে সেটা গুণে নিয়ে তেরো নম্বর হিসাবে তার যে কোন একটি নাতি বা নাতনিকে আলাদা একটা টেবিলে নিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে। আর সবগুলি ছেলেমেয়ে ও অতিথির গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ড ক্ষিধে মেটাবার মত প্রচুর মুরগি, মোরগ, হাঁস যোগাড় করতে কিটির মত পরিশ্রমী গৃহকর্ত্রীও একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

গোটা পরিবার ডিনারে বসেছে। ডলির ছেলেমেয়েরা, তাদের শিক্ষয়িত্রী ও ভারেংকার মধ্যে আলোচনা চলছে, খাওয়াদাওয়ার পরে তারা ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে বেরোবে কি না। আর কী আশ্চর্য, যে কোজ্‌নিশেভকে

সকলেই তার প্রচণ্ড বিদ্যাবুদ্ধির জন্য প্রায় পূজো করে থাকে সেও তাদের এই আলোচনায় যোগ দিয়েছে।

ভারেংকার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চল, ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে আমি ভালবাসি। খুব মজাদার নেশা।"

ভারেংকা লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল, "তাহলে তো আমরা খুব খুসি হব।" কিটি ও ডলি পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল: ইদানীং যে সন্দেহটা কিটির মনে উদয় হয়েছে, পণ্ডিত ও চতুর কোজ্‌নিশেভ ভারেংকার সঙ্গে ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে যাবার প্রস্তাব করায় সেই সন্দেহই আরও ঘনীভূত হল।

খাওয়ার পরে বসবার ঘরের জানালার পাশে এক কাপ কফি নিয়ে বসে কোজ্‌নিশেভ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে আর দরজার দিকে চোখ রাখছে; ঐ দরজা দিয়েই ছেলেমেয়েরা জঙ্গলের দিকে যাবে। লেভিনও জানালার ধারে ভাইয়ের পাশে বসে আছে।

কিটি স্বামীর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে; তাদের একঘেয়ে কথাবার্তাটা থামলে সে কিছু বলবার জন্য অপেক্ষা করছে।

"বিয়ের পরে তুমি অনেক বদলে গেছ, আর ভালর দিকেই বদলেছ," কিটির দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে এবং তাদের আলোচনাটা যে খুবই এক-ঘেয়ে কিটির এই মনের ভাবকে যেন সমর্থন করেই কোজ্‌নিশেভ লেভিনকে বলল। "কিন্তু সেই অবাস্তব সব ধারণাকে তুমি এখনও আঁকড়ে ধরে আছ।"

কিটির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে লেভিন বলল, "এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তোমার পক্ষে ভাল নয় কেট।"

ছেলেমেয়েদের তার দিকে ছুটে আসতে দেখে কোজ্‌নিশেভ বলল, "তাহলে তো উঠবার সময় হয়ে গেছে।" প্রথমেই আঁটো মোজা পায়ে তানিয়া লাফাতে লাফাতে কোজ্‌নিশেভের দিকে ছুটে এল; তার এক হাতে একটা ঝুড়ি, অন্য হাতে কোজ্‌নিশেভের টুপি।

খুসিতে ডগমগ হয়ে টুপিটা কোজ্‌নিশেভের মাথায় পরিয়ে দিয়ে তানিয়া বলল, "ভারেংকা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

একটা হলুদ সূতীর কোট পরে মাথায় একটা সাদা রুমাল বেঁধে ভারেংকা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল।

বাকি কফিটা কোন রকমে গলায় ঢেলে রুল ও সিগার-কেসটা ঠিক ঠিক পকেটে নিয়ে কোজ্‌নিশেভ বলল, "যাচ্ছি, যাচ্ছি বার্‌বারা আন্দ্রেয়েভ্‌না।"

কোজ্‌নিশেভ উঠে দাঁড়ালে কিটি স্বামীকে বলল, "আমার ভারেংকা খুব ভাল মেয়ে নয় কি?" কোজ্‌নিশেভকে শোনাবার জন্যই সে কথাটা বলল। "কী মিষ্টি মেয়ে! আর কী সুন্দরী! ভারেংকা!" সে হাঁক দিল। "তুমি কি জঙ্গলে যাচ্ছ? আমরাও সেখানেই তোমাদের সঙ্গে মিলব।"

এই সময় বুড়ি প্রিন্সেস ঘরে ঢুকেই বলল, "কিটি, তোমার এই অবস্থার কথা দেখছি তোমার মনেই থাকে না। এত জোরে কথা বলবে না।"

কিটির ডাক ও তার মায়ের তিরস্কার শুনতে পেয়ে ভারেংকা দ্রুত কিটির কাছে এসে হাজির হল। তার ত্বরিৎ গতি আর মুখের রক্তিমাভা দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে অসাধারণ কিছু একটা ঘটে চলেছে। এই অসাধারণ বস্তুটি যে কি তা কিটি জানে, আর তাই তার উপর কড়া নজরও রেখেছে। সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির প্রত্যাশায় তাকে মনের অকথিত অভিনন্দন জানাবার জন্যই কিটি এখন ভারেংকাকে ডাক দিয়েছে; কিটির ধারণা আজই জঙ্গলে সেই ঘটনাটি ঘটবে।

ভারেংকাকে চুমা খেয়ে কিটি তার কানে কানে বলল, "ভারেংকা, একটা বিশেষ কিছু যদি আজ ঘটে তো আমি খুব খুসি হব।"

যেন কথাগুলি শুনতে পায় নি এমনি ভাব দেখিয়ে বিব্রত ভারেংকা লেভিনকে শুধাল, "আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন?"

"ঝাড়াইয়ের উঠোন পর্যন্ত যাব; আমি সেখানেই থেমে যাব।"

"ওঃ, কিন্তু কেন?" কিটি বলল।

লেভিন বলল, "কয়েকটা নতুন গাড়ি পরীক্ষা করে মাপ-জোপ করতে হবে। তুমি কোথায় থাকবে?"

"বারান্দায়।"

॥ ২ ॥

বাড়ির সব মেয়েরাই বারান্দায় হাজির। সাধারণতই ডিনারের পরে সকলে সেখানে বসে; কিন্তু আজ সেখানে জড়ো হবার বিশেষ কারণ আছে। ছোট-ছোট শার্ট সেলাই করা এবং কম্বল বোনা ছাড়াও আজ তারা এমন একটা নতুন পদ্ধতিতে জ্যাম তৈরি করছে যেটা আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নার কাছে অজানা—জল না দিয়ে জ্যাম তৈরি। নিজেদের বাড়িতে ব্যবহৃত এই পদ্ধতি কিটিই এখানে প্রচলিত করেছে। এতদিন পর্যন্ত আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নাই জ্যাম তৈরি করে এসেছে; সে জানে যে লেভিন-পরিবারে কোন জিনিসই খারাপভাবে তৈরি করা হয় না; তাই সে লুকিয়ে স্ট্রবেরি-জ্যামে জল মিশিয়ে দিয়েছিল, কারণ তার নিশ্চিত ধারণা যে জল ছাড়া জ্যাম ঠিক জমবে না; কিন্তু জল মেশাতে গিয়ে সে ধরা পড়ে গেছে, তাই এখন সকলের সামনে র‍্যাস্পবেরি-জ্যাম তৈরি করা হচ্ছে যাতে আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না নিজের চোখেই দেখতে পায় যে জল না মিশিয়ে জ্যাম তৈরি করা যায়।

কনুই পর্যন্ত জামার হাত গুটিয়ে এলোমেলো চুল নিয়ে আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না গম্ভীর মুখে কয়লার স্টোভের উপর পিতলের কড়াইটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জ্যামটা নাড়ছে ; তার চোখ দুটি র‍্যাস্পবেরিগুলোর দিকে নিবদ্ধ ; সমস্ত অন্তর দিয়ে সে আশা করছে, র‍্যাস্পবেরিগুলো যেন শক্ত হয়ে যায়, কোন মতেই জ্যামের মত না হয়। বুড়ি প্রিন্সেস জানে যে জ্যাম তৈরির কাজে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে তাকেই আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে ; তবু সে এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন অন্য সব কাজেই সে ব্যতিব্যস্ত, র‍্যাস্পবেরির দিকে তার কোন নজরই নেই ; মুখে সে অন্য সব কথা বলছে, কিন্তু সারাক্ষণ তার চোখ রয়েছে স্টোভের উপর।

প্রিন্সেস বলছে, "দাসীদের পোষাকের জন্য আমি সব সময়ই সস্তা দরের কাপড় কিনে দেই ;" তারপরই সে আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নাকে বলল, "দেখ তো সোনা, ওটা ছেঁক্‌বার সময় হয়েছে কি না ;" তারপর কিটিকে বলল, "না, ও কাজটা তুমি করবে না, স্টোভের ওখানটা অত্যন্ত গরম।"

"আমি করছি," বলে ডলি উঠে গিয়ে যত্নসহকারে ফুটন্ত চিনির রসের উপর থেকে ময়লা সরগুলো তুলে ফেলতে লাগল। আহা, চায়ের সঙ্গে সকলে কী মজা করেই না এটা চাখবে! নিজের ছেলেমেয়েদের কথা ভাবতে গিয়ে তার মনে পড়ে গেল যে, জ্যামের সেরা অংশ এই সরগুলো বড়রা কেন যে খায় না তা ভেবে ছেলেবেলায় সে নিজে কি রকম অবাক হয়ে যেত।

চাকর-বাকরদের দিতে হলে কোন্ উপহার সব চাইতে ভাল এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জের টেনে ডলি বলল, "স্তেভ কিন্তু বলে যে দাসীদের নগদ টাকা দেওয়া অনেক ভাল। কিন্তু আমি—"

বুড়ি প্রিন্সেস ও কিটি এক নিঃশ্বাসে বলে উঠল, "টাকা দিলে হবে কেন! উপহার পেলেই তারা খুসি হয়।"

প্রিন্সেস বলল, "এই তো ধর গত বছর আমাদের মাত্রোনা সেমিয়োনভ্‌-নার জন্য আমি কিনে দিয়েছি ঠিক পপলিন নয় তবে ঐ ধরনের কাপড়।"

"আমার মনে পড়ছে। তোমার জন্মদিনে সেটা সে পরেছিল।"

"কী সুন্দর প্যাটার্নটা, যেমন সাদাসিধে তেমনই রুচিসম্মত। ওকে কিনে না দিলে ঐ কাপড়ের একটা পোষাক আমি নিজের জন্যই বানাতাম। ভারেংকার ফ্রকটা যে কাপড়ে তৈরি অনেকটা সেই রকম। কী মিষ্টি, অথচ খরচ কম।"

চামচে থেকে ফোঁটা ফোঁটা রস ফেলে সেদিকে তাকিয়ে ডলি বলল, "মনে হচ্ছে এবার হয়ে গেছে।"

"যখন বলের মত দেখতে হবে তখন হয়ে যাবে। আরও কিছুক্ষণ জ্বাল দাও আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না।"

"কী মাছি!" আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না রাগে ফেটে পড়ল।

"বাঃ! কী সুন্দর! ওটাকে তাড়িয়ে দিও না!" একই চড়ুইপাখি এসে রেলিং-এ বসে একটা র‍্যাস্পবেরিকে ঠুকরে খাচ্ছিল; হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়তেই কিটি চেঁচিয়ে উঠল।

তার মা বলল, "ঠিক আছে; কিন্তু তুমি স্টোভের কাছে যেয়ো না।"

যখনই আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে তারা কথা বলতে চায় তখনই তারা ফরাসী ভাষার আশ্রয় নিয়ে থাকে; এখনও কিটি তাই করল। সে বলল, "ভারেংকার প্রসঙ্গে বলি মামন, আজ একটা কিছু পাকা হয়ে যাবে। তুমি তো ব্যাপারটা জান। কী ভালই না হবে!"

ডলি বলল, "এ ক্ষুদে ঘটকটি কম নয়! কি রকম সূক্ষ্ম কৌশলে ওদের দু'জনকে মিলিয়ে দিয়েছে!"

"কিন্তু আমাকে বল মামন, তুমি কি মনে কর।"

"এর মধ্যে মনে করার কি আছে? সে···(অর্থাৎ কোজ্‌নিশেভ)···তো সারা রাশিয়ার একজন সেরা বর; এখন আর ঠিক যুবক নেই বটে, কিন্তু তাহলেও এমন অনেক ভাল ভাল মহিলাকে আমি চিনি যারা ওকে বিয়ে করতে পারলে খুবই খুসি হত।···ভারেংকাও মিষ্টি মেয়ে, কিন্তু—"

"কিন্তু মামণি, তুমি কি মনে কর না যে এ মিলন ওদের দু'জনের পক্ষেই খুব ভাল হবে। প্রথমত, ভারেংকা তো সোনা মেয়ে," আঙুলে গুণতে গুণতে কিটি বলল।

ডলি সম্মতি জানিয়ে বলল, "এ কথাও ঠিক যে ভদ্রলোক ওকে খুব পছন্দ করে।"

"তারপর, সমাজে তার যা মর্যাদা তাতে নাম-করা অথবা টাকাওয়ালা কোন মেয়েকে বিয়ে করার প্রয়োজন তার নেই। সে শুধু এমন একটি মনের মত স্ত্রী চায় যে তাকে শান্তি ও স্বস্তি দিতে পারবে।"

ডলি সম্মতি জানিয়ে বলল, "ওকে নিয়ে সে অবশ্যই শান্তি পাবে।"

"তৃতীয়ত, তার স্ত্রীর কর্তব্য তাকে ভালবাসা, আর ভারেংকা তাকে সত্যি ভালবাসে। ওঃ, সত্যি, একেবারে রাজ-যোটক হবে! আমি জোর করে বলতে পারি, সব কিছু পাকা করেই তারা জঙ্গল থেকে ফিরবে। তাদের চোখ দেখেই আমি বলে দিতে পারব। আঃ, আমার যে কী ভালই লাগছে! তুমি কি মনে কর ডলি?"

মা মৃদু ভৎ'সনার স্বরে বলল, "এত উত্তেজিত হয়ো না। এতটা উত্তেজিত হওয়া তোমার উচিত নয়।"

"আমি উত্তেজিত হই নি মামণি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সে আজ ভারেংকার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবে।"

"কী আশ্চর্য ব্যাপার—মানুষ কেমন করে এক সময় বিয়ের প্রস্তাব করে বসে! এই মনে হয় বুঝি অনেক বাধা আছে, আর হঠাৎ সে বাধা সরে যায়,"

সুরেলা গলায় ডলি বলল ; অব্‌লন্‌স্কির সঙ্গে নিজের প্রেমের কথা মনে পড়ায় তার মুখে হাসি দেখা দিল।

কিটি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, "মামণি, বাপি তোমার কাছে কেমন করে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল ?"

"ওঃ, সে খুব সাধারণ ব্যাপার। অত্যন্ত সরলভাবে," প্রিন্সেস জবাব দিল ; কিন্তু সে কথা মনে করে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মেয়েদের জীবনের এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মায়ের সঙ্গে সমবয়সীর মত কথা বলতে পারায় কিটির খুব ভাল লাগল।

"স্বভাবতই আমি তাকে ভালবাসতাম ; গ্রামের বাড়িতে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত।"

"কিন্তু ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটল ? বল না মামণি ?"

"তোমরা হয় তো ভাব যে একটা নতুন পথ আবিষ্কার করেছ। তা নয়। সেই একই পুরনো ব্যাপার—চোখে চোখ রাখা, হাসি…"

"কী সুন্দর করে তুমি বললে মামণি ! ঠিক বলেছ,—চোখে চোখ রাখা, আর হাসি," ডলি বলল।

"কিন্তু কি কথা বাপি বলত ?"

"কন্‌স্তান্তিন কি কথা বলেছে ?"

"সে তো খড়ি দিয়ে লিখেছিল। আঃ, কী অবিশ্বাস্য ! মনে হয় যেন কতদিন আগেকার কথা !" সে বলল।

এই ভাবে তিনটি নারী একই বিষয় ভাবতে লাগল। কিটিই প্রথম সে নীরবতা ভাঙল। সে তখন ভাবছিল, বিয়ের আগেকার শীতকালের কথা, ভ্রন্‌স্কির প্রতি তার আসক্তির কথা।

সেই প্রসঙ্গে ভারেংকার পূর্ব প্রণয়ের কথা মনে পড়ায় কিটি বলল, "এখন একমাত্র কথা…ভারেংকার পূর্ব প্রণয়। সের্গেই আইভানভিচকে সে কথা জানিয়ে তার মনকে তৈরি করে রাখতেই আমি চেয়েছিলাম। সব পুরুষই আমাদের আগেকার অনুরাগ সম্পর্কে বড় বেশী ঈর্ষাকাতর হয়ে থাকে।"

ডলি বলল, "সকলে নয়। তুমি বিচার করছ নিজের স্বামীকে দিয়ে। সে তো এখনও ভ্রন্‌স্কির কথা ভেবে দুঃখ পায়। পায় কি না ? স্বীকার কর।"

"তা পায়," বিষণ্ণ হাসি হেসে কিটি বলল।

মেয়ের প্রতি মাতৃস্নেহের টানে প্রিন্সেস বলল, "দেখ, তোমার অতীত জীবনে এমন কি আছে যাতে সে দুঃখ পেতে পারে তা তো আমি জানি না। ভ্রন্‌স্কি তোমার দিকে নজর দিয়েছিল ? সে তো প্রত্যেক মেয়ের বেলায়ই ঘটে।"

"আঃ, সে কথা নিয়ে তো আমাদের আলোচনা হচ্ছে না," মুখ লাল করে কিটি বলল।

মা বলল, "আমাকে বাধা দিও না সোনা। তুমিই আমাকে ভ্রন্স্কির সঙ্গে কথা বলতে দাও নি। মনে পড়ে ?"

"আঃ মা !" কিটি দুঃখের সুরে বলে উঠল।

"আজকাল তো মেয়েদের হাতের মুঠোয় রাখা যায় না।…কিন্তু তোমাদের সম্পর্ককে আমি সীমা ছাড়িয়ে যেতে দিতাম না ; আমি নিজেই তাকে বাধা দিতাম। কিন্তু তুমি উত্তেজিত হয়ো না সোনা। দয়া করে সে কথাটা মনে রেখে শান্ত হও।"

"আমি খুব শান্ত আছি মামন।"

ডলি বলল, "কিটির ভাগ্য বলতে হবে যে ঠিক সেই সময় আন্না আমাকে দেখতে এসেছিল। আর সে বেচারির কী দুর্ভাগ্য।" সে কথা মনে হতেই ডলি শিউরে উঠল। "এখন তো সব কিছুই উল্টে গেছে। তখন আন্না ছিল সুখী, আর কিটি ছিল দুঃখী। আর এখন ঠিক উল্টো। তার কথা প্রায়ই মনে পড়ে।"

"মনে করবার মত মেয়েই বটে। একটি ঘৃণ্য, হৃদয়হীন, বিদ্রোহী মেয়ে।" মা বলে উঠল ; ভ্রন্স্কির পরিবর্তে কিটি যে লেভিনকে বিয়ে করেছে এ কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারে নি।

কিটি বিরক্ত হয়ে বলল, "বার বার একই কথা বলছ কেন ? ও কথা আমি আর ভাবি না, ভাবতে চাই না। না, ও কথা ভাবতে আমি চাই না।" সিঁড়িতে স্বামীর পায়ের শব্দ শুনতে পেরে সে আর একবার কথাটা বলল।

কাছে এসে লেভিন জিজ্ঞাসা করল, "কি ভাবতে চাও না তুমি ?"

কেউ জবাব দিল না ; সেও আর একবার প্রশ্নটা করল না।

লেভিন বুঝতে পারল, এরা এমন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছিল যেটা তার সামনে বলবে না ; তাই সকলের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টি মেলে সে বলল, "এই মহিলাদের জগতে এসে পড়ায় আমি দুঃখিত।"

এরা যে জল ছাড়া জ্যাম তৈরি করছে এবং এ বাড়িতে শের্বাৎস্কিদের প্রভাব যে ক্রমেই শিকড় গাড়ছে তাতে আগাফিয়া মিখাইলভ্না যেমন অসন্তুষ্ট, মুহূর্তের জন্য লেভিনও সেই অসন্তুষ্টির অংশীদার হল। কিন্তু পরক্ষণেই কিটির দিকে যেতে যেতে সে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল।

"তারপর, তুমি কেমন আছ ?" অন্য সকলের মতই লেভিনও কিটিকে ঐ একই প্রশ্ন করল।

কিটি হেসে বলল, "ভাল। চমৎকার। আর তুমি কি দেখে এলে ?"

"নতুন গাড়িগুলো পুরনো গাড়ির তুলনায় তিনগুণ জোরে চলে। ছেলে-মেয়েদের আনতে যাব কি ? আমি ঘোড়া আনতে বলেছি।"

"কি ? কিটিকে তুমি মালগাড়িতে তুলবে ?" প্রিন্সেস তিরস্কারের সুরে বলল।

"ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাব প্রিন্সেস।"

অন্য সব জামাইদের মত লেভিন প্রিন্সেসকে মামন বলে ডাকে না; তাতে প্রিন্সেস দুঃখও পায়। কিন্তু শাশুড়ির প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সত্ত্বেও লেভিন মনে করে যে তাকে মামন বলে ডাকলে তার নিজের মায়ের স্মৃতিকে অসম্মান করা হবে।

"তুমিও আমাদের সঙ্গে চল মামন," কিটি বলল।

"এ রকম অবিবেচনার কাজে আমি অংশীদার হতে চাই না।"

উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীর হাত ধরে কিটি বলল, "তাহলে আমি হেঁটেই যাব। সেটা তো আমার পক্ষে ভাল।"

"সেটা তোমার পক্ষে ভাল হতে পারে, কিন্তু সব কিছুই মাপমত হওয়া চাই," প্রিন্সেস বলল।

"আচ্ছা আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না, জ্যামটা কি তৈরি হয়ে গেছে?" তার মনটা ভাল করবার জন্য লেভিন আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল। "নতুন পদ্ধতিটা কি ভাল?"

"কারও কারও পক্ষে ভাল বলেই তো মনে হয়। তবে আমাদের মত, জ্বালটা বেশী হয়ে গেছে।"

স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে সহানুভূতির সুরে কিটি বলল, "একদিক থেকে তো এই পদ্ধতিটাও ভাল আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না, জ্যামটা নষ্ট হবে না; বরফ ঘরে বরফ গলে গেছে, কাজেই এগুলো রেখে দেবার জায়গাও নেই। আর নুন দেওয়ার কথা যদি বল, মা তো বলে তোমার হাতের নুন মাখানোর মত স্বাদ আর কিছুতে হয় না।"

আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না সরোষে কিটির দিকে তাকাল।

"আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করো না গো মেয়ে। তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখাই আমার কাছে যথেষ্ট সুখের।" কথাগুলি শুনে কিটিরও মন গলল।

"তুমিও আমাদের সঙ্গে ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে চল; আমাদের ভাল জায়গাগুলো দেখিয়ে দিতে পারবে," কিটি বলল। আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না হেসে ঘাড় নাড়ল; যেন বলতে চাইল: তোমার উপর রাগ করতে পারলে খুসি হতাম, কিন্তু সেটা আমার ক্ষমতার বাইরে।

বুড়ি প্রিন্সেস বলল, "এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ শুনো। মদে ভেজানো কাগজ দিয়ে জ্যামটা ঢেকে রেখো; তাহলে বিনা বরফেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে যে ওতে ছাতা পড়বে না।"

॥ ৩ ॥

স্বামীর সঙ্গে একলা থাকবার সুযোগ পেয়ে কিটি বিশেষভাবে খুসি হল,

কারণ স্বামী যখন বারান্দায় তাদের কাছে এসে আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল তখন কোন জবাব না পেয়ে তার স্পর্শকাতর মুখের উপর যে ক্ষোভের ছায়া পড়েছিল সেটা কিটির নজর এড়ায় নি।

তারা অন্যদের ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে গেল; গমের বীজ ও তুষ ছড়ানো ধূলোয় ঢাকা সমতল বড় রাস্তায় পড়তেই তারা বাড়ি থেকে দৃষ্টির বাইরে চলে এল; আর তখনই কিটি স্বামীর হাতের উপর ভর দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। সাময়িক ক্ষোভটা তার মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে; তার উপর স্ত্রীর সন্তানসম্ভাবনার কথা ভেবে (এ ভাবনাটা মুহূর্তের জন্যও তার মন থেকে যায় না) একটা নতুন অভিজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠল; সে অভিজ্ঞতায় তীব্রতা আছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়পরতার ছায়ামাত্র নেই; যে নারীকে সে ভালবাসে তাকে কাছে পেয়েছে, তাতেই আনন্দে তার মন ভরে গেছে। বলার কিছু নেই, তবু লেভিন চাইছে কিটির কণ্ঠস্বর শুনতে; সন্তান গর্ভে আসার ফলে তার চোখের দৃষ্টি যেমন বদলেছে, তেমনই বদলেছে তার গলার স্বর। কোন প্রিয় কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দিলে গলার স্বরে ও চোখের দৃষ্টিতে যে নরম গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে তাই ফুটে উঠেছে কিটির গলায় ও চোখে।

লেভিন বলল, "ঠিক বুঝতে পারছ তো যে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়বে না? আমার উপর আরও বেশী করে ভর দাও।"

"না, তোমাকে একলা পেয়ে কী যে খুসি হয়েছি; একথা আমি বলবই যে, ওদের সকলকে আমাদের মধ্যে পেয়ে যত খুসিই হই না কেন, মাঝে মাঝেই এই শীতের সন্ধ্যাগুলোকে দু'জনে একা একা ভোগ করতে ইচ্ছা করে।"

"তারাও ভাল, এটাও ভাল। দুটোই ভাল," কিটির হাতে চাপ দিয়ে লেভিন বলল।

"তুমি যখন বারান্দায় আমাদের কাছে হাজির হয়েছিলে তখন আমরা কি নিয়ে কথা বলছিলাম জানো?"

"জ্যাম?"

"জ্যাম তো বটেই, আর তাছাড়া পুরুষ মানুষ কেমন করে বিয়ের প্রস্তাব করে তা নিয়ে।"

তার কথার চাইতে গলার স্বরের প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়ে লেভিন বলল, "ওঃ।"

"আর সের্গেই আইভানভিচ ও ভারেংকাকে নিয়ে। তুমি কি লক্ষ্য করেছ? এই আমি চেয়েছিলাম," কিটি বলতে লাগল। "তুমি কি মনে কর?"

লেভিন হেসে বলল, "আমি কি মনে করি তা নিজেই জানি না। এ ব্যাপারে সের্গেইকে আমার খুবই অদ্ভুত মনে হয়। তোমাকে তো বলেছি—"

"সে একটি মেয়েকে ভালবাসত; মেয়েটি মারা গেছে, আর—"

"সে সব ঘটনার সময় আমি নেহাৎই ছেলেমানুষ ছিলাম ; সব কথাই পরে শুনেছি। কিন্তু তার তখনকার কথা আমার মনে আছে। সে আশ্চর্য রকমের ভদ্র ছিল। যৌবনকালে তাকে মেয়েদের সঙ্গেও দেখেছি : অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ, কেউ কেউ হয় তো তাকে খুসিও করেছে, কিন্তু আমার সব সময়ই মনে হয়েছে যে তার চোখে তারা যেন নারী নয়—শুধুই মানুষ।"

"কিন্তু এখন ভারেংকাকে নিয়ে···মনে হয় সে যেন একটা নতুন অনুভূতি···"

"হয় তো তাই। কিন্তু তাকে ভাল করে জানা দরকার। সে একটি অসাধারণ, বিস্ময়কর মানুষ। শুধুমাত্র বুদ্ধিদীপ্ত জীবনকেই সে জানে। সে বড় বেশী পবিত্র, বড় বেশী উন্নত।"

"আর তুমি কি মনে কর এর ফলে তার অবনতি ঘটবে ?"

"না, না ; কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত জীবনে সে এতদূর অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সে খাপ খাওয়াতে পারবে না, এবং ভারেংকা তো শেষ পর্যন্ত বাস্তব জীবনকেই চাইবে।"

গভীর আবেগের সঙ্গে কথা বলতেই লেভিন অভ্যস্ত ; সঠিক ভাষায় মুড়ে চিন্তাকে প্রকাশ করতে সে জানে না ; সে জানে, যে নিবিড় ঘনিষ্ঠতার মধ্যে এখন তারা বাস করছে তাতে সামান্য মাত্র ইঙ্গিত করলেই স্ত্রী তার কথা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবে। আর তাই সে পারল।

"হ্যাঁ, কিন্তু ভারেংকা তো আমার মত বাস্তববাদী নয় ; আমি জানি, কোজ্‌নিশেভ কখনও আমাকে ভালবাসতে পারত না। কিন্তু ভারেংকা তো একান্তই মনের জগতের মানুষ।"

"তোমার ধারণা ভুল, সে তোমাকে ভালবাসে, আর আমার আত্মীয়রা তোমাকে ভালবাসে এ কথা জেনে আমিও সুখী হই।"

"সে আমার প্রতি খুব সদয় এটা ঠিক, কিন্তু—"

"কিন্তু আমার স্বর্গত ভাই নিকোলাই-র মত নয়। তোমরা পরস্পরকে ভালবেসেছিলে," লেভিন বলল। "সব কথা খোলাখুলি বললে দোষ কি ? অনেক সময় আমি নিজেকেই দোষ দেই। ভয় হয় শেষ পর্যন্ত তাকে হয় তো ভুলেই যাব। ওঃ, কী ভয়ংকর অথচ আশ্চর্য লোকই সে ছিল !···কিন্তু আমরা কোন্ বিষয়ে কথা বলছিলাম যেন ?" একটু থেমে সে আবার বলল।

"তুমি কি মনে কর সে ভালবাসতে পারে না ?" কিটি সরলভাবে প্রশ্ন করল।

লেভিন হেসে জবাব দিল, "ভালবাসতে পারে না তা ঠিক নয় ; আসলে তার জন্য প্রয়োজনীয় দুর্বলতাটুকুই তার নেই।···কি জান, আমি তাকে আগাগোড়াই ঈর্ষা করতাম, আর এখন আমি যে এত সুখী তবু তাকে ঈর্ষা করি।"

"সে ভালবাসতে পারে না বলে তাকে ঈর্ষা কর না কি ?"

লেভিন হেসে বলল, "ঈর্ষা করি সে আমার চাইতে ভাল বলে। সে তো নিজের জন্য বাঁচে না। কর্তব্যের পায়ে সে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। তাই তো সে এত শান্ত, সন্তুষ্ট থাকতে পারে।"

"আর তুমি?" ঈষৎ হেসে কিছুটা ভালবাসার, কিছুটা ঠাট্টার সুরে কিটি শুধাল।

কেন যে সে হাসল সেটা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবে না, কিন্তু সে এটা বুঝতে পেরেছে যে, ভাইকে বড় করতে গিয়ে তার স্বামী যেভাবে নিজেকে ছোট করেছে সেটা সত্য নয়। ভাইকে সে ভালবাসে, নিজে এত সুখী হওয়ায় বিবেক তাকে দংশন করে; তাই তো সে স্বামীকে আরও ভালবাসে, আর সে কথা ভেবেই সে হাসল।

সেই একই হাসির সঙ্গে কিটি শুধাল, "আর তুমি? তোমার অসন্তুষ্ট হবার কারণটা কি?"

লেভিন বলল, "আমি সুখী, কিন্তু নিজেকে নিয়ে অসন্তুষ্ট।"

"সুখী হলে আবার অসন্তুষ্ট হবে কেমন করে?"

"কি বলে তোমাকে বোঝাব? এই মুহূর্তে মনপ্রাণ দিয়ে আমি শুধু একটা জিনিসই চাইছি—তুমি যেন ঠোক্কর খেয়ে পড়ে না যাও। এই দেখ, এভাবে লাফিয়ো না!" পথের মাঝখানে পড়ে থাকা একটা গাছের গুড়িকে পার হবার জন্য কিটি অদ্ভুতভাবে পা তুলতেই লেভিন হা-হা করে উঠল। "কিন্তু যখনই আমি নিজেকে বিশ্লেষণ করি আর অপরের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করি, বিশেষ করে কোজ্‌নিশেভ-এর সঙ্গে, তখনই মনে হয় আমি কোন কাজের নই।"

তখনও হাসতে হাসতেই কিটি বলল, "কেন? তুমিও কি অন্যের জন্য পরিশ্রম কর না? তোমার তো আছে গোলাবাড়ির কাজ, চাষীদের সঙ্গে কাজ, বই নিয়ে কাজ; কি বল?"

কিটির হাতে চাপ দিয়ে লেভিন বলল, "না, না, এখনকার মত এ রকম মনোভাব আমার কখনও ছিল না। সব দোষ তোমার। আমি সব কাজই করি আধখানা মন নিয়ে। তোমাকে যত ভালবাসি সে ভাবে যদি পরিশ্রমকে ভালবাসতাম···কিন্তু সব কাজকর্মই করি স্কুলের ছেলেদের অংক কষার মত করে।"

"তাহলে বাপির সম্পর্কে তুমি কি ভাব?" কিটি প্রশ্ন করল। "সে তো তাহলে খুব খারাপ লোক, কারণ সাধারণের ভালর জন্য সে তো কিছুই করে না।"

"তিনি? আরে না, না, সে কাজ ছাড়াও তো লোকে ভাল হতে পারে, সরল ও নির্দোষ হতে পারে; কিন্তু সে সব গুণ কি আমার আছে? আমি কিছুই করি না, আর সে জন্য যন্ত্রণা ভোগ করি। আর এ সবই তোমার দোষ।

যখন তোমাকে কাছে পাই নি আর এটাও দেখা দেয় নি," লেভিন কিটির পেটের দিকে তাকিয়ে বলল আর কিটিও তার অর্থটা বুঝতে পারল, "তখন আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করতাম ; কিন্তু এখন তা পারি না ; বিবেক-টাই গোলমাল করে ; কাজ করি অংক কষার মত করে ; লোক-দেখানো ভাবে।"

কিটি প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, তুমি কোজ.নিশেভের সঙ্গে জায়গা বদল করতে রাজী আছ ? তার মত সাধারণের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে এবং অংক কষার কাজে নিজেকে সঁপে দিতে পারবে ? আর কিছুই চাইবে না ?"

লেভিন বলল, "মোটেই পারব না। আসলে আমি এখন এত সুখী যে কোন কিছুরই মাথা-মুণ্ডু বুঝতে পারি না।···যাক গে, তাহলে তুমি মনে করছ যে, কোজ.নিশেভ আজ তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবে ?"

"মনে করছি, আবার করছিও না। কিন্তু ভীষণভাবে চাইছি। দাঁড়াও।" নীচু হয়ে পথের পাশ থেকে একটা 'ডেইজি' ফুল তুলে লেভিনের হাতে দিয়ে সে আবার বলল, "আচ্ছা, ধর তো—প্রস্তাব করবে, করবে না।"

লম্বা পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ফেলে লেভিন বলল, "করবে, করবে না।"

কিটি চেঁচিয়ে উঠল, "না, না ! তুমি যে এক সঙ্গে দুটো পাপড়িই ছিঁড়ে ফেললে !"

একটা ছোট পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলে লেভিন বলল, "এই ছোট পাপড়িটা তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। আরে, গাড়িটা যে আমাদের ধরে ফেলল।"

"কিটি, তোমার কি ক্লান্ত লাগছে ?" তার মা হাঁক দিয়ে বলল।

"মোটেই না।"

"ঘোড়াগুলো যদি আস্তে আস্তে চলে তাহলে তুমি গাড়িতে উঠে আসতে পার।"

কিন্তু আর গাড়িতে উঠে কোন লাভ নেই। তারা গন্তব্যস্থানের কাছে এসে পড়েছে। সকলেই গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে লাগল।

॥ ৪ ॥

ভারেংকা কালো চুলের উপর সাদা রুমাল বেঁধেছে। ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে রয়েছে। খুসির মেজাজে সে তাদের নিয়েই ব্যস্ত। যাকে সে ভাল-বাসে সে আজ বিয়ের প্রস্তাব করতে পারে এই সম্ভাবনায় উত্তেজনার একটা রক্তিমাভা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ায় তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। পাশে হাঁটতে হাঁটতে কোজ.নিশেভ বার বার তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। ভারেংকার দিকে তাকিয়ে তার মুখ থেকে শোনা সব মিষ্টি কথাগুলি তার মনে পড়ে গেল, মনে পড়ল ভারেংকার যত গুণের কথা সে শুনেছে তাও ; আর

ক্রমেই সে বেশী করে অনুভব করছে যে ভারেংকার প্রতি তার মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে সেই অনুভূতি যা সে জীবনে মাত্র আর একবারই অনুভব করেছে, আর সেটা অনেক অনেক কাল আগে প্রথম যৌবনে। ভারেংকাকে কাছে পেয়ে সে আনন্দে এতই মশগুল যে একটা বড় ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে তার ঝুড়িতে ভরে দিতে দিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে যখন দেখতে পেল যে সুখের উচ্ছ্বাসে ও ভীরু উত্তেজনায় ভারেংকার গাল দুটি লাল হয়ে উঠেছে, তখন সে নিজেই লজ্জা পেল, আর নীরবে এমন হাসি হাসল যার ভিতর দিয়ে লক্ষ কথা ঝড়ে পড়ল।

নিজের মনে বলল, এই যদি অবস্থা হয়, তো এ নিয়ে আগাগোড়া ভাবতে হবে, একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে, ছোট ছেলের মত ক্ষণস্থায়ী কল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করলে চলবে না।

"এতক্ষণ পর্যন্ত আমি কোন কাজ করি নি, কাজেই ব্যাঙের ছাতা খুঁজতে এমন জায়গায় চলে যাব যেখানে কেউ আমার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারবে না," এই কথা বলে সকলে যেখানে ডালপালা-ছড়ানো বুড়ো বার্চ গাছের নীচে ছোট ছোট ঘাসের মধ্যে ব্যাঙের ছাতা খুঁজছিল সে জায়গা ছেড়ে কোজ্‌নিশেভ জঙ্গলের অনেক ভিতরে ঢুকে গেল; সেখানে সাদা বার্চ গাছ; ধূসর আস্পেন গাছ ও গাঢ় রঙের বাদাম গাছের মেলা। প্রায় চল্লিশ পা ভিতরে ঢুকে যাবার পরে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে সে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। হঠাৎ তার কানে এল, জঙ্গলের প্রান্ত থেকে ভারেংকা ভরাট গলায় গ্রিশাকে ডাকছে। কোজ্‌নিশেভের মুখে খুসির হাসি ফুটে উঠল। সেটা ধরতে পেরে মাথা নাড়তে নাড়তে সে একটা চুরুট বের করল। বার্চ গাছের বাকলে ঘসে ঘসে অনেক কষ্টে দেশলাইটা ধরাল। চুরুটের সুগন্ধি ধোঁয়া বাতাসে ভেসে যেতে লাগল।

ধোঁয়ার দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে কোজ্‌নিশেভ নিজের কথাই ভাবতে লাগল।

কেনই বা করব না? সে ভাবল। এটা যদি সাময়িক আবেগ বা কামনার উচ্ছ্বাস হত, কেবলমাত্র একটা আকর্ষণ হত—পারস্পরিক আকর্ষণ (পারস্পরিক কথাটা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি), যদি বুঝতাম যে এটা আমার সমস্ত জীবনের গতির পরিপন্থী, যদি বিশ্বাস করতাম যে এ আকর্ষণের কাছে আত্ম-সমর্পণ করলে আমার কর্মধারা ও কর্তব্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে··· কিন্তু তা তো নয়। এর বিরুদ্ধে একটি মাত্র কথাই বলার আছে: মারি-কে যখন হারাই তখন নিজেকে বলেছিলাম, তার স্মৃতির প্রতি চিরদিন বিশ্বস্ত থাকব। আমার বর্তমান মনের টানের বিরুদ্ধে সেটাই একমাত্র যুক্তি হতে পারে। কিন্তু যুক্তিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, নিজের মনে এ কথা ভাবলেও সঙ্গে সঙ্গে সে এটাও বুঝতে পারল যে তার সম্পর্কে অন্য লোকের মনে যে কাব্যময়

ছবি আঁকা হয়ে আছে সেটাকে রক্ষা করা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে এই যুক্তির কোন গুরুত্ব নেই। শুধু মাত্র যুক্তি দিয়েও যদি তাকে চেয়ে থাকি, তাতেও তো তার চাইতে উপযুক্ত আর কাউকে আমি পেতাম না।

মনে মনে পরিচিত সব মেয়ে ও নারীর কথা বিচার করেও সে এমন এক-জনকেও খুঁজে পেল না যার মধ্যে সেই সব গুণের সমাবেশ ঘটেছে যা সে তার স্ত্রীর মধ্যে পেতে চায়, ভারেংকার মধ্যে আছে যৌবনের সতেজ মাধুর্য, অথচ সে শিশু নয়; সে যদি তাকে ভালবেসে থাকে তো সচেতনভাবেই ভাল-বেসেছে, ঠিক যে ভাবে সব নারীরই ভালবাসা উচিত। এই গেল এক কথা। আরেক কথা হল, উঁচু মহলের মহিলা হওয়া দূরের কথা, উঁচু মহল সম্পর্কে ভারেংকা স্পষ্টতই বীতস্পৃহ; আবার উঁচু মহলের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, ভাল শিক্ষা-দীক্ষার ফলে উপযুক্ত চালচলনেও সে অভ্যস্ত; আর সে সব যার নেই তাকে জীবনের সঙ্গিনী করার কথা তো সে ভাবতেই পারে না। তৃতীয় কথা, ভারেংকার একটা ধর্মবোধ আছে, ঠিক শিশুসুলভ ভাবে নয়—যেমন কিটির মত প্রবৃত্তিগতভাবে সৎ ও ধর্মচেতনাসম্পন্ন নয়—তার পক্ষে ধর্ম-বোধটাই জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। সূক্ষ্মতম বিবরণে গিয়েও কোজ্‌নিশেভ ভারেংকার মধ্যে সে সব কিছুই পেল যা সে তার স্ত্রীর মধ্যে পেতে চায়: ভারেংকা গরীব ও নিঃসঙ্গ, আর তার অর্থ ই হল কিটির মত একগাদা আত্মীয় স্বজন এনে তাদের দ্বারা স্বামীর ঘরকে সে প্রভাবিত করবে না; সব ব্যাপারেই সে স্বামীর উপর নির্ভর করবে; ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনের পক্ষে সেটাকেও সে বাঞ্ছনীয় বলেই মনে করে। আর এত সব গুণে গুণান্বিত হয়েও এই মেয়ে যে তার মত একজন সাধারণ লোককে ভালবেসেছে সেটাও সে বিবেচনা না করে পারল না। সে নিজেও তো ভারেংকাকে ভালবাসে। তার দিক থেকে একমাত্র ত্রুটি হচ্ছে তার বয়স। কিন্তু তাদের বংশে সকলেই তো দীর্ঘজীবী, তার মাথার একগাছি চুলও পাকে নি, সকলেই বলে তাকে দেখলে চল্লিশের বেশী বলে মনেই হয় না; তার আরও মনে পড়ে গেল যে ভারেংকাই বলেছে, রাশিয়াতেই লোকে পঞ্চাশ বছরে নিজেদের বুড়ো মনে করে, কিন্তু ফ্রান্সে পঞ্চাশ বছরের মানুষও নিজেকে মনে করে *dans la force de l'age*, আর চল্লিশে মনে করে *un jeune homme*. তাছাড়া সে যখন আজও বিশ বছর আগেকার মতই নিজেকে মনেপ্রাণে যুবক মনে করে তখন বয়সে কি যায়-আসে। এই যে জঙ্গলের অপর প্রান্তে পৌঁছে সূর্যের পড়ন্ত আলোয় ভারেংকার নমনীয় দেহলতাকে সে দেখতে পেয়েছে, হলুদ ফ্রক পরে ঝুড়ি হাতে হাল্কা পা ফেলে হেঁটে চলেছে একটা বুড়ো বার্চ গাছের পাশ দিয়ে, তা দেখে কি যৌবনের উন্মাদনা তাকে পেয়ে বসে নি? খুসিতে তার নিঃশ্বাস দ্রুততর হল। গভীর আবেগে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। সে বুঝল, সব কিছুর মীমাংসা হয়ে গেছে। এইমাত্র একটা ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে নিয়ে ভারেংকা

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। চুরুটটা ফেলে দিয়ে কোজ্‌-নিশেভ দৃঢ় পদক্ষেপে তার দিকেই এগিয়ে চলল।

॥ ৫ ॥

ভারেংকা, আমি যখন তরুণ যুবক ছিলাম সেই সময় থেকেই যে নারীকে আমি ভালবাসব, যাকে আমার স্ত্রী বলে ডেকে আনন্দ পাব, তার একটি আদর্শ আমি মনে মনে গড়েছিলাম। জীবনের দীর্ঘ পথ পার হয়ে প্রথম আমি তোমার মধ্যে পেয়েছি যা কিছু চেয়েছি। আমি তোমাকে ভালবাসি, আর তাই তোমার দিকেই আমার হাতখানি বাড়িয়ে দিলাম।

ভারেংকার কাছ থেকে দশ পা দূরে দাঁড়িয়ে কোজ্‌নিশেভ মনে মনে এই কথাগুলিই আওড়াতে লাগল। ভারেংকা তখন নতজানু হয়ে গ্রিশাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে ব্যাঙের ছাতা কুড়োবার জন্য ছোট্ট মাশাকে ডাকছে।

সুন্দর ভরাট গলায় হাঁক দিয়ে বলছে, "এখানে, এখানে এস! বাচ্চারা সব! এখানে অনেক—অনেক আছে!"

কোজ্‌নিশেভকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল না; তার কোন পরিবর্তনও দেখা গেল না; কিন্তু তাকে দেখেই বোঝা গেল যে কোজ্‌নিশেভের উপস্থিতি সে টের পেয়েছে এবং খুসি হয়েছে।

সাদা রুমালের ফ্রেমে-আঁটা সুন্দর হাসিভরা মুখখানি কোজ্‌নিশেভের দিকে ঘুরিয়ে সে প্রশ্ন করল, "আপনি কিছু পেয়েছেন?"

"একটাও না," কোজ্‌নিশেভ বলল। "আর আপনি?"

ছেলেমেয়েরা ভারেংকাকে এমনভাবে ঘিরে ধরেছে যে সে কোন জবাব দিতে পারল না।

ছোট্ট মাশাকে একটা ব্যাঙের ছাতা দেখিয়ে সে বলল, "ঐ ডালের নীচে আর একটা আছে।" শুকনো খড়ের চাপে ব্যাঙের ছাতাটার গোলাপি টুপিটা দু'ভাগ হয়ে কেটে গেছে। মাশা সেটাকে তুলতে গিয়ে দুই টুকরো করে ভেঙে ফেলল। ছেলেমেয়েদের রেখে কোজ্‌নিশেভের কাছে গিয়ে ভারেংকা বলল, "এটা দেখে আমার নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল।"

তারা নীরবে কয়েক পা হাঁটল। ভারেংকা বুঝতে পারল, কোজ্‌নিশেভ কথা বলতে চাইছে; সে কি বলতে চায় সেটা অনুমান করে যুগপৎ আনন্দে ও আশংকায় তার যেন শ্বাস টানতে কষ্ট হতে লাগল। যাতে কেউ তাদের কথা শুনতে না পায় ততদূর পর্যন্ত তারা হাঁটল, তবু কোজ্‌নিশেভ কথা বলল না। ভারেংকা বোঝে, তার চুপ করে থাকাই ভাল। ব্যাঙের ছাতা নিয়ে

কথা বলার চাইতে চুপ করে থাকার পরেই মনের কথা বলা তাদের পক্ষে সহজতর হবে। কিন্তু নিজের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে হঠাৎই সে বলে ফেলল :

"তাহলে আপনি একটাও পান নি ? কিন্তু জঙ্গলের ভিতর দিকে তো সব সময়ই বেশ কিছু থাকে।"

কোজ্‌নিশেভ দীর্ঘশ্বাস টানল, কিছু বলল না। ভারেংকা ব্যাঙের ছাতার কথা বলায় সে যেন বিরক্ত বোধ করল। ভারেংকা ছেলেবেলার কথা কি বলতে চেয়েছিল সে কথায় ফিরে যাবার ইচ্ছা সত্ত্বেও একটু থেমে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন সেও বলে উঠল :

"শুনেছি সাদা ব্যাঙের ছাতা সাধারণত জঙ্গলের প্রান্তেই বেশী জন্মায়, কিন্তু চোখে দেখলেও সাদাগুলিকে আমি চিনে নিতে পারি না।"

আরও বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল ; ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে তারা আরও অনেক দূরে চলে গেল ; এক সময় একেবারেই নিঃসঙ্গ হল। ভারেংকার বুকের ভিতরটা এমনভাবে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছে যে সে যেন শুনতে পাচ্ছে ; সে বুঝল তার মুখ লজ্জায় ম্লান হয়ে উঠেছে।

মাদাম স্তাহ্‌ল্‌-এর কাছে সে যে অবস্থায় ছিল তারপরেও কোজ্‌নিশেভের মত লোকের স্ত্রী হতে পারা তো তার কাছে পরম সুখের কথা। তার উপর সে নিশ্চিতভাবেই জানে যে কোজ্‌নিশেভকে সে ভালবেসেছে। এবার তার ভাগ্য-নির্ধারণের সময় এসেছে। সে শংকিত হয়ে পড়ল। কোজ্‌নিশেভ কি বলবে আর কি না বলবে তাই নিয়েই তার যত শংকা।

আর কোজ্‌নিশেভও জানে, এখন না বললে আর কখনও বলা হবে না। ভারেংকার চাউনি, তার আরক্তিম গাল, তার আনত চোখ—সব কিছুতেই প্রকাশ, কী এক যন্ত্রণাক্লিষ্ট প্রত্যাশায় তার সময় কাটছে। তা দেখে কোজ্‌-নিশেভের করুণা হল। সে এও বুঝল, এখন কিছু না বললে তাকে ভয়ানক আঘাত দেওয়া হবে। আসন্ন পদক্ষেপের স্বপক্ষে যত যুক্তি ছিল সব সে অতি দ্রুত মনে মনে একবার পর্যালোচনা করল। যে ভাষায় সে প্রস্তাবটি করতে চাইছে তার কথাগুলি সে আর একবার মনে মনে আবৃত্তি করল। কিন্তু কোন অপ্রত্যাশিত কারণ এসে বাধা হয়ে দাঁড়াল ; সে শুধু বলল :

"সাদা ও বার্চ ব্যাঙের ছাতার মধ্যে তফাৎটা কি ?"

কাঁপা ঠোঁটে ভারেংকা জবাব দিল :

"মাথার দিকে প্রায় কোন তফাৎ নেই, তফাৎ শুধু বোঁটার দিকে।"

কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জনই বুঝতে পারল যে সব শেষ হয়ে গেল, যা বলার ছিল তা আর কোন দিন বলা হবে না, আর দু'জনেরই মনে যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা হ্রাস পেতে লাগল।

একটু সংযত হয়ে কোজ্‌নিশেভ বলল, "বার্চের ব্যাঙের ছাতা·· হুম্‌, তার শিকড় দেখলে তিন দিনের গজানো কাঁচা দাড়ির কথা মনে পড়ে।"

"ঠিক কথা," ভারেংকা হেসে বলল ; তারপর অজান্তেই তাদের পা উল্টো দিকে ঘুরে গেল। তারা ছেলেমেয়েদের কাছে ফিরে গেল। ভারেংকা আঘাত পেল, লজ্জিত হল, আবার সেই সঙ্গে স্বস্তিও পেল।

বাড়ি ফিরে কোজ্‌নিশেভ যখন যুক্তিগুলোকে নিয়ে পুনরায় আলোচনা করল, তখন তার মনে হল, সকলে তাকে ভুল সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিয়েছিল : মারির স্মৃতির প্রতি অবিশ্বস্ত হতে সে পারে না।

"আস্তে, আস্তে ছেলেমেয়েরা !" ছেলেমেয়েগুলি সানন্দে চেঁচাতে চেঁচাতে তাদের দিকে ছুটে আসছে দেখে স্ত্রীকে তাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য লেভিন স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে বিরক্তির সঙ্গে চীৎকার করে উঠল।

ছেলেমেয়েদের পিছন পিছন কোজ্‌নিশেভ ও ভারেংকাও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। কিটি কোন প্রশ্ন করার দরকার বোধ করল না ; তাদের মুখের লজ্জাসংকুচিত শান্ত ভাব দেখেই সে বুঝতে পারল, তার আশা পূর্ণ হয় নি।

তারা বাড়ির পথ ধরলে স্বামী কিটিকে জিজ্ঞাসা করল, "কি হল ?"

"ঝাল নেই," ঈষৎ হেসে কিটি এমনভাবে কথাটা বলল যাতে তার বাবার কথা মনে পড়ে যায় ; এ ধরনের কথা শুনলে লেভিন সব সময়ই খুসি হয়।

"ঝাল নেই, মানে তুমি কি বলতে চাইছ ?"

স্বামীর হাতটা নিয়ে ঠোঁটে ছুঁইয়ে কিটি বলল, "এই রকম। যে ভাবে লোকে পুরোহিতের হাতে চুমা খায়।"

"কার দিক থেকে ঝালের অভাব হল ?"

"দু'জনের দিক থেকেই। আর এই রকম হওয়াই উচিত ছিল !"

"ওঃ ! কয়েকজন চাষী আসছে।"

"ওরা দেখতে পায় নি।"

॥ ৬ ॥

ছোটরা যখন চা খাচ্ছিল বড়রা তখন উপরতলার ব্যালকনিতে বসে এমন ভাবে গল্প করছিল যেন কিছুই হয় নি ; অথচ সকলেই জানে, কোজ্‌নিশেভ ও ভারেংকা তো ভাল করেই জানে, যে নিতিবাচক হলেও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। পরীক্ষায় ফেল করে কোন ছাত্রকে একই শ্রেণীতে থাকতে হলে অথবা স্কুল থেকে বিতাড়িত হলে তার মনের যে রকম অবস্থা হয় এদের দু'জনের মনের অবস্থাও সেই রকম। এসব কথা জানত বলেই অন্যরাও আরও বেশী উৎসাহের সঙ্গে অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনায় মেতে রইল। সে সন্ধ্যাটা লেভিন ও কিটি বিশেষ সুখে ও ভালবাসায় কাটাল। কিন্তু তাদের ভালবাসার

সেই সুখ তিরস্কার হয়ে তাদের গায়ে লাগল যারা ঐ একই সুখ ভোগ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা না পেরে লজ্জায় মুখ ঢেকেছে।

বুড়ি প্রিন্সেস বলল, "আমার কথা মানো, আলেক্সান্দ্রে তার সঙ্গে আসবে না।"

সকলে আশা করছিল যে অব্‌লন্‌স্কি সেদিন রাতের ট্রেনেই পৌঁছে যাবে। আর বুড়ো প্রিন্সেসও লিখেছিল, সেও ঐ সঙ্গে আসতে পারে।

প্রিন্সেস বলতে লাগল, "কেন আসবে না তা আমি জানি। সে বলে যে বিয়ের প্রথম দিকে নবদম্পতিকে একলা থাকতে দেওয়া উচিত।"

কিটি বলল, "আর ঠিক তাই সে করেছে। কতদিন হয়ে গেল বাপিকে দেখি নি। সে আমাদের তরুণ-তরুণী ভাবল কেমন করে? আমরা তো ভীষণ বড় হয়ে গেছি।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রিন্সেস বলল, "দেখ, সে যদি না আসে তো আমিও তোমাদের ফেলে চলে যাব।"

দুই মেয়েই প্রতিবাদ জানিয়ে বলে উঠল, "কিন্তু তুমি কেন যাবে মামণি?"

"ওর কি অবস্থা হবে সেটা ভাব! তোমরা তো জান এখন…"

তাদের অবাক করে দিয়ে প্রিন্সেসের গলা ধরে এল। মেয়েরা নীরবে দৃষ্টিবিনিময় করে বলল: "মামনের সব কিছুতেই কান্নাকাটি।" তারা তো জানে না, মেয়েদের কাছে থাকাটা প্রিন্সেসের পক্ষে যত সুখেরই হোক, এখানে তার উপস্থিতি যতই দরকারী হোক, তাদের সব চাইতে আদরের ছোট মেয়েটি বিয়ের পরে বাড়িটাকে খালি করে চলে আসার পর থেকেই তার ও তার স্বামীর দিনগুলি বড়ই দুঃখের মধ্যে কাটছে।

একটা কোন জরুরী গোপন কথা জানাবার ভঙ্গীতে আগাফিয়া মিখাইল-ভ্‌না ঘরে ঢুকতেই কিটি শুধাল, "কি চাই তোমার?"

"খাবারের কথা বলতে এসেছিলাম।"

ডলি বলল, "ভাল কথা। তুমি যাও, খাবারের ব্যবস্থা করগে। গ্রিশার পড়াটা আমিই শুনছি।, আজ সারাদিন সে কিচ্ছু পড়ে নি।"

"এতে আমারও শিক্ষা হল! আমিও যাব ডলি," লাফিয়ে উঠে লেভিন বলল।

গ্রিশা সবে "জিম্‌নাসিয়াম"-এ ভর্তি হয়েছে; আশা ছিল গরমের সময় কতকগুলি বিষয়ের পড়াশুনাটা একটু ঝালিয়ে নেবে। মস্কোতে ডলিও তার সঙ্গে লাতিন শিখছিল; এখন লেভিনদের বাড়িতে আসার পর থেকে সে নিয়ম করে নিয়েছে যে দিনে অন্তত একবার করে সে গ্রিশাকে অংক ও লাতি-নের শক্ত পড়াগুলো পড়াবে। লেভিন নিজেই পড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু ডলি যখন শুনল যে গ্রিশার মস্কোর শিক্ষকের মত করে না পড়িয়ে লেভিন তার

নিজের মত করে পড়ায় তখন ডলি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই জানিয়ে দিল যে পাঠ্য বইগুলিকে মস্কোর শিক্ষকের মত করেই আগাগোড়া পড়ানো উচিত, আর তাই সেটা পড়াবার ভার সে নিজেই নেবে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এবং লালন পালনের ব্যাপারে ডলি কিছুই জানে না, অথচ অব্‌লন্‌স্কি সে ব্যাপারটা তার হাতেই ছেড়ে দেওয়ায় লেভিন অব্‌লন্‌স্কির উপর বিরক্ত বোধ করল ; এই রকম জঘন্য পদ্ধতিতে লেখাপড়া শেখায় বলে শিক্ষকদের উপরেও সে বিরক্ত হল। কিন্তু শ্যালিকাকে সে কথা দিল, ডলির ইচ্ছামতভাবেই সে গ্রিশাকে পড়াবে এবং তদনুসারে তার নিজের মত করে না পড়িয়ে বই ধরেই পড়াতে শুরু করে দিল। এই ব্যাপারটা তার কাছে এতই বিরক্তিকর লাগত যে প্রায়ই তার পড়ার সময়টা ভুল হয়ে যেত। আলোচ্য দিনটিতেও তাই ঘটেছে।

লেভিন বলল, "আমি যাচ্ছি ডলি, তুমি এখানেই থাক। বই অনুসরণ করেই আমরা যথাযথভাবে পড়াশুনাটা চালিয়ে যাব। কিন্তু স্তেভ এসে পৌঁছলে তো আমরা শিকারে বের হব, তখন কয়েকদিনের পড়া বাদ পড়বে।"

লেভিন গ্রিশার কাছে চলে গেল।

ভারেংকাও কিটিকে সেই কথাই বলল। লেভিনের সুশৃংখলভাবে পরিচালিত সংসারেও কিটি নানাভাবে নিজেকে কাজে লাগিয়ে থাকে।

"আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি, তুমি এখানে থাক," বলে ভারেংকা আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নার কাছে গেল।

কিটি বলল, "ওরা নিশ্চয়ই মুরগির বাচ্চা যোগাড় করতে পারে নি। মনে হচ্ছে আমাদের নিজের গুলোকেই মারতে হবে।"

"আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না ও আমিই সেটা স্থির করব," বলে তারা দু'জনই বেরিয়ে গেল।

"কী সুন্দর মেয়েটি," প্রিন্সেস বলল।

"শুধু সুন্দর নয় মামন, সারা জগতে এ রকম প্রিয় সখী মেলা ভার!"

ভারেংকা সম্পর্কে কোন আলোচনা হয় এটা সে চায় না বলেই কোজ্‌-নিশেভ হঠাৎ প্রশ্ন করল," তাহলে আপনারা আশা করছেন অব্‌লন্‌স্কি আজ আসবে? এত আলাদা দু'টি জামাই জোটানো খুবই শক্ত কাজ। একজন জলের মধ্যে মাছের মত সমাজে ঘুরে বেড়াতেই ভালবাসে ; আর একজন, যেমন আমাদের কন্‌স্তান্তিন, এমনিতে বেশ চটপটে, সব ব্যাপারে উৎসাহী, কিন্তু সমাজে পা দিলেই হয় শামুকের মত গুটিয়ে যাবে, আর না হয় তো জল থেকে তুলে আনা মাছের মত অসহায়ভাবে ডানা ঝাপ্‌টাবে।"

প্রিন্সেস কোজ্‌নিশেভকে বলল, "সব জিনিসকেই সে বড় হাল্কাভাবে দেখে। আমার ইচ্ছা তুমি তার সঙ্গে একবার কথা বল যাতে ওকে (কিটিকে) এখানে না রেখে মস্কো নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। সে বলছে, মস্কো থেকে একজন ডাক্তার পাঠাবে —"

এ সব কথা কোজ্‌নিশেভকে বলায় ক্ষুব্ধ হয়ে কিটি বলল, "মামন, সেই এটা দেখবে, তুমি যেমনটি চাইবে সে ঠিক তাই করবে।"

কথার মাঝখানেই তারা ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি ও কাঁকর বিছানো পথে চাকার শব্দ শুনতে পেল।

ডলি স্বামীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য উঠতে না উঠতেই লেভিন গ্রিশাকে হাত ধরে টানতে টানতে পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে একলাফে নীচে নেমে গেল।

ব্যালকনির নীচ থেকেই হাঁক দিয়ে বলল, "স্তেভ এসেছে। ভয় নেই ডলি, আমাদের পড়া শেষ হয়ে গেছে।" বলতে বলতেই সে ছেলে মানুষের মত ছুটতে ছুটতে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

তার পিছন পিছন লাফাতে লাফাতে গ্রিশা চেঁচাতে লাগল, "*Is*, *ea*, *id*, *ejus*, *ejus*, *ejus* ."

গলির মুখে থেমে লেভিন পিছন ফিরে বলল, "সঙ্গে একজন রয়েছে। সম্ভবত বাপি। কিটি, তুমি সিঁড়ি দিয়ে নেম না, ঘুরে এস।"

কিন্তু গাড়ির অপর আরোহীকে বুড়ো প্রিন্স মনে করে লেভিন ভুল করেছে। গাড়ির কাছে পৌঁছে সে দেখল, অব্‌লন্‌স্কির পাশে যে বসে আছে সে প্রিন্স নয়, শক্ত-সমর্থ একটি সুদর্শন যুবক; মাথায় স্কচ্‌ ক্যাপ, তার থেকে ফিতে ঝুলছে। লোকটি শের্‌বাত্‌স্কি বোনদের দূর সম্পর্কের ভাই ভাসিয়া ভেস্‌লভ্‌স্কি; মস্কো ও সেণ্ট পিতার্সবুর্গ সমাজের একজন গুণধর তরুণ সদস্য; "চমৎকার ছেলে ও দক্ষ খেলোয়াড়" বলে অব্‌লন্‌স্কি তার পরিচয় দিল।

ভেস্‌লভ্‌স্কি লেভিনকে সাদর সম্ভাষণ জানাল, ইতিপূর্বে কোথায় তাদের দেখা হয়েছিল সে কথা স্মরণ করিয়ে দিল, অব্‌লন্‌স্কির সঙ্গে আসা শিকারী কুকুরটার উপর দিয়ে গ্রিশাকে তুলে নিয়ে গাড়ির মধ্যে বসিয়ে দিল।

লেভিন গাড়ির ভিতর ঢুকল না, পিছন পিছন হাঁটতে লাগল। বুড়ো প্রিন্সকে যত দেখছে ততই তাকে লেভিনের ভাল লাগছে; তাই সে না আসায় এবং তার পরিবর্তে যে লোকটিকে সে অপ্রীতিকর বলে জানে এবং এখানে যাকে সে মোটেই স্বাগত বলে মনে করে না সেই ভাসিয়া ভেস্‌লভ্‌স্কি এখানে আসায় লেভিন মনক্ষুণ্ন হয়েছে। বারান্দায় ছোটরা ও বড়রা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল; সেখানে পৌঁছে ভেস্‌লভ্‌স্কি যখন অতিমাত্রায় আবেগ ও বীরত্বের সঙ্গে কিটির হাতে চুমা খেল তখন তার উপস্থিতি লেভিনের কাছে আরও অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছিত বলে মনে হতে লাগল।

লেভিনের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে ভেস্‌লভ্‌স্কি বলল, "তোমার স্ত্রী ও আমি সম্পর্কিত ভাই-বোন, আর আমাদের পরিচয়ও অনেক দিনের।"

উপস্থিত সকলকেই বিশেষভাবে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে অব্‌লন্‌স্কি লেভিনকে জিজ্ঞাসা করল, "যথেষ্ট পাখি মিলবে তো? তুমি তো জান,

আমাদের দু'জনেরই রক্তের নেশা প্রবল। এটা কি করে হল মামন যে ডলি অনেকদিন হয়ে গেল মস্কো যায় নি? এই যে তানিয়া, এটা তোমার জন্য। গাড়ির পিছন থেকে আমার ব্যাগটা কেউ দয়া করে এনে দেবেন কি?" কেউ যাতে বাদ না পড়ে সেজন্য সে এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরতে লাগল। "তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে ডলি," বলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার হাতটা ধরে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে ডলির হাতে চুমা খেল।

এক মিনিট আগে পর্যন্তও লেভিন বেশ খোসমেজাজেই ছিল, কিন্তু এখন সে সকলের দিকেই বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আর যা কিছু দেখছে তাই তার কাছে আপত্তিকর বলে মনে হচ্ছে।

অব্‌লন্‌স্কি সাদরে স্ত্রীকে সম্ভাষণ জানাতেই লেভিন নিজেকে প্রশ্ন করল, গতকাল এই দুটি ঠোঁট কাকে চুমা খেয়েছিল?

সে ডলির দিকে তাকাল; লেভিনের ক্ষোভ তার চোখেও পড়ল। ডলি তো জানে সে তাকে ভালবাসে না, তবু সে এত সুখী হয় কেমন করে? বিরক্তিকর! লেভিন ভাবল।

সে প্রিন্সেসের দিকে তাকাল। এই ফিতেধারী ভাসিয়াকে সে এমন-ভাবে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে যেন এটা প্রিন্সেসের নিজের বাড়ি; এই আতিথেয়-তায়ও লেভিনের আপত্তি।

সে কোজ্‌নিশেভের দিকে তাকাল। কোজ্‌নিশেভও বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। সে তো অব্‌লন্‌স্কিকে পছন্দও করে না, তবু তার প্রতি সে যে এতটা সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করছে সেটাও লেভিনের মনঃপূত নয়।

সর্বক্ষণ একটি স্বামীকে পাকড়াও করার কথাই যে ভাবছে সেই ভারেংকা যে ভাবে সতীসাধ্বীর মত ভঙ্গীতে লোকটির সঙ্গে পরিচয় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাতেও লেভিন ক্ষুব্ধ হল।

কিন্তু তার কাছে সব চাইতে বিরক্তিকর মনে হল কিটিকে। এই ভদ্র-লোকটির আগমনকে উপলক্ষ্য করে যে রকম আনন্দের হাট বসে গেছে কিটিও তাতে সামিল হয়েছে। লোকটির হাসির জবাবে কিটি যে রকম বিশেষ হাসিটি হাসল তার চাইতে ঘৃণ্য আর কিছুই হতে পারে না।

উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে বলতে সকলে বাড়িতে ঢুকল; সকলে আসন গ্রহণ করা মাত্রই লেভিন পিছন ফিরে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

কিটি লক্ষ্য করল যে কোন কারণে তার স্বামী কষ্ট পাচ্ছে। সময় করে সে তার সঙ্গে একাকি কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু লেভিন তাকে এড়িয়ে গেল, বলে গেল, তাকে একবার গদীতে যেতে হবে। গোলাবাড়ির কাজে অনেকদিন সে এতটা গুরুত্ব দেয় নি।

লেভিন নিজের মনেই বলল, সকলের মনেই ছুটির হাওয়া, কিন্তু এই

কাজের হাত থেকে তো ছুটি বলে কিছু নেই ; কাজ ছাড়া তো জীবন চলতে পারে না।

॥ ৭ ॥

খাবার জন্ত ডেকে পাঠালে তবেই লেভিন ফিরে এল। খাবার সময় কি মদ পরিবেশন করা যায় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কিটি ও আগাফিয়া মিখাইলভ্না তাই নিয়ে কথা বলছিল।

"তা নিয়ে এত হৈ চৈ করছ কেন ? যা আমরা সব সময় পান করি তাই পরিবেশন কর।"

"না, স্তেভ্ মদ খায় না।···কোস্ত্য়া, দাঁড়াও, ব্যাপার কি ?" তারদিকে ছুটে গিয়ে কিটি বলল। লেভিন কিন্তু তার দিকে কোনরকম নজর না দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে পা চালিয়ে দিল ; খাবার ঘরে ঢুকে ভাসিয়া ভেস্লভ্স্কি ও স্তেভ অব্লন্স্কির জমাট আলোচনায় যোগ দিল।

"আচ্ছা, কাল আমরা শিকারে যাচ্ছি তো ?" অব্লন্স্কি জিজ্ঞাসা করল।

চেয়ারটা বদলে মোটা পা-টা হাঁটুর উপর তুলে ভেস্লভ্স্কি বলল, "মনে তো হচ্ছে যেতে পারব।"

"খুব ভাল, যাওয়া যাবে। এ বছর কি তুমি কোন শিকারে গিয়েছ ?" লোকটির মোটা পায়ের দিকে চোখ রেখে লেভিন জিজ্ঞাসা করল ; তার কথায় নকল ভদ্রতার টানটা কিটি বুঝতে পারল ; এ কৃত্রিমতা তাকে মানায় না। "বড় কাদাখোঁচা পাওয়া যাবে কি না জানি না, তবে ছোট পাখি প্রচুর মিলবে। খুব ভোরে যেতে হবে। তুমি খুব ক্লান্ত নও তো ? স্তেভ, তুমি ক্লান্ত কি ?"

"আমি ক্লান্ত হব ? জীবনে আমি কখনও ক্লান্ত হই নি। এস না, আজ রাতটা জেগেই কাটিয়ে দি। ঘরের বাইরে বেশ থাকা যাবে।"

ভেস্লভ্স্কিও সুরে সুর মেলাল, "চমৎকার কথা, আজ আর বিছানায় গিয়ে কাজ নেই।"

"আহা, তুমি যে সারারাত জেগে কাটাতে পার এবং অন্তকেও জাগিয়ে রাখতে পার সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই," যে বিদ্রূপ ইদানীং স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারে সব সময়ই জড়িয়ে থাকে সেই সূক্ষ্ম বিদ্রূপের সুরে ডলি তার স্বামীকে বলল। "আমার কথা যদি বল তো আমার সময় হয়ে গেছে। আমি কখনও রাতের খাবার খাই না।"

যে বড় টেবিলটায় খাবার পরিবেশন করা হচ্ছিল তার একদিকে ডলির পাশে গিয়ে অব্লন্স্কি বলল, "তোমাকে অনেক কথা বলা বাকি আছে।"

"কোন কথা থাকতে পারে না।"

"তুমি কি জানতে যে ভেস্‌লভ্‌স্কি আন্নার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল? এবং আবারও যাবে। আরে, তারা দু'জন তো এখান থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে আছে। আমিও তো যাব ভাবছি। ও:, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই যাব। ভেস্‌লভ্‌স্কি, এখানে এস।"

ভেস্‌লভ্‌স্কি মেয়েদের দিকটায় গিয়ে কিটির পাশে বসল।

ডলি তাকে বলল, "আ:, বল না! তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে? সে কেমন আছে?"

লেভিন টেবিলের অন্য দিকে থেকে প্রিন্সেস ও ভারেংকার সঙ্গে কথা বলছিল, কিন্তু তার চোখ ছিল অব্‌লন্‌স্কি, ডলি, কিটি ও ভেস্‌লভ্‌স্কির দিকে; তারা তখন জমাট গোপন আলোচনায় মশগুল। তাদের আলোচনা যে বেশ গোপনীয় সেটা সে তো বুঝলই, তাছাড়াও সে লক্ষ্য করল যে তার স্ত্রীর মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠেছে, আর ভেস্‌লভ্‌স্কি যখন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে একটা কিছু বলছে তখন সে ভেস্‌লভ্‌স্কির সুন্দর মুখের উপর থেকে চোখ সরাতেও পারছে না।

আন্না ও ভ্রন্‌স্কিকে উদ্দেশ করে সে বলল, "তারা তো একেবারে প্রথম সারির সুখে আছে। অবশ্য আমি সঠিক বিচার করতে পারি না, কিন্তু তাদের কাছে থেকে মনে হয়েছে যেন একটা সত্যিকারের পরিবারের মধ্যে রয়েছি।"

"তাদের ইচ্ছাটা কি?"

"আমার মনে হয় শীতকালটা তারা মস্কোতেই কাটাবে।"

"সবাই মিলে যদি তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাই তো কী ভালই না হয়। তুমি কবে ফিরছ?" অব্‌লন্‌স্কি ভেস্‌লভ্‌স্কিকে জিজ্ঞাসা করল।

"জুলাই মাসটা তাদের সঙ্গে কাটাব।"

"তুমিও কি যেতে চাও?" অব্‌লন্‌স্কি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল।

ডলি বলল, "আমি তো কিছুদিন যাবৎই আন্নার সঙ্গে দেখা করতে চাইছি; অবশ্যই যাব। তার জন্য আমার দুঃখ হয়; তাকে আমি বুঝতে পারি। আশ্চর্য মেয়েমানুষ। কারও যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য তোমরা বেরিয়ে গেলে তবে আমি একলা যাব। তার সঙ্গে আমি একা থাকতে চাই।"

"খুব ভাল," অব্‌লন্‌স্কি বলল। "আর কিটি তুমি?"

ভীষণভাবে মুখ লাল করে কিটি বলল, "আমি? আমি কেন যাব?" সে স্বামীর দিকে চোখ ফেরাল।

ভেস্‌লভ্‌স্কি কিটিকে জিজ্ঞাসা করল, "আন্না আর্কাদিয়েভ্‌নার সঙ্গে কি তোমার পরিচয় আছে? অত্যন্ত মনোরমা নারী।"

আরও লাল হয়ে কিটি জবাব দিল, "হ্যাঁ।" সে উঠে স্বামীর কাছে গেল।

"তাহলে কাল তোমরা শিকারে যাচ্ছ ?"

এই কয়েক মিনিট ধরেই লেভিনের ঈর্ষা ধাপে ধাপে বেড়েছে, বিশেষ করে যখন সে দেখছে যে ভেস্‌লভ্‌স্কির সঙ্গে কথা বলার সময় কিটির মুখে রঙের ছোপ লাগছে। কিটির কথাগুলিকে সে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করে নিল। পরবর্তীকালে এ কথা মনে হলে তার কাছে সেটা যতই অবিশ্বাস্য প্রতীয়মান হোক, সেই মুহূর্তে সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছিল, কিটি যে পরদিন তাদের শিকারে যাবার কথা জিজ্ঞাসা করেছে তার একমাত্র কারণ ভেস্‌লভ্‌স্কিকে শিকারের আনন্দ দিতে সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, কিটি তার প্রেমে পড়েছে।

"হ্যাঁ যাচ্ছি," এমন অস্বাভাবিক গলায় লেভিন কথাটা বলল যে সেটা তার নিজের কাছেই খারাপ লাগল।

"না। বরং কালকের দিনটা বাড়িতেই থাক। ডলিকে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করবার একটা সুযোগ দাও; অনেকদিন সে স্বামীকে দেখে নি। তোমরা পরশু দিনই যেতে পার," কিটি বলল।

এবার লেভিন কিটির কথার এই রকম অর্থ করল: "ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিও না। তুমি যাও তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু এই আনন্দময় যুবকের সঙ্গ থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।"

চেষ্টা করে একমত হয়ে লেভিন বলল, "তুমি যদি চাও তো কাল বাড়িতেই থাকব।"

এ সবের কোন খোঁজ না রেখেই ভেস্‌লভ্‌স্কি কিটির দিকে তাকিয়ে সস্নেহ হাসি হেসে টেবিল থেকে উঠে তাকে অনুসরণ করল।

সে সস্নেহ হাসি লেভিনের চোখে পড়ল। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, এক মুহূর্তের জন্য তার দম বন্ধ হয়ে এল। কোন্ সাহসে সে আমার স্ত্রীর দিকে ওভাবে তাকায়! ক্ষুব্ধ হয়ে সে নিজেকেই বলল।

আসনে বসে অভ্যাসমত একটা পা হাঁটুর উপর তুলে ভেস্‌লভ্‌স্কি বলল, "তাহলে কাল তো? কালই যাওয়া যাবে।"

লেভিন আরও ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠল। এর মধ্যেই তার মনে হচ্ছে, সে একটি প্রতারিত স্বামী; স্ত্রী ও তার প্রেমিক তাকে ব্যবহার করছে শুধু তাদের আরাম আর সুবিধার জন্য। তথাপি অত্যন্ত ভদ্রভাবে সাদরে সে ভেস্‌লভ্‌স্কির সঙ্গে কথা বলতে লাগল; তার শিকার, তার বন্দুক ও বুট সম্পর্কে এবং তাদের যে পরদিনই যাওয়া উচিত সে বিষয়ে একমত প্রকাশ করল।

লেভিনের ভাগ্য ভাল, এই সময় প্রিন্সেস উঠে পড়ল এবং কিটিকে শুতে যেতে বলল। কিন্তু তখনও তার কপালে কিছু দুর্ভোগ বাকি ছিল। কিটি ঘর থেকে যাবার জন্য উঠে পড়তেই ভেস্‌লভ্‌স্কি আর একবার তার হাতে চুমা খেতে চেষ্টা করল; কিন্তু কিটি তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিয়ে রূঢ় গলায় বলল:

"এখানে ওসব চলে না।"

এই রূঢ়তার জন্য পরে মা তাকে বকেছিল। এদিকে প্রথমে তাকে এই সুযোগ দিয়ে পরে এ রকম রূঢ়ভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করায় লেভিনও কিটিকেই দোষী করল।

"সে কি? এমন রাতে শুতে যাবে?" অব্‌লন্‌স্কি বলে উঠল; কয়েক গ্লাস পেটে পড়ায় তার মনে তখন কাব্যিক নেশার আমেজ। লিণ্ডেন গাছের ওপারে উঠে আসা চাঁদকে দেখিয়ে সে বলল, "চেয়ে দেখ কিটি, এর চাইতে মধুর আর কিছু কি হতে পারে? প্রণয়িনীর জন্য নৈশ সঙ্গীতের এই তো উপযুক্ত পরিবেশ ভেস্‌লভ্‌স্কি! তোমরা তো জান, ওর গলা খুব সুন্দর; সারাটা পথ আমরা দু'জন গাইতে গাইতে এসেছি। সে কিছু নতুন গান নিয়ে এসেছে—দুটো গান। তার একটা ভারেংকাই আমাদের সঙ্গে গাইবে।"

সকলে শুতে চলে গেলেও অব্‌লন্‌স্কি ও ভেস্‌লভ্‌স্কি অনেকক্ষণ পর্যন্ত গলিতে পায়চারি করতে করতে নতুন গানগুলি গাইতে লাগল।

স্ত্রীর শোবার ঘরে হাতল-চেয়ারে বসে লেভিন মুখ বিকৃত করে সেই গান শুনছিল; তার কি হয়েছে জানবার জন্য স্ত্রী যত প্রশ্ন করল তার কোনটারই সে কোন জবাব দিল না। কিন্তু কিটি যখন মৃদু হেসে নিজের থেকেই সাহস করে বলল: "ভেস্‌লভ্‌স্কি কি তোমাকে ক্ষুণ্ণ করেছে?" তখন সে একেবারে ফেটে পড়ল; মনে যা কিছু ছিল সব তাকে বলে গেল, আর সেই বলা তাকে যত আঘাত করল ততই সে আরও রেগে যেতে লাগল।

দুই চোখে অগ্নিদৃষ্টি হেনে লেভিন কিটির সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াল; দুটো হাত এমনভাবে বুকের উপর চেপে ধরেছে যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে তবে নিজেকে সংযত রাখতে পারছে। যন্ত্রণায় কিছুটা স্তিমিত না হলে সে রাগে তার মুখের ভাব আরও কর্কশ, এমন কি নিষ্ঠুরও হতে পারত। তার চোয়াল কাঁপছে, গলার স্বর ভেঙে গেছে।

"দয়া করে এটুকু বোঝ যে আমি ঈর্ষাকাতর নই: ওটা বড়ই নীচ কথা। আমি ঈর্ষাকাতর হতে পারি না, আমি বিশ্বাস করি···বুঝতে পারছি না মনের কথাটা কেমন করে বোঝাব, কিন্তু এ বড় ভয়ংকর অবস্থা···। আমি ঈর্ষাকাতর নই, কিন্তু কেউ যে এ কথা ভাবতে সাহস করে···এভাবে তোমার দিকে তাকাতে সাহস করে তাতেই আমি অপমানিত বোধ করি, লাঞ্ছিত বোধ করি।"

সেদিন সন্ধ্যায় নিজের ও ভেস্‌লভ্‌স্কির মধ্যেকার সব কথা, সব চালচলন পুংখানুপুংখরূপে মনে করার চেষ্টা করে কিটি বলল, "কি ভাবের কথা তুমি বলছ? আমি এখন···যে অবস্থায় আছি···তাতে কি কেউ আমার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে?···"

মাথাটা চেপে ধরে লেভিন চেঁচিয়ে উঠল, "আঃ! একথা কেমন করে উচ্চারণ করলে? অন্ত কথায়, এ অবস্থায় যদি না থাকতে তাহলে…"

বেদনায় ও সহানুভূতিতে লেভিনের দিকে তাকিয়ে কিটি বলল, "না, না, কোস্ত্য়া! আমার কথা শোন। আজ আমার আর কেউ নেই—কেউ না, কেউ না! তবু এ কথা তুমি ভাবছ কেমন করে? তুমি কি চাও যে আমি কারও সঙ্গে দেখা না করি?"

প্রথম দিকে লেভিনের এই ঈর্ষা তাকে আহত করত, একান্ত নির্দোশ-ভাবেও অন্তের সঙ্গে মেলামেশায় আপত্তি করার প্রতিবাদ করত; কিন্তু এখন লেভিনের মনের সাম্য ফিরিয়ে আনতে, তাকে সব রকম যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দিতে শুধু নিজের সুখটুকুই নয়, সব কিছু বিসর্জন দিতেও কিটি রাজী।

গভীর হতাশার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে লেভিন বলল, "আমার মনের আতংক ও অবাস্তবতার কথা ভাবতে চেষ্টা কর। লোকটি আমার বাড়িতে এসেছে, আসলে একটু ঢলাঢলি করা ও অমনভাবে পা তুলে বসা ছাড়া অন্তায় কাজও কিছু করে নি। সে তো এটাকেই সেরা আচরণ বলে মনে করে, আর তাই আশা করে যে আমিও তার প্রতি সদয় ব্যবহারই করব।"

"কিন্তু কোস্ত্য়া, তুমি একটু বাড়াবাড়ি করছ," কিটি বলল; তার ভাল-বাসার যে এত শক্তি যার ফলে লেভিন এমন ঈর্ষান্বিত হতে পারে এ কথা ভেবে মনে মনে সে খুসিই হল।

"সব চাইতে খারাপ লাগে যখন আমি তোমাকে মনে করি কত পবিত্র, তোমাকে নিয়ে আমি এত সুখী, বিশেষ রকমের সুখী…আর হঠাৎ এই বিশ্রী লোকটা এসে হাজির…না, বিশ্রী কিছু নয়, কেন আমি তাকে গালা-গালি করব? সে তো আমার কেউ নয়। কিন্তু কিসের জন্ত আমার সুখ, তোমার সুখ…?"

"আমি জানি এটা কেন ঘটল?" কিটি বলল।

"কেন?"

"আমি দেখেছি খাবার টেবিলে যখন আমরা কথা বলছিলাম তখন তুমি আমাদের লক্ষ্য করছিলে।"

"ঠিক বটে, ঠিক বটে," লেভিন সভয়ে বলে উঠল।

কি বিষয়ে তারা কথা বলছিল কিটি তা খুলে বলল। বলতে বলতে উত্তেজনায় তার নিঃশ্বাস দ্রুত হতে লাগল। প্রথমে লেভিন কিছুই বলল না, কিন্তু কিটির ভয়ার্ত ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে নিজের মাথাটা আবার চেপে ধরল।

"কেট, তোমাকে আমি :কষ্ট দিয়েছি! সোনা আমার, আমাকে ক্ষমা কর! আমি পাগল হয়ে গেছি! সব দোষ শুধু আমার কেট। এই বাজে কথার জন্ত কেন আমি এত কষ্ট পেলাম?"

"সত্যি তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়।"

"আমার জন্য? আমি? কে আমি? একটা পাগল! কিন্তু তুমি কেন কষ্ট পাবে? ভাবতেও খুব খারাপ লাগে যে একটা অপরিচিত লোক এসে আমাদের সুখশান্তি নষ্ট করে দিতে পারে।"

"সেটা খুবই দুঃখজনক, কিন্তু—"

"না, ইচ্ছা করেই পুরো গ্রীষ্মকালটা তাকে এখানে রেখে দেব, তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করব," কিটির হাতে চুমা খেয়ে লেভিন বলল। "তুমি দেখো। আগামীকাল···হ্যাঁ, কালই আমরা শিকারে যাচ্ছি।"

॥ ৮ ॥

পরদিন ভোরে শিকারীদলের গাড়ি ও মাল-গাড়ি যখন বাড়ির ফটকে এসে দাঁড়াল তখনও মেয়েরা ঘুম থেকেই ওঠে নি। লাস্কা সকাল থেকেই বুঝতে পেরেছে যে একটা শিকারীদল প্রস্তুত হচ্ছে; তাই সে হাঁকডাক করে লাফাতে লাফাতে শেষ পর্যন্ত নিস্তেজ হয়ে গাড়িতে উঠে কোচয়ানের পাশে বসে পড়ল; শিকারীদের আসতে বিলম্ব দেখে উত্তেজিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে দরজার দিকে তাকাতে লাগল। সকলের আগে বেরিয়ে এল ভেস্‌লভ্‌স্কি; পায়ে মোটা উরু পর্যন্ত উঁচু নতুন বড় বুট, সবুজ জামার উপর চামড়ার নতুন কার্তুজ-ভরা বেল্ট, ফিতে লাগানো টুপি, আর হাতে নতুন ইংলিশ বন্দুক। লাস্কা ছুটে গিয়ে তার চারপাশে লাফাতে লাফাতে নিজের ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, অন্য সকলের আসতে দেরী হচ্ছে কেন, এবং কোন জবাব না পেয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে রুদ্ধশ্বাসে মাথাটা কাৎ করে একটা কান খাড়া করে অপেক্ষা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দরজাটা সশব্দে খুলে গেল আর অব্‌লন্‌স্কির ছিট-ছিট শিকারী-কুকুর ক্র্যাক্ ছুটে বেরিয়ে এল। তার পিছনে এল অব্‌লন্‌স্কি, হাতে বন্দুক, মুখে চুরুট। তার পরনে খাটো কোট, ট্রাউজার ও মোকাসিন; চাষীদের মত করে মোজার বদলে কাপড়ের পট্টি পায়ে জড়ানো। মাথায় একটা ভাঙাচোরা টুপি, কিন্তু তার বন্দুকটা একটা রত্নবিশেষ—একেবারে সাম্প্রতিক মডেল—আর তার শিকারের থলে এবং কার্তুজের বেল্ট নতুন না হলেও সূক্ষ্ম কারু-কর্মের স্বাক্ষর বহন করছে।

ভেস্‌লভ্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল, "আর লেভিন কোথায়?"

"তার তরুণী স্ত্রী আছে," অব্‌লন্‌স্কি হেসে বলল।

"আর এমন মনোরমা ভার্যা!"

"সে তো তৈরি হয়েই ছিল। নিশ্চয় একবার শেষ কথাটি বলতে গেছে।"

অব্‌লন্‌স্কি ঠিকই ধরেছে। লেভিন স্ত্রীর কাছে ছুটে গেছে জানতে,

আগের সন্ধ্যার বোকামির জন্য কিটি তাকে ক্ষমা করেছে কিনা, আর ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে তাকে সাবধান করে দিতে যাতে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কোন ভাবে ধাক্কা না লাগে সে ব্যাপারে সতর্ক হয়ে চলতে। তাছাড়া, কিটির কাছ থেকে সে নতুন করে জানতে চেয়েছে যে দু'দিনের জন্য তাকে ছেড়ে যাওয়াতে কিটি মোটেই রাগ করে নি, এবং তার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছে যে পরদিন সকালে সে লেভিনকে চিঠি লিখে শুধু দুটি কথা জানাবে : সে ভাল আছে।

স্বামী তাকে ছেড়ে যাওয়ায় কিটি যথারীতি দুঃখিত হল, বিশেষত এবার সে যাচ্ছে পুরো দুটো দিনের জন্য, কিন্তু তাকে এতটা আগ্রহী দেখে, শিকারী বুট ও সাদা কুর্তায় তাকে এত বড় ও শক্তিশালী দেখাচ্ছে বলে, একটা শিকারীসুলভ উত্তেজনা তার শরীর থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে দেখে, এবং লেভিনের খুসির কথা ভেবে কিটি নিজের দুঃখ ভুলে গেল ; সানন্দেই সে লেভিনকে বিদায় দিল।

দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে লেভিন বলল, "আমি দুঃখিত মশাইরা। লাঞ্চটা ভরে দিয়েছে তো ? তামাটে ঘোড়াটা ডান দিকে কেন ? ঠিক আছে, তাতে কিছু যায়-আসে না। লাস্কা, ছুটে যাও, ছুটে যাও !" তারপর সিঁড়িতে দাঁড়ানো পশুপালকদের দিকে ফিরে বলল : "ওদের সব গোয়ালে রেখে দাও। মাফ করবেন মশাইরা, এই আর এক উৎপাত এসে হাজির।"

লেভিন একলাফে গাড়ি থেকে নেমে ছুতোরের সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে গেল ; একটা গজ-কাঠি হাতে নিয়ে লোকটা তার দিকেই আসছিল।

"কাল সন্ধ্যায় গদিতে এলে না, আর এখন এসেছ আমার সময় নষ্ট করতে। ব্যাপার কি ?"

"সিঁড়িতে আর একটা মোড় তৈরি করবার অনুমতি দিন স্যার। মাত্র তিনটে ধাপ যোগ করতে হবে। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অনেক ভাল হবে।"

লেভিন বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি আমার কথাটা শুনছ না কেন ? আমি বলেছিলাম আগে কাঠামোটা বসিয়ে তারপর সিঁড়িগুলোকে জুড়ে দিতে। এখন তো আর কিছু করার নেই। যেমন বলেছি তাই কর, একটা নতুন কাঠামো তৈরি কর।

গোলমালটা হয়েছে এই : বাড়ির একটা নতুন অংশ তৈরি করতে গিয়ে সিঁড়িটাকে আলাদা করে বানাতে গিয়ে ছুতোর সেটাকে নষ্ট করে বসেছে ; তৈরি করার পরে সেটা এখন ঠিকমত বসছে না, ধাপগুলো কাৎ হয়ে যাচ্ছে ; ছুতোর চাইছে পুরনো কাঠামোটাকে রেখেই তিনটে নতুন ধাপ জুড়ে দিতে।

"সেটা অনেক ভাল হবে।"

"নতুন ধাপ তিনটে কোথায় জুড়বে ?"

দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে ছুতোর বলল, "কেন, কাঠামোর মধ্যেই ঢুকে যাবে। আমি যে রকমটা ভেবেছি, আমরা কাজ শুরু করব নীচু থেকে, তার পর ক্রমে উপরের দিকে উঠে যাব ; বাস, তাহলেই হয়ে যাবে।"

"তিনটে নতুন ধাপ যোগ করলে সিঁড়িটা লম্বায় কত বেড়ে যাবে জান? ফলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?"

লোকটা একগুঁয়েভাবেই বলে উঠল, "আমি যে রকম ভেবেছি, নীচ থেকে কাজ শুরু করব, আর তাহলেই দেখবেন—"

"হ্যাঁ, দেখবেন যে ছাদ ফুঁড়ে, দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে গেছেন।"

"এ কথা বলছেন কেন স্যার? ধাপগুলো তো উপরে, আরও উপরে, আরও, আরও উপরে উঠে যাবে ; আর তাহলে দেখবেন—"

লেভিন বারুদ ঠাসবার শিকটা বের করে পথের ধূলোর উপর একটা সিঁড়ির নক্সা আঁকতে বসল।

"এবার দেখতে পাচ্ছ?"

"ওহো। ঠিক আছে, আপনি যেমন বলবেন," ছুতোর বলল ; যেন শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে এমনিভাবে তার চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল।

"কিন্তু তাহলে তো একটা নতুন কাঠামো বানাতে হবে।"

আবার গাড়িতে উঠতে উঠতে লেভিন চেঁচিয়ে বলল, "ঠিক সেই কথাই তো তোমাকে বলছিলাম এতক্ষণ ; যা বলেছি সেইভাবে কাজ কর। এবার যাওয়া যাক। ফিলিপ, কুকুরগুলোকে সামলাও!"

এতক্ষণে খামার ও পরিবারের সব চিন্তা পিছনে পড়ে রইল ; প্রত্যাশায় ও খুসিতে লেভিনের মনটা এতই ভরে উঠল যে কোন রকম কথাবার্তা বলবার ইচ্ছাই হল না। অব্‌লন্‌স্কির মনের ভাবও অনেকটা সেই রকম ; তারও কথা বলবার মত মেজাজ নেই। একমাত্র ভেস্‌লভ্‌স্কিই মজার কথার স্রোত বইয়ে দিতে লাগল। তার কথা শুনতে শুনতে আগের দিন সন্ধ্যায় তার প্রতি অবিচার করার জন্য লেভিনের লজ্জা হল। সত্যি, ভেস্‌লভ্‌স্কি চমৎকার ছেলে—সরল, সৎস্বভাব, আমুদে। বিয়ের আগে তার সঙ্গে দেখা হলে লেভিন তার সঙ্গে 'বন্ধুত্বই' করত। জীবনের প্রতি তার এই ছুটির মেজাজ, এই অবাধ, সহজ চালচলন—এটাই লেভিনের ঠিক পছন্দ নয়। কিন্তু ছেলেটি ভাল, স্বভাবও ভাল, আর তাই এটুকু ত্রুটি অবশ্যই ক্ষমা করা চলে। তার শিক্ষা দীক্ষা ভাল, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার উপর চমৎকার দখল, আর তার নিজের অর্থাৎ লেভিনের জগতেরই লোক সে ; তাই তাকে লেভিনের ভাল লাগছে।

বাঁ দিকের ডনবংশীয় ঘোড়াটাকে ভাসিয়ার খুব পছন্দ। প্রশংসাটা সে চেপে রাখতে পারল না।

"তৃণভূমি অঞ্চলের ঘোড়ায় চেপে তৃণভূমিতে জোর কদমে ছুটতে কী ভালই না লাগবে, কি বল? তাই নয় কি," সে প্রশ্ন করল।

বাড়ি থেকে দু' মাইল চলে আসার পরে ভেস্‌লভ্‌স্কি হঠাৎ আবিষ্কার করল, তার পকেট-বই ও চুরুটের বাক্স পাওয়া যাচ্ছে না; হারিয়েই গেছে, না কি টেবিলে ফেলে এসেছে তাও বুঝতে পারছে না। পকেট-বইতে তিন শ' সত্তর রুবল রয়েছে; কাজেই ব্যাপারটাকে ঝুলিয়ে রাখা চলে না।

"আমি বলি কি লেভিন, ঐ ডনবংশাবতংশের পিঠে চেপে আমি বাড়ি ফিরে যাই। খুব ভাল হবে না?" বলেই সে ঘোড়ায় চাপতে উদ্যত হল।

ভেস্‌লভ্‌স্কির ওজন অন্তত ছয় "পুড" হবে হিসাব করে লেভিন বলল, "তুমি কেন যাবে? আমি কোচয়ানকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

কোচয়ানকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে লেভিন নিজেই ঘোড়া চালাতে লাগল।

॥ ৯ ॥

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "আমরা কোন্ পথে যাব? ঠিক ঠিক বুঝিয়ে বল।"

"এই আমাদের পরিকল্পনা: প্রথমে যাব গ্‌ভ্‌দিয়োভো পর্যন্ত। ওর পাশেই বড় কাদাখোঁচার একটা জলাভূমি আছে, আর সেখান থেকেই অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত জলাভূমিতে ছোট-বড় সব রকম পাখি মিলবে। এখন বেশ গরম; দূরত্ব পনেরো মাইলের মত; কাজেই সন্ধ্যা নাগাদ সেখানে পৌঁছে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কিছুটা শিকার করা যাবে; তারপর রাতটা কাটিয়ে কাল বড় বড় জলাভূমিগুলোতে কাজ সারা যাবে।"

"পথের পাশে কিছু পাওয়া যাবে না?"

"তা পাওয়া যাবে, কিন্তু তাতে সময় নষ্ট হবে, আর এখন গরমও বেশ। দুটো খুব ভাল শিকারের জায়গা আছে, কিন্তু এখন কিছু পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।"

লেভিনের নিজেরও, এই সব জায়গাগুলোতে যেতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু জায়গাগুলো তো বাড়ি থেকে বেশী দূরে নয়, সে সব সময়ই যেতে পারবে, তাছাড়া এই জলাগুলো খুব ছোট—তিন জনে শিকার করবার মত যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যাবে না। প্রথম ছোট জলাটায় পৌঁছে লেভিন হয়তো সেটা পেরিয়েই চলে যেত, কিন্তু অব্‌লন্‌স্কির অভিজ্ঞ চোখ দেখামাত্রই বুঝতে পারলে সেখানে প্রচুর শিকার পাওয়া যাবে।

জলাটা দেখিয়ে সে বলল, "আমরা কি ভিতরে ঢুকব না?"

ভেস্‌লভ্‌স্কিও বলল, "তাই ঢোক লেভিন! চমৎকার জায়গা!" কাজেই লেভিন আপত্তি করতে পারল না।

গাড়ি থামতে না থামতেই কুকুর দুটো পাল্লা দিয়ে জলার দিকে ছুট দিল।

"ক্র্যাক! লাস্কা!"

তারা ফিরে এল।

"তিন জনের জায়গা হবে না। আমি এখানেই থাকছি," লেভিন বলল; তার ধারণা হল, কিছু ছোট কাদাখোঁচা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না; কুকুর দুটোর তাড়া খেয়ে কয়েকটা এর মধ্যেই ভয়ে ডাকতে ডাকতে পালাচ্ছে।

"আঃ, চলে এস লেভিন, আমরা এক সঙ্গেই যাব!" ভেস্‌লভ্‌স্কি বলল।

"না, তিন জনে ভিড় হয়ে যাবে। লাস্কা! ফিরে আয় লাস্কা। আর একটা কুকুরের কোন দরকার হবে কি তোমাদের?"

মালগাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে লেভিন ঈর্ষার দৃষ্টিতে বন্ধুদের দেখতে লাগল। গোটা জলাটাতে ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানে পাওয়া গেল শুধু গোটাকয় "পিউই" পাখি; তারই একটাকে ভেস্‌লভ্‌স্কি গুলি করে নামাল।

"এখন দেখলে তো কেন আমি এ জলায় থাকতে চাই না। নেহাৎই সময় নষ্ট," লেভিন বলল।

"না, একটু মজা তো হল। তুমি কি দেখছিলে?" এক হাতে বন্দুক, অন্য হাতে "পিউই" টাকে ধরে কোন রকমে গাড়ির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে সে বলল। "কেমন এক গুলিতেই সাবার করেছি! তুমি দেখেছ? আরে, আসল জলাতে তো আমরা এখনই পৌঁছে যাব।"

অপ্রত্যাশিতভাবে ঘোড়াগুলি হঠাৎ লাফিয়ে উঠতেই একটা বন্দুকের কুঁদোয় লেভিনের মাথাটা ঠুকে গেল আর সশব্দে একটা গুলি বেরিয়ে গেল। আসলে গুলিটাই আগে বেরিয়েছিল, কিন্তু লেভিন ভাবল এই রকম। সৌভাগ্যবশত গুলিটা মাটিতে লাগায় কেউ আহত হয় নি। অব্‌লন্‌স্কি মাথা নেড়ে ঈষৎ তিরস্কারের ভঙ্গীতে ভেস্‌লভ্‌স্কির দিকে একবার তাকাল। লেভিন তাকে তিরস্কার করতে পারল না। প্রথমত, তাতে মনে হত যে বিপদটা তারা এড়িয়ে গেছে এবং লেভিনের কপালটা যে রকম ফুলে উঠেছে তার জন্যই সে বকুনিটা দিয়েছে; দ্বিতীয়ত, গোড়ায় ভেস্‌লভ্‌স্কি এতই ঘাবড়ে গিয়েছিল এবং পরে ভালমানুষের মত এমন হো-হো করে হেসে উঠল যে তার সঙ্গে না হেসে উপায় ছিল না।

তারা দ্বিতীয় জলাটায় পৌঁছল; সেটা অপেক্ষাকৃত বড়; তাদের অনেকটা সময় সেখানে কেটে যাবে; তাই এবারও লেভিন গাড়ি থামাতে চাইল না। কিন্তু এবারও ভেস্‌লভ্‌স্কি শুনল না। আর গৃহকর্তার কর্তব্যবোধেই এবারও লেভিন গাড়িতেই থেকে গেল।

জলায় পৌঁছতেই ক্র্যাক একটা ঘাসে-ঢাকা জায়গার দিকে ছুটে গেল। ভেস্‌লভ্‌স্কিও তার পিছনে ছুটল। অব্‌লন্‌স্কি তাদের ধরে ফেলবার আগেই

একটা কাদাখোঁচা উড়ে গেল। ভেস্‌লভ্‌স্কির গুলি ফস্‌কে গেল আর পাখিটা একটা ঘাসেভর্তি মাঠে গিয়ে নামল। অব্‌লন্‌স্কি ওটাকে ভেস্‌লভ্‌স্কির হাতেই ছেড়ে দিল, আর সেও পাখিটাকে শিকার করে গাড়ির কাছে ফিরে এল।

বলল, "এবার তুমি যাও, আমি এখানে থাকছি।"

এতক্ষণ লেভিনের মনটাকে ঈর্ষা যেন কুরে কুরে খাচ্ছিল। ঘোড়ার রাশ ভেস্‌লভ্‌স্কির হাতে দিয়ে সে জলার দিকে চলে গেল।

তার প্রতি অবিচার করার জন্য লাস্কা অনেকক্ষণ ধরেই কুঁই-কুঁই করে মনের দুঃখে ডেকে যাচ্ছিল, এবার সে এক ছুটে লেভিনের জানা এমন একটা ভাল শিকারের জায়গার দিকে ছুটে গেল যেটা ক্র্যাকের নজরেই পড়ে নি।

"ওটাকে আটকালে না কেন?" অব্‌লন্‌স্কি চেঁচিয়ে বলল।

"পাখিগুলোকে ভয় পাইয়ে উড়ে যেতে দেবার পাত্র ও নয়," নিজের কুকুরের জন্য গর্ব বোধ করে সে জবাব দিল; তারপর কুকুরটার পিছনে ছুটে গেল।

লাস্কা পরিচিত জায়গাটার যত কাছে এগোতে লাগল ততই খোঁজার ব্যাপারে সে আগ্রহী হয়ে উঠল। জলা অঞ্চলের একটা ছোট পাখি মুহূর্তের জন্য তাকে বিভ্রান্ত করেছিল। জায়গাটার চারদিকে একটা পাক খেয়ে দ্বিতীয়বার ঘুরতে যাবে এমন সময় হঠাৎ সে চমকে একদিকে ছুটে গেল।

"ধর স্তেভ্‌, ওটাকে ধর," লেভিন চেঁচিয়ে বলল; তার মনে হল বুকের ভিতরটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছে, আর শ্রবণেন্দ্রিয়ের এমন একটা জানালা খুলে গেছে যাতে যত দূর থেকেই আসুক না কেন সব শব্দই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও এলোমেলোভাবে তার কানে এসে বাজছে। অব্‌লন্‌স্কির পায়ের শব্দ শুনে তার মনে হল দূরাগত ক্ষুরের শব্দ; ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় যে মৃদু ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ সে শুনতে পেল সেটা তার মনে হল পাখার ঝটপটানি; তার পিছনে জলের মধ্যে একটা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে পেল, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারল না।

ঘাসের উপর পা ফেলতে ফেলতে সে জলাভূমির দিকে এগিয়ে চলল।

একটা ছোট কাদাখোঁচাকে কুকুরটা তাড়া করতেই লেভিন বন্দুকটা তুলে সবে নিশানা স্থির করবে এমন সময় জলের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দটা বেড়ে গেল, আরও কাছে এগিয়ে এল, আর তারই মধ্যে সে শুনতে পেল, ভেস্‌লভ্‌স্কি অদ্ভুতভাবে চীৎকার করছে। ঠিকমত নিশানা ঠিক না করেই লেভিন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বন্দুকের ঘোড়াটা টিপল।

গুলি যে ফস্‌কেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ঘুরে তাকাতেই চোখে পড়ল, ঘোড়া ও গাড়ি দুইই রাস্তা থেকে সরে এসে জলাভূমিতে পড়েছে।

শিকারটা ভাল করে দেখবার ব্যগ্রতায় ভেস্‌লভ্‌স্কি গাড়িটাকে জলাভূমিতে চালিয়ে দিয়েছে; ঘোড়াগুলো এখন সেখানেই হাবুডুবু খাচ্ছে।

গাড়িটার দিকে যেতে যেতে লেভিন আপন মনেই বলল, ওকে শয়তানে ধরুক! সোজা জিজ্ঞাসা করল, "এ কাজ করেছ কেন?" কোচয়ানকে ডেকে দু'জনে মিলে ঘোড়াগুলোকে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল।

একে তো গুলিটা নষ্ট হল আর ঘোড়াগুলো জলের মধ্যে হাবুডুবু খেল, তার উপর আবার সে ও কোচয়ান মিলে যখন ঘোড়াগুলোকে গাড়ি থেকে খুলবার চেষ্টা করছিল তখন অব্‌লন্‌স্কি অথবা ভেস্‌লভ্‌স্কি দু'জনের একজনও তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল না, কারণ ঘোড়া খুলবার তিলমাত্র জ্ঞানও তাদের নেই। এসবের ফলে লেভিন বেশ ক্ষুব্ধ হল। ভেস্‌লভ্‌স্কি যখন তাকে বোঝাতে চাইল যে গাড়িটাকে সে যেখানে চালিয়েছিল সে জায়গাটা সম্পূর্ণ শুকনো ছিল, তখনও লেভিন কোচয়ানের সঙ্গে কাজ করেই চলল, তার কথার কোন জবাবই দিল না। হাতের কাজ শেষ করে গাড়িটাকে রাস্তার উপর ফিরিয়ে এনে লেভিন খাবার দিতে বলল।

খাবার কাছে পেয়ে ভেস্‌লভ্‌স্কির মনের ফূর্তি ফিরে এল। সে বলে উঠল, "এবার তো সব গোলমাল মিটে গেছে; এখন থেকে সব কিছুই ভালভাবে চলবে। কিন্তু আমি যে পাপ করেছি তার শাস্তিস্বরূপ আমি গাড়ির উপরে বক্সেই বসব। তাই উচিত নয় কি? হ্যাঁ, আমি হব তোমাদের সারথি। দেখ না, কী চালাই!" লেভিন রাশটা কোচয়ানের হাতে দিতে বলায় সে রাশটা নিজের হাতে রেখেই কথাটা বলল। "যে অপরাধ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে; তাছাড়া, বক্সে বসলেই আমি বেশী আরাম পাই।" অতএব গাড়ি ছুটে চলল।

লেভিনের আশংকা হয়েছিল ভেস্‌লভ্‌স্কি ঘোড়াগুলোকে হয়রান করে তবে ছাড়বে; কিন্তু আপনা থেকেই এক সময়ে সে ঐ লোকটির ফূর্তিতে মজে গেল; চলতে চলতে বক্সে বসে যে গান সে গাইতে লাগল লেভিন তাও শুনতে কান পেতে রইল। ইংরেজরা চার ঘোড়ার গাড়ি চালাতে যে সব অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করে, তার নকল করে ভেস্‌লভ্‌স্কি যে বিবরণ দিতে লাগল তাও লেভিন মন দিয়ে শুনল। আর এইভাবে লাঞ্চের পরে গ্‌ভজ্‌দিয়োভো পর্যন্ত সারাটা পথ তারা বেশ ফূর্তিতেই কাটিয়ে দিল।

॥ ১০ ॥

ভেস্‌লভ্‌স্কি এত দ্রুত গাড়ি চালাল যে যথাসময়ের অনেক আগেই তারা গ্‌ভজ্‌দিয়োভো জলাভূমিতে পৌঁছে গেল; তখনও আবহাওয়া বেশ গরম।

প্রথম থেকেই যেটা তাদের লক্ষ্যস্থল ছিল সেই বিস্তীর্ণ জলাভূমির দিকে যতই এগোতে লাগল ততই লেভিনের চিন্তা হল কেমন করে ভেস্‌লভ্‌স্কির হাত থেকে রেহাই পেয়ে সে বিনা বাধায় শিকার করতে পারবে। অব্‌লন্‌স্কির

মনেও সেই একই চিন্তা; একজন সত্যিকারের শিকারীর মুখে শিকারের পূর্বক্ষণে যে উদ্বেগ ফুটে ওঠে সেটাই ফুটে উঠেছে তার মুখে; লেভিন আরও লক্ষ্য করল, বিশেষ অবস্থায় পড়লে অব্‌লন্‌স্কি যে ভালমানুষী চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে থাকে সেটাও তার মুখে ফুটে উঠেছে।

"আচ্ছা, কি ভাবে শুরু করা যায়? জলাভূমির চমৎকার পরিবেশ তো চোখে পড়ছে; বাজপাখিও আছে," মাথার উপরে উড়ন্ত দুটো বড় বাজপাখি দেখিয়ে অব্‌লন্‌স্কি বলল। "যেখানে বাজপাখি আছে, সেখানে শিকারের পাখিও অবশ্যই থাকবে।"

"আচ্ছা মশাইরা, ওখানকার ঘাসগুলো দেখতে পাচ্ছ তো?", নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর বিস্তৃত একটা গাঢ় সবুজ দ্বীপ দেখিয়ে লেভিন বলল। "দেখতে পাচ্ছ, আমাদের ঠিক সামনে থেকেই জলাভূমিটা শুরু হয়েছে? এখানটাই বেশী সবুজ। এখান থেকে চলে গেছে ডানদিকে যেখানে ঘোড়াগুলো রয়েছে—ওখানকার ঘাসের মধ্যেই বড় কাদাখোঁচার দেখা মিলবে—তারপর ঘাসজমিকে ঘিরে সোজা অ্যাল্ডার গাছের ঝোপঝাড় পেরিয়ে একেবারে কারখানাটা পর্যন্ত। এবার ওদিকে দেখ—ওই যে খাড়িটা দেখতে পাচ্ছ? ওটাই শিকারের সেরা জায়গা। একবার ওখান থেকে আমি সতেরোটা কাদাখোঁচা শিকার করেছিলাম। দুটো কুকুরকে নিয়ে দুই দলে ভাগ হয়ে ভিন্ন পথ ধরে আমরা এগোব এবং কারখানায় গিয়ে একত্র হব।"

অব্‌লন্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল, "কে বাঁয়ে যাবে, আর কে ডাইনে? ডান দিকের জায়গাটা বেশী, কাজেই তোমরা দু'জন সেদিক দিয়ে যাও, আমি যাব বাঁ দিকে।"

সঙ্গে সঙ্গে ভেস্‌লভ্‌স্কি বলে উঠল, "চমৎকার। শিকারে আমরা ওকে হারিয়ে দেব। চলে এস, চলে এস।"

লেভিন আপত্তি করতে পারল না; কাজেই সেই ভাগাভাগিই বহাল রইল।

জলাভূমিতে ঢুকতেই দুটো কুকুরই শিকারের খোঁজে লেগে গেল। লাস্কার শিকার খোঁজার পদ্ধতি লেভিন জানে; কাজেই লাস্কা যেদিকে গেল সেখানে একঝাঁক কাদাখোঁচা পাওয়া যাবে বলেই তার বিশ্বাস।

জল কেটে এগোতে এগোতে চাপা গলায় সে সঙ্গীকে বলল, "ভেস্‌লভ্‌স্কি, তুমি আমার কাছে কাছেই থাক।" ভেস্‌লভ্‌স্কির বন্দুক যে ভাবে তাক করা ছিল তাতে লেভিনের মনে উদ্বেগ না হয়ে পারে না।

"না। তোমার পথের বাধা হতে আমি চাই না। আমার জন্ম চিন্তা করো না।"

কিন্তু লেভিনের ভাবনা তো তাকে নিয়ে নয়; কিটির বিদায়কালীন সতর্কবাণী তার মনে পড়ে গেল: "দেখো, তোমরা যেন পরস্পরকে গুলি করে

বসো না।" দুটো কুকুর কাছাকাছি এসে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ; প্রত্যেকেই যার যার পথে শিকার খুঁজছে। কাদাখোঁচার দেখা পাবার প্রত্যাশা এতই তীব্র হয়ে উঠেছে যে কাদা-জলের মধ্যে নিজের পায়ের শব্দকেই লেভিন কাদা-খোঁচার ছপ-ছপ শব্দ বলে ভুল করে বন্দুকটা চেপে ধরল।

"ব্যাং ! ব্যাং !" তার কানের পাশেই শব্দ হল।

এক ঝাঁক বুনো হাস জলাভূমি থেকে উঠে নাগালের বাইরে অনেক উঁচু দিয়ে উড়তে উড়তে শিকারীদের দিকেই আসছিল ; ভেস্‌লভ্‌স্কি তাদেরই গুলি করেছে। ঘুরে দাঁড়াবার আগেই লেভিন একটা কাদাখোঁচার শব্দ শুনতে পেল, তারপর আর একটা, তিন নম্বর, একে একে সাত আটটা পাখি আকাশে উড়ল।

পাখিগুলো এঁকেবেঁকে পালাবার মুখেই অব্‌লন্‌স্কি একটাকে গুলি করে নামাল। নীচু দিয়ে উড়ে যাওয়া আর একটা কাদাখোঁচার দিকে ধীরে সুস্থে নিশানা স্থির করে গুলি করতেই সেটাও মাটিতে পড়ে গেল।

লেভিনের ভাগ্য ততটা প্রসন্ন হল না ; খুব কাছে থেকে নিশানা করেও গুলিটা ফস্‌কাল , পাখিটা আকাশে উড়ে গেলেও সে আবার সেটার পিছনে ধাওয়া করল ; ঠিক তখনই আর একটা পাখি পায়ের নীচ থেকে উড়ে যাওয়ায় তার মনোযোগ সরে গেল ; ফলে দ্বিতীয় গুলিটাও ফস্‌কে গেল।

আবার বন্দুকে গুলি ভরতে ভরতেই আর একটা কাদাখোঁচা উড়ে এল। ভেস্‌লভ্‌স্কিই আগে তৈরি হয়ে জলের উপর দিকে দুই ঝাঁক ছর্‌রাগুলি ছুঁড়ল।

অব্‌লন্‌স্কি তার পাখিটাকে শিকারের ব্যাগে ভরে চকচকে চোখে লেভি-নের দিকে তাকাল।

বলল, "আচ্ছা, তাহলে এবার আলাদা হওয়া যাক।" বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে সে শিস্ দিয়ে কুকুরটাকে ডাকল, আর তার পরেই বাঁ পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একদিকে চলে গেল ; লেভিন ও ভের্স্‌লভ্‌স্কি অন্য দিকে।

লেভিনের বেলায় এটা সব সময়ই ঘটে যে, প্রথম দিককার গুলি করাটা খারাপ হলেই সে বিচলিত ও বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং বাকি সমস্ত দিনটাই মাটি হয়ে যায়। আজও তাই হল। কাদাখোঁচা ছিল অসংখ্য। কুকুর দুটোর নীচ থেকে, মানুষদের পায়ের নীচ থেকে সেগুলো সমানে উড়ে যেতে লাগল ; সেগুলো সংখ্যায় এত বেশী যে লেভিন অনায়াসেই প্রথম দিককার ক্ষতিটা পূরণ করে ফেলতে পারত ; কিন্তু সে যত গুলি ছুঁড়ছে ততই ভেস্‌লভ্‌স্কির সামনে অপদস্থ হচ্ছে ; ও দিকে ভেস্‌লভ্‌স্কি নিশানার ভিতরেও বাইরে যেখানে যা পাচ্ছে তাকে লক্ষ্য করেই গুলি ছুঁড়ছে ; শিকার একটাও পড়ছে না, আর তাতে তার ভ্রূক্ষেপও নেই। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে লেভিন মাথা ঠিক রাখতে পারছে না, ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছে, আর শেষ পর্যন্ত শিকারের আশা একেবারেই ছেড়ে দিল। লাস্কা যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

শিকার খোঁজার ব্যাপারে ঢিল দিয়ে সেও বিচলিত, তিরস্কারের দৃষ্টিতে মনিবের দিকে তাকাতে লাগল। গুলির পর গুলি চলতে লাগল। বারুদের ধোঁয়ায় শিকারীরা ঢেকে গেল, তবু লেভিনের শিকারের ব্যাগে জমা পড়ল শুধু তিনটে ছোট কাদাখোঁচা। এই তিনটেরও আবার একটা ভেস্‌লভ্‌স্কির শিকার ও একটা দু'জনের শিকার। ও দিকে জলাভূমির অপর পার থেকে মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে অব্‌লন্‌স্কির গুলির শব্দ আর চীৎকার: "ক্র্যাক, ক্র্যাক, ঠিক লেগেছে!"

এতে লেভিন আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। কাদাখোঁচারা অবিরাম ঘাসের উপর দিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। মাটিতে তাদের পায়ের শব্দ ও আকাশে তাদের ডাক চারদিকে অনবরত শোনা যাচ্ছে; যেগুলো কিছুক্ষণ ধরে শূন্যে উড়ছিল সেগুলো বিশ্রাম নেবার জন্য সোজা শিকারীদের সামনেই নেমে আসছে। দুটো বাজপাখির জায়গায় এখন ডজনখানেক কাদাখোঁচা জলাভূমির উপর কিচিরমিচির করে উড়ে বেড়াচ্ছে।

অর্ধেকটা জলা পার হয়ে লেভিন ও ভেস্‌লভ্‌স্কি এমন একটা জায়গায় গিয়ে হাজির হল যেখানে চাষীরা ঘাস কাটবার সুবিধার জন্য মাঠটাকে লম্বা লম্বা দাগে ভাগ করে নিয়েছে।

ঘোড়া খুলে দেওয়া একটা গাড়ির পাশে একজন চাষী সঙ্গীদের নিয়ে বসে ছিল। সে হাঁক দিয়ে বলল, "হেই শিকারী বাবুরা, আসুন, আমাদের সঙ্গে বসে কিছু খান! কিছু পান করুন!"

লেভিন চারদিকে তাকাল।

লাল-মুখ আমুদে লোকটি সাদা দাঁত বের করে হাসতে হাসতে একটা সবুজ মত বোতল রোদের সামনে তুলে ধরে চেঁচিয়ে বলল, "আসুন, ভয় পাবার কিছু নেই।"

ভেস্‌লভ্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল, "ওরা আমাদের ভোজনে ডাকছে কেন?"

"ডাকছে খাওয়াতে চায় বলেই। যাও না—খুব ভাল লাগবে।"

"চল যাওয়া যাক," বলে ভেস্‌লভ্‌স্কি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে লেভিনের দিকে তাকাল।

লেভিন বলল, "চলে যাও; সেখান থেকে কারখানা পর্যন্ত যেতে কোন অসুবিধা হবে না," নিজের পথে যেতে যেতেই লেভিন হাঁক দিয়ে বলল; তারপর পিছন ফিরে দেখল, বন্দুকটাকে মাথার উপর তুলে একটু ঝুঁকে ভেস্‌লভ্‌স্কি শ্রান্ত পায়ে চাষীদের দিকে এগিয়ে চলেছে।

একজন চাষী লেভিনকে ডেকে বলল, "আপনিও আসুন না। চলে আসুন, আমাদের 'পিরোশ্‌কি' চেখে দেখুন!"

লেভিনের তখন খাদ্য ও পানীয়ের খুবই দরকার। তার খুব দুর্বল লাগছে; কোন রকমে কাদার ভিতর দিয়ে পা দুটোকে টেনে নিয়ে চলেছে; তাই সে

মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল। কিন্তু ঠিক সেই সময় তার কুকুরটা ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল, অনায়াসে কাদা ভেঙে সে কুকুরের দিকে এগিয়ে চলল। একটা কাদাখোঁচা তার পায়ের নীচ থেকে ফুরুৎ করে উড়ে গেল। লেভিন সেটাকে গুলি করে মারল। কুকুরটা কিন্তু নড়ল না। আর একটা পাখি কুকুরটার নীচ থেকে উড়ে গেল। লেভিন গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু দিনটাই খারাপ; গুলিটা ফস্কে গেল।

গোড়ায় নিজের ব্যর্থতার জন্য সে ভেস্‌লভ্‌স্কিকে দোষী করেছিল; কিন্তু সে চলে যাবার পরেও তার ভাগ্য ফিরল না। এখানেও অনেক পাখির মেলা, কিন্তু একটার পর একটা তার গুলি ফস্কাতে লাগল।

সূর্যের হেলে-পড়া কিরণরাশি আরও তেতে উঠেছে; জামাগুলো ঘামে ভিজে শরীরের সঙ্গে লেপ্টে গেছে; বাঁ পায়ের বুটটা জলে ভর্তি হয়ে ভারি হয়ে উঠেছে; পাউডার-লাগানো মুখ বেয়ে ঘাম ঝরছে; কাদাখোঁচার ডাক অবিরাম কানে বাজছে; বন্দুকের নলদুটো এত গরম হয়েছে যে ছোঁয়া যাচ্ছে না; হৃৎপিণ্ডটা ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছে; উত্তেজনায় হাত দুটো কাঁপছে, আর ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে কোন রকমে ঘাস ও কাদার ভিতর দিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে। যেতে যেতেই গুলিও ছুঁড়ছে। শেষ পর্যন্ত একটা গুলি অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে ফস্কে যাওয়ায় সে বন্দুক ও টুপি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ধুত্তোর! আর পারছি না! টুপি ও বন্দুক তুলে নিয়ে লাস্কাকে ডেকে লেভিন জলাভূমি থেকে উঠে এল। শুকনো ডাঙায় উঠে একটা গোল পাথরের উপর বসে সে বুট জোড়া খুলল, বাঁ পায়ের বুটের ভিতর থেকে জলটা ফেলে দিল, আবার জলে নেমে পেট ভরে জল খেল, বন্দুকের গরম নলটা জলে ভিজিয়ে নিল এবং ভাল করে হাত-মুখ ধুয়ে ফেলল। কিছুটা ঝরঝরে বোধ করে সে আবার আগেকার জায়গাটাতেই ফিরে গেল।

চুপচাপ থাকতে চেষ্টা করল বটে, কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারল না; ঠিকমত নিশানা না করেই তার আঙুলটা বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিল। অবস্থা খারাপ থেকে আরও খারাপ হল।

যেখানে অব্‌লন্‌স্কির সঙ্গে দেখা হবার কথা সেই অ্যাল্ডার গাছের ঝোপের কাছে যখন পৌঁছল তখন তার থলেতে মাত্র পাঁচটা পাখি।

অব্‌লন্‌স্কিকে দেখার আগেই লেভিন তার কুকুরটাকে দেখতে পেল। জলাভূমির কাদায় মাখামাখি হয়ে ক্র্যাক্‌ একটা অ্যাল্ডার গাছের মোচড়ানো শিকড়ের নীচ থেকে এক লাফে বেরিয়ে এল। তারপর বিজয় গর্বে লাস্কার গা শুঁকতে লাগল। তার পিছনে অ্যাল্ডার গাছের ছায়ায় অব্‌লন্‌স্কির আবির্ভাব হল। ঘর্মাক্ত মুখটা লাল হয়ে উঠেছে; কলারের বোতাম খোলা; খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে লেভিনের দিকে এগিয়ে এল।

খুসির হাসিতে মুখ ভরিয়ে সে বলল, "আরে, তুমি তো একগাদা গুলি ছুঁড়েছ।"

"আর তুমি ?" লেভিন বলল ; কিন্তু এ-প্রশ্ন করার কোন দরকার ছিল না ; অব্‌লন্‌স্কির পেট-মোটা শিকারের ব্যাগটা ইতিমধ্যেই তার চোখে পড়েছে।

"তা, আমার কপালে ভালই জুটেছে।"

সে চোদ্দটা পাখি মেরেছে।

"জলাটা চমৎকার। ভেস্‌লভ্‌স্কি অবশ্য তোমার শিকারটাই মাটি করেছে। লোক দু'জন, অথচ কুকুর একটা—এ অবস্থায় শিকার করা সহজ নয়," নিজের জয়-গৌরবকে লাঘব করতে অব্‌লন্‌স্কি বলল।

॥ ১১ ॥

যে চাষীর কুড়ে ঘরে লেভিন সাধারণত রাতটা কাটায় অব্‌লন্‌স্কিকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছে তারা দেখল ভেস্‌লভ্‌স্কিও সেখানে হাজির। ঘরের মাঝখানে একটা বেঞ্চিতে বসে স্বভাবসিদ্ধ সংক্রামক অট্টহাসি হাসতে হাসতে দুই হাতে সে তার কাদা-মাখা বুটজোড়া ধরেছে আর সেই কুড়ে ঘরের মালিকের ভাই জনৈক সৈনিক সে দুটোকে টেনে খুলছে।

"হঠাৎই এখানে এসে পড়েছি। চমৎকার জায়গা। ভেবে দেখ ঐ লোকগুলো আমাকে খাদ্য দিয়েছে, পানীয় দিয়েছে! আর সে কী রুটি! সম্পূর্ণ আজব ব্যাপার! অতি উপাদেয়। আর ভদ্‌কা—এর চাইতে ভাল ভদ্‌কা কখনও মুখে দেই নি। আর কিছুতেই টাকা নিল না। কেবলই বলে 'আমার প্রতি কঠোর হবেন না'।"

"টাকা নেবে কেন ? তারা তো অতিথি-সেবা করেছে। আপনি কি মনে করেন তারা আপনার কাছে ভদ্‌কা বিক্রি করেছে ?" শেষ চেষ্টায় ভেজা বুট ও মোজা খুলে ফেলে সৈনিকটি প্রশ্ন করল।

কুড়ে ঘরটা নোংরা, শিকারীদের জুতোয় ও নোংরা কুকুরগুলি মেঝের উপর গড়াগড়ি দেওয়ায় গোটা মেঝেটাই কাদায় কাদাময়, জলাভূমি ও বারুদের গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে, ছুরি-কাঁটাও নেই, তবু শিকারীরা যে স্বাদের সঙ্গে খেল ও পান করল তা একমাত্র শিকার-অভিযানেই পাওয়া যায়। হাত মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে তারা শুতে গেল। কোচয়ান ভদ্রসন্তানদের জন্য খড় বিছিয়ে বিছানা পেতে রেখেছিল।

বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে কিন্তু কারোরই ঘুম এল না।

এই মুহূর্তে সকলেরই যেটা মনের মত বিষয় তাই নিয়েই কথা হতে লাগল

—বন্দুক, শিকারী কুকুর ও আগেকার শিকার-অভিযানের নানা স্মৃতি-চারণ। কথা প্রসঙ্গে ক্রমে আরও নানা বিষয়ের কথা উঠল।…

এক সময় কুড়ে ঘরের মালিক চাষীটি সশব্দে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে বলল, "আপনারা এখনও ঘুমোন নি? আমি তো ভেবেছিলাম বাবুরা সব ঘুমিয়ে পড়েছেন, এমন সময় আপনাদের কথাবার্তা কানে এল। একটা বড়শির জন্ম এসেছি। আপনাদের কুকুর কামড়ায় না তো?"

"তুমি কোথায় ঘুমোবে?"

"বাইরে ঘুমোব; তাহলে মাঠে ঘোড়াগুলোর উপরেও নজর রাখতে পারব।"

দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে ভেস্‌লভ্‌স্কি বলে উঠল, "কী সুন্দর রাত! ঐ শোন! মেয়েরা গাইছে; খারাপ গাইছে না। কারা গাইছে হে বাপু?"

"গাঁয়ের মেয়েরা। ঠিক বাইরে।"

"চল, একটু বাইরে ঘুরে আসি। ঘুম তো আসবেই না। চলে এস অব্‌লন্‌স্কি।"

শরীরটা এলিয়ে দিয়ে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "বাইরেও যাব আবার এখানেও থাকব, তা কেমন করে হবে। এখানে শুয়ে থাকাই অনেক ভাল।"

উৎসাহের সঙ্গে উঠে বুটজোড়া টেনে নিয়ে ভেস্‌লভ্‌স্কি বলল, "তাহলে আমি একাই যাব। চলি। যদি ভাল লাগে তো তোমাদের ডাকব। তোমরা আমাকে এই শিকারের সুযোগটা দিয়েছ, সে কথা আমি ভুলব না।"

সে বেরিয়ে গেল। চাষীটিও যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল। তখন অব্‌লন্‌স্কি বলল, "বেশ খাসা লোক, কি বল?"

লেভিন জবাব দিল, "খুবই ভাল লোক।"

"তাহলে ব্যাপারটা তো এই দাঁড়াচ্ছে। দুটোর একটা পথ তোমাকে নিতেই হবে, হয় চলতি সমাজ-ব্যবস্থাকে ন্যায্য বলে মেনে নিয়ে তোমার সুখ-সুবিধা যথারীতি ভোগ কর; অথবা আমার মতই স্বীকার কর যে আমরা যে সব সুবিধা ভোগ করছি সেটা অন্যায়, অথচ তার থেকেই যতটা সম্ভব সুখ-সুবিধা আমরা নিংড়ে নিচ্ছি," বলল অব্‌লন্‌স্কি।

"না, তুমি যদি জান যে এসব অন্যায় তাহলে এ সব সুবিধা তুমি ভোগ করতে পারতে না, অন্তত আমি তো পারতাম না। আমি কোন দোষ করছি না, এই বোধটাই হল আসল কথা।"

এই সব মানসিক কসরৎ অব্‌লন্‌স্কির ভাল লাগছিল না; সে বাধা দিয়ে বলল, "বরং বাইরেই যাওয়া যাক, কি বল? ঘুম তো হবেই না। তাই চল।"

লেভিন কোন জবাব দিল না।

উঠে দাঁড়িয়ে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "এই নতুন-কাটা খড়ের গন্ধ কী তীব্র! ঘুমোবার কোন উপায়ই নেই। বাইরে ভেস্‌লভ্‌স্কি একটা কোন কাণ্ড

বাঁধিয়েছে। তার গলা ও হাসি শোনা যাচ্ছে। চল আমরাও ওর কাছে যাই। চলে এস।"

"না, আমি যাব না," লেভিন জবাব দিল।

অন্ধকারে টুপিটার দিকে হাত বাড়িয়ে অব্‌লন্‌স্কি হেসে বলল, "এটাও কি নীতির ব্যাপার নাকি?"

"না, নীতির কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু কেন যাব?"

"দেখ, কোন গোলমালে পড়ো না যেন," টুপিটা নিয়ে অব্‌লন্‌স্কি তাকে সাবধান করে দিল।

"তুমি কি মনে কর স্ত্রীর ব্যাপারে আজ তোমার যা অবস্থা সে রকম অবস্থা আমারও একদিন ছিল না? দু'দিনের জন্য শিকারে যাবে কি যাবে না এ নিয়ে তুমি যে বৌয়ের সঙ্গে কথা বলছিলে তা আমি শুনেছি। এ সবই রূপকথার ব্যাপার, কিন্তু জীবনে চিরদিন এ রকম চলে না। পুরুষ মানুষকে স্বাধীন হতে হবে, তার নিজস্ব কতকগুলি ব্যাপার আছে। পুরুষকে পুরুষের মত হতে হবে," দরজা খুলতে খুলতে অব্‌লন্‌স্কি বলল।

"আর এটা কি হচ্ছে? বাইরে গিয়ে গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে ছেনালি করা?" লেভিন প্রশ্ন করল।

"আরে, ওদের নিয়ে একটু মজা করতে দোষ কি? *Ca ne tire pas consequence.* আমার বৌয়ের তো এতে কোন ক্ষতি হচ্ছে না, অথচ আমি একটু মজা করতে পারছি। আসল কথা হল—বাড়িকে পবিত্র রাখ। এ সব ব্যাপার বাড়িতে টেনে নিও না। তাই বলে নিজের হাত-পাও কারও কাছে বাঁধা দিও না।"

পাশ ফিরে লেভিন শুক্‌নো গলায় বলল, "তাই বুঝি? আমাদের খুব সকালে উঠতে হবে। কারও ঘুম ভাঙাতে চাই না, কিন্তু আমি ভোরেই চলে যাব।"

"*Messieurs, venez vite!*" ভেস্‌লভ্‌স্কির গলা শোনা গেল। পর-মুহূর্তেই সে ঘরে ঢুকল। "চমৎকার! আমি নিজে তাকে আবিষ্কার করেছি। চমৎকার, অতি চমৎকার। এর মধ্যেই তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে! ওঃ, এমন সুন্দরী হয় না!" খুসির উচ্ছ্বাসে সে বলতে লাগল।

লেভিন ঘুমের ভান করল; অব্‌লন্‌স্কি চটি পরে চুরুট ধরাল, তারপর বেরিয়ে গেল; একটু পরেই তাদের গলার স্বর মিলিয়ে গেল।

লেভিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না। তার কানে এল, ঘোড়াগুলো ঘাস চিবুচ্ছে; চাষী ও তার বড় ছেলে রাতের বেলা ঘোড়া চড়াবার জন্য বেরিয়ে গেল; সৈনিক ও তার ছোট ভাইপোটি গোলা ঘরের অপর প্রান্তে শুতে গেল; ছেলেটি উঁচু গলায় শিকারী কুকুর দুটো সম্পর্কে তার মনের কথা কাকাকে বলল; সৈনিক কাকা কর্কশ ঘুম-ঘুম গলায় বলল,

শিকারীরা পরদিন জলায় গিয়ে বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়বে; তারপর বলল, "ঘুমিয়ে পড় ডাস্কা; ঘুমিয়ে পড়, নইলে দেখাব মজা।" একটু পরেই সৈনিকের নাক ডাকতে লাগল, আর সব কিছু শান্ত হয়ে এল। শব্দের মধ্যে শুধু ঘোড়ার হ্রেষা আর কাদাখোঁচার ডাক।

ভোরেই আমি যাত্রা করব। সাবধানে থাকব। জলাভূমিটা কাদাখোঁচায় ভর্তি। বড় কাদাখোঁচাও আছে। ফিরে এসে নিশ্চয় কিটির চিঠি পাব। হ্যাঁ, স্তেভ ঠিকই বলেছে, বৌয়ের কাছে আমি যেন পুরুষই থাকি না। মেয়েলি হয়ে যাই। কিন্তু তাও আর কি করা যাবে?

ঝিমুতে ঝিমুতেই সে ভেস্‌লভ্‌স্কি ও অব্‌লন্‌স্কির হাসি ও খুসির কথাবার্তা শুনতে পেল। একবার চোখ খুলল। চাঁদ উঠেছে; দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল, তার দুই সঙ্গী উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। অব্‌লন্‌স্কি বলছে তার সঙ্গিনীর তাজা চেহারার কথা, আর ভেস্‌লভ্‌স্কি যে কথাগুলো বলছে সেটা নির্ঘাৎ চাষীটিই তাই বলেছে: "আপনার তো নিজের একটি বৌ দরকার;" তারপরই সে তার সেই সংক্রামক হাসি হেসে উঠল। লেভিন তন্দ্রাচ্ছন্ন গলায় বলল:

"ভোরে দেখা হবে মশাইরা।" তারপরই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ১২ ॥

খুব ভোরে লেভিনের ঘুম ভাঙল; সঙ্গীদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টাও করল। একটা মোজা-পরা পা ছড়িয়ে ভেস্‌লভ্‌স্কি উপুড় হয়ে শুয়ে এত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিল যে ডাকাডাকি করে তার কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। অব্‌লন্‌স্কি ঘুমের ঘোরেই এত ভোরে উঠতে আপত্তি জানাল। অগত্যা লেভিন বুট পরে, বন্দুক হাতে নিয়ে সাবধানে দরজাটা খুলে লাস্কাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেল। কোচয়ানরা গাড়ির পাশেই ঘুমিয়ে আছে। ঘোড়াগুলো ঘাড় নাড়ছে। বাইরে তখনও অন্ধকার।

ঠিক সেই সময় চাষীর বুড়ো বৌ কুড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "এত ভোর-সকালে উঠেছ কেন বাপু?"

"শিকার করতে যাচ্ছি দিদিমা। কোন্ পথে জলাভূমিতে যাওয়া যাবে?"

"পিছনের উঠোন পেরিয়ে ঝাড়াই উঠোনের ভিতর দিয়ে শনের ক্ষেতে চলে যাও। সেখান থেকেই পথ শুরু হয়েছে।"

রোদে পোড়া খালি পা সাবধানে ফেলতে ফেলতে বুড়ি লেভিনকে পথটা দেখিয়ে দিল। সে যাতে সহজে যেতে পারে সেজন্য বেড়ার আগড়টাও নামিয়ে দিল।

"ঝাড়াই উঠোনকে ঘুরে যে পথটা চলে গেছে সেটা ধরে গেলেই জলাতে

পৌঁছে যাবে। কাল রাতে আমাদের ছেলেরাও ঘোড়া নিয়ে ওখানেই গেছে।"

পথ ধরে লাস্কা আগে আগে দৌড়তে লাগল; হাল্কা দ্রুত পায়ে লেভিন চলল তার পিছু পিছু; তার চোখ আকাশের দিকে। জলাভূমিতে পৌঁছবার আগে সূর্য উঠবে না বলেই সে আশা করছে। কিন্তু সূর্য উঠতে দেরি হল না। যাত্রা করার সময় যে চাঁদটা উজ্জ্বল কিরণ ছড়াচ্ছিল এখন সেটা পারার মত ঝলমল করছে; কয়েক মিনিট আগেও শুকতারাটাকে আকাশে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু এখন প্রায় চোখেই পড়ছে না। দূরবর্তী মাঠের অস্পষ্ট অন্ধকার জায়গাগুলো এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: সেগুলো যইয়ের আঁটি। সকালবেলাকার স্বচ্ছ স্তব্ধতার বুকে ক্ষীণতম শব্দও কানে আসছে। একটা মৌমাছি লেভিনের কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল ছুটন্ত গুলির মত। চোখ তুলে সে আর একটা, আরও একটা মৌমাছি দেখতে পেল। একটা মৌচাক থেকে উড়ে এসে সেগুলি জলাভূমির দিকেই যাচ্ছে।

হ্যাঁ, সেও জলাভূমির দিকেই চলেছে। জলাভূমিটা কোথায় সে এখন বলে দিতে পারে; জলাভূমিটার উপর থেকে কুয়াসা সরে যাচ্ছে—কোথাও ঘন হয়ে, কোথাও পাতলা হয়ে; আর ঘাস ও উইলোর ঝোপগুলো ঝকঝকে দ্বীপের মত চোখে পড়ছে।

জলাভূমিতে পৌঁছে লাস্কাকে একটা বিশেষ ভঙ্গীতে পিছনের দুটো পা দিয়ে মাটি ছড়াতে দেখে লেভিন বুঝতে পারল সেটা কাদাখোঁচার গন্ধ পেয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে সেও লাস্কার দিকে ছুটে গেল; মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল, এবার যেন তার ভাগ্য প্রসন্ন হয়, বিশেষতঃ এই প্রথম পাখিটার বেলায়। হঠাৎ তার চোখে পড়ল দুই ঝাড় লম্বা ঘাসের মাঝখানে তৃতীয় ঝাড়ের উপর একটা কাদাখোঁচা মাথা উঁচু করে সাবধানে বসে আছে। তারপরই সামান্য একটু পাখা ঝটপটিয়ে আবার পাখা দুটি মুড়ে পাখিটা এক কোণে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিছন থেকে লাস্কাকে একটা ঠেলা দিয়ে লেভিন চেঁচিয়ে বলল, "ছোট, ছুটে যা!"

পাখিটাকে আগে যেখানে দেখা গিয়েছিল তার থেকে দশ পা দূরে আবার সেটা পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে এসে দেখা দিল। গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে পাখিটার সাদা বুকটা ভিজে মাটিতে সশব্দে আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পাখি লেভিনের পিছন দিক থেকে উড়ে গেল।

সে ঘুরে দাঁড়াবার আগেই পাখিটা বেশ খানিকটা দূরে চলে গেলে। গুলিটা তার গায়ে লাগল। আরও বিশ পা উড়ে গিয়ে পাখিটা হঠাৎ শূন্যে স্থির হয়ে দাঁড়াল, আর তারপরেই একটা ভারী বলের মত বিদ্যুৎগতিতে নীচের দিকে ছুটতে ছুটতে শুকনো মাটির উপর আছড়ে পড়ল।

গরম কাদাখোঁচাটাকে শিকারের থলেতে ভরতে ভরতে লেভিন ভাবল, বউনিটা ভালই হল! "কি বলিস লাস্কা, বেশ ভাল বউনি নয়?"

বন্দুকে গুলি ভরে আবার যখন সে এগোতে শুরু করল তখন সূর্য উঠেছে, যদিও মেঘে ঢেকে আছে। বিবর্ণ চাঁদ এক খণ্ড মেঘের মত আকাশে ঝুলে আছে। একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না। নীচু জমির বুকে রূপোলি শিশিরবিন্দুগুলি এখন সোনালী হয়ে উঠেছে। জলে যেন আগুন জ্বলছে। ঘাসের নীল রঙে হলুদ-সবুজ আভা ধরেছে। ঝোপঝাড়ের পাতায় শিশির-গুলো চিকচিক করছে; তাদের লম্বা ছায়া পড়েছে মাটিতে। গাছে গাছে জলাভূমির পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। খড়ের গাদার উপর একটা বাজপাখি বসে ঘাড় নাড়ছে। দাঁড়কাকগুলো মাঠের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। সবুজ ঘাসের পশ্চাৎপটের উপর গুলির ধোঁয়াগুলি দুধের মত সাদা দেখাচ্ছে।

দূর থেকে চাষীদের একটা ছেলে দৌড়ে লেভিনের কাছে এল।

কিছুদূর পর্যন্ত তার পিছু নিয়ে ছেলেটি হাঁক দিয়ে বলল, "ও মিস্তার, কাল এখানে পাতিহাঁস পড়েছিল।"

একে পরপর তিনটে কাদাখোঁচা মেরেছে, তার উপর ছেলেটির চোখে প্রশংসার ঝিলিক ফুটে উঠেছে—লেভিনের মন দ্বিগুণ খুসিতে ভরে উঠল।

॥ ১৩ ॥

প্রথম পাখি বা পশু যদি ঠিকমত শিকার করা যায় তাহলে বাকি শিকারও সফল হয়—শিকারীদের এই বিশ্বাস আজ সত্য প্রমাণিত হল।

বেলা ন'টার পরে লেভিন যখন কুড়ে ঘরে ফিরল তখন সে শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ও খুসি; প্রায় ত্রিশ মাইল পথ পাড়ি জমিয়েছে, উনিশটা পাখি থলেয় ভরেছে, আর বুনো হাঁসটা থলের মধ্যে না ঢোকায় সেটাকে বেল্টের সঙ্গে ঝুলিয়ে নিয়েছে। সঙ্গী দু'জন ইতিমধ্যে ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশ শেষ করেছে।

কাদাখোঁচাগুলোকে আর একবার গুণতে গুণতে লেভিন বলল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি জানি উনিশটা ছিল।"

গুণতে ভুল হয় নি। অব্‌লন্‌স্কি তাকে ঈর্ষা করছে দেখে লেভিন খুসি হল। পত্রবাহক কিটির চিঠি নিয়ে অপেক্ষা করে আছে দেখে সে আরও খুসি হল।

"আমি খুব ভাল আছি, খুব সুখে আছি, আমাকে নিয়ে যদি তোমার মনে কোন ভয় থেকে থাকে তো সেটা এখন আরও ভিত্তিহীন হয়ে পড়েছে, কারণ আমি একটি নতুন দেহ-রক্ষিণী পেয়েছি,—মারিয়া ভ্লাসেভ্‌না (ধাত্রী,

লেভিন-পরিবারের সাম্প্রতিক মূল্যবান সংযোজন)। সে দেখতে এসেছিল আমি কেমন আছি। সে বলল, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি; তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে এখানেই থাকতে বলেছি। অন্য সকলেই ভাল আছে, সুখে আছে; কাজেই তাড়াহুড়া করো না—শিকার যদি ভাল হয় তো আরও একটা দিন থেকে যেয়ো।"

এই দুটি সুখ—শিকারে সৌভাগ্য আর কিটির চিঠি—এতই বেশী যে একটু পরেই যে দুটি বিরক্তির কারণ দেখা দিল তারা লেভিনকে স্পর্শই করতে পারল না। কারণ দুটির একটি হল, অনেক বেশী পথ একটানা গাড়ি টানার ফলে একটা ঘোড়া কিছু খায় নি, আর অবসন্ন হয়ে পড়েছে; কোচয়ান বলছে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই এটা হয়েছে।

সে বলেছে, "ওকে বড় বেশী খাটানো হয়েছে কন্‌স্তান্তিন দিমিত্রিচ। এই খারাপ রাস্তায় একটানা আট মাইল ছোটানো হয়েছে!"

দ্বিতীয় অপ্রীতিকর ঘটনা হল, যে প্রচুর খাবার কিটি সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল তাতে এক সপ্তাহ চলবার কথা, কিন্তু সে সব একেবারে সাফ। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে জলাভূমি থেকে আসতে আসতে সে এতই স্পষ্টভাবে "পিরোশ.কি"র স্বপ্ন দেখেছিল যে লাস্কা যেমন করে শিকারের গন্ধ পায় সেও ঠিক তেমনভাবেই যেন "পিরোশ.কি"র স্বাদ ও গন্ধ পেয়েছিল; তাই কুড়ে ঘরে পা দিয়েই সে ফিলিপকে হুকুম করেছিল কিছু "পিরোশ.কি" আনতে। কিন্তু "পিরোশ.কি" তো নেইই, বাচ্চা মুরগিগুলোও উধাও।

ঘাড় নেড়ে ভেস্‌লভ.স্কিকে দেখিয়ে হাসতে হাসতে অব.লন্‌স্কি বলল, "আচ্ছা ক্ষিধে বটে তোমার! নিজের কথা বলছি না, কিন্তু ওর ক্ষিধে সকলকে হার মানায়।"

বিষণ্ণ চোখে ভেস্‌লভ.স্কির দিকে তাকিয়ে লেভিন বলল, "মনে হচ্ছে তোমাদের খুবই ক্ষিধে পেয়েছিল। তাহলে আমাকে কিছু মাংসই এনে দাও ফিলিপ।"

"ওনারা মাংসও শেষ করেছেন স্যার; হাড়গুলো কুকুরকে দিয়ে দিয়েছি," ফিলিপ জবাব দিল।

লেভিন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্রূপ করে বলল:

"আমার জন্য কিছু তো অন্তত রাখতে পারতে।" তার তখন কেঁদে ফেলবার মত অবস্থা। কাঁপা গলায় ফিলিপকে বলল, "যাও, পাখিগুলোকে পরিষ্কার করগে। ওগুলোকে আলকুশির গাছ দিয়ে ঢেকে রাখতে ভুলো না। খানিকটা দুধ নিশ্চয়ই আছে?"

পেট ভরে দুধ খাবার পরে নতুন পরিচিত এই লোকটির সামনে এভাবে মাথা গরম করেছে বলে তার খুব লজ্জা করতে লাগল, আর তাই সব ব্যাপারটাকেই ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিল।

সন্ধ্যায় তারা মাঠে শিকার করতে গেল। ভেস্‌লভ্‌স্কি বেশ কয়েকটা পাখি মারল। আর রাতে সকলেই বাড়ি ফিরে গেল।

যেমন মজা করে তারা এসেছিল তেমনই মজা করেই ফিরে গেল। ভেস্‌লভ্‌স্কি গান ধরল। যে চাষীরা তাকে ভদ্‌কা খাইয়েছে এবং তাকে বলেছে "আমাদের প্রতি কঠোর হবেন না স্যার," যে গ্রাম্য মেয়েদের সঙ্গে সে ফূর্তি করেছে, বিশেষ করে একটি মেয়ে, যে চাষী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে বিয়ে করেছে কি না, এবং করে নি শুনে বলেছিল, "অন্যের বৌয়ের পিছনে ফুস্‌ফুস না করে নিজে একটা বৌ আনতে চেষ্টা করুন,"—তাদের সকলের সঙ্গেই কী আনন্দে দিনটা কেটেছে সে কথা তার মনে পড়ল। আর সব কিছুই বেশ মজার বলে মনে হল।

"মোটের উপর এই শিকারে এসে আমি ভীষণ খুসি হয়েছি। আর তুমি লেভিন?"

"আমিও," লেভিন আন্তরিকভাবেই বলল; বাড়িতে থাকতে ভেস্‌লভ্‌স্কির প্রতি যে বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠেছিল সেটা তো চলে গেছেই, বরং তার প্রতি এখন মনটা বেশ প্রসন্ন হয়েই উঠেছে বলে সে সব চাইতে বেশী খুসি হয়েছে।

॥ ১৪ ॥

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ লেভিন ভেস্‌লভ্‌স্কির দরজায় টোকা দিল। লেভিন ইতিমধ্যেই এক দফা বিষয়সম্পত্তির দেখাশুনা করে এসেছে।

"*Eutrez*," ভেস্‌লভ্‌স্কি হাঁক দিল। পোষাকের জন্য ক্ষমা করো, কারণ এইমাত্র স্নান সেরেছি। তলবাস পরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে সে তখন হাসছে।

জানালার পাশে বসে লেভিন বলল, "ও নিয়ে ভেব না। ভাল ঘুম হয়েছিল তো?"

"কাঠের মত ঘুমিয়েছি। আজ কি শিকারের পক্ষে ভাল দিন?"

"তুমি চা খাবে, না কফি?"

"ধন্যবাদ, কিছুই খাব না। একেবারে লাঞ্চ খাব। বড়ই লজ্জা করছে—মেয়েরাও বোধ হয় ঘুম থেকে উঠে গেছে? আঃ, এই তো বেড়াবার সময়! তোমার ঘোড়াগুলো একবার দেখাবে কি?"

লেভিন তাকে বাগানে নিয়ে গেল; সেখান থেকে আস্তাবলে; প্যারালাল বার-এ কিছুটা অনুশীলন করল; তারপর বাড়ি ফিরে বসবার ঘরে ঢুকল।

"চমৎকার শিকার হল; আর কত রকম অভিজ্ঞতা!" সামোভারের পাশে কিটির কাছে গিয়ে ভেস্‌লভ্‌স্কি বলল। "খুবই দুঃখের কথা যে মেয়েদের এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা হয়!"

লেভিন আপন মনেই বলল, "তার পক্ষে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে কথা বলাই তো উচিত। কিন্তু লোকটা যে ভাবে হাসছে, যে রকম বিজয়ীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিটির সঙ্গে কথা বলছে, তার মধ্যে একটা কিছু যেন তার নজরে পড়ল···।

টেবিলের অপর পাশে মারিয়া ভ্লাসেভ্না ও অব্লন্স্কির পাশে বসে প্রিন্সেস লেভিনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল ; কিটির প্রসবের ব্যাপারে কবে তারা মস্কো যাবে এবং সেখানে ঘর ভাড়া করার কি ব্যবস্থা হয়েছে এই সব নিয়েই আলোচনা হল। বিয়ের সময়ও যেমন নানা আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন লেভিনের ভাল লাগত না, এখনও ছেলের (তার নিশ্চিত ধারণা ছেলেই হবে) জন্মকে ঘিরে এই সব উদ্যোগ-আয়োজন তার কাছে আরও খারাপ লাগে।

কিন্তু প্রিন্সেস তার এই মনোভাব বুঝতে পারছে না ; তার ধারণা উদাসীনতা ও গুরুত্বের অভাববশতই লেভিন এ ভাবে চিন্তা করে ও কথা বলে। কাজেই প্রিন্সেস লেভিনকে রেহাই দিতে নারাজ। অব্লন্স্কিকে একটা ফ্ল্যাট দেখতে বলে সে লেভিনকে ডেকে পাঠাল।

"এ সবের আমি কিছুই বুঝি না প্রিন্সেস। আপনার যেমন ইচ্ছা সেই ভাবেই ব্যবস্থা করুন" লেভিন বলল।

"কবে আমরা এখান থেকে যাচ্ছি সেটা তো স্থির করতে হবে।"

"আমি জানি না। আমি তো বুঝি যে মস্কো ছাড়াই, ডাক্তার ছাড়াই লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে জন্মায়···তাহলে কেন যে···?"

"আঃ, তুমি যদি এভাবে ···।"

"না, না। কিটি যা যা চায় তাই করা হোক।"

"এবিষয়ে কিটিকে একটা কথাও বলা হবে না। তুমি কি ওকে ভয় পাইয়ে দিতে চাও? বাজে ধাত্রীর জন্য এই বসন্তকালেই তো নাতালি গোলিৎসিনা মারা গেল।"

"আপনি যা বলবেন আমি তাই করব," লেভিন বিরস মুখে জবাব দিল।

প্রিন্সেস তাকে বোঝাতে লাগল, কিন্তু সে তাতে কান দিল না। প্রিন্সেসের কথাবার্তা তাকে বিচলিত করেছে ; কিন্তু প্রিন্সেসের কথাবার্তা নয়, সামোভারের পাশে যা তার চোখে পড়েছে সেটাই তার অবস্থাকে শোচনীয় করে তুলেছে।

কিটির উপর ঝুঁকে পড়ে মনোরম হাসির সঙ্গে ভেস্লভ্স্কি তাকে এমন কিছু বলছে যাতে কিটি বিমূঢ় ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ; মাঝে মাঝেই সে দিকে তাকিয়ে লেভিন ভাবল, না, এ অসম্ভব।

ভেস্লভ্স্কির মনোভাব, চাউনি ও হাসির মধ্যে সত্যি আপত্তিকর কিছু ছিল। লেভিন কিন্তু কিটির মনোভাব ও চাউনির মধ্যেও আপত্তিকর কিছু দেখতে পেল। আর তার জগৎটা জুড়ে আবার আঁধার নেমে এল। আগের

সন্ধ্যার মতই অত্যন্ত আকস্মিক ও অতর্কিতভাবেই সে যেন সুখ, শান্তি ও মর্যাদার উচ্চ শিখর থেকে হতাশা, ক্রোধ ও অসম্মানের গভীরে নিক্ষিপ্ত হল। আর একবার সব মানুষের প্রতি, সব কিছুর প্রতি সে যেন বিরূপ হয়ে উঠল।

আর একবার তাদের দিকেই তাকিয়ে সে বলল, অতএব আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন প্রিন্সেস।"

একটু ঠাট্টার সুরেই বলল, "মাথায় মুকুট পরা এত সহজে হয় না। আরে ডলি, তোমার আজ এত দেরি হল ?"

ডলিকে স্বাগত জানাতে সকলেই উঠে দাঁড়াল। ভেস্‌লভ্‌স্কি সামান্য সময়ের জন্য দাঁড়িয়ে মহিলাদের প্রতি তরুণ সমাজের সৌজন্যবোধের অভাবের প্রতীক-স্বরূপ সামান্যমাত্র মাথাটা নুইয়েই ফুর্তির হাসির সঙ্গে নিজের আলোচনায় ফিরে গেল।

ডলি বলল, "মাশা আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে ; ভাল ঘুমোয় নি, আর আজ ওর শরীরটাও ভাল নেই।"

আগের দিন সন্ধ্যার আলোচনার জের টেনেই ভেস্‌লভ্‌স্কি ও কিটির মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল : বিষয়—আন্না এবং ভালবাসা সামাজিক প্রথার উপরে উঠতে পারে কিনা। এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করাটা কিটির মোটেই পছন্দ নয়, এতে তার খারাপ লাগে ; তাছাড়া সে জানে যে তার স্বামী এ সব আলোচনা মোটেই পছন্দ করে না। এ আলোচনা বন্ধ করতে চাইলেও কেমন করে বন্ধ করা যায় তা সে জানে না। সে জানে, সে যা কিছু করবে তাই স্বামীর নজরে পড়বে আর সে তার একটা ভুল ব্যাখ্যা করে বসবে। সত্যি সত্যি সে যখন ডলির কাছে জানতে চাইল মাশার কি হয়েছে, তখন লেভিন ভাবল যে কিটির এ প্রশ্ন তার একটা নকল ও ঘৃণ্য ফন্দি মাত্র।

ডলি জিজ্ঞাসা করল, "আজ কি আমরা ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে যাচ্ছি ?"

"চল না যাই ; আমিও যাব," বলেই কিটির মুখটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠল ; ভদ্রতার খাতিরেই সে ভেস্‌লভ্‌স্কিকেও তাদের সঙ্গে যেতে বলতে গিয়েও থেমে গেল। স্বামী তার পাশ দিয়েই দৃঢ় পদক্ষেপে চলে যাচ্ছে দেখে অপরাধীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোথায় চললে কোস্তয়া ?' তার এই দৃষ্টিই লেভিনের সন্দেহকে দৃঢ়তর করল।

তার দিকে না তাকিয়েই লেভিন বলল, "মিস্ত্রি এসেছে ; তার সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

লেভিন নীচে নেমে গেল। কিন্তু পড়ার ঘর থেকে বের হবার আগেই স্ত্রীর পরিচিত পায়ের শব্দ তার কানে এল। অবিবেচকের মত দ্রুত পায়ে সে নেমে আসছে।

"কি ব্যাপার ?" লেভিন ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করল। "আমরা ব্যস্ত আছি।"

জার্মান মিস্ত্রিটিকে কিটি বলল, "ক্ষমা করবেন। স্বামীর সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা বলার আছে।"

জার্মানটি চলে যাবার উদ্যোগ করতেই লেভিন তাকে থামিয়ে দিল।

"ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।"

জার্মানটি জিজ্ঞাসা করল, "ট্রেনটা তো তিনটেয় ছাড়ে? আমি দেরি করতে পারব না।"

কোন জবাব না দিয়ে লেভিন স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, "কি বলতে চাও?"

লেভিন স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল না; একবার দেখল না পর্যন্ত যে এই অবস্থায় বেচারির সারা শরীর কাঁপছে; তাকে অত্যন্ত বিধ্বস্ত ও করুণ দেখাচ্ছে।

"আমি···আমি বলতে চেয়েছিলাম···এ ভাবে আমরা বাঁচতে পারি না···এত নির্যাতন" কিটি অস্ফুট গলায় বলল।

লেভিন কর্কশ গলায় বলল, "রান্নাঘরে চাকররা রয়েছে। একটা কেলেংকারি করো না।"

"তাহলে আমার সঙ্গে এস।"

তারা প্যাসেজের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। কিটি পাশের ঘরটাতেই ঢুকত, কিন্তু সেখানেও ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী তানিয়াকে পড়াচ্ছে।

"আমরা বাগানে যাই।"

বাগানে পৌঁছে দেখল মালি বাগান ঝাট দিচ্ছে। মালি তার জলভরা চোখ দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে তার স্বামীর বেদনার্ত মুখ; সে বুঝতে পারছে যে কোন ভয়ংকর বিপদের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া মানুষের মতই তাদের দেখাচ্ছে; কিন্তু সে সব কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করে দ্রুত পায়ে তারা এগিয়ে গেল। মনের সব বোঝা তাদের হাল্কা করতেই হবে; একটা ফয়সালা করতে হবে; যে যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে তারা চলেছে দু'জন একসঙ্গে মিলে তার হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে।

"এভাবে আমরা চলতে পারি না! এতো নির্যাতন! আমি কষ্ট পাচ্ছি, তুমিও কষ্ট পাচ্ছ। কিন্তু কেন? কিসের জন্য?" লিণ্ডেন-বীথির এক প্রান্তে একটা ফাঁকা বেঞ্চিতে বসে কিটি কথাগুলি বলল।

আগের দিন রাতের মত সেই একই ভঙ্গীতে দুই মুষ্টিবদ্ধ হাত বুকের উপর রেখে কিটির সামনে দাঁড়িয়ে লেভিন পুনরায় প্রশ্ন করল, "আগে তুমি আমাকে একটা কথা বল: তার আচরণের মধ্যে কি এমন কিছু ছিল না যেটা অশোভন, ইঙ্গিতপূর্ণ ও অত্যন্ত অপমানজনক?"

কাঁপা গলায় কিটি বলল, "ছিল। কিন্তু কোস্ত্য়া, তুমি বুঝতে পারছ না কেন যেসেজন্য আমি তো দোষী নই? ভোর থেকেই আমি তার প্রতি উদাসীন

থাকতে চেয়েছি, কিন্তু অন্য সকলে···ওঃ, কেন সে এখানে এসেছে? আমরা কত সুখে ছিলাম!" কান্নার আবেগে কিটির শরীর কাঁপতে লাগল।

কোন কিছুই তাদের দু'জনকে এখানে টেনে আনে নি, কাজেই কোন কিছুর হাত থেকে পালাবার প্রশ্নও ওঠে না; বাগানের বেঞ্চিটাও যে তাদের সুখের সাগরে ভাসিয়েছে তাও নয়; তবু ফিরবার পথে তারা যখন মালির পাশ দিয়েই হেঁটে গেল তখন সে দেখে অবাক হয়ে গেল, দু'জনের মুখই শান্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

॥ ১৫ ॥

স্ত্রী উপরে উঠে গেলে লেভিন ডলিদের ঘরে গেল। ডলিও সেদিন খুবই উত্তেজিত হয়ে আছে। সে দেখল, ডলি মেঝেতে পায়চারি করছে আর এক কোণে দাঁড়িয়ে ছোট মেয়েটি কাঁদছে। ডলি তাকে বলছে:

"সারাদিন ঐ কোণে দাঁড়িয়ে থাকবে, একা একা ডিনার খাবে, একটা খেল্‌নাও পাবে না, আর তোমাকে একটাও নতুন ফ্রক করে দেব না।" আরও কি ভাবে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া যায় সেটা আর মনে এল না।

লেভিনকে দেখে বলল, "কী ভীষণ মেয়ে হয়েছে! এ সব কুবুদ্ধি যে কোথা থেকে পায় আমি তো ভেবেই পাই না।"

"ও কি করেছে?" লেভিন শুধাল। সে এসেছিল নিজের সমস্যা নিয়ে ডলির সঙ্গে পরামর্শ করতে; এসে বুঝল, সে অসময়ে এসে পড়েছে।

"ও আর গ্রিশা রাস্পবেরি বাগানে গিয়েছিল; সেখানে ও কি করেছে আমি তোমাকেও বলতে পারি না। ওঃ, এ সময় মিস্ ইলিয়ট এখানে থাকলে কত ভাল হত! শিক্ষয়িত্রীটি ওদের একেবারেই দেখে না! একটা যন্ত্র যেন।··· *Figurez vous, que la petite*···"

তার পরেই ডলি কি করেছে সেটা ডলি বলল।

"এতে কিছু প্রমাণ হয় না; এ থেকে এটা বোঝা যায় না যে ওর মাথায় কুবুদ্ধি আছে, এটা তো একটু দুষ্টুমি মাত্র," লেভিন হাল্কাভাবে বলল।

"কিন্তু তোমাকে এত মনমরা দেখাচ্ছে কেন? তুমি এসেছ কেন? ওদিকে কি হচ্ছে?" ডলি জিজ্ঞাসা করল।

তার গলার স্বর শুনেই লেভিন বুঝতে পারল, সে যা বলতে এসেছে সে কথা বলতে কোন অসুবিধা হবে না।

"আমি ওদিকে ছিলাম না। বাগানে আমি আর কিটি শুধু ছিলাম। আজ আবার আমাদের ঝগড়া হয়েছে; স্তেভ্ আসার পরে·· এই দ্বিতীয় বার। আমাকে ঠিক করে বল, বুকে হাত দিয়ে বল: সত্যি কি কিছু দেখেছ···কিটির নয়, ঐ ভদ্রলোকের চলনে-বলনে এমন কিছু কি দেখেছ যেটা মনে হতে পারে অপ্রীতিকর—অপ্রীতিকর শুধু নয়, ভয়ংকর; স্বামীর পক্ষে অসম্মানকর?"

"আমি কি বলব?···ফিরে যাও! ঐ কোণে গিয়ে দাঁড়াও!" মায়ের মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখে মাশা সাহস করে এগিয়ে এসেছিল। "পৃথিবীর মানুষ তো বলবে, সব যুবকরা যা করে থাকে সেও তাই করেছে। একজন সংসারজ্ঞান-সম্পন্ন স্বামীর তো এতে খুসি হবারই কথা।"

লেভিন বিষণ্নভাবে বলল, "তাই বুঝি, তাই বুঝি। তুমিও তাহলে লক্ষ্য করেছ?"

"শুধু আমি নই, স্তেভ্‌ও। চায়ের ঠিক পরেই সে আমাকে হেসে কথাটা বলেছে।"

"খুব ভাল। এবার ঠিক ধরেছি। ওকে আমি দেখে নেব," লেভিন বলল।

"সে কি? তুমি কি পাগল হলে?" ডলি আতংকে চীৎকার করে উঠল। "ধিক!" তুমি কি বলছ কোস্ত্য়া?" একটু হেসে সে বলল। তারপর মাশাকে বলল, "এবার তুমি ফ্যানির কাছে যেতে পার।" তুমি যদি চাও স্তেভের সঙ্গে কথা বলব। সে ওকে নিয়ে চলে যাবে। সে বলতে পারবে যে এ বাড়িতে অতিথি আসবার কথা আছে। অবশ্য মোটের উপর সে ঠিক আমাদের মত নয়।"

"না না, ও কাজটা আমি নিজেই করব।"

"তার সঙ্গে ঝগড়া করবে?"

"মোটেই না। বরং মজা করব," লেভিন বলল; তার দুই চোখ খুসিতে ঝিলিক দিয়ে উঠল। "এবার ওকে মাপ করে দাও ডলি। এ কাজ ও আর কখনও করবে না," ছোট অপরাধীটির হয়ে সে বলল। বেচারি ফ্যানির কাছে না গিয়ে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে ইতস্তত করে তাকিয়ে ছিল, যদি মা তার দিকে তাকায় এই আশায়।

মা সত্যি তার দিকে তাকাল। মেয়েটি কেঁদে ফেলে মায়ের স্কার্টে মুখ লুকাল, আর ডলিও আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ভেস্‌লভ্‌স্কির খোঁজে যেতে যেতে লেভিন আপন মনেই বলল, এই লোক-টির কিছুই আমাদের সঙ্গে মেলে না।

হল-ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতেই সে স্টেশনে যাবার জন্য গাড়ি তৈরি রাখবার হুকুম দিল।

পরিচারক বলল, "গতকাল একটা স্প্রিং ভেঙে গেছে।"

"তাহলে ট্যারাণ্টাস্‌টা জুড়তে বল, আর তাড়াতাড়ি কর। আমাদের অতিথিটি কোথায়?"

"তার ঘরেই স্যার।"

লেভিন দেখল, ভেস্‌লভ্‌স্কি থলে থেকে জিনিসপত্র বের করে নতুন মোজা সরিয়ে রেখে ঘোড়ায় চড়বার সময় পায়ে যে পট্টি পরেছিল সেটাই পরবার চেষ্টা করছে।

লেভিনের মুখের ভাবে নতুন কিছু দেখতে পেয়ে অথবা লেভিনকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে হকচকিয়ে উঠল।

"তুমি কি পায়ে পট্টি বেঁধে ঘোড়া চালাও?"

"হ্যাঁ, এতেই বেশী আরাম পাই," পিছনের একটা হুক আটকাবার জন্য একটা পা চেয়ারের উপর তুলে দিয়ে ভেস্‌লভ্‌স্কি ভাল-মানুষি হাসি হেসে বলল।

ছোকরা যে বেশ ভাল মানুষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; তার জন্য লেভিন দুঃখিত হল; নরম চোখ তুলে ভেস্‌লভ্‌স্কি যখন তার দিকে তাকাল তখন গৃহকর্তা হিসাবে সে লজ্জিতই হল।

"আমি চেয়েছিলাম···" তার গলাটা কেঁপে উঠল; কিন্তু কিটির কথা এবং যা কিছু ঘটে গেছে সে সব কথা মনে হতেই সে অতিথির চোখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল: "তোমার জন্য ঘোড়া তৈরি রাখতে বলে দিয়েছি।"

ভেস্‌লভ্‌স্কি অবাক হয়ে বলল, "সে আবার কি? আমাকে কোথায় যেতে হবে?"

হাতের লাঠিটা চেপে ধরে লেভিন গম্ভীর গলায় বলল, "তোমাকে রেলওয়ে স্টেশনে যেতে হবে।"

"তোমরা কি হঠাৎই চলে যাবে বলে স্থির করেছ, না কি কিছু ঘটেছে?"

"কিছু অতিথি আসবার কথা আছে। না, কোন অতিথি আসছে না, আর কিছু ঘটেও নি, কিন্তু তোমাকে চলে যেতে বলতে আমি বাধ্য হয়েছি। আমার এই কঠোরতার যে কোন ব্যাখ্যা তুমি করতে পার।"

ভেস্‌লভ্‌স্কি উঠে দাঁড়াল।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সে মর্যাদার সঙ্গে বলল, "আমিও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ব্যাখ্যাটা তোমাকেই করতে হবে।"

লেভিন কাঁপা ঠোঁট দুটিকে সংযত রাখবার চেষ্টা করে শান্তভাবে ধীরে ধীরে বলল, "আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না।"

লাঠিটার দুই দিকে ধরে লেভিন সেটাকে দু'খণ্ড করে ভেঙে ফেলল; যে খণ্ডটা তার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিল সুকৌশলে সেটাকেও ধরে ফেলল।

লেভিনের মুখের কথার চাইতেও তার শান্ত কণ্ঠস্বর, এই শক্ত দু'খানি হাত, তার মাংসপেশী, জ্বলন্ত দুটি চোখ আর কাঁপা ঠোঁট দেখে ভেস্‌লভ্‌স্কি অনেক বেশী বুঝতে পারল। দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘৃণার হাসি হেসে সে মাথাটা ঈষৎ নোয়াল।

"অব্‌লন্‌স্কির সঙ্গে কথা বলার অনুমতিটুকু পাব কি?"

তার হাসি বা কাঁধে ঝাঁকুনি দেখে লেভিন ক্ষুব্ধ হল না। এ ছাড়া বেচারি আর কিই বা করতে পারে? সে ভাবল।

"এই মুহূর্তে তাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বন্ধুর কাছ থেকে সব কথা শুনে অব্‌লন্‌স্কি লেভিনকে খুঁজতে খুঁজতে বাগানে গেল। অতিথির চলে যাওয়ার অপেক্ষায় সে বাগানেই হেঁটে বেড়াচ্ছিল। অব্‌লন্‌স্কি হাঁক দিয়ে বলল, "এ সব কি যা তা হচ্ছে? তোমার মাথায় কি পোকা ঢুকেছে? এটা তোমার মাথায় কেমন করে এল যে যেহেতু একটি যুবক…"

মাথার মধ্যে পোকাটা আরও জোরে কামড় বসাল, কারণ অব্‌লন্‌স্কি যখন সমস্ত ব্যাপারটাকেই একেবারে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল তখন লেভিন রাগে টং হয়ে তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল:

"দয়া করে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করো না। এ ছাড়া আর কিছু আমার করার নেই। তোমাদের দু'জনকে বিব্রত করার জন্য আমি লজ্জিত, কিন্তু এখান থেকে চলে যেতে তার খুব কষ্ট হবে বলে আমি মনে করি না, আর আমার স্ত্রী ও আমি দু'জনই তার উপস্থিতিকে আপত্তিকর বলে মনে করি।"

"কিন্তু তুমি তাকে অপমান করেছ। *Et puis c'est pidicule.*"

"আর সে আমাকে অপমান করেছে, আমাকে আঘাত দিয়েছে! আমার তো কোন দোষ নেই, আর তাই আমার কষ্ট পাবার কোন কারণও নেই।"

"দেখ, তোমার কাছ থেকে এ রকম ব্যবহার আমি আশা করি নি।"

লেভিন দ্রুত ঘুরে গলি ধরে কিছুটা এগিয়ে জোরে পা চালিয়ে দিল। ইতিমধ্যে ট্যারান্টাস-এর চাকার শব্দ শুনে গাছের আড়াল থেকেই দেখতে পেল স্কচ্ টুপি মাথায় ভেস্‌লভ্‌স্কি খড়ের আসনে বসে এগিয়ে চলেছে।

ব্যাপার কি? বাড়ির ভিতর থেকে একটি লোক ছুটে বেরিয়ে এসে ট্যারান্টাস্‌টাকে থামাল দেখে লেভিন নিজেকেই প্রশ্ন করল। লোকটি সেই জার্মান মিস্ত্রি; লেভিন তার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। লোকটি ঈষৎ মাথা নুইয়ে ভেস্‌লভ্‌স্কিকে কি যেন বলেই গাড়িতে তার পাশে উঠে বসল; গাড়ি ছেড়ে দিল।

লেভিনের কাজে অব্‌লন্‌স্কি ও প্রিন্সেস দু'জনই চটে গেছে। তার নিজেকেও খুবই হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে; শুধু তাই নয় সে নিজেকে দোষী ও নিন্দার্হও মনে করছে; তবু তাকে ও তার স্ত্রীকে যা সহ্য করতে হয়েছে সেটা মনে করে সে নিজেকেই প্রশ্ন করল, দ্বিতীয়বার এই অবস্থায় পড়লে সে কি করত, আর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল যে সে এই একই কাজ করত।

যা কিছুই ঘটুক না কেন দিনের শেষ দিকে একমাত্র প্রিন্সেস ছাড়া আর সকলেই খুসির মেজাজে মেতে উঠল। শুধু প্রিন্সেসই লেভিনকে ক্ষমা করতে পারে নি; আর প্রিন্সেস হাজির না থাকায় ভেস্‌লভ্‌স্কি বিতাড়ণের ব্যাপারটাকে সকলেই অতীতের ঘটনা বলেই ধরে নিল। ডলি তো নানা অঙ্গভঙ্গী

করে তৃতীয় বা চতুর্থবার সকলকে একই কাহিনী শোনাতে লাগল আর তা শুনে ভারেংকা হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়তে লাগল। ডলি বলতে লাগল, নতুন ফিতে বেঁধে সেজেগুজে সবে বসবার ঘরে ঢুকেছি এমন সময় গাড়ির চাকার ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ কানে এল। খড়ের আসনে কে বসে? ভেস্‌লভ্‌স্কি ছাড়া আর কে হতে পারে! সেই মাথায় টুপি, মুখে গান, আর পায়ে পট্টি!

"তাকে তাহলে গাড়িতে চাপিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে! পরমুহূর্তেই শুনলাম, কে যেন চেঁচিয়ে বলল: 'থামুন' আরে, তারা দেখছি মোটা জার্মানটিকে তার পাশে বসিয়ে দিয়ে দু'জনকেই বিদায় করে দিচ্ছে। আর নতুন ফিতে মাথায় বেঁধে আমি দাঁড়িয়ে আছি একা!"

॥ ১৬ ॥

ডলি আন্নার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। বোনকে কষ্ট দেওয়ায় এবং ভগ্নিপতিকে অসন্তুষ্ট করায় সে সত্যি দুঃখিত; সে জানে যে ভ্রন্‌স্কির ব্যাপারে কোন রকম আগ্রহ না দেখাবার স্বপক্ষে লেভিনের যথেষ্ট যুক্তি আছে; কিন্তু আন্নার সঙ্গে দেখা করা এবং আন্নার বর্তমান অবস্থা সত্ত্বেও সে যে তাকে ভালবাসে সেটা তাকে জানানো তার কর্তব্য।

এ ব্যাপারে লেভিনের উপর কোন রকম ভরসা না করে ডলি ঘোড়ার জন্ত গ্রামে লোক পাঠাল; কিন্তু সে কথা শুনতে পেয়ে লেভিন এসে ক্ষোভের সঙ্গে বলল: "এ কথা তোমার মনে হল কেন যে তোমার সেখানে যাওয়াটা আমি অপছন্দ করি? আর সেটা যদি অপছন্দ করেই থাকি, তো তুমি যে আমার ঘোড়া নিতে চাইছ না এটা আমি আরও বেশী অপছন্দ করি। তুমি যে সেখানে যাবেই এমন কথা তো আমাকে বল নি। তুমি যে গ্রাম থেকে ঘোড়া ভাড়া করবে সেটা আমার খুবই অপছন্দ, কিন্তু আসল কথা হল, সে সব গাড়োয়ান হয় তো তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে সম্মত হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেবে না। আমার ঘোড়া আছে, আর আমাকে যদি কষ্ট দিতে না চাও তো সেই ঘোড়াই তুমি নাও।"

ডলি আর আপত্তি করতে পারল না। নির্ধারিত দিনে লেভিন নিজের খামার থেকেই চারটে ঘোড়া ও একটা বাড়তি ঘোড়া এনে হাজির করল। এ সময় প্রিন্সেসকে বাড়ি পাঠাবার জন্ত এবং ধাত্রীকে আনবার জন্ত ঘোড়ার খুবই দরকার, ঘোড়াগুলোকে হাতছাড়া করা লেভিনের পক্ষে একটু কঠিনই ছিল, তবু নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্তই সে ডলিকে ঘোড়া ভাড়া করতে দিতে পারে না; তার উপর সে এটাও জানে যে ঘোড়ার দরুণ যে বিশ রুবল খরচ হত সেটা ডলির পক্ষে খুব সামান্ত নয়; ডলির আর্থিক অবস্থার কথা সে ভালই বোঝে।

লেভিনের পরামর্শক্রমে ডলি ভোরে রওনা হল। রাস্তা ভাল, গাড়িটা আরামদায়ক, ঘোড়াগুলো জোর কদমে ছুটছে, গাড়ির মাথায় কোচয়ানের পাশে গদির একটি করণিক বসে আছে। বাড়তি নিরাপত্তার জন্ত পরিচারকের বদলে লেভিন গদি থেকে ঐ করণিকটিকেই সঙ্গে দিয়েছে। ডলি ঘুমিয়ে পড়েছিল। যে সরাইখানায় ঘোড়া বদলাতে হবে সেখানে পৌছে তবে তার ঘুম ভাঙল।

স্বিয়াঝ্‌স্কির বাড়ি যাবার পথে লেভিন যে চাষীর বাড়িতে রাত কাটিয়েছিল ডলিও চায়ের জন্ত সেই বাড়িতেই থামল। সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দশটা নাগাদ আবার যাত্রা শুরু হল। বাড়িতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে এত ব্যস্ত ছিল যে কোন রকম চিন্তাভাবনার সময়ই পায় নি। এখন এই চার ঘণ্টার যাত্রাপথে সব চাপা-দেওয়া চিন্তার স্রোত তীব্র বেগে বেরিয়ে আসতে লাগল। কিটি ও প্রিন্সেস ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার ভার নেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তাদের কথাই ডলির প্রথম মনে পড়ল। মাশা যদি আবার দুষ্টুমি শুরু করে?... গ্রিশা যদি ঘোড়ার লাথি খায়?...লিলির পেটের অসুখটা যদি বাড়ে?...ক্রমে এই সব বর্তমান চিন্তাকে ছাপিয়ে তার জায়গা নিল আসন্ন ভবিষ্যতের সব সমস্যা। শীতের জন্ত মস্কোতে একটা নতুন ফ্ল্যাট নিতে হবে, বসবার ঘরের জন্ত নতুন আসবাব কিনতে হবে, বড় মেয়েটার জন্ত একটা নতুন শীতের কোট বানাতে হবে। তারপরেই এসে হাজির হল দূর ভবিষ্যতের সমস্যাগুলো: বড় হলে ছেলেমেয়েদের কেমন করে মানুষ করবে। মেয়েদের বেলায় কাজটা অনেক সহজ, কিন্তু ছেলেদের বেলায়? স্তেভের উপর কোন ভরসা নেই। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না, ভাল মানুষদের সহায়তায় আমিই তাদের মানুষ করে তুলব। কিন্তু আমার পেটে যদি আবার সন্তান আসে?...তখনই তার মনে হল, প্রসবকালীন দুঃখটাই মেয়েদের জীবনের একমাত্র অভিশাপ নয়। তার শেষ গর্ভাবস্থা ও শেষ সন্তানটির মৃত্যুর কথা স্মরণ করে সে নিজের মনেই বলল, প্রসব করাটা তো কিছুই না, আসল কষ্ট তো কয়েক মাস ধরে বয়ে বেড়ানো। সঙ্গে সঙ্গে সরাইখানায় একটি তরুণী চাষী-বৌ তাকে যা বলেছিল সে কথাটা তার মনে পড়ে গেল। ডলি যখন জিজ্ঞাসা করল তার ছেলেমেয়ে আছে কি না, তখন বৌটি হাল্কাভাবে বলেছিল:

"একটা ছোট মেয়ে ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাকে নিয়ে নিল। লেণ্টের সময় তাকে কবর দিয়েছি।"

"তখন খুব কষ্ট হয়েছিল তো?"

"না তো; তা কেন হবে? বুড়োর তো আরও অনেক নাতি-নাতনি আছে।"

একটি সুন্দরী যুবতীর মুখ থেকে এ কথা শুনে ডলি তখন বিরক্ত হয়েছিল,

কিন্তু এখন সে কথা স্মরণ করে তার মনে হল, মেয়েটির এই রূঢ় ভাষণের মধ্যে কিছুটা সত্য আছে।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? পনেরো বছরের বিবাহিত জীবনের কথা ভাবতে গিয়ে ডলি মনে মনে বলল। গর্ভ, বমির ভাব, জড়তা, সবকিছুর প্রতি উদাসীনতা, এবং সর্বোপরি—কুশ্রীতা। কিটি, সুন্দরী তরুণী কিটি—তারও সেই চেহারা নেই; আর আমার কথা, আমি তো জানি পেটে সন্তান এলে আমাকে কুৎসিত দেখায়। সন্তান প্রসব, যন্ত্রণা—শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভয়ংকর যন্ত্রণা—তারপর শুশ্রূষা, বিনিদ্র রাত আর সেই ভয়ংকর ব্যথা…

আর এ সবের কারণ কি? এ সব কেন ঘটে? শুধু সারাটা জীবন মুহূর্তের জন্য শান্তি নেই, এ বছর ছেলে পেটে এল, পরের বছর তাকে লালন-পালন, মেজাজ খিটখিটে, নিজের দুঃখ, অপরেরও দুঃখ, স্বামীর বিতৃষ্ণা, আর এ সব কিছু ঘটে কতকগুলি দুর্ভাগা, কপর্দকহীন সন্তানের জন্য। লেভিনরা না থাকলে এই গ্রীষ্মকালটা যে কি ভাবে কাটত আমি জানি না। সত্যি কথা বলতে কি, কোস্ত্য়া ও কিটি এত বুদ্ধি রাখে যে আমাদের এ সব বুঝতেই দেয় না। কিন্তু এ ভাবে তো চিরদিন চলবে না; তাদেরও ছেলেপুলে হবে, তখন তো আর তারা আমাদের সাহায্য করতে পারবে না; এমনিতেই তো আমরা তাদের উপর বোঝা হয়ে আছি। শেষ পর্যন্ত কি বাপির ঘাড়ে গিয়ে পড়তে হবে; তারও তো বেশী কিছু হাতে নেই? যদি ধরেই নেই খুব ভাল কিছুই ঘটবে, যদি ধরে নেই যে ছেলেমেয়েদের কেউ মারা যাবে না, আর কোন রকমে তাদের বড় করেও তুলব, তাহলেও তারা গুণ্ডা-বদমাস হবে না এর চাইতে বেশী কিছু তো আমি আশা করতে পারি না। কিন্তু তার জন্য মূল্য আমাকে দিতে হচ্ছে, কত যন্ত্রণা ভুগতে হচ্ছে! সারাটা জীবনই নষ্ট!

"আরও অনেকটা পথ কি যেতে হবে মিখাইল?" এই সব ভয়ংকর চিন্তা থেকে মনটাকে সরিয়ে নেবার জন্য ডলি করণিকটিকে জিজ্ঞাসা করল।

"শুনেছি এই গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল।"

গাড়িটা গ্রাম্য পথে মোড় ঘুরে একটা সেতুর উপরে উঠল। একদল হাসি খুসি চাষী মেয়ে পিঠে ঘাসের বোঝা নিয়ে সেতুটা পার হচ্ছিল। গাড়িটাকে দেখবার কৌতুহলে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর সব মুখ; তাদের জীবনের আনন্দ দিয়ে যেন তাকে ঠাট্টাই করছে।

কত সুখে ওরা জীবনকে ভোগ করছে। ডলি আবার ভাবতে শুরু করল। আর আমি এখানে বেঁচে আছি যে জগৎ আমাকে যন্ত্রণায় দগ্ধ করছে সেই কারাগার থেকে সাময়িকভাবে মুক্ত একটি জীবের মত। সকলেই জীবনের আবেগে জীবন্ত—এই চাষী মেয়েরা, নাতালি, ভারেংকা ও আন্না—সকলেই, শুধু আমি ছাড়া।

অথচ সকলেই আন্নাকে দোষ দিচ্ছে ! কি দোষ ? আমি কি তার চাইতে ভাল ? আমার তবু স্বামী আছে, তাকে আমি ভালবাসি—যতটা ভালবাসা উচিত তা না হলেও ভাল তো বাসি। আন্না তো স্বামীকে ভালবাসত না। তাহলে তার দোষটা কি ? সে বাঁচতে চায়। এ বাসনা তো ঈশ্বরই আমাদের অন্তরে দিয়েছেন। হয় তো আমিও ঠিক এই কাজই করতাম। মস্কোতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে সেই ভয়ংকর সময়ে সে আমাকে যা বলেছিল সে কথা শুনে আমি ঠিক কাজ করেছি কি না সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত নই। হয় তো স্বামীকে ত্যাগ করে নতুন করে জীবন শুরু করাই আমার উচিত ছিল। তাহলে হয় তো এমন কাউকে পেতাম যে আমাকে ভালবাসে, আর আমিও তাকে ভালবাসি। এটা কি ভাল ? আমি তাকে (স্বামীকে) শ্রদ্ধা করি না, কিন্তু তাকে আমার দরকার আর তাই তাকে সহ্য করি। সেটা কি ভাল ? তখনও তো আমি কারও মন হরণ করতে পারতাম, তখনও আমি সুন্দরী ছিলাম। একথা মনে হতেই হঠাৎ তার ইচ্ছা হল আয়নায় নিজেকে একবার দেখবে। তার থলের মধ্যে একটা ছোট আয়না আছে, সেটা বের করতেও যাচ্ছিল, কিন্তু পাছে করণিক ও কোচয়ান দেখে ফেলে এই ভয়ে আয়নাটা বের করল না।

কিন্তু আয়না ছাড়াই তার মনে হল এখনও সময় চলে যায় নি ; তার মনে পড়ল কোজ্‌নিশেভের কথা ; সে তো তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছে। মনে পড়ল স্তেভ্‌-এর বন্ধু ভাল মানুষ তুরভৎসিন-এর কথা ; হামজ্বরের সময় সে তো ছেলেমেয়েদের খুবই যত্ন নিয়েছিল, আর ডলিকে সে ভালও বাসে। আরও একটি যুবকের কথা মনে পড়ল ; স্বামীই ঠাট্টা করে বলেছে যে সেই যুবকটি তিন বোনের মধ্যে ডলিকেই সব চাইতে সুন্দরী বলে মনে করে। আর অত্যন্ত আবেগাপ্লুত ও অবিশ্বাস্য একটি প্রেমের স্বপ্নে ডলি যেন বিভোর হয়ে গেল। হ্যাঁ, আন্না ঠিক কাজই করেছে ; সেজন্য আমি কোনদিন তার নিন্দা করব না। সে তো সুখী হয়েছে, আর একজনকেও সুখী করেছে, আমার মত এমনভাবে নিজেকে নষ্ট করে নি ; আমি জোর গলায় বলতে পারি, সে এখনও আগেকার মতই তাজা, চটপটে ও দিলখোলাই আছে। এ কথা ভাবতেই ডলির ঠোঁট দুটি একটা দুষ্টুমির হাসিতে বেঁকে উঠল, কারণ আন্নার ভালবাসার ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে সেও কল্পনা করতে লাগল যেন একটি কল্পিত মানুষের সঙ্গে সে ভীষণভাবে প্রেমে পড়ে গেছে। আন্নার মতই সেও স্বামীর কাছে সব কথা স্বীকার করেছে, আর সে কথা শুনে অব্‌লন্‌স্কির মুখে যে বিস্ময় ফুটে উঠেছে সেটা ভেবেই তার ঠোঁটে দেখা দিল সেই বাঁকা হাসির ঝিলিক।

সেই অলস চিন্তায়ই তার সময় কেটে গেল ; এক সময় বড় রাস্তা থেকে বাঁক ঘুরে তারা ভজ্‌দ্‌ভিজেন্‌স্কোয়ে-র পথ ধরল।

॥ ১৭ ॥

কোচয়ান ঘোড়া চারটেকে থামিয়ে ডান দিকে তাকাল ; যই ক্ষেতের শেষ প্রান্তে একটা গাড়ির পাশে জন কয়েক চাষী বসে ছিল। করণিকটি লাফিয়ে নামতে যাচ্ছিল, কিন্তু কি মনে করে একটি চাষীকে ইসারায় কাছে ডাকল। গাড়ি চলার সময় যে হাওয়াটা ছিল এখন সেটা পড়ে যাওয়ায় এক ঝাঁক ডাঁশ মশা ঘর্মাক্ত ঘোড়াগুলোকে ছেঁকে ধরেছে আর ঘোড়াগুলোও রেগে তাদের তাড়াতে চেষ্টা করছে। শান-পাথরে কাস্তে ঘসার ধাতব শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। একটি চাষী উঠে গাড়ির কাছে এগিয়ে এল।

স্বল্প-ব্যবহৃত রাস্তার শুকিয়ে যাওয়া চাকার দাগের উপর দিয়ে সাবধানে ধীরে ধীরে পা ফেলে বুড়ো চাষীটাকে আসতে দেখে করণিক ঠাট্টা করে বলল, "আরে, তোমার শরীরে কি রস-কস কিছুই নেই ? চটপট এস না।"

বুড়ো লোকটির কোঁকড়া চুলগুলো একটা কাঠের পটি দিয়ে আটকানো ; কুঁজো পিঠের উপর দিকে কালো কুর্তাটা ঘামে একেবারে ভিজে গেছে ; তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গাড়ির কাছে এসে রোদ-পোড়া হাত দিয়ে মাডগার্ডটা ধরে দাঁড়াল।

জিজ্ঞাসা করল, "ভজ্‌দ্‌ভিজেন্‌স্কোয়ে তো ? জমিদার বাড়ি ? কাউণ্টের কাছে ? সোজা কিছুটা এগিয়ে বাঁ দিককার প্রথম গলি দিয়ে এগোলেই পৌঁছে যাবেন। কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন ? কাউণ্টের সঙ্গে ?"

এই লোকটিকে আন্নার কথা কি করে বলবে বুঝতে না পেরে ডলি সংকোচের সঙ্গে বলল, "তারা বাড়িতে আছে তো হে বাপু ?"

"খুব সম্ভব, খুব সম্ভব," যেন কথা বলার ঝোঁকেই সে দু'বার কথাটা বলল। "কাল অতিথিরা সব এসেছে। অনেক অতিথি! কি হল ?" গাড়ি থেকে একটি যুবক কি যেন বলায় সে হাঁক দিয়ে উঠল। "ও হো! মনে হচ্ছে তারা ঘোড়ায় চেপে ফসলের তদারকে বেরিয়েছিলেন। এতক্ষণ হয় তো ফিরেছেন। আপনারা কোত্থেকে আসছেন ?"

কোচয়ান পুনরায় বক্সে উঠে বলল, "অনেক দূর থেকে। তাহলে বেশী দূরে নয় ?"

"বলেছি তো কাছেই। সোজা কিছুটা এগোলেই," লোকটি আবার বলল। শক্ত-সমর্থ গড়নের যুবকটি হাজির হল।

"ফসল কাটার কাজে সাহায্য করার জন্য লোক চাই কি ?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"আমি জানি না বাছা।"

"বাঁ দিকে ঘুরলেই পৌঁছে যাবেন," বুড়ো লোকটি বলল ; কথাবার্তা আর এগোল না দেখে তার দুঃখ হয়েছে।

কোচয়ান ঘোড়া ছোটাতে উদ্যত হতে না হতেই বুড়ো লোকটি চেঁচিয়ে উঠল :

"থাম, থাম হে ভালমানুষ, থাম !"

আরও একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

কোচয়ান থামল।

বুড়ো লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "ঐ তারা আসছেন ! ঐ তো ! দেখতে পাচ্ছেন ? জোর কদমে আসছেন।" চারজন অশ্বারোহী ও গাড়িতে দু'জনকে দেখিয়ে সে বলল।

অশ্বারোহীরা হল ভ্রন্স্কি, তার জকি, ভেস্‌লভ্‌স্কি ও আন্না ; গাড়িতে আছে প্রিন্সেস বার্‌বারা ও স্বিয়াঝ্‌স্কি। কিছুটা প্রমোদ-ভ্রমণে আর কিছুটা ফসল কাটার নতুন যন্ত্রটা দেখতেই তারা বেরিয়েছিল।

ডলির গাড়িটা থামতেই অশ্বারোহীরা তাদের ঘোড়াকেও হাঁটাতে শুরু করল। প্রথমেই ছিল আন্না ও ভেস্‌লভ্‌স্কি। ঘাড় ও লেজের লোম ছাঁটা একটা ইংলিশ ঘোড়ায় চেপেছে আন্না। তার চুলের সাজগোজ, চওড়া কাঁধ, সরু কোমর এবং ঘোড়ায় চাপবার মনোরম ভঙ্গী ডলিকে মুগ্ধ করল।

প্রথমে সে ভাবল, এভাবে ঘোড়ায় চড়া আন্নাকে মানায় না।

ডলির ধারণা, মেয়েদের পক্ষে ঘোড়ায় চড়াটা যৌবনের চাপল্যের সঙ্গেই জড়িত ; এ অবস্থায় আন্নার পক্ষে বেমানান ; কিন্তু এখন ভালভাবে লক্ষ্য করে তার সে ধারণা দূর হয়ে গেল। আন্না সুন্দরী, তার পোষাকে, মনোভাবে ও চাল-চলনে এতই সরলতা, প্রশান্তি ও মর্যাদার প্রকাশ যে তার চাইতে স্বাভাবিক আর কিছুই হতে পারে না।

আন্নার পাশেই ভেস্‌লভ্‌স্কি ; তার স্কচ্‌ টুপির ফিতে বাতাসে উড়ছে। তাদের পিছনে ভ্রন্স্কি। সকলের পিছনে জকির পোষাক পরা একটি ছোটখাট লোক। মস্ত বড় একটা কালো ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চেপে স্বিয়াঝ্‌স্কি প্রিন্সেসও এসে তাদের ধরে ফেলল।

পুরনো গাড়িটার এক কোণে ছোটখাট ডলিকে বসে থাকতে দেখে আন্নার মুখে খুসির হাসি ফুটে উঠল। কারও সাহায্য ছাড়াই আসন থেকে লাফিয়ে নেমে স্কার্টটাকে উঁচু করে তুলে ধরে সে ডলির কাছে ছুটে গেল।

"আমি আশা করেছিলাম যে তুমিই হবে, আবার আশা করতে সাহসও হচ্ছিল না। কি খুসি যে হয়েছি ! তুমি কল্পনাই করতে পারবে না আমি কত খুসি হয়েছি !" আন্না বলল ; ডলির মুখে মুখ রেখে তাকে চুমা খেল, আবার পরক্ষণেই তাকে ছেড়ে দিয়ে সহাস্য মুখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ভ্রন্স্কিও ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে তাদের দিকে এগিয়ে এসেছে ; তার দিকে ঘুরে আন্না বলে উঠল, "কী অবাক কাণ্ড, আলেক্সি !"

উঁচু ধূসর টুপিটা খুলে ভ্রন্স্কি ডলিকে বলল, "কত যে সুখী হয়েছি আপনি

বিশ্বাস করতে পারবেন না" স্মিত হাসিতে সুন্দর সাদা দাঁতগুলি বের করে প্রতিটি শব্দের উপর জোর দিয়ে সে কথাগুলি উচ্চারণ করল।

ঘোড়া থেকে না নেমেই ভেস্‌লভ্‌স্কি স্কচ টুপিটা মাথা থেকে খুলে ফিতে-গুলি ওড়াতে ওড়াতে সাদর সম্ভাষণ জানাল।

ডলির জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে আন্না বলল, "ইনি প্রিন্সেস বার্‌বারা।"

"ওঃ," ডলি বলল; তার মুখে অপ্রসন্নতার ছায়া।

প্রিন্সেস বার্‌বারা তার স্বামীর মাসি; অনেক দিন থেকেই ডলি তাকে চেনে, শ্রদ্ধা করে। সে জানে, প্রিন্সেস বার্‌বারা ধনী আত্মীয়দের ঘাড়ে চেপেই জীবন কাটায়। কিন্তু এখন সে ভ্রন্‌স্কির মত একজন অনাত্মীয় লোকের ঘাড়ে চেপেছে বলে স্বামীর আত্মীয়তার কথা স্মরণ করেই ডলি খুব লজ্জিত বোধ করল। ডলির মুখের ভাব লক্ষ্য করে আন্নাও লজ্জা পেল।

গাড়ির কাছে গিয়ে ডলি ঠাণ্ডা গলায় প্রিন্সেসকে সম্ভাষণ জানাল। সে স্বিয়াঝ্‌স্কিকেও চিনত। স্বিয়াঝ্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল, তার অদ্ভুত বন্ধুটি তরুণী স্ত্রীটিকে নিয়ে কেমন চালাচ্ছে; তারপর ডলির ক্লান্ত ঘোড়া ও কাদামাখা চাকার দিকে তাকিয়ে বলল, "মহিলাদের উচিত ভ্রন্‌স্কির বড় গাড়িতে চড়ে বসা।"

বলল, "এই খট্‌খটাং গাড়িতে বরং আমি চড়ছি। আর প্রিন্সেসও এই শান্ত ঘোড়াটাতে ভালই সওয়ার হতে পারবেন।"

আন্না বলল, "না, আপনারা যেমন ছিলেন তেমনই থাকুন। আমরা এক গাড়িতেই যাচ্ছি।" ডলির হাত ধরে সে গাড়িতে উঠল।

গাড়ি দেখে ডলির চমক লাগল; এত বড় বিলাসবহুল গাড়ি সে আগে কখনও দেখে নি; ঘোড়াগুলি যেমন চমৎকার, চার পাশের সুন্দর চকচকে মুখগুলিও তেমনি। কিন্তু সে আরও বেশী মুগ্ধ হল প্রিয় আন্নার পরিবর্তন দেখে। একমাত্র প্রেমে পড়লেই মেয়ে মানুষের মুখে এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।

গাড়িতে বসে দু'জনই বিব্রত বোধ করল। ডলি যে রকম তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে তাতেই আন্না বিব্রত হয়ে পড়ল; আর ডলি বিব্রত বোধ করল তার গাড়ির অখ্যাতি শুনে; বিশেষ করে স্বিয়াঝ্‌স্কি গাড়িটাকে "খট্‌খটাং" গাড়ি বলে উল্লেখ করায়।

চাষীরা দাঁড়িয়ে সহর্ষ কৌতূহলের সঙ্গে অতিথিদের অভ্যর্থনার বহর দেখে নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করতে লাগল:

কোকড়া-চুল বুড়োটি বলল, "ওরা খুব খুসি হয়েছেন, তাই না? অনেক দিন পরে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে।"

ভেস্‌লভ্‌স্কিকে দেখিয়ে আর একজন বলল, "হুই দেখ, একটি মেয়ে মানুষ কেমন প্যাণ্ট পড়েছে।"

"না, ওটি পুরুষ মানুষ। দেখছ না, কেমন ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে!"

"আমরা একটু ঘুমিয়ে নিতে পারব কি বাছারা?"

সূর্যের দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বুড়ো বলল, "আজ আর ঘুম নয়! দুপুর গড়িয়ে গেছে বাছারা। যার যার অস্ত্র নিয়ে নিজের জায়গায় চলে যাও।"

॥ ১৮ ॥

পথে ধূলো লেগে ডলির শুকনো মুখটা হতশ্রী হয়ে উঠেছে; সেদিকে তাকিয়ে আন্না বলতে যাচ্ছিল যে ডলি আগের চাইতে অনেক শুকিয়ে গেছে, কিন্তু সে যে নিজে আগের চাইতে আরও সুন্দর হয়েছে সেটা ডলির চোখের ভাষা থেকেই বুঝতে পেরে আন্না দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের কথাই বলতে লাগল।

"তুমি আমাকে দেখে ভাবছ, আমার মত অবস্থায় পড়েও মানুষ সুখী হয় কেমন করে। দেখ, এ রকম অবস্থায় পড়াটা খুবই লজ্জার কথা, কিন্তু আমি ···আমার সুখের বুঝি ক্ষমা নেই। আমার জীবনে যেন অলৌকিক কিছু ঘটেছে; যেন একটা যন্ত্রণাদায়ক ভয়ংকর স্বপ্ন থেকে হঠাৎ জেগে উঠে দেখছি যে ভয়ংকর বলে কিছু তো নেই। আমি জেগে উঠেছি। অনেক আতংক ও যন্ত্রণার জীবনকে পার হয়ে কিছুদিন হল, বিশেষ করে এখানে আসবার পর থেকে, আমরা বড়ই সুখে আছি।" আন্না জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডলির দিকে তাকাল।

সেও পাল্টা হেসে বলল, "আমিও আজ খুসি হয়েছি। তোমাকে দেখে সুখী হয়েছি। তুমি আমাকে চিঠি লেখ নি কেন?"

"কেন? কারণ সে সাহস আমার হয় নি। আমার অবস্থা তুমি ভুলে গেছ।"

"আমার কাছেও? আমার কাছেও সাহসের অভাব? তুমি যদি জানতে আমি···আমার তো মনে হয়···"

ডলি তার সকাল বেলাকার মনের কথাগুলিই বলতে চাইল, কিন্তু যে কারণেই হোক তার মনে হল যে সে কথা বলবার মত সময়ও এটা নয়, আর জায়গাও এটা নয়।

প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য দূরে কতকগুলো লাল ও সবুজ ছাদ দেখিয়ে সে বলে উঠল, "ও সব কথা পরে হবে। দূরে ওই বাড়িগুলো কিসের? একটা ছোট শহর বলে মনে হচ্ছে।"

আন্না প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল।

"না, না। আমার অবস্থাটাকে তুমি কি চোখে দেখছ? আমার সম্পর্কে তুমি কি ভাবছ? সব—সব আমাকে বল," আন্না বলল।

"আমি মনে করি," ডলি সবে বলতে শুরু করেছে এমন সময় ভেস্‌লভ্‌স্কি

ঘোড়া ছুটিয়ে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। ঘোড়াটাকে সে সামনের ডান পায়ে কদমে ছুটতে শেখাচ্ছে। যেতে যেতেই সে বলল :

"ঠিক রপ্ত করে নিয়েছে আন্না আর্কাদিয়েভ্না!"

আন্না তার দিকে ফিরেও তাকাল না। আর একবার ডলির মনে হল, এই গাড়িটা এ ধরনের আলোচনার উপযুক্ত জায়গা নয়; তাই সে মনের কথা মনেই চেপে রাখল।

বলল, "এ নিয়ে আমি মোটেই ভাবছি না। আমি চিরকালই তোমাকে ভালবাসি; আর তুমিও যদি কাউকে ভালবাস তো পুরোপুরিই ভালবেস; আসলে সে যা তাকেই ভালবেস, তোমার মনের মত করে গড়ে নিয়ে তার পরে তাকে ভালবেস না।"

বন্ধুর মুখের উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে চোখ দুটোকে ছোট করে (একটা নতুন অভ্যাস; আগে কখনও এ রকম করতে ডলি তাকে দেখে নি) আন্না নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল; বুঝি বা ডলির কথার তাৎপর্যটা বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর ডলির দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, "তুমি যদি কোন পাপ করে থাক তো এখানে এসে আমাকে সব কথা বললেই সে সব ক্ষমা করা হবে।"

ডলি দেখল তার চোখে জল। কোন কথা না বলে সে আন্নার হাতটা চেপে ধরল।

একটু থেমে সে আবার বলল, "ঐ বাড়িগুলো কিসের? ওখানে কতগুলি বাড়ি আছে?"

আন্না জবাব দিল, "ওগুলো আমাদের মজুরদের বাড়ি, একটা কারখানা ও আস্তাবল। পার্কটাও ওখান থেকেই শুরু হয়েছে। সব কিছুই অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, আলেক্সি এসে আবার সব ঠিকঠাক করেছে। এই জমিদারিটাকে সে ভীষণ ভালবাসে; আমি তো দেখে অবাক হয়ে গেছি যে এটার কাজকর্মে সে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছে। যদি জানতে তার স্বভাবটা কত ভাল! যে কাজেই হাত দেয় তাকেই ভালভাবে শেষ করে তবে ছাড়ে। বিরক্ত তো হয়ই না, বরং মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে জমিদারির কাজ করে।...ঐ যে বড় বাড়িটা দেখছ? ওটা একটা নতুন হাসপাতাল। আমি জোর করে বলতে পারি ওতে লাখ খানেক খরচ হবে। ওটাই তার সাম্প্রতিক বড় কাজ। আর এ কাজে সে কেন হাত দিয়েছে জান? চাষীরা ওই মাঠটা লিজ নিতে চেয়েছিল, আমার বিশ্বাস বেশ অল্প দামেই লিজ নিতে চেয়েছিল; সে তাদের ফিরিয়ে দেওয়াতে আমি তাকে কিপ্টে বলেছিলাম। আর তাই—না না, শুধু এই কারণেই নয়, এই সঙ্গে আরও কারণ ছিল—সে যে কিপ্টে নয় সেটা প্রমাণ করার জন্যই হাসপাতাল শুরু করে দিল। তাই তো ওকে এত ভালবাসি। চল, এবার আমাদের বাড়িটা দেখবে। বাড়িটা ছিল তার

ঠাকুর্দার। বাইরে কোনরকম পরিবর্তন সে করে নি।

"কী চমৎকার!" অবাক বিস্ময়ে ডলি বলে উঠল।

"সত্যি সুন্দর নয়? উপরের জানালা থেকে দূরের দৃশ্য অতীব মনোরম।"

ভেস্‌লভ্‌স্কিকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রন্‌স্কিকে আসতে দেখে সে বলল, "এই তো কাউণ্ট এসেছে!"

"দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নাকে কোথায় রাখবে ঠিক করেছ?" ভ্রন্‌স্কি ফরাসীতে প্রশ্নটা করল; কোন রকম উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে আর একবার ডলিকে অভিবাদন করে তার হাতে চুমা খেয়ে বলল, "আমি বলি কি বারান্দাওয়ালা বড় ঘরটাই ওকে দাও।"

"না, না, সেটা অনেক দূরে হয়ে যাবে! ওকে দেব ঐ কোণের ঘরটা; তাহলেই সব সময় ওকে দেখতে পাব। চলে এস," আন্না বলল।

তারপর ভেস্‌লভ্‌স্কির সঙ্গে ফরাসীতে কিছু কথাবার্তা বলে আবার ডলিকে জিজ্ঞাসা করল, "বেশ কিছুদিন থাকছ তো? নিশ্চয়ই একদিনের জন্য আস নি? সেটা কিন্তু খুব খারাপ হবে।"

"সেই কথাই তো বলে এসেছি। ছেলেমেয়েরা রয়েছে…," ডলি বলল।

"তা হবে না বাপু। কিন্তু সে পরে দেখা যাবে। এখন তো চল।" আন্না ডলিকে নিয়ে তার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ভ্রন্‌স্কি যে ঘরটার কথা বলেছিল এটা তত বড় নয়, আর সে জন্য আন্না ডলির কাছে ক্ষমা চেয়েও নিল। কিন্তু ক্ষমা চাইলে কি হবে, এ রকম বিলাস-বহুল ঘরে ডলি আগে কখনও থাকে নি; এই ঘরটা দেখে বিদেশের সেরা হোটেলগুলির কথা তার মনে পড়ে গেল।

ডলির পাশে বসে আন্না বলল, "আঃ, তোমাকে পেয়ে কত যে খুসি হয়েছি সোনা! তোমার পরিবারের কথা বল। স্তেভ্‌-এর সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য দেখা হয়েছিল। সে ছেলেমেয়েদের কথা কিছুই বলতে পারে নি। আদরের তানিয়া কেমন আছে? অনেক বড় হয়েছে নিশ্চয়?"

ডলি সংক্ষেপে উত্তর দিল, "খুব বড়। লেভিনদের বাড়িতে খুব আনন্দে আছি।"

আন্না বলল, "যদি বুঝতাম যে তোমরা আমাকে ঘৃণা কর না, তাহলে তো সকলে মিলেই এখানে আসতে পারতে।" সে আর একবার ডলিকে চুমা খেল। কিন্তু আমার সম্পর্কে তোমার মনের কথা তো এখনও বল নি। আমাকে যে তা জানতেই হবে। তুমি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ তাতে আমি খুসি হয়েছি। আসল কথা হল, আমি যে একটা কিছু প্রমাণ করতে চাইছি তা ভেব না। আমি কিছুই প্রমাণ করতে চাই না। আমি চাই শুধু বাঁচতে; নিজের ছাড়া আর কারও ক্ষতি করতে চাই না। সেটুকু অধিকারও কি আমার নেই? কিন্তু তা নিয়ে তো অনেক আলোচনা হচ্ছে

পারে, আর আমাদের হাতেও প্রচুর সময় আছে। এবার গিয়ে জামাকাপড় ছাড়তে হবে ; তোমার জন্য একটি দাসী পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

॥ ১৯ ॥

একা একা বসে ডলি একটি গৃহবধূর দৃষ্টিতে ঘরটার চারদিকে তাকাতে লাগল। এই বাড়িতে ঢুকবার মুখে এবং এ বাড়ির ভিতরে চলতে চলতে সে যা কিছু দেখেছে, আর এখন এই ঘরের মধ্যে যা কিছু দেখছে—সব কিছুতেই তার চোখে পড়ছে ঐশ্বর্য ও সৌখীনতার ছাপ, এমন এক নতুন ধরনের ইওরোপীয় বিলাসিতার ছাপ যার কথা সে ইংরেজি উপন্যাসেই পড়েছে, রাশিয়াতে কখনও চোখেও দেখে নি, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে তো নয়ই। দেয়ালের ফরাসী কাগজ থেকে মেঝে-জোড়া কার্পেট পর্যন্ত সব কিছুই নতুন। বিছানায় স্প্রিংয়ের গদি, শিয়রে বিশেষ ব্যবস্থা, বালিশে রেশমী ঢাকনা। শ্বেত পাথরের মুখ ধোবার জায়গা, প্রসাধনী টেবিল, সোফা, টেবিল, ব্রোঞ্জের বড় ঘড়ি, জানালা ও দরজার পর্দা—সবই নতুন ও দামী। যে নতুন ছোট দাসীটি তাকে সেবা করার জন্য এসেছে সেও ঘরের অন্য সব সামগ্রীর মতই দামী। তার ফিটফাট চেহারা, তার ভক্তি ও কাজ করার আগ্রহ দেখে ডলি খুসি হয়েছে, কিন্তু তার সামনে নিজের অস্বস্তির শেষ নেই। নিজের পোষাকের সেলাই ও রিপু নিয়ে তার অনেক লজ্জা, অথচ বাড়িতে এগুলি নিয়েই সে গর্ববোধ করে।

পূর্বপরিচিত আনুশ্‌কা ঘরে ঢুকলে তবে সে অনেকটা স্বস্তি পেল। ছোট দাসীটিকে কর্ত্রী ডেকে পাঠিয়েছে ; আনুশ্‌কাই তার কাছে থাকল।

ডলিকে দেখে আনুশ্‌কাও খুসি ; সে অনর্গল বকে যেতে লাগল। ডলি বুঝল, কর্ত্রী সম্পর্কে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে সে খুবই উদ্‌গ্রীব, বিশেষ করে সে বলতে চায় কাউণ্ট আন্না আর্কাদিয়েভ্‌নাকে কত ভালবাসে, তার প্রতি সে কত অনুরক্ত, কিন্তু সে সব কথা তুলতেই ডলি ইচ্ছা করেই তাকে থামিয়ে দিতে লাগল।

"আন্না আর্কাদিয়েভ্‌নার কাছে তো অনেকদিন আছি, পৃথিবীর অন্য সব কিছু থেকে সে আমার আপন। আমরা বিচার করবার কে? আর তিনি কর্ত্রীকে এত ভালবাসেন—"

ডলি বাধা দিল, "আনুশ্‌কা, যদি পার তো এগুলি ধোবার ব্যবস্থা কর।"

"করছি ম্যা'ম। ধোলাইয়ের কাজের জন্যই আমাদের দুটো মেয়ে আছে, আর বিছানার চাদর ও টেবিলের ঢাকনা সব তো যন্ত্রেই ধোয়া হয়। কাউণ্ট নিজেই সে সব দেখাশুনা করেন। এমন স্বামী হয় না—"

এই সময় আন্না ঘরে ঢুকতে আনুশ্‌কার বকবকানি থামল। ডলিও খুসি হল।

আন্না এখন সাদাসিধে সুতীর ফ্রক পরে এসেছে। ডলি সেটাকে ভাল করে নজর করে দেখল। এই সরল পোষাক তার ভাল লাগল; অবশ্য এর দাম সম্পর্কেও সে অবহিত।

"পুরনো বন্ধু," আমুশ্‌কাকে দেখিয়ে আন্না বলল।

আন্নার বিব্রত ভাবটা এখন নেই। সে বেশ শান্ত ও সহজ হয়ে উঠেছে।

"তোমার বাচ্চাটি কেমন আছে?" ডলি জিজ্ঞাসা করল।

"আন্নি? (আন্নার মেয়ের ডাক নাম) ভাল আছে। বেশ গোলগাল হয়েছে। দেখবে নাকি? চল, তোমাকে দেখাব। ধাইদের নিয়ে তোমাকে তো অনেক ঝামেলাই পোয়াতে হয়। একটি ইতালীয় মেয়ে আমার ধাইয়ের কাজ করে। খুব ভাল, তবে আকাট বোকা। আমরা তাকে ছাড়িয়ে দিতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু বাচ্চাটা তার খুব নেওটা হয়ে পড়েছে, তাই তাকে এখনও রেখেছি।"

"আচ্ছা, তুমি কি স্থির করেছ?" ডলি জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিল শিশুটির উপাধি কি হবে, কিন্তু আন্নার মুখে মেঘের ছায়া নেমে আসতে দেখে সে প্রশ্নটির অর্থ পাল্টে দিল। "তুমি কি স্থির করেছ? তাকে ছাড়িয়েই দেবে কি?"

কিন্তু আন্নাকে ঠকানো গেল না।

"এটা তো তোমার প্রশ্নের অর্থ নয়। তুমি তো জানতে চেয়েছিলে ওর উপাধি, তাই না? এ প্রশ্ন নিয়ে আলেক্সি খুবই বিব্রত। ওর তো কোন নামই নেই। মানে, ও শুধুই কারেনিনা," কথা বলতে বলতে আন্না এমনভাবে চোখকে কুঁচকে ফেলল যে আঁখি-পল্লবে চোখের মণি দুটো প্রায় অর্ধেক ঢেকে গেল। তারপর হঠাৎ মুখের ভাবে উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে এনে সে বলল, "ও সব কথা পরে হবে। চল, তাকে দেখবে চল। *Elle est tres gentille.* এর মধ্যেই হামাগুড়ি দিতে পারে।"

এ বাড়ির সর্বত্রই বিলাস-সামগ্রির প্রাচুর্য দেখে ডলি অবাক হয়ে গেছে; কিন্তু সব চাইতে অবাক করেছে এই নার্সারিটি। সব কিছুই ইংলণ্ডে তৈরি—যেমন মজবুত, তেমনই অসম্ভব দামী। ঘরটাও বড়, প্রচুর আলো, আর সিলিংটা উঁচু।

মেয়েটির গায়ে একটা ছোট শার্ট ছাড়া আর কিছু নেই। টেবিলের সামনে একটু উঁচু চেয়ারে বসে সুরুয়া খাচ্ছে আর বুকময় ছড়াচ্ছে। একটি রুশ দাসী তাকে খাইয়ে দিচ্ছে। দাসী বা ধাই কাউকেই সেখানে দেখা গেল না। পাশের ঘরে তাদের কথা কানে এল; একটা অদ্ভুত ধরনের ফরাসী ভাষায় তারা কথা বলছে।

আন্নার গলা শুনে জমকালো পোষাক পরা একটি লম্বা ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী

ঘরে ঢুকল আর কথায় কথায় আন্নাকে "হ্যাঁগো মহাশয়া" বলে আপ্যায়িত করতে লাগল।

কিন্তু নার্সারির আবহাওয়াটা ডলির মোটেই ভাল লাগল না; বিশেষ করে ভাল লাগল না এই ইংরেজ স্ত্রীলোকটিকে। আন্না তো মানুষ চেনে, তবু এমন একটি স্ত্রীলোককে কি করে বাড়িতে রেখেছে যাকে দেখলেই খারাপ বলে মনে হয় সেটাই বোঝা ভার। তাছাড়া, অল্প কয়েকটা কথা বলেই ডলি বুঝতে পারল, আন্না, ধাই, দাসী ও বাচ্চা—এদের কারও মধ্যে ভাল বোঝা-পড়া নেই; আর মাও সচরাচর নার্সারিতে ঢোকে না। আন্না মেয়েকে একটা খেলনা দিতে চাইল, কিন্তু খুঁজে পেল না।

ডলির সব চাইতে অবাক লাগল যখন সে জানতে চাইল বাচ্চাটার ক'টা দাঁত উঠেছে আর আন্না তার ভুল জবাব দিল; সে জানেই না যে বাচ্চাটার আরও দুটো দাঁত উঠেছে।

"অনেক সময়ই নিজের এখানে অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়; তাতে মনে বড় কষ্ট পাই," নার্সারি থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে আন্না বলল। মেঝেতে কতক-গুলি খেলনা পড়ে ছিল; সেগুলো যাতে ফ্রকের ঝুলের সঙ্গে আটকে না যায় সেজন্য আন্না ফ্রকটা তুলে ধরল। "প্রথম ছেলের বেলায় কিন্তু এ রকমটা হয় নি।"

"আমি তো ভেবেছিলাম ঠিক উল্টো," ডলি ভীরু গলায় বলল।

যেন অনেক দূরের কিছু দেখছে এমনিভাবে চোখ কুঁচকে আন্না বলল, "না, না, কি জান আমি তাকে—সের্গেইকে দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে সব কথা পরে হবে। বিশ্বাস কর, আমার অবস্থা এখন সেই ক্ষুধার্ত লোকটির মত যার সামনে হঠাৎ অনেক খাবার সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে আর সে জানে না কি দিয়ে শুরু করবে। সেই অনেক খাবার হচ্ছ তুমি আর তোমার সঙ্গে আমার যে সব কথা হবে তা; সে কথা অন্য কারও সঙ্গে হতে পারে না। অথচ কি ভাবে শুরু করব তা জানি না। *Mais je ne vous ferai grace de rien.* তোমাকে সব কথা বলব। হ্যাঁ, এখানে যাদের তুমি দেখতে পাবে তাদের সকলেরই একটা মোটামুটি ছবি তোমাকে দেব। প্রথমেই মহিলাদের ধরছি—প্রিন্সেস বার্‌বারা। তুমি তাকে চেন, আর তার সম্পর্কে তোমার ও স্তেভ্‌-এর মনোভাবও আমি জানি। স্তেভ্‌ বলে, তিনি যে মাসি একাতেরিণা পাভ্‌লভ্‌নার চাইতে ভাল এটা দেখানোই তার জীবনের এক-মাত্র লক্ষ্য; তা হতে পারে, কিন্তু তিনি খুব ভালমানুষ আর তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সেন্ট পিতার্সবুর্গে এমন এক সময় এসেছিল যখন একজন তত্ত্বাবধায়িকার আমার খুব দরকার হয়েছিল। তিনি তখন আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। হ্যাঁ, সত্যি তিনি খুব ভালমানুষ। তার জন্যই আমার কাজকর্ম অনেক সহজ হয়েছিল। আমি বুঝি, সেন্ট পিতার্সবুর্গের জীবনযাত্রায়

আমার অসুবিধাগুলি তোমরা ঠিক বুঝতে পার না। এখানে আমি পরিপূর্ণ সুখে ও শান্তিতে আছি; কিন্তু না, সে সব কথা পরে হবে। আগে সকলের কথা বলে নি। 'মার্শাল অব নবিলিট' স্বিয়াঝ্‌স্কি আছে; সেও খুব চমৎকার লোক, কিন্তু মনে হচ্ছে যে আলেক্সির কাছে তার কিছু প্রত্যাশা আছে। বুঝতেই তো পারছ, আলেক্সির হাতে যে সম্পত্তি আছে তাতে এখানকার গ্রামাঞ্চলে তার প্রভাব-প্রতিপত্তিও অনেক। আর আছে তুশ্‌কে-ভিচ—বেৎসিদের বাড়িতে তাকে তুমি দেখেছ। বেৎসি ছেড়ে দেওয়াতে সে এখানে চলে এসেছে। আর আছে ভেস্‌লভ্‌স্কি—তাকে তো তুমি চেনই। চমৎকার ছেলে," একটা দুষ্টুমির হাসিতে আন্নার ঠোঁট দুটি বেঁকে গেল। "লেভিনের সঙ্গে কি এমন ঘটেছিল? ভেস্‌লভ্‌স্কি কথাটা আলেক্সিকে বলেছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয় নি। *Il est tres gentil et naif,*" সেই একই হাসির সঙ্গে সে বলল। "পুরুষরা তো মজাতেই থাকতে চায়, আর সেজন্য আলেক্সিরও সঙ্গী সাথী দরকার; সে জন্যই তো এ সব লোককে আমি প্রশ্রয় দেই। আলেক্সি যাতে আর কিছু না চায় সেজন্য আমাদের জীবনকে আনন্দে ও ফূর্তিতে ভরপুর রাখতে চাই। আর আছে আমাদের নায়েব। লোকটি জার্মান, বেশ ভাল, নিজের কাজ বোঝে। তার উপর আলেক্সির খুব ভরসা। আর আছে ডাক্তার, বয়স অল্প, ঠিক নৈরাজ্যবাদী নয় কিন্তু—কি জান, সে ছুরি দিয়ে খায়। কিন্তু ডাক্তার হিসাবে চমৎকার। আর আছে স্থপতি···*Une petite caur.*"

॥ ২০ ॥

প্রিন্সেস বার্‌বারা পাথরের বেদীর উপর বসে কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কির হাতল-চেয়ারের জন্য আসন বুনছিল; ডলিকে নিয়ে সেখানে গিয়ে আন্না বলল, "এই যে ডলি এসেছে প্রিন্সেস; আপনি তো ওকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। ও বলছে ডিনারের আগে কিছু খাবে না; কিন্তু আপনি ওদের ডেকে কিছু লাঞ্চ আনতে বলুন, আমি যাই আলেক্সি ও অন্য সকলকেই এখানে ডেকে নিয়ে আসি।"

প্রিন্সেস বার্‌বারা সস্নেহে ডলিকে কাছে ডেকে নিল, আর তারপরেই বোঝাতে শুরু করল যে সে আন্নার বাড়িতে এসে রয়েছে কারণ নিজের বোন একাতেরিণা পাভ্‌লভ্‌নার চাইতেও সে আন্নাকে বেশী ভালবাসে, আর যেহেতু এখন সব্বাই আন্নার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাই এই সংকট-কালটা পার হতে আন্নাকে সাহায্য করাটা সে তার কর্তব্য বলে মনে করে।

"যখন স্বামীর সঙ্গে ওর বিচ্ছেদ হয়ে যাবে তখনই আমি আমার নির্জন গৃহকোণে ফিরে যাব; কিন্তু আমাকে যতদিন ওর দরকার থাকবে ততদিন

আমি আমার কর্তব্য করে যাব, সে কর্তব্য যত কঠোরই হোক। তুমি এসে খুব ভাল করেছ, উচিত কাজ করেছ! তারা তো আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর মতই বাস করছে; ঈশ্বর তাদের বিচার করবেন। বিরুভস্কি ও আভেনিয়েভাও কি···? আর এমন কি নিকান্দ্রভ ও ভাসিলিয়েভ কি মামনভা ও লিজা নেপচুনভাকে নিয়ে···? তাদের বিরুদ্ধে তো কেউ একটি কথাও বলে নি। শেষ পর্যন্ত তো সকলেই তাদের স্বীকার করে নিয়েছিল। তাছাড়া···হ্যাঁ, সাতটায় এখানে ডিনার দেওয়া হয়। ততক্ষণ যার যা খুসি তাই করে। তোমাকে এখানে পাঠিয়ে স্তেভ খুব ভাল কাজ করেছে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা স্তেভের পক্ষে উচিত হবে না। তুমি তো জান, তার মা ও ভাইয়ের সহায়তায় আলেক্সি করতে পারে না হেন কাজ নেই। আর এত ভাল ভাল কাজ সে করছে। তার হাসপাতালের কথা কি তোমাকে বলেছে? সে এক আশ্চর্য ব্যাপার—সব কিছু এসেছে প্যারিস থেকে।

এই সময় বিলিয়ার্ড-রুম থেকে আন্না সকলকে সেই বেদীর উপর ফিরিয়ে আনায় তাদের আলোচনায় বাধা পড়ল। ডিনারের তখনও অনেক দেরি, আবহাওয়াও সুন্দর, তাই প্রত্যেকেই দু'ঘণ্টা সময় কাটাবার মত নানা রকম প্রস্তাব করতে লাগল।

মনোহরণ হাসি হেসে ভেস্‌লভস্কি প্রস্তাব করল, "এক-হাত লন টেনিস হোক। তুমি আর আমি আর একবার জুটি হব।"

ভ্রন্‌স্কি বলল, "বড্ড গরম; আমি মনে করি বাগানে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে নৌকো বিহারে যাওয়াই ভাল; তাহলে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার নদী-তীরটাও দেখা হয়ে যাবে।"

"আমার সব কিছুতেই মত আছে," স্বিয়াঝ্‌স্কি বলল।

আন্না বলল, "হ্যাঁ, আমার মনে হয় ডলিও বেড়াতেই পছন্দ করবে; কি বল? আর তারপরে নৌ-বিহারে যাওয়া যাবে।"

সেই ব্যবস্থাই ঠিক হল। ভেস্‌লভস্কি ও তুশ্‌কেভিচ নদীতে চলে গেল; বলে গেল, একটা নৌকো ঠিক করে তারা অপেক্ষা করবে।

জোড়ায় জোড়ায় তারা হাঁটতে লাগল: আন্না ও স্বিয়াঝ্‌স্কি, ডলি ও ভ্রন্‌স্কি। এ রকম একটা অনভ্যস্ত পরিবেশে ডলি কিছুটা লজ্জিত ও বিব্রত-বোধ করতে লাগল। আন্না যা করেছে সেটাকে সে নীতিগতভাবে সমর্থন করে। সাধারণতই দেখা যায়, অকলংক চরিত্রের মেয়েরা তাদের পবিত্র জীবনের একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে ওঠে; অন্যের নিষিদ্ধ প্রেমের স্বপক্ষে তারা যে যুক্তি খুঁজে বের করে তাই শুধু নয়, সে সব কাজকে ঈর্ষাও করে। ডলি তো সত্যি সত্যি আন্নাকে ভালবাসে। তথাপি যে সমস্ত লোকের সঙ্গে তার রুচির মিল নেই, যাদের সৌজন্যবোধের ধারণাই তার কাছে নতুন, তাদের সঙ্গে চলাফেরা করতে ডলি বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। বিশেষভাবে

প্রিন্সেস বারবারাকে তার অপছন্দ ; নিজের আরামের জন্ত সে মহিলা সব কিছুই ক্ষমা করতে প্রস্তুত।

সাধারণভাবে আন্নার পছন্দকে ডলি সমর্থন করে, কিন্তু যে লোকটিকে সে পছন্দ করেছে তার সঙ্গে চলাটা তার কাছে প্রীতিপ্রদ নয়। ভ্রন্‌স্কিকে সে কোন দিন পছন্দ করে না। সে তাকে খুব অহংকারী লোক বলে মনে করে, যদিও অর্থ ছাড়া অহংকার করবার মত আর কিছুই তার নেই। কিন্তু এখানে, সেই লোকটির নিজের বাড়িতে, তাকে দেখে ডলি ভয় পেয়েছে, তার সামনে ডলি কিছুতেই সহজ ও স্বাধীন হতে পারছে না।

এই অস্বস্তি কাটাবার জন্ত ডলি আলোচনার একটা বিষয় খুঁজতে লাগল। সে জানে, এই অহংকারী লোকটা তার বাড়ি ও বাগানের প্রশংসায় মজবে না, তবু ভাল কোন বিষয় খুঁজে না পেয়ে সে বলে উঠল যে এই বাড়িটা তার খুব পছন্দ হয়েছে।

"হ্যাঁ, পুরনো রীতির একটা সুন্দর বাড়ি," ভ্রন্‌স্কি বলল।

"বিশেষ করে ফটকের সামনেকার মাঠটা আমার খুব ভাল লেগেছে। ওটা কি চিরকালই এই রকম ছিল?"

খুসিতে উজ্জল মুখে ভ্রন্‌স্কি বলল, "কী আশ্চর্য, মোটেই না! এই বসন্ত-কালেই যদি মাঠটা দেখতেন!"

বাড়িটার খুঁটিনাটি সব বিবরণ দিয়ে এবং বাড়িটার সংস্কার ও সাজানো-গোছানোর ব্যাপারে সে কত পরিশ্রম করেছে সে সব বলে ভ্রন্‌স্কি বেশ গর্ববোধ করতে লাগল। ডলির প্রশংসাও তাকে খুসি করল।

"যদি হাসপাতালটা দেখতে চান, আর খুব বেশী ক্লান্ত বোধ না করেন, তো সেটা খুব একটা দূরে নয়। সেদিকে যাব কি?" ডলির মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি বলল।

"তুমিও যাবে না কি আন্না?" ভ্রন্‌স্কি আবার জিজ্ঞাসা করল।

"নিশ্চয় যাব। কি বল, আমরা যাব না?" আন্না স্বিয়াঝ্‌স্কিকে জিজ্ঞাসা করল। "কাউকে দিয়ে ওদের খবর পাঠিয়ে দেব।" তারপর ডলির দিকে ফিরে বলল, "হ্যাঁ, এটা ওর একটা কীর্তি হয়ে থাকবে।"

স্বিয়াঝ্‌স্কি বলে উঠল, "চমৎকার প্রচেষ্টা! কিন্তু কাউন্ট, মানুষের স্বাস্থ্যের জন্ত তুমি এত করছ, অথচ স্কুলের ব্যাপারে তোমার কোন আগ্রহ নেই এটা আমার কাছে খুব অবাক লাগে।"

ভ্রন্‌স্কি বলল, "কি জান, এটা নিয়েই এখন মেতে আছি। এই যে, এটাই হাসপাতালে যাবার পথ," একটা গলি-পথ দেখিয়ে সে ডলিকে বলল।

মহিলারা ছাতা খুলে গলিতে ঢুকল। কিছুটা হাঁটবার পরে বাগানের ফটক পার হয়েই ডলি সামনের উঁচু জায়গাটায় একটা সুদৃশ্য লাল বাড়ি দেখতে পেল। বাড়িটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। লোহার ছাদটা এখনও

রংকরা হয় নি বলে সূর্যের উজ্জ্বল আলো পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। পাশেই আর একটা বাড়ি উঠেছে। বাড়িটাতে ভাড়া বাঁধা আছে; রাজমিস্ত্রিরা মশলা দিয়ে ইট গাঁথছে আর কর্নিক দিয়ে সেটা সমান করে দিচ্ছে।

স্বিয়াঝ্‌স্কি বলল, "কত তাড়াতাড়ি তুমি এত সব কাজ শেষ করে ফেলেছ! গতবার যখন এসেছিলাম তখন তো ছাদই বসানো হয় নি।"

"হেমন্তকালের মধ্যেই সব কাজ শেষ হয়ে যাবে। ভিতরের রং করা ও সাজসজ্জা তো প্রায় শেষ," আন্না বলল।

"আর ঐ নতুন বাড়িটা কিসের?"

"ডাক্তারের বাসা আর ওষুধের দোকান," ভ্রন্‌স্কি জবাব দিল। স্থপতিকে তাদের দিকে আসতে দেখে সে মহিলাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তার দিকেই এগিয়ে গেল এবং কি একটা বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে গরম-গরম কথা বলতে লাগল।

আন্না যখন জানতে চাইল ব্যাপারটা কি তখন সে বলল, "ভিত্‌টা এখনও বেশ নীচু আছে।"

আন্না বলল, "আমি তো বলেছিলাম ভিত্‌টা আরও উঁচু হবে।"

স্থপতি বলল, "সত্যি কথা বলতে কি আন্না আর্কাদিয়েভ্‌না, ভিত্‌টা আরও উঁচু হলেই ভাল হত, কিন্তু এখন তো অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

স্থপতিবিদ্যায় আন্নার এতটা জ্ঞান দেখে স্বিয়াঝ্‌স্কি বিস্ময় প্রকাশ করায় আন্না বলল, "হ্যাঁ, এসব কাজে আমার খুব আগ্রহ। হাসপাতালের সঙ্গে নতুন বাড়িটার মিল থাকা দরকার ছিল, কিন্তু এ কথাটা ভাবা হল অনেক দেরিতে আর কাজটাও শুরু করা হয়েছিল কোন রকম পরিকল্পনা না করেই।"

স্থপতির সঙ্গে কথা শেষ করে ভ্রন্‌স্কি মহিলাদের কাছে ফিরে এল এবং সকলকে নিয়ে হাসপাতালে ঢুকল। বাইরের কার্নিশটা তখনও শেষ হয় নি; একতলার মেঝেটারও রং করা বাকি; তবে দোতলার সব কাজই হয়ে গেছে। ঢালাই লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠে সকলে একটা বড় ঘরে ঢুকল। শ্বেত পাথরের মত করে দেয়ালে পলস্তরা লাগানো হয়েছে, বড় বড় জানালায় প্লেট-গ্লাস লাগানো হয়েছে; শুধু মোজাইক-মেঝের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নি।

ভ্রন্‌স্কি বলল, "এটা ডাক্তারদের কন্‌সাল্টিং-রুম। একটা ক্যাবিনেট, একটা ডেস্ক ও একটা টেবিল এ ঘরে থাকবে, আর কিছু না।"

"এদিকে, এদিকে আসুন। কিন্তু জানালার খুব কাছে যাবেন না." জানালার রং শুকিয়েছে কিনা দেখবার জন্য তাতে হাত লাগিয়ে আন্না বলল। "রংটা শুকিয়ে গেছে আলেক্সি।"

সেখান থেকে সকলে করিডরে গেল। সেখানে আধুনিক ধরনের বায়ু-সঞ্চালন ব্যবস্থাটা ভ্রন্‌স্কি সকলকে দেখাল। তারপর দেখাল শ্বেত পাথরের স্নান-ঘর ও অসাধারণ স্প্রিং-এর বিছানা। ক্রমে হাসপাতালের সব রকম

আধুনিক বিধি-ব্যবস্থা সকলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হল। ডলি তো সে সব দেখে শুনে হতবাক। বারবার নানা প্রশ্ন করে সে সব জেনে নিতে লাগল, আর তাতে ভ্রন্‌স্কি যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করল।

স্বিয়াঝ্‌স্কি বলল, "আমার মনে হয় যে রাশিয়াতে এটাই একমাত্র সার্বিক-ভাবে সুপরিকল্পিত হাসপাতাল।"

ডলি জিজ্ঞাসা করল, "এখানে কি একটা প্রসূতি বিভাগ রাখা হবে না? গ্রামাঞ্চলে তো সেটা খুবই দরকার। অনেক সময় আমি—"

ভ্রন্‌স্কি সবিনয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলল, "এটা তো প্রসূতি হাসপাতাল নয়, একমাত্র সংক্রামক রোগ ছাড়া অন্য সব রোগের হাসপাতাল। এই যে এটা দেখ," একটা নতুন চাকা-লাগানো চেয়ারে বসে সেটা চালাতে চালাতে সে ডলিকে বলল, "কোন রোগী হাঁটতে পারে না, এখনও খুব দুর্বল বা পায়ের কোন গোলমাল আছে, অথচ তাজা বাতাসের তার খুব দরকার; সে এটাতে চড়তে পারবে, বাইরে যেতে পারবে।"

ডলির সব কিছুতেই আগ্রহ, সব কিছুতেই সে খুসি; কিন্তু সে সব চাইতে খুসি হল ভ্রন্‌স্কির এই নতুন রূপ দেখে, তার সরল অবিচল উৎসাহ দেখে। হ্যাঁ, লোকটি সুন্দর, মনোহর, সে নিজের মনেই বলল; তার কথায় কান না দিয়ে ডলি বার বার ভ্রন্‌স্কির মুখের ভাবের পরিবর্তনগুলি দেখতে লাগল আর নিজেকে আন্নার জায়গায় বসিয়ে বিচার করতে লাগল। আর নব উদ্যমে ভরপুর ভ্রন্‌স্কিকে তার এত ভাল লাগল যে আন্না কেন তার প্রেমে পড়েছে সেটা সে ভাল করেই বুঝতে পারল।

॥ ২১ ॥

আন্না প্রস্তাব করল, এবার তাহলে আস্তাবলে যাওয়া যাক; স্বিয়াঝ্‌স্কি নতুন এঁড়ে ঘোড়াটা দেখতে চেয়েছে। জবাবে ভ্রন্‌স্কি বলল, "না, মনে হচ্ছে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এবং ঘোড়ার ব্যাপারে তার খুব আগ্রহও নেই। তোমরা বরং যাও, আমি ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাব ও গল্পগুজব করে সময়টা কাটিয়ে দেব—অবশ্য," ডলির দিকে ফিরে বলল, "ওর যদি সেটা মনঃপূত হয়।"

কিছুটা অবাক হয়ে ডলি বলল, "ঘোড়ার কিছুই আমি বুঝি না, আর তাই এটা নিশ্চয়ই আমার মনঃপূত হবে।"

ভ্রন্‌স্কির মুখ দেখেই ডলি বুঝতে পেরেছে যে সে তার কাছে কিছু চাইছে। তার ভুল হয় নি। ফটক পেরিয়ে আবার বাগানে ঢুকতেই ভ্রন্‌স্কি আন্নাদের যাওয়ার পথের দিকে তাকাল এবং যখন বুঝতে পারল যে তারা দর্শন ও শ্রবণের বাইরে চলে গেছে তখন বলতে শুরু করল:

"আপনাকে কি বলতে চেয়েছি বুঝতে পেরেছেন কি ?" চোখ মিটমিট করে ডলির দিকে তাকিয়ে সে বলল। "আমি জানি আপনি আন্নার সত্যি-কারের বন্ধু।" টুপিটা খুলে সে কেশবিরল মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

ডলি তার দিকে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। একা একা তার কাছে থাকতে হঠাৎ ডলির ভয় করতে লাগল : ওই কঠোর মুখের ঝিকিমিকি চাউনি তাকে ভীত করে তুলল।

সে কি বলতে চাইছে সে বিষয়ে নানারকম অনুমান তার মনের ভিতর উঁকি দিতে লাগল : সে চাইছে ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসে আমি তাদের সঙ্গে থাকি, আর সে প্রস্তাব তো আমাকে অগ্রাহ্য করতেই হবে ; অথবা সে চাইছে আন্নার জন্য মস্কোর পরিচিতদের নিয়ে একটা দল গড়ে তুলি···অথবা আন্নার সঙ্গে ভেস্‌লভ্‌স্কির সম্পর্ক নিয়ে সে কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় ? অথবা কিটির ব্যাপারে নিজেকে দোষী মনে করে বলে কি তার সম্পর্কেই কিছু বলতে চায় ? সব রকম অপ্রীতিকর ধারণাই তার মনে আসতে লাগল, কিন্তু আসল কথাটাই সে ধারণা করতে পারল না।

সে বলল, "আন্নার উপর আপনার যথেষ্ট প্রভাব আছে আর সেও আপনাকে খুবই ভালবাসে ; তাই আমার মিনতি, আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

ডলি ভীরু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার সতেজ মুখের দিকে তাকাল ; কখনও লিণ্ডেন পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্য কিরণ এসে সে মুখটাকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে আলোকিত করে তুলছে, আবার কখনও ছায়া পড়ে মুখটা গম্ভীর দেখাচ্ছে ; ভ্রন্‌স্কির কথা শুনবার জন্য ডলি অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু ভ্রন্‌স্কি পাথরের উপর লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে নিঃশব্দে তার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

"আন্নার প্রাক্তন বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র আপনিই আমাদের দেখতে এসেছেন, প্রিন্সেস বার্‌বারার কথাও ভাবেন নি—আমি জানি আমাদের অবস্থাটাকে বেশ স্বাভাবিক মনে করে আপনি এখানে আসেন নি, এসেছেন ওকে ভালবাসেন বলে, ওর খুব কষ্ট হচ্ছে জেনে কষ্টটা লাঘব করতে চান বলে। আমার কথা কি ঠিক ?" ডলির দিকে চোখ তুলে সে জিজ্ঞাসা করল।

ছাতাটা বন্ধ করে ডলি বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু—"

"দাঁড়ান," ভ্রন্‌স্কি বাধা দিল। "আন্নার কষ্টের কথা আমার চাইতে বেশী করে, গভীরভাবে আর কেউ বোঝে না। আপনি যদি আমাকে একজন হৃদয়বান মানুষ বলে মনে করেন তাহলেই আমার কথা বুঝতে পারবেন। তার এই অবস্থার জন্য তো আমিই দায়ী, তাই এটা আমাকে এত কঠিনভাবে বেঁধে।"

অচেতনভাবেই ভ্রন্‌স্কির কথার দৃঢ়তা ও আন্তরিকতাকে প্রশংসা করে ডলি

বলল, "আমি তা বুঝি। কিন্তু আমার আশংকা, আপনি নিজেই এ সবের কারণ বলেই ব্যাপারটাকে এত বড় করে দেখছেন। সমাজে ওর অবস্থা যে কত কঠিন তা আমি জানি।"

ভুরু কুঁচকে ভ্রন্‌স্কি বলে উঠল, "একটা নরক! যে দুটো সপ্তাহ আমরা পিতার্সবুর্গে কাটিয়েছি সে সময়টা ও যে কী নৈতিক যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়েছে সে কল্পনাও করা যায় না।...আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে আমার কথাই আপনি মেনে নেবেন।"

"নিশ্চয়; কিন্তু এখানে যতক্ষণ আন্না...বা আপনি...কেউই সমাজের দরকারটা বোধ না করছেন..."

"সমাজ!" ভ্রন্‌স্কি ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠল। "সমাজকে আমার কিসের দরকার?"

"সে সময় যতক্ষণ না আসছে, কোনদিন নাও আসতে পারে, ততদিন তো আপনারা সুখে-শান্তিতেই থাকতে পারবেন। আমি তো দেখছি, আন্না সুখে আছে, পরিপূর্ণ সুখে আছে; এ কথা সে আমাকে নিজে বলেছে," ডলি হাসতে হাসতে কথাটা বলল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে প্রশ্ন জাগল, আন্নার এই সুখ খাঁটি তো!

কিন্তু ভ্রন্‌স্কি এতে কোন আপত্তি জানাল না।

বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি অনেক দুঃখকষ্টের পরে সে নতুন করে বেঁচে উঠেছে; সে সুখী হয়েছে। বর্তমানকে নিয়ে সে সুখী। আর আমার কথা, ভবিষ্যতে কি আছে তাই নিয়ে আমার ভয়।...ও হো, আমি দুঃখিত, আপনি তো বেড়াতে চান?"

"না, না, আমার কাছে সবই সমান।"

"তাহলে আসুন, এখানেই বসা যাক।"

গলির বাঁকে বাগানের একটা বেঞ্চিতে ডলি বসে পড়ল। ভ্রন্‌স্কি তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

ভ্রন্‌স্কি যখন পুনরায় একই কথা বলল, "আমি দেখতে পাচ্ছি আন্না সুখী হয়েছে," তখনই আন্নার সুখ নিয়ে ডলির সন্দেহটা আরও বেড়ে গেল। "কিন্তু এ সুখ কতদিন থাকবে? আমরা ভাল করেছি কি মন্দ করেছি সেটা অন্য প্রশ্ন। পাশার দান তো ফেলা হয়ে গেছে," রুশ ভাষার বদলে সে ফরাসীতে বলতে লাগল, "এ জীবনের মত আমরা তো একসূত্রে গাঁথা পড়েছি। যে বন্ধন সব চাইতে পবিত্র—সেই ভালবাসার বন্ধনে আমরা বাঁধা পড়েছি। একটি সন্তান হয়েছে—আরও সন্তান হতে পারে। কিন্তু আমাদের সম্পর্কের পরিবেশ ও আইনের ফলে এমন হাজার জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে যার মুখোমুখি হতে আজ সে পারে না, হতে চায়ও না, কারণ অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা সইবার পরে আজ সে স্বস্তি পেয়েছে। তার অবস্থা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু

আমাকে তো সে সব কিছুর মোকাবিলা করতেই হবে। আইনত আমার মেয়ে আমার মেয়ে নয়, সে কারেনিনের মেয়ে। এ মিথ্যাকে আমি মেনে নিতে চাই না!" অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই যেন সে-সত্যকে বাতিল করে দিয়ে সে গম্ভীর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডলির দিকে তাকাল।

ডলিও তার দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। ভ্রন্‌স্কি আবার বলতে শুরু করল।

"কাল আমাদের একটি ছেলে জন্মাতে পারে; আমার ছেলে, অথচ আইনত সে হবে কারেনিনের ছেলে, সে আমার নাম বা আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না, আর আমাদের পারিবারিক জীবন যত সুখেরই হোক, আমাদের যত ছেলেমেয়েই জন্মাক, আমার সঙ্গে তাদের কোন বন্ধনই থাকবে না। তারা সকলেই কারেনিনের সন্তান। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, অবস্থাটা কত কঠিন, কত ভয়ংকর! এ কথা আন্নাকে বলতে চেষ্টা করেছি। সে শুধু বিরক্তই হয়। সে বুঝতে পারে না, আর তাকে আমি সব কথা বলতেও পারি না। এবার ব্যাপারটাকে আর একদিক থেকে দেখা যাক। তার ভালবাসায় আমি সুখী, কিন্তু আমাকেও তো একটা কোন কাজ করতে হবে। একটা কাজ আমি পেয়েছি, সে কাজ পেয়ে আমি গর্বিত, আদালতে অথবা সামরিক চাকরিতে আমার প্রাক্তন বন্ধুরা যে সব কাজ করে তার চাইতে আমার এ কাজ অনেক উঁচু দরের বলেই আমি মনে করি। কোন কিছুর বিনিময়েই তাদের কাজের সঙ্গে আমার কাজকে বদলে নিতে আমি চাই না। জমিদারি না ছেড়েই আমি কাজের মধ্যে ডুবে আছি, আমি সুখী, আমি তুষ্ট, আমাদের সুখের জন্য আর কিছুরই আমাদের প্রয়োজন নেই। যা করছি তাতেই আমি খুসি।"

ডলি লক্ষ্য করল যে ভ্রন্‌স্কি তার মূল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছে; সরে যাওয়ার ব্যাপারটা সে ভাল করে বুঝতেও পারল না, কিন্তু এটা বুঝতে পারল যে মনের গোপন কথাগুলিই সে বলতে শুরু করেছে—যে কথা সে আন্নাকেও বলতে পারে নি, আর আন্নার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথার মতই গ্রামাঞ্চলে তার কাজকর্মের কথাও সেই গোপন কথারই অংশস্বরূপ।

নিজেকে সংযত করে সে আবার বলতে লাগল, "তারপর শুনুন। কাজ করতে হলে আমাকে এটুকু তো বুঝতে হবে যে আমি যা করেছি সেটা আমার সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে না, আমার বংশধরদের মধ্যেও সেটা বেঁচে থাকবে—আর সেটাই আমি অনুভব করতে পারছি না। একটা মানুষ যদি বুঝতে পারে, যে-নারীকে সে ভালবাসে তারই গর্ভজাত সন্তান তার নিজের সন্তান না হয়ে এমন একজনের সন্তান হবে যে তাদের ঘৃণা করে, তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না—সে অবস্থাটা একবার কল্পনা করুন তো। এর চাইতে ভয়ংকর আর কিছু কল্পনা করতে পারেন কি?"

অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় সে থামল।

"আপনার অবস্থা আমি বুঝি। কিন্তু আন্নাই বা কি করতে পারে?" ডলি শুধাল।

অনেক কষ্টে মনের আবেগকে সংযত করে ভ্রন্স্কি বলল, "সেই কথাই তো বলতে চাইছি। একমাত্র আন্নাই কিছু করতে পারে, সব তার উপর নির্ভর করছে।...তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণের অধিকার পেতে জারের কাছে দরখাস্ত করতে হলেও তো বিবাহ-বিচ্ছেদটা প্রয়োজন। আর সেটা নির্ভর করছে আন্নার উপর। তার স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদে রাজীও হয়েছিল, এক সময় আপনার স্বামী সত্যি সত্যি তার ব্যবস্থাও করে ফেলেছিলেন; আমি এও জানি যে আজও সে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করবে না। শুধু আন্না তাকে একবার লিখলেই হয়। সে সময় তো কারেনিন স্পষ্টই বলেছিলেন যে আন্না সে ইচ্ছা প্রকাশ করলে সে তাতে আপত্তি করবে না। একথা বলাই বাহুল্য যে এ ধরনের পশুচিত দাবী একমাত্র একজন হৃদয়হীন ভণ্ডই করতে পারে। তার তিলমাত্র স্মৃতি স্ত্রীকে কত যে যন্ত্রণা দেয় তা জেনেশুনেও সে দাবী করছে যে আন্নাকেই চিঠি লিখে বিবাহ-বিচ্ছেদের বাসনা জানাতে হবে। এ কথা লিখতে তার যে কষ্ট হবে তা আমি বুঝি, কিন্তু যে জন্য এ কাজ করতে হবে সেটা যে একান্তই জরুরী। আমি নিজে তাকে একথা বলতে পারছি না, বলা অত্যন্ত শক্ত। আর তাই শেষ তৃণ খণ্ডের মত আমি আপনাকেই আঁকড়ে ধরেছি প্রিন্সেস। দয়া করে তাকে বলুন, সে যেন বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবী করে কারেনিনকে একটা চিঠি লেখে।"

কারেনিনের সঙ্গে শেষ দেখার দৃশ্যটা ডলির মনের সামনে ভেসে উঠল; সে বিষণ্ণ গলায় বলল, "আমি চেষ্টা করব।" আন্নার কথা ভেবে সে দৃঢ় কণ্ঠে আর একবার বলল, "অবশ্যই চেষ্টা করব।"

"আপনি তাকে প্রভাবিত করুন, জোর করুন যাতে সে লেখে। তাকে এ কথা বলতে আমি চাই না—বলতে পারি না।"

"ঠিক আছে, আমিই তাকে বলব। কিন্তু সে নিজে এটা বুঝতে পারছে না কেন?" হঠাৎ আন্নার চোখ কুঁচকে তাকাবার নতুন অভ্যাসটার কথা স্মরণ করে ডলি জিজ্ঞাসা করল। তার মনে পড়ে গেল, আন্না যখনই আন্তরজীবনের কথা নিয়ে ভাবে তখনই তার চোখ দুটি ও ভাবে কুঁচকে ওঠে। ডলির মনে হল, জীবনের সবটা যাতে চোখে না পড়ে সেই জন্যই সে দৃষ্টিকে সংকুচিত করে জীবনের দিকে তাকায়। ভ্রন্স্কির কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কথাগুলির জবাবে সে আবার বলল, "আমি নিশ্চয়ই আন্নাকে বলব, আমার জন্যও বটে, আর তার জন্যও বটে।"

বেঞ্চি থেকে উঠে তারা বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

॥ ২২ ॥

আন্না বাড়ি ফিরে দেখল ডলি আগেই এসে গেছে। সে এক দৃষ্টিতে ডলির চোখের দিকে তাকিয়ে রইল; যেন জানতে চাইল, ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে তার কি কথা হয়েছে; কিন্তু মুখে কিছুই বলল না।

শুধু বলল, "ডিনারের সময় হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে কোন কথাবার্তাই ভাল করে হয় নি। আজকের সন্ধ্যার উপরে আমি ভরসা করে আছি। এখনই গিয়ে পোষাকটা বদলাতে হবে। তুমিও তো পোষাক বদলাবে; ওই সব বাড়িতে ঘুরে পোষাকগুলো নোংরা হয়ে গেছে।"

খুসি মনেই ডলি তার ঘরে চলে গেল। তার তো বদলাবার মত আর কোন পোষাকই নেই কারণ সব চাইতে ভাল ফ্রকটাই সে পড়েছে; তবু ডিনারের উপযোগী সাজসজ্জা দেখাবার জন্য সে দাসীকে দিয়ে ফ্রকটাকে বুরুশ করিয়ে নিল, নতুন কফ ও বো পরল এবং চুলে একটা লেসের স্কার্ফ জড়িয়ে নিল।

তিন নম্বর গাউনটা পরে আন্না ঘরে ঢুকতেই সে হেসে বলল, "এই আমার সেরা সাজ।"

যেন নিজের জাকজমকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতেই আন্না বলল, "হ্যাঁ, তোমার সাজ তো বেশ সৌখীন হয়েছে। তুমি এখানে আসায় আলেক্সি খুবই খুসি হয়েছে। ভয় হচ্ছে, সে বুঝি তোমার প্রেমেই পড়ে গেছে। খুব ক্লান্ত লাগছে না তো?"

ডিনারের আগে আলোচনা করার মত সময় ছিল না। বসবার ঘরে ঢুকে তারা দেখল, প্রিন্সেস বারবারা ও কালো কোট পরা লোকজনরা হাজির। ফ্রককোট চড়িয়ে স্থপিতও হাজির। ভ্রন্‌স্কি ডাক্তার ও নায়েবের সঙ্গে ডলির পরিচয় করিয়ে দিল। স্থপতির সঙ্গে পরিচয়টা হাসপাতালেই হয়েছিল।

খানসামা এসে জানাল, ডিনার তৈরি। মহিলারা উঠে পড়ল। স্বিয়াব্‌স্কিকে আন্না আর্কাদিয়েভ্‌নার হাত ধরতে বলে সে ডলির হাতটা নিজের হাতে তুলে নিল। তুশ্‌কেভিচকে কোন রকম সুযোগ না দিয়েই ভেস্‌লভ্‌স্কি প্রিন্সেস বারবারাকে তার সঙ্গে যাবার আমন্ত্রণ জানাল; ফলে তুশ্‌কেভিচ, নায়েব ও ডাক্তারকে এককভাবে যেতে হল।

ডিনারের আয়োজন, খাবার ঘর, চীনা মাটির বাসনপত্র, চাকরবাকর, মদ ও খাদ্যবস্তু—সব কিছুতেই এ বাড়ির উপযোগী প্রাচুর্য ও জাঁকজমক তো আছেই, উপরন্তু দেখে মনে হল এবারকার ব্যবস্থা যেন অন্য সব ব্যবস্থাকে হার মানিয়ে দিয়েছে।…

শুধুমাত্র আলোচনা পরিচালনার কাজ করেই আন্না গৃহকর্ত্রীর ভূমিকাটি পালন করতে লাগল। এত ভিন্ন ভিন্ন জীবিকার মানুষ একটি ছোট টেবিলে

সমবেত হয়েছে যে আলাপ-আলোচনাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করাও একটা শক্ত কাজ। নায়েব ও স্থপতি এই অপ্রয়োজনীয় বিলাস-বাহুল্যে অভিভূত না হবার চেষ্টা করেও অনেকক্ষণ আলোচনায় যোগ দিতেই পারল না; ডলি লক্ষ্য করল, স্বাভাবিক কুশলতা ও সরলতার সঙ্গেই, এমন কি বেশ খুসির মেজাজেই, আন্না এই কঠিন কর্তব্যটিকে সঠিকভাবেই পালন করে চলেছে।

তুশ্‌কেভিচ ও ভেস্‌লভ্‌স্কি কেমন করে নৌকো নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিল, তা নিয়ে কথা হতেই তুশ্‌কেভিচ সেণ্ট পিতার্সবুর্গের ইয়ট ক্লাবের সাম্প্রতিক নৌকো বাইচের প্রসঙ্গটি তুলল। ওদিকে আন্না অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে তারা থামবে আর সেও স্থপতিকে ডেকে তার মুখ খোলাবে।

স্বিয়াঝ্‌স্কিকে দেখিয়ে আন্না বলল, "নিকোলাই আইভানভিচ যখন এখানে আগেরবার এসেছিলেন তারপর থেকে এত বেশী কাজ হয়েছে দেখে তিনি অবাক হয়ে গেছেন; কিন্তু আমি তো রোজ বাড়িগুলো দেখতে যাই, তবু কাজের দ্রুত অগ্রগতি দেখে আমি নিজেও অবাক হয়ে গেছি।"

"হিজ এক্সেলেন্সির সঙ্গে কাজ করা খুব সহজ," স্থপতি হেসে বলল। "স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করা একটা আলাদা ব্যাপার; কোন কাজ করার আগেই পর্বতপ্রমাণ কাগজপত্র লেখালেখি করতে হয়। আর কাউণ্টের কাছে আমার বক্তব্য রাখি, তা নিয়ে আলোচনা হয়। তারপরই শুরু হয়ে যায় কাজ।"

"মার্কিন পদ্ধতি," স্বিয়াঝ্‌স্কি হেসে বলল।

"হ্যাঁ, আমেরিকার লোকরা বুদ্ধিমানের মত বাড়িঘর তৈরি করে।"

এবার শুরু হল যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রসঙ্গ। এদিকে নায়েবকে চুপচাপ থাকতে দেখে আন্না একটা নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করল।

সে ডলিকে জিজ্ঞাসা করল, "ফসল কাটার যন্ত্র কখনও দেখেছ? একটা যন্ত্র দেখে ফিরবার পথেই তো তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমিও আগে কখনও দেখি নি।"

"ওতে কি ভাবে কাজ হয়?" ডলি শুধাল।

"কাঁচির মত। একটা বোর্ডের সঙ্গে অনেকগুলি কাঁচি লাগানো। এই রকম আর কি।"

আংটি-পরা সুন্দর দুই হাতে একটা ছুরি ও একটা কাঁটা তুলে আন্না ব্যাপারটা দেখাতে লাগল। তার এই কাজে কারও কোন উপকার হচ্ছে না বুঝেও সে ব্যাপারটা বুঝিয়েই চলল।

তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভেস্‌লভস্কি হেসে বলল, "অনেকটা পেন্সিল-কাটা ছুরির মত।"

আন্না ঈষৎ হাসল, কোন জবাব দিল না।

নায়েবকে জিজ্ঞাসা করল, "যন্ত্রটা যে কাঁচির মত সেটা কি ঠিক নয় কার্ল কিয়োদরিচ?"

জার্মান ভাষায় একটা মন্তব্য করে নায়েব যন্ত্রটার গঠন বুঝিয়ে বলতে লাগল।

স্বিয়াঝ্‌স্কি বলল, এ যন্ত্রটাতে আঁটি বাঁধা হয় না। ভিয়েনা প্রদর্শনীতে আমি এমন সব যন্ত্র দেখেছিলাম যাতে তার দিয়ে আঁটিও বাঁধা হয়ে যায়। এটার চাইতে সেগুলিই অধিক লাভজনক।"...

ডাক্তারটি রোগা মানুষ। আন্না এবার তাকে বলল, "ভাসিলি সেমিয়োনিচ, আমরা ভেবেছিলাম মাঠেই আপনাকে দেখতে পাব। সেখানে গিয়েছিলেন কি?"

"তা গিয়েছিলাম, কিন্তু আমি...মানে...কেমন যেন হাওয়া হয়ে গিয়েছিলাম" একটু রসিকতা করার চেষ্টায় ডাক্তার বলল।

"তাহলে তো আপনার ভ্রমণটা খুব ভালই হয়েছিল।"

"চমৎকার।"

"আর বৃদ্ধ মহিলাটি কেমন আছে? আশা করি তার রোগটা টাইফয়েড নয়।"

"না, টাইফয়েড নয়, কিন্তু রোগটা খারাপের দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।"

"কী দুঃখের কথা!" আন্না বলল। এইভাবে কর্মচারীদের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য দেখাবার পরে আন্না আবার অতিথিদের দিকে নজর দিল।

স্বিয়াঝ্‌স্কি হো-হো করে হেসে বলল, "আন্না আর্কাদিয়েভ্‌না, আপনার বিবরণমত একটি যন্ত্র তৈরি করা খুবই শক্ত কাজ বলে আমার আশংকা হচ্ছে।"

"কিন্তু কেন?" আন্না হেসে শুধাল।

তুশ্‌কেভিচ বলল, "কিন্তু আন্না আর্কাদিয়েভ্‌না স্থপতিবিদ্যার জ্ঞান বিস্ময়কর।"

"তা ঠিক। গতকাল বাড়ির ভিত্‌ প্রভৃতি বিষয়ে তাকে আলোচনা করতে শুনেছি। তাই না?" ভেস্‌লভ্‌স্কি বলল।

আন্না বলল, "এ ব্যাপারে এত কিছু দেখি ও শুনি যে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বাড়ি ঘর কি মালমশলা দিয়ে তৈরি হয় আপনারা যে তাও জানেন না সেটা আমি জোর করেই বলতে পারি।"

ভ্রন্‌স্কি আলোচনায় যোগ দিয়ে বলল, "বল তো ভেস্‌লভ্‌স্কি, পাথরগুলোর গাঁথনি হয় কি দিয়ে?"

"অবশ্যই সিমেণ্ট দিয়ে।"

"সাবাস! আর সিমেণ্টটা কি জিনিস?"

"এক ধরনের জগাখিচুড়ি···আঠার মত জিনিস!" ভেস্‌লভ্‌স্কির কথা শুনে সকলেই হো-হো করে হেসে উঠল।

ডাক্তার, স্থপতি ও নায়েবের গম্ভীর নীরবতা ছাড়া আর সকলেই অবিরাম বকে যেতে লাগল। আলোচনা কখনও চলল সহজ মসৃণ পথে, কখনও বা ব্যক্তিগত হয়ে বেদনাময় ছোবলও দিল। এই রকম একটা আঘাতের প্রতিবাদে ডলি এক সময় রেগে আগুন হয়ে উঠল। এইমাত্র স্বিয়াঝ্‌স্কি লেভিনের নাম করে বলল যে, তার বন্ধুর একটা অদ্ভুত ধারণা আছে, যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ রাশিয়ার চাষ-ব্যবস্থার ক্ষতি হবে।

ভ্রন্‌স্কি হেসে বলল, "মঁসিয়ে লেভিনের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয় নি, কিন্তু আমার মনে হয় যে সব যন্ত্রপাতির তিনি নিন্দা করেছেন সেগুলি তিনি চোখেও দেখেন নি। যদি দেখে থাকেন ও পরীক্ষা করে থাকেন তো ভাসাভাসাভাবেই তা করেছেন; আর তাও দেখেছেন আমাদের দেশী যন্ত্র, বিদেশ থেকে আমদানি করা মাল নয়। তাহলে তিনি কেমন করে বিচার করবেন?"

ভেস্‌লভ্‌স্কি হেসে আন্নাকে বলল, "একজন তুর্কীর মত বিচার আর কি।"

ডলি জ্বলে উঠল, "তার বিচারশক্তির স্বপক্ষে আমি কিছু বলছি না, কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে সে একজন উঁচুদরের সংস্কৃতিবান মানুষ, আর সে যদি এখানে উপস্থিত থাকত তাহলে আপনাদের উচিত জবাব দিতে পারত; আমি সেটা পারলাম না।"

মিষ্টি হাসি হেসে স্বিয়াঝ্‌স্কি বলল, "তাকে আমি খুব ভালবাসি, আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু; যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি তো ক্ষমা করবেন। কিন্তু সে তো এ কথাও বলে যে, জেম্‌স্তভো পরিষদ ও আদালতও অপ্রয়োজন, আর সে সবে অংশ নিতেও সে নারাজ।"

একটা সুদৃশ্য কাঁচের গ্লাসে বরফ-জল ঢালতে ঢালতে ভ্রন্‌স্কি বলল, "সেই চিরাচরিত রুশ উদাসীনতা; কোন বিশেষ সুবিধা যদি আমাদের ঘাড়ে কিছু দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় তাহলে আমরা সেটাকে গ্রহণ করতে চাই না, আর তাই সেই দায়িত্বকেই নিন্দা করি।"

ভ্রন্‌স্কির উদ্ধত কথায় উত্তেজিত হয়ে ডলি বলল, "দায়িত্ব বহনে তার চাইতে আন্তরিকতাসম্পন্ন আর কোন লোকের কথা তো আমি অন্তত জানি না।"

এই কথার খোঁচা খেয়ে ভ্রন্‌স্কি স্বিয়াঝ্‌স্কিকে দেখিয়ে বলল, "নিকোলাই আইভানভিচকে ধন্যবাদ। ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচিত করে আমাকে যে সম্মান দেখান হয়েছে সে জন্য আমি কিন্তু একান্তভাবেই কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দিয়ে চাষী ও ঘোড়াদের ব্যাপারে নানাবিধ মামলার শুনানী মনোযোগ দিয়ে শুনতে আমার কিন্তু অন্য সব কাজের মতই ভাল লাগে। যদি পরিষদের

একজন সদস্য নির্বাচিত হই তাহলে সেটাকেও আমি সম্মান বলেই মনে করব। ভূস্বামী হিসাবে যে সব সুযোগ-সুবিধা আমি ভোগ করে থাকি একমাত্র সেই পথেই তার প্রতিদান দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব। বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা, দেশ-শাসনের কাজে বড় বড় ভূস্বামীদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত সেটা কেউই বুঝতে পারে না।"

নিজের টেবিলে বসে ভ্রন্স্কি যে এভাবে নিজের গুণকীর্তন করছে এটা ডলির কাছে খুবই বিস্ময়কর লাগল। তার মনে পড়ল, ঠিক এর উল্টো মতবাদে বিশ্বাসী হলেও লেভিনও এই একই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার নিজের টেবিলে বসে নিজের মতটাকেই সত্য বলে জাহির করেছিল। তবু লেভিন তার প্রিয় বলেই সে তার পক্ষই গ্রহণ করল।

স্বিয়াঝ্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে পরবর্তী অধিবেশনে তোমার উপর আমরা ভরসা রাখতে পারি তো কাউণ্ট? ঠিক সময়ে বাড়ি থেকে বের হবে, যাতে আট তারিখে সেখানে পৌছতে পার। আমার ওখানেই প্রথমে যাচ্ছ তো?"

আন্না হেসে বলল, "মাত্র ছ' মাস হল আলেক্সি এখানে এসেছে, এর মধ্যেই সে পাঁচটা কি ছ'টা প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়ে গেছে—পৃষ্ঠপোষক, ম্যাজিস্ট্রেট, প্রতিনিধি, জুরি অথবা কোন না কোন ঘোড়া সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের সদস্য। এ সব করতেই তো তার সব সময়টা কেটে যায়। আমার তো আশংকা হয়, এত বেশী কাজ করতে হলে কাজটা নামেমাত্রই হয়ে থাকে। আচ্ছা নিকোলাই আইভানভিচ, আপনি কতগুলি প্রতিষ্ঠানের সদস্য? বিশটা? না আরও বেশী?" সে স্বিয়াঝ্‌স্কিকে প্রশ্নটা করল।

আন্না হাল্কাভাবেই কথাটা বলল, কিন্তু তার স্বরে বিরক্তি ফুটে উঠল। সেটা ডলির নজরেও পড়ল। সে আরও লক্ষ্য করল, এই কথাবার্তার সময় ভ্রন্স্কির মুখটা কঠিন ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। ডলি ভাবল, এই সব জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের ব্যাপারে আন্না ও ভ্রন্স্কির মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে মতের অমিল আছে।

ডিনার শেষ হলে সকলে সমতল বেদীটার উপরে গেল। তারপর টেনিস খেলা চলল। স্বিয়াঝ্‌স্কি ও ভ্রন্স্কি খুব ভাল খেলে। আর সব চাইতে খারাপ খেলে ভেস্‌লভ্‌স্কি। সে খেলতে গিয়ে বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তার মুখে হাসি-তামাসার খই ফুটতে থাকে। মহিলাদের অনুমতি নিয়ে অন্য পুরুষ মানুষদের মত সেও কোটটা খুলে ফেলল। সাদা সার্ট পরে, ঘামে চকচকে লাল মুখে সে যখন কোর্টময় তীরবেগে ছুটোছুটি করতে লাগল, সে একটা মনে রাখবার মত দৃশ্য।

সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজতেই ডলি একটি দৃশ্যই দেখতে পেল, ভেস্‌লভ্‌স্কি টেনিস কোর্টে ছুটোছুটি করে ফিরছে।

খেলাটা দেখতে ডলির মোটেই ভাল লাগে নি। টেনিস কোর্টে আন্নাও ভেস্‌লভ্‌স্কির মধ্যে যে পূর্বরাগের পালা চলছিল, কোন ছেলেমেয়ে ছাড়াই বড়রা যে ভাবে ছোটদের খেলা খেলছিল, ডলির মন তাতে সায় দিতে পারে নি। তবু শুধু সময় কাটাবার জন্য এবং অপরকে তার মনের ভাবটা বুঝতে না দেবার জন্য সেও মাঝে মাঝে খেলায় যোগ দিয়েছিল।

সে এখানে এসেছিল দুটো দিন থাকবার জন্য। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় টেনিস খেলা চলবার সময়ই সে স্থির করে ফেলল, পরদিনই চলে যাবে। সন্ধ্যায় চায়ের আসর ও রাতের বেলা নৌকো ভ্রমণের পরে নিজের ঘরে একলা হয়ে সে যেন অনেকটা স্বস্তি পেল। ফ্রকটা খুলে আসনে বসে সে তার পাতলা চুলে চিরুণী চালাতে লাগল।

তখন আন্না এসে তার সঙ্গে কথা বলুক এমন মেজাজ তার ছিল না। সে চাইছে, নিজের চিন্তাতেই ডুবে থাকতে।

॥ ২৩ ॥

ডলি সবে শুতে যাবে এমন সময় আন্না এসে হাজির; পরনে একটা 'নেগ্লিজে' (ঢিলে গাউন)।

সারা দিনে অনেকবারই আন্না তার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চেয়েছে, কিন্তু সুযোগ করে উঠতে পারে নি। মনে মনে বলেছে, "পরে হবে। যখন একাকি থাকব তখন কথা বলব। আমার যে অনেক কথা বলার আছে।"

এখন দু'জনে একা হলেও আন্না কথা খুঁজে পাচ্ছে না। জানালার পাশে বসে ডলির দিকে চোখ রেখে সে মনে মনে অফুরন্ত শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল, কিন্তু মুখ খুলতে পারল না; সেই মুহূর্তে তার মনে হল, যেন সব কিছুই বলা হয়ে গেছে।

অপরাধীর মত ডলির দিকে তাকিয়ে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে অবশেষে সে বলল, "আচ্ছা, কিটি কেমন আছে? আমাকে সত্যি কথা বল ডলি, সে কি আমার উপর রাগ করেছে?"

"রাগ? না তো," ডলি হাসল।

"কিন্তু সে কি আমাকে ঘৃণা করে? তুচ্ছজ্ঞান করে?"

"না, না! কিন্তু তুমি তো বোঝ, এসব জিনিস কেউ ক্ষমা করে না।"

মুখ ফিরিয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আন্না বলল, "হ্যাঁ, আমি বুঝি। কিন্তু আমার তো কোন দোষ ছিল না। কারও কোন দোষ ছিল কি? এই যে দোষ দেওয়া—এর অর্থ কি? অন্য কিছু কি হতে পারত? বল না, তুমি কি মনে কর? এটা কি সম্ভব যে তুমি স্তেভ্‌-এর স্ত্রী হতে না?"

"আঃ, আমি জানি না। কিন্তু আমাকে বল—"

"বলব। কিন্তু কিটির কথা শেষ হয় নি। সে কি সুখী হয়েছে? সকলে তো বলে লেভিন একটি চমৎকার মানুষ।"

"চমৎকার বললে ঠিক বলা হল না। তার চাইতে ভাল লোক আমি দেখি নি।"

"খুব খুসি হলাম। সত্যি খুসি হলাম। 'চমৎকার বললে ঠিক বলা হল না,'" কথাটা সে আর একবার বলল।

ডলি হাসল।

"কিন্তু তোমার কথা বল। তোমার—আমার অনেক কথা বলার আছে। আমি তো কথা বলেছি···" তাকে কি নামে ডাকবে ডলি ঠিক বুঝতে পারল না; কাউণ্ট অথবা আলেক্সি কিরিলিচ দুটো নামই কেমন বিশ্রী লাগল।

কথাটা আন্নাই জুড়ে দিল, "আলেক্সির সঙ্গে। আমি জানি সে তোমার সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তুমি আমার সম্বন্ধে কি ভাব? আমার জীবন সম্বন্ধে কি ভাব?"

"ঠিক ও ভাবে তোমাকে আমি কি বলব? সত্যি আমি জানি না।"

"আঃ, কিন্তু তোমাকে বলতেই হবে। তুমি তো দেখছ আমাদের জীবনযাত্রা। কিন্তু ভুলে যেয়ো না যে তুমি আমাদের *দেখছ গ্রীষ্মকালে* যখন আমরা একা নই···বসন্তের গোড়ার দিকে আমরা এখানে এসেছি, আর তখন আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ একা; আবারও তাই হব, আর তার চাইতে ভাল অবস্থা আমি চাই না। কিন্তু তাকে ছেড়ে এখানে আমি সম্পূর্ণ একা আছি, এ কথাটা ভেবে দেখ তো। তাইতো হবে···। সব কিছু দেখে আমার মনে হচ্ছে তাই ঘটবে, অর্ধেক সময়ই সে বাইরে কাটাবে।" ডলির আরও কাছে এসে সে বসল।

ডলি হয় তো আপত্তি করতে যাচ্ছিল, তাই তাকে বাধা দিয়ে আন্না বলে উঠল, "আহা, আমি তো আর তাকে আটকে রাখব না। এখনও তা করি না। ঘোড় দৌড়···তার ঘোড়া দৌড়চ্ছে···তাকে সেখানে যেতে হবে। আমি তাতে খুব খুসি। কিন্তু আমার কথা ভাব, আমার অবস্থা বোঝ। কিন্তু এ সব কথা বলে কি হবে?" সে হাসল। "আচ্ছা, সে তোমাকে কি বলেছে?"

"তিনি আমাকে যা বলেছেন আমিও তোমাকে তাই বলতে চাই। তার পক্ষ সমর্থন করাই আমার পক্ষে সহজ। আমরা দু'জনই ভেবে পাচ্ছি না, তুমি কেন করছ না···তুমি কেন পারছ না···" ঠিক কি যে বলবে ডলি বুঝতে পারছে না, "···তুমি কেন চেষ্টা করছ না তোমার অবস্থাটা বদলাতে···আরও ভাল করতে। আমার মতামত তুমি জান, তবু সম্ভব হলে তোমাদের বিয়ে করাই উচিত।"

"তুমি বলতে চাও যে বিবাহ-বিচ্ছেদ করি?" আন্না প্রশ্ন করল। "তুমি কি জান যে প্রিন্সেস বেৎসি ত্বের্স্কায়াই একমাত্র মহিলা যে পিতার্সবুর্গে আমার

সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল? তুমি তাকে চেন? অত্যন্ত বিশ্রীভাবে স্বামীকে ঠকিয়ে সে তুশ্‌কেভিচের সঙ্গে ব্যাপার চালাচ্ছিল? অথচ সেই আমাকে বলল, যতদিন আমার এই রীতিবহির্ভূত অবস্থা চলবে ততদিন সে আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে না। আঃ মনে করো না যে আমি তোমার তুলনা টানছি। তোমাকে আমি চিনি ভাই। কিন্তু কথাটা মনে না করে আমি পারলাম না। তারপর বল, সে তোমাকে কি বলেছে?"

"তিনি বললেন, তিনি কষ্ট পাচ্ছেন তোমার জন্য, তার নিজের জন্য। এটাকে তুমি স্বার্থপরতা বলতে পার, কিন্তু এ স্বার্থপরতাই তো স্বাভাবিক ও মহৎ। তিনি চান, নিজের মেয়েকে আইনসঙ্গতভাবে নিজের করে পেতে, তোমার স্বামী হতে, তোমার উপর অধিকার অর্জন করতে।"

"আমি নিজেকে যত বড় ক্রীতদাসী করে তুলেছি, কোন্ স্ত্রী, কোন্ ক্রীতদাসী এর চাইতে বেশী দাসীত্ব স্বীকার করতে পারত?" আন্না বিষণ্ণ গলায় বলে উঠল।

"কিন্তু সকলের আগে তিনি চান তোমার দুঃখের অবসান করতে।"

"সেটা অসম্ভব। তারপর?"

"তারপরই সব চাইতে ন্যায্য কথা; তিনি চান তোমার সন্তানদের একটা উপাধি।"

"কোন্ সন্তান?" ডলির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দৃষ্টিকে সংকুচিত করে আন্না বলল।

"আন্নি, এবং অন্য কেউ হলে তারা।"

"তাকে নিশ্চিত থাকতে বল যে আর হবে না।"

"তুমি কি করে নিশ্চিত হচ্ছ?"

"আর হবে না কারণ আর সন্তান আমি চাইনা।"

নিজে বিচলিত হওয়া সত্ত্বেও ডলির মুখে বিস্ময়, কৌতূহল ও আতংকের যে ছায়া পড়ল তা দেখে আন্না হেসে ফেলল।

"আমার অসুখের পরে ডাক্তার আমাকে বুঝিয়ে বলেছে···"

* * *

"অসম্ভব!" চোখ বড় বড় করে ডলি চেঁচিয়ে বলল। তার কাছে এই সত্যের ফলাফল ও অমিত সিদ্ধান্তগুলি এতই ভয়ংকর যে শোনামাত্রই সেকথা বোঝা যায় না, দীর্ঘসময় ধরে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হয়। আসলে এই জিনিস তো সেও চেয়ে আসছে, কিন্তু আজ যখন সে জানল যে এ ধরনের ইচ্ছাও পূর্ণ হতে পারে, তখন সে ভীত হয়ে পড়েছে। সে বুঝতে পারল, একটা খুব জটিল সমস্যার এটা একটা অতি সরল সমাধান। তাই তো অবাক বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে সে আন্নার দিকে তাকাল।

"এটা কি দুর্নীতি নয়?" দীর্ঘ নীরবতার পরে শুধু এইটুকুই তার মুখ দিয়ে বের হল।

"তা কেন? ভেবে দেখ, আমার সামনে দুটো বিকল্প আছে—আবার পেটে ছেলে আসা, আর তার অর্থ ই অসুস্থ হওয়া, অথবা স্বামীর বন্ধু ও সঙ্গী হওয়া—ঠিক আমার স্বামীর বেলায় যেমন," ইচ্ছা করেই একটা হাল্কা ভাসা-ভাসা সুরে আন্না বলল।

যে যুক্তিগুলো সে নিজেই নিজেকে শুনিয়ে এসেছে সেগুলিই আবার শুনতে পেয়ে ডলি বলল, "তাই তো, তাই তো।"

তার মনের কথা বুঝতে পেরে আন্না বলল, "তোমার ও আরও অনেকের ইতস্ততঃ করার কারণ থাকতে পারে। কিন্তু আমি, তুমি ভাল করে বুঝতে চেষ্টা কর: আমি তার স্ত্রী নই; ভালবাসা যতদিন টিকে থাকবে ততদিনই সে আমাকে ভালবাসবে। আচ্ছা, কি দিয়ে তার ভালবাসাকে আমি নিরাপদ করতে পারি? এই দিয়ে?" সে তার সাদা হাত দু'খানি পেটের উপর রাখল।

বিচলিত হলে যেমনটি হয়ে থাকে, ডলির মনের মধ্যে চিন্তা ও স্মৃতিগুলি অত্যন্ত দ্রুত চলাফেরা করতে লাগল। সে ভাবল, স্তেভ্-এর ভালবাসাকে আমি ধরে রাখতে পারি নি। অন্য একজনের জন্য সে আমাকে ছেড়েছে; আবার যার জন্য সে আমাকে ছেড়েছিল, সুন্দরী ও হাসিখুসি হয়েও সে তাকে ধরে রাখতে পারে নি; অন্য আর একজনের জন্য স্তেভ্ তাকেও ছেড়েছে। আর আন্না কি সত্যি মনে করে যে এই পথে সে কাউন্ট ভ্রন্স্কিকে আটকে রাখতে পারবে? তাই যদি সে ভেবে থাকে তাহলে অচিরেই দেখতে পাবে যে তার চাইতে ভাল গাউন-পরা ও অনেক বেশী আকর্ষণীয় চলনের মেয়ের অভাব নেই। তার সাদা বাহুযুগল খুবই সুন্দর, তার দেহ-গঠনও মনোরম, কালো চুলের ফ্রেমে আটকানো তার গোলাপী মুখ; তা সত্ত্বেও ভ্রন্স্কি তার চাইতেও মনোরমা নারীর সন্ধান পাবে, ঠিক যেমনটি পেয়েছে আমার দুঃখী, বিরক্তিকর, প্রিয় স্বামীপ্রবর।

কিন্তু এসব কোন কথাই ডলি আন্নাকে বলল না, শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। সেটাকে অসম্মতির লক্ষণ মনে করে আন্না আরও বেশী করে চেপে ধরল। তার ভাণ্ডারে এমন সব চোখা চোখা যুক্তি রয়েছে যাকে খণ্ডন করা যায় না।

আন্না বলল, "তুমি বলছ এটা ভুল? কিন্তু তোমাকে তো যুক্তি মেনে চলতেই হবে। আমার অবস্থাটা তুমি ভুলে যাচ্ছ। কেমন করে আরও সন্তান আমি চাইব? যন্ত্রণার কথা আমি বলছি না, যন্ত্রণাকে আমি ভয় পাই না। কিন্তু ভেবে দেখ আমার সন্তানরা কি হবে? কতকগুলি ভাগ্যহীন জীব যারা অন্যের পদবী বয়ে বেড়াবে। জন্মের দিন থেকেই তাদের মা, বাবা ও জন্মের জন্য তারা লজ্জা পাবে।"

"সেই জন্যই তো তোমার বিবাহ-বিচ্ছেদ পাওয়া দরকার।"

কিন্তু আন্না তার কথায় কান দিল না। যে সব যুক্তি দিয়ে সে অনেকবার নিজেকে বুঝিয়েছে সেই যুক্তিকেই সে ভাষা দিতে চাইল।

"কতকগুলি হতভাগ্য জীবকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে যদি আমার মনকে ব্যবহার না করি তাহলে সে মন আমাকে দেওয়া হয়েছে কেন?"

ডলির দিকে একবার তাকিয়ে কোন রকম উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সে আবার বলতে শুরু করল।

"এই সব হতভাগ্য ছেলেমেয়েদের জন্য আমি চিরদিনই নিজেকে অপরাধী মনে করব। তারা যদি জন্ম না নেয় তাহলে অন্তত ভাগ্যহীন তো হবে না, আর যদি ভাগ্যহীন হয় তো সে জন্য সব দোষ আমার।"

এই যুক্তি ডলি অনেকবার নিজেকে শুনিয়েছে, কিন্তু আজ তা শুনেও ঠিক মত বুঝতে পারছে না। যারা নেই তাদের জন্য আবার কেউ দোষী হয় কেমন করে? সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল; তার আদরের ছেলে গ্রিশা যদি না জন্মাত সেটা কি তার পক্ষে ভাল হত? চিন্তাটা এতই অদ্ভুত ও অসঙ্গত যে মাথার মধ্যে ভিড় করে আসা এই উন্মাদ চিন্তাগুলোকে তাড়াতে সে বার বার মাথাটা নাড়াতে লাগল।

বিরক্তিতে মুখটা কুঁচকে সে বলল, "আঃ, কেন তা আমি জানি না। কিন্তু একাজ অবশ্যই অন্যায়।"

"কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে, তুমি কে আর আমি কে। তাছাড়া," আন্না বলল; তার যুক্তির অপার ঐশ্বর্য ও ডলির যুক্তির দীনতা সত্ত্বেও তার মনে হল যে কাজটা অন্যায়, "এই বড় কথাটা তোমাকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে এখন আর তোমার অবস্থার সঙ্গে আমার অবস্থার তুলনা করা চলে না। তোমার সমস্যা হচ্ছে: আমি আরও সন্তান চাই কিনা? আমার সমস্যা হচ্ছে: কোন সন্তানই আমি চাই কিনা? পার্থক্যটা প্রচণ্ড। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে আমার অবস্থায় সন্তান কামনা করাটা অসম্ভব।"

ডলি কোন প্রতিবাদ করল না। হঠাৎ সে বুঝতে পারল, তাদের দু'জনের মধ্যে এত বড় একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে যে কতকগুলি বিশেষ সমস্যার ব্যাপারে তারা কোনদিনই একমত হতে পারবে না, আর তাই তা নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।

॥ ২৪ ॥

"এই কারণেই তো সম্ভব হলে তোমার অবস্থাটার পরিবর্তন ঘটানো উচিত" ডলি বলল।

দুঃখের সুরে আন্না বলল, "হ্যাঁ, সম্ভব হলে।"

"বিবাহ-বিচ্ছেদ কি সম্ভব নয়? আমি তো শুনেছি তোমার স্বামী এতে সম্মতি দেবে।"

"ডলি! এসব কথা থাক।"

আন্নার মুখে বেদনার ছায়া দেখতে পেয়ে ডলি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ঠিক আছে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, সমস্ত ব্যাপারটাকে তুমি বড় বেশী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দেখছ।"

"আমি? মোটেই না। আমি সব সময় হাসিখুসি ও সন্তুষ্ট। তুমি কি দেখ নি ভেস্‌লভ্‌স্কির সঙ্গে—"

এ আলোচনা বন্ধ করতে ডলি বলে উঠল, "যদি সত্য কথা শুনতে চাও তো আমিও বলি, তোমার প্রতি ভেস্‌লভ্‌স্কির চালচলন আমি পছন্দ করি না।"

"ঘোড়ার ডিম! এতে শুধু আলেক্সিই বিরক্ত হয়; সে তো একটা ছেলেমানুষের মত, সম্পূর্ণ আমার হাতের মুঠোয়; লক্ষ্য করলেই দেখবে তাকে নিয়ে আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। সে তো তোমার গ্রিশার মত;··· ডলি!" পুরনো বিষয়ে ফিরে গিয়ে সে হঠাৎ বলে উঠল, "তুমি বললে যে সমস্ত ব্যাপারটাকেই আমি বড় বেশী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দেখছি। তুমি বুঝতে পার নি। এটা অত্যন্ত ভয়ংকর। আমি চাই মোটেই না দেখতে।"

"আর আমি মনে করি দেখাই উচিত। যাতে সম্ভবপর সব কিছুই করা যায়।"

"কি সম্ভব? কিছু না। তুমি বলছ, আলেক্সিকে আমার বিয়ে করা উচিত, আর আমি সে কথা ভাবছি না!" মুখ লাল করে সে কথাটা আর একবার উচ্চারণ করল। সে উঠে দাঁড়াল, ঘাড়টা পিছনে ঠেলে দিয়ে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলল, আর তারপরে থেমে থেমে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। "আমি সে কথা ভাবি না! এমন একটা দিন যায় না, একটা ঘণ্টা যায় না যখন আমি সে কথা ভাবি না, আর সে কথা ভাবি বলে নিজেকেই তিরস্কার করি, কারণ এ সব চিন্তা আমাকে পাগল করে দেবে। এ সব কথা মনে এলে মরফিন ছাড়া আমি ঘুমতে পারি না। ঠিক আছে। আরও শান্ত-ভাবে কথাটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। সকলে বলে: বিবাহ-বিচ্ছেদ করে নাও! প্রথমত, সে আমার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদে রাজী হবে না। সে তো এখন কাউন্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নার হাতের মুঠোয়।"

আন্না ঘরময় পায়চারি করছে, আর ডলি খাড়া হয়ে চেয়ারে বসে তার সঙ্গে তাল রাখতে মাথাটাকে এদিক থেকে ওদিকে ঘোরাচ্ছে।

সে মৃদুস্বরে বলল, "কিন্তু তোমাকে চেষ্টা করতে হবে।"

"ধর আমি চেষ্টা করলাম। তার অর্থ কি দাঁড়াবে?" যে কথা সে মনে

মনে হাজার বার ভেবেছে, ভাবতে ভাবতে মুখস্ত করে ফেলেছে, তাকেই প্রকাশ করতে গিয়ে সে বলতে লাগল। "তার অর্থ, এই যে আমি তাকে ঘৃণা করি, অথচ স্বীকার করি যে তার প্রতি অন্যায় করেছি—এ ব্যাপারে সত্যি সে উদার—সেই আমাকেই তাকে চিঠি লিখবার অসম্মানকে সহ্য করতে হবে। আচ্ছা, ধরা যাক বাধ্য হয়েই সে কাজটাও আমি করলাম। উত্তরে পাব হয় একটা অপমানকর জবাব অথবা তার সম্মতি। তার সম্মতি তো পেলাম, কিন্তু আমার—আমার ছেলে? তাকে তো আমার কাছে রাখবে না। যে বাবাকে আমি ত্যাগ করেছি তার কাছে থেকে সে বড় হবে, আমাকে ঘৃণা করতে শিখবে। অথবা বুঝতে চেষ্টা কর! আমি বিশ্বাস করি যে দুটি মানুষকে, সের্গেই ও আলেক্সিকে আমি সমানভাবে ভালবাসি, নিজের থেকেও বেশী ভালবাসি।"

আন্না ঘরের মাঝখানে ফিরে এল, দুই হাতে বুক চেপে ধরে ডলির সামনে এসে দাঁড়াল। সাদা 'নেগ্‌লিজে'-তে তাকে বিশেষ রকম লম্বা ও মহিমময়ী দেখাচ্ছে। মাথাটা নীচু করে ভিজে চকচকে চোখ তুলে সে বেড-জ্যাকেট ও নাইট-ক্যাপ পরা বেচারি ডলির দিকে তাকাল। ডলির সারা শরীর আবেগে কাঁপছে।

"একমাত্র এই দু'জনকেই আমি ভালবাসি, তারা একজন আর একজন থেকে অনেক দূরে। তাদের আমি একত্র করতে পারি না, অথচ সেটা নিয়েই আমার সমস্যা। তা যদি না পারি তো আর সব কিছুই বৃথা। বৃথা, একে-বারেই বৃথা। কিন্তু যেমন করে হোক এ অবস্থার অবসান ঘটাতেই হবে, আর তাই এ নিয়ে আমি কথা বলতে পারি না—বলতে চাই না। মিনতি করছি, আমাকে বকো না, নিন্দা করো না। তোমরা এত পবিত্র যে আমার দুঃখ বুঝতেই পার না।"

আন্না এসে ডলির পাশে বসল, তার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে অপরাধীর মত দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকাল।

"তুমি কি ভাবছ? আমার সম্পর্কে কি ভাবছ? আমাকে ঘৃণা করো না। কারও ঘৃণা আমার প্রাপ্য নয়। হতভাগিনী—এই আমার পরিচয়। যদি কেউ কোথাও ভাগ্যহীন থেকে থাকে সে এই আমি," বিড় বিড় করে বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে আন্না কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আন্না চলে গেলে ডলি প্রার্থনা সেরে বিছানায় গেল। আন্নার সঙ্গে কথা বলবার সময় সমস্ত অন্তর দিয়ে সে তাকে করুণা করেছে, কিন্তু এখন আর সে তার কথা মনে আনল না। আকর্ষণ ও আনন্দের নতুন পরিমণ্ডলে বাড়ির আর ছেলেমেয়েদের কথাই তার মনের মধ্যে ভিড় করে এল। সে জগৎ তার কাছে এত প্রিয়, এতই মূল্যবান যে আর একটা দিনও সে-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে থাকতে পারবে না; স্থির করল, সকালেই সে চলে যাবে।

এদিকে আন্না নিজস্ব ছোট ঘরটায় ফিরে গিয়ে একটা মদের গ্লাস তুলে নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা মরফিন মেশানো ওষুধ ঢালল; সেটা খেয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল; তারপর মনটা একটু শান্ত হলে শোবার ঘরে চলে গেল।

সে ঘরে ঢুকতেই ভ্রন্‌স্কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। সে তো ডলির সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়ে এসেছে, কাজেই তার সঙ্গে আন্নার যে সব কথা হয়েছে তার কোন লক্ষণ আন্নার মুখে ফুটে উঠেছে কিনা সেটাই ভ্রন্‌স্কি খুঁজতে লাগল। কিন্তু সে-মুখে সে কিছুই দেখতে পেল না; শুধু দেখতে পেল সেই রূপ যা দেখতে সে অভ্যস্ত, যা তাকে আজও মোহগ্রস্ত করে। দু'জনের মধ্যে কি কথা হল সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন করবার ইচ্ছা তার হল না, কিন্তু সে আশা করে রইল যে আন্না নিজের থেকেই সে-কথা বলবে। সে শুধু এই কথাটুকুই বলল:

"আমি খুব খুসি যে তুমি ডলিকে পছন্দ কর। পছন্দ কর তো, না কি?"

"আহা, তাকে তো আমি অনেক দিন থেকেই চিনি। আমার বিশ্বাস, সে খুবই ভাল মেয়ে। সে আসায় আমি খুব খুসি হয়েছি।"

ভ্রন্‌স্কি আন্নার হাতটা ধরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নিজের মত করে সে-দৃষ্টির ব্যাখ্যা করে আন্নাও তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

পরদিন সকালে আন্না ও ভ্রন্‌স্কির আপত্তি সত্ত্বেও ডলি চলে গেল। ছেঁড়া কোট ও গাড়োয়ানের টুপি মাথায় লেভিনের কোচয়ান অসমান জোড়ের ঘোড়াসহ পুরনো গাড়িটাকে জোর কদমে ছুটিয়ে গাড়ি-বারান্দার নীচ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

গাড়িটা যখন মাঠের ভিতর দিয়ে চলতে শুরু করল তখন ডলি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ভ্রন্‌স্কিদের বাড়িতে কেমন লাগল এই প্রশ্নটা বক্সের উপর আসীন লোকদের জিজ্ঞাসা করবার আগেই কোচয়ান নিজের থেকেই বলে উঠল:

"ওরা বড় লোক হলে কি হবে, ঘোড়াগুলোকে খেতে দিয়েছিল মাত্র তিন কুন্‌কে যই। মোরগ ডাকবার আগেই তো সে সব খেয়ে সাফ করে ফেলল। তিন কুন্‌কেতে কি হয়? একবার গিললেই কাবার। এ বছর তো যইয়ের দাম পঁয়তাল্লিশ কোপেক। আমাদের বাড়িতে কারও ঘোড়া এলে আমরা যতটা খেতে পারে ততটাই যই দিয়ে থাকি।"

"কিপ্টে জমিদার," করণিকটিও তার কথা সমর্থন করল।

"কিন্তু তাদের ঘোড়াগুলো কি তোমাদের পছন্দ হয়েছে?" ডলি জিজ্ঞাসা করল।

"ভাল ঘোড়া। খায়ও ভাল। কিন্তু দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না, আমাকে

যদি শুধোন তো বলি, জায়গাটা বড়ই একঘেয়ে—জানি না আপনার কেমন লেগেছে।”

“আমারও সেই মত। আচ্ছা, আমরা তো সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি পৌঁছে যাব ?”

বাড়িতে পৌঁছে ডলি দেখল সেখানে সব কিছুই ঠিক আছে, তার মনের মত অবস্থায়ই আছে। সবিস্তারে সে সকলকে বলতে লাগল তার ভ্রমণের কথা, সাদর অভ্যর্থনার কথা, ভ্রন্স্কি পরিবারের প্রাচুর্যের কথা; সেখানে সব কিছুই কেমন রুচিসম্মত, খেলাধূলার আয়োজনও কত রকমের। তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সে একটা কথাও বলতে দিল না।

সেখানে থাকতে মনের মধ্যে আপত্তি ও বিরূপতার যে অস্পষ্ট মনোভাব গড়ে উঠেছিল সেটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে একান্ত আন্তরিকভাবে সে বলল, “তারা যে কত ভাল, কত মনের মত সেটা বুঝতে হলে আন্না ও ভ্রন্স্কিকে ভাল করে জানা দরকার—এবার তাকে আমি অনেক ভাল করে চিনেছি।”

॥ ২৫ ॥

গ্রীষ্মের বাকি সময়টা এবং হেমন্তকালেরও কিছুটা সময় ভ্রন্স্কি ও আন্না সেই একই অবস্থায় কাটিয়ে দিল; বিবাহ-বিচ্ছেদ পাবার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই নিল না। দু'জনেই একমত হল যে তারা দূরে কোথাও বেড়াতে যাবে না; কিন্তু গ্রামে তারা যতই একা একা কাটাতে লাগল, বিশেষ করে হেমন্তকালে যখন কোন অতিথিও তাদের বাড়িতে এল না, ততই তারা স্পষ্ট বুঝতে পারল যে এরকম একটা জীবন তারা দীর্ঘ দিন সহ্য করতে পারবে না, এর পরিবর্তন ঘটাতেই হবে।

দেখে মনে হতে পারে যে তাদের জীবনে চাইবার মত কিছুই বাকি নেই: তাদের কোন অভাব নেই, তারা বেশ ভাল আছে, তাদের একটি সন্তান আছে, আর তারা দু'জনই নানা কাজে ব্যস্ত। বাড়িতে কোন অতিথি না থাকলে আন্না প্রসাধনেই অনেক সময় ব্যয় করে; সে পড়াশুনাতেও মন দিয়েছে—জনপ্রিয় উপন্যাস ও সাম্প্রতিক প্রকাশিত অন্য সব বই পড়ে। বিদেশী সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকায় প্রশংসিত বইগুলি সে আনিয়ে নেয়; তাছাড়া যে সব বিষয়ে ভ্রন্স্কির আগ্রহ সে সব বিষয়ের বই ও সাময়িক পত্রিকাও সে মনোযোগ দিয়ে পড়ে। তার জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তির বহর দেখে ভ্রন্স্কিও অবাক হয়ে যায়।

তাছাড়া আছে হাসপাতালের কাজ। সেখানকার কাজের অনেক উন্নতি সে ঘটিয়েছে। কিন্তু সে সব চাইতে বেশী ব্যস্ত থাকে নিজেকে নিয়ে, নিজের চেহারা নিয়ে; যাতে সে ভ্রন্স্কির কাছে আদরণীয় হয়ে থাকতে পারে, তার

জন্য ভ্রন্‌স্কি যে ত্যাগ স্বীকার করেছে সে ক্ষতি পূরণ করে দিতে পারে। তাকে সুখী করবার, তার সেবা করবার বাসনায় আন্না যে ভাবে নিজের জীবনটাকে বিলিয়ে দিয়েছে তাতে ভ্রন্‌স্কিও খুবই খুসি হয়েছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে যে প্রেমের জালে আন্না তাকে জড়াতে চাইছে তাকে দূরে সরিয়ে রাখতেও সে চেষ্টা করে চলেছে। এই ভাবে যত দিন কাটছে যতই সে বুঝতে পারছে যে এই জালে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে, ততই তার হাত থেকে মুক্তিলাভের বাসনা তার মধ্যে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। মুক্তিলাভের এই বাসনা যদি ক্রমাগত না বাড়ত, কোন সভা উপলক্ষ্যে অথবা ঘোড় দৌড়ের জন্য যখনই তাকে শহরে যেতে হয় তখনই যদি এই সব অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা না হত, তাহলে হয় তো এই জীবনটাকে নিয়েই ভ্রন্‌স্কি পরিপূর্ণ সুখে কাটিয়ে দিতে পারত। রুশ আভিজাত্যের মূল ভিত্তি যে ধনী জমিদার শ্রেণী তাদেরই একজনের ভূমিকাকেই সে জীবনে বেছে নিয়েছে, আর ছ'মাস ধরে সেই ভূমিকা পালন করে সে ক্রমবর্ধমান সুখেই বাস করছে। কাজকর্মে যত বেশী উন্নতি হচ্ছে ততই সে তার মধ্যে ডুবে আছে। হাসপাতাল, যন্ত্রপাতি, সুইজারল্যাণ্ড থেকে আনা ভাল জাতের গরু—এ সবের পিছনে প্রচুর ব্যয় হলেও তার দৃঢ় বিশ্বাস যে এর ফলে তার সম্পত্তি হ্রাস না পেয়ে বরং বেড়েই চলেছে।

অক্টোবর মাসে কাশিন গুর্বানিয়াতে নির্বাচন হবার কথা। ভ্রন্‌স্কি, স্বিয়াঝ্‌স্কি, কোজ্‌নিশেভ ও অব্‌লন্‌স্কিদের সেখানে জমিদারি আছে ; লেভিনেরও কিছু জমি সেখানে রয়েছে।

নানা কারণে এই নির্বাচনের দিকে সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। অনেক আলোচনা শুরু হল, অনেক প্রস্তুতি চলতে লাগল। মস্কো ও সেণ্ট পিতার্সবুর্গ থেকে লোক এসে এতে যোগ দিল। যে সব রুশ ভদ্রলোক বিদেশে থাকে তারা সাধারণত এ সব নির্বাচনে আসে না, কিন্তু এবার তারাও এল।

ভ্রন্‌স্কি অনেক দিন আগেই স্বিয়াঝ্‌স্কিকে কথা দিয়েছিল যে সে নির্বাচনে যোগ দেবে। কাজেই স্বিয়াঝ্‌স্কিও যথাসময়ে এসে হাজির হল।

যাত্রার প্রাক্কালে এই নিয়ে ভ্রন্‌স্কি ও আন্নার মধ্যে প্রায় ঝগড়া বাঁধবার উপক্রম হয়েছিল। হেমন্তকাল গ্রামাঞ্চলে বছরের সব চাইতে একঘেয়ে ও নিরানন্দ দিন। একটা যুদ্ধের আশংকা করে ভ্রন্‌স্কি এমন নিস্পৃহভাবে তার যাত্রার কথা হঠাৎ ঘোষণা করে বসল যে রকমটা সে সাধারণত করে না। কিন্তু আন্না যখন শান্তভাবেই খবরটা মেনে নিল এবং শুধু জিজ্ঞাসা করল সে কবে ফিরবে, তখন ভ্রন্‌স্কি অবাক হয়ে গেল। তার এই শান্ত ভাবটা বুঝতে না পেরে ভ্রন্‌স্কি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। আন্নাও তাকে দেখে হাসতে লাগল।

আশা করি তোমার খুব একা একা লাগবে না ?" ভ্রন্‌স্কি বলল।

"আশা করি না," আন্না বলল। "গতকালই 'পতিয়েরর' থেকে এক বাক্স বই এসেছে। না, আমার মোটেই নিঃসঙ্গ লাগবে না।"

ভ্রন্‌স্কি ভাবল, ও যদি ইচ্ছা করেই এই সুরে কথা বলে থাকে সে তো ভালই। না হলেই তো সেই পুরনো নাটকের সূত্রপাত হত।

আর তাই কোন রকম কথা না বাড়িয়ে সে নির্বাচনে যোগ দিতে চলে গেল। খোলাখুলিভাবে একটা মীমাংশায় না এসে এই ভ্রন্‌স্কি প্রথম আন্নার কাছ থেকে ছাড়া পেল। একদিকে এতে তার অস্বস্তি বাড়ল, আবার অন্য দিকে এটা তার পক্ষে ভালই হল। নিজের মনেই সে বলল, প্রথম প্রথম আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা ও না-বলা কথা তো থাকবেই, যেমন এখন আছে, কিন্তু শীঘ্রই তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। যে ভাবেই হোক আমার পক্ষে যা কিছু দেয় সবই সে পাবে—সব কিছু, শুধু আমার পৌরুষের স্বাধীনতা ছাড়া।

॥ ২৬ ॥

কিটির প্রসব উপলক্ষ্যে সেপ্টেম্বর মাসে লেভিন মস্কো গিয়েছিল। একটি মাস সেখানে সে চুপচাপ বসে ছিল। এমন সময় কোজ্‌নিশেভ কাশিন গুর্বানিয়াতে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল: সেখানে তার জমিদারি আছে, আর নির্বাচনে সে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। সেলেজ্‌নেভ উয়েজ্‌দ্‌-এ লেভিনের একটা ভোট আছে, তাই কোজ্‌নিশেভ লেভিনকেও যেতে বলল। ভোট ছাড়াও যে বোন বিদেশে থাকে তার জমিদারির ব্যাপারেও কাশিন-এ তার কিছু জরুরী কাজ ছিল।

লেভিন যাবে কি না মনস্থির করতে পারছিল না, কিন্তু কিটি যখন দেখল যে মস্কোতে সে মন-মরা হয়ে আছে তখন সেই তাকে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল এবং তাকে না জানিয়েই এমন একটা পোষাকের অর্ডার দিল যা সাধারণত সম্রান্ত লোকরাই পরে থাকে। পোষাকটা বানাতে খরচ পড়ল আশি রুবল, আর এই আশি রুবলই পাল্লাটাকে যাওয়ার স্বপক্ষে ভারি করে তুলল। লেভিন কাশিন চলে গেল।

সভাসমিতিতে যোগ দিয়ে এবং বোনের সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করতেই প্রথম ছ'টা দিন কেটে গেল, কিন্তু কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থাই সে করে উঠতে পারল না। সব মার্শালরাই নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় সে ছোটখাট কাজ-গুলোও করতে পারল না।

যা হোক, বিয়ের পর থেকে লেভিনের পরিবর্তন হয়েছে; এখন সে আগের চাইতে ধৈর্যশীল হয়েছে; কাজেই নির্বাচনের এই সব ব্যবস্থার অর্থ সঠিক বুঝতে না পারলেও সে এই বলে নিজেকে বোঝাল যে সম্পূর্ণ ছবিটা না

দেখা পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাবে না, আর এ সবের নিশ্চয়ই যথেষ্ট কারণও আছে ; কাজেই সে সাধ্যমত মেজাজ ঠিক রেখে চলতে চেষ্টা করল।

অধিবেশন এবং ভোটের ব্যাপারেও কোন রকম বিচার-বিতর্ক না করে এই সব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা এত পরিশ্রম ও উৎসাহের সঙ্গে যে কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছে তাকে সাধ্যমত বুঝতে চেষ্টা করল। বিয়ের আগে যে সব বিষয়কে তুচ্ছ বলে মনে করত, বিয়ের পরে সেগুলিই তার কাছে অনেক বেশী নতুন গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছে, তাই সে ভাবল যে, এই নির্বাচনের ব্যাপারেরও নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে, আর সেটাই সে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করতে লাগল। কোজ.নিশেভও সমস্ত ব্যাপারটা তাকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে বলল।

গির্জায় গিয়েও লেভিন অন্য সকলের দেখাদেখি হাত তুলল এবং গভর্ণর তাকে যা যা করতে বলল সে সব কিছুই করবে বলে এক ভয়ংকর শপথ নিয়ে ফেলল। গির্জার অনুষ্ঠান লেভিনকে সব সময়ই অভিভূত করে ; এ ক্ষেত্রে "ক্রুশকে চুম্বন কর" এই কথাগুলি বলবার সময় চারদিকে তাকিয়ে সে যখন দেখল যে যুবক ও বৃদ্ধ সব ভদ্রলোকরাই কথাগুলি উচ্চারণ করছে তখন সে খুবই অভিভূত হয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে আলোচনা হল আর্থিক ব্যবস্থা ও মেয়েদের স্কুল নিয়ে ; কোজ.নিশেভ তাকে বলল যে এ ব্যাপারগুলো মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয় ; তাই লেভিন তাতে যোগ না দিয়ে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত রইল। চতুর্থ দিনে গভর্ণরের টেবিলে গুর্বানিয়ার তহবিলের হিসাব-পরীক্ষার সময়ই নতুন ও পুরনো দলের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ বাঁধল। হিসাব-পরীক্ষার ভারপ্রাপ্ত কমিশন সভায় ঘোষণা করল যে তহবিল যথাযথই আছে। ফলে গুর্বানিয়ার মার্শাল উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানাল। এমন সময় কোজ.নিশেভ-এর দলের একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল যে, মার্শালের পক্ষে অসম্মানকর হবে মনে করে কমিশন মোটেই হিসাব-পরীক্ষা করেন নি বলে সে শুনেছে। এই নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বাদানুবাদ চলল, কিন্তু কিছুই সিদ্ধান্ত হল না। সকলকে এত বেশী কথা বলতে দেখে লেভিন অবাক হয়ে গেল। বিশেষ করে সে যখন কোজ.নিশেভের কাছে জানতে চাইল সত্যি সত্যি তহবিল তছরূপ হয়েছে কি না, তখন সে জবাব পেল :

"আরে না। লোকটি খুবই সৎ। কিন্তু এই যে সব কিছুই পুরনো পারিবারিক প্রথায় চালাবার ব্যবস্থা সেটারই অবসান ঘটাবার দিন আজ এসেছে।"

উয়েজ.দ্ মার্শালদের নির্বাচন হল পঞ্চম দিনে। কতকগুলি উয়েজ.দ্-এ যেন এ নিয়ে ঝড় বয়ে গেল। সেলেজ.নেভ. উয়েজ.দ্ থেকে স্বিয়াঝ.স্কি সর্বসম্মতি-

ক্রমে নির্বাচিত হল; কোন ভোট গ্রহণই হল না; এই উপলক্ষ্যে সেদিন সন্ধ্যায় সে একটি ডিনারের আয়োজন করল।

॥ ২৭ ॥

ষষ্ঠ দিনটি গুর্বানিয়া মার্শালদের নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। নানা রকম বেশবাসে সজ্জিত হয়ে ভদ্রজনরা ছোট-বড় সবগুলি ঘরেই ভিড় জমিয়েছে। শুধু এই দিনটির জন্যই অনেকে এসেছে। যে সব পরিচিত লোকদের মধ্যে অনেক বছর ধরে দেখা হয় নি তারাও এসে মিলিত হয়েছে,—কেউ এসেছে ক্রিমিয়া থেকে, কেউ বা সেণ্ট পিতার্সবুর্গ থেকে, কেউ বা বিদেশ থেকে। জারের প্রতিকৃতির নীচে গভর্ণরের টেবিল থেকে বক্তৃতা হচ্ছে।...

কিছু কিছু বুঝলেও লেভিন তার সবটা বুঝতে পারল না। কিছু কিছু প্রশ্ন তার মনে জেগেছে। সেগুলি জিজ্ঞাসা করতে যাবে এমন সময় হঠাৎ সকলেই কথা বলতে শুরু করল; তারপর বড় হলের দিকে ছুটল।

"ওটা কি? কি? কে?"—"এখানে?" "কার জায়গা? কি?" "আপত্তি?" "কোন অধিকার নেই!" "ফ্লেরভ্‌কে ভোট দিতে দেবে না?" "তার বিচার চলছে তো কি হয়েছে?" "এ ভাবে চললে তো কাউকেই ভোট দিতে দেওয়া হবে না। এটা তো জালিয়াতি!" "আইন!" এমনি সব চীৎকার-চেঁচামেচি লেভিনের কানে এল; যেন কোন কিছু হারিয়ে ফেলবে এমনিভাবে সকলে ছুটতে লাগল; সেও তাদের দলে যোগ দিল; বড় হলে পৌছে ভিড়ের ধাক্কায় সেও গিয়ে গভর্ণরের টেবিলের কাছে হাজির হল; সেখানে তখন স্বিয়াঝ্‌স্কি, স্নেৎকভ ও অন্য সব নেতারা গরম হয়ে কথাকাটাকাটি করছে।

॥ ২৮ ॥

লেভিন বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পাশেই এক ভদ্রলোক ভোঁস ভোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে; অন্য পাশে একজন অনবরত জুতো খস্‌খস্‌ করছে; ফলে সে ভাল করে শুনতে পাচ্ছে না। সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে শুধু মার্শালের নরম গলা, কটুভাষী লোকটির চীৎকার, আর স্বিয়াঝ্‌স্কির কথা। সে এইটুকু বুঝতে পারল যে সকলেই আইনের একটি বিষয় নিয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছে, আর সে বিষয়টি হল "বিচারাধীন ব্যক্তি" কথাটার প্রকৃত ব্যাখ্যা কি?

জনতা কোজ্‌নিশেভ্‌কে এগিয়ে যাবার পথ করে দিল। টেবিলে পৌঁছে সে বলল, "এ ব্যাপারে বিধান কি বলে সেটাই আগে জানা দরকার।" সচিব তখন সংশ্লিষ্ট বিধানটি তাকে এনে দিল। তাতে লেখা আছে, কোন রকম মত-বিরোধ দেখা দিলে ব্যাপারটা ভোটে দিতে হবে।

ধারাটিকে সোচ্চারে পড়া শেষ করে কোজ্‌নিশেভ সেটার ব্যাখ্যা শুরু করল। এমন সময় কলপ-লাগানো গোঁফ ও আঁটো ইউনিফর্ম-পরা ঘাড়ে-গর্দানে মজবুত জনৈক জমিদার তাকে বাধা দিল। টেবিলে এসে হাতের আংটি দিয়ে টেবিলে একটা থাপ্পড় মেরে সে চেঁচিয়ে বলল:

"ভোট! এ সব বাজে বক্তৃনির কোন অর্থ হয় না! ভোট হলেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে!"

এই সময় আরও অনেকের গলা যোগ হল; কিন্তু আংটি-পরা ভদ্রলোকের রাগ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল; আর তার গলাও ক্রমেই চড়তে লাগল। কিন্তু সে যে কি বলতে চায় তা কেউ বুঝতে পারছে না।

আসলে কোজ্‌নিশেভ যে প্রস্তাব করেছে সেও তাই বলছে। কিন্তু যে-হেতু সে কোজ্‌নিশেভকে ও তার দলকে ঘৃণা করে তাই এত চেঁচামেচি। চীৎকার-চেঁচামেচি ক্রমে এমন হট্টগোলে পরিণত হল যে মার্শাল চীৎকার করে তাদের থামতে বলল।

"ভোট! ভোট।" "যে কোন ভদ্রলোক এটা বোঝে! আমরা রক্ত দিচ্ছি!"···"সম্রাট আমাদের কাজের ভার দিয়েছেন।"···"মার্শালের কথা আমরা মানব না!" "ওটা অবান্তর কথা!" "ভোট নিন!" "ফুঃ!" চারদিক থেকেই ক্রুদ্ধ চীৎকার উঠতে লাগল। চোখ ও মুখ হয়ে উঠল আরও হিংস্র। তাতে লেখা নির্মম ঘৃণা। কি হচ্ছে লেভিন কিছুই বুঝতে পারছে না; ফ্লেরভ্‌-এর ব্যাপারে ভোট হবে কি হবে না এ নিয়ে এত হুলুস্থুল হচ্ছে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। কোজ্‌নিশেভ পরে তাকে বুঝিয়ে দিলেও আসল যুক্তি-শৃংখলটা সেই মুহূর্তে লেভিন ভুলে গিয়েছিল: জন-কল্যাণের জন্য গুর্বানিয়া মার্শালের পরিবর্তন দরকার; সেই পরিবর্তন ঘটানোর জন্য তাদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা দরকার; সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হলে ফ্লেরভ্‌-এর ভোট দরকার; আর ফ্লেরভ্‌-এর ভোটাধিকার স্বীকৃত হবার জন্য তাদের পক্ষে আইনের ব্যাখ্যা দরকার।

কথা শেষ করে কোজ্‌নিশেভ বলেছিল, "একটা ভোটেই সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যেতে পারে; জন-কল্যাণের জন্য কাজ করবার ইচ্ছা থাকলে আট-ঘাট বেঁধে কাজ করা উচিত।"

এ কথাটা ভুলে গিয়েছিল বলেই এই সব অতি শ্রদ্ধেয় ভদ্রজনদের এ ধর-নের অশোভন রাগারাগি দেখে লেভিনের মন খারাপ হয়ে গেল। এই

অপ্রীতিকর অবস্থাকে এড়াবার জন্যই আলোচনা শেষ হবার আগেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে জল-খাবারের ঘরে চলে গেল।

"স্বপক্ষে এক শ' ছাব্বিশ, বিপক্ষে আটানব্বই," সচিব আধো-আধো গলায় ঘোষণা করল। তারপরেই হাসির ঢেউ উঠল; ভোট-বাক্সে একটা বোতাম ও দুটো বাদাম পাওয়া গেছে। ফ্লেরভ্-এর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে; নতুন দলই জিতেছে।

ক্রমেই সেই গুরুগম্ভীর মুহূর্তটি এল। এখনই শুরু হবে নির্বাচন। উভয় শিবিরের নেতারাই আঙুলে গুণে যার যার সাফল্যের হিসাব-নিকাশ শুরু করে দিল।

ফ্লেরভ্-এর ভোটাধিকার নিয়ে আলোচনার ফলে নতুন দলের যে একটা ভোট বাড়ল তাই নয়, তারা হাতে কিছুটা সময়ও পেয়ে গেল; আর সেই সুযোগে তাদের যে তিনজন সমর্থককে পুরনো দল কারসাজি করে নির্বাচন থেকে সরিয়ে দিয়েছিল তাদেরও ফিরিয়ে আনতে পারল। স্নেৎকভ্-এর লোকরা তাদের দু'জনকে মদ খাইয়ে বুঁদ করে রেখেছিল, আর তৃতীয় জনের ইউনিফর্মটাই খুলে নিয়েছিল।

কিছুটা সময় হাতে পেয়ে নতুন দল লোকজনসহ গাড়ি পাঠিয়ে একজনকে নতুন করে ইউনিফর্ম পরিয়ে এবং দুই মাতালের একজনকে এনে হাজির করল।

স্বিয়াঝ্স্কির এক চামচে এসে জানাল, "একজনকে এনে মদে ডুবিয়ে রেখেছি। তাকে দিয়ে কাজ চলে যাবে।"

মাথা নেড়ে স্বিয়াঝ্স্কিকে জিজ্ঞাসা করল, "একদম মাতাল হয় নি তো? দুই পায়ে দাঁড়াতে পারবে তো?"

"তা পারবে; তাকৎ ঠিকই আছে, অবশ্যি আবার যদি মদে না চুবিয়ে দেয়। আমি তো ওয়েটারকে সাবধান করে দিয়েছি—কোন অবস্থাতেই আর এক ফোঁটাও নয়!"

॥ ২৯ ॥

ধূমপান ও জল-খাবারের জন্য নির্দিষ্ট ছোট ঘরটি সম্ভ্রান্ত লোকে পরিপূর্ণ। উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে; সকলের মুখেই অস্বস্তির ভাব। নেতারাই বেশী উত্তেজিত; জয়-পরাজয়ের হিসাবটাকে তারাই রাখে। দলের অন্য সব লোকরা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বসে তাছে; কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে; কেউ বা হাঁটতে হাঁটতে ধূমপান করছে আর অনেক দিন পরে দেখা পরিচিত জনের সঙ্গে কথা বলছে।

লেভিনের কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না; ধূমপানও করল না; কোজ্নিশেভ

অব্লনস্কি, স্বিয়াঝ্স্কি ও অন্ত বন্ধুদের সঙ্গে মিশবার ইচ্ছাও তার নেই—কারণ তারা সকলেই অশ্বপালের পোষাকে সজ্জিত ভ্রনস্কির সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। আগের দিন নির্বাচনের সময়ই লেভিন ভ্রন্স্কিকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু ইচ্ছা করেই তাকে এড়িয়ে গেছে। এখনও সে জানালার পাশে বসে বিভিন্ন দলকে দেখতে লাগল, তাদের কথাবার্তা শুনতে পেল। সব চাইতে দুঃখের কথা, এখানে সকলেই যখন ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন, তখন শুধু সে আর তার পাশের নৌ-বিভাগীয় পরিচ্ছদধারী একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকই নিস্পৃহ ও কর্মহীন।

দলে দলে লোকজন আসা-যাওয়া করছে; নানা রকম মন্তব্য করছে। কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকল সাদা গোঁফওয়ালা ও কর্ণেলের পোষাক-পরা একজন জমিদার। এই লোকটির সঙ্গেই স্বিয়াঝ্স্কির বাড়িতে লেভিনের দেখা হয়েছিল। দেখেই সে জমিদারটিকে চিনতে পারল। লেভিনের দিকে দ্বিতীয় বার তাকিয়ে জমিদারটিও এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

"আপনাকে দেখে খুসি হলাম। হ্যাঁ ঠিক, আপনাকে আমার বেশ মনে আছে। গত বছর স্বিয়াঝ্স্কির, মানে মার্শালের বাড়িতে দেখা হয়েছিল।"

লেভিন জিজ্ঞাসা করল, "আপনার খামারের কাজ কেমন চলছে?"

"আগের মতই, লোকসান যাচ্ছে," জমিদার জবাব দিল। "তা—আমাদের গুর্বানিয়াতে আপনি এলেন কেমন করে? আমাদের এই কু দেতাৎ-এ (*Coup d'etat*) অংশ নিতে নাকি?" খুসির সঙ্গেই সে ফরাসী কথাটার উপর জোর দিল। "গোটা রাশিয়াই তো এখানে হাজির হয়েছে; যত 'কামারহের' আর…প্রায়-মন্ত্রীর দল…," অব্লনস্কিকে দেখিয়ে সে বলল।

"আমি স্বীকার করছি যে ভদ্রলোকদের এই নির্বাচনের তাৎপর্য আমি ঠিক বুঝতে পারছি না," লেভিন বলল।

"বুঝবার কি আছে? কোন তাৎপর্যই নেই। একটা অচল প্রথা নিজের তাগিদেই চলছে। এই সব পোষাকগুলি লক্ষ্য করুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন এটা স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট, স্থায়ী সদস্য ও ঐ ধরনের লোকদেরই জমায়েত, সম্ভ্রান্ত লোকদের নয়।"

"তাহলে আপনি এসেছেন কেন?" লেভিন প্রশ্ন করল।

"প্রথমত, অভ্যাস বশে। আর তারপরে যোগাযোগটা রাখতে। কিছুটা নৈতিক দায়িত্বও বটে। আর খোলাখুলি বলতে কি, আমার একটা ব্যক্তিগত কারণ আছে। আমার জামাতা স্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হতে চাইছে; তার বিষয়-সম্পত্তি যৎসামান্ত, কাজেই তার কাছে এটা দরকারী। কিন্তু এই সব ভদ্রজনরা এসেছে কেন?" সেই কটুভাষী ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে সে বলল।

"এরাই তো নব্য বাবু সম্প্রদায়।"

"নব্য তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাবু সম্প্রদায় নয়। তারা জমির মালিক,

কিন্তু আমরা জমিদার। সম্ভ্রান্ত লোক হিসাবে তারা নিজেদেরই উচ্ছেদ করছে।"

"কিন্তু এইমাত্র আপনি বললেন যে এটা একটা অচল প্রথা।"

"অচল তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাহলেও তো কিছুটা সম্মান তার প্রাপ্য। স্নেৎকভ-এরও সেটা প্রাপ্য। আমরা ভালই হই আর মন্দই হই, হাজার বছর ধরে আমরা গড়ে উঠেছি। ধরুন, বাড়ির সামনে যদি আপনি একটা বাগান করতে চান আর ঠিক সেই জায়গায়ই করতে চান যেখানে শতাব্দীকাল ধরে একটা গাছ বেড়ে উঠেছে—গাছটা বুড়ো হতে পারে, বেঁকে-চুরে যেতে পারে, তবু ফুলের কেয়ারি বানাতে বা সীমানা তৈরি করতে আপনি নিশ্চয়ই গাছটাকে কেটে ফেলবেন না, বাগানের পরিকল্পনাটা এমন ভাবে করবেন যাতে গাছটাকে যথাসম্ভব কাজে লাগানো যায়। যতই যা হোক, একদিনে তো একটা গাছ বানানো যায় না," বেশ চতুরতার সঙ্গে কথাটা বলেই সে প্রসঙ্গটা পাল্টে ফেলল: "ভাল কথা, আপনার খামার কেমন চলছে ?"

"খারাপ। শতকরা পাঁচ-এর বেশী পাই না।"

"আর তাও আপনার নিজের মাইনেটা না ধরে। যাই বলুন, আপনারও তো কিছু উপার্জন হওয়া দরকার। জমিদারির কাজে লাগবার আগে আমি চাকরি থেকে তিন হাজার পেতাম। চাকরির চাইতে এখন খাটুনি করি বেশী, আর আপনার মতই পাই শতকরা পাঁচ; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে পাওনাটা আরও কম হয় না। নিজের পরিশ্রমটা তো বেকারই যায়।"

"তাহলে এ কাজ করেন কেন ? এতই যদি নির্জলা লোকসান ?"

"না করে পারি না যে। এইভাবেই তো গড়ে উঠেছি। অভ্যাসও বলতে পারি; আমি জানি, এটাই হওয়া উচিত। আমার ছেলের তো খামারের কাজে তিলমাত্র আগ্রহ নেই। সে হয় তো বিজ্ঞানের পথই বেছে নেবে। কাজেই চালাবার মত কেউ থাকবে না। তবু আমি লেগে আছি। এ বছরও একটা ফলের বাগান করেছি।"

"আমি জানি, আমি জানি," লেভিন বলে উঠল। "আপনি ঠিকই বলেছেন। আমিও সব সময় অনুভব করি যে খামার চালিয়ে কোন সুবিধা হয় না, তবু তাই করছি। জমির জন্য একটা দায়িত্ববোধ আর কি, কি বলেন ?"

জমিদার বলতে লাগল, "আরও শুনুন। আমার একজন প্রতিবেশী ব্যবসায়ী আছে। দু'জনে আমার জমিদারিতে ঘুরতে ঘুরতে পার্কটাকে ভাল করে দেখলাম। সে বলল, 'সব কিছুই তো ভাল দেখছি স্তেপান ভাসিলিচ, কিন্তু পার্কটা অবহেলিত।' কিন্তু আসলে মোটেই অবহেলিত নয়। 'তুমি যদি বল তো ও সব লিণ্ডেন গাছই কেটে ফেলব। কিন্তু কাটব যখন রস ঝরতে শুরু করবে। এখানে এক হাজার লিণ্ডেন গাছ আছে, সবগুলো থেকেই প্রচুর

ভাল বাকল পাওয়া যাবে, আর লিণ্ডেনের বাকলের এখন খুব চড়া দাম। সবগুলো গাছ কাটতে আমি রাজী।"

এর আগেও লেভিন এ ধরনের হিসাবের কথা শুনেছে, তাই সে যোগ করে বলল, "আর সেই টাকা দিয়ে তিনি গোরু-মোষ ও সস্তায় জমি কিনবেন এবং সেগুলি চাষীদের ভাড়া দেবেন। তাই দিয়ে তিনি সম্পত্তি করবেন আর আপনি ও আমি—ঈশ্বর করুন আমরা যেন যা আছে তাই বজায় রেখে ছেলেমেয়েদের দিয়ে যেতে পারি।"

জমিদার জিজ্ঞাসা করল, "শুনেছি, আপনি নাকি বিয়ে করেছেন?"

"হ্যাঁ," সগর্ব খুসির সঙ্গে লেভিন বলল। "ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত, তাই না? কোন রকম হিসাব না করেই আপনার-আমার জীবন চলে; ঠিক যেন পুরনো কালের দীপশলার মত কোন রকমে আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখা।"

ঈষৎ হাসিতে জমিদারের সাদা গোঁফ নাচতে লাগল।

"আমাদের দলের আরও অনেকে আছেন, যেমন আমাদের বন্ধু নিকোলাই স্বিয়াঝ্‌স্কি অথবা কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি, যারা জমির উপরেই ভরসা করেন; তারা চান শিল্পভিত্তিক খামার চালাতে। এখনও পর্যন্ত তাতে বিশেষ ফায়দা হয় নি, শুধু টাকাটাই আটকে গেছে।"

লেভিন কিন্তু আগেকার কথায় ফিরে গিয়ে বলল, "কিন্তু আমরা কেন ব্যবসায়ীটির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছি না? লিণ্ডেন গাছের বাকলের জন্য বাগান কেটে সাফ করছি না কেন?"

"আপনি তো বললেন, আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখা। অন্য ব্যবসা সম্ভ্রান্ত লোকদের জন্য নয়। বাবুদের আসল কাজ এখানে এই নির্বাচনে নয়, তাদের প্রত্যেকের কাজ যার যার ঘরের কোণে। আমাদের কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় সে বিষয়ে একটা শ্রেণী-চেতনা আমাদের আছে। চাষীদেরও আছে: সে যদি ভাল চাষী হয় তাহলে যতটা জমি সে হাতাতে পারে সবটাই দখল করে নেয়। হয় তো খারাপ জমি, তবু সে-জমি সে চাষ করে। কোন রকম হিসাব-নিকাশও করে না। ক্ষতি স্বীকার করেও সে কাজ করে।"

"আমাদেরই মত," লেভিন বলল। তারপর স্বিয়াঝ্‌স্কিকে তাদের দিকে আসতে দেখে বলল, "আবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুসি হলাম।"

বুড়ো জমিদার স্বিয়াঝ্‌স্কিকে বলল, "আপনার বাড়িতে সাক্ষাতের পরে হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় একটু আলোচনা করছিলাম।"

"নববিধানকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন নিশ্চয়," স্বিয়াঝ্‌স্কি হেসে বলল।

"হ্যাঁ, তা দিয়েছি।"

"আমাদের মনকে হাল্কা করেছি।"

॥ ৩০ ॥

স্বিয়াঝ্‌স্কি লেভিনের হাত ধরে তাকে নিয়ে বন্ধুদের কাছে চলল।

এবার আর ভ্রন্‌স্কিকে এড়ানো গেল না; অব্‌লন্‌স্কি ও কোজ্‌নিশেভের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সে সোজা লেভিনের দিকে তাকিয়ে ছিল।

লেভিনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে ভ্রন্‌স্কি বলল, "খুব খুসি হলাম। মনে হচ্ছে প্রিন্সেস শের্‌বাৎস্কির বাড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।"

"হ্যাঁ, সে সাক্ষাতের কথা আমার মনে আছে," লেভিন বলল; তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে সে মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে লাগল।

ঈষৎ হেসে ভ্রন্‌স্কি স্বিয়াঝ্‌স্কির সঙ্গেই কথা বলতে লাগল; লেভিনের সঙ্গে কথা বলায় কোন রকম আগ্রহ দেখাল না। কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে লেভিন বার বার ভ্রন্‌স্কির দিকে তাকাতে লাগল; রূঢ় ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তার সঙ্গে কি নিয়ে কথা বলা যায় তাই ভাবতে লাগল।

স্বিয়াঝ্‌স্কি ও ভ্রন্‌স্কির দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, "এখন কি হবে?"

"সবই স্নেৎকভ-এর উপর নির্ভর করছে। হয় তাকে দাঁড়াতে হবে, নয় তো সরে যেতে হবে।"

"সে কি সম্মতি জানায় নি?"

"সেটাই তো গোলমাল; সে সম্মতিও জানায় নি, আবার আপত্তিও করে নি।"

ভ্রন্‌স্কির দিকে তাকিয়ে লেভিন জিজ্ঞাসা করল, "সে আপত্তি করলে কে দাঁড়াবে?"

"যার ইচ্ছা হবে," স্বিয়াঝ্‌স্কি বলল।

"তুমি দাঁড়াবে কি?" লেভিন প্রশ্ন করল।

"না বাবা, না!" কোজ্‌নিশেভের পাশে দাঁড়ানো সেই কটুভাষী লোকটির দিকে ভীত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে স্বিয়াঝ্‌স্কি বিচলিতভাবে জবাব দিল।

সে যে একটা ভুল কথা বলছে সেটা জেনেও লেভিন প্রশ্ন করল, "তাহলে কি নেভেদ্‌ভস্কি দাঁড়াবে?"

নেভেদ্‌ভস্কি ও স্বিয়াঝ্‌স্কি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী।

"কোন কিছুর বিনিময়েই নয়," কটুভাষী লোকটি জবাব দিল। বোঝা গেল, এই লোকটিই নেভেদ্‌ভস্কি। স্বিয়াঝ্‌স্কি তার সঙ্গে লেভিনের পরিচয় করিয়ে দিল।

অব্‌লন্‌স্কি চোখ ঠেরে ভ্রন্‌স্কিকে শুধাল, "আরে, তোমাকেও রোগে ধরেছে না কি? এতো ঘোড়দৌড়ের মতই ব্যাপার। ফলাফলের উপর বাজিও ধরতে পার।"

ভ্রন্‌স্কি জবাব দিল, "হ্যাঁ, এটাও সংক্রামক রোগ। একবার এর খপ্পরে

পড়লে শেষ না দেখে নিস্তার নেই। একটা যুদ্ধবিশেষ!" ভুরু কুঁচকে চোয়াল শক্ত করে সে বলল।

"স্বিয়াঝ্‌স্কি খুব ভাল ম্যানেজার! সব কিছু স্পষ্ট করে দেখতে পারে!"

"হ্যাঁ, তা বটে," অন্যমনস্কভাবে ভ্রন্‌স্কি সায় দিল।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ। সেই অবসরে ভ্রন্‌স্কি লেভিনের দিকে তাকাল। তার পা দেখল, পোষাক দেখল, মুখ দেখল; লেভিন ফোলা-ফোলা চোখ মেলে তার দিকেই তাকিয়ে আছে দেখে আর কোন বলবার মত কথা না পেয়ে সে বলল, "আচ্ছা, স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করেও আপনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট হন নি কেন বলুন তো? আপনি তো ম্যাজিস্ট্রেটের পোষাক পরেন নি।"

ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে ভালভাবে কথা বলবার একটা সুযোগই সে এতক্ষণ খুঁজছিল; তবু সে বিষণ্ন গলায়ই জবাব দিল, "কারণ জেলা আদালতকে আমি একটা অপদার্থ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করি।"

শান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে ভ্রন্‌স্কি বলল, "আপনার সঙ্গে আমি একমত নই; বরং—"

"এটা তো একটা খেলা," বাধা দিয়ে লেভিন বলে উঠল। "জেলা আদালতের কোন দরকারই আমাদের নেই। আট বছরের মধ্যে তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক হয় নি। আমার বাড়ি থেকে আদালত ত্রিশ মাইল দূর। একটা দুই রুবলের মামলা লড়তে আমাকে একজন সলিসিটর পাঠাতে হবে পনেরো রুবল খরচ করে।"

তারপরই সে একজন চাষীর গল্প জুড়ে দিল যে কলওয়ালার কাছ থেকে ময়দা চুরি করেছিল, এবং কলওয়ালা সে কথা বলায় চাষীটি তার নামেই মানহানির মামলা রুজু করে দিয়েছিল। গল্পটা বলে লেভিনও বুঝতে পারল যে এটা যেমন অর্থহীন তেমনই অপ্রাসঙ্গিক।

বাদাম তেল মার্কা হাসি হেসে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "আঃ, আমাদের লেভিন তার খেয়ালী স্বভাবের জন্য বিখ্যাত। চলে এস,' মনে হচ্ছে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে গেছে।"

ছোট দলটা ভেঙে গেল।

ভাইয়ের ব্যর্থ চেষ্টাটা লক্ষ্য করে কোজ্‌নিশেভ বলল, "একজন মানুষের রাজনীতির জ্ঞান এত সামান্য হয় কেমন করে আমি বুঝতে পারি না। আমাদের মত রুশদের রাজনীতির জ্ঞানের বড়ই অভাব। গুবার্নিয়া মার্শাল আমাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী, আর তুমি তার সঙ্গেই দহরম-মহরম করছ, তাকে দাঁড়াতে বলছ। আর কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কির কথা—তাকে আমি বন্ধু বলেই মনে করি না, সে আমাকে খাবার নেমন্তন্ন করেছিল, আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি, ...দের পক্ষের লোক, তাকে তুমি শত্রু বানাবে কেন? আর

নেভেদ্‌ভস্কিকে তুমি শুধালে সে দাঁড়াতে চায় কি না। তুমি তো জান তা হয় না।"

"আঃ, আমি কিছুই জানি না; এ সবই একদম বাজে কথা," লেভিন করুণ সুরে বলল।

"নিজেই বলছ এ সব একদম বাজে কথা, আবার নিজেই এর মধ্যে নাক গলিয়ে নিজেকেই বোকা বানাচ্ছ।"

লেভিন আর কিছু বলল না; দু'জন একসঙ্গে বড় হলে ঢুকল।

অনেকক্ষণ ধরে ভোটাভুটির পালা চলল। কোজ্‌নিশেভের বক্তৃতার খুব প্রশংসা হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেভেদ্‌ভস্কিরই জয় হল। সেই নতুন "মার্শাল অব দি নবিলিটি" নির্বাচিত হল। অনেকে সন্তুষ্ট হল, আবার অনেকে অসন্তুষ্ট ও অখুসিও হল। পুরনো মার্শাল স্নেৎকভ তার হতাশাকে চেপে রাখতে পারল না। নেভেদ্‌ভস্কি যখন হল থেকে বেরিয়ে এল তখন তার গুণমুগ্ধের দল তাকে ঘিরে ধরল, সোল্লাসে তার পিছু নিল, ঠিক যে ভাবে তারা স্নেৎকভকে ঘিরে ধরেছিল যখন সে নির্বাচিত হয়েছিল।

॥ ৩১ ॥

সেইদিনই নব-নির্বাচিত মার্শাল ও বিজয়ী নতুন দলের অনেক সদস্যকে নিয়ে ভ্রন্‌স্কি একটা ভোজ-সভার আয়োজন করল।

ভ্রন্‌স্কি নির্বাচনে যোগ দিতে এসেছিল কারণ গ্রামের জীবন তার কাছে বড়ই একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল, কারণ সে আন্নার কাছে তার স্বাধীনতা প্রমাণ করতে চেয়েছিল, কারণ তার জেমস্কভো পরিষদে ঢোকার ব্যাপারে স্বিয়াঝ্‌স্কি তাকে যে ভাবে সাহায্য করেছিল তার প্রতিদান স্বরূপ এই নির্বাচনে তাকে সমর্থন করে ভ্রন্‌স্কি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চেয়েছিল, এবং সব চাইতে বড় কারণ একজন গ্রাম্য ভদ্রলোকের জীবনযাত্রাকে বেছে নেবার ফলে যে সব দায়-দায়িত্ব তার উপর বর্তেছে সেগুলিকে সে পুরোপুরিভাবেই বহন করে চলতে চায়। কিন্তু সে যে নির্বাচনের ব্যাপারে এতখানি আগ্রহী হয়ে উঠবে, নির্বাচনের কাজে নিজেকে এতখানি জড়িয়ে ফেলবে, এবং নির্বাচন-পরিচালনার এতখানি দক্ষতা যে তার মধ্যে আছে, এটা সে মোটেই আশা করতে পারে নি। এখানকার বাবুমহলে সে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ, কিন্তু সে দেখল যে সকলেই দু'হাত বাড়িয়ে তাকে গ্রহণ করেছে, তাদের উপর বেশ কিছুটা প্রভাবও সে বিস্তার করতে পেরেছে। তার এই প্রভাবের মূলে ছিল তার মর্যাদা ও অর্থ; তার পুরনো বন্ধু, কাশিন-এর একটি উঠতি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক শির্কভ্‌-এর দেওয়া শহরের একটা সুন্দর বাড়ি, দেশ থেকে সঙ্গে নিয়ে আসা চমৎকার রাঁধুনিটি, প্রাক্তন সতীর্থ গভর্ণরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব,

এবং সর্বোপরি সকলের সঙ্গেই তার সহজ, সরল, সমান ব্যবহার। সেও তো নিজের চোখেই দেখল, যে সব সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে তারা সকলেই সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধু হয়ে উঠেছে; একমাত্র ব্যতিক্রম সেই যুক্তিহীন ভদ্রলোকটি যে কিটি শের্বাৎস্কিকে বিয়ে করেছে এবং নেহাৎ অকারণেই তীব্র শত্রুতার অর্থহীন বাষ্প উদ্‌গীরণ করেছে। সে নিজে জানে, অন্য সকলেও জানে, যে নেভেদ্‌ভস্কির সাফল্য প্রধানত তারই সাফল্য, তার সৃষ্টি। এখন নেভেদ্‌ভস্কির নির্বাচন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভোজের টেবিলের প্রধান আসনটিতে বসে তারই মনোনীত লোকটির জয়-গৌরবকে সে উপভোগ করছে। নির্বাচনের কাজ তার এতই ভাল লেগেছে যে তার মনে হচ্ছে, তিন বছরের মধ্যে সে যদি বিয়ে করত তাহলে সে নিজেই হয় তো নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পড়ত—তার এই ইচ্ছাটা অনেকটা সেই ঘোড়ার মালিকের মত যার জকি দৌড়ে জিতবার পরে সে নিজেই ঘোড়ায় সওয়ার হতে ইচ্ছুক হয়ে ওঠে।

এখন সেই জকিরই আপ্যায়ন চলেছে। টেবিলের মাথায় বসেছে ভ্রন্‌স্কি আর তার ডাইনে বসেছে তরুণ গভর্ণর, আর তার বাঁয়ে বসেছে নেভেদ্‌ভস্কি।...

ভোজ চলতে চলতেই নির্বাচনের ফলাফলে আগ্রহী লোকদের কাছে টেলিগ্রাম পাঠানো হতে লাগল। অব্‌লন্‌স্কির মেজাজ খুব খুসি; সেও তার স্ত্রীর কাছে এই টেলিগ্রাম পাঠাল: "নেভেদ্‌ভস্কি নির্বাচিত হয়েছে বারো ভোটে। অভিনন্দন। অন্যকেও জানিয়ে দিও।" বেশ জোরে জোরে কথাগুলি বলে শেষে মন্তব্য করল: "সকলেই উপভোগ করুক।" টেলিগ্রাম পেয়ে ডলি এ বাবদ যে রুবল ব্যয় হয়েছে সে জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে টেলিগ্রামটি পাঠানো হয়েছে ভোজের শেষ অধ্যায়ে। সে জানে ভাল ভোজনের পরে টেলিগ্রাম করার একটা দুর্বলতা স্তেভ্‌-এর আছে।

উৎকৃষ্ট খাবার ও বিদেশী মদের কথা ছেড়ে দিলেও ভ্রন্‌স্কির দেওয়া ভোজসভাটি সব দিক থেকেই সরল, খুসিভরা ও সুরুচির পরিচয় বহন করেছে। নব্যতন্ত্রীদের ভিতর থেকে বিশ জন বুদ্ধিমান ও বিশিষ্ট অতিথিকে স্বিয়াঝ্‌স্কি বেছে এনেছে। হাসিখুসির ভিতর দিয়েই তারা নতুন গুর্বানিয়া মার্শাল, গভর্ণর, ব্যাংকের ডিরেক্টার ও "আমাদের মহামান্য গৃহকর্তা"র উদ্দেশ্যে "টোস্ট" পান করল।

ভ্রন্‌স্কি খুব খুসি। মফস্বলে এমন প্রীতিপ্রদ পরিবেশ সে আশা করে নি।

ভোজসভার শেষের দিকে সকলেই বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। গভর্ণর তার স্ত্রীর দ্বারা আয়োজিত একটি কনসার্টের সাহায্য-রজনীতে উপস্থিত হবার জন্য ভ্রন্‌স্কিকে আমন্ত্রণ করল; জানাল যে তার স্ত্রী ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে পরিচিত হতে খুবই উৎসুক।

"কনসার্টের পরে বল-নাচ হবে। সেখানে আমাদের বিখ্যাত সুন্দরীকে দেখতে পাবেন। সে সত্যি অসাধারণ।"

"ওটা আমার লাইন নয়," ভ্রন্‌স্কি ইংরেজিতে বলল; এই কথাটা তার খুব পছন্দ; তবে একটু হেসে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

সকলে সিগারেট ধরিয়ে চেয়ার ঠেলে দাঁড়াতে যাবে, ঠিক সেই সময় ভ্রন্‌স্কির খানসামা পত্র-দানিতে করে একটা চিঠি এনে তাকে দিল।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, "ভজ্‌দ্‌ভিজেন্‌স্কোয়ে থেকে একজন পত্রবাহক এটা নিয়ে এসেছে।"

চিঠিটা পড়তে পড়তে ভ্রন্‌স্কির কপাল ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে উঠল।

আন্নার চিঠি। পড়বার আগেই চিঠির বয়ান সে অনুমান করেছিল। নির্বাচন পাঁচ দিন ধরে চলবে এই বিশ্বাসে সে কথা দিয়ে এসেছিল শুক্রবারে ফিরবে। আজ শনিবার; কাজেই সে বুঝতে পারল, যথাসময়ে না ফিরবার জন্য চিঠিতে তার জন্য বকুনি পাঠানো হয়েছে। গত সন্ধ্যায় যে চিঠিটা পাঠিয়েছে সেটা নিশ্চয়ই আন্নার হাতে পৌঁছয় নি।

সে যা আশা করেছিল চিঠির বক্তব্যও তাই, কিন্তু যে আকারে সেটা লেখা হয়েছে তা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই বিরক্তিকর। "আন্নি খুব অসুস্থ, ডাক্তার মনে করছে নিউমোনিয়া হতে পারে। কারও সঙ্গে পরামর্শ করতে না পারায় আমার মাথার ঠিক নেই। প্রিন্সেস বার্‌বারা তো যতটা সহায় তার চাইতে বেশী বাধা। গতকাল ও তার আগের দিন তোমাকে আশা করেছিলাম, তাই আজ লোক পাঠালাম জানতে যে তুমি কোথায় আছ ও কেমন আছ। নিজেই চলে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সেটা তুমি পছন্দ করবে না জেনে মত পাল্টেছি। একটা কিছু জবাব দিও যাতে আমি বুঝতে পারি যে কি করব।"

শিশুটি অসুস্থ আর সে এখানে আসবার কথা ভেবেছিল! আমাদের মেয়ে অসুস্থ আর তার মুখে এই কথা!

নির্বাচনের নির্দোষ আনন্দ আর ভালবাসার যে নিরানন্দ বোঝার মধ্যে তাকে ফিরে যেতে হবে—এই দুটোর পার্থক্য তাকে বিস্মিত করল। কিন্তু তাকে যেতেই হবে। কাজেই বাড়ি ফিরবার প্রথম ট্রেন, রাতের ট্রেনটাই সে ধরল।

॥ ৩২ ॥

নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভ্রন্‌স্কির যাত্রার আগে আন্না সেই সব অপ্রীতিকর দৃশ্যের কথাই মনে মনে আলোচনা করেছিল যেগুলি এর আগে যখন যখন সে

বাইরে গেছে তখনই ঘটেছে। আন্না জানে যে সে দৃশ্যের অবতারণা করলে ভ্রন্‌স্কিকে আটকানো তো যাবেই না, বরং তার জিদ আরও বেড়ে যাবে; তাই সে ঠিক করেছিল এবার তার চলে যাওয়াটাকে আন্না শান্তভাবেই গ্রহণ করবে। কিন্তু যাবার কথাটা বলবার সময়ই ভ্রন্‌স্কি যে রকম ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল তাতেই আন্না ভীষণ আঘাত পেয়েছিল, আর তাই ভ্রন্‌স্কির যাত্রার আগেই তার মনের প্রশান্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

একা একা সেই দৃষ্টির কথা ভাবতে বসে যখন আন্নার মনে হল যে এটা ভ্রন্‌স্কির স্বাধীনতার ঘোষণা ছাড়া আর কিছু নয়, তখনই আর একবার নিজেকে বড়ই লাঞ্ছিত বলে মনে হল। যখন খুসি যেখানে খুসি যাবার অধিকার তার আছে। শুধু চলে যাবার নয়, আমাকে ছেড়ে যাবারও। তার সব অধিকারই আছে, শুধু আমার নেই কোন অধিকার। সে কথা জেনেও একাজ করা তার উচিত হয় নি। কিন্তু সে কি করেছে? কঠোর নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছে। কিন্তু সেটা তো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, প্রকাশেরও অতীত; তবু আন্নার মনে হল, আগে কখনও সে এ রকম করে নি, আর তার দৃষ্টিটাও খুবই অর্থপূর্ণ। ঐ চাউনিই বলে দিচ্ছে যে আমার প্রতি তার ভালবাসায় ভাঁটা পড়েছে।

যদিও তার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভ্রন্‌স্কির ভালবাসায় ভাঁটা পড়েছে, তবু এ ব্যাপারে তার কিছুই করবার নেই, তাদের সম্পর্কের কোন রকম পরিবর্তন ঘটাবার কোন পথ নেই। আগের মতই ভ্রন্‌স্কিকে সে ধরে রাখতে পারে একমাত্র তার ভালবাসা ও তার রূপ দিয়ে। ভ্রন্‌স্কি যদি সত্যি তাকে ভাল না বাসে তাহলে সে কি করবে—এই ভয়ংকর চিন্তাকে মন থেকে তাড়াতে হলে আগের মতই এখনও তাকে দিনের বেলায় কাজকর্মে ডুবে থাকতে হবে, আর রাত্রে মরফিন খেতে হবে। সত্য কথা, আরও একটা পথ আছে—তাকে ধরে রাখা নয় (এ জন্য তার ভালবাসা ছাড়া আর কিছু সে চায় না), নিজের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করা, দু'জনের মধ্যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে সে তাকে ছেড়ে যেতে না পারে। তার অর্থই হল বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ। আর সেটাই সে মনে-প্রাণে চাইতে লাগল; স্থির করল, ভ্রন্‌স্কি অথবা স্তেভ, আবার যখনই প্রস্তাবটি তুলবে তখনই সে রাজী হয়ে যাবে।

মনের মধ্যে এই চিন্তা নিয়েই সে ভ্রন্‌স্কিকে ছাড়াই পাঁচটা দিন কাটিয়ে দিল; সেই পাঁচটা দিনই তার বাইরে থাকবার কথা ছিল।

সে সময় কাটাতে লাগল প্রিন্স বারবারার সঙ্গে গল্প করে, হাসপাতাল দেখে এবং বেশীর ভাগ সময় পড়াশুনা করে—একটার পর একটা বই পড়ে শেষ করে। কিন্তু ষষ্ঠ দিনে কোচয়ান যখন তাকে ছাড়াই ফিরে এল তখন আন্নার মনে হল, ভ্রন্‌স্কির চিন্তা, সে কি করছে সেই চিন্তাকে মনের মধ্যে চেপে রাখবার শক্তি তার নেই। ঠিক সেই সময় মেয়েটিও অসুখে পড়ল। আন্না নিজেই

তার সেবাযত্ন করতে লাগল, কিন্তু তাতেও তাঁর মন অন্য দিকে ঘুরল না, বিশেষ করে মেয়ের অসুখ তেমন গুরুতর কিছু ছিল না। যত চেষ্টাই করুক তবু এই মেয়েটিকে সে ভালবাসতে পারে নি, আর ভালবাসার ভান করবার ক্ষমতাই তার নেই। সেদিন সন্ধ্যা নাগাদ আন্নার মনে এতই ভয় ঢুকল যে সে শহরে চলে যাওয়াই স্থির করল; কিন্তু পরে ভেবে চিন্তে সেই দ্ব্যর্থ-বোধক চিঠিটাই লিখল যেটা ভ্রন্‌স্কির হাতে পৌঁছেছিল; চিঠিটা না পড়েই তৎক্ষণাৎ পত্রবাহকের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিল। পরদিন সকালেই চিঠির জবাব পেয়ে চিঠিটা পাঠিয়েছিল বলে তার অনুশোচনা হল। সে যখন এসে দেখবে যে মেয়ের অসুখ গুরুতর কিছু নয় তখন সে হয় তো আবারও সেই রকম কঠিন ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকাবে—এ কথা ভাবতেই ভয়ে সে শিউরে উঠল। আবার চিঠিটা পাঠিয়েছে বলে সে খুসিও হল। আন্না এখন নিজের কাছেই স্বীকার করল যে সে ভ্রন্‌স্কির কাছে বোঝাস্বরূপ, নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে তাকে যে আন্নার কাছে ফিরে আসতে হয়েছে সে জন্য ভ্রন্‌স্কি দুঃখ বোধ করবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যে ফিরে আসছে তাতেই আন্না খুসি। না হয় তাকে সে বোঝাই ভাবুক, তবু সে তো তার কাছে ফিরে আসবে, তাকে সে দেখতে পাবে, তার সব রকম গতিবিধির উপর নজর রাখতে পারবে।

বসবার ঘরে বাতির নীচে বসে আন্না তেইন-এর লেখা একটা বই পড়তে পড়তে বাইরের বাতাসের শব্দ শুনতে লাগল; প্রতিটি মুহূর্তেই আশা করছে, তার গাড়ির শব্দ শুনতে পাবে। কয়েকবার তার নিশ্চিত ধারণা হল যেন চাকার শব্দ শুনতে পেয়েছে, কিন্তু তার ধারণা ভুল; শেষ পর্যন্ত শুধু চাকার শব্দ নয়, কোচয়ানের গলা ও ঢাকা গাড়ির পথে একটা একঘেয়ে শব্দও শুনতে পেল। এমন কি প্রিন্সেস বার্‌বারাও সেটা শুনতে পেল। আন্না উঠে দাঁড়াল, তার দুই গালে লালের ছোপ লাগল, কিন্তু আগের দুই বারের মত নীচে না গিয়ে সে সেখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ নিজের চাতুরির জন্যই সে লজ্জা বোধ করল; ভ্রন্‌স্কি ব্যাপারটাকে কি ভাবে নেবে সে কথা ভেবে তার ভয়ও হল। নিজের প্রতি খারাপ ব্যবহারের কথা ভুলে গিয়ে সে এখন শুধু ভ্রন্‌স্কির রাগকেই ভয় করতে লাগল। তার মনে পড়ে গেল, গত দু'দিন যাবৎ মেয়েটি সুস্থই আছে। চিঠিটা পাঠাবার পরেই সে ভাল হয়ে যাওয়াতেও তার দুশ্চিন্তা বেড়েছে। তারপরই ভ্রন্‌স্কিকে মনে পড়ল; সে এসে গেছে; তার হাত, তার চোখ, সব কিছু নিয়েই সে হাজির। তার গলাও শুনতে পেল। সব কিছু ভুলে আন্না তার সঙ্গে দেখা করতে ছুটে গেল।

আন্না সিঁড়ি বেয়ে নামতেই ভ্রন্‌স্কি ভীরু গলায় শুধাল, "এই যে, আন্নি কেমন আছে?" সে একটা চেয়ারে বসে আছে; পরিচারক তার জুতো খুলছে।

"সে আগের চাইতে ভাল আছে।"

"আর তুমি?" ভ্রন্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল।

দুই হাতে ভ্রন্‌স্কির হাতটা ধরে কোমরে জড়িয়ে আন্না তার দিকেই তাকিয়ে রইল।

"খুসি হলাম," ভ্রন্‌স্কি বলল। নিরুত্তাপ চোখে সে আন্নার চুল ও গাউনটা দেখতে লাগল। সে জানে, তার জন্যই আন্না ওটা পরেছে।

এ সব কিছুই তাকে খুসি করল; এ রকম খুসি তো সে কতবারই হয়েছে! তার মুখটা আবার পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল। আর এটাকেই আন্নার যত ভয়।

রুমাল দিয়ে ভিজে দাড়ি মুছে আন্নার হাতে চুমা খেয়ে সে বলল, "আমি খুসি হয়েছি। তুমি ভাল আছ তো?"

আন্না ভাবল, ওতে কিছু যায়-আসে না। আসল কথা হল, সে এখানে এসে গেছে, আর একবার যখন সে এসে পড়েছে তখন আর আমার প্রতি উদাসীন থাকতে পারবে না, থাকতে সাহস করবে না।

প্রিন্সেস বার্‌বারাকে নিয়ে সন্ধ্যাটা বেশ খুসিতে ও ফুর্তিতেই কাটল। প্রিন্সেস ভ্রন্‌স্কির কাছে নালিশ জানাল যে তার অনুপস্থিতিতে আন্না মরফিন খেয়েছে।

"কি করব বল? ঘুম আসত না যে। চিন্তায় ঘুম হত না। তুমি এখানে থাকলে তো ও সব খাই না। খাই না বললেই হয়।"

ভ্রন্‌স্কি নির্বাচনের বিবরণ শোনাল, আর আন্নাও তার মেজাজ ঠিক রাখবার জন্য ঘুরেফিরে তার সাফল্যের কথায়ই ফিরে যেতে লাগল। তারপর আন্না বাড়ির সেই সব ভাল ভাল খবর বলতে লাগল যা শুনতে ভ্রন্‌স্কি ভালবাসে।

কিন্তু একটু রাত হলে দু'জনে যখন একলা হল তখন ভ্রন্‌স্কিকে হাতের মধ্যে পেয়ে আন্না চেষ্টা করল যাতে চিঠির দরুণ বিরক্তিটা তার মন থেকে মুছে দিতে পারে। সে বলল: "স্বীকার কর যে আমার চিঠিটা পেয়ে তুমি বিরক্ত হয়েছিলে; চিঠিটা তো তুমি বিশ্বাস কর নি, তাই না?"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আন্না বুঝতে পারল, এই মুহূর্তে ভ্রন্‌স্কি তাকে যত ভালই বাসুক না কেন, চিঠিটা লেখার জন্য সে তাকে ক্ষমা করে নি।

ভ্রন্‌স্কি বলল, "না। চিঠিটা বড়ই অদ্ভুত। প্রথমে লিখলে আন্নি অসুস্থ, আর তারপরেই লিখলে তুমি শহরে চলে যেতে চেয়েছিলে।"

"সবই তো সত্যি।"

"ওঃ, আমি তো সন্দেহ করি নি।"

"হ্যাঁ করেছ। তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ। আমি দেখতে পাচ্ছি।"

"মোটেই না। তবে একথা ঠিক যে তুমি দায়িত্ব স্বীকার করতে চাও না দেখে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি—"

"এ অবস্থায় কোন কনসার্টে যাওয়া—"

"ও সব কথা থাক," ভ্রন্স্কি বলল।

"কেন থাকবে ?" আন্না বলল।

"আমি শুধু বলতে চাই, অবশ্যপালনীয় কর্তব্যও তো থাকতে পারে। ধরো, বাড়িটার ব্যাপারে আমাকে তো এখনই মস্কো যেতে হবেই।...আহা আন্না, তুমি এত অবুঝ হচ্ছ কেন ? তুমি কি জান না যে তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না ?"

হঠাৎ গলার স্বর বদলে আন্না বলল, "তাই যদি হয় তার অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে এই জীবন তোমার কাছে ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ তাই, তুমি একদিনের জন্য এখানে আস, আবার চলে যাও, ঠিক যেন—"

"আন্না, এ বড় নিষ্ঠুর কথা ! আমি তো আমার জীবন দিতেও রাজী—"

কিন্তু আন্না সে কথায় কানই দিল না।

"তুমি যদি মস্কো যাও, তাহলে আমিও যাব। এখানে একা পড়ে থাকতে পারব না। হয় আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটুক, নয় তো আমরা একসঙ্গেই থাকব।"

"তুমি তো জান সেটাই আমারও ইচ্ছা। কিন্তু সেটা করবার জন্যই তো—"

"আমাকে বিবাহ-বিচ্ছেদ পেতে হবে ? আমি তাকে অবশ্য লিখব। বুঝতে পারছি, এভাবে আমি চলতে পারি না। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি মস্কো যাবই।"

"তুমি এমনভাবে বলছ যেন ভয় দেখাচ্ছ। আমিও তো সব সময় তোমার কাছে থাকতে পারলে আর কিছুই চাই না," ভ্রন্স্কি হেসে বলল।

কিন্তু এই মোলায়েম কথাগুলি বলবার সময় যে দৃষ্টির ঝিলিক সে আন্নার দিকে ছুঁড়ে দিল তা যে শুধু ঔদাসিন্যে ভরা তাই নয়, সে দৃষ্টি অনেক নির্যাতনে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠা এক পুরুষের।

আন্না সে দৃষ্টি দেখল, তার অর্থও বুঝল।

তার দৃষ্টি বলছে, এই যদি অবস্থা হয় তাহলে তো সমূহ বিপদ। এ ধারণা একান্তই ক্ষণিকের, তবু আন্না কোন দিন তা ভুলতে পারবে না।

বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রার্থনা জানিয়ে আন্না তার স্বামীকে চিঠি লিখল। আর নভেম্বরের শেষের দিকে প্রিন্সেস বার্বারাকে সেণ্ট পিতার্সবুর্গে পাঠিয়ে দিয়ে সে ও ভ্রন্স্কি মস্কো যাত্রা করল। এবার তারা প্রত্যাশা করছে, যে কোন দিন কারেনিনের চিঠি আসবে, আর তার পরেই আসবে বিবাহ-বিচ্ছেদ ; তাই তারা পুরুষ ও স্ত্রীর মত একটা সংসার পেতে বসল।

॥ সপ্তম পর্ব ॥

॥ ১ ॥

লেভিনদের মস্কোতে বসবাস তিন মাসে পড়েছে। এ সব হিসাব যারা ভাল বোঝে তাদের মতে কিটির প্রসবের সময় পার হয়ে গেছে, কিন্তু সে এখনও ছেলে পেটে নিয়েই চলেছে, এবং দু'মাস আগের চাইতে প্রসবের দিন যে নিকটতর হয়েছে তারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ডাক্তার, ধাত্রী, ডলি, মা, এবং বিশেষ করে লেভিন (সে তো আসন্ন ঘটনার কথা ভাবলেই কাঁপতে থাকে)—সকলেই উদ্বিগ্ন ও অধৈর্য হয়ে উঠছে। শুধু কিটিই শান্তিতে ও সুখে আছে।

আসন্ন সন্তানের জন্য—প্রায় বর্তমান সন্তানও বলা যায়—তার মনে একটা নতুন ভালবাসা গড়ে উঠেছে, আর সেই ভালবাসার সুখেই সে মশগুল হয়ে আছে। সেই সন্তান এখন আর তার শরীরের অংশমাত্র নয়, অনেকাংশে তাকে ছাড়াই সেই শিশু তার নিজের জীবনই যাপন করছে। তার জন্য অনেক সময়ই সে কষ্ট পায়,আবার সেই সঙ্গে আনন্দে তার কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করে।

কিটি যাদের ভালবাসে সকলেই তার কাছে রয়েছে, সকলেই তার প্রতি এত সদয়, এত সহানুভূতিশীল, তাকে খুসি রাখতে এত ব্যাগ্র যে সে যদি না বুঝত যে এ অবস্থার শীঘ্রই অবসান ঘটবে তাহলে হয় তো এ ছাড়া আর কিছুই সে চাইত না। তার জীবনের এই পরিপূর্ণতার মধ্যে একটি মাত্র কাঁটা—দেশে থাকতে যে স্বামীকে সে চিনত, ভালবাসত সে যেন অন্য রকম হয়ে গেছে।

কিটি ভালবাসত সেই মানুষটিকে দেশে থাকতে যে ছিল ঢিলেঢালা, নরম স্বভাব ও সদাশয়। শহরে এসে সে যেন সব সময়ই অস্বস্তির মধ্যে থাকে, সতর্ক হয়ে চলাফেরা করা, যেন সর্বদাই ভয় পায় পাছে কেউ তাকে, বা বিশেষ করে কিটিকে, আঘাত করে বসে। দেশে থাকতে সে জানত সে সেখানকারই মানুষ, তাই সে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটে বেড়াত না, সব সময়ই কাজ নিয়ে থাকত। শহরে এসে সব সময়ই ছুটে বেড়াচ্ছে, যেন কোন কিছু 'হারিয়ে যাবে বলে ভয় করছে, আর তার করবার মতও কিছু নেই। স্বামীর জন্য কিটির দুঃখ হয়। সে জানে, অন্যের সামনে লেভিন মোটেই অপ্রতিভ নয়; বরং সে লক্ষ্য করেছে, সেখানে সে অত্যন্ত আকর্ষণীয় মানুষ। তার সততা, মহিলাদের প্রতি তার সেকেলে সলজ্জ সৌজন্য, শক্ত-সমর্থ শরীর, আর সকলের উপরে তার অভিব্যক্তিপূর্ণ মুখ—এসব কিছুই তখন তাকে আকর্ষ-ণীয় করে তোলে। কিন্তু বাইরে থেকে না দেখে সে যখন স্বামীকে ভিতর

থেকে দেখে, তখনই সে বুঝতে পারে যে লেভিন আর নিজের মধ্যে নেই। স্বামী যে শহরে বাস করতে পারছে না এতে সে অনেক সময়ই বিরক্ত বোধ করে; আবার অন্য অনেক সময় বুঝতে পারে যে এ ধরনের জীবনযাত্রায় তার স্বামী সন্তুষ্ট হতে পারে না।

আর সত্যি তো, সে করবেই বা কি? তার তাস খেলতে ভাল লাগে না। সে ক্লাবে যায় না। অব্‌লনস্কিদের মত ফূর্তিবাজ লোকদের সাথে চলাফেরা করা যে কি বস্তু তা কিটি ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছে: তার অর্থ মদ খাওয়া আর বিশেষ জায়গায় যাওয়া—সে যে কি জায়গা তা ভাবতেও কিটি শিউরে ওঠে। তার কি সমাজে মেলামেশা করা উচিত? কিটি জানে, তা করতে হলে তরুণীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলতে আগ্রহী হওয়া দরকার, আর তার স্বামী সে রকম কাজ করুক এটা সে চায় না। তার সঙ্গে, তার মায়ের সঙ্গে, আর বোনেদের সঙ্গে বাড়িতে বসে দিন কাটানোই কি তার উচিত? তাদের কথাবার্তা যতই হাসিখুসি ও মজাদার হোক—বুড়ো প্রিন্স তো বোনদের কথাবার্তাকে ঠাট্টা করে বলে "টুপি-গাউনের গল্প"—কিটি জানে তাতে লেভিন অচিরেই বিরক্ত হয়ে উঠবে। তাহলে সে কি করবে? বই লিখতে শুরু করবে? সে চেষ্টাও সে করেছিল, লাইব্রেরিতে গিয়ে নোট টুকেছে, পড়াশুনা করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আগ্রহটাই টিকিয়ে রাখতে পারে নি।

শহর-জীবনে একটি মাত্র সুবিধা হয়েছে—এখন তারা ঝগড়া করে না। পরিবেশের পরিবর্তনের জন্যই হোক, আর দু'জনই আগের চাইতে সংযত ও বিবেচক হয়েছে বলেই হোক, মস্কোতে এসে তাদের মধ্যে আগেকার মত ঈর্ষাকাতর ঝগড়া বাধে না।

এদিক থেকে একটা ঘটনা ঘটল যেটা তাদের দু'জনের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। —কিটি ও ভ্রন্‌স্কির দেখা হয়ে গেল।

কিটি মস্কোতে এলে তার ধর্ম-মা বুড়ি প্রিন্সেস মারিয়া বরিসোভ্‌না স্বভাবতই তাকে দেখতে চাইল। যদিও কিটি ঠিক করেছিল যে এ অবস্থায় কোথাও যাবে না, তবু বাবাকে নিয়ে সে এই পূজনীয়া বৃদ্ধা মহিলাটিকে দেখতে গেল। আর সেখানেই দেখা হল ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে।

এই সাক্ষাৎকারের সময় একমাত্র যে জিনিসটার জন্য কিটি নিজেকে দোষী করতে পারে সেটা হল, ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় না থাকলেও সেই পরিচিত মূর্তিটিকে চেনা মাত্রই তার হৃদপিণ্ডের গতি থেমে গেল, মাথায় রক্ত উঠে এল, সে বুঝতে পারল তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। এটা অবশ্য এক সেকেণ্ডের ব্যাপার। তার বাবা জোর গলায় ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে কথা বলা শেষ করবার আগেই কিটি তার দিকে তাকাবার, এমন কি দরকার হলে তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যও তৈরি হয়ে গেল; আর সে ঠিক করল যে এমনভাবে হাসবে, এমন সুরে কথা বলবে যাতে তার স্বামীর আপত্তি

-না থাকতে পারে, কারণ সেই মুহূর্তে স্বামীর অদৃশ্য উপস্থিতি সে অনুভব করছিল।

কিটি ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে যখন অল্প কয়েকটি কথা বলল, এবং "আমাদের পার্লামেণ্ট" বলে উল্লেখ করে ভ্রন্‌স্কি যখন নির্বাচন নিয়ে কিছুটা রসিকতা করল তখনও সে শান্তভাবেই হাসল (রসিকতাটা যে সে ধরতে পেরেছে এটা বোঝাবার জন্যই তাকে হাসতে হল) কিন্তু তার পরেই কিটি প্রিন্সেস মারিয়া বরিসোভ্‌নার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল এবং ভ্রন্‌স্কি বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়াবার আগে তার দিকে আর একটি বারও তাকাল না তখন তার দিকে একবার তাকাতেই হল, কারণ যে লোক অভিবাদন জানাচ্ছে তার দিকে না তাকালে সেটা খুবই রূঢ় আচরণ হত।

বাবা এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে একটি কথাও না বলায় কিটি বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল ; কিন্তু বাবা তার প্রতি যে রকম আদর-যত্ন দেখাতে লাগল তাতেই সে বুঝতে পারল যে বাবা তার প্রতি খুসি হয়েছে।

পরে কিটি যখন লেভিনকে জানাল যে প্রিন্সেস মারিয়া বরিসোভ্‌নার বাড়িতে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে তার দেখা হয়েছে তখন লেভিনের মুখটা লাল হয়ে উঠল। কথাটা লেভিনকে বলা খুবই কঠিন কাজ ; তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়াটা আরও কঠিন ; কিন্তু লেভিন কিছুই জানতে চাইল না, শুধু দাঁড়িয়ে নীরবে ভ্রূকুটি করতে লাগল।

কিটি বলল, "তুমি সেখানে না-থাকায় আমি খুবই দুঃখিত হয়েছিলাম। তুমি যে সেখানে ছিলে না তা নয়···তুমি থাকলে আমি আত্ম-সচেতন থাকতে পারতাম···এখন আমি আরও বেশী লাল হয়ে উঠছি··· আরও বেশী," চুলের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে সে বলতে লাগল, "কিন্তু কোন একটা ফোঁকড় দিয়ে তুমি যদি আমাদের দেখতে পেতে তাহলে খুব ভাল হত।"

কিটির বিশ্বস্ত চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে লেভিন বুঝতে পারল যে নিজেকে নিয়ে কিটি সুখী হয়েছে ; তাই সে তাকে নানান প্রশ্ন করতে লাগল, আর সেটাই কিটি চাইছিল। সব কথা শুনে লেভিনের মেজাজ ভাল হয়ে গেল ; সে জানাল, নির্বাচনের সময় সে যে রকম বোকার মত আচরণ করেছে সে রকম আর কখনও করবে না এবং আবার যদি কখনও ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে দেখা হয় তো তার সঙ্গে যতদূর সম্ভব অমায়িক ব্যবহার করবে।

লেভিন বলল, "তোমার এমন কোন শত্রু আছে যার সঙ্গে দেখা করতেও ভয় পাও—একথা ভাবাও অসহ্য। আমি খুসি ; খুব—খুব খুসি।"

॥ ২ ॥

সকাল এগারোটার সময় বাড়ি থেকে যাবার আগে স্বামী যখন তার সঙ্গে দেখা করতে এল তখন কিটি বলল, "দয়া করে গিয়ে বোল্‌-এর সঙ্গে দেখা করে

এস, আমি জানি তুমি ক্লাবেই খাবে, বাপি তোমার নামটাও বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ততক্ষণ তুমি কি করবে?"

"কাতাভাসভ-এর সঙ্গে দেখা করতে যাব," লেভিন জবাব দিল।

"এত সকালে?"

"সে কথা দিয়েছে মেত্রভ্-এর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে। তার সঙ্গে আমার কাজের বিষয়ে কথা বলতে চাই, পিতার্সবুর্গের সে একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ," লেভিন বলল।

"তার প্রবন্ধেরই তো তুমি খুব প্রশংসা করেছিলে না? আচ্ছা, তার-পরে?" কিটি শুধাল।

"আমার দিদির ব্যাপারটা জানবার জন্য একবার আদালতেও ঢু মারতে পারি।"

"আর কনসার্ট?"

"ওঃ; কনসার্টে, আমি একলা যাব না।"

"আঃ, কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে; ওরা সব নতুন জিনিস বাজাচ্ছে··· তাতে তো তোমার খুব আগ্রহ। আমি তো নিশ্চয় যেতাম।"

"যা হোক, ডিনারের আগেই আমি বাড়ি ফিরব," ঘড়িটা দেখে লেভিন বলল।

"ফ্রক-কোটটা পরে যাও, যাতে সোজা বোল্‌দের ওখানে চলে যেতে পার।"

"সেখানে কি যেতেই হবে?"

"অবশ্যই যাবে' সে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেছে। সেটা এমন কি শক্ত কাজ? সেখানে যাবে, বসবে, আবহাওয়া নিয়ে পাঁচ মিনিট কথা বলবে, উঠে দাঁড়াবে, চলে আসবে।"

কিটি হাসতে লাগল।

"কিন্তু বিয়ের আগে তো তুমি সেখানে যেতে; যেতে না?" কিটি বলল।

"তা যেতাম, কিন্তু সব সময়ই কেমন লজ্জা করত; আর এখন তো সে অভ্যাসটাই চলে গেছে; শপথ করে বলতে পারি, সেখানে যাওয়ার চাইতে আমি বরং পরপর দু'দিন না খেয়ে থাকতেও রাজি আছি। আমার সব সময়ই মনে হয় যে তারা আপত্তি করে বলবে: বিনা কারণে কেন তুমি এখানে এসেছ?"

"আঃ, তারা মোটেই আপত্তি করবে না, আমি কথা দিচ্ছি," হাসতে হাসতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিটি বলল। স্বামীর হাত ধরে বলল, "আচ্ছা, বিদায়। তাদের সঙ্গে দেখা করো কিন্তু সোনা।"

লেভিন কিটির হাতে চুমা খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় কিটি তাকে থামাল।

"কোস্ত্য়া, তুমি কি বিশ্বাস করবে?—আমার হাতে আছে মাত্র পনের রুবল।"

"ঠিক আছে, ব্যাংকে নেমে আরও কিছু নিয়ে আসব। কত লাগবে?" মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে সে বলল।

তার হাত ধরে কিটি বলল, "না, দাঁড়াও। এ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি। অপ্রয়োজনে তো কোন খরচ করি না, তবু টাকা ফুরিয়ে যায়। কোথাও একটা গোলমাল হচ্ছে।"

"মোটেই না," গলাটা পরিষ্কার করে ভুরুর নীচ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে লেভিন বলল।

এভাবে গলা পরিষ্কার করার অর্থ কিটি বোঝে। এর অর্থ বড় রকমের বিরক্তি, কিটির প্রতি নয়, নিজের প্রতি। সে সত্যি বিরক্ত হয়েছে, টাকা হাওয়া হয়ে যাচ্ছে বলে নয়; একটা কিছু গোলমাল চলছে আর সেটা সে ভুলে থাকতে চাইছে—এই কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই সে বিরক্ত হয়েছে।

"সকোলভকে বলেছি গমটা বিক্রি করে দিয়ে কলের জন্য আগাম টাকা জোগাড় করতে। টাকা এসে যাবে, কোন ভয় নেই।"

"তা জানি, কিন্তু আমরা কি বড় বেশী খরচ করছি না?"

"মোটেই না, মোটেই না," লেভিন আবারও বলল। "আচ্ছা, তাহলে সোনা চলি।"

"না, কিন্তু সত্যি—মায়ের কথা শুনেছিলাম বলে মাঝে মাঝে আমার দুঃখ হয়। গ্রামে কত ভাল ছিলাম! এখানে তোমাদের সবাইকে কষ্ট দিচ্ছি, আর কত টাকা খরচ হচ্ছে…।"

"মোটেই না, মোটেই না। বিয়ের পর থেকে একদিনের জন্যও আমার মনে হয় নি যে সংসারটা এর চাইতে ভালভাবে চলতে পারত।"

"সত্যি? তার চোখের দিকে তাকিয়ে কিটি বলল।"

কোন কিছু না ভেবে কিটিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই লেভিন কথাটা বলেছে। কিন্তু তার চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই একান্ত আন্তরিকভাবেই সে একবার কথাগুলি উচ্চারণ করল। আসন্ন ঘটনার কথা স্মরণ করে সে মনে মনে বলল, ওর অবস্থার কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

কিটির দুটি হাত ধরে বলল, "শিগগিরিই হবে কি? কি রকম মনে হচ্ছে?"

"অনেক ভেবে-ভেবে ও ভবনা আমি ছেড়ে দিয়েছি; আমি কিছু জানি না।"

"ভয় পাচ্ছ না তো?"

কিটি ধমকের হাসি হাসল।

"একটুও না।"

"যদি আমাকে দরকার হয়, আমি কাতাভাসভ্‌দের বাড়িতে থাকব।"

"কিছুই হবে না, ও নিয়ে মোটেই মাথা ঘামিও না। বাপিকে নিয়ে গাড়ি করে বেড়াতে যাচ্ছি; পথে ডলিকে দেখতে নামব। ডিনারের আগেই তোমাকে আশা করব কিন্তু। হ্যাঁ! তুমি কি জান ডলি খুব গাড্ডায় পড়েছে— —আপাদমস্তক ঋণে ডুবে আছে, হাতে একটা সু নেই। কাল মামণি ও আমি আর্সেনির সঙ্গে কথা বলেছি (আর্সেনি ল্ভভ্‌, তৃতীয় বোন নাতালির স্বামী), এবং ঠিক করেছি তোমাকে ও তাকে স্তেভ্‌-এর পিছনে লাগাব। ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। বাপিকেও কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু যদি তুমি ও সে—"

"আমরা কি করতে পারি?" লেভিন শুধাল।

"দেখ, তুমি আর্সেনির কাছে যাবে; তার সঙ্গে কথা বলবে। আমাদের কথা সেই তোমাকে বলবে।"

"আর্সেনি যা বলবে তাতেই আমি রাজী থাকব। তার সঙ্গে দেখা করব। ভাল কথা, যদি কনসার্টে যাই তো নাতালিকে নিয়েই যাব। আচ্ছা চলি।"

হলেই কুজ্‌মার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লেভিনের বিয়ের আগেকার এই বুড়ো চাকরটিই তাদের শহরের গৃহস্থালি দেখাশুনা করছে।

সে বলল, "বিউটির (গ্রাম থেকে আনা ঘোড়া) পায়ে নতুন করে নাল পরানো হয়েছে; কাজেই সে এখন খোঁড়া। কি হুকুম করেন?"

মস্কো এসে প্রথম দিকে লেভিন গ্রাম থেকে আনা ঘোড়াগুলোর উপর কড়া দৃষ্টি রাখত। কিন্তু ক্রমে সে বুঝতে পারল যে নিজের ঘোড়া রাখার চাইতে ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়াই সস্তা হয়। কাজেই নিজের ঘোড়া থাকা সত্ত্বেও এখন তারা সেই ঘোড়াই ব্যবহার করে।

"একজন পশু-চিকিৎসককে ডেকে পাঠাও; হয় তো পায়ের কড়া ফুলেছে।"

"আর একাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না কি করবেন?" কুজ্‌মা জিজ্ঞাসা করল।

"একজন কোচয়ানকে ডেকে দুটো ঘোড়াকে আমাদের ব্রুহাম গাড়িতে জুততে বল," লেভিন জবাব দিল।

"হ্যাঁ স্যার।"

শহর জীবনের এই তো সুবিধা; গ্রামে হলে যে সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তার অবধি থাকত না এত সহজে তার সমাধান করে দিয়ে লেভিন বেরিয়ে গেল, একটা গাড়ি নিল, তাতে চেপে নিকিৎস্কায়া স্ট্রীটে চলে গেল। পথে যেতে

যেতে তার টাকার কথা আর মনে পড়ল না; সে ভাবতে লাগল পিতার্স-বুর্গের অর্থনীতিবিদের সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাতের কথা; নিজের বইটা সম্পর্কে তার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

মস্কোর জীবনযাত্রার প্রথম দিকে গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত লেভিন শহরের পক্ষে অনিবার্য অথচ অপ্রয়োজনীয় খরচপত্রের চাপে খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছিল। ক্রমে সে সবই সয়ে গেছে। তার অবস্থা এখন মাতালদের মত: প্রথম গ্লাসটা গলায় আটকে যায়, দ্বিতীয়টা গলা দিয়ে নামে ঝিনুকের মত; আর বাকিগুলো ছোট পাখির মত ফুরুৎ করে উড়ে যায়। প্রথম একশ' রুবলের নোট দিয়ে লেভিন যখন পরিচারক ও দরোয়োনের জন্য উর্দি কিনেছিল, তখন (জিনিসগুলো কিটি ও তার মায়ের কাছে যতই অনিবার্য বলে মনে হোক না কেন) তার মনে হয়েছিল এই দামে সারা গরম কালের জন্য খামারের কাজে দুটো মজুর রাখা যেত। তাই সেই প্রথম একশ' রুবল তার গলায় আটকে গিয়েছিল। পরবর্তী একশ' রুবল ব্যয় হয়েছিল আত্মীয়স্বজনদের জন্য দেওয়া ডিনারের খরচ মেটাতে। সেটা আরও সহজে গলা দিয়ে নামলেও লেভিন এ কথা না ভেবে পারে নি যে এই খরচে দুই পুড যই কাটা, বাঁধা, ঝাঁড়াই ও গোলাজাত হয়ে যেত। আর এখন তো নোটের পর নোট উড়ে যায় ছোট পাখির মত ফুরুৎ করে; তা নিয়ে লেভিন ভাবনা-চিন্তাই করে না। এমন কি এই হারে খরচপত্র চলতে থাকলে যে এক বছর পার হবার আগে তাকে ধার কর্জে ডুবে যেতে হবে সে বিচার-বিবেচনায়ও কোন ফল হয় নি। এখন একমাত্র কথা হল দরকার মত টাকা ব্যাংকে থাকা চাই; সে টাকা কোথা থেকে আসবে সেটা কোন কথাই নয়: কিন্তু এখন তো ব্যাংকের টাকা ফুরিয়ে এসেছে, আর নতুন করে কোথা থেকে টাকা আসবে তা সে জানে না। কিটি টাকার কথা বলাতে এই জন্য সে বিচলিত হয়ে পড়েছিল; কিন্তু সে সব কথা ভাববার মত সময় এখন তার নেই। যেতে যেতে সে শুধু ভাবতে লাগল কাতাভাসভ-এর কথা আর মেত্রভ-এর সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাতের কথা।

॥ ৩ ॥

এবার মস্কো এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী অধ্যাপক কাতাভাসভ-এর সঙ্গে লেভিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছে। বিয়ের পরে তার সঙ্গে এই প্রথম দেখা। জগৎ সম্পর্কে স্পষ্ট ও সরল ধ্যান-ধারণার জন্য কাতাভাসভকে তার খুবই ভাল লেগেছে। লেভিন পছন্দ করে কাতাভাসভ-এর স্পষ্টতা, আর কাতাভাসভ পছন্দ করে লেভিনের সামঞ্জস্যহীনতা; কাজেই মাঝে মাঝে দেখা করে নানা রকম তর্ক-বিতর্ক করতে দু'জনেরই ভাল লাগে।

লেভিনের বইয়ের কিছু কিছু অংশ পড়ে কাতাভাসভ-এর ভাল লেগেছে; সেই জানিয়েছে যে বিখ্যাত মেত্রভ্ লেভিনের বইটা সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছে; বেলা এগারোটা নাগাদ সে কাতাভাসভ-এর বাড়িতে আসবে এবং এখানে লেভিনের সঙ্গে দেখা হলে খুসি হবে।

দরজার মুখেই লেভিনকে অভ্যর্থনা জানিয়ে কাতাভাসভ বলে উঠল, "আরে বাবা, তোমার দেখছি অনেক উন্নতি হয়েছে। ঘণ্টা শুনে তো ভাবলাম: সে তো যথাসময়ে আসার লোক নয়!…"

কাতাভাসভ তাকে সঙ্গে করে পড়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে মাঝারি উচ্চতার সৌম্যদর্শন একটি শক্ত-সমর্থ লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। এই লোকটিই মেত্রভ্। কিছুটা রাজনীতি নিয়ে আর কিছুটা সেণ্ট পিতার্সবুর্গের উঁচু মহলের নানা মতামত নিয়ে তারা কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করল।

তারপর কাতাভাসভ বলল, "দেখ, আমার এই বন্ধুটি একটা বই লিখে প্রায় শেষ করে এনেছে; বিষয়বস্তু: জমির সঙ্গে চাষীর সম্পর্কের স্বাভাবিক শর্ত। এ বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞ নই, তবে প্রাকৃতিক ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে বইটার কিছু কিছু পড়ে আমি খুসি হয়েছি।"

"খুব ভাল কথা," মেত্রভ্ বলল।

"আসলে আমি লিখতে শুরু করেছিলাম কৃষি-ব্যবস্থা নিয়ে, কিন্তু চাষের প্রধান যন্ত্রপাতি, খামারের মজুর প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশুনা করে কিছু অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি," মুখ লাল করে লেভিন বলল।

মেত্রভ্ জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু রুশ খামার-মজুরদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?"

লেভিনকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই মেত্রভ্ তার নিজের মতবাদ সম্পর্কেই লম্বা বক্তৃতা দিতে শুরু করল। সে সব কথার কিছুই লেভিন বুঝতে পারল না; বুঝবার কোন চেষ্টাও সে করল না। মেত্রভ্ অনর্গল বলতে লাগল।…

তার কথা শেষ হতেই কাতাভাসভ নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু আমাদের বোধ হয় দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

লেভিনের প্রশ্নের জবাবে সে বলল, "আজ আমাদের 'সৌখীন সমাজ'-এর পক্ষ থেকে স্বিন্তিক-এর মৃত্যুর পঞ্চাশতম বার্ষিকী পালন করা হচ্ছে। প্রিয়তর আইভানিচ ও আমি সেখানে যাচ্ছি। কথা দিয়েছি, জীববিদ্যায় তার গবেষণার উপর একটা প্রবন্ধ আমি সেখানে পড়ব। চল না, তোমারও ভালই লাগবে।"

মেত্রভ্ বলল, "হ্যাঁ, সময়ও হয়ে গেছে। আপনিও চলুন। যদি চান তো পরে আমার বাড়িতে আসুন। আপনার বইয়ের কিছু কিছু অংশ আমাকে পড়ে শোনাবেন।"

"না, না ; কী জানেন, বইটা শেষ করতে এখনও অনেক বাকি। তবে আপনাদের সঙ্গে সভায় আমি যাচ্ছি।"...

॥ ৪ ॥

কিটির বোন নাতালির স্বামী আর্সেনি ল্ভভ্ সারাটা জীবন কাটিয়েছে সেণ্ট পিতার্সবুর্গে, মস্কোতে ও বিদেশে। সেখানেই সে লেখাপড়া শিখেছে, কূটনীতিক হিসাবে কাজ করেছে

আগের বছর সে কূটনৈতিক চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে; কোনরকম গোলমালের জন্য নয় (কারও সঙ্গে ল্ভভ্-এর কখনও গোলমাল হয় নি), আসল কারণ হল দুটি ছেলেকে সে যথাসম্ভব ভাল শিক্ষা দিতে চায় আর সেই জন্যই আদালত পরিচালনা সংস্থায় একটা চাকরি নিয়ে মস্কোতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে।

দু'জনের মতামত ও আচার-আচরণে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এবং বয়সের অনেক তফাৎ (ল্ভভ্ বয়সে অনেক বড়) সত্ত্বেও সেবার শীতকালে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।

ল্ভভ্ বাড়িতেই ছিল; কোন রকম খবর না দিয়েই লেভিন ভিতরে গেল।

বেল্ট-বাঁধা হাউসকোট ও স্যুয়েডের জুতো পরে, নাকে নীলচে চশমা আটকে, ল্ভভ্ একটা হাতল-চেয়ারে বসে একখানা বই পড়ছিল; হাতে ছিল একটা আধ-পোড়া চুরুট।

লেভিনকে দেখে তার সুন্দর মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"খুব খুসির চমক দিয়েছ বটে! আমি তো তোমার কাছে লোক পাঠাতে যাচ্ছিলাম। কিটি কেমন আছে? এখানে বস...আরাম কর...।" উঠে গিয়ে সে একটা দোলনা-চেয়ার পেতে দিল। ঈষৎ ফরাসী টানে বলল, "জার্নাল দ্য সেণ্ট পিতার্সবুর্গ-এ প্রচারিত সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিটা পড়েছ কি? আমার তো চমৎকার লেগেছে।"

লেভিন বলল, পিতার্সবুর্গের সব কথাই সে কাতাভাসভ-এর কাছে শুনেছে। ক্রমে রাজনীতির আলোচনা শেষ হলে মেত্রভ্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা, ও তাদের সভায় যোগ দেবার কথাও লেভিন তাকে জানাল। ল্ভভ্ সাগ্রহে সব কথা শুনল।

বলল, "তুমি এমন ভাল বিজ্ঞানী মহলে মিশতে পেরেছ দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছে।" বলতে বলতেই সে ফরাসী ভাষায় চলে গেল; সেটাই তার পক্ষে সহজ। "অবশ্য এ কথা ঠিক যে আমার মোটে সময় নেই—কতক কাজের চাপে, আর কতক ছেলেদের পড়াশুনার জন্য সব সুখ থেকে আমি বঞ্চিত।

কিন্তু আসল কথা হল, আমার লেখাপড়াটাই যথেষ্ট হয় নি, আর সে কথা স্বীকার করতে আমি লজ্জিত নই।"

লেভিন হেসে বলল, "এটা তোমার ভুল কথা।"

"না, এটাই ঠিক কথা। নিজের শিক্ষার ত্রুটি সম্পর্কে এখন আমি আগের চাইতেও বেশী সচেতন। ছেলেদের পড়াতে গিয়ে স্মৃতির পাতাকে নতুন করে ঝালাতে হচ্ছে, আর অনেক নতুন বিষয় পড়তেও হচ্ছে। ছেলেদের জন্য শুধু শিক্ষক রেখে দিলেই হবে না, একজন তত্ত্বাবধায়কও দরকার—যেমন তোমার জমিদারিতে মজুর ছাড়াও একজন ওভারশিয়ার রাখতেই হয়। আর তাই তো আমাকে এখন পড়তে হচ্ছে—" টেবিলে রাখা বুস্লায়েভ-এর "ব্যাকরণ" বইটা সে বন্ধুকে দেখাল। "মিশার এটা জানা দরকার, আর বিষয়টা বেশ শক্ত। আচ্ছা, এই জায়গাটা আমাকে বুঝিয়ে দাও তো: সে লিখছে…"

লেভিন বাধা দিয়ে বলল, "এ সব জিনিস বোঝানো যায় না, মুখস্ত করতে হয়।" কিন্তু ল্ভভ্ তার সঙ্গে একমত হল না।

"আরে, তুমি দেখছি হেসেই সব উড়িয়ে দিচ্ছ।"

"মোটেই না। তুমি শুনে অবাক হবে যে তোমার কাছ থেকে সব সময়ই আমি আমার আগামী দিনের কর্তব্যের পাঠ নিচ্ছি: সেটা আমার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা।"

"আরে, আমার কাছ থেকে তো তোমার কিছু শিখবার নেই," ল্ভভ্ বলল।

লেভিন বলল, "আমি কেবল একটা কথাই জানি—তোমার চাইতে ভাল-ভাবে ছেলেদের মানুষ করতে আমি কাউকে দেখি নি, আর ওদের চাইতে ভাল ছেলেও আমি আশা করতে পারি না।"

এ কথা শুনে ল্ভভ্-এর মনের মধ্যে যে খুসি উথলে উঠল তার পক্ষে সেটা চেপে রাখা শক্ত; তবু একটা উজ্জ্বল হাসির মধ্যেই সে খুসিকে সে বেঁধে রাখল।

"আমি শুধু চাই ওরা আমার চাইতে ভাল হোক। এর বেশী কিছু আমি চাই না। ছেলেদের নিয়ে আমি যে কী অসুবিধায় পড়েছি তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না; বিদেশে থাকার দরুণ ওদের লেখাপড়াটা বড়ই অবহেলিত হয়েছে।"

"তুমি সে ক্ষতি পূরণ করে দিতে পারবে। ওদের সামর্থ্য আছে। ওদের নৈতিক শিক্ষাটাই তো আসল কথা। তোমার ছেলেদের দেখে আমি তো এই শিক্ষাই পেয়েছি।"

"তুমি ওদের নৈতিক শিক্ষার কথা বলছ। সেটা যে কত কঠিন তুমি কল্পনা করতে পারবে না! একটা রাক্ষসকে চেপে দিলে তো আর একটা

মাথা তুলল। আর শুরু হল নতুন করে লড়াই। ধর্মের সমর্থন ছাড়া—তোমার মনে পড়ে, এ নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি—কোন বাবাই ছেলেমেয়েদের উপযুক্তভাবে লালন পালন করতে পারে না।"

ল্ভভ্-এর স্ত্রী নাতালি আলেক্সান্দ্রভ্না ঘরে ঢোকায় আলোচনায় বাধা পড়ল; সে বাইরে যাবার জন্ত সেজেগুজেই এসেছে।

"তুমি যে এসেছ তা তো জানতাম না। কিটি কেমন আছে? আজ তো তার ওখানেই ডিনার খাব। তাহলে আর্সেনি," স্বামীর দিকে ঘুরে সে বলল, "তুমি গাড়িটা নিয়ে যাবে, আর—"

সারাটা দিন কি ভাবে কাটানো হবে তাই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা চলল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, লেভিন নাতালির সঙ্গে কনসার্টে ও তার একটা সভায় যাবে; সেখান থেকে তারা গাড়িটা পাঠিয়ে দেবে আর্সেনির আপিসে; সেই পরে এসে নাতালিকে নিয়ে কিটির বাড়ি যাবে, আর তখনও যদি তার আপিসের কাজ শেষ না হয় তাহলে সে গাড়িটা পাঠিয়ে দেবে এবং লেভিনই নাতালিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

ল্ভভ্ স্ত্রীকে বলল, "প্রশংসা করে লেভিন তো আমার মাথা খারাপ করে দিল। সে তো বলছে আমার ছেলেরা সোনার টুকরো, কিন্তু আমি তো জানি তাদের মধ্যে কত বাজে মাল আছে।"

স্ত্রী বলল, "আমি তো সব সময়ই বলি, আর্সেনি বড়ই চরমপন্থী। পূর্ণতার দিকে নজর থাকলে তুমি কোনদিন সন্তুষ্ট হতে পারবে না। বাবা ঠিকই বলেন যে আমাদের মানুষ করবার সময় তারা ছুটতেন একেবারে বিপরীত প্রান্তে: সেকালে লোকে ছেলেমেয়েদের রাখত চিলেকোঠায় আর বাবা-মা থাকত বৈঠকখানায়; এখন ঠিক উল্টো—বাবা-মারাই উঠে গেছে চিলেকোঠায় আর ছেলেমেয়েরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বৈঠকখানায়। আজকাল বাবা-মার নিজস্ব জীবন বলে কিছু থাকতে নেই, তারা বেঁচে থাকবে শুধু সন্তানদের জন্ত।"

স্ত্রীর হাতে হাত রেখে স্বভাবসিদ্ধ মনোরম হাসি হেসে ল্ভভ্ বলল, "আজ সেটাই যদি তারা পছন্দ করে? যারা তোমাকে চেনে না তারা তো তোমাকে মার বদলে সৎ-মা বলেই মনে করবে।"

কাগজ-কাটা ছুরিটা ডেস্কের উপর ঠিক জায়গায় রাখতে রাখতে নাতালি শান্তভাবে বলল, "যে কোন চরম পন্থাই খারাপ।"

"আরে, এস, আমার সোনার ছেলেরা এস," দুটি মনোরম ছেলে দরজায় এসে দাঁড়াতেই ল্ভভ্ বলে উঠল। লেভিনকে অভিবাদন জানিয়ে তারা কাছে চলে গেল; তাকে কি যেন বলতে চায়।

এমন সময় মাখোতিন নামক ল্ভভ্-এর একজন সহকর্মী ঘরে ঢুকল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে নানান বিষয়ে অনর্গল আলোচনার স্রোত বয়ে চলল।

লেভিন যে কাজে এখানে এসেছে সেটাই ভুলে গিয়েছিল। হলে ঢুকে তবে সে কথা তার মনে পড়ল।

লেভিন ও স্ত্রীকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ল্ভভ্ যখন সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল তখন লেভিন বলল, "ওহো! আমাকে বলে দিয়েছিলে অব্লন্স্কির ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে।"

মুখ লাল করে ল্ভভ্ হেসে বলল, "হ্যাঁ, মামন চাইছেন আমরা যেন তাকে ধরি। কিন্তু আমাকে এর মধ্যে জড়ানো কেন?"

নাতালি হেসে বলল, "ঠিক আছে, তাহলে আমিই তাকে ধরব। এস, আমরা চলি।"

॥ ৫ ॥

ম্যাটিনি কনসার্টে দুটো আকর্ষণীয় পালা অভিনীত হল। একটা "কিং লীয়ার" অবলম্বনে রচিত, অপরটি বাক-এর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একটি কোয়ার্টেট। দুটোই নতুন, উপস্থাপনাও নতুন ধরনের; লেভিন ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করল। শ্যালিকাকে তার আসনে বসিয়ে দিয়ে সে একটা থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল, যাতে অখণ্ড মনোযোগ-সহকারে সব কিছু দেখতে ও শুনতে পারে।

কিন্তু "কিং লীয়ার" এক কাল্পনিক রূপান্তরকে সে যত ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করল ততই যেন একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। একজন উন্মাদের ভাবাবেগের মতই বাজনার ভিতর দিয়েও আনন্দ দুঃখ, কোমলতা, বিজয়োল্লাস ও হতাশা একের পর এক বিশৃংখলভাবে আসা-যাওয়া করতে লাগল। নিজে প্রস্তুত না হয়ে আসার জন্য এই সব সঙ্গীতাংশ-গুলি তাকে বিভ্রান্ত করে তুলল।

সারাটা অভিনয়ের সময় লেভিনের অবস্থা হল কালা মানুষের নাচ দেখার মত। পালা শেষ হলে চারদিক থেকে হর্ষধ্বনি উঠল। সকলেই উঠে হাঁটতে হাঁটতে আলোচনা করতে লাগল। অন্যদের মতামত শুনলে নিজের বিভ্রান্তিটা কেটে যেতে পারে এই আশায় লেভিন একজন সঙ্গীত রসিকের খোঁজ করতে লাগল। এমন সময় অনেক খ্যাতিমান সঙ্গীতবিশেষজ্ঞকে তার বন্ধু পেস্ত্সভ-এর সঙ্গে কথা বলতে দেখে সে খুব খুসি হল।

"বিস্ময়কর!" পেস্ত্সভ গম্ভীর গলায় বলল। "আরে, কন্স্তান্তিন দিমিত্রিচ, কেমন আছ? যেখানে মনে হয় যেন কর্ডেলিয়া এসে হাজির হয়েছে, যেখানে ভাগ্যের সঙ্গে তার সংগ্রাম শুরু হয়, সেই জায়গাটা বিশেষ করে কল্পনায় সমৃদ্ধ, যেন অপরূপ ভাস্কর্য; আর সুরেরও কি ঐশ্বর্য! তোমারও কি তাই মনে হয় নি?"

"কেন···মানে···কর্ডেলিয়ার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ?" লেভিন ভীরু গলায় জিজ্ঞাসা করল; কনসার্টটা যে রাজা লীয়ারকে নিয়ে রচিত এ কথাটা সে বেমালুম ভুলে গেছে।

"সে কি, কর্ডেলিয়া তো রয়েছে; এই তো," হাতের অভিনয়-সূচীর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে পেস্ত্‌সভ্‌ সেটা লেভিনের হাতে তুলে দিল।

একমাত্র তখনই কনসার্টের নামটা লেভিনের মনে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়-সূচীর উল্টো পিঠে ছাপা শেকস্‌পীয়ারের লেখার রুশ ভাষান্তরটা সে পড়ে ফেলল।

ততক্ষণে সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধুটি চলে যাওয়ায় পেস্ত্‌সভ লেভিনের দিকে ঘুরে বলল, "এটা ছাড়া বাজনাটা তুমি ধরতেই পারবে না।"

বিরতির সময় লেভিনও পেস্ত্‌সভ্‌ সঙ্গীতে হবাগ্‌নারের রীতির গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করল।···

পেস্ত্‌সভ্‌ অনবরত বক্‌ বক্‌ করতে থাকায় লেভিন দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটিতে মনই দিতে পারল না। হল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় অনেক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হল, তাদের সঙ্গে রাজনীতি ও সঙ্গীত নিয়ে অনেক কথা হল; সেখানেই অন্যদের মধ্যে কাউণ্ট বোল-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল; লেভিনের যে তার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল সেটা সে ভুলেই গিয়েছিল।

নাতালিকে সে কথা বলায় সে লেভিনকে বলল, "তুমি বরং এখনই চলে যাও। তাদের না পেলে সভায় আমার সঙ্গে দেখা করো। যথেষ্ট সময় পাবে।"

॥ ৬ ॥

বোল-ভবনের ফটকে লেভিন বলল, "ওরা কি বাড়ি আছেন ?"

"আছেন; ভিতরে আসুন স্যার," বলে দরোয়ান লেভিনের কোটটা হাতে নিল।

একটা দস্তানা খুলে টুপির ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লেভিন ভাবল, কী আশ্চর্য, আমি কেন উপরে যাব ? তাদের আমি কি বলব ?

বাইরের বসবার ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে দরজার কাছেই কাউণ্টেস বোল-এর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল; উৎকণ্ঠিত গলায় সে যেন চাকরকে কি হুকুম করছিল। লেভিনকে দেখে একটু হেসে পার্শ্ববর্তী ছোট বসবার ঘরে তাকে নিয়ে গেল। সেখানে কাউণ্টেসের দুই মেয়েকে দেখতে পেল; তার পরিচিত জনৈক মস্কো-কর্ণেলও তাদের পাশে হাতল-চেয়ারে বসে ছিল।

তাদের সম্ভাষণ জানিয়ে লেভিন কোচের পাশে একটা আসনে বসে টুপিটা হাঁটুর উপর রাখল।

"আপনার স্ত্রী কেমন আছেন? আপনি কি কনসার্টে গিয়েছিলেন? আমরা যেতে পারি নি। মামণিকে একটা সৎকার-অনুষ্ঠানে যেতে হয়েছিল।"

"হ্যাঁ, আমি জানি। বড়ই অপ্রত্যাশিত মৃত্যু," লেভিন বলল।

কাউন্টেস এসে কোচে বসল; সেও তার স্ত্রীর কথা ও কনসার্টের কথা জিজ্ঞাসা করল।

লেভিন যথাযথ জবাব দিয়ে মাদাম আপ্রাক্সিনার আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কে সেই একই মন্তব্য করল।

"আগাগোড়াই তার স্বাস্থ্য খারাপ ছিল।"

"কাল রাতে কি আপনি অপেরায় গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।"

"লুক্কা বড়ই চমৎকার।"

"হ্যাঁ, লুক্কা খুবই চমৎকার," লেভিন বলল; তারপর এই গায়িকার একশ' বার শোনা গুণাবলীর ফিরিস্তি দিতে লাগল। কাউন্টেস বোলও মনোযোগ দিয়ে শোনার ভান করল। অনেকক্ষণ কথা বলার পরে সে যখন থামল, তখন অপেরা ও মঞ্চে আলোক সম্পাত প্রসঙ্গে কর্নেল কথা বলতে শুরু করল। তার-পর কর্নেল বিদায় নিয়ে চলে গেলে লেভিনও উঠে দাঁড়াল; কিন্তু কাউন্টেস যে ভাবে তার দিকে তাকাল তাতেই সে বুঝতে পারল যে তার যাবার সময় এখনও হয় নি, তাকে আরও দু'এক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। সে আবার বসে পড়ল।

কাউন্টেস বলল, "আপনি জনসভায় যান নি? শুনলাম খুব ভাল সভা হয়েছে।"

"না, কিন্তু আমি শ্যালিকাকে কথা দিয়েছিলাম সেখানে তার সঙ্গে দেখা করব।"

আবার চুপচাপ। মা ও মেয়েদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল।

লেভিন ভাবল, এবার তাহলে আমি উঠতে পারি; সে সত্যি উঠে দাঁড়াল। মহিলারা তার সঙ্গে করমর্দন করে তার স্ত্রীর প্রতি শুভকামনা জানাল।

তাকে কোটটা পরাতে পরাতে দরোয়ান জিজ্ঞাসা করল: "আপনি কোথায় থাকেন স্যার?" আর তারপরেই একখানা সুন্দর বাঁধানো বড় খাতায় তার ঠিকানাটা টুকে নিল।

সেখান থেকে সে সোজা জনসভায় গিয়ে হাজির হল; সেখান থেকে শ্যালিকাকে নিয়ে বাড়ি চলে যাবে।...

বাড়ি পৌঁছে দেখল কিটি ভালই আছে, তার মেজাজও ভাল আছে ; তাই ক্লাবের দিকে পা বাড়াল।

॥ ৭ ॥

লেভিন ঠিক সময়েই ক্লাবে হাজির হল। সদস্য ও অতিথিরা সবে জমায়েত হতে শুরু করেছে। দীর্ঘকাল সে ক্লাবে আসে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে মস্কোতে বসবাস করার সময় থেকেই এখানে আর আসা হয় নি। বাড়িটার কথা তার বেশ ভালই মনে আছে, কিন্তু আর সব কিছুই ভুলে গেছে।

দরোয়ান বলল, "অনেক দিন পরে আপনাকে দেখছি স্যার। প্রিন্স কালই আপনার নাম লিখিয়ে দিয়েছেন। প্রিন্স স্তেপান আর্কাদিচ অব্‌লন্‌স্কি এখনও এসে পৌঁছন নি।"

দরোয়ান শুধু যে লেভিনকে চিনত তাই নয়, তার আত্মীয়-স্বজনকেও চিনত, আর সেটাই তার কথায় জানিয়ে দিল।

খাবার ঘরে ঢুকে লেভিন সব্বাইকে দেখতে পেল—স্বিয়াঝ্‌স্কি, তরুণ শের্‌বাৎস্কি, নেভেদভ্‌স্কি, আর বুড়ো প্রিন্স, ভ্রন্‌স্কি ও কোজ্‌নিশেভ সকলেই হাজির।

বুড়ো প্রিন্স শের্‌বাৎস্কি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে হেসে বলল, "আহা! তোমার একটু দেরি হয়ে গেছে, তাই না? কিটি কেমন আছে?"

"সে ভালই আছে ; মেয়েরা তিনজনই বাড়িতে ডিনার খাচ্ছে।"

"হুম, 'টুপি আর গাউন'-এর গল্পে জমে গেছে। দেখছি এখানে তো জায়গা নেই। তাড়াতাড়ি ঐ টেবিলে একটা জায়গা করে নাও," এই কথা বলে প্রিন্স ঘুরে বসে অতি সাবধানে 'বারবট' মাছের প্লেট রাখবার জায়গা করে দিল।

ও পাশ থেকে কে যেন ডাক দিল, "লেভিন! এদিকে এস!" লোকটি তুরভ্‌ৎসিন। একজন অফিসারের সঙ্গে সে বসে আছে। টেবিলের দুটো চেয়ার উল্টানো রয়েছে।

"এই চেয়ার দুটো তোমার আর অব্‌লন্‌স্কির জন্য। সে সোজা এখানে আসবে।"

তরুণ অফিসারটির নাম গাগিন ; সেন্ট পিতার্সবুর্গ থেকে এসেছে। তুরভ্‌ৎসিন পরিচয় করিয়ে দিল।

"অব্‌লন্‌স্কি সর্বদাই দেরি করে।"

"আঃ, এই তো এসে পড়েছে।"

তাড়াতাড়ি টেবিলে পৌছে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "এইমাত্র এসেছ বুঝি? অভিনন্দন। ভদ্‌কা টেনেছ? তাহলে চলে এস।"

লেভিন উঠে তার সঙ্গে একটা লম্বা টেবিলের কাছে গেল। টেবিলে নানা রকম ভদ্‌কা ও অন্য পানীয় সাজানো রয়েছে। দু' ডজন ডিস সাজানো রয়েছে; তার ভিতর থেকে যার যেমন পছন্দ বেছে নিতে পারে। কিন্তু অব্‌লন্‌স্কি বিশেষ রকমের কিছু চাইতেই ওয়েটার তাই এনে দিল। প্রত্যেকে এক গ্লাস করে ভদ্‌কা খেয়ে তাদের টেবিলে ফিরে গেল।

গাগিন তৎক্ষণাৎ ঝোলের সঙ্গে এক বোতল শ্যাম্পেনেরও অর্ডার দিল এবং সেটাকে চারটে গ্লাসে ঢেলে নিল। লেভিন সেটা শেষ করে আর এক বোতল আনতে বলল। তার খুব খিধে পেয়েছিল, তাই বেশ রসিয়ে পান-ভোজন করল; সঙ্গীটির সরল রসিকতাগুলি সে আরও বেশী রসিয়ে উপভোগ করল। গাগিন গলা নামিয়ে সেণ্ট পিতার্সবুর্গের একটা নতুন রসিকতার কথা বলল; রসিকতাটা বোকা-বোকা ও অশ্লীল হলেও সেটা এতই মজাদার যে লেভিন হো-হো করে হেসে উঠল, আর আশপাশের সকলেই তার দিকে তাকাতে লাগল।

"এটা অনেকটা সেটার মত: 'আমি সইতে পারি না।' জান সেটা?" অব্‌লন্‌স্কি শুধাল। "জব্বর তামাসা! আর এক বোতল লে আও," ওয়েটারকে হুকুম করে সে রসিকতা শুরু করল।

"পিয়তর ইলিচ ভিনভ্‌স্কির কাছ থেকে," একটি বুড়ো ওয়েটার এসে বাধার সৃষ্টি করল। ট্রেতে করে দুটো গ্লাস-ভর্তি ঝলমলে শ্যাম্পেন নিয়ে টেবিলের কাছে এসে সে অব্‌লন্‌স্কি ও লেভিনকে গ্লাস দুটো নামিয়ে দিল। অব্‌লন্‌স্কি গ্লাসটা হাতে নিয়ে ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তের টাক মাথা, লাল গোঁফওয়ালা একটি লোকের দিকে চোখ ফিরিয়ে হেসে মাথা নাড়ল।

"লোকটি কে?" লেভিন জিজ্ঞাসা করল।

"একবার আমার বাড়িতে দেখেছিলে মনে নেই? বড় ভাল লোক।"

লেভিন গ্লাসটা নিয়ে অব্‌লন্‌স্কির ভঙ্গীর পুনরাবৃত্তি করল।

অব্‌লন্‌স্কির রসিকতাটাও খুব মজার। তখন লেভিনও একটা বলল। সেটাও সকলের ভাল লাগল। তারপর তারা কথা বলতে শুরু করল ঘোড়ার ব্যাপার নিয়ে, এ বছরের ঘোড় দৌড় ও ভ্রন্‌স্কির সাতিন-এর প্রথম পুরস্কার পাওয়া নিয়ে। লেভিন বুঝবার আগেই ডিনার শেষ হয়ে গেল

একেবারে শেষকালে অব্‌লন্‌স্কি চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আঃ, এই যে তারা!" চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে সে ভ্রন্‌স্কি ও তার সঙ্গী একজন লম্বা কর্ণেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ক্লাবের ফুর্তির আলো ভ্রন্‌স্কির মুখে জল্‌জল্‌ করছে। বেশ অন্তরঙ্গভাবে অব্‌লন্‌স্কির কাঁধে হাত রেখে তার কানে

কানে কি যেন বলে সে উজ্জ্বল হাসিভরা মুখে লেভিনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

বলল, "আপনাকে এখানে দেখে খুসি হলাম। নির্বাচনের পরে আপনার খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু ওরা বলল যে আপনি চলে গেছেন।"

"হ্যাঁ, আমি সেই দিনই চলে গিয়েছিলাম। এই মাত্র আপনার ঘোড়ার কথাই হচ্ছিল। অভিনন্দন," লেভিন বলল।

"আমার বিশ্বাস আপনিও ঘোড়া পোষেন?"

"না, আমার বাবা পুষতেন। কিন্তু সে সব ঘোড়ার কথা আমার মনে আছে, আর কিছু কিছু বুঝিও।"

"আপনারা কোথায় বসেছিলেন?" অব্‌লন্‌স্কি জানতে চাইল।

"দ্বিতীয় টেবিলে, থামের পিছনে।"

ঢ্যাঙা কর্ণেলটি বলল, "আমরা একটি ছোটখাট উৎসব করলাম। এই দ্বিতীয় বার উনি রাজকীয় পুরস্কার পেলেন। ওর যে রকম ঘোড়ার কপাল, আমার যদি তাসে সেই কপাল থাকত। আচ্ছা, মূল্যবান সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। আমাকে আবার 'রসাতলে' যেতে হবে," বলে কর্ণেল পা চালিয়ে দিল।

এবার কিন্তু লেভিন বেশ সহজভাবেই ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে কথা বলল। যখন বুঝতে পারল যে এই লোকটির প্রতি তার মনে কোন বিরূপ ভাব নেই তখন সে খুসিই হল। সে একথা পর্যন্ত বলল যে প্রিন্সেস মারিয়া বরিসোভ্‌নার বাড়িতে তার স্ত্রীর সঙ্গে যে ভ্রন্‌স্কির দেখা হয়েছিল সে কথাও তার স্ত্রী তাকে বলেছে।

"ওঃ, প্রিন্সেস মারিয়া বরিসোভ্‌না! তিনি তো মহামূল্যবান চিজ!" বলেই অব্‌লন্‌স্কি এমন একটা গল্প বলল যা শুনে সকলেই হো-হো করে হেসে উঠল। বিশেষ করে ভ্রন্‌স্কি এমন দিল খোলা হাসি হাসতে লাগল যে লেভিনেরও সব সংকোচ কেটে গেল।

অব্‌লন্‌স্কি হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আচ্ছা, আমরা তো শেষ করে দিয়েছি। এবার চলে যাক।"

॥ ৮ ॥

টেবিল থেকে উঠে লেভিন গাগিনের সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলার ঘরের দিকে গেল। সেখানে তার দেখা হয়ে গেল শ্বশুরের সঙ্গে।

তার হাত ধরে প্রিন্স বলল, "আরে, এস। চল একটু বেড়িয়ে আসি।"

"আমিও তাই চাইছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে সব কিছু দেখা যাবে। ভারি ভাল লাগে।"

"তোমার এ সব ভাল লাগে। আমার ভাল লাগে অন্য কিছু। ওই বুড়ো লোকগুলোর দিকে যখন তাকাও," একটি প্রবীণ সদস্য তাদের দিকে আসছে; লোকটি একেবারে কুঁজো হয়ে গেছে, নীচের ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, নরম জুতো পায়ে অনেক কষ্টে এগিয়ে আসছে; তাকে দেখিয়ে প্রিন্স বলে উঠল, "তুমি কি মনে কর এরা চিরকালই এই রকম ফোঁকলা-থুত্থুরে ছিল?"

"ফোঁকলা থুত্থুরে?"

"কথাটা শোন নি বুঝি? ক্লাবে ওদের আমরা ঐ নামেই ডাকি। আমাদের মত বুড়োদের তো এই অবস্থাই হয়। ফোঁকলা-থুত্থুরে। তুমি হাসছ, কিন্তু আমার মত বয়স হলেই লোকে ভাবে কবে ঐ উপাধিটা তার জুটবে। প্রিন্স চেচেন্স্কিকে চেন তো? প্রিন্স কথাটা তুলতেই তার পিটপিটিয়ে চাওয়া দেখে লেভিন বুঝতে পারল বুড়ো একটা মজার গল্প শুরু করবে।

"না, আমি চিনি না।"

"সে কি হে? প্রিন্স চেচেন্স্কি একজন বিখ্যাত লোক। তা, সে কথা থাক। সে একজন মস্ত বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়। তিন বছর আগে তখনও সে ফোঁকলা-থুত্থুরে হয় নি; তা নিয়ে তার খুব অহংকার। অন্যকে বলত ফোঁকলা-থুত্থুরে। একদিন তো সে এখানে এল আর আমাদের সেই দরোয়ান—বুঝতেই তো পারছ কার কথা আমি বলছি? ভাসিলি। মোটা লোকটা। রসিকতায় খুব ওস্তাদ। তো প্রিন্স চেচেন্স্কি বলল: 'আরে ভাসিলি, কে কে এসেছে? অমুক এসেছে? তমুক এসেছে? কোন ফোঁকলা-থুত্থুরে এসেছে?" আর ভাসিলি জবাব দিল, 'সে দলের আপনি তো তৃতীয় ব্যক্তি স্যার।' জোভ সাক্ষী, একখানা দিয়েছিল বটে!"

এইভাবে কথা বলতে বলতে ও পরিচিত জনদের সঙ্গে দেখা করতে করতে লেভিন ও প্রিন্স সবগুলো ঘর ঘুরে দেখতে লাগল। বড় ঘরটায় তাসের টেবিল পাতা আছে; পুরনো জুটিরা অল্প-স্বল্প বাজি ধরে তাস খেলছে; লাউঞ্জে কয়েকজন দাবা খেলছে, আর কোজ্নিশেভ একজনের সঙ্গে কথা বলছে; লেভিন তাকে চেনে না; বিলিয়ার্ড-ঘরে গাগিন সহ কয়েকজন শ্যাম্পেন টানছে আর হৈহৈ করে তাস খেলছে; "রসাতল" এর দিকে উঁকি মেরে দেখল ইয়াশ্ভিন একদল লোকের সঙ্গে জুটে জুয়ায় জমে গেছে; যথাসম্ভব নিঃশব্দে তারা পড়ার ঘরে ঢুকল; ঢাকনা-দেওয়া আলোর নীচে বসে একজন টাক-মাথা জেনারেল বইতে ডুবে আছে, আর একটি যুবক বিষণ্ণ বদনে একটার পর একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে; তারপর যে ঘরে তারা গেল সেটাকে প্রিন্স নাম দিয়েছে "মাথাওয়ালা ঘর"; সে ঘরে তিনটি ভদ্রলোক সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ে তুমুল তর্ক জুড়ে দিয়েছে।

"আসুন প্রিন্স, সব তৈরি," প্রিন্সকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে তার একজন তাসের সঙ্গী প্রিন্সকে ডাকতেই সে বেরিয়ে গেল। লেভিন সেখানে

বসে কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্ক শুনল। ভাল লাগল না। তাই সেখান থেকে উঠে সে অব্‌লন্‌স্কি ও তুরুভ্‌ৎসিনকে খুঁজতে লাগল।

তুরভ্‌ৎসিন একটা উঁচু কোচে বসে বীয়ারে চুমুক দিচ্ছে, আর ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে দরজার পাশে বসে অব্‌লন্‌স্কি ও ভ্রন্‌স্কি গল্প করছে।

সে যে মুষড়ে পড়েছে তা নয়, কিন্তু কেমন একটা অনিশ্চয়তা, "তুমি তো জান, কোন রকম স্থির সিদ্ধান্তের অভাব···" কথাগুলি লেভিনের কানে এল; অব্‌লন্‌স্কি না ডাকলে সে হয় তো ফিরেই যেত।

"লেভিন!" অব্‌লন্‌স্কি ডাকল। লেভিন দেখল তার চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে উঠেছে; অশ্রুজলে নয়, নেশা হলে বা কোন কারণে বেশী বিচলিত হলে চোখ এ রকম ঝাপসা হয়ে ওঠে। লেভিনের কনুইটা চেপে ধরে সে বলল, "যেয়ো না লেভিন।"

ভ্রন্‌স্কির দিকে ফিরে বলল, "এই আমার সত্যিকারের বন্ধু, হয়তো সব সেরা বন্ধু। তুমিও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমার খুবই আদরের বন্ধু। তাই আমার ইচ্ছা, তোমরাও বন্ধু হও, বন্ধু হওয়া তোমাদের উচিত, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কারণ তোমরা দু'জনই অসাধারণ ভাল মানুষ।"

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে দিলখোলা হাসি হেসে ভ্রন্‌স্কি বলল, "আরে, পরস্পরকে আলিঙ্গন করা ছাড়া আমাদের আর কোন কাজ আছে বলে তো মনে হয় না।"

লেভিন তার হাতটা ধরে জোর চাপ দিল।

"আমি খুব খুসি হলাম," হাতটা চেপে ধরেই লেভিন বলল।

"ওয়েটার! শ্যাম্পেন!" অব্‌লন্‌স্কি হাঁক দিল।

আর আমিও খুব খুসি," ভ্রন্‌স্কি বলল।

কিন্তু অব্‌লন্‌স্কির একান্ত ইচ্ছা আর তাদের দু'জনের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও দু'জনের একজনও বলবার মত কোন কথাই খুঁজে পেল না। আর সেটা সকলেই বুঝতে পারল।

"তুমি কি জান আন্নার সঙ্গে ওর কখনও দেখা হয় নি?" অব্‌লন্‌স্কি ভ্রন্‌স্কিকে বলল। "আমি ওকে তার কাছে নিয়ে যেতে চাই। তুমি যাবে তো লেভিন?"

ভ্রন্‌স্কি বলল, "কখনও দেখা হয় নি? সে খুব খুসি হবে। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। কিন্তু ইয়াশ্‌ভিনকে নিয়েই তো গোলমাল; তার তাস খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে এখানে থাকতে হবে।"

"কেন? অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে বুঝি?"

"সে তো হেরেই চলেছে; একমাত্র আমিই তাকে থামাতে পারি।"

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "এক হাত বিলিয়ার্ড খেললে কেমন হয়? লেভিন খেলবে তো? ভাল!" মার্কারকে বলল, "বলগুলো সাজাও।"

"অনেকক্ষণ আগেই সাজানো হয়েছে," মার্কার জানাল।

"তাহলে শুরু করা যাক।"

খেলা শেষ করে ভ্রন্‌স্কি ও লেভিন গাগিন-এর টেবিলে গিয়ে বসল এবং অব্‌লন্‌স্কির পরামর্শ মত টেক্কার উপর বাজি ধরল। বন্ধুরা বার বার এসে ভ্রন্‌স্কিকে বলছে একবার "রসাতলে" গিয়ে ইয়াশ্‌ভিনের অবস্থাটা দেখে আসতে আর ভ্রন্‌স্কিও উঠে যাচ্ছে। সকালবেলাকার মানসিক পরিশ্রমের পরে এই বিশ্রামটা লেভিনের বেশ ভালই লাগছে। ভ্রন্‌স্কিও তার মধ্যে কোন বিরূপ মনোভাব নেই দেখে সে বেশ স্বস্তি বোধ করছে; তার উপর ক্লাবের এই শান্ত, মনোরম, রুচিময় পরিবেশও তার খুব ভাল লাগছে।

খেলা শেষ হলে অব্‌লন্‌স্কি লেভিনের হাত ধরল।

"চল, আন্নাকে দেখে আসি। এখনই—যাবে তো? সে বাড়িতেই আছে। আমি তাকে কথা দিয়েছি তোমাকে নিয়ে যাব। আজ সন্ধ্যায় তোমার কি কাজ আছে?"

"বিশেষ কিছুই না। স্বিয়াঝ্‌স্কিকে কথা দিয়েছিলাম তার সঙ্গে কৃষি সমিতির সভায় যাব। কিন্তু ভাবছি, তোমার সঙ্গেই যাব," লেভিন বলল।

"চমৎকার! এখনই যাব! দেখ তো, আমার গাড়িটা এসেছে কিনা," সে পরিচারককে বলল।

লেভিন টেবিলের কাছে গিয়ে বাজিতে হেরে যাওয়া চল্লিশ রুবল মিটিয়ে দিল, ক্লাবের বিল শেষ করল, তার পর ঘরগুলো পার হয়ে হাত দুটো অকারণে জোরে জোরে দোলাতে দোলাতে সিঁড়ির দিকে চলল।

॥ ৯ ॥

"অব্‌লন্‌স্কির গাড়ি!" দরোয়ান খিটমিটিয়ে হাঁক দিল। গাড়িটা এসে দাঁড়াতেই দু'জন চড়ে বসল। গাড়িটা উঠোন পার হওয়া পর্যন্ত লেভিন ক্লাবের শান্ত ও সন্দেহাতীত সুরুচির আবহাওয়ার মধ্যে ডুবে রইল। তারপর রাজপথে পরে চারদিকে তাকাতে তাকাতেই সে আবেশ কেটে গেল; সে ভাবতে শুরু করল, সে কি করছে, আন্নাকে দেখতে যাওয়া কি তার উচিত? কিটি কি বলবে? কিন্তু অব্‌লন্‌স্কি তাকে সে সব কথা ভাবতেই দিল না; লেভিনের মনের ভাব বুঝতে পেরে সে সব চিন্তাকে সে উড়িয়ে দিল।

বলল, "আন্নার সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে ভেবে আমার খুব ভাল লাগছে। কি জান, কিছুদিন যাবৎই ডলি এটা চাইছিল। আর ল্‌ভভ্‌ও গিয়েছিল, প্রায়ই তাকে দেখতে যায়। সে আমার বোন, তবু বলছি সে একটি অসাধারণ মেয়ে। গেলেই দেখতে পাবে। তার অবস্থা খুব খারাপ, বিশেষ করে এখন।"

"বিশেষ করে এখন কেন ?"

"বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আমরা তার স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করছি। সেও সম্মতি দিয়েছে ; কিন্তু গণ্ডগোল বেঁধেছে ছেলে কার হেফাজতে থাকবে তাই নিয়ে ; ফলে অনেক আগেই ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যেত, তিন মাস ধরে তাই নিয় টানা-পড়েন চলছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর হলেই সে ভ্রন্‌স্কিকে বিয়ে করবে। যত সব বাজে সেকেলে প্রথা ; কেউ তাতে বিশ্বাস করে না, অথচ তার ফলে মানুষের সুখ-শান্তি ধ্বংস হয়ে যায় ! দেখ, সেটা হলে তো তাদের অবস্থাও সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যাবে, ঠিক তোমার-আমার মতই হবে।"

"গোলমালটা কিসের ?" লেভিন জানতে চাইল।

"ওঃ সে এক দীর্ঘ, ক্লান্তিকর কাহিনী ! সব কিছুই আমাদের কাছে এত অস্পষ্ট ! কিন্তু এটা তো ঠিক যে আজ তিন মাস হল বিবাহ-বিচ্ছেদের আশায় সে মস্কোতে বসে আছে, আর এখানে সকলেই তাদের দু'জনকে চেনে ; সে কখনও কোথাও যায় না, একমাত্র ডলি ছাড়া কোন মহিলা তার কাছে আসে না, কারণ, তুমি তো বুঝতেই পারছ, কেউ তাকে দয়া দেখাতে তার কাছে আসুক এটা সে চায় না। এমন কি সেই বোকা বুড়ি প্রিন্সেস বারবারা—সে পর্যন্ত চলে গেছে, কারণ এখানে থাকাটা নাকি সম্মানজনক নয়। দেখ, অন্য কোন স্ত্রীলোক এই চাপ সহ্য করতে পারত কি না আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু সে সেখানে গেলে তুমি নিজেই দেখতে পাবে—কেমন সুন্দরভাবে এই জীবন-যাত্রার সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে, সে কত শান্ত ও মর্যাদাশীল। বাঁ দিকে এই গলিতে ; গির্জার ঠিক উল্টো দিকে গাড়ি থামাও ;" জানালা দিয়ে মুখ বের করে অব্‌লন্‌স্কি হাঁক দিল। "হা ঈশ্বর, কী গরম !" বলে সে বোতাম-খোলা কোটটা গা থেকে খুলে ফেলল, যদিও তখন তাপমান যন্ত্রটা শূন্যাংকের নীচে বারো ডিগ্রি নেমে এসেছে।

"তার একটি বাচ্চা আছে ; মনে হয় তাকে নিয়েই সে ব্যস্ত থাকে," লেভিন বলল।

"তুমি হয়তো ভাবছ যে প্রতিটি মেয়ে মানুষ শুধুই নারী, *une couveuse*" অব্‌লন্‌স্কি বলল। "একমাত্র ছেলেমেয়েদের নিয়েই মেয়েরা ব্যস্ত থাকে। না, না, আন্না যে ভালভাবেই তার বাচ্চাকে মানুষ করছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা নিয়ে সে কোন রকম হৈ-চৈ করে না। প্রথমত সে লেখা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তোমার মুখের মৃদু হাসিটা আমি দেখতে পেয়েছি, কিন্তু তুমি ভুল করছ। সে ছোটদের জন্য একটা বই লিখছে ; এ কথা সে কাউকে বলে নি, কিন্তু আমাকে পড়ে শুনিয়েছে ; পাণ্ডুলিপিটা আমি প্রকাশক ভর্কুয়েভকে দিয়েছি ; আমার বিশ্বাস তিনি নিজেও একজন লেখক। যাই হোক, এ ব্যাপারে সব কিছুই তিনি বোঝেন, আর তিনিই

বলেছেন যে বইটা ভালই হয়েছে। আর তুমি কি মনে কর যে সেও তোমা-দের অন্য সব লেখিকদের মত? মোটেই না। সর্বাগ্রে সে একজন হৃদয়বতী নারী। নিজেই দেখতে পাবে! এখন সে একটি ইংরেজ বালিকা ও তার পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছে; তাদের নিয়েই তার বেশীর ভাগ সময় কাটে।"

"সেটা কি ব্যাপার, কোন বিশ্বপ্রেমের ব্যাপার না কি?"

"দেখতে পাচ্ছি, সব জিনিসের খারাপ দিকটাই তুমি দেখতে চাও। বিশ্বপ্রেমের ব্যাপার কিছু নয়, হৃদয়ের ব্যাপার। তাদের, বরং বলা যায় ভ্রন্‌স্কির, একটি জকি ছিল; লোকটি নিজের কাজকর্ম ভালই বোঝে, কিন্তু একেবারে পাড় মাতাল। নির্মমভাবে মদ গিলে বিকারগ্রস্ত অবস্থায় পরিবার-কে ছেড়ে চলে যায়। আন্না এ সব দেখে তাদের সাহায্য করল, তাদের প্রতি তার মমতা হল, আর এখন গোটা পরিবারটাই তার হাতে এসে উঠেছে। না, না, তুমি যে ভাবছ একটু উদারতা দেখিয়ে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করা, তা কিন্তু মেটেই নয়; সে নিজেই ছেলেগুলিকে রুশ ভাষা শেখাচ্ছে যাতে তারা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে, আর মেয়েটিকে নিজের কাছেই রেখেছে। গেলেই দেখতে পাবে।"

গাড়িটা উঠোনে ঢুকলে অব্‌লন্‌স্কি সজোরে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। ফটকে একটা স্লেজ দাঁড়িয়ে আছে।

যে চাকরটি দরজা খুলে দিল তাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই অব্‌লন্‌স্কি ভিতরে ঢুকে গেল। লেভিনও তাকে অনুসরণ করল; কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তখনও তার মনে সন্দেহ।

আয়নায় তাকিয়ে দেখল, তার মুখটা তখনও লাল; কিন্তু সে জানে যে তার পা টলছে না, তাই কার্পেট-পাতা সিঁড়ি বেয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে অব্‌লন্‌স্কির পিছন পিছন উঠতে লাগল। একেবারে উপরে উঠে অব্‌লন্‌স্কি পরিচারককে জিজ্ঞাসা করল আন্না আর্কাদিয়েভ্‌না একলা আছে কিনা। পরিচারক জানাল, ভর্কুয়েভ তার সঙ্গে আছে।

"তারা কোথায়?"

"পড়ার ঘরে।"

একটা অপেক্ষাকৃত ছোট খাবার ঘরের ভিতর দিয়ে তারা একটা আধা-অন্ধকার পড়ার ঘরে ঢুকল; কালো ঢাকনা দেওয়া একটি মাত্র বাতি ঘরে জ্বলছে। রিফ্লেক্টর লাগানো আর একটা বাতির উজ্জ্বল আলো একটা পূর্ণাব-য়ব প্রতিকৃতির উপর পড়ায় সে দিকে লেভিনের মনোযোগ আকৃষ্ট হল। সেটা আন্নার প্রতিকৃতি—ইতালীতে মিখাইলভ এঁকেছিল। অব্‌লন্‌স্কি পর্দার ও পাশে চলে যেতেই একটি পুরুষের কণ্ঠস্বর থেমে গেল। লেভিন সেখানেই দাঁড়িয়ে প্রতিকৃতিটার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ ফেরাতে পারল না।

সে কোথায় আছে তা ভুলে গেল। কোন কথাই তার কানে ঢুকছে না। সেই বিস্ময়কর ছবিটার উপর তার চোখ দুটো যেন আটকে গেছে। এটা যেন কোন ছবি নয়, একটি গৌরবময়ী জীবন্ত নারী—কোঁকড়ানো কালো চুল, খোলা হাত ও গলা, দুই ঠোঁটে বিষণ্ণ টুকরো হাসি, বিজয়িনীর দৃষ্টিতে সে যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। সে বুঝি জীবন্ত নয়, কারণ কোন জীবন্ত নারীই এত সুন্দর হতে পারে না।

"আমি খুব খুসি হয়েছি," খুব কাছে থেকে যেন বলে উঠল, স্পষ্টতই তাকেই বলল, আর সে কণ্ঠস্বর তার যার প্রতিকৃতির প্রশংসায় সে মুগ্ধ। অভ্যর্থনা জানাবার জন্য পর্দার পিছন থেকে বেরিয়ে এল আন্না, আর পড়ার ঘরের আলো-আঁধারিতে লেভিন দেখল, প্রতিকৃতির নারীটি স্বয়ং ঘন নীল রেশমী গাউন পরে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ; কিন্তু শিল্পী ঐ প্রতিকৃতিতে তাকে যতখানি সুন্দর করে এঁকেছে, আসলে সে ততখানি সুন্দরী নয়। বাস্তবে সে রূপের উচ্ছ্বাস কিছুটা কম, কিন্তু জীবন্ত মূর্তির মধ্যে এমন কিছু নতুন ও আকর্ষণীয় আছে যা ছবিতে নেই।

॥ ১০ ॥

লেভিনকে দেখে সে খুসি হয়েছে সে ভাবটা না লুকিয়েই আন্না তাকে অভ্যর্থনা জানাল। আর যে সংযত আচরণের ভিতর দিয়ে সে তার ছোট হাতখানি লেভিনের দিকে বাড়িয়ে দিল, ভর্কুয়েভ-এর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল এবং একটি ছোট্ট মেয়েকে দেখিয়ে বলল যে সে তার পালিতা কন্যা, তাতেই লেভিন দেখতে পেল উঁচু সমাজের শান্ত, অবিচলিত, মনোরমা একটি নারীকে।

"খুব, খুব খুসি হয়েছি," আন্না বার বার বলতে লাগল, আর যে কারণেই হোক তার মুখের এই সাধারণ কথাটাই যেন একটা বিশেষ অর্থ বহন করে আনল। "অনেক দিন থেকেই আমি আপনাকে চিনি, স্তেভ-এর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বের জন্য এবং আপনার স্ত্রীর জন্য আপনার প্রতি আমি অনুরক্ত। তার সঙ্গে আমার পরিচয় বেশী দিনের নয়, কিন্তু তাকে আমার মনে হয়েছে যেন একটি সুন্দর ফুল, যথার্থই একটি ফুল। আর সে যে শীঘ্রই মা হতে চলেছে সে কথা ভাবতেও ভাল লাগছে।"

আন্না খুব সহজে ধীরে ধীরে কথাগুলি বলল ; মাঝে মাঝে লেভিনের উপর থেকে সরে গিয়ে তার দৃষ্টি পড়ছিল ভাইয়ের উপর। লেভিনের মনে হল, তার সম্পর্কে আন্নার ধারণা বেশ ভালই হয়েছে, আর অমনিই তার সঙ্গে এমন একটা সহজ, সরল, প্রীতিকর সম্পর্কে সে বাঁধা পড়ল যেন ছেলেবেলা থেকেই দু'জনের পরিচয় ছিল।

অব্‌লন্‌স্কি যখন আন্নার কাছে ধূমপানের অনুমতি চাইল তখন সে বলল, "আইভান পেত্রভিচ ও আমি তো ধূমপান করতেই পড়ার ঘরে এসেছিলাম।" তারপর লেভিন ধূমপান করে কিনা সে প্রশ্ন না করেই আন্না কাছিমের খোলার একটা বাক্স বের করে তার থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল।

"আজ কেমন বোধ করছ?" ভাই জিজ্ঞাসা করল।

"ঐ একরকম। স্নায়ুর অবস্থা এক রকমই আছে।"

লেভিন তখনও প্রতিকৃতিটার দিকেই তাকিয়ে আছে দেখে অব্‌লন্‌স্কি শুধাল, "অসাধারণ সুন্দর, তাই মনে হয় না?"

"এর চাইতে ভাল প্রতিকৃতি কখনও দেখি নি।"

"আর সাদৃশ্যটাও অসাধারণ, তাই না?" ভর্কুয়েভ প্রশ্ন করল।

লেভিন প্রতিকৃতি থেকে আসল মানুষটির দিকে চোখ ফেরাল। লেভিন তাকে লক্ষ্য করছে এটা বুঝতে পেরে আন্নার মুখটা লাল হয়ে উঠল। লেভিনেরও সেই অবস্থা। সেটা চাপা দেবার জন্য সে সবে জিজ্ঞাসা করতে যাবে যে সম্প্রতি ডলির সঙ্গে আন্নার দেখা হয়েছে কিনা, এমন সময় আন্নাই প্রথম কথা বলল।

"আইভান পেত্রভিচ ও আমি এইমাত্র ভাশ্‌চেংকভ-এর সাম্প্রতিক ছবির কথাই বলছিলাম। আপনি কি ছবিগুলো দেখেছেন?"

"দেখেছি," লেভিন জবাব দিল।

"আমি দুঃখিত, মনে হচ্ছে আপনি যেন কিছু বলতে চাইছিলেন।"

লেভিন জিজ্ঞাসা করল, ডলির সঙ্গে সম্প্রতি আন্নার দেখা হয়েছে কি না।

"এই তো কালই সে এখানে এসেছিল; গ্রিশার লাতিন-শিক্ষকের উপর ভীষণ চটে গেছে।"

আগেকার কথায় ফিরে গিয়ে লেভিন বলল, "হ্যাঁ, ছবিগুলো দেখেছি। সে রকম কিছু ভাল লাগে নি।"

লেভিনের গলার স্বরে এখন সকাল বেলাকার মত ব্যবসায়ীসুলভ দর-দামের ছোঁয়া লাগে নি। আন্নার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রতিটি শব্দ যেন নতুন করে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। আন্নার সঙ্গে কথা বলেও সুখ, তার কথা শুনতে আরও বেশী সুখ।

আন্নার কথা বলার ভঙ্গী শুধু সহজ নয়, কুশলীও বটে; নিজের কথা অপেক্ষা অন্যের কথাকেই সে বেশী মূল্য দিয়ে থাকে।

শিল্পে নতুন গতি-প্রকৃতি ও জনৈক ফরাসী শিল্পী কর্তৃক বাইবেলের অলংকরণের দিকেই আলোচনা বাঁক নিল। ভর্কুয়েভ বাস্তবতার ব্যাপারে শিল্পীর বাড়াবাড়ি নিয়ে অভিযোগ তুলল। লেভিন বলল, ফরাসীরা শিল্পে বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল বলেই বাস্তববাদে প্রত্যাবর্তনকে তারা একটা বড় ঘটনা বলে মনে করে।

ভাল ভাল কথা ভাল করে বলে লেভিন আগে কখনও আজকের মত খুসি হতে পারে নি। আন্নার মুখও খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে হাসতে লাগল। বলল, "অবিকল আসলের মত প্রতিকৃতি দেখে লোকে যেমন হাসে আমিও তেমনই হাসছি। আপনার মন্তব্য সত্যি সত্যি আজকের ফরাসী শিল্প, কলা, এমন কি সাহিত্যেরও সঠিক মূল্যায়ন।···জোলা, দদে···কিন্তু হয় তো সর্বত্রই এই রকমটাই ঘটে থাকে : নতুন নতুন শিল্প-রূপ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখনই তারা আরও স্বাভাবিক, আরও জীবনানুগ শিল্প-রূপের কথা ভাবতে শুরু করে।"

"খুব খাঁটি কথা," ভর্কুয়েভ বলল।

ভাইয়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে আন্না শুধাল, "তুমি কি ক্লাবে গিয়েছিলে ?"

আঃ, এই তো তোমার মনের মত নারী! লেভিন ভাবল; আন্নার পরিবর্তনশীল সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে লেভিন আত্মহারা হয়ে পড়ল। ভাইয়ের সঙ্গে সে কি কথা বলছিল তা লেভিনের কানে গেল না, আন্নার মুখের নতুন ভাব দেখেই সে বিভোর হয়ে পড়েছে। এক মুহূর্ত আগে সে মুখ ছিল প্রশান্তিতে মনোরম; এখন সেখানে ফুটে উঠেছে গর্ব, ক্ষোভ ও অদ্ভুত একটা কৌতূহল। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। পরমুহূর্তেই যেন কিছু স্মরণ করবার চেষ্টায় সে চোখ দুটোকে একটু কোঁচকালো।

"হ্যাঁ, তা বটে; কিন্তু তাতে কারও কিছু যায় আসে না," এই কথা বলে সে ইংরেজ মেয়েটির দিকে মুখ ফেরাল।

ইংরেজিতে বলল, "বসবার ঘরে চা দিতে বল।"

মেয়েটি চলে গেল।

"আচ্ছা, ও পরীক্ষায় পাশ করেছে তো ?" অব্‌লন্‌স্কি শুধাল।

"খুব ভাল ভাবে। ওর বুদ্ধি আছে, আর স্বভাবটিও মিষ্টি।"

"শেষ পর্যন্ত নিজের মেয়ের চাইতে ওকেই বেশী ভালবেসে ফেলবেন।"

"পুরুষরাই এ রকম কথা বলতে পারে। ভালবাসার "কম-বেশী" নেই। মেয়েকে এক ভাবে ভালবাসি, ওকে অন্যভাবে।"

ভর্কুয়েভ বলল, "আমি তো আন্না আর্কাদিয়েভ্‌নাকে সব সময়ই বলি, এই ইংরেজ মেয়েটির জন্য উনি যত শক্তি ব্যয় করেন তার দশ ভাগের একভাগও যদি রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে ব্যয় করতেন তাহলে একটা খুব বড় মাপের দরকারী কাজ উনি করতে পারতেন।"

"আহা, তা তো আমি পারি না। কাউণ্ট আলেক্সি কিরিলিচ আমাকে গ্রাম্য বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহী হতে উৎসাহিত করেছিলেন। বার কয়েক সেখানে গিয়েও ছিলাম। কিন্তু সে কাজ আমার মনকে টানল না। আপনি শক্তির কথা বললেন। ভালবাসা থেকেই তো শক্তির জন্ম। সেই ভালবাসা আমি কোথায় পাব ? ভালবাসা তো হুকুমমাফিক তৈরি হয় না। কিন্তু

দেখুন, এই মেয়েটিকে আমি ভালবেসে ফেলেছি ; কেন তা আমিও জানি না।"

আর একবার আন্না লেভিনের দিকে তাকাল ; তার এই তাকানো, তার মুখের হাসি—এ সব কিছুই বলে দিচ্ছে যে সে শুধু লেভিনের সঙ্গেই কথা বলছে ; তার মতামতকে সে মূল্যবান মনে করে ; নিশ্চিত করে জানে যে তারা পরস্পরকে বুঝতে পারে।

লেভিন বলল, "আপনার কথা আমি খুব ভালই বুঝি। কোন স্কুল বা প্রতিষ্ঠানকে তো মানুষ তার মনটাকে দিতে পারে না, আর আমার তো মনে হয় যে সেই কারণেই জনহিতকর কর্মপ্রচেষ্টাগুলির ফল আশানুরূপ হয় না।"

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে আন্না বলল, "ঠিক। আমি তো কখনই ও কাজ করতে পারতাম না। ছোট ছোট বিচ্ছু মেয়েতে ভর্তি গোটা বাড়িকে ভালবাসা—সে তো অসম্ভব। অথচ কত মেয়েই তো এ কাজ করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিশেষ করে এখন," বাহ্যত কথাগুলি ভাইকে বললেও আসলে লেভিনকে লক্ষ্য করেই সে বলতে লাগল, "এখন যে আমার কাজের এত দরকার, এখনও এ কাজ করতে আমি পারি না।" হঠাৎ ভুরু কুঁচকে সে লেভিনকে বলল, "আমি শুনেছি যে আপনি এসব জন-কল্যাণের কাজে মোটেই আগ্রহী নন ; আমি কিন্তু সাধ্যমত আপনাকে সমর্থন করেছি।"

"কিভাবে সমর্থন করেছেন ?"

"নানাভাবে ; আক্রমণ অনুসারে। কিন্তু চলুন, চা খাওয়া যাক।" মরোক্কো-বাঁধাই একটা বই হাতে নিয়ে আন্না উঠে দাঁড়াল।

বইটা দেখিয়ে ভরু্ন্স্কি বলল, "ওটা আমাকে দিন আন্না আর্কাদিয়েভ্না। এখন তো ওটা জমা দেবার মত হয়েছে।"

"না, না, এখনও অমার্জিত অবস্থায়ই আছে।"

লেভিনকে দেখিয়ে অব্লন্স্কি বোনকে বলল, "বইটার কথা ওকে বলেছি।"

"কী দুঃখের কথা। কয়েদিদের তৈরি যে সব হাতে-বোনা ঝুড়ি লিজা মার্ত্সালোভা আমার কাছে বিক্রি করত আমার লেখা অনেকটা সেইরকম। লিজা ছিল আমাদের সমিতির কারা-প্রধান। ঐ সব হতভাগ্যরা অলৌকিক ধৈর্যের অধিকারী।"

এতে এই নারীর একটা নতুন বৈশিষ্ট্য লেভিনের চোখে ধরা পড়ল। সে যেমন কুশলী তেমনই সত্যবাদী, মনোরমা ও সুন্দরী। নিজের দুঃখকষ্টের কথা সে লুকোতে চায় না। আন্না যখন ভাইয়ের হাত ধরে উঁচু দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল, লেভিন তখন একবার ছবিটার দিকে, একবার তার দিকে তাকাল ; সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি অনুকম্পা ও সহানুভূতি বোধ করায় সে অবাক হয়ে গেল।

লেভিন ও ভর্কুয়েভকে বসবার ঘরে যেতে বলে আন্না এক মুহূর্ত পিছিয়ে রইল ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে। বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে? ভ্রন্‌স্কির ব্যাপারে? না কি ক্লাবের ব্যাপারে? আমার ব্যাপারে? লেভিন ভাবতে লাগল। এই সব চিন্তায় সে এতই ডুবে ছিল যে আন্নার ছোটদের জন্য লেখা নতুন উপন্যাসখানি সম্পর্কে ভর্কুইয়েভ যে সব প্রশংসা করছিল তা তার কানেই গেল না।

চায়ের টেবিলে সেই সব বিষয় নিয়েই আলোচনা চলতে লাগল। সে সব কথা শুনতে শুনতে আন্নার রূপ ও জ্ঞান, তার অনুরাগ ও সরলতা দেখে লেভিন মুগ্ধ হয়ে গেল। সে সব কিছুই শুনল, কথাও বলল, কিন্তু সারাক্ষণই আন্নার কথা, তার অন্তর জীবনের কথাও ভাবতে লাগল, তার মনোভাবকে বুঝতে চেষ্টা করল। এক সময় আন্না সম্পর্কে তার মনোভাব খুব কঠোরই ছিল, কিন্তু কি এক অদ্ভুত কারণে আজ সে আন্নার আচরণকে সমর্থন করছে, তাকে করুণা করছে; তার আশংকা হচ্ছে ভ্রন্‌স্কি তাকে ঠিকমত বুঝতে পারে নি। অব্‌-লন্‌স্কি যখন বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়াল তখন দশটা বেজে গেছে (ভর্কুয়েভ আগেই চলে গেছে), তবু লেভিনের মনে হল, তারা বুঝি সবে-মাত্র এসেছে। বেশ দুঃখের সঙ্গেই সেও উঠে দাঁড়াল।

"বিদায়," লেভিনের হাতটা ধরে তার দিকে চোখ রেখে আন্না বলল। "আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুসি হলাম।"

লেভিনের হাতটা ছেড়ে দিল; তার চোখ দুটি আবার কুঁচকে গেল।

"আপনার স্ত্রীকে বলবেন তাকে আমি আগের মতই ভালবাসি। সে যদি আজও আমাকে ক্ষমা না করতে পারে তাহলে আর কোন দিনই ক্ষমা করতে পারবে না। ক্ষমা করতে হলে আমার মত করেই তাকে বাঁচতে হবে, আর ঈশ্বর যেন সে দুঃখ তাকে না দেন।"

"নিশ্চয়ই বলব," লজ্জারুণ মুখে লেভিন বলল।

॥ ১১ ॥

অব্‌লন্‌স্কিকে নিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়ে লেভিন ভাবল, কী আশ্চর্য, মনোরমা ও ভাগ্যহীনা এই নারী।

লেভিনকে পুরোপুরি মুগ্ধ হতে দেখে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "কেমন, বলেছি-লাম না?"

লেভিন চিন্তিতভাবে বলল, "হ্যাঁ, এ নারী অনন্যা। বুদ্ধির চাইতে তার অন্তরের উষ্ণতাই আমাকে মুগ্ধ করেছে বেশী। তার জন্য আমার দুঃখ হয়।"

গাড়ির দরজা খুলে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "ঈশ্বরের ইচ্ছায় শিগ্‌গিরই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কাজেই ভবিষ্যতে কাউকে বিচার করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। শুভ রাত্রি, আমরা তো বিপরীত দিকে যাব।"

বাড়ি ফিরবার সময় সারাটা পথ লেভিন আন্না ও তার কথাবার্তার কথাই ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে আন্নার মুখের সব পরিবর্তনগুলিই তার মনে পড়তে লাগল, আর তাতেই সে যেন তাকে বেশী করে বুঝতে পারল, তার জন্য দুঃখ বোধ করল।

বাড়ি পৌঁছতেই কুজ্‌মা জানাল, একাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না ভালই আছে, তার বোনরা বাড়ি গেছে; দু'খানা চিঠিও সে দিল। লেভিন হল-এ দাঁড়িয়েই চিঠি দুটো পড়ল। একটা লিখেছে নায়েব সক্কোলভ; জানিয়েছে, পুডপ্রতি মাত্র সাড়ে পাঁচ রুবল দাম ওঠায় সে গম বেচতে পারে নি, আর টাকা জোগাড় করবার অন্য কোন পথও নেই। অন্য চিঠিটা লিখেছে তার বোন; তার কাজ করতে এত দেরি হওয়ায় তিরস্কার করেছে।...

লেভিন দেখল তার স্ত্রী মন-মরা হয়ে একলা বসে আছে। সকলে একসঙ্গে বেশ ফূর্তিতেই ডিনার শেষ করেছিল, কিন্তু তারপরে লেভিনের জন্য অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে অন্যরা চলে গেছে; সেই থেকে সে একা।

"এতক্ষণ কি করছিলে?" লেভিনের চোখের দিকে তাকিয়ে সন্দেহের ঝিলিক দেখতে পেয়ে কিটি প্রশ্ন করল। পাছে সে পুরো বিবরণ বলতে বসে সেই ভয়ে সমর্থনসূচক হাসি হেসে কিটি লেভিনের কথা শুনতে লাগল।

"ঘটনাচক্রে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভালই লেগেছে। ভবিষ্যতে যাতে তার সঙ্গে দেখা না হয় সে চেষ্টা আমি করব, তবে আমাদের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝিটা যে শেষ হয়েছে তাতে আমি খুসি হয়েছি।"

"তারপর কোথায় গিয়েছিলে?"

"স্তেভ্‌-এর অনুরোধেই আন্না আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।"

কথাটা বলতেই লেভিন লজ্জায় আরও লাল হয়ে উঠল, আর আন্নার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা উচিত হয়েছে কিনা সে সন্দেহেরও নিরসন হল। না যাওয়াই উচিত ছিল।

আন্নার কথা শুনেই কিটির চোখ জলে উঠেছিল, কিন্তু অনেক কষ্টে মনের ভাব চাপা দিয়ে সে লেভিনকে ফাঁকি দিল।

শুধু বলল, "ও:"।

লেভিন বলল, "আমার যাওয়ায় নিশ্চয় তোমার কোন আপত্তি নেই। স্তেভ্‌ অনুরোধ করল, আর ডলিরও খুবই ইচ্ছা, তাই।"

"মোটেই না," কিটি মুখে বলল, কিন্তু তার চোখ দেখেই লেভিন তার ভিতরকার সংঘাতটা বুঝতে পারল; তার পক্ষে সেটা মোটেই সুলক্ষণ নয়।

"সে তো খুব ভাল, মনোরমাও, তবে খুবই ভাগ্যহীনা," কথা কয়টি বলে লেভিন আন্নার বর্তমান কাজকর্ম ও কিটিকে সে যা বলতে বলেছিল সে সব বলতে শুরু করল।

তার কথা শেষ হলে কিটি বলল, "সে যে ভাগ্যহীন সে কথা তো বলাই বাহুল্য। আচ্ছা, চিঠি এসেছে কার কাছ থেকে?"

চিঠির কথা বলে লেভিন পোষাক ছাড়তে চলে গেল।

ফিরে এসে দেখল কিটি সেই ভাবেই চেয়ারে বসে আছে; তার কাছে এগিয়ে যেতেই কিটি তার দিকে তাকিয়েই কেঁদে উঠল।

"কি হল? কি হল?" লেভিন বলল, যদিও কি যে হয়েছে তা সে ভালই জানে।

"তুমি সেই ভয়ংকরীর প্রেমে পড়েছ, তুমি তার রূপে মজেছ। তোমার চোখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। হঁ্যা, বুঝতে পেরেছি! ওঃ, আমাদের কপালে কি আছে! তুমি ক্লাবে গেলে, মদে চুর হলে, তাস খেললে আর তারপর গেলে…এত মানুষ থাকতে তারই কাছে। উঃ, আমরা চলে যাব—আমি যাবই—কালই!"

স্ত্রীকে শান্ত করতে লেভিনের অনেক সময় লাগল। শেষ পর্যন্ত তাকে স্বীকার করতে হল, মদের নেশা ও আন্নার প্রতি করুণা একত্র হয়ে তার মনকে এমনই নেশাগ্রস্ত করে তুলেছিল যে সে তার ছলাকলায় ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছিল, এবং ভবিষ্যতে আর কখনও সে ওমুখো হবে না। আর একটি সত্যকে সে স্বীকার করল: মস্কোতে দীর্ঘকাল কাটাবার ফলে এখানকার চাটু-বাদ, পান ও ভোজন তার চোখকে ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

সকাল তিনটে পর্যন্ত তাদের কথা চলল। তিনটে বাজলে তবে ঝগড়া মিটিয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ১২ ॥

অতিথিদের বিদায় দিয়ে ফিরে এসে কোথাও না বসে আন্না ঘরময় পায়-চারি করতে লাগল। লেভিন যাতে তার প্রেমে পড়ে সেজন্য সম্পূর্ণ সচেতন-ভাবেই সে সাধ্যমত সব কিছুই করেছে (আজকাল যে কোন যুবকের সঙ্গেই একাজটা সে করে থাকে); সে জানে যে মাত্র একটি সন্ধ্যায় একটি বিবাহিত পুরুষের ব্যাপারে সে কাজ যতটা সমাধা করা সম্ভব তা সে করতে পেরেছে; লেভিনকে তার খুব ভালও লেগেছে (পুরুষ হিসাবে লেভিন ও ভ্রন্স্কির মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক, নারী হিসাবে তাদের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যটাই সে লক্ষ্য করেছে যার জন্য কিটি তাদের দু'জনেরই প্রেমে পড়েছিল); কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও লেভিন চলে যাবার পরেই তার কথা সে সম্পূর্ণ ভুলে গেল।

একটি চিন্তাই নানা দিক থেকে তাকে তাড়া করতে লাগল। অপরকে— যেমন এ রকম একজন বিশ্বস্ত বিবাহিত লোককে—যদি আমি বিচলিত করে তুলতে পারি—তাহলে সে (ভ্রন্‌স্কি) আমার প্রতি এত উদাসীন কেন? সে যে উদাসীন ঠিক তা নয়, আমি জানি সে আমাকে ভালবাসে। কিন্তু ইদানীং আমাদের মাঝখানে একটা নতুন জিনিস এসে দাঁড়িয়েছে। সারা সন্ধ্যা কেন সে বাইরে কাটাল? স্তেভ্‌কে দিয়ে আমাকে জানিয়েছে যে ইয়াশ্‌ভিনকে রেখে সে আসতে পারে নি, যতক্ষণ সে তাস খেলেছে ততক্ষণ তার উপর নজর রাখতে হয়েছে। ইয়াশ্‌ভিন কি শিশু? অবশ্য, সেটা সত্যি হতে পারে। সে কখনও মিথ্যা বলে না। কিন্তু এর পিছনে কিছু আছে। সে আমাকে দেখাতে চায় যে তার আরও দায়-দায়িত্ব রয়েছে। আমি তা জানি এবং মানি। তাহলে সেটাকে বলার দরকার কি? সে আমাকে বোঝাতে চায় যে তার ভালবাসা কখনও তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কিন্তু সে সব আমি বুঝতে চাই না, আমি চাই ভালবাসা। মস্কোতে আমার জীবনে যে কত দুঃখ সেটা তার বোঝা উচিত। জীবনই বটে! এটা কি বেঁচে থাকা। আমি তো একটা সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করে আছি, আর সে সিদ্ধান্তটা অনবরত পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোন জবাব আসে নি। স্তেভ্‌ বলছে সে গিয়ে কারেনিনকে বলতে পারবে না। আমিও তাকে আর একবার লিখতে পারি না। আমি কোন কাজ করতে পারি না, কিছু শুরু করতে পারি না, বদলাতে পারি না; শুধু পারি অপেক্ষা করতে, আর নানা উপায়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে: সেই ইংরেজ পরিবার…লেখা…পড়া…। কিন্তু এ তো নিজেকে ঠকানো, এক ধরনের মরফিন। আন্না বুঝতে পারল, তার দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে; ভাবল আমার প্রতি তার তো করুণা হওয়া উচিত।

সে শুনতে পেল, ভ্রন্‌স্কি প্রচণ্ড জোরে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে বাতির নীচে বসে একটা বই খুলল; দেখাতে চায় যে সে মোটেই বিচলিত হয় নি।

উজ্জ্বল খুসির মেজাজে তার কাছে এসে ভ্রন্‌স্কি শুধাল, "খুব একা লাগে নি তো? জুয়া বড়ই পাজি নেশা!"

"না, মোটেই একা লাগে নি; অনেক দিন থেকেই আমি একা থাকতে শিখেছি। স্তেভ্‌ এসেছিল, আর লেভিনও এসেছিল।"

"হ্যাঁ, তারা আসবে বলেছিল। আচ্ছা, লেভিনকে তোমার কেমন লাগল?" তার পাশে বসে ভ্রন্‌স্কি জিজ্ঞাসা করল।

"খুব ভাল। এই তো একটু আগেই তারা গেল। আর ইয়াশ্‌ভিন-এর অবস্থা কেমন?"

"প্রথমে ভালই ছিল; সতেরো হাজার জিতেছিল। চলে আসতে বললাম, চলে এসেও ছিল, কিন্তু আবার ফিরে গেল। এখন সে হারছে।"

হঠাৎ চোখ তুলে আন্না শুধাল, "তাহলে তুমি সেখানে ছিলে কেন? স্তেভ্‌কে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলে, ইয়াশ্‌ভিনকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্তই তুমি থেকে গেছ। কিন্তু তাকে ফেলেই তো চলে এসেছ।

ভুরু কুঁচকে ভ্রন্‌স্কি বলল, "প্রথমত, তোমাকে সে কথা বলতে আমি স্তেভ্‌কে বলি নি; দ্বিতীয়ত, আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি না। কিন্তু আসল কথা হল, আমি থাকতে চেয়েছিলাম, আর তাই থেকে গিয়েছিলাম। আন্না, আমাদের মধ্যে এ রকম চলবে কেন? কেন?" ভ্রন্‌স্কি হাতটা বাড়িয়ে দিল; আশা করল, আন্না তার হাতটা তাতে রাখবে।

"তুমি থাকতে চেয়েছিলে তাই থেকে গিয়েছিলে সেটা তো বলাই বাহুল্য। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। কিন্তু সেকথা আমাকে শোনাও কেন? কি কারণে?" তার রাগ ক্রমেই বাড়ছে। "তোমার অধিকারকে কি কেউ অস্বীকার করেছে? তুমি তো ন্যায় পথেই থাকতে চাও, তাই থাক।"

ভ্রন্‌স্কি হাতটা টেনে নিয়ে হেলান দিল। তার মুখ অসম্ভব কঠিন হয়ে উঠল।

তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আন্না বলল, "তোমার পক্ষে এটা একগুঁয়েমি। তুমি সব সময়ই আমার উপর এক হাত নিতে চাও, কিন্তু আমি ...।" আর একবার দুঃখে তার কান্না পেল। "আমার অবস্থাটা যদি বুঝতে! এখনকার মত যখনই বুঝি যে তুমি আমার উপর বিরূপ হয়েছ—হ্যাঁ, বিরূপ —আঃ, আমার কাছে তার যে কি অর্থ তা যদি তুমি বুঝতে! সেই সব মুহূর্তে আমি যে সর্বনাশের কত কাছে চলে যাই, আমি যে কতখানি ভয় পাই, নিজের জন্য ভয়, তা যদি তুমি বুঝতে!" চোখের জল লুকোবার জন্য সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

"হা ভগবান! এ আমরা কি করছি?" আন্নার এই হতাশা দেখে ভয় পেয়ে তার দিকে ঝুঁকে আবার তার হাতখানি তুলে নিয়ে চুমো খেয়ে ভ্রন্‌স্কি বলে উঠল। "আর কিসের জন্য? আমি কি ফূর্তি করার জন্য বাড়ি ছেড়ে যাই? আমি কি অন্য মেয়ে মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলি না?"

"তা তো বটেই!" আন্না বলল।

"তাহলে বলে দাও, তোমার মনের শান্তির জন্ত আমার কি করা উচিত। তোমাকে সুখী করতে আমি সব কিছু করতে রাজী," আন্নার হতাশা দেখে ভ্রন্‌স্কি বলতে লাগল। "তোমাকে এই যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাতে আমি কি কোন কিছুতেই পিছ-পা আন্না?"

"এ অবস্থা কেটে যাবে, কেটে যাবে," আন্না বলল। "আমি নিজেই বুঝতে পারি না: হয় তো আমার এই নিঃসঙ্গ জীবন...বা এই দুর্বল স্নায়ু...। যাক, এ সব কথা থাক। ঘোড় দৌড় কেমন হল? আমাকে সব কথা বল," নিজের জয়ের আনন্দকে লুকোবার চেষ্টায় আন্না বলল।

রাতের খাবার দিতে বলে ভ্রন্স্কি ঘোড় দৌড়ের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে লাগল। কিন্তু তার গলার স্বর ও চোখের চাউনি ক্রমেই আরও ঠাণ্ডা হতে লাগল। তাতেই আন্না বুঝতে পারল, ভ্রন্স্কি তাকে ক্ষমা করে নি, তার যে একগুঁয়েমির বিরুদ্ধে সে এতক্ষণ লড়াই করল সেটা আবার তাকে পেয়ে বসেছে। ভ্রন্স্কি যেন আরও দূরে সরে গেছে, বুঝি আত্ম-সমর্পণের জন্য তার অনুশোচনা হয়েছে। সে আরও বুঝতে পারল যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হলেও দ্বন্দ্বের অশুভ শক্তি তাদের দু'জনকেই পেয়ে বসেছে—সে-দ্বন্দ্বকে আন্না না পারছে ভ্রন্স্কির মন থেকে তাড়াতে, আর না পারছে নিজের মন থেকে তাড়াতে।

॥ ১৩ ॥

এমন কোন পরিস্থিতি নেই যার সঙ্গে মানুষ নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না, বিশেষ করে সে যদি দেখে চার পাশের সকলেই সেই পরিস্থিতির মধ্যেই বাস করছে। সেদিন রাতে যে অবস্থায় সে ছিল তার মধ্যেও সে যে শান্তিতে ঘুমতে পারে এটা লেভিন তিন মাস আগে বিশ্বাসই করতে পারত না। নিজের সামর্থ্যের বাইরে একটা উদ্দেশ্যহীন অপ্রয়োজন জীবন যাপন করতে গিয়ে সে রাতের সেই চূড়ান্ত মাতলামির কদর্যতার পরে, যে মানুষটা একদিন তার স্ত্রীর প্রেমে পড়েছিল তার সঙ্গে অসঙ্গত বন্ধুত্ব করবার পরে, যে নারীকে পতিতা ছাড়া আর কোন আখ্যা দেওয়া যায় না তার সঙ্গে ততোধিক অসঙ্গত সাক্ষাতের পরে, এবং সেই নারীর আকর্ষণে মজে স্ত্রীকে তীব্র দুঃখ দেবার পরে—এ সব কিছুর পরেও সে যে শান্তিতে ঘুমতে পারে এটা তো বিশ্বাসই করা যায় না। অথচ সারাদিনের ক্লান্তি, রাতের গভীরতা আর মদের প্রভাব মিলিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়েই দিল—আর সেটা বেশ গভীর ঘুম।

দরজা খোলার শব্দে সকাল পাঁচটায় তার ঘুম ভাঙল। বিছানায় বসে চারদিকে একবার তাকাল। কিটি বিছানায় নেই। দেয়ালের ওপাশে একটা আলো নড়ছে। কিটির পায়ের শব্দও শোনা গেল।

আধা-ঘুমের মধ্যেই সে বিড় বিড় করে বলল, "কি ? কি ? কিটি ! কি করছ ?"

মোমবাতিটা হাতে নিয়ে এ পাশে এসে কিটি বলল, "কিছু না। কেমন যেন ভাল লাগছে না," কথার শেষে সে বিশেষ মিষ্টি করে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে উঠল।

লেভিন ভয় পেয়ে বলল, "তুমি কি বলতে চাও যে শুরু হয়ে গেছে ? তাহলে তো এখনই ডেকে পাঠাতে হয়···" বলেই তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে উঠে সে পোষাক পরতে লাগল।

তার কাঁধে হাত রেখে কিটি হেসে বলল, "না, না, হয়তো কিছুই না। শুধু একটু অসুস্থ বোধ হচ্ছে। এর মধ্যেই সে ভাবটা কেটে গেছে।"

বিছানায় এসে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে সে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। তার এই চুপচাপ থাকা, আর যে ভাবে সে নিঃশ্বাস চেপে আছে, তাতে লেভিনের কেমন সন্দেহ হতে লাগল। কিন্তু, সত্ত্বেও সে এতই ক্লান্ত ছিল যে তখনই আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সাতটার সময় কাঁধের উপর কিটির হাতের ছোঁয়া লাগায় ও তার ফিস্‌ফিস্ কথায় লেভিনের ঘুম ভেঙে গেল। একদিকে তাকে জাগিয়ে তোলার অনিচ্ছা, অন্যদিকে তাকে কিছু বলার প্রয়োজন—কিটি যেন এই দো-টানার মধ্যে পড়ে গেছে।

"কোস্ত্যা, ভয় পেয়ো না। এটা কিছু না। তবু মনে হচ্ছে···তুমি বরং লিজাভেতা পেত্রভ্‌নাকে ডাকতে পাঠাও।"

মোমবাতিটা আবার জ্বালানো হল। কিটি বিছানার এক কোণে বসে আছে

"দোহাই তোমার, ভয় পেয়ো না। এটা কিছু না। আমি মোটেই ভয় পাচ্ছি না।" লেভিনের ভয়ার্ত মুখটা দেখে কিটি বলল; তারপর তার হাতটা টেনে নিয়ে নিজের বুকে ও ঠোঁটে চেপে ধরল।

নিজের কথা ভুলে গিয়ে লেভিন লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল। কিটির উপর থেকে চোখ না সরিয়েই ড্রেসিং-গাউনটা পরল, আর তারপরে নীচু হয়ে কিটির দিকে তাকিয়ে রইল। তার ছুটে বাইরে যাওয়াই উচিত, কিন্তু কিটির দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে কিছুতেই পারল না। কিটির মুখ, চোখ, তার প্রতিটি ভাবকে তার মত আর কে চেনে? অথচ আগে কখনও সে কিটিকে এ অবস্থায় দেখে নি। সেদিন রাতেই এই অবস্থায় যে কষ্ট সে তাকে দিয়েছে সে কথা ভেবে তার নিজের প্রতিই ঘেন্না হতে লাগল। নরম চুলের পরিমণ্ডলের মধ্যে তার রাঙা মুখখানি থেকে আনন্দ ও দৃঢ়চিত্ততা যেন ঠিকরে বের হচ্ছে।

লেভিনের দিকে তাকিয়ে কিটি হাসতে লাগল। তারপরেই হঠাৎ তার ভুরু কাঁপতে লাগল, মাথাটা পিছনে সরে গেল, দ্রুত লেভিনের পাশে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরে তাকে জড়িয়ে ধরল; তার গরম নিঃশ্বাস পড়তে লাগল লেভিনের গায়ে। সে কষ্ট পাচ্ছে, আর সেই কষ্টের কথাই যেন লেভিনকে জানাচ্ছে। অভ্যাসমত এজন্য লেভিন প্রথমে নিজেকেই দোষী মনে করল। কিন্তু কিটির চোখের নরম চাউনিই তাকে বলে দিল নিজের কষ্টের জন্য কিটি লেভিনকে দোষ দিচ্ছে না, বরং সেজন্য তাকে ভালবাসছে। তবু লেভিন নিজেকে জিজ্ঞাসা না করে পারল না; আমি ছাড়া আর কার দোষ? একজন দোষী তো চাই; কিন্তু দোষীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কিটি কষ্ট পাচ্ছে, কষ্টের কথা জানাচ্ছে, কিন্তু সেই কষ্টেই তার সুখ, তার আনন্দ। লেভিন বুঝতে

পারল, কিটির মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য কিছু ঘটে চলেছে; সেটা যে কি তা সে জানে না। সেটা তার বুদ্ধির অতীত।

"আমি মামণিকে ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি তাড়াতাড়ি লিজাভেতার কাছে যাও। কোস্ত্য়া, না, না, এটা কিছু না, এটা কেটে গেছে।"

ঘণ্টার কাছে গিয়ে কিটি সেটা বাজাল।

"ঐযে, এবার তুমি যেতে পার, পাশা আসছে। আমি ভাল আছি।"

লেভিন দেখে অবাক হল যে কিটি বোনাটা হাতে নিয়ে আবার বুনতে শুরু করল।

এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতেই লেভিন শুনতে পেল আর এক দরজা দিয়ে ছোট দাসীটি ঘরে ঢুকল। লেভিন থামল; কান পেতে শুনল, কিটি তাকে বিস্তারিত নির্দেশ দিচ্ছে এবং বিছানাটা সরাবার ব্যাপারে দাসীকে সাহায্য করছে।

লেভিন পোষাক পরে নিল; ঘোড়া জুততে জুততে সে আবার শোবার ঘরে ফিরে গেল, পা টিপে টিপে নয়, যেন পাখায় ভর দিয়ে। দুটি দাসী উৎকণ্ঠিত মুখে ঘরের জিনিসপত্র নতুন করে গুছিয়ে দিচ্ছে। সেলাইটা হাতে নিয়েই কিটি এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে আর দাসীদের নানা রকম হুকুম করছে।

"আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। লিজাভেতা পেত্রভ্‌নার কাছে লোক পাঠানো তক্ আমি নিজেই একবার যাব। তোমার আর কিছু চাই কি? ডলির কাছে কি যাব?"

কিটি এমন ভাবে তাকাল যেন তার কোন কথাই শুনতে পায় নি।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও, চলে যাও," ভুরু কুঁচকে হাত নাড়িয়ে তাকে চলে যাবার ইঙ্গিত করে কিটি বিড় বিড় করে কথাগুলি বলল।

বসবার ঘরে ঢুকতেই হঠাৎ শোবার ঘর থেকে একটা করুণ আর্তনাদ তার কানে এল। সে থেকে গেল; কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে বুঝতেই পারল না সে আর্তনাদটা কার।

তারপর নিজের মনেই বলল, ওঃ, হ্যাঁ, কিটি; দুই হাতে কান ঢেকে সে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

"প্রভু, দয়া কর, ক্ষমা কর, আমাদের সহায় হও," অপ্রত্যাশিতভাবে কথাগুলি তার ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর নাস্তিক হয়েও কথাগুলি সে বার বার উচ্চারণ করতে লাগল, আর সেটা শুধু ঠোঁট দিয়েই নয়। এই সংকট মুহূর্তে সে বুঝতে পারল যে তার সন্দেহ এবং যুক্তি দিয়ে ধর্মবিশ্বাসের মূল বিধানগুলিকে স্বীকার করবার অক্ষমতা,—এর কোনটাই ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করা থেকে তাকে বিরত করতে পারবে না। সে সব কিছুই ছাইয়ের মত তার মন থেকে খসে পড়ছে। যাঁর হাতে সে নিজে, তার আত্মা, তার ভাল-

বাসা সব কিছুই নিবেদিত তাঁকে ছাড়া আর কার কাছে সে আবেদন জানাবে ?

ঘোড়া তখনও জোতা হয় নি দেখে পাছে এক সেকেণ্ডও দেরি হয়ে যায় সেই ভয়ে সে পায়ে হেঁটেই যাত্রা করল ; কুজ্‌মাকে বলে গেল, তাকে যেন পথে তুলে নেয়।

মোড়ের মাথায় একটা ভাড়াটে স্লেজকে ছুটে আসতে দেখল। ভেল-ভেটের জ্যাকেট চড়িয়ে মাথায় একটা শাল জড়িয়ে লিজাভেতা পেত্রভ্‌না স্লেজের মধ্যে বসে আছে। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ !" তাকে চিনতে পেরে লেভিন বিড় বিড় করে বলে উঠল। কোচয়ানকে গাড়ি থামাতে না বলে সে নিজেই স্লেজের পাশে ছুটতে লাগল।

লিজাভেতা পেত্রভ্‌না শুধাল, "দু ঘণ্টা ? তার বেশী নয় ? পিয়তর দিমিত্রিচকে নিয়ে আস্থন, তবে তাড়াতাড়ির কিছু নেই। আর ওষুধের দোকান থেকে কিছুটা আফিম আনবেন।"

"তাহলে সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে তো ? ঈশ্বর, করুণা কর, ক্ষমা কর, আমাদের সহায় হও !" কথাগুলি বলতে বলতেই লেভিন দেখল তার ঘোড়াটা ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে। এক লাফে স্লেজে উঠে কুজ্‌মার পাশে বসে কোচয়ানকে ডাক্তারের বাড়ি যাবার নির্দেশ দিল।

॥ ১৪ ॥

ডাক্তার তখনও ঘুম থেকে ওঠে নি ; চাকর বলল, তার মনিব "অনেক রাতে শুতে গেছেন, বলেছেন তাকে যেন না জাগানো হয়, তবে তিনি শিগ্‌গিরই উঠবেন।" চাকরটি মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে বাতির চিমনি পরিষ্কার করছে। কাঁচের চিমনির প্রতি লোকটির এই আগ্রহ আর লেভিনের বাড়িতে যা ঘটছে তার প্রতি এই ঔদাসিন্য দেখে লেভিন প্রথমে মনে খুব ধাক্কা খেল, কিন্তু পরে সে নিজেকেই বোঝাল যে, তার মনের অবস্থাটা তো সকলের বুঝ-বার কথা নয়, তার নয় বলেই তাকে ভেবে চিন্তে সাবধানে কাজ করতে হবে।

ডাক্তার তখনও জাগে নি শুনে লেভিন তিনটে কাজের পথ বেছে নিল : একটা চিঠি দিয়ে কুজ্‌মাকে পাঠাবে অন্য ডাক্তারের কাছে, নিজে ওষুধের দোকানে যাবে আফিম আনতে, সেখান থেকে ফিরে এসেও যদি দেখে যে ডাক্তার ঘুম থেকে ওঠে নি তাহলে তাকে জাগাবার জন্য চাকরটাকে ঘুষ দিতে চেষ্টা করবে, আর তাতেও যদি না হয় তো ভাল মন্দ যে কোন উপায়ে তাকে ডেকে তুলবে।

ওষুধের দোকানের সিঁটকে সহকারীটি অনেক টালবাহানার পরে আফিম দিতে রাজী হয়ে একটা বড় বোতল থেকে কিছুটা ওষুধ একটা ছোট বোতলে

ঢালল, তাতে লেবেল লাগাল, লেভিনের আপত্তি সত্ত্বেও সেটা সিল করল, এবং হয় তো কাগজ দিয়েও ভাল করে জড়াত, কিন্তু ততক্ষণে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে লেভিন ছোঁ মেরে তার হাত থেকে বোতলটা নিয়ে বড় কাঁচের দরজার দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল। ডাক্তার তখনও ঘুম থেকে ওঠে নি; চাকরটা কার্পেট পাতা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, সেও ডাক্তারকে জাগাতে চাইল না। লেভিন ধীরে সুস্থে একটা দশ রুবলের নোট পকেট-বই থেকে বের করে তার দিকে এগিয়ে ধরে নীচু গলায় তাকে বুঝিয়ে বলতে লাগল যে দিন ও রাতের যে কোন সময় যাবে বলে পিয়তর দিমিত্রিচ তাকে কথা দিয়েছে; কাজেই তার রাগ করবার কোন কারণই নেই; কাজেই চাকর দয়া করে তাকে ডেকে দিক।

চাকরটি রাজী হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল; তার সঙ্গে লেভিনও বসবার ঘরে গেল।

লেভিন শুনতে পেল, দরজার ও পাশে ডাক্তার কাশছে, হাঁটা-চলা করছে, হাত-মুখ ধুচ্ছে, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছে। তিন মিনিট চলে গেল; লেভিনের মনে হল বুঝি একটি ঘণ্টা। সে আর অপেক্ষা করতে পারল না।

"পিয়তর দিমিত্রিচ, পিয়তর দিমিত্রিচ!" দরজার ফাঁক দিয়ে মিনতি করে সে ডাকল। "ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে ক্ষমা করুন, যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থায় একবার দেখা করার অনুমতি আমাকে দিন। ইতিমধ্যেই দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।"

"ঠিক এক মিনিট, ঠিক এক মিনিট," ডাক্তারের গলা ভেসে এল; কথাটা বলবার সময় ডাক্তার যে হাসছিল সেটা বুঝতে পেরে লেভিনের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

"শুধু একটা কথা শুনুন···"

"এক মিনিট।"

জুতো পরতে ডাক্তার দু' মিনিট কাটাল; আরও দু' মিনিট কাটল পোষাক পরতে ও চুল আঁচড়াতে।

"পিয়তর দিমিত্রিচ!" সখেদে কথা বলতে শুরু করতেই ডাক্তার বেরিয়ে এল; ভালভাবে চুল আঁচড়ানো ও সুসজ্জিত। এই সব ডাক্তারদের বিবেক বলে কিছু নেই! লেভিন আপন মনেই বলল। এ দিকে মানুষ মারা যায়, আর ওরা চুলে চিরুনি চালায়!

হাত বাড়িয়ে যেন ঠাট্টার সুরেই বলল, "শুভ প্রাতঃকাল। এত তাড়া কিসের? য়্যাঁ?"

স্ত্রীর অবস্থা সম্পর্কে সব বিবরণ জানাবার ফাঁকে ফাঁকে লেভিন বার বার ডাক্তারকে অনুরোধ করল অবিলম্বে তার সঙ্গে যেতে।

"আহা, তাড়াহুড়ার কিছু নেই। আরে, এ সব ব্যাপারে আপনি তো কিছুই জানেন না। আমার যাওয়ার কোন দরকার আছে কি না সেটাই

সন্দেহ ; কিন্তু যাব বলে যখন কথা দিয়েছি তখন যাব। কিন্তু এত তাড়াতাড়ির কিছু নেই। দয়া করে বসুন। এক পেয়ালা কফি চলবে কি ?"

লেভিন এমনভাবে তার দিকে তাকাল যেন সে জানতে চাইছে যে ডাক্তার তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে কি না ; কিন্তু ডাক্তার সে পথেই যায় নি।

সে হেসে বলল, "আমি জানি, আমি জানি। আমিও তো সংসারী লোক ; কিন্তু এই সব মুহূর্তে আমরা স্বামীরা কোন কাজেই লাগি না। আমার একটি রোগিণী আছে যার এ ধরনের ঘটনা ঘটবার সময় তার স্বামী আস্তাবলে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন।"

"আপনি কি মনে করেন পিয়তর দিমিত্রিচ ? শেষ পর্যন্ত সব কিছুই ভাল ভাবে হবে তো ?"

"সব কথা শুনে তো মনে হচ্ছে প্রসব নিরাপদেই হবে।"

সেই সময় চাকর কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল। বিরক্তিভরে তার দিকে তাকিয়ে লেভিন বলল, "আর আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন তো ?"

"এক ঘণ্টার মধ্যেই।"

"না, না, ঈশ্বরের দোহাই !"

"আহা, আমার কফিটা তো শান্তিতে খেতে দিন।"

ডাক্তার নিজের জন্য কিছুটা কফি ঢেলে নিল। কেউ কোন কথা বলল না।

"এই তুর্কীরা বেদম মার মারছে। সর্বশেষ ইস্তাহারটি পড়েছেন কি ?" একটা রুটি চিবোতে চিবোতে ডাক্তার শুধাল।

"এ অসহ্য !" লাফ দিয়ে উঠে লেভিন চেঁচিয়ে বলল। "আপনি কি পনেরো মিনিটের মধ্যে যাবেন ?"

"আধ ঘণ্টার মধ্যে।"

"ঠিক তো ?"

বাড়িতে পৌঁছে শাশুড়ির সঙ্গে লেভিনের দেখা হয়ে গেল। দু'জন এক সঙ্গেই শোবার ঘরে গেল। বুড়ি প্রিন্সেসের চোখে জল, তার হাত কাঁপছে। লেভিনের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

"উৎকণ্ঠিত অথচ উজ্জ্বল মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল লিজাভেতা পেত্রভ্না। তাকে দেখেই শাশুড়ি বলে উঠল, "কি গো সোনা, ও কেমন আছে ?"

"সবই যে রকমটা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে," সে বলল। "ওকে শুয়ে থাকতে বলুন, তাহলে ওর কষ্টটা কম হবে।"

গোড়ার দিকে লেভিন মনে মনে ভেবে রেখেছিল যে এ অবস্থায় সে নিজেকে যথেষ্ট শক্ত ও সংযত রাখতে চেষ্টা করবে। কিন্তু ডাক্তারের কাছ

থেকে ফিরে এসে কিটির যন্ত্রণা দেখে সে আরও ঘন ঘন বলতে লাগল, "প্রভু দয়া কর, ক্ষমা কর, আমাদের সহায় হও; মাথাটা পিছন দিকে ঠেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। তার ভয় হল, এ চাপ সহ্য করতে পারবে না, হয় ভেঙে পড়বে, না হয় পালিয়ে যাবে। তার যন্ত্রণা অবর্ণনীয়। অথচ সবে তো একটা ঘণ্টা কেটেছে।

এক ঘণ্টার পর আর এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, ক্রমে পাঁচ পাঁচটি ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটল না; আর সেও সব কষ্ট সহ্য করেই চলল, কারণ তা ছাড়া তার আর কিছুই করার ছিল না। প্রতি মুহূর্তেই তার মনে হচ্ছিল যে সহ্যের একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, এবার নির্ঘাৎ তার বুকটা ভেঙে যাবে।

অথচ মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হতে লাগল, আর সেই সঙ্গে তার ভয় ও উৎকণ্ঠাও শক্তিতে ও তীব্রতায় বেড়ে চলল।

যে সাধারণ পরিবেশ ছাড়া জীবন চলতে পারে না সেটাই তার কাছে হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে সময়ের জ্ঞান। লিজাভেতা পেত্রভ্না যখন তাকে আর লেভিনকে পর্দার ও পাশে গিয়ে একটা মোমবাতি জ্বালাতে বলল, তখন সে দেখে অবাক হয়ে গেল যে সবে সন্ধ্যা পাঁচটা বাজে। কেউ যদি তখন তাকে বলত যে সকাল দশটা বাজে তাহলেও সে ঐ একই রকম অবাক হয়ে যেত। যেমন সময়ের ব্যাপারে, তেমনই স্থানের ব্যাপারেও তার কোন জ্ঞান রইল না।...

শুধু একটা জিনিস সে বুঝতে পারছে; গত বছর কোন মফস্বল শহরের হোটেলে তার ভাইয়ের মৃত্যু-শয্যায় যা যা ঘটেছিল, এখানেও ঠিক সেই সবই ঘটছে। কিন্তু সেখানকার ঘটনা ছিল দুঃখের, আর এখানকার ঘটনা আনন্দের। সেই দুঃখ ও এই আনন্দ দুইই সাধারণ জীবনযাত্রার অতীত অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থিত; তারা যেন সাধারণ জীবনযাত্রার মাঝে এমন একটি ফাঁক যার ভিতর দিয়ে অনেক দূরের কিছুকে দেখা যায়। দুটো ঘটনাই সমান যন্ত্রণাদায়ক, আর সমানভাবে এমনই দুরতিক্রমণীয় উচ্চতায় অবস্থিত যেখানে মন আগে কখনও উড়ে যেতে পারে নি, বুদ্ধি যেখানে মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে না।

"প্রভু, দয়া কর, ক্ষমা কর, আমাদের সহায় হও" নিঃশ্বাস বন্ধ করে বার বার সে কথাগুলি উচ্চারণ করতে লাগল; এতদিন সে মনে করত ঈশ্বরের কাছ থেকে সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; কিন্তু আজ সে একান্ত সরলতায় ও বিশ্বাসে তাঁকে ডাকছে, ঠিক যে ভাবে সে তাঁকে ডাকত শৈশবে ও প্রথম যৌবনে।

দুটো স্বতন্ত্র মনোভাবের ভিতর দিয়ে সে এই সময়টা কাটাতে লাগল। এক, যখন কিটির কাছ থেকে সরে গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে থাকে, আর ডাক্তার একটার পর একটা মোটা সিগারেট টেনে টেনে সেটাকে ছাই-দানিতে চেপে রাখে; অথবা ডলি ও প্রিন্সের সঙ্গে থাকে, আর তারা ডিনার, রাজনীতি ও

মারিয়া পেত্রভ্‌নার অসুখ নিয়ে আলোচনা করে। আর একটা, যখন সে কিটির মাথার কাছে বসে থাকে, তার কষ্ট দেখে নিজেও সহ্যাতীত কষ্ট পায়, আর অনবরত প্রার্থনা করতে থাকে।

কখনও কখনও সে কিটির উপরেও রাগ করে; কিন্তু যেই তার করুণ মুখের দিকে তাকায়, যখনই সে ফিস্ ফিস্ করে বলে, "আমি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি," অমনি তার সব রাগ গিয়ে পড়ে ঈশ্বরের উপর; কিন্তু ঈশ্বরের কথা মনে হতেই লেভিন তাঁরই কাছে করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাকে।

॥ ১৫ ॥

তখন ভোর হয়েছে কি অনেক বেলা হয়েছে তাও তার খেয়াল নেই। মোমবাতিগুলো জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে এসেছে। ডলি এইমাত্র পড়ার ঘরে ঢুকে বলল, এবার ডাক্তারের একটু শুয়ে পড়া উচিত। হাতল-চেয়ারে বসে লেভিন ডাক্তারের মুখে একজন নকল সম্মোহনকারীর গল্প শুনছিল আর তার জ্বলন্ত চুরুটের মুখে জমে-ওঠা ছাইগুলো দেখছিল। সেই সময়টা সব কিছুই চুপচাপ, আর সেও অন্যমনস্ক। কি যে ঘটে চলেছে তা সে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে; ডাক্তারের কথাগুলোও যেন সে শুনতে ও বুঝতে পারছে। হঠাৎ অন্য সব চীৎকার হতে সম্পূর্ণ আলাদা একটা চীৎকার তার কানে এল। চীৎকারটা এতই ভয়াবহ যে লাফিয়ে না উঠে রুদ্ধশ্বাসে ভয়ার্ত ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে ডাক্তারের দিকে তাকাল। ডাক্তার মাথাটা খাড়া করে কি যেন শুনল, তারপর মাথা নেড়ে একটু হাসল। এখন সব কিছুই এমন অসাধারণ হয়ে উঠেছে যে কোন কিছুই আর লেভিনকে অবাক করে দিতে পারেনা। মনে হচ্ছে, যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে, এই কথা ভেবে সে যেমন ছিল তেমনই বসে রইল। কিন্তু এমনভাবে চীৎকার করল কে? এবার সে লাফ দিয়ে উঠে পা টিপে টিপে শোবার ঘরে গেল। লিজাভেতা পেত্রভ্‌না ও প্রিন্সেস সেখানেই ছিল। সে গিয়ে বিছানার মাথার কাছে বসল। চীৎকার থেমে গেছে, কিন্তু একটা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনটা যে কি তা সে দেখতে বা বুঝতে পারিল না, সে ইচ্ছাও তার নেই। লিজাভেতা পেত্রভ্‌নার মুখ দেখেই সে বুঝতে পারল, ব্যাপারটা ঘটেছে। কিটির ফোলা-ফোলা বিকৃত মুখটা লেভিনের দিকে ফেরালো; সে যেন তাকেই খুঁজছে। হাত দুটি তুলে সে লেভিনের হাতটাই খুঁজছে। নিজের ঠাণ্ডা হাত দিয়ে কিটির গরম হাত দু'খানি ধরে লেভিন নিজের মুখের উপর চেপে ধরল।

খুব তাড়াতাড়ি কিটি বলে উঠল, "যেয়ো না, চলে যেয়ো না! আমি ভয় পাই নি, ভয় পাই নি। মামণি আমার কানের দুল দুটো খুলে নাও, লাগছে। তোমরা ভয় পাও নি তো? শীঘ্রই, শীঘ্রই, লিজাভেতা পেত্রভ্‌না।"

দ্রুত কথা বলতে বলতে সে হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হঠাৎ তার মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল; লেভিনকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

"ওঃ, কী ভীষণ! আমি মরে যাব, মরে যাব!" বলেই সে আর একবার সেই অস্বাভাবিকভাবে চীৎকার করে উঠল।

দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে লেভিন ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

"শান্ত হও, সব ঠিক আছে," ডলি তাকে বলল।

তারা যাই বলুক, লেভিন বুঝল যে সর্বনাশ আসন্ন। পাশের ঘরে গিয়ে দরজায় মাথা রেখে সেই অবিশ্বাস্য আর্তনাদ ও গর্জন শুনতে লাগল। সে জানে, একদিন যে ছিল কিটি এ তারই আর্তনাদ। সন্তান লাভের বাসনা তার মন থেকে আগেই চলে গেছে। সন্তানের কথা সে ভাবতেও পারছে না। এমন কি কিটি বেঁচে থাকুক তাও বুঝি সে চায় না; সে চায় শুধু এই ভয়ংকর যন্ত্রণার অবসান।

ডাক্তারকে আসতে দেখে তার হাত চেপে ধরে সে চেঁচিয়ে উঠল, "ডাক্তার! এ সব কি? কি হয়েছে? হায় ঈশ্বর!"

"প্রায় শেষ," ডাক্তার বলল। কথাটা বলার সময় তার মুখটা এমন গম্ভীর দেখাল যে লেভিনের মনে হল, 'প্রায় শেষ' মানে কিটি মরতে চলেছে।

সে যে কি করছে তা না বুঝেই সে ছুটে শোবার ঘরে চলে গেল। প্রথমেই তার চোখে পড়ল লিজাভেতা পেত্রভ্‌নার মুখ। আগের চাইতে গম্ভীর ও তীক্ষ্ণ। কিটির মাথাটা গড়িয়ে পড়েছে। লেভিন কাঠের উঁচু খাটটার উপর মাথা রাখল; মনে হল তার বুকটা ভেঙে যাবে। ভয়ংকর চীৎকারটা আরও ভয়ংকর হয়ে উঠছে; তার পরেই ভয়ংকরতার একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে চীৎকারটা হঠাৎ থেমে গেল। লেভিন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, কিন্তু কথাটা ঠিক। আর্তনাদ থেমে গেছে; আস্তে আস্তে নড়াচড়ার একটা খস্‌খস্‌ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না; দ্রুত শ্বাস টানতে টানতে ভাঙা-ভাঙা গলায় নরম শান্ত স্বরে কিটি বলল:

"সব শেষ।"

লেভিন মাথা তুলল। চাদরের উপর নিশ্চল হাত রেখে কিটি শুয়ে আছে; চুপচাপ ও অবর্ণনীয় মিষ্টতায় ভরা; তার দিকেই তাকিয়ে আছে; বৃথাই হাসতে চেষ্টা করছে।

আর গত বাইশ ঘণ্টা ধরে যে ভয়ংকর ও রহস্যময় জগতে লেভিন বাস করছিল, সহসা সেখান থেকে সে ফিরে এল তার আগেকার পরিচিত জগতে; সে জগতের নব-বিচ্ছুরিত সুখের ঝলক যেন সে সইতে পারছে না। টান-টান তারগুলো যেন ছিঁড়ে গেছে। বুকের মধ্যে উথলে উঠেছে সুখের অশ্রু, সারা শরীর কাঁপছে, মুখে কথা সরছে না।

বিছানার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে স্ত্রীর হাতটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে সে চুমায় চুমায় ভরে দিল; প্রতিদানে কিটি তার আঙুলগুলি দিয়ে মৃদু চাপ দিতে লাগল। ইতিমধ্যে বিছানার পায়ের দিকে লিজাভেতা পেত্রভ্‌নার

কুশলী হাতের মধ্যে যে মানব জীবনটির অস্তিত্ব এর আগে কোথাও ছিল না অথচ এখন থেকে থাকবে এবং অন্য সব মানুষের মতই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে বংশ-বৃদ্ধি করে চলবে—সেই জীবনটি পল্‌তের শেষ প্রান্তে প্রজ্জলিত কম্পিত অগ্নি-শিখার মতই কাঁপতে লাগল।

লেভিন শুনতে পেল, কম্পিত হাতে শিশুটির পিঠে চাপড় মারতে মারতে লিজাভেতা পেত্রভ্‌না বলছে, "বেঁচে আছে! বেঁচে আছে! পুত্র সন্তান! আর ভয় নেই!"

"সত্যি মামণি?" কিটির গলা শোনা গেল। প্রিন্সেসের ফোঁস ফোঁস কান্নাতেই সে তার জবাব পেল; কিন্তু সেই নৈঃশব্দের মধ্যে সন্দেহাতীত জবাব এল ঘরের চাপা কণ্ঠস্বরগুলি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি নতুন কণ্ঠে। সব সৌজন্যকে অস্বীকার করে নির্ভীক সাহসী কণ্ঠে ঘোষিত হল একটি সম্পূর্ণ নতুন মানবের আবির্ভাব—কোথা থেকে সে এল তা কেউ জানে না।

কিছুক্ষণ আগে যদি কেউ লেভিনকে বলত যে কিটি মারা গেছে, তার সঙ্গে সে নিজেও মারা গেছে, আর তার সন্তানরা সব দেবদূত হয়ে গেছে, তাহলেও সে বিস্মিত হত না; কিন্তু এখন বাস্তব জগতে ফিরে এসে কিটি যে বেঁচে আছে ও সুস্থ আছে এবং এই কর্কশ চীৎকারক জীবটি যে তারই ছেলে একথা বুঝতে অনেকখানি সযত্ন কল্পনার প্রয়োজন হল। কিটি বেঁচে আছে; তার যন্ত্রণার অবসান হয়েছে। আর লেভিনের সুখ তো ভাষায় প্রকাশ করাই যায় না। এই সুখই তো সে চেয়েছিল। আর এই শিশু? কোথা হতে সে এল? কেন এল? সে কে! একটি শিশুর ধারণার সঙ্গে কিছুতেই সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। এ যেন একটা বিঘ্ন, একটা অতিরিক্ত অস্তিত্ব। এর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তার অনেক দিন লাগবে।

॥ ১৬ ॥

রাত ন'টার পরে বুড়ো প্রিন্স, কোজ্‌নিশেভ ও অব্‌লন্‌স্কি লেভিনের বসবার ঘরে বসে ছিল। প্রসূতির আলোচনা শেষ করে তারা অন্য আলোচনা শুরু করল। সে সব কথা শুনতে শুনতে লেভিনের মন চলে গেল আজও গত-কালের ঘটনাবলীতে। তার মনে হল, সেই থেকে বুঝি একশ' বছর পার হয়ে গেছে। গতকালের ক্লাবের ডিনারের আলোচনা শুনতে শুনতে সে ভাবতে লাগল: কিটি এখন কি করছে? ঘুমিয়ে পড়েছে কি? সে কেমন আছে? কি ভাবছে? ছেলে দিমিত্রি কি কাঁদছে? আর আলোচনার মাঝখানে, একটা কথার মাঝখানেই সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"কাউকে দিয়ে খবর পাঠিও আমি একবার ওর কাছে যেতে পারি কিনা," বুড়ো প্রিন্স বলল।

"পাঠাব," কিটির কাছে যাবার আগ্রহাতিশয্যে না থেমেই লেভিন জবাব দিল।

কিটি ঘুমোয় নি; আস্তে আস্তে মায়ের সঙ্গে কথা বলছে; শিশুর নাম-করণ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছে।

হাত-মুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে, নীলের ছোঁপ লাগা একটা সৌখীন টুপি পরে কিটি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে; হাত দুটি রেখেছে কম্বলের বাইরে; এমন চোখে সে লেভিনের দিকে তাকাল যাতে সে বুঝল যে কিটি তাকে কাছে ডাকছে। সে যত কাছে এগোতে লাগল, কিটির উজ্জ্বল চোখ দুটি ততই উজ্জ্বলতর হতে লাগল। তার মুখে ফুটে উঠল মর্ত্য থেকে অমর্ত্যের সেই পরিবর্তন যা দেখা যায় মুমূর্ষুর মুখে; শুধু কিটির বেলায় সে পরিবর্তন স্বাগত আবির্ভাবের আর তাদের বেলায় চির-বিদায়ের। কিটি লেভিনের হাত ধরে জিজ্ঞাসা করল, সে ঘুমিয়েছিল কি না। লেভিন কোন জবাব দিতে পারল না, মুখটা ঘুরিয়ে নিল এবং নিজের দুর্বলতার জন্য নিজেকেই দোষী করল।

কিটি বলল, "আমি একটু ঘুমিয়েছি কোস্ত্য়া; এখন বেশ ভাল লাগছে।"

লেভিনের দিকে তাকিয়ে তার মুখের ভাব বদলে গেল।

শিশুটি কেঁদে ওঠায় সে বলল, "ওকে আমার কাছে দাও লিজাভেতা পেত্রভ্না; আমার স্বামীকে দেখাব।"

"বটেই তো, বাবা তো দেখবেই," একটি লাল-লাল বিচিত্র জীবকে তুলে ধরে লিজাভেতা পেত্রভ্না বলল।

সেই সকরুণ ক্ষুদ্র প্রাণীটির দিকে তাকিয়ে লেভিন বৃথাই নিজের অন্তরে পিতৃস্নেহের অস্তিত্ব খুঁজতে লাগল। বিরক্তি ছাড়া আর কোন অনুভূতি তার মনে জাগল না। কিন্তু লিজাভেতা পেত্রভ্না যখন নরম স্প্রিংয়ের মত ছড়ানো হাত দুটো ধরে তাতে নরম কাপড় জড়াতে লাগল তখন ঐ প্রাণীটির জন্যই তার মনে করুণা দেখা দিল; পাছে ওর আঘাত লাগে এই আশংকায় লেভিন লিজাভেতা তার হাতটা চেপে ধরল।

লিজাভেতা পেত্রভ্না হেসে উঠল।

বলল, "ভয় পাবেন না, আমি ওকে ব্যথা দেব না।"

বাঁকা চোখে তাকিয়ে কিটি সব কিছুই দেখছিল। উঠে বসবার চেষ্টা করে সে বলল, "ওকে আমার কাছে দাও, আমাকে দাও!"

"দেখুন একাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভ্না, ও রকম করবেন না। সবুর করুন, আপনার কাছেও দেব। আগে ওর বাপিকে দেখাই কেমন বড়সড় ছেলে হয়েছে।"

"কী সুন্দর ছেলে!" লিজাভেতা পেত্রভ্না বলল।

লেভিন একটা হতাশার নিঃশ্বাস ফেলল। শিশুকে দেখে তার মনে

জেগেছে শুধু করুণা ও বিতৃষ্ণার ভাব। যা আশা করেছিল তেমনটি মোটেই নয়।

লিজাভেতা পেত্রভ্‌না যখন শিশুটিকে মাই খাওয়া শেখাতে লাগল সেই সুযোগে লেভিন ঘুরে দাঁড়াল।

হঠাৎ হাসি শুনে সে মুখ ফেরাল। কিটি হাসছে। শিশুটি মাই খাচ্ছে।

"থাক, প্রথম বারের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে," লিজাভেতা পেত্রভ্‌না বলল। কিন্তু কিটি ছেলেকে ছাড়ল না। এক সময় কিটির কোলের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

লেভিন যাতে দেখতে পায় সেই ভাবে ঘুরে কিটি বলল, "এবার দেখ।"

শীর্ণ ছোট মুখটা কুঁচকে শিশুটি হাঁচি দিল।

হেসে প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম করে লেভিন স্ত্রীকে চুমা খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই ছোট প্রাণীটির জন্য যে রকম অনুভূতি হবে বলে সে আশা করছিল তা মোটেই হয় নি। তার অনুভূতিতে আনন্দ বা খুসির ছোঁয়াচ নেই, বরং নতুন ভয় তাকে পেয়ে বসেছে; দুর্বলতার নতুন ক্ষেত্র যেন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নতুন চেতনা প্রথমে এতই বেদনাদায়ক হয়ে দেখা দিল, অসহায় শিশুটির আঘাত পাবার ভয় এত বেশী হয়ে উঠল যে, শিশুটি হাঁচি দেবার সময় সে অর্থহীন আনন্দ, এমন কি গর্বের একটা বিচিত্র অনুভূতি তার মনে জেগেছিল সেটা সে আর খুঁজে পেল না।

॥ ১৭ ॥

অব্‌লন্‌স্কির অবস্থা খুব খারাপ চলেছে।

মোট গাছের দুই-তৃতীয়াংশ বিক্রির সব টাকাটা সে ইতিমধ্যেই খরচ করে ফেলেছে, আর বাকি তৃতীয়াংশের দরুনও শতকরা দশভাগ বাদ দিয়ে বাকি টাকাটাও আগাম নিয়েছে। ব্যবসায়ীটি তার বেশী দিতে অস্বীকার করেছে; তার বিশেষ কারণ, এই প্রথম ডলিও সম্পত্তিতে তার মালিকানা দাবী করে বাকি তৃতীয়াংশের দরুন রসিদে সই করতে আপত্তি করেছে। সংসার খরচে ও খুচরো দেনা মেটাতেই অব্‌লন্‌স্কির মাইনের পুরোটাই ব্যয় হয়ে যায়। তার হাতে কোন টাকা নেই।

অবস্থাটা যেমন অদ্ভুত, তেমনই অপ্রীতিকর; অব্‌লন্‌স্কির মতে, এ অবস্থার অবসান ঘটানো দরকার। তার বিচারে, তার অত্যন্ত স্বল্প মাইনেই এ অবস্থার কারণ। পাঁচ বছর আগে তার চাকরিটা বেশ ভালই ছিল, কিন্তু আজ আর তা নেই। ব্যাংকের ডিরেক্টর পেত্রভ্‌ পায় বারো হাজার; কোম্পানির ডিরেক্টর স্বেন্‌তিৎস্কি পায় সতের হাজার; ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা

মিতিন্ পায় পঞ্চাশ হাজার। স্পষ্টতই আমি পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছিলাম, আর সেই ফাঁকে সকলেই আমাকে ছাড়িয়ে গেছে, অব্‌লন্‌স্কি নিজের মনেই বলল। তাই এবার সে কান খাড়া করেছে, চোখ খোলা রেখেছে, আর শীতের শেষ নাগাদ একটা খুব ভাল চাকরির খোঁজ পেয়ে মস্কো থাকতেই প্রথম আক্রমণ শুরু করেছিল কাকা-মামা-বন্ধুদের মাধ্যমে এবং তারপরে ব্যাপারটা যখন বেশ পেকে উঠেছে তখন নিজে গিয়ে সেণ্ট পিতার্সবুর্গে কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। এই সব চাকরির মাইনে এখন বছরে এক থেকে পঞ্চাশ হাজার। চাকরিটা হল দক্ষিণ রেলওয়ে ও ব্যাংকের সংযুক্ত এজেন্সির কমিশনের সভাপতির পদ। এ চাকরিতে বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মশক্তি দুই-ই এত বেশী পরিমাণে দরকার হয় যা যে কোন একটি মানুষের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। যেহেতু এই সব গুণে গুণান্বিত একজন মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই হেতু কোন অসৎ ব্যক্তির পরিবর্তে একজন সৎ ব্যক্তিকেই চাকরিটা দেওয়া ভাল। মস্কোর যে মহলে অব্‌লন্‌স্কি চলাফেরা করে সেখানে তাকে একজন সৎ ব্যক্তি বলেই গণ্য করা হয়, আর সেই কারণে অন্য যে কোন সাধারণ লোক অপেক্ষা এই চাকরিতে তার দাবী অনেক বেশী।

চাকরিটার বেতন হবে বছরে সাত থেকে দশ হাজার, আর মন্ত্রিসভার চাকরিতে ইস্তফা না দিয়েও অব্‌লন্‌স্কি চাকরিটা করতে পারবে। চাকরি পাওয়াটা নির্ভর করছে দু'জন মন্ত্রী, দু'জন ইহুদির উপর; সংশ্লিষ্ট সকলের উপরেই চাপ দেওয়া হয়েছে; এবার সেণ্ট পিতার্সবুর্গে নিজে গিয়ে অব্‌লন্‌স্কির উচিত তাদের সঙ্গে দেখা করা। তার উপর বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত জবাবের জন্য কারেনিনকে চাপ দেবে বলে সে আন্নাকে কথা দিয়েছে। অতএব ডলির কাছ থেকে পঞ্চাশ রুবল নিয়ে সে সেণ্ট পিতার্সবুর্গে চলে গেল।

রাশিয়াকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধার করবার যে পরিকল্পনা তার ভগ্নিপতিটি করেছে কারেনিনের পড়ার ঘরে বসে অব্‌লন্‌স্কি সেই বিবরণই শুনছিল। কতক্ষণে তার কথা শেষ হবে আর অব্‌লন্‌স্কি নিজের ও আন্নার কাজের কথা পাড়তে পারবে সেই জন্যই সে অপেক্ষা করছিল।

কারেনিন আজকাল পিঁস্-নে ছাড়া পড়তে পারে না; সেটা চোখ থেকে নামিয়ে সে যখন তার প্রাক্তন শ্যালকের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল তখন অব্‌লন্‌স্কি বলল, "হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। এক একটা বিষয় ধরে বিচার করলে কথাটা খুবই ঠিক, কিন্তু কথা হল এই যে আমাদের সময়কার মূলমন্ত্রই হল মুক্তি।

"ঠিক কথা, কিন্তু অমন আর একটা মন্ত্রের কথা উল্লেখ করছি যার মধ্যে মুক্তিও অন্তর্ভুক্ত," পিঁস্-নেটাকে আর একবার পরে নিয়ে কারেনিন সংশ্লিষ্ট জায়গাটা আবার পড়তে লাগল।

আলোচনাটা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয় সেই জন্য অব্‌লন্‌স্কি ইচ্ছা করেই

কারেনিনের সঙ্গে একমত হল। সঙ্গে সঙ্গে কারেনিনও কথা থামিয়ে চিন্তিত-ভাবে পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি নাড়তে লাগল।

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "ভাল কথা, আমি তোমাকে বলতে এসেছি, পমর্‌স্কির সঙ্গে দেখা হলে 'দক্ষিণ রেলওয়ে ও বাংকের সংযুক্ত এজেন্সি কমিশনের সভা-পতির' চাকরির ব্যাপারে আমার জন্য তাকে একটু বলো।"

কিছুক্ষণ ভেবে আবার পিঁস্‌-নেটা পরে কারেনিন বলল, "তার সঙ্গে কথা বলতে তো নিশ্চয়ই পারব, কিন্তু তুমি সে চাকরিটা পেতে চাইছ কেন?"

"মাইনে ভাল, ন' হাজার পর্যন্ত, আর আমার অবস্থা—"

"ন' হাজার," কথাটা আর একবার উচ্চারণ করে কারেনিন ভুরু কোঁচ-কাল। এত মোটা মাইনের কথায় তার মনে পড়ে গেল যে অন্তত এদিক থেকে অব্‌লন্‌স্কির প্রস্তাবিত চাকরিটা তার পরিকল্পনার মূলনীতির পরিপন্থী, কারণ সেটার উদ্দেশ্যই হল ব্যয়সংকোচ।

"আমি মনে করি, আমার প্রবন্ধেও সে কথা লিখেছি, যে আমাদের এই যুগে এ ধরনের মোটা মাইনে আমাদের পরিচালন-সংস্থাগুলির ভুল অর্থ-নীতিরই স্বাক্ষর বহন করে।"

"তুমি তাহলে কি চাও?" অব্‌লন্‌স্কি বলল। "ধর, একজন ব্যাংকের ডিরেক্টর পায় দশ হাজার। আর সেটা পাবার যোগ্যতা তার আছে। অথবা একজন ইঞ্জিনীয়ার পায় বিশ হাজার।"

"মাইনেকে আমি দেখি কোন জিনিসের দাম হিসাবে; কাজেই সরবরাহ ও প্রয়োজনের নিয়ম তাকে মেনে চলতেই হবে। কোন মাইনের পরিমাণ যদি এই নিয়মকে না মানে, ধর যদি দেখি যে একই ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল থেকে পাশ করে একই জ্ঞানবুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা নিয়ে দু'জন ইঞ্জিনীয়ারের একজন মাইনে পায় চল্লিশ হাজার আর অপরজনকে কাজ করতে হয় মাত্র দু' হাজারে; অথবা যদি দেখি যে কোন সংস্থা জনৈক উকিল অথবা 'হুজার'কে ব্যাংকের ডিরেক্টর নিযুক্ত করে তাকে মোটা মাইনে দিচ্ছে, অথচ সেই চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রশিক্ষণ কিছুই কারও নেই, তখনই এই সিদ্ধান্তে যেতে আমি বাধ্য যে মাইনেটা দেওয়া হচ্ছে সরবরাহ ও প্রয়োজনের নিয়ম মেনে নয়, দেওয়া হচ্ছে স্রেফ ব্যক্তিগত কারণে। আমি মনে করি, এটা যেমন অপব্যয়, তেমনই অন্যায়; নীতিগতভাবেও বটে, আবার সিভিল সার্ভিসের উপর এর অশুভ প্রভাবের জন্যও বটে। আমি মনে করি—"

অব্‌লন্‌স্কি তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে বলল:

"ঠিক কথা, কিন্তু তোমাকে তো স্বীকার করতেই হবে যে এক্ষেত্রে একটি নতুন ও অত্যন্ত উপকারী প্রতিষ্ঠানের পত্তন করা হচ্ছে। আর প্রধান কথাই হচ্ছে যে এটা কোন সংলোকের হাতে পড়ুক এটাই তারা চাইছেন," অব্‌লন্‌স্কি বেশ জোর দিয়ে কথাটা বলল।

কিন্তু "সৎ" কথাটার মস্কোতে প্রচলিত অর্থটা কারেনিনের জানা ছিল না।

সে বলল, "সততা তো একটা নেতিবাচক গুণ।"

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "কিন্তু পমর্‌স্কিকে এ কথাটা বললে আমার অনেক উপকার করা হবে। বুঝতেই তো পারছ, কথাপ্রসঙ্গে একটু বলা, এই আর কি।"

"কিন্তু ব্যাপারটা তো তার চাইতেও বেশী নির্ভর করছে বল্‌গারিনভ-এর উপর, আমার তো তাই বিশ্বাস," কারেনিন বলল।

অব্‌লন্‌স্কি মুখটা লাল করে বলল, "ওঃ, বল্‌গারিনভ ইতিমধ্যেই তার সম্মতি দিয়েছেন।"

বল্‌গারিনভ-এর কথা উঠতেই অব্‌লন্‌স্কির মুখ লাল হয়ে উঠল, কারণ সেদিন সকালেই সে ইহুদি বল্‌গারিনভ-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, আর সেখানে যা ঘটেছিল তার স্মৃতি বড়ই অপ্রীতিকর। এই নতুন প্রকল্পটি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সৎ সে বিষয়ে অব্‌লন্‌স্কির মনে কোন সন্দেহই নেই, তবু সকালে অন্যান্য প্রার্থীদের সঙ্গে তাকেও যখন বল্‌গারিনভ নিজের বসবার ঘরে দু'ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছিল, এবং ইচ্ছা করেই সেটা করেছিল, তখন অব্‌লন্‌স্কি খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল। কিন্তু কি নিজের কাছে, কি অন্যান্য অপেক্ষমান প্রার্থীদের কাছ থেকে সে মনোভাব গোপন রেখে মেঝেময় পায়চারি করতে করতে, জুলফিতে টোকা দিতে দিতে অন্যান্য প্রার্থীদের সঙ্গে বাক্য-বিনিময় করছিল এবং একটা নতুন দ্ব্যর্থবাচক শ্লেষাত্মক শব্দ সৃষ্টির চেষ্টায় বলেছিল, আমরা তো অপেক্ষা করে আছি একজন '*Jew-piter*-'এর জন্য।

অথচ সারাক্ষণই সে অকারণেই অস্বস্তি ও বিরক্তিতে কাটাল; অথবা হয়তো একটা কারণ ছিল; নিজের দ্ব্যর্থবাচক বাক-ভঙ্গীতে সে নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারে নি; বারবারই বলেছে: 'আর কত কাল হে *Jew-piter*!' অথবা '*Jew-piter* হাসছে!' অবশেষে বল্‌গারিনভ যখন গুরুগম্ভীরভাবে এসে তার সঙ্গে দেখা করল, তাকে অসম্মান করতে পারায় আত্ম-তুষ্টিতে উপ্‌চে পড়ল, আর যখন তাকে সাহায্য করতে প্রায় অস্বীকারই করে বসল, তখন অব্‌লন্‌স্কি অতি দ্রুত ঘটনাটাকে মন থেকে মুছে ফেলল। আর সেই জন্যই কারেনিন তার নাম করতেই অব্‌লন্‌স্কির মুখটা লাল হয়ে উঠল।

॥ ১৮ ॥

"এবার আর একটা বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, বিষয়টা কি তা তুমি জান; আন্নার বিষয়ে," একটু থেমে অব্‌লন্‌স্কি বলল।

আন্নার নাম উল্লেখ করা মাত্রই কারেনিনের মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল : আগেকার সজীবতার জায়গায় ফুটে উঠল সুস্পষ্ট ক্লান্তি।

চেয়ারে নড়েচড়ে বসে পিঁস্‌-নেটাকে ঠুকে সে বলল, "আমার কাছে ঠিক কি চাও ?"

"একটা সিদ্ধান্ত, যে কোন সিদ্ধান্ত, আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ। আমি তোমার কাছে মিনতি জানাচ্ছি···(সে প্রায় বলতে যাচ্ছিল, "আহত স্বামীর কাছে নয়," কিন্তু তাতে তার উদ্দেশ্যেরই ক্ষতি হবে ভেবে হঠাৎ কথাটা ঘুরিয়ে দিল)···এ দোষ রাজকর্মচারীকে নয়···একজন মানুষকে···একজন অত্যন্ত দয়ালু মানুষকে···একজন খৃস্টানকেও বটে। তার প্রতি তুমি করুণা কর," অব্‌লন্‌স্কি বলল।

"তার মানে···আমি ঠিক বুঝতে পারছি না," কারেনিন নরম গলায় বলল।

"হ্যাঁ, তাকে করুণা কর। তুমি যদি তাকে দেখতে, যেমন আমি দেখেছি—গোটা শীতকালে তার সঙ্গেই কাটিয়েছি—তাহলে তার জন্য তোমারও কষ্ট হত। তার অবস্থা ভয়ংকর, সত্যি ভয়ংকর।"

"আমার তো ধারণা ছিল," কারেনিন বলল। তার গলার স্বর আর্তনাদের মত শোনাল; "আন্না আর্কাদিয়েভ্‌না নিজে যা চেয়েছিল তাই পেয়েছে।"

"ঈশ্বরের দোহাই আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ, ও সব নালিশ-অভিযোগ থাক! যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে; তুমি তো জান এখন সে কি চায়, কিসের জন্য সে অপেক্ষা করে আছে : বিবাহ-বিচ্ছেদ।"

"আমাকে এটাই জানানো হয়েছে যে আমাদের ছেলেকে আমার কাছেই রাখতে হবে এই শর্ত আমি যদি আরোপ করি তাহলে আন্না আর্কাদিয়েভ্‌না বিবাহ-বিচ্ছেদে সম্মত নয়। সেই কথা মনে রেখেই তাকে আমার জবাব আমি জানিয়েছি এবং ধরে নিয়েছি যে ব্যাপারটা মিটে গেছে। আমি মনে করি, সব মিটে গেছে," সে আবারও আর্তনাদের সুরে বলল।

ভগ্নিপতির হাঁটুতে হাত রেখে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "ঈশ্বরের দোহাই, তুমি উত্তেজিত হয়ো না। ব্যাপারটা মিটে যায় নি। সব কথা নতুন করে বলবার অনুমতি যদি দাও তো বলি অবস্থাটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে : যখন তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে সরে গেলে তখন যে মহত্ত্ব তুমি দেখিয়েছ তার চাইতে বেশী কিছু আশা করা যায় না : তুমি তাকে সব দিয়েছিলে—তার মুক্তি, এমন কি বিবাহ-বিচ্ছেদও। আর সেটা সে বুঝেছিল—হ্যাঁ, সত্যি, তোমার সে মহত্ত্বকে সে অনুভব করেছিল। এমন কি সেই প্রথম মুহূর্তগুলিতে তোমার প্রতি কৃত অন্যায় সম্পর্কে সে এতদূর সচেতন ছিল যে প্রকৃত অবস্থাটা সে বোঝে নি, বুঝতে পারে নি। সব কিছুই সে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু

অভিজ্ঞতা ও সময় তাকে শিখিয়েছে যে তার 'অবস্থা অত্যন্ত বেদনাদায়ক; প্রকৃতপক্ষে অসহ্য।"

ভুরু তুলে কারেনিন বাধা দিয়ে বলল, "আন্না আর্কাদিয়েভ্‌নার জীবন সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই।"

অব্‌লন্‌স্কি শান্তভাবে আপত্তি জানিয়ে বলল, "এ কথা বিশ্বাস না করবার অনুমতি আমাকে দাও। তার অবস্থা তার কাছে বেদনাদায়ক, অথচ অন্য কারও তাতে কোন লাভ নেই। তুমি বলবে, তার যা প্রাপ্য তাই সে পেয়েছে। তা সে জানে, আর তাই তোমার কাছে কিছুই সে চায় না; সে তো প্রকাশ্যেই বলে যে তোমার কাছে কিছু চাইবার সাহস তার নেই। কিন্তু আমি ও তার আত্মীয়-স্বজনরা, যারা তাকে ভালবাসি, তারা সকলেই এ জন্য তোমাকে মিনতি করছি। কেন সে এত কষ্ট পাবে? এতে কার কি লাভ হচ্ছে?"

"মাফ কর; মনে হচ্ছে তুমি আমার দোষের প্রতি ইঙ্গিত করছ," কারেনিন বিড়বিড় করে বলল।

"না, না, মোটেই না; কিন্তু তুমি আমাকে বুঝতে চেষ্টা কর," অব্‌লন্‌স্কি বলল; হাতটা বাড়িয়ে আবার সে কারেনিনকে স্পর্শ করল, যেন স্পর্শ করলেই সে তাকে নরম করতে পারবে। "আমি শুধু একটি কথাই বলছি: তার অবস্থা অসহ্য, আর কোন ভাবে নিজের ক্ষতি না করেও একমাত্র তুমিই পার তাকে স্বস্তি দিতে। এমনভাবে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব যে তুমি টেরও পাবে না। যাই বল, তুমি তো কথা দিয়েছিলে।"

"কথা দিয়েছিলাম আগে। কিন্তু আমাকে এই কথাই বোঝানো হয়েছে যে আমার ছেলের দখলের সমস্যা নিয়ে সে ব্যাপার মিটে গেছে। তাছাড়া, আমি আশা করেছিলাম, আন্না আর্কাদিয়েভ্‌না যথেষ্ট উদারতা দেখাবে···
কারেনিনের মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠল; তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল; আর কোন কথাই সে উচ্চারণ করতে পারল না।

"তোমার উদারতার উপরেই সে সব কিছু ছেড়ে দিয়েছে। সে ভিক্ষা চাইছে, তোমাকে মিনতি করছে, মাত্র একটি কাজ তুমি কর: যে অসহনীয় অবস্থার মধ্যে সে আছে তা থেকে তাকে উদ্ধার কর। এখন সে আর ছেলেকে চায় না। আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ, তোমার তো দয়ার হৃদয়। একবার তার অবস্থায় এসে দাঁড়াও। তার কাছে, তার অবস্থায়, বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্ন তো জীবন-মরণের প্রশ্ন। তুমি যদি আগে তাকে কথা না দিতে তাহলে সে হয় তো এই অবস্থার সঙ্গেই নিজেকে মানিয়ে নিত, গ্রামে গিয়ে বাস করত। কিন্তু তুমি কথা দিয়েছিলে, আর সেও তোমাকে চিঠি লিখেছে, মস্কোতে এসেছে। আর এখানে এই মস্কোতে এক একজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আর একটা করে ছুরি বিঁধছে তার বুকে। এইভাবে আজ ছ'মাস

ধরে সে অপেক্ষা করে আছে, প্রতিটি দিন আশা করছে একটা সিদ্ধান্ত জানতে পারবে। এ যেন একটা লোককে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে মাসের পর মাস রেখে দেওয়া—এই বলা হচ্ছে তোমার মৃত্যু হবে, আবার কখনও বলা হচ্ছে তোমাকে ক্ষমা করা হল। দয়া করে তাকে করুণা কর, আর সব ব্যবস্থা করতে আমি রাজী আছি।"

কারেনিন বলে উঠল, "সে কথা তো নয়।···কিন্তু আমি হয় তো এমন কথা দিয়েছিলাম যে কথা দেবার অধিকার আমার ছিল না।"

"তাহলে তোমার কথা তুমি ফিরিয়ে নিচ্ছ?"

"যেটা সম্ভব বলে মনে করি সে কাজ করতে আমি কখনও পিছ-পা হই না; কিন্তু এই কথা রাখা আমার পক্ষে সম্ভব কি না সেটা ভেবে দেখবার জন্য আমার কিছু সময় তো চাই।"

লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "না, না আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ, এ কথা আমি বিশ্বাস করতে চাই না। তার চাইতে হতভাগিনী নারী কেউ নেই, অথচ তুমি কি না তার প্রতি···"

"কিন্তু আমি তো ধর্মে বিশ্বাস করি, তাই খৃষ্টীয় নীতিকে তো লংঘন করতে পারি না, বিশেষত এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে।"

"কিন্তু আমি যতদূর জানি, সর্বত্র—এখানেও—খৃস্টানরা বিবাহ-বিচ্ছেদকে স্বীকার করে থাকে," অব্‌লন্‌স্কি বলল। "আমাদের গির্জাও বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি দেয়। আর আমরা দেখি—"

"অনুমতি দেয়, কিন্তু সে অর্থে নয়।"

"আমি তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ," একটু চুপ করে থেকে অব্‌লন্‌স্কি বলল। "এই তুমিই কি একদিন তার সব কিছু ক্ষমা কর নি? আমরাই কি একদিন তোমার উদারতায় মুগ্ধ হই নি; আর তুমিই কি খৃষ্টীয় মনোভাবের বশবর্তী হয়ে একদিন সব কিছু ত্যাগ করতে চেয়েছিলে না? তুমি নিজেই তো বলেছিলে, 'কেউ যদি তোমার কোটটা নেয়, তাকে তোমার আলখাল্লাটাও দিয়ে দাও,' আর আজ—"

"আমি বলছি, তুমি কথা বলা বন্ধ কর; কথা থামাও, থামাও!" অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে কারেনিন আর্তকণ্ঠে বলে উঠল। তার মুখ সাদা হয়ে গেছে, নীচের ঠোঁটটা কাঁপছে।

"আঃ, কিন্তু···ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাকে যদি কষ্ট দিয়ে থাকি, সেজন্য আমাকে ক্ষমা কর," বিব্রতভাবে একটু হেসে হাতটা বাড়িয়ে অব্‌-লন্‌স্কি বলল। "আসলে, আমি তো দূত হয়ে এসেছি। আমাকে যা বলতে বলা হয়েছিল তাই বলেছি।"

কারেনিন তার হাতে হাত রেখে এক মিনিট কি ভাবল, তারপর বলল:

"বিষয়টা নিয়ে ভেবে একটা পথ খুঁজে বার করব। আগামী পরশু

তোমাকে আমার চূড়ান্ত জবাব জানিয়ে দেব।" যেন একটা কোন উদ্দেশ্য নিয়েই সে কথাগুলি বলল।

॥ ১৯ ॥

অব্‌লন্‌স্কি উঠতে যাচ্ছে এমন সময় কর্ণেই এসে বলল :

"সের্গেই আলেক্সেয়িচ স্যার।"

অব্‌লন্‌স্কি প্রায় বলে ফেলেছিল, কে সের্গেই আলেক্সেয়িচ, এমন সময় তার মনে পড়ে গেল।

"ওহো, সের্গেই!" সে বলল। "আমি ভেবেছিলাম সের্গেই আলেক্সেয়িচ নিদেনপক্ষে একজন বিভাগীয় ডিরেক্টর তো হবেই।" তার মনে পড়ল, আন্না তাকে বলেছিল তার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। বিদায় নেবার সময় তার সেই ভীরু বেদনামাখা চাউনি তার মনে পড়ল। সে বলেছিল :

"তার সঙ্গে অবশ্য দেখা করো। তার সব কথা জেনে এসো,—সে কোথায় থাকে, কারা তার দেখাশোনা করে। আর হ্যাঁ, স্তেভ্‌, সম্ভব হলে··· ! তুমি কি মনে কর সেটা সম্ভব?" অব্‌লন্‌স্কি বুঝেছিল "সম্ভব হলে" কথার অর্থ কি এমনভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা কি সম্ভব যাতে ছেলেকে সে ফিরে পেতে পারে। এখন সে বুঝতে পারছে, সে কথা ভেবে কোন লাভ নেই। কিন্তু ভাগ্নেকে দেখে সে খুসি হল।

কারেনিন শ্যালককে স্মরণ করিয়ে দিল যে কেউ কখনও তার ছেলের কাছে মায়ের কথা তোলে না, আর অব্‌লন্‌স্কিও যেন তার কথা না বলে।

কারেনিন বলল, "মায়ের সঙ্গে সেই দেখার পরেই সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তার জীবনের আশংকা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা ও গ্রীষ্মকালে সমুদ্র-স্নানের ফলে সে সেরে উঠেছে; এখন ডাক্তারের পরামর্শে আবার তাকে স্কুলে দিয়েছি। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশায়ই ভাল ফল হয়েছে; এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে, আর পড়াশুনাও ভালভাবে করছে।"

"আঃ, কী সুন্দর ছেলে! এখন আর সের্গেই নেই, একেবারে পুরো-দস্তুর সের্গেই আলেক্সেয়িচ!" নীল কুর্তা ও লম্বা ট্রাউজার পরা একটি চওড়া-কাঁধ সুদর্শন বালককে অসংকোচে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকতে দেখে অব্‌লন্‌স্কি হেসে বলল। তাকে বেশ স্বাস্থ্যবান ও সুখী দেখাচ্ছে। একজন অপরিচিত লোক ভেবেই সে মামাকে অভিবাদন করল, কিন্তু তাকে চিনতে পেরেই মুখটা লাল করে এমনভাবে সরে গেল যেন কেউ তাকে আঘাত করেছে, তাকে রাগিয়ে দিয়েছে। বাবার কাছে গিয়ে স্কুলে সে কি নম্বর পেয়েছে তার একটা প্রতিবেদন তার হাতে দিল।

বাবা বলল, "বেশ ভাল। তুমি যেতে পার।"

"বেশ বড় হয়ে গেছে; একটু শুকিয়ে গেছে; সত্যিকারের বালক হয়ে উঠেছে, আর শিশুটি নেই। খুব ভাল," অব্‌লন্‌স্কি বলল। "আমার কথা তোমার মনে আছে?"

ছেলেটি কটাক্ষে বাবার দিকে তাকাল।

"তোমার কথা আমার মনে আছে মামু," বলেই সে মুখটা নামিয়ে নিল।

মামা তাকে কাছে ডেকে হাতটা ধরল।

"তারপর কেমন চলছে?" কি যে বলবে বুঝতে না পেরে শুধু কথা বলার আগ্রহেই অব্‌লন্‌স্কি বলল।

ছেলেটির মুখ লাল হয়ে উঠল; কোন জবাব দিল না; সাবধানে হাতটা সরিয়ে নিল। অব্‌লন্‌স্কি তার হাতটা ছেড়ে দিতেই সে বাবার দিকে একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল, আর তারপরেই ছাড়া-পাওয়া পাখির মত ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সের্গেই তার মাকে শেষ দেখবার পরে একটা বছর কেটে গেছে। এই এক বছরের মধ্যে কারও মুখে সে তার মায়ের কথা একবারও শোনে নি। সেই বছরই তাকে স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর সেখানে সে শুধু সহপাঠীদেরই জেনেছে, তাদেরকেই ভালবেসেছে। মায়ের যে স্বপ্ন ও স্মৃতির ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সেটা আর কখনও তার মনে আসে নি। যদি কখনও তারা দেখা দিত তাহলে সে জোর করে সে স্বপ্ন ও স্মৃতিকে মন থেকে তাড়িয়ে দিত; এগুলোকে সে মেয়েদের উপযুক্ত লজ্জাকর মনোভাব বলেই মনে করত; যে ছেলের সঙ্গী শুধু ছেলেরা এ সব মনোভাব তার উপযুক্ত নয়। সে জানত, তার বাবা ও মার মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, তারা আলাদা হয়ে গেছে, আর তাকে তার বাবার কাছেই থাকতে হবে, কাজেই সেই অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতেই সে সাধ্যমত চেষ্টা করেছে।

এই মামাকে দেখে তার ভাল লাগে নি, কারণ সে তার মায়ের মতই দেখতে, আর তাকে দেখে সেই সব লজ্জাকর স্মৃতিই তার মনে পড়ে গেছে। সে বিশেষ করে অসন্তুষ্ট হয়েছে এই জন্য যে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মামা ও বাবার কথা-কাটাকাটি সে শুনতে পেয়েছে, ঘরে ঢুকে তাদের মুখের ভাবও সে লক্ষ্য করেছে, আর তার থেকেই সে বুঝতে পেরেছে যে তারা তার মায়ের কথাই বলছিল। বাবার দোষ সে দেখতে চায় না, কারণ বাবার কাছেই সে থাকে, তার উপরেই সে নির্ভর করে; তাই যেহেতু মামা তার মনের শান্তি নষ্ট করতে এসেছে তাই সে তার দিকে তাকাতেই চায় না।

তথাপি অব্‌লন্‌স্কি যখন তার পিছন পিছন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়িতে তাকে দেখতে পেয়ে কাছে ডাকল এবং পড়াশুনার ফাঁকে ছেলেদের

নিয়ে সে কেমন মজা করে তা জানতে চাইল, তখন বাবার অনুপস্থিতিতে তার সঙ্গে কথা বলতে তার মন্দ লাগল না।

সে জবাব দিল, "এখন আমরা রেল-রেল খেলি। খেলাটা এই ভাবে হয়: দুটি ছেলে বেঞ্চিতে বসে—তারা যাত্রী—আর একজন তার উপর দাঁড়ায়। বাকি সকলে সেটাকে টানতে থাকে। সে কাজটা তুমি হাত দিয়েও করতে পার, আবার বেল্ট দিয়েও করতে পার। এইভাবে সবগুলো ঘরেই আমরা গাড়ি চালাই। প্রথমেই দরজাগুলো খুলি। কণ্ডাক্টরের পক্ষে কাজটা কিন্তু সোজা নয় তা তোমাকে বলে দিচ্ছি!"

"আর যে ছেলেটা দাঁড়িয়ে থাকে?" অব্‌লন্‌স্কি হেসে প্রশ্ন করল।

"উঁ-হু, তাকে খুব তাড়াতাড়ি করতে হয়, বিশেষ করে ট্রেনটা যখন হঠাৎ থেমে পড়ে বা কেউ পড়ে যায়।"

"ব্যাপারটা তো খুব গুরুতর দেখছি," তার মায়ের মতই সজীব চোখ দুটির দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অব্‌লন্‌স্কি বলল। আন্নার কথা তাকে বলবে না—কারেনিনকে এই কথা দেওয়া সত্ত্বেও অব্‌লন্‌স্কি তা না বলে পারল না।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "তোমার মাকে মনে পড়ে?"

"না, পড়ে না," সের্গেই সাফ জবাব দিল; তার ভুরু কুঁচকে গেল, মুখ লাল হয়ে উঠল। মামা অনেক চেষ্টা করেও তার মুখ থেকে আর একটা কথাও বের করতে পারল না।

আধ ঘণ্টা পরে তার গৃহ-শিক্ষক দেখতে পেল সে সিঁড়ির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে; সে কাঁদছে না চোখ মুছছে ঠিক বুঝতে পারল না।

"পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছ বুঝি?" সে জিজ্ঞাসা করল। "তোমাকে তো আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম যে ও খেলাটা বিপজ্জনক। আমি প্রধান শিক্ষককে বলব।"

"আঘাত পেলে সে কথা কেউ জানতে পারত না, সে কথা আপনাকে জোর দিয়েই বলতে পারি।"

"তাহলে হয়েছে কি?"

"আমাকে একা থাকতে দিন! মনে পড়ে কি না। তাতে তার কি দরকার? কেন আমি মনে রাখব? আমাকে একা থাকতে দিন!" তার গৃহ-শিক্ষককে নয়, সারা জগৎকে শুনিয়ে সে কথাগুলি বলল।

॥ ২০ ॥

সেণ্ট পিতার্সবুর্গে এসে অব্‌লন্‌স্কি যথারীতি এতটুকু সময় নষ্ট করল না। বোনের বিবাহ-বিচ্ছেদ ও নিজের কাজকর্ম ছাড়াও মস্কোর ভারী বাতাসে শ্বাস টানবার পরে এখানে এসে যথাপূর্ব সে নিজেকে বেশ চাঙ্গা করে তুলল।

যতই কাফে ও অমনিবাস থাকুক, আসলে মস্কো একটা বদ্ধ জলাভূমি। সে সম্পর্কে অব্‌লন্‌স্কি সর্বদাই সচেতন। মস্কোতে, বিশেষ করে নিজের পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে, তার মন-মেজাজ একেবারেই খিঁচড়ে যায়। বাইরে কোথাও বেড়াতে না বেরিয়ে সে যদি দীর্ঘ দিন সেখানে কাটায়, তাহলে স্ত্রীর বদ্‌মেজাজ ও ছিঁচকেপনা, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও লালন-পালন, আর আপিসের ছোটখাট কাজ নিয়ে সে একেবারে হাঁপিয়ে ওঠে। ধার-কর্জ নিয়ে দুশ্চিন্তা তো আছেই। এই সব চিন্তা-ভাবনাকে আগুনে মোমের মত গলিয়ে ফেলতে তাকে মাঝে মাঝেই সেণ্ট পিতার্সবুর্গে যেতে হয়, সেই সব পুরনো মহলে মিশতে হয় যেখানে সে বেঁচে থাকে, মস্কোর মত শুধু টিকে থাকে না।

তার স্ত্রী? আজই প্রিন্স চেচেন্‌স্কির সঙ্গে তার কথা হয়েছে। প্রিন্স চেচেন্‌স্কির স্ত্রী আছে, পরিবার আছে, বড় বড় ছেলেরা "কোর অব পেজেস"-এ ভর্তি হয়েছে, আবার আর একটা অবৈধ পরিবারও তার আছে, সেখানেও ছেলেমেয়ে আছে। তার প্রথম পরিবারটি চমৎকার, তাহলেও দ্বিতীয় পরিপরিবারেই সে আরও বেশী সুখে থাকে। বড় ছেলেকে নিয়ে সে দ্বিতীয় পরিবারে বেড়াতে গিয়েছিল; অব্‌লন্‌স্কিকে সেই বলেছে যে, এটা তার ছেলের পক্ষে কল্যাণকর, এতে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ঘটে। মস্কোতে হলে এটাকে তারা কি মনে করত?

তার ছেলেমেয়েরা? সেণ্ট পিতার্সবুর্গে ছেলেমেয়েরা বাবা-মাকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। লেখাপড়ার জন্য ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়; ল্‌ভভ্‌-এর মত কারও মনেই এই অযৌক্তিক ধারণা নেই যে ছেলেমেয়েরা জীবনের সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে, আর তাদের বাবা-মার কপালে জুটবে শুধু কাজ আর দুশ্চিন্তা। এখানে সকলেই বোঝে যে প্রত্যেকেরই উচিত নিজের জন্য বাঁচা, আর শিক্ষিত লোকের পক্ষে সেটাই তো জীবনের একমাত্র পথ।

তার কাজ? মস্কোতে যে ভারী, আশাহীন কাজের জোয়াল তাকে বয়ে বেড়াতে হয় এখানে কাজ সেরকম নয়; এখানে কাজের মধ্যে রস আছে। দেখা-সাক্ষাৎ, সুযোগ-সুবিধা, ভাল ভাল বুলি,' চুটকি বলার সময় অপরের নকল করবার ক্ষমতা—এ সব থাকলে আর তাকে ঠেকায় কে! এই তো আগের দিন ব্রিয়ান্ত্‌সেভ-এর সঙ্গে অব্‌লন্‌স্কির দেখা হল; সে তো এখন একজন কেউ-কেটা লোক।

কিন্তু যে জিনিসটা অব্‌লন্‌স্কির সব চাইতে ভাল লেগেছে সেটা হল আর্থিক ব্যাপারে সেণ্ট পিতার্সবুর্গের মনোভাব। বার্ত্‌নিয়ান্‌স্কির হালচাল দেখে তো মনে হয় সে বছরে অন্তত পক্ষে পঞ্চাশ হাজার খরচ করে।

ডিনারের পরে কথাপ্রসঙ্গে অব্‌লন্‌স্কি বলেছিল:

"আমার বিশ্বাস, তুমি মর্দ্‌ভিন্‌স্কির একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমার জন্য

যদি তাকে দু'একটা কথা বল তাহলে বড় ভাল হয়। একটা চাকরি পেলে আমার বড় উপকার হয় : দক্ষিণ রেলওয়ে ও ব্যাংকের—"

"ও সব কথা রাখ ; অত কথা আমার মনে থাকবে না। কিন্তু ঐ সব ইহুদি ও তাদের রেলওয়ের সঙ্গে তুমি কেন নিজেকে জড়াতে চাইছ ? আমার কথা যদি শোন তো বলি, খুব নোংরা।"

"আমি আর পারছি না ; বেঁচে থাকবার মত সংস্থানও নেই।"

"আরে, বেঁচে তো আছ, না কি ?"

"তা আছি, তবে ঋণে ডুবে আছি।"

"সত্যি ? কত ?" বার্তনিয়ান্স্কি সহানুভূতির সঙ্গে জানতে চাইল।

"সে অনেক। প্রায় বিশ হাজার।"

বার্তনিয়ান্স্কি হো হো করে হেসে উঠল।

বলল, "আরে, তুমি তো ভাগ্যবান। আমার ঋণ তো পনের লাখের মত ; অথচ বিষয়-সম্পত্তি তো লবডংকা। অথচ দেখতেই পাচ্ছ, কেমন বহাল তবিয়তে চালিয়ে যাচ্ছি।"

শুধু কথা শুনে নয়, চারদিকে সব কিছু দেখে শুনেই অব্‌লন্‌স্কি এ ব্যাপারটা বিশ্বাস করেছে। ঝিয়াকভ্‌ ত্রিশ হাজার ধার করেছে কিন্তু একটা পয়সাও তার সম্বল নেই, অথচ সে তো বেঁচে আছে, বেশ ভালভাবেই বেঁচে আছে। কাউন্ট ক্রিভ্‌ৎসভ্‌ তো অনেক আগেই লাটে উঠেছে, অথচ সেও দু'জন রক্ষিতা রেখেছে। পেত্রভ্‌স্কি তো পঞ্চাশ লাখের গাড্ডায় পড়েছে, কিন্তু জীবনযাত্রার ধারা একটুও পাল্টায় নি, এবং আর্থিক জগতে এমন একটা বড় পদে বসে আছে যার জন্য বছরে মাইনে পায় বিশ হাজার।

এ সব ছাড়াও সেন্ট পিতার্সবুর্গে এসে অব্‌লন্‌স্কির শরীরও ভাল হয়েছে। এখানে এসে তার বয়সই কমে গেছে। মস্কো থাকতে মাথার চুলে পাক ধরেছে, ডিনারের পরেই ঘুম পেয়ে যেত, সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উঠতেও হাঁপ ধরত, তরুণীদের সঙ্গে কেমন অস্বস্তি বোধ করত ; আর বল-নাচ তো ছেড়েই দিয়েছিল। সেন্ট পিতার্সবুর্গ তার ঘাড় থেকে দশটা বছর নামিয়ে দিয়েছে।

বিদেশ থেকে ফিরে এসে তার ষাট বছর বয়সের দাদা প্রিন্স পিয়তর অব্‌-লন্‌স্কি যে রকমটা বলেছিল, সেন্ট পিতার্সবুর্গে অব্‌লন্‌স্কিরও সেই রকমই লাগছে।

পিয়তর অব্‌লন্‌স্কি বলেছিল, "কেমন করে বাঁচতে হয় তাই আমরা এখানে জানি না। তুমি কি বিশ্বাস করবে ?—গ্রীষ্মকালটা তো বাদেন-এ কাটালাম, আর জোভ্‌, সাক্ষী, নিজেকে যুবক বলে মনে হতে লাগল ! কোন সুন্দরী তরুণীকে দেখলেই মনে হত···মানে··হুম ! ডিনারের সঙ্গে এক ফোঁটা খেতাম, আর শরীরটা বেহালার মত চাঙ্গা হয়ে উঠত। রাশিয়াতে ফিরে এলাম, স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল—গ্রামে গিয়ে আর কি—বাস, পক্ষ কালের মধ্যেই

ড্রেসিং-গাউনের মধ্যে ফিরে গেলাম, ডিনারের সময় পোশাক বদলানোও ছেড়ে দিলাম। আর তরুণীদের চিন্তা!...বুড়ো মানুষের যা হয় আর কি। আত্মার মুক্তির চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই রইল না। প্যারিতে গেলাম—আবার সব ঠিক হয়ে গেল!"

অব্‌লন্‌স্কির অবস্থাও পিয়তর-এর মতই। মস্কোতে তার এমন অবস্থা দাঁড়াল যে আর কিছুদিন থাকলে সেও আত্মা-ও-মুক্তির স্তরেই পৌঁছে যেত। কিন্তু যেই সেণ্ট পিতার্সবুর্গে এল অমনি নতুন করে পাখনা গজাল।

প্রিন্সেস বেৎসি ত্বের্‌স্কায়া ও অব্‌লন্‌স্কির মধ্যে সম্পর্কটা অনেক দিনের এবং বিশেষ ধরনের। অব্‌লন্‌স্কি মনের সুখে তার সঙ্গে ঢলাঢলি করে এবং মনের সুখেই অশোভন মন্তব্যও করে; সে জানে এ সবই প্রিন্সেসের ভাল লাগে। কারেনিনের সঙ্গে আলোচনার পর দিনই সে প্রিন্সেসের সঙ্গে দেখা করতে গেল, আর তার যৌবন এমনই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল যে ঢলাঢলিটা বড় বেশী দূর এগিয়ে গেল এবং এমন একটা গাড্ডায় পড়ে গেল যে সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়াই শক্ত হয়ে উঠল। এই অবস্থায় প্রিন্সেস মিয়াকায়া এসে পড়ায় তাদের দহরম-মহরমে ভাঁটা পড়ল।

তাকে দেখেই প্রিন্সেস মিয়াকায়া চেঁচিয়ে বলে উঠল, "এই যে, আপনি এখানে! আপনার বেচারি বোনটি কেমন আছে? ওভাবে আমার দিকে তাকাবেন না। তার চাইতে শতগুণ খারাপ যারা তারাও যেদিন থেকে তার পিছনে লেগেছে সেদিনই আমার ধারণা হয়েছে যে সে প্রশংসনীয় আচরণই করেছে। সে যে সেণ্ট পিতার্সবুর্গে এসেছে একথা ভ্রন্‌স্কি আমাকে জানায় নি বলে তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। আমি অবশ্য তার সঙ্গে দেখা করতাম। তাকে নিয়ে সব জায়গায় যেতাম। দয়া করে তাকে আমার ভালবাসা জানাবেন। এখন তার সব কথা আমাকে বলুন।"

"অবশ্য তার অবস্থা খুবই খারাপ," অব্‌লন্‌স্কি সরল মনেই বলতে শুরু করল; কিন্তু প্রিন্সেস মিয়াকায়া যথারীতি তার কথায় বাধা দিয়ে নিজেই কথা বলতে শুরু করে দিল।

"সে যা করেছে কেবল আমি ছাড়া আর সকলেই তাই করে; শুধু তারা করে লুকিয়ে, আর সে করেছে প্রকাশ্যে, বিনা ছলনায়; আর সে ঠিকই করেছে। আর সব চাইতে ভাল কাজ সে করেছে আপনার ঐ অপদার্থ ভগ্নিপতিটিকে ছেড়ে গিয়ে; একথা বলার জন্য আমাকে মাফ করবেন। সকলেই বলে সে কত চালাক, কত চালাক! শুধু আমিই বলেছি যে সে একটি বোকা! আর এখন যেই সে লিডিয়া আইভনভ্‌না ও সেই লাঁদো-র সঙ্গে হাত মিলিয়েছে অমনি সকলে স্বীকার করছে যে সে একটি বোকা; তাদের সঙ্গে দ্বিমত হতে পারলে আমি খুসি হতাম, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা অসম্ভব।

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "দয়া করে এর অর্থটা আমাকে বুঝিয়ে দিন তো। গত

কাল আমি বোনের হয়ে তার কাছ থেকে একটা চূড়ান্ত জবাব চেয়েছিলাম। জবাব না দিয়ে সে বলেছিল বিষয়টা নিয়ে আর একবার ভেবে দেখবে, আর আজ সকালে জবাবের বদলে পেয়েছি একটা নেমন্তন্ন—আজ সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে আমি যেন কাউণ্টেস লিডিয়া আইভনভ্নার সঙ্গে দেখা করি।”

প্রিন্সেস মিয়াকায়া খুসির স্বরে বলে উঠল, “তবেই বুঝুন। জবাব কি দেবে সেটাও তারা লাঁদোর কাছেই জেনে নেবে।”

“লাঁদো কেন? কে এই লাঁদো?”

“সে কি? বিখ্যাত জুলে লাঁদো, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী জুলে লাঁদোকে চেনেন না? আবার অপদার্থও বটে, তবে আপনার বোনের ভাগ্য তার উপরেই নির্ভর করছে। গাঁয়ে থাকার ওই তো ফল—কোন খবরই রাখেন না। এই লাঁদো ছিল প্যারির একটা দোকানের কর্মচারী। একদিন ডাক্তারের কাছে গিয়ে তার বসবার ঘরেই ঘুমিয়ে পড়ল, আর ঘুমের মধ্যেই অন্য রোগীদের ওষুধ বাৎলে দিতে লাগল। আশ্চর্য সব ওষুধ। উরি মেলে-দিন্স্কির অসুখ হল; তার স্ত্রী লাঁদোর কথা শুনে তাকে নিয়ে এল স্বামীর কাছে। এখনও চিকিৎসা চলছে। আমি যতদূর জানি, চিকিৎসায় কোন ফলই হয় নি, বেচারি আগের মতই দুর্বল আছে, কিন্তু লোকটির উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস; যেখানে যায় তাকে সঙ্গে নিয়ে যায়। রাশিয়াতেও নিয়ে এসেছে। এখানে সকলেই তার পায়ের উপর পড়ে আছে, আর সেও তাদের সকলের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে। কাউণ্টেস বেজুবভ্‌কে ভাল করে তোলায় তিনি তো খুসি হয়ে তাকেই গ্রহণ করেছেন।”

“গ্রহণ করেছেন?”

“হ্যাঁ গ্রহণ করেছেন। এখন আর সে লাঁদো নেই, সে কাউণ্ট বেজুবভ্‌। কিন্তু সেটা কথা নয়; লিডিয়া—লিডিয়াকে আমি ভালবাসি, কিন্তু এখন তার মাথাই ঘুরে গেছে—লিডিয়াও তার খপ্পরে পড়েছে; এখন তো সে বা কারেনিন কেউই লাঁদোর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজ না। তাই তো বলছি, আপনার বোনের ভাগ্য এখন লাঁদোর হাতে—অথবা বলা যায় কাউণ্ট বেজুবভ্‌-এর হাতে।”

॥ ২১ ॥

চমৎকার ডিনার খেয়ে, প্রচুর পরিমাণে ফরাসী মদ ‘কগ্‌নাক’ টেনে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরেই অব্‌লন্স্কি কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্নার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

কারেনিনের পরিচিত কোট ছাড়াও একটা সাদাসিধে অদ্ভুত কোট

দেখতে পেয়ে অব্‌লন্‌স্কি দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল, "কাউণ্টেসের কাছে কে এসেছে ?"

দরোয়ান গম্ভীর গলায় বলল, "আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিন ও কাউণ্ট বেজুবভ্‌।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অব্‌লন্‌স্কি ভাবল, প্রিন্সেস মিয়াকায়া ঠিকই বলেছে। খুব অদ্ভুত! কিন্তু মহিলাটিকে ভেজাতেই হবে। তার অনেক প্রভাব। সে যদি পমর্‌স্কিকে বলে দেয় তাহলেই কাজটা পাকা হয়ে যাবে।

বাইরে এখনও আলো আছে, কিন্তু কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নার ছোট বসবার ঘরটায় বাতি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে, কারণ জানালার পর্দাগুলো সবই নামানো।

গোল টেবিলটার উপর বাতি জ্বলছে। তার পাশে বসে কাউণ্টেস ও কারেনিন ধীরে ধীরে কথা বলছে। ছোটখাট চেহারার একটি লোক ঘরের অপর প্রান্তে বসে দেয়ালের প্রতিকৃতিগুলো দেখছে। তার পাছাটা মেয়েদের মত, পা দুটো হাঁটুর কাছে বাঁকা, পাণ্ডুর মুখখানি সুন্দর, উজ্জ্বল দুটি চোখের জন্য আরও ভাল দেখাচ্ছে, লম্বা চুল কোটের কলারের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। অব্‌লন্‌স্কি যখন বাড়ির কর্ত্রী ও কারেনিনকে সম্ভাষণ জানাল তখন সে লোকটিও নবাগতের দিকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে পারল না।

"মঁসিয়ে লাঁদো," কাউণ্টেস বলল। দু'জনকে পরিচয় করিয়ে দিল।

লাঁদো দ্রুত চারদিকে তাকিয়ে তার কাছে এগিয়ে গেল, একটু হাসল, তারপর নিজের ভিজে হাতটা অব্‌লন্‌স্কির হাতে রেখেই তৎক্ষণাৎ নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে প্রতিকৃতিতে মনোনিবেশ করল। কাউণ্টেস ও কারেনিন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করল।

অব্‌লন্‌স্কিকে কারেনিনের পাশে একটা আসন দেখিয়ে কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না বলল, "আপনাকে দেখে খুসি হলাম, বিশেষ করে আজকের দিনে।"

প্রথমে ফরাসী লোকটির দিকে ও পরে কারেনিনের দিকে তাকিয়ে সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "লাঁদো বলে ওর পরিচয় দিলাম, কিন্তু আসলে উনি কাউণ্ট বেজুবভ্‌, আর সে কথা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন। কিন্তু এই উপাধিটা ওর পছন্দ নয়।"

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "হ্যাঁ, আমি শুনেছি। লোকে বলে, কাউণ্টেস বেজুবভ্‌কে উনি সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলেছেন।"

কারেনিনের দিকে ফিরে কাউণ্টেস বলল, "সে তো আজও এখানে ছিল। এই বিচ্ছেদ তার পক্ষে ভয়ংকর। কী ভীষণ আঘাত!"

"উনি কি সত্যি চলে যাচ্ছেন?" কারেনিন শুধাল।

"হাঁা, প্যারিতে। গত কালই তিনি 'বাণী' পেয়েছেন," এবার অব্‌-লন্‌স্কির দিকে ফিরে কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না বলল।

"আহা, বাণী," অব্‌লন্‌স্কিও কথাটা উচ্চারণ করল; সে বুঝতে পেরেছে এই বসবার ঘরে তাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে, কারণ সেখানে অসাধারণ কিছু ঘটছে অথবা ঘটতে চলেছে—এমন কিছু যার হদিস সে এখনও পায় নি।

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর যেন আলোচনার সূত্রপাত করতেই কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না ঈষৎ হেসে অব্‌লন্‌স্কিকে বলল:

"আপনার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়; সে পরিচয় গভীরতর হওয়াতে আমি খুসি। কিন্তু বন্ধু হতে হলে তো আমাদের বন্ধুর আত্মার সম্পর্কে আমাদের অবহিত থাকতে হবে; আমার আশংকা হচ্ছে, আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচের প্রতি সে ব্যাপারে আপনি অবহেলা দেখিয়েছেন। আমি কি বলতে চাইছি তা বুঝতে পারছেন?" সুন্দর দুটি বিষন্ন চোখ তুলে অব্‌-লন্‌স্কির দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল।

"কিছুটা পারছি কাউণ্টেস; বুঝতে পারছি যে আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচের অবস্থা…" ব্যাপারটা ঠিক ধরতে না পেরে অব্‌লন্‌স্কিও অস্পষ্টভাবে বলতে শুরু করল।

কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না গম্ভীর হয়ে বলল, "বাইরে কিছু পরি-বর্তন হয় নি, পরিবর্তন ঘটেছে অন্তরের; একটা নতুন হৃদয় সে পেয়েছে; আমার আশংকা হচ্ছে, তার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে সেটা আপনি পুরো-পুরি বুঝতে পারছেন না।"

"পরিবর্তনের মূল লক্ষণগুলো ধরতে পারব বলেই মনে করি। আমরা দু'জন অনেকদিনের বন্ধু, আর এখনও…," অব্‌লন্‌স্কি বলল।

"তার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে কারও প্রতি তার ভালবাসা হ্রাস পায় নি; বরং সে পরিবর্তনকে, ভালবাসাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে! কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, আমার কথা আপনি বুঝতে পারছেন না। একটু চা খাবেন কি?" একটি পরিচারক ট্রে-তে করে চা নিয়ে এসেছে দেখে কাউণ্টেস জিজ্ঞাসা করল।

"সবটা বুঝতে পারছি না কাউণ্টেস। এ কথা বলাই বাহুল্য যে এই দুর্ভাগ্য—"

"সেই দুর্ভাগ্যই তার কাছে সেরা সৌভাগ্য হয়ে দেখা দিয়েছে, কারণ যে নতুন হৃদয় সে পেয়েছে তিনিই তাকে ভরে রেখেছেন," প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে অব্‌লন্‌স্কির দিকে তাকিয়ে কাউণ্টেস বলল।

"বুঝেছি কাউণ্টেস; কিন্তু এ ধরনের পরিবর্তন এতই একান্তভাবে ব্যক্তি-

গত যে অন্য কেউই, এমন কি কারও ঘনিষ্ঠতম বন্ধুও সে বিষয়ে কিছু বলতে সাহস করবে না।"

"ঠিক উল্টো! এ বিষয়ে আলোচনা করে পরস্পরকে সাহায্য করাই তো কর্তব্য।"

"সে তো নিঃসন্দেহে, কিন্তু মানুষের মনের গড়ণ এতই আলাদা"...মৃদু হেসে অব্‌লন্‌স্কি বলল।

"পবিত্র সত্যের প্রশ্নে কোন পার্থক্য থাকতে পারে না।"

"তা তো পারেই না," অস্বস্তির সঙ্গে কথাটা বলেই অব্‌লন্‌স্কি চুপ করে গেল। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে যে ধর্ম নিয়ে কথা হচ্ছে।

লিডিয়া আইভানভ্‌নার কাছে এগিয়ে এসে ফিস্‌ ফিস্‌ করে কারেনিন বলল, "মনে হচ্ছে উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

অব্‌লন্‌স্কি চারদিকে তাকাল। লাঁদো জানালার পাশে বসে আছে, মাথাটা ঢলে পড়েছে; চেয়ারের হাতলে ও পিঠে শরীরটা হেলান দেওয়া। সকলের দৃষ্টি তার উপর পড়েছে বুঝতে পেরে মাথাটা তুলে সে শিশুসুলভ হাসি হাসল।

কারেনিনের চেয়ারটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে লিডিয়া আইভানভ্‌না বলল, "ওর দিকে নজর দেবেন না। আমি লক্ষ্য করেছি—" কথার মাঝখানে পরিচারক একটা চিঠি এনে তাকে দিল। চিঠিটার উপর তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে, ক্ষমা চেয়ে অতি দ্রুত একটা জবাব লিখে দিয়ে আবার সে টেবিলে ফিরে এল। তারপর আগেকার কথার জের টেনে বলল, মস্কোর লোকদের মত, বিশেষ করে পুরুষদের মত, ধর্মের প্রতি উদাসীন লোক আর কোথাও নেই।"

অব্‌লন্‌স্কি আপত্তি জানিয়ে বলল, "না, না কাউন্টেস, আমার তো বিশ্বাস, মস্কোর লোকরা তাদের ধর্মবিশ্বাসের জন্য বিখ্যাত।"

শ্রান্ত হাসি হেসে কারেনিন বলল, "কিন্তু আমার তো মনে হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ তুমি স্বয়ং সেই উদাসীন দলেরই একজন।"

"উদাসীন হওয়া কেমন করে সম্ভব?" লিডিয়া আইভানভ্‌না বলল।

খুসি-করার হাসি হেসে অব্‌লন্‌স্কি বলল, "আমি যে উদাসীন তা ঠিক নয়, কিন্তু একটা প্রত্যাশার মধ্যে আছি। আমি মনে করি, এ সব কথা ভেবে দেখবার সময় আমার এখনও আসে নি।"

লিডিয়া আইভানভ্‌না ও কারেনিন দৃষ্টি-বিনিময় করল।

কারেনিন কঠিন গলায় বলল, "সময় এসেছে কি না তা আমরা জানতে পারি না। আমরা প্রস্তুত আছি কি না সেটাও আমরা স্থির করতে পারি না। পবিত্র আত্মা মানুষের বিচার-বিবেচনার বিষয় নয়; এমনও দেখা গেছে, যারা

তাঁকে চায় তাদের কাছে তিনি ধরা দেন না, আবার সল-এর মত যারা তাঁর আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত নয় তাদের কাছেই তিনি আসেন।"

লিডিয়া আইভানভ্না ফরাসী লোকটির দিকেই নজর রেখেছিল। সে বলল, "না, মনে হচ্ছে এখনও হয় নি।"

লাঁদো উঠে তাদের কাছে এল।

"আমি শুনতে পারি কি?" সে শুধাল।

লিডিয়া আইভানভ্না মমতাভরে বলল, "নিশ্চয় পারেন; আপনাকে বিরক্ত করতে চাই নি। এখানে আমাদের সঙ্গে বসুন।"

"আলো দেখতে হলে চোখ বন্ধ করা চলবে না," কারেনিন বলল।

"আহা, অন্তরের মধ্যে সর্বক্ষণ তাঁর উপস্থিতিকে অনুভবে কী যে আনন্দ পাই তা যদি জানতেন," বিহ্বল হাসির সঙ্গে কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্না বলল।

অব্লন্স্কি বলল, "কিন্তু কোন লোক তো এটাও বুঝতে পারে যে অতটা উঁচুতে উঠবার শক্তি তার নেই।"

"আপনি বলতে চান, তাদের পাপই এটা অসম্ভব করে তোলে, এই তো?" লিডিয়া আইভানভ্না বলল। "কিন্তু সে ধারণা ভুল। যাদের মনে বিশ্বাস আছে, তাদের কোন পাপ থাকতে পারে না। আমাদের সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে। মাফ করবেন," আর একটা চিঠি নিয়ে পরিচারককে আসতে দেখে সে বলল। এবারে সে মুখের কথায়ই জবাব দিল: "পত্র-বাহককে বলে দাও—কাল, গ্র্যাণ্ড ডাচেস্-এর বাড়িতে। না, সত্যিকারের বিশ্বাস যার আছে তার কোন পাপ নেই।"

একটা প্রবচন মনে পড়ায় অব্লন্স্কি বলল, "ঠিক, কর্মহীন বিশ্বাস তো মৃত।"

"যা বলেছেন, সেণ্ট জেমস-এর পত্র থেকে তো উদ্ধৃতিটা দিলেন," মাথা নেড়ে কারেনিন বলল। তারপর লিডিয়া আইভানভ্নার দিকে ফিরে বলল, "এই কথাটার ভুল ব্যাখ্যা কত ক্ষতিই না করে! এই ভুল ব্যাখ্যার মত অন্য কিছুই মানুষকে ধর্মবিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না। 'আমার কোন কাজ নেই, কাজেই বিশ্বাসও নেই,' কিন্তু এ ধরনের কথা কখনও বলা হয় না। আসলে বলা হয় ঠিক উল্টো কথাটি।"

লিডিয়া আইভানভ্না ঘৃণার সঙ্গে বলল, "প্রভুর জন্য কাজ করতে হবে, কাজ ও উপবাসের ভিতর দিয়ে মুক্তি অর্জন করতে হবে—এ সব কথা তো সন্ন্যাসীদের আবিষ্কার। এ কথা কোথাও বলা হয় নি। সব কিছুই আরও সরল, আরও সহজ।"

তার কথা সমর্থন করে কারেনিন বলে উঠল, খৃস্ট নিজে দুঃখ সয়ে আমাদের উদ্ধার করেছেন। বিশ্বাসেই আমাদের মুক্তি।"

কারেনিনের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার থেকে একটা বই তুলে নিয়ে কাউণ্টেস অব্‌লন্‌স্কিকে বলল, " 'নিরাপদ ও সুখী' অথবা 'ডানার আশ্রয়ে' থেকে আপনাকে কিছুটা পড়ে শোনাতে চাই। খুব অল্প খানিকটা। কি ভাবে বিশ্বাস লাভ করা যায় আর তার ফলে আত্মাকে এনে দেয় পার্থিব সুখের চাইতে অনেক বড় সুখ—তারই বিবরণ।"…

অব্‌লন্‌স্কি সভয়ে চিন্তা করল, আজ কিছু না চাইতে এলেই ভাল ছিল। এখন এই গাড্ডায় না পড়ে পালাতে পারলে বাঁচি।

কাউণ্টেস লাঁদোকে বলল, "আপনি তো ইংরেজী জানেন না, আপনার শুনতে ভাল লাগবে না। তবে খুবই ছোট বিবরণ।"

"আমি বুঝতে পারব," হেসে কথাটি বলে সে চোখ বুজল।

কারেনিন ও লিডিয়া আইভানভ্‌না অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। পড়া শুরু হল।

॥ ২২ ॥

সেই সন্ধ্যায় যে সব বিস্ময়কর কথা সে শুনল তাতে অব্‌লন্‌স্কি সম্পূর্ণ বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সেণ্ট পিতার্সবুর্গের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য সব সময়ই তাকে উদীপ্ত করে, মস্কোর জড়তা থেকে তাকে মুক্তি দেয়। কিন্তু এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যে অভিজ্ঞতা তার হল তা তাকে বিচলিত, বিভ্রান্ত ও বজ্রাহত করে ফেলল। কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নার পাঠ শুনতে শুনতে, আর সারাক্ষণই লাঁদোর চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে—সরল দৃষ্টিতে না শয়তানী দৃষ্টিতে তাও সে সঠিক বুঝতে পারে নি—এই অনুভূতিতে তার মাথাটা সিসের মত ভারী হয়ে উঠল।

কত রকমের চিন্তাই না তার মনের মধ্যে ভাসতে লাগল: সন্তান মরে যাওয়াতে মারিয়া সানিনা খুসি হল…এই সময় একটা সিগারেট পেলে হত… উদ্ধার পেতে হলে বিশ্বাস থাকা চাই; সে বিশ্বাস কেমন করে আসবে তা সন্ন্যাসীরা জানে না, জানে প্রিন্সেস লিডিয়া আইভানভ্‌না…আমার মাথাটা এত ভারী লাগছে কেন? 'কগ্‌নাক' খেয়েছি বলে, না এই সব ভূতুড়ে কথা শুনে?…এ সব আজে-বাজে কি সে পড়ছে? তার ইংরেজী উচ্চারণটা সুন্দর।…লাঁদো-বেজুব্‌ভ কেন? হঠাৎ অব্‌লন্‌স্কির মনে হল একটা হাই উঠে তার চোয়াল ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। হাইটা চাপা দেবার জন্য সে জুলফিতে হাত ঘষল, নড়েচড়ে বসল। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল, তার ঘুম আসছে, এখনই নাক ডাকবে। "ঘুমিয়ে পড়েছেন," কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌নার মুখের কথায় তার সম্বিৎ ফিরে এল।

সে ধরা পড়ে গেছে, এই ভয়ে অব্‌লন্‌স্কি উঠে বসল। কিন্তু অচিরেই তার সে ভয় কেটে গেল ; সে বুঝতে পারল "ঘুমিয়ে পড়েছেন" কথাটা তাকে বলা হয় নি, বলা হয়েছে লঁাদোকে। ফরাসী লোকটিও তার মতই ঘুমিয়ে পড়েছে। অব্‌লন্‌স্কি জানে, সে ঘুমিয়ে পড়লে এরা অসন্তুষ্ট হত, কিন্তু ওঁর বেলায় এরা খুসি হয়েছে।

"বন্ধু আমার," লিডিয়া আইভানভ্‌না অস্ফুট স্বরে বলল। যাতে কোন রকম শব্দ না হয় সে জন্য গাউনের ভাঁজগুলোকে খুব সাবধানে ধরে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, আর উত্তেজনাবশে কারেনিনকে আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ বলে না ডেকে ডাকল 'বন্ধু আমার' বলে। এই সময় পরিচারক ঘরে ঢুকলে সে বলে উঠল, "শ-স্‌-স্‌! কারও সঙ্গে আমি দেখা করব না।"

ফরাসী লোকটি ঘুমিয়ে পড়েছে, অথবা চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে আছে ; ভিজে হাতটা রেখেছে হাঁটুর উপরে। কারেনিন খুব সাবধানে তার কাছে গিয়ে লোকটির হাতের উপর হাত রাখল। অব্‌লন্‌স্কিও উঠে পড়ল ; লোকটি সত্যি ঘুমিয়ে আছে কিনা জানবার জন্য হাঁ করে তাকিয়ে রইল—একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে। না, সে ঘুমোয় নি। অব্‌লন্‌স্কির মাথাটা আরও ভারী বোধ হতে লাগল।

চোখ না মেলেই ফরাসী লোকটি ফরাসী ভাষায় বিড় বিড় করে কি যেন বলে উঠল। কারেনিন ফরাসীতেই তার জবাব দিল। লোকটি আবার কি যেন বিড় বিড় করল। কারেনিন আবার জবাব দিল।

অব্‌লন্‌স্কি এটুকু অন্তত বুঝতে পারল সে লোকটি তাকেই ঘর থেকে চলে যেতে বলছে। লিডিয়া আইভানভ্‌নার কাছে কি চাইতে এসেছিল তা সে ভুলে গেল ; ভুলে গেল বোনের কাজের কথা ; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঘরটা থেকে পালাবার একটিমাত্র বাসনায় তাড়নায় সে পা টিপে টিপে দরজার কাছে পৌছেই এক দৌড়ে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ল, যেন কোন প্লেগাক্রান্ত বাড়ি থেকে পালাচ্ছে। একটা ভাড়াটে গাড়িতে চেপে মনের সমতা ফিরিয়ে আনবার জন্য কোচয়ানের সঙ্গেই ঠাট্টা-তামাসা শুরু করে দিল।

সে ফরাসী থিয়েটারে গিয়ে পৌছল একেবারে শেষ অংকের সময়। সেখান থেকে শ্যাম্পেন খেতে ঢুকল একটা তাতার সরাইখানায়। সারাক্ষণই তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। সারাটা সন্ধ্যা সে যেন আর নিজের মধ্যেই ছিল না।

পিয়তর অব্‌লন্‌স্কির বাড়িতে ফিরে গিয়ে প্রিন্সেস বেৎসির একটা চিঠি পেল ; সে তাকে পর দিন যেতে লিখেছে। চিঠি পড়া শেষ হতে না হতেই সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল।

অব্‌লন্‌স্কি বাইরে গিয়ে দেখতে পেল তার নবযুবক ভাই পিয়তরকে। এত মদ টেনেছে যে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই পারছে না। স্তেভ্‌-এর গলা জড়িয়ে

ধরে তার সঙ্গেই কোন রকমে ঘরে গিয়ে ঢুকল।' সন্ধ্যাটা কিভাবে কাটিয়েছে সেই গল্প বলতে বলতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

অব্‌লন্‌স্কির মন-মেজাজ ভাল নেই। এ রকমটা তার বড় একটা হয় না। তার ঘুম এল না। সব কথা মনে করে বিতৃষ্ণায় অন্তরটা ভরে গেল।

পরদিন সে কারেনিনের কাছ থেকে স্পষ্ট জবাব পেল, আন্নাকে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি সে দেবে না। অব্‌লন্‌স্কির মনে হল, আসল বা নকল "ভর" এর মধ্যে ফরাসী লোকটি তাদের যা বলেছিল তার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

॥ ২৩ ॥

পরিবার সম্পর্কিত বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে হয় সম্পূর্ণ অমিল আর না হয় তো ভালবাসাপূর্ণ মিল থাকতে হবে। তাদের সম্পর্কের মধ্যে যখন দুটোর কোনটাই থাকে না, থাকে শুধু অনিশ্চয়তা, সেখানে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই নেওয়া যায় না।

অনেক পরিবারই যে বছরের পর বছর স্বামী ও স্ত্রী দু'জনের পক্ষেই ঘৃণ্য অবস্থার মধ্যে বাস করে তার একমাত্র কারণ তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ মিল বা পরিপূর্ণ অমিল কোনটাই থাকে না।

যে সময় বসন্তকালীন রোদের মনোরম উষ্ণতার পরিবর্তে নেমে এল গ্রীষ্মের উত্তাপ, যখন রাজপথের দু'পাশের গাছের পাতা ধুলোয় ঢেকে গেছে, তখন ভ্রন্‌স্কি ও আন্না দু'জনের কাছেই মস্কোর গরম ও ধুলো অসহ্য হয়ে উঠল; তখনও যে তারা গ্রামে ফিরে না গিয়ে বিরক্তিকর মস্কোতেই বাস করতে লাগল তার একমাত্র কারণ তাদের মধ্যে তখন আর মনের মিল ছিল না।···

একদিন সন্ধ্যার দিকে আন্না একাকি ভ্রন্‌স্কির পড়ার ঘরে পায়চারি করছিল; অবিবাহিতদের ডিনার থেকে কখন সে ফিরবে তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। আগের দিন তাদের মধ্যে যে ঝগড়াটা হয়ে গেছে হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে সেই কথাটা নিয়েই নাড়াচাড়া করছিল। এ রকম একটা নির্দোষ সাধারণ ব্যাপার নিয়ে যে একটা ঝগড়া হতে পারে এটা যেন সে বিশ্বাস করতেই পারছিল না। অথচ তাই তো ঘটল। শুরু হয়েছিল মেয়ে-দের স্কুল নিয়ে ঠাট্টার ভিতর দিয়ে; ভ্রন্‌স্কি মনে করে মেয়েদের স্কুলের কোন দরকার নেই, আর সে ছিল মেয়েদের স্কুলের পক্ষে। ভ্রন্‌স্কি সাধারণ ভাবেই স্ত্রীশিক্ষাকে ঘৃণার চোখে দেখে; তার মতে, হান্না নামের যে ইংরেজ মেয়েটিকে আন্না আশ্রয় দিয়েছে তার পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের কোন দরকারই থাকতে পারে না।

তাতেই আন্না বিরক্ত হয়ে ওঠে। সে মনে করল যে কাজ নিয়ে সে মেতে

আছে তাকে হেয় করাই ভ্রন্‌স্কির উদ্দেশ্য, আর তাই সে ভ্রন্‌স্কির কথার একটা মুখের মত জবাব দেবার কথা ভাবল।

মুখে, "আমাকে ভালবাসলে আমার প্রতি ও আমার ভাবনার প্রতি যে সম্মান তুমি দেখাতে সেটা আমি তোমার কাছ থেকে আশা করি না, কিন্তু আমার কথাটাকে তুমি অন্তত একটু বিবেচনা করে তো দেখতে পারতে।"

ভ্রন্‌স্কি বিরক্তিতে লাল হয়ে একটা অশোভন মন্তব্য করে বসল।

"আমি স্বীকার করছি যে ঐ মেয়েটার প্রতি তোমার এতটা টান আমার ভাল লাগে না, কারণ সেটাকে আমি অস্বাভাবিক বলে মনে করি।"

এই হৃদয়হীন মন্তব্য আন্নার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল।

"এটা খুবই দুঃখের কথা যে একমাত্র স্থূল বাস্তব জিনিসই তুমি বোঝ, শুধু সেটাই তোমার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়," এই কথা বলেই আন্না ঘর থেকে চলে গেল।

পরে যখন সন্ধ্যা বেলায়ই তাদের দেখা হল, তখন কেউই এই ঝগড়ার কথা তুলল না; কিন্তু দু'জনই বুঝল, সে কথাটা শুধু চাপা দেওয়া আছে, কেউ ভোলে নি।

সারাটা দিন ভ্রন্‌স্কি বাড়ি ছিল না; আন্নার খুবই একা লাগছিল; ঝগড়ার কথা মনে পড়ে তার এত খারাপ লাগছিল যে তার সব কিছু ভুলে যেতে ও ক্ষমা করতে ইচ্ছা হল; একটা মিটমাট করে ফেলে সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে ভ্রন্‌স্কিকে রেহাই দেবার ইচ্ছা পর্যন্ত হল।

সব আমার দোষ। আমিই খিটখিটে ও অসম্ভব ঈর্ষাকাতর। ওর সঙ্গে মিটমাট করে আমরা গ্রামে চলে যাব; সেখানে অনেক শান্তিতে থাকব। আন্না নিজের মনে এই সব ভাবতে লাগল।

অস্বাভাবিক! হঠাৎ কথাটা আন্নার মনে পড়ে গেল; কথাটার জন্য নয়, ভ্রন্‌স্কি যে তাকে আঘাত দেবার জন্যই কথাটা বলেছে সেটাই তার আসল দুঃখ।

আমি জানি সে কি বলতে চেয়েছিল; সে বলতে চেয়েছিল, নিজের সন্তানকে ভাল না বেসে অপরের সন্তানকে ভালবাসাটা অস্বাভাবিক। সন্তানকে ভালবাসার সে কি জানে? তার জন্যই যে সের্গেইকে ছেড়ে এসেছি, তাকে যে আমি কত ভালবাসি তার সে কি বোঝে? শুধু আমাকে আঘাত দেবার জন্যই সে ওকথা বলেছে! হ্যাঁ, সে অন্য নারীকে ভালবাসে; এর আর কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু সে যখন বুঝতে পারল যে এ সব চিন্তার ফলে সে আবার সেই ঝগড়ার পথেই ফিরে যাচ্ছে তখন সে ভয় পেল। এটা কি সত্যি অসম্ভব? অবস্থার রাশ ধরে আবারকি নতুন করে শুরু করতে পারি না? ভ্রন্‌স্কি তো সৎ, ন্যায়বান, আমাকে সে ভালবাসে। আমি তাকে ভালবাসি। আর এখন তো

যে কোন দিন বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর হয়ে যাবে। এর বেশী আর কি চাই? আমাকে শান্ত হতে হবে, বিশ্বস্ত হতে হবে, নিজেকে সংযত করতে হবে। হ্যাঁ, সে বাড়ি ফিরলে তাকে বলব, সব দোষ আমার, যদিও সত্যি আমি কোন দোষ করি নি; আর তারপর এখান থেকে চলে যাব।

কাজেই এ সব কথা যাতে ভাবতে না হয় সে জন্য সে ঘণ্টা বাজিয়ে দাসীকে ডাকল; দেশে যাবার মত করে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য ট্রাংক-গুলো আনতে বলল।

দশটায় ভ্রন্‌স্কি বাড়ি ফিরল।

॥ ২৪ ॥

তাকে অভ্যর্থনা করতে বেরিয়ে এসে আন্না অপরাধীর মত ভীরু চোখে তাকিয়ে বলল, "এই যে, কেমন মজা করলে?"

"যেমন হয়ে থাকে," ভ্রন্‌স্কি জবাব দিল। আন্নার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই সে বুঝতে পারল. আন্নার মেজাজ বেশ ভালই আছে।

হল-ঘরের ট্রাংকগুলো দেখিয়ে বলল, "এ সব কি দেখছি? খুব খুসির কথা।"

"হ্যাঁ, আমাদের যেতেই হবে। আজ একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম; এত ভাল লেগেছে যে গ্রামে ফিরে যেতে মন চাইছে। এখানে থাকার কোন দরকারই তো নেই; তোমার আছে কি?"

"তেমন কিছু নেই। এখনি ফিরে আসছি, তারপর কথা হবে। চা দিতে বল।"

ভ্রন্‌স্কি পড়ার ঘরে ঢুকল।

সে ফিরে এলে আন্না তাকে জানাল কেমন করে সে সারাটা দিন কাটিয়েছে আর যাত্রার আয়োজন করেছে। কথাগুলি সে আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল।

সে বলল, "কথাটা যেন দৈবাদেশের মত আমার মনে উদয় হল। বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য এখানে বসে থাকব কেন? গ্রামে গিয়ে অপেক্ষা করতেই বা ক্ষতি কি? এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আর থাকতে পারছি না। বিবাহ-বিচ্ছেদের আশায় থাকতে চাই না, সে বিষয়ে কোন কথাও শুনতে চাই না। আমি স্থির করে ফেলেছি যে, বিবাহ-বিচ্ছেদ আর আমার জীবনকে বদলাতে পারবে না। ঠিক করি নি?"

আন্নার উত্তেজিত মুখের দিকে উদ্বেগের সঙ্গে তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি বলল, "হ্যাঁ, তা তো বটেই।"

একটু থেমে আন্না প্রশ্ন করল, "সময়টা কেমন কাটালে? আর কে কে ছিল?"

ভ্রনৃস্কি অতিথিদের নাম বলল।

"ডিনার তো খুবই উঁচুদরের; তাছাড়া নৌকো বিহার ছিল; ছিল আরও অনেক কিছুই যা তুমি পছন্দ কর; তবে একটা হাসির ব্যাপার ছাড়া তো মস্কোতে কোন কিছুই চলে না। সেখানে একটি মহিলা ছিলেন—মনে হয় সুইডেনের রাণীকে সাঁতার শেখান—তিনি তার কলা-কৌশল প্রদর্শন করলেন।"

"সে কি? তিনি সাঁতার কাটলেন?" মুখ ভেঙচে আন্না বলল।

"তাও আবার লাল পোষাক পরে—বুড়ি ধাড়ি। যাক গে, আমরা কখন রওনা হচ্ছি?"

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আন্না শুধাল, "কী অসম্ভব কথা! কোন বিশেষ ভীঙ্গতে তিনি সাঁতার কেটেছেন কি?"

"না, সে রকম বিশেষ কিছু না। তোমাকে তো বলেছি ব্যাপারটা অদ্ভুত। তা, আমরা কখন যাচ্ছি?"

যেন একটা অপ্রীতিকর চিন্তাকে মন থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টাতেই আন্না মাথা নাড়তে লাগল।

"কখন যাচ্ছি? যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। কালকের মধ্যে তো তৈরী হওয়া যাবে না। আগামী পরশু।"

"ভাল।…কিন্তু দাঁড়াও; না, পরশু রবিবার, আমি মামনের সঙ্গে দেখা করতে যাব," ভ্রনৃস্কি বলে উঠল। তার মুখে মামন শব্দটা শোনামাত্রই আন্না এমন কঠিন সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল যে ভ্রনৃস্কি অস্বস্তি বোধ করল। তার অস্বস্তিতে আন্নার সন্দেহ ঘনীভূত হল। তার গাল লাল হয়ে উঠল; ভ্রনৃস্কির কাছ থেকে সে সরে গেল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল—না, এবার আর সুইডেনের রাণীর সাঁতার-শিক্ষিকা নয়, প্রিন্সেস সোরোকিনা; সেও গ্রামেই থাকে, প্রিন্সেস ভ্রনস্কায়ার খুব কাছাকাছি।

আন্না জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি আগামী কাল যেতে পার?"

"তোমাকে তো বলেছি তা পারব না। যে কাজের জন্য মামনের কাছে যেতে হবে—একটা ওয়ারেণ্ট ও টাকা আনতে—সেটা কাল হবে না," ভ্রনৃস্কি জবাব দিল।

"তাই যদি হয় তো না গেলেই হল।"

"কিন্তু তা কেন বলছ?"

"পরে আমি যাব না। হয় সোমবার, নইলে নয়।"

"কিন্তু কেন?" ভ্রনৃস্কি সবিস্ময়ে জানতে চাইল। "এ কথার কোন অর্থ হয় না।"

"তোমার কাছে এ কথার কোন অর্থ না থাকতে পারে কারণ আমার কথা তুমি ভাবই না। আমার জীবনকে বুঝতেও চাও না। একমাত্র হান্নাকে

গিয়েই এখানে ছিলাম। তোমার কাছে সেটাও অস্বাভাবিক। কালই কি তুমি বল নি যে, নিজের মেয়েকে আমি ভালবাসি না, কিন্তু ইংরেজ মেয়েটিকে ভালবাসার ভান করি, আর সেটাই অস্বাভাবিক। আমার জানতে ইচ্ছা করে, কোন্ ধরনের জীবন আমার পক্ষে এখানে স্বাভাবিক হতে পারে ?"

মুহূর্তের জন্য সে যেন নিজেকে ফিরে পেল ; যা করবে না বলে স্থির করেছিল তাই সে করতে চলেছে দেখে সে নিজেই ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু সে যে নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনছে সেটা বুঝতে পেরেও সে থামতে পারল না, ভুলটা যে ভ্রন্স্কির সেটা দেখিয়ে দেবার ইচ্ছা সংবরণ করতে পারল না, নিজেকে ভ্রন্স্কির হাতে ছেড়ে দিতে পারল না।

"সে রকম কোন কথা আমি বলি নি ; আমি শুধু বলেছি, যে ভাবে তুমি হঠাৎ মেয়েটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ তাতে আমার সায় নেই।"

"অকপটতা নিয়ে তো খুব গর্ব কর, তাহলে সত্য কথা বলতে এত দ্বিধা কেন ?"

উদ্যত ক্রোধকে দমন করে ভ্রন্স্কি শান্তভাবে বলল, "আমি কখনও গর্বও করি না, মিথ্যাও বলি না। আমি খুবই দুঃখিত যে তুমি আমার মর্যাদা—"

"যেখানে থাকা উচিত ছিল ভালবাসা সেই ফাঁকটাকে পূর্ণ করবার জন্যই তো মর্যাদার অবতারণা। তুমি যদি এখন আর আমাকে ভাল না বাস তো সে কথা বলে দেওয়াই তো ভাল।"

লাফিয়ে উঠে ভ্রন্স্কি চীৎকার করে বলল, "না, এ যে অসহ্য হয়ে উঠেছে !" আন্নার সামনে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগল : "এ ভাবে আমার ধৈর্যের পরীক্ষা করছ কেন ? সব কিছুরই একটা সীমা আছে, মনে রেখ।"

ভ্রন্স্কির চোখে ঘৃণার স্পষ্ট প্রকাশ দেখে, বিশেষ করে তার নিষ্ঠুর, ক্ষতিকর চোখের দিকে তাকিয়ে, আন্না সভয়ে বলে উঠল, "তার মানে ? তুমি কি বলতে চাও ?"

"আমি বলতে চাই···" বলতে গিয়েও সে থেমে গেল ; পরে বলল, "আমি জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্ছি, আমার কাছে তুমি কি চাও ?"

"আমি কি চাই ? আমি শুধু চাই যে তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না। কিন্তু না, তাও আমি চাই না, সেটা তো পরের কথা, আমি চাই তোমার ভালবাসা। অথচ সে ভালবাসাই নেই। অন্য কথায়, সব শেষ হয়ে গেছে।"

আন্না দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

"দাঁড়াও ! দাঁড়াও" ভ্রন্স্কি বলল ; তার চোখ দুটি তখনও ভ্রূকুটিকুটিল, তবু আন্নাকে থামাবার জন্য সে তার হাতটা ধরল। "গোলমালটা কিসের ? আমি তো শুধু বলেছি যে আমাদের যাওয়াটা তিন দিন পিছিয়ে দিতে হবে, আর তার জবাবে তুমি বলছ আমি মিথ্যাবাদী, আমি অশ্রদ্ধেয়।"

"হ্যাঁ, আমি আবার বলছি, যে লোক এই বলে আমাকে বকতে পারে যে

আমার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছে "—আগেকার কোন ঝগড়ার জের টেনে সে বলল— "সে তো অশ্রদ্ধেয়রও অধম, সে হৃদয়হীন।"

"ওঃ, সহ্যেরও একটা সীমা আছে!" আন্নার হাতটা ছেড়ে দিয়ে ভ্রন্স্কি চেঁচিয়ে বলল।

আন্না নিজের মনেই বলল, ও আমাকে ঘৃণা করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; পিছনে না তাকিয়েই সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; তার পা কাঁপছে। নিজের ঘরে ঢুকে সে ভাবতে বসল: ও তো অন্য মেয়েমানুষকে ভালবাসে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি চাই ভালবাসা, অথচ ভালবাসা পাই না। অন্য কথায়, সব শেষ হয়ে গেছে, আর তাই শেষ করে ফেলাই উচিত।

কিন্তু কেমন করে?

আয়নার সামনে হাতল-চেয়ারে বসে সে নিজেকেই প্রশ্ন করল।

সে ভাবতে লাগল: কোথায় যাবে?—যে মাসি তাকে বড় করেছিল তার কাছে, ডলির কাছে, না একাকি বিদেশে? পড়ার ঘরে একা একা ভ্রন্স্কিই বা এখন কি করছে? এই ঝগড়াটাই কি শেষ কথা, না একটা মিটমাট হতে পারে? সেণ্ট পিতার্সবুর্গের পুরনো বন্ধুরা তাকে কি বলবে, আর কারেনিনই বা কি ভাববে? তাদের বিচ্ছেদের এই সব পরিণতির কথাই সে ভাবতে লাগল। কিন্তু মনের গভীরে আরও একটা অস্পষ্ট চিন্তা উঁকি দিলেও তার মুখোমুখি দাঁড়াতে সে সাহস পাচ্ছিল না। কারেনিনের কথা তার মনে হতেই প্রসবের পরে তার অসুখের কথা ও তখনকার মনোভাবের কথা তার মনে পড়ে গেল: "কেন আমি মরলাম না?" এটাই ছিল তার তখনকার মনের কথা ও ভাব। আর সহসা সেই অস্পষ্ট গভীর চিন্তাটা রূপ গ্রহণ করল। হ্যাঁ, এতেই তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মৃত্যু!

কারেনিন ও সের্গেইর যত লজ্জা, যত অপমান, আর আমার নিজের এই ভয়ংকর অপমান—মৃত্যু এসে সব কিছু ধুয়ে-মুছে দেবে। আমি যদি মরি তো ভ্রন্স্কি অনুতপ্ত হবে, দুঃখিত হবে, আমাকে ভালবাসবে, আমার জন্য কষ্ট পাবে। নিজের প্রতি করুণার হাসিতে তার ঠোঁট দুটি জমাট হয়ে গেল; মৃত্যুর পরে কি ঘটবে তারই সুস্পষ্ট কল্পনায় অভিভূত হয়ে সে আঙুলের আংটিটা বার বার খুলতে ও পরতে লাগল।

পায়ের শব্দে, ভ্রন্স্কির পায়ের শব্দে, তার চিন্তার ঘোর কেটে গেল। তার দিকে নজর না দিয়ে সে হাতের আংটিটাই খুলতে লাগল।

আন্নার কাছে এগিয়ে এসে তার হাতটা ধরে ভ্রন্স্কি নরম গলায় বলল:

"তুমি যদি চাও তো আমরা পরশুই যাব।"

আন্না জবাব দিল না।

"কি হল?" ভ্রন্স্কি শুধাল।

"সে তো তুমি ভাল করেই জান," আন্না বলল ; তারপরেই মনের চাপ সহ্য করত না পেরে সে কেঁদে ফেলল।

কাঁদতে কাঁদতেই বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও! হ্যাঁ, চিরদিনের মত! কালই আমি চলে যাব। আরও কিছু করব। আমি কি? একটা পতিতা মেয়েমানুষ। তোমার গলার একটা পাথর। তোমাকে আর কষ্ট দিতে চাই না—ওঃ, আমি তা চাই না। তোমাকে মুক্তি দেব। তুমি আমাকে ভালবাস না, ভালবাস অন্য কাউকে!"

ভ্রন্স্কি তাকে চুপ করতে বলল ; কথা দিল যে তার ঈর্ষার এতটুকু কারণ নেই, তার প্রতি তার ভালবাসা চলে যায় নি, কোন দিন যাবে না, এখন সে তাকে আগের চাইতেও বেশী ভালবাসে।

আন্নার দুটি হাতে চুমা খেয়ে সে বলতে লাগল, "আন্না, কেন তুমি এমন করে নিজেকে ও আমাকে কষ্ট দিচ্ছ?" তার মুখটা মমতায় কোমল হয়ে উঠেছে ; আন্নার মনে হল, তার গলার স্বর যেন অশ্রুসিক্ত, তার হাতের উপর বুঝি গড়িয়ে পড়ল অশ্রুর ফোঁটা। এইমাত্র যে চরম ঈর্ষায় সে কষ্ট পাচ্ছিল, তার জায়গায় দেখা দিল পরম আবেগময় মমতা ; আন্না ভ্রন্স্কিকে জড়িয়ে ধরে তার মুখ, গলা ও হাত দুটিকে চুমায় ভরে দিল।

॥ ২৫ ॥

মিটমাট পাকা হয়ে গেছে বুঝতে পেরে পর দিন খুব সকালেই আন্না যাত্রার তোড়জোড় শুরু করে দিল। যাওয়াটা সোমবারে হবে কি মঙ্গলবারে হবেসেটা সঠিক না জানলেও সে বেশ যত্নসহকারেই জিনিসপত্র গুছাতে লাগল। একটা খোলা ট্রাংকের সামনে দাঁড়িয়ে কি কি বাদ দেওয়া যায় ঠিক করছে, এমন সময় ভালভাবে সাজপোষাক পরে একটু আগেভাগেই ভ্রন্স্কি এসে দাঁড়াল।

"গাড়ি নিয়ে মামনের কাছে যাচ্ছি, যাতে ইয়েগরভ-এর হাত দিয়ে টাকাটা পাঠানো হয় তার ব্যবস্থা করতে। আমি কালই যেতে পারব।" ভ্রন্স্কি বলল।

আন্না বেশ খোশ মেজাজেই ছিল, কিন্তু ভ্রন্স্কি গাড়িতে চেপে গ্রামে যাচ্ছে মার সঙ্গে দেখা করতে এই কথাটা যেন তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিল।

সে বলল, "কিন্তু আমি তো এত তাড়াতাড়ি তৈরি হতে পারব না। না, তুমি যেমনটি চেয়েছিলে তাই হোক। তুমি গিয়ে প্রাতরাশ খেয়ে নাও, এই সব বাক্সে বোঝা নামিয়েই আমি আসছি।" আনুশ্‌কার হাতের কাপড়ের বোঝার উপর সে আরও কিছু চাপিয়ে দিল।

আন্না যখন খাবার ঘরে ঢুকল ভ্রন্স্কি তখন শিক-কাবাব খাচ্ছে।

কফি সামনে নিয়ে বসে আন্না বলল, "বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, এই ঘরগুলো আমার আর সহ্য হচ্ছে না। এর আসবাবপত্রও কী জঘন্য। কোন বৈশিষ্ট্য নেই, প্রাণ নেই। এই ঘড়ি, এই পর্দা, আর সবার উপরে এই দেয়াল-কাগজ, সব যেন একটা দুঃস্বপ্ন! কবে যে সেই স্বপ্নের দেশ ভজ.দ.ভিজেন্-স্কোয়েতে যেতে পারব! তুমি কি ঘোড়াগুলো পাঠিয়ে দিয়েছ?"

"না, ঘোড়াগুলো আমাদের পরে যাবে। তুমি কি কোথাও যাবে না কি?"

"উইলসনের সঙ্গে দেখা করতে যাব ভেবেছিলাম। তাকে কিছু পোষাক দিতে হবে। তাহলে কালই যাচ্ছি তো?" খুসির সঙ্গে প্রশ্নটা করেই হঠাৎ তার মুখের ভাব বদলে গেল।

ভ্রন্স্কির খানসামা এসে টেলিগ্রামের একটা রসিদ চাইল। ভ্রন্স্কির একটা টেলিগ্রাম আসবে তাতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না, কিন্তু যে রকম সুরে সে বলল যে রসিদটা পড়ার ঘরেই আছে, আর যে রকম তাড়াতাড়ি সে অন্য একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করল তাতেই মনে হল; সে যেন আন্নার কাছ থেকে কিছু লুকিয়েছে।

ভ্রন্স্কি বলল, "কালকের মধ্যেই আমি সব কাজ শেষ করে ফেলব।"

তার কথায় কান না দিয়ে আন্না জিজ্ঞাসা করল, "কে টেলিগ্রাম করেছে?"

"স্তেভ্," ভ্রন্স্কি অনিচ্ছাভরেই বলল।

"তাহলে আমাকে দেখাও নি কেন? আমার আর স্তেভ্-এর মধ্যে কি এমন গোপন থাকতে পারে?"

ভ্রন্স্কি খানসামাকে ডেকে টেলিগ্রামটা আনতে বলল।

"তোমাকে দেখাই নি কারণ টেলিগ্রাম করা স্তেভ্-এর একটা বাতিক: কিছুই যখন স্থির হয় নি তখন টেলিগ্রাম করার কি হল?"

"বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা বলছ?"

"হাঁ, সে জানিয়েছে এখনও পর্যন্ত কোন জবাব পায় নি। যে কোনদিন চূড়ান্ত জবাব পাবে বলে আশা করছে। এই যে, নিজেই পড়ে দেখ।"

কাঁপা হাতে আন্না টেলিগ্রামটা নিল; পড়ে দেখল, ভ্রন্স্কি যা বলেছে ঠিক তাই। একেবারে শেষে লিখেছে: "আশা খুবই কম, তবে আমি স্বর্গ-মর্ত্য এক করে ছাড়ব।"

লাল হয়ে উঠে আন্না বলল, "কাল রাতেই তো বলেছি, বিবাহ-বিচ্ছেদ কবে পাব, একেবারেই পাব কি না, আমার কাছে সবই সমান। তাই আমার কাছে এটা লুকিয়ে রাখবার কোন দরকার ছিল না।"

আন্না ভাবল, অন্য মেয়েমানুষের সঙ্গে ভ্রন্স্কির যে পত্রালাপ চলে সে-গুলিও তো সে এই একইভাবে লুকিয়ে রাখতে পারে এবং হয় তো তাই রাখে।

ভ্রন্স্কি বলল, "ইয়াশ্‌ভিন ও ভইভভ্‌ আজ সকালে এখানে আসতে পারে। মনে হচ্ছে, পেভ্‌ৎসভ্‌-এর কাছ থেকে ইয়াশ্‌ভিন সবটাই জিতে নিয়েছে—প্রায় ষাট হাজারের মত।"

ভ্রন্স্কি এভাবে প্রসঙ্গ পাল্টানোতে বিরক্ত হয়ে আন্না বলল, "এ বিষয়টা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে হবে, এ কথা তুমি ভাবলে কেমন করে? আমি তো বলেই দিয়েছি, এ নিয়ে আমি আর মোটেই ভাবতে চাই না, আর আমার ইচ্ছা যে তুমিও আর এ ব্যাপারে কোন রকম আগ্রহ দেখাবে না।"

"সব কিছু পরিষ্কার করে ফেলতে চাই বলেই আমার এ ব্যাপারে আগ্রহ," সে বলল।

কথাগুলির জন্য নয়, যে রকম ঠাণ্ডা গলায় সে কথাগুলি বলল তাতেই আরও বিরক্ত হয়ে আন্না বলল, "কথায় তো কোন কিছু পরিষ্কার হয় না, পরিষ্কার হয় ভালবাসায়। এ ব্যাপারে তোমার মাথাব্যথা কেন?"

মুখটা বেঁকিয়ে ভ্রন্স্কি নিজের মনে বলল, হায় ভগবান, আবার ভালবাসার কথা!

সে বলল, "মাথাব্যথা কেন তা তুমি জান: তোমার জন্য, আর যে সন্তান আসবে তাদের জন্য।"

"আর সন্তান আসবে না।"

"খুবই দুঃখের কথা," ভ্রন্স্কি বলল।

সে যে "তোমার জন্য" কথাটাও বলেছে সেটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে অথবা না শুনতে পেয়ে আন্না বলল, "সন্তানের জন্যই তুমি এটা চাও, কিন্তু আমার কি হবে?"

"কিন্তু আমি তো বলেছি তোমার জন্যও এটা চাই। তোমার জন্যই বেশী করে চাই," ব্যথায় মুখ বিকৃত করে ভ্রন্স্কি কথাটা আবার বলল, "কারণ আমি ভাল করেই বুঝি যে তোমার অনিশ্চয় অবস্থার জন্যই তুমি এত বেশী খিটখিটে হয়ে উঠেছ।"

তার কথায় কান দেওয়ার পরিবর্তে তার দুটি পরিহাসমুখর চোখের ভিতর দিয়ে যে নির্বিকার, হৃদয়হীন বিচারককে দেখা যাচ্ছে তার দিকে সভয়ে তাকিয়ে আন্না ভাবল, এবার ওর মুখোশটা খুলে পড়েছে বলেই আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ও আমাকে কত ঘৃণা করে।

আন্না বলল, "সেটা কারণ নয়, আমি যে সম্পূর্ণ তোমার হাতের মুঠোয় আছি সেটা কেমন করে আমার এই তথাকথিত খিটখিটেমির কারণ হতে পারে তা তো আমি বুঝতে পারি না। সে বিষয়ে কি কোন অনিশ্চয়তা আছে? বরং ঠিক উল্টো।"

ভ্রন্স্কি বাধা দিয়ে বলল, "আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন—তোমার এই কল্পনার

মধ্যেই যে রয়েছে সব অনিশ্চয়তা সেটা তুমি বুঝতে চাও না বলেই তো আমার দুঃখ।”

“সে বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকতে পার,” এই কথা বলে আন্না আবার কফিতে চুমুক দিতে লাগল।

কড়ে আঙুলটা বাড়িয়ে সে কাপটা মুখে তুলল। কয়েক চুমুক খেয়ে ভ্রন্‌স্কির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, তার হাত, তার ভঙ্গী, তার ঠোঁটের শব্দ—সব কিছুর প্রতিই যেন ভ্রন্‌স্কির বিরক্তি ফুটে উঠেছে।

কাঁপা হাতে কাপটা নামিয়ে রেখে সে বলল, “তোমার মা কি ভাবছেন, আর কেমন করে তোমার জন্য বৌ খুঁজছেন, সে সবই আমার কাছে সমান।”

“কিন্তু সে বিষয়ে কথা বলতে তো আমরা বসি নি।”

“হ্যাঁ, সে বিষয়ও আছে। আর তোমাকে বেশ জোরের সঙ্গেই জানাচ্ছি, এই হৃদয়হীনা স্ত্রীলোককে নিয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই; তা তিনি বৃদ্ধাই হোন আর যুবতীই হোন, তোমার মাই হোন আর যেই হোন; তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।”

“আন্না, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমার মায়ের সম্পর্কে এ রকম শ্রদ্ধাহীনভাবে তুমি কথা বলো না।”

“যে নারীর হৃদয় তাকে বলে দেয় না কিসে তার ছেলের সুখ ও সম্মান, তার কোন হৃদয় থাকতে পারে না।”

গলা চড়িয়ে আন্নার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি বলল, “আমি আবার অনুরোধ করছি, যে মাকে আমি শ্রদ্ধা করি তার সম্পর্কে অশ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলো না।”

আন্না জবাব দিল না। একদৃষ্টিতে ভ্রন্‌স্কির দিকে—তার মুখ ও হাতের দিকে তাকিয়ে রইল; আগের দিন রাতে তাদের মিটমাট ও তার আদর করার দৃশ্যটা আন্নার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল। ভাবল, এই ভাবেই সে অন্য নারীকেও আদর করে থাকে, আর তাই সে চায়।

ঘৃণার দৃষ্টিতে ভ্রন্‌স্কির দিকে তাকিয়ে সে বলল, “তোমার মাকে তুমি ভালবাস না; এ সবই ফাঁকা বুলি,—শুধুই বুলি আর বুলি।”

“এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে তো—”

“আমাদের একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই হবে, আর আমি মনস্থির করে ফেলেছি,” এই কথা বলেই আন্না চলে যাচ্ছিল, এমন সময় ইয়াশ্‌ভিন ঘরে ঢুকল। আন্নাও তার সঙ্গে কথা বলে যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল।

মনের মধ্যে তখনও ঝড় বয়ে চলেছে, এমন একটা বিরাট পরিবর্তনের একেবারে তীরে এসে সে দাঁড়িয়েছে যার ফল হবে অতীব ভয়াবহ, আর আজ হোক কাল হোক এই মানুষটিও সব কিছুই জানতে পারবে,—তাহলে এই মুহূর্তে কেন আন্না নিজের মুখে একটা মুখোশ এঁটে রইল তা সে নিজেই

বলতে পারে না ; কিন্তু ভিতরের ঝড়কে চাপা দিয়ে সে বসে পড়ল, আর ইয়াশ্‌ভিনের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

"আচ্ছা, আপনার ব্যাপার কেমন চলছে ? যা ধার-কর্জ হয়েছিল তা ফিরে পেয়েছেন কি ?"

"আমার অবস্থা এক রকম চলছে ; সব কিছু পাবার আশা কম ; বুধ-বারেই আমি চলে যাচ্ছি। আপনারা কবে যাচ্ছেন ?" তাদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল সেটা অনুমান করে ইয়াশ্‌ভিন ভুরু কুঁচকে ভ্রন্‌স্কির দিকে তাকাল।

ভ্রন্‌স্কি বলল, "মনে হচ্ছে, পরশু দিন।"

"মনস্থির করতে তোমাদের অনেকদিন লাগল।"

আন্না এমনভাবে সরাসরি ভ্রন্‌স্কির দিকে তাকাল যাতে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে মিটমাটের কোন আশাই সে পোষণ করে না ; মুখে বলল, "এবার সব ঠিক হয়ে গেছে। আচ্ছা, বেচারি পেভ্‌ৎসভ্‌-এর জন্য আপনার দুঃখ হয় না ?"

"আমি দুঃখিত কি না সে প্রশ্ন কখনও আমি নিজেকে করি না আন্না আর্কাদিয়েভ্‌না। কি জানেন, আমার ভাগ্যটাই থাকে এইখানে," পকেটটা চাপড়ে ইয়াশ্‌ভিন বলল। "আজ আমি ধনী ; রাতে আবার ক্লাবে যাব ; এবং হয় তো আবার ভিখারী হয়েই ফিরব। যেই আমার সঙ্গে খেলে, সেই চায় আমার শার্টটা পর্যন্ত খুলে নিতে, আর আমিও চাই তার শার্ট খুলে নিতে। এইভাবেই চলে আর কি, আর সেটাই তো মজা।"

আন্না বলল, "কিন্তু আপনি যদি বিয়ে করতেন তাহলে আপনার স্ত্রী কি ভাবত ?"

ইয়াশ্‌ভিন হেসে উঠল।

"মনে হয় সেই জন্যই আমি বিয়ে করি নি, আর করবার আশাও নেই।"

"আর সেবার হেল্‌সিংফর্স-এ কি হয়েছিল ?" আন্নার দিকে তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি আলোচনায় যোগ দিল।

আন্না নিরুত্তাপ কঠিন চোখে তার দিকে তাকাল ; যেন বলতে চাইল : কিছুই ভুলি না। সব যেমন ছিল তেমনই থাকে।

আন্না ইয়াশ্‌ভিনকে বলল, "আপনি প্রেমে পড়েছিলেন, এটাও কি সম্ভব ?"

"হা ভগবান, কত বার ! কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম : অন্যরা তাসের টেবিলে বসে অভিসারের সময় হলেই উঠে পড়বার জন্য তৈরি হয়, আর আমি ভালবাসার খেলা খেলতে রাজী ঠিক সন্ধ্যাবেলা তাসখেলা শুরু হবার আগে পর্যন্ত। সেইভাবেই আমি সব ব্যবস্থা করে নি।"

"সে রকম ব্যাপারের কথা আমি বলছি না, আমি বলছি আসল—" আন্না হেল্‌সিংফর্স-এর কথাই বলতে চেয়েছিল, কিন্তু ভ্রন্‌স্কির মুখের কথার পুনরাবৃত্তি করতে তার ঘৃণা হল।

ভ্রন্‌স্কির কাছ থেকে ঘোড়ার বাচ্চা কিনবার জন্য ভইতভ্‌ এসে হাজির হল।

আন্নাও উঠে ঘর থেকে চলে গেল।

যাবার আগে ভ্রন্‌স্কি আন্নার ঘরে গেল। ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়ে আন্না ফরাসীতে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি চাও?"

"গ্যাম্বিট-এর সার্টিফিকেটটা; ওটাকে বেঁচে দিলাম।"

বেরিয়ে যেতে যেতে ভ্রন্‌স্কির মনে হল আন্না বুঝি কিছু বলল; বেচারির জন্য তার সহানুভূতি হল।

"কিছু বললে আন্না?" সে শুধাল।

"কিছু না," একই শান্ত নিরুত্তাপ গলায় আন্না জবাব দিল।

কিছুই যদি না হয় তো ভাল কথা, ভ্রন্‌স্কি নিজেকে বলল; নিস্পৃহ মনে সেও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে আয়নায় আন্নার মুখটা দেখতে পেল—মুখখানা বিবর্ণ, ঠোঁট দুটি কাঁপছে। মনে হল, একটু থেমে দুটো সান্ত্বনার কথা বলে, কিন্তু কি বলবে স্থির করবার আগেই পা দুটো তাকে বাইরে নিয়ে গেল। সারাটা দিন বাইরে কাটিয়ে একটু রাত করে সে যখন বাড়ি ফিরল তখন দাসী জানাল, আন্না আর্কাদিয়েভ্‌নার মাথা ধরেছে, বলেছে—ভ্রন্‌স্কি যেন তার কাছে না যায়।

॥ ২৬ ॥

ঝগড়া হয়েছে অথচ মিটমাট হয় নি, এভাবে এর আগে কখনও একটা দিনও কাটে নি। এই প্রথম। আর এটা ঠিক ঝগড়া নয়। তাদের ভালবাসা যে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে এটা তারই খোলাখুলি স্বীকৃতি। তা না হলে সার্টিফিকেটটা নিতে ঘরে ঢুকে সে ওভাবে আন্নার দিকে তাকাবে কেন?—দেখল তার বুকটা ভেঙে গেছে, তবু নির্বিকার, উদাসীন মুখে পাশ কাটিয়ে চলে গেল কেমন করে? তার ভালবাসায় যে ভাঁটা পড়েছে তাই নয়, সে তাকে ঘৃণা করে, কারণ সে ভালবাসে অন্য নারীকে।

যে সব নিষ্ঠুর কথা ভ্রন্‌স্কি উচ্চারণ করেছে সেগুলি মনে হতেই সে আরও যে সব কথা বলতে চেয়েছিল বা বলতে পারত সে সব কল্পনা করে সে আরও বেশী রেগে গেল।

সে বলতে পারত: আমি তোমাকে ধরে রাখি নি। তোমার যেখানে খুসি চলে যেতে পার। আমার তো ধারণা, স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাও বলেই তুমি তার কাছ থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ চাও নি। বেশ তো, চলে যাও। তোমার যদি টাকার দরকার হয়, টাকা আমি দেব। তোমার কত রুবল চাই?

একটি পশু-চরিত্রের লোক যত রকম হৃদয়হীন কথা বলতে পারে, কল্পনায়

সে সব কথা আন্না ভ্রন্স্কির মুখ দিয়ে বলাল, আর সে যেন সত্যি সত্যি কথা-গুলি বলেছে এমনিভাবে তাকে ক্ষমা করবে না বলে স্থির করল।

তারপর নিজেকেই প্রশ্ন করল : আর গতকালই কি এই ন্যায়বান সম্মানিত লোকটি আমাকে বলে নি যে সে আমাকে ভালবাসে? বার বার সে কি আমাকে হতাশার মধ্যে ঠেলে দেয় নি?

উইলসনের সঙ্গে দেখা করার দুটি ঘণ্টা বাদ দিয়ে বাকি সারাটা দিন আন্না বসে বসে ভাবতে লাগল, সব কি শেষ হয়ে গেছে, না কি এখনও মিট-মাটের আশা আছে, সে কি এখনই চলে যাবে, না কি আর একবার তার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করবে। সারাদিন আন্না ভ্রন্স্কির জন্য অপেক্ষা করল, তারপর সন্ধ্যা হলে নিজের ঘরে যাবার আগে দাসীকে জানাল যে তার মাথা ধরেছে, আর মনে মনে একটা বিকল্প পরিকল্পনা গড়ে তুলল : দাসীর কথা শুনেও সে যদি আমার কাছে আসে তাহলে বুঝব সে আমাকে এখনও ভালবাসে। যদি না আসে তাহলে বুঝব যে সব শেষ হয়ে গেছে; তখন আমি কি করব তাও আমি জানি।

সন্ধ্যার পরে আন্না শুনতে পেল ভ্রন্স্কির গাড়ি এসে দরজায় দাঁড়াল; দরজার ঘণ্টার শব্দ, তার পায়ের শব্দ, দাসীর সঙ্গে কথা—সবই সে শুনতে পেল। দাসীর কথায় বিশ্বাস করে ভ্রন্স্কি আর কিছু না জিজ্ঞাসা করেই নিজের ঘরে চলে গেল। অন্য কথায়, সবই শেষ হয়ে গেল।

আর আন্নার চোখের সামনে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল মৃত্যুর চিন্তা। তার প্রতি ভ্রন্স্কির ভালবাসাকে ফিরিয়ে আনবার, ভ্রন্স্কিকে শাস্তি দেবার, তার ভিতরকার শয়তানী বুদ্ধি ভ্রন্স্কির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তাতে জয়ী হবার একমাত্র পথ—মৃত্যু।

তারা ভজ্‌দ্‌ভিঝেন্স্কোয়েতে যাচ্ছে কি না, বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি পাচ্ছে কি না—তাতে তার কিছুই যায়-আসে না। এখন একমাত্র কথা—প্রতিশোধ নিতে হবে।

আফিমের স্বাভাবিক মাত্রা ঢেলে নেবার পরে তার মনে হল পুরো বোতলটা খেলেই তার মৃত্যু হবে; ব্যাপারটা তার কাছে এতই সরল ও সহজ মনে হল যে সে আবার ভাবতে শুরু করল—ভ্রন্স্কি কত কষ্ট পাবে, কত অনুতাপ করবে, তার স্মৃতিকে পূজা করবে, কিন্তু হায়, তখন তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। বিছানায় শুয়ে চোখ বড় বড় করে সে নক্সাকাটা সিলিংয়ের দিকে তাকাল; ফুরিয়ে-আসা মোমবাতির আলো পড়েছে; পর্দার ছায়া পড়ে একটা জায়গা অন্ধকার দেখাচ্ছে; সে যখন থাকবে না, ভ্রন্স্কির কাছে সে যখন স্মৃতিমাত্র হয়ে যাবে, তখন তার মনের ভাবটা কি হবে সেটা যেন সে স্পষ্ট দেখতে পেল। ভ্রন্স্কি বলবে, "এমন নিষ্ঠুর কথা তাকে আমি বললাম কেমন করে? তাকে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম কেমন করে?

আজ সে তো নেই। চিরকালের মত আমাদের ছেড়ে গেছে। সে গেছে ওখানে, যেখানে…” সহসা পর্দার ছায়াটা কেঁপে উঠল, সারা কার্নিশ, সারা সিলিং জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, চারদিক থেকে আরও অনেক ছায়া এসে তার সঙ্গে মিশল ; মুহূর্তের জন্ম তারা সরে গেল, আবার এল, কাঁপতে কাঁপতে মিশে গেল, আর পরমুহূর্তেই সব অন্ধকারে ডুবে গেল। মৃত্যু ! নিজের মনেই বলে উঠল। হঠাৎ এত তীব্র ভয় তাকে পেয়ে বসল যে কিছুক্ষণ সে বুঝতেই পারল না কোথায় আছে ; বেশ কিছুক্ষণ কাঁপা হাতে দেশলাইটা খুঁজে নিয়ে নিভে-যাওয়া মোমবাতিটার পরিবর্তে আর একটা মোমবাতিও জ্বালাতে পারল না। না, না !—মৃত্যু নয়, অন্ম যাই হোক। আমি তাকে ভালবাসি। সে আমাকে ভালবাসে! যা ঘটেছে, তা থাকবে না। সে বুঝতে পারল, জীবনকে ফিরে পাবার আনন্দে তার দুই গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। আর ভয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্ম সে পড়ার ঘরে স্বামীর কাছে ছুটে গেল।

পড়ার ঘরে ভ্রন্স্কি অঘোরে ঘুমচ্ছে। তার কাছে গিয়ে মাথার কাছে মোমবাতিটা ধরে আন্না তার দিকে তাকিয়ে রইল। ঘুমন্ত লোকটিকে দেখে আন্নার মন তার প্রতি ভালবাসায় এতই উদ্বেল হয়ে উঠল যে তার চোখের জল বাঁধ মানল না ; কিন্তু আন্না জানে, জেগে উঠলেই ভ্রন্স্কি তার দিকে সেই ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বলবে যে সে যা করেছে ঠিকই করেছে, আর তাকে ভালবাসার কথা বলবার আগেই আন্নাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে ঠিক করে নি। তাই ভ্রন্স্কিকে না জাগিয়ে আন্না তার ঘরেই ফিরে গেল এবং আর একমাত্রা আফিম খেয়ে আধা-ঘুমে তলিয়ে গেল, কিন্তু সবটা চৈতন্ম হারাল না।

সকালের দিকে সে একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখল। ভ্রন্স্কির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার আগেও বেশ কয়েকবার এই একই দুঃস্বপ্ন সে দেখেছে। দুঃস্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙে গেল। মোটা দাড়িওয়ালা একটি বুড়ো তার উপর ঝুঁকে কিছুটা লোহা হাতে নিয়ে ফরাসীতে বিড়বিড় করে অর্থহীন কি সব বলছে, অথচ তার দিকে তাকিয়েও দেখছে না। আন্নার ঘুম ভেঙে গেল। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে।

জেগে উঠতেই আগের দিনের স্মৃতিগুলো যেন কুয়াসার ভিতর দিয়ে তার সামনে এসে দেখা দিল।

একটা ঝগড়া হয়েছিল। এ রকম তো আগেও হয়েছে। আমি বলে-ছিলাম মাথা ধরেছে, আর সেও আমার কাছে আসে নি। কাল আমরা চলে যাচ্ছি। তার সঙ্গে দেখা করে যাত্রার জন্ম তৈরী হতে হবে। ভ্রন্স্কি তখনও পড়ার ঘরে আছে শুনে সে তার কাছেই চলল। বসবার ঘরের ভিতর দিয়ে যাবার সময়ই সে শুনতে পেল একটা গাড়ি ফটকে এসে থামল, জানালা

দিয়ে দেখল টুপি মাথায় একটি যুবতী গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তার পরিচারকটিকে কি যেন বলছে; পরিচারকটি তখন দরজার ঘণ্টা বাজাচ্ছে। হল-এ কিছু কথাবার্তা হল, কে যেন সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল, বসবার ঘরের বাইরে ভ্রন্স্কির পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপরেই ভ্রন্স্কি সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে গেল, আর আন্নাও আবার জানালার কাছে গেল। ওই তো ভ্রন্স্কি যাচ্ছে, মাথায় টুপি নেই; সিঁড়ি বেয়ে সে গাড়িটার কাছে গেল। যুবতীটি তার হাতে একটা খাম দিল। ভ্রন্স্কি হেসে কি যেন বলল; গাড়িটা চলে গেল। ভ্রন্স্কি দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

হঠাৎ আন্নার মনের উপর থেকে কুয়াসার পর্দাটা সরে গেল। কালকের অনুভূতিগুলো অধিকতর বেদনার সঙ্গে তার বুকের উপর চেপে বসল। এখন সে কিছুতেই বুঝতে পারল না, গত কয়েক দিন যাবৎ এ বাড়িতে ভ্রন্স্কির সঙ্গে বাস করবার মত এত হেয় সে নিজেকে করল কেমন করে। নিজের সংকল্পের কথা ভ্রন্স্কিকে জানাবার জন্য সে তার পড়ার ঘরে গেল।

আন্নার মুখের ক্রুদ্ধ ও গম্ভীর ভাবকে দেখবার বা বুঝবার কোন চেষ্টা না করে ভ্রন্স্কি সহজ গলায় বলল, "প্রিন্সেস সরোকিনা ও তার মেয়ে এসেছিল, এখানে থেমে মামনের দেওয়া টাকা ও কাগজপত্রগুলো দিয়ে গেল। কাল সেগুলো পাই নি। তোমার মাথা ধরাটা কেমন আছে? ভাল বোধ করছ তো?"

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আন্না নীরবে একদৃষ্টিতে ভ্রন্স্কির দিকে তাকিয়ে ছিল। ভ্রন্স্কিও তার দিকে তাকাল, ভুরু কুঁচকাল, তারপর চিঠিটা পড়তে লাগল। আন্নাও মুখ ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভ্রন্স্কি তাকে ডেকে ফেরাতে পারত, কিন্তু আন্না দরজা পর্যন্ত চলে গেলেও সে কোন কথা বলল না; তার হাতের পাতা ওল্টানোর খস্ খস্ শব্দ ছাড়া আর কোন কিছুই শোন গেল না।

আন্না দরজাটা প্রায় পেরিয়ে যাবে তখন ভ্রন্স্কি বলল, "আরে, ভাল কথা, আমরা কালই যাচ্ছি সেটা তো একেবারে পাকা, না কি?"

"তুমি যাচ্ছ, আমি না," আন্না ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল।

"আন্না, এভাবে আমরা চলতে পারি না।"

"তুমি পার, কিন্তু আমি পারি না," আন্না আবার একই কথা বলল।

"অসহ্য হয়ে উঠেছে!"

"তুমি···এর জন্য তোমাকে অনুতাপ করতে হবে," বলেই আন্না চলে গেল।

কথাগুলি বলবার সময় আন্নার চোখে যে হতাশা ফুটে উঠেছিল তা দেখে ভয় পেয়ে ভ্রন্স্কি লাফিয়ে উঠল; ছুটে তাকে ধরতে যাবার উপক্রম করেও কি ভেবে আবার বসে পড়ল; মুখটা বিকৃত করে দাঁতে দাঁত ঘসতে লাগল।

আন্নার রুচিহীন ভয় দেখানোতে সে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল। ভাবল, আমি তো সব রকম চেষ্টা করেছি। একটি মাত্র পথই খোলা আছে—কোন রকম নজর না দেওয়া। তারপর শহরে যাবার জন্ম এবং ওয়ারেণ্টে মাকে দিয়ে সই করাতে তার কাছে যাবার জন্ম তৈরি হতে লাগল।

পড়ার ঘরে ও খাবার ঘরে ভ্রন্স্কির পায়ের শব্দ আন্না শুনতে পেল। বসবার ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েও সে আন্নার কাছে গেল না, শুধু হুকুম জানিয়ে গেল, তার অনুপস্থিতিতে ভইতভ্ এলে যেন ঘোড়ার বাচ্চাটা তাকে দিয়ে দেওয়া হয়। তারপরই আন্না শুনতে পেল—গাড়িটা এল, সদর দরজাটা খুলল, ভ্রন্স্কি বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে ভ্রন্স্কি আবার ফিরে এল, কে যেন সিঁড়ি বেয়ে ছুটে উপরে গেল। তার খানসামা ফেলে-যাওয়া দস্তানা জোড়া নিতে এসেছিল। জানালায় গিয়ে আন্না দেখল, দস্তানাজোড়া নিয়ে ভ্রন্স্কি কোচয়ানের পিঠে হাত দিয়ে কি যেন বলল। জানালার দিকে মুখ না তুলেই সে গাড়িতে উঠে পায়ের উপর পা তুলে তার স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বসে একটা দস্তানা পরতে লাগল; গাড়িটা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ ২৭ ॥

ভ্রন্স্কি চলে গেল। জানালায় দাঁড়িয়ে আন্না নিজেকেই বলল, সব শেষ; আর সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতিটা নিভে গেলে অন্ধকারে তার যে অনুভূতি হয়েছিল, আর যে অনুভূতি তার মনে জেগেছিল সেই ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখে—এই দুয়ে মিশে একাকার হয়ে গেল, তীব্র ভয়ে তার অন্তর ভরে উঠল।

ঘরটা পার হয়ে ঘণ্টার দড়িটাতে সজোরে টান দিয়ে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, না, না, এ হতে পারে না! একা একা তার এত বেশী ভয় করতে লাগল যে পরিচারকের আসার অপেক্ষা না করে সে নিজেই তার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেল।

"খুঁজে দেখ কাউণ্ট কোথায় গেলেন," সে বলল।

পরিচারক জানাল, ভ্রন্স্কি আস্তাবলে গেছে।

"তিনি আমাকে বললেন, আপনি যদি কোথাও বেরুতে চান, গাড়িটা এখনই ফিরে আসবে।"

"খুব ভাল। কিন্তু একটু দাঁড়াও—আমি তাকে একটা হাতচিঠি লিখে দিচ্ছি। সেটা দিয়ে মিখাইলকে এখনই আস্তাবলে পাঠিয়ে দাও। এখনই!"

আন্না টেবিলে বসে লিখল:

"আমারই দোষ। বাড়ি এস, এ নিয়ে কথা হবে। ঈশ্বরের দোহাই, অবশ্যই এস। আমার ভয় করছে।"

চিঠিটা সিল করে লোকটির হাতে দিল।

। একা থাকতে ভয় পাওয়ায় সে লোকটির সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে নার্সারিতে গেল।

একটা ভুল হয়েছে, এ তো সে নয়! কোথায় সেই নীল চোখ, সেই মিষ্টি ভীরু হাসি? সের্গেইর পরিবর্তে তার মোটাসোটা গোলাপী গালের মেয়েটিকে দেখে এই কথাটাই আন্নার প্রথম মনে হল; মনের গোলমালে সে আশা করেছিল যে নার্সারিতে সের্গেইকেই দেখতে পাবে। ছোট মেয়েটি টেবিলে বসে জলের বোতলের মুখটা বার বার সশব্দে টেবিলের উপর ঠুকছিল; এবার সে কালো চোখের মণি দুটোকে মেলে ধরে হাঁ করে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীর প্রশ্নের জবাবে সে জানাল যে সে ভালই আছে, আর পরদিনই তারা গ্রামে চলে যাবে। তারপর মেয়েটির পাশে বসে বোতলের মুখটাকে তার সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মজা করতে লাগল। কিন্তু ভুরু দুটি তুলে মেয়েটি এমন জোরে জোরে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল যে আন্নার চোখের সামনে ভ্রন্‌স্কির মুখটাই ভেসে উঠল; কোন রকমে কান্নাটাকে চাপা দিয়ে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সবই কি শেষ হয়ে যেতে পারে? না, সে অসম্ভব, আন্না ভাবল। ভ্রন্‌স্কি ফিরে আসবে। কিন্তু সেই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার সময় তার সেই হাসি, সেই খুসি-খুসি ভাব, তার কি ব্যাখ্যা সে দেবে? কোন ব্যাখ্যাই যেন সে না দেয়, আমি তাকে বিশ্বাস করব। তাকে বিশ্বাস না করে যে আমার উপায় নেই—সে পথে আমি তাই যেতে চাই না।

আন্না ঘড়ির দিকে তাকাল। বারো মিনিট হয়ে গেছে। আমার চিঠি পেয়ে সে ফিরে আসছে। এখনই এসে পড়বে। আরও দশ মিনিট···আর যদি না আসে? না, না, তাকে আসতেই হবে। আরে, আমার চোখের জল তো তাকে দেখতে দেব না। এখনই গিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলব। আহারে, চুল কি বেঁধেছি? আন্না মনে করতে পারল না। চুলে হাত বুলিয়ে নিল। হাঁ, চুল বাঁধা হয়েছে, কিন্তু কখন যে বেঁধেছি একটুও মনে নেই। নিজের আঙুলকে বিশ্বাস করতে না পেরে সে আয়নায় দেখতে গেল সত্যিই চুলে চিরুণী চালিয়েছে কি না। চালিয়েছে, কিন্তু কখন চালিয়েছিল তা মনে করতে পারল না। ও কে? যে জ্বরতপ্ত মুখের ঝকঝকে দুটি চোখ সভয়ে তার দিকে চেয়ে আছে সে দিকে চোখ পড়তেই আন্না নিজেকে প্রশ্নটা করল। আরে, এ তো আমি; সে বুঝতে পারল; আর নিজের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতিটা দেখতে দেখতে সহসা তার মনে হল, ভ্রন্‌স্কি তার শরীরটা চুমায় চুমায় ভরে দিচ্ছে, তার বুকের ভিতরটা শিউরে উঠল, কাঁধ দুটো তুলে নিজের হাতটাই ঠোঁটের উপর চেপে ধরে তাতে চুমা খেল।

এ কি করছি? আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? আন্না শোবার ঘরে চলে গেল। সেখানে আন্নুশ্‌কা গোছগাছ করছিল।

"আন্নুশ্‌কা!" দাসীর সামনে গিয়ে আন্না ডাকল, কিন্তু তাকে কি বলবে ভেবে পেল না।

যেন বুঝতে পেরেছে এমনি ভাব দেখিয়ে আন্নুশ্‌কা বলল, "আপনি তো বাইরে গিয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন।"

"দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার সঙ্গে? হ্যাঁ. আমি যাব।"

পনেরো মিনিট যেতে, পনেরো মিনিট আসতে। সে আসছে, যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে। ঘড়িটা বের করে দেখল। আমাকে এই অবস্থায় রেখে সে চলে গেল কেমন করে? কোন রকম মিটমাট না করে সে আছে কেমন করে? জানালায় গিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। এতক্ষণ তো ফিরে আসা উচিত ছিল। কিন্তু সে বোধহয় হিসাবে ভুল করেছে। ঠিক কখন ভ্রন্‌স্কি গেছে সে সময়টা সঠিক সে স্মরণ করে আন্না মিনিট গুণতে শুরু করল।

নিজের ঘড়িটা মেলাবার জন্য বড় ঘড়ির দিকে যেতে যেতেই একটা গাড়ির শব্দ কানে এল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল ভ্রন্‌স্কির গাড়ি। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠে এল না, নীচেই কথাবার্তা শোনা গেল। যে লোকটাকে সে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিল সেই গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছে। আন্না তার কাছেই গেল।

"আমি কাউন্টকে ধরতে পারি নি। তিনি নিঝ্‌নি নভ্‌গরদ রেলওয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেছেন।"

"সে কি বলল? কি?..." লাল-মুখ মিখাইল তার চিঠিটাই তার হাতে ফেরৎ দিলে আন্না প্রশ্ন করল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল, সে তো চিঠিটা দেখেই নি।

"এই চিঠিটা নিয়ে কাউন্টেস ভ্রন্‌স্কির দেশের বাড়িতে চলে যাও—পথ তো চেন? এখনই আমাকে জবাব এনে দাও," আন্না তাকে বলল।

আর আমি? আমি কি করব? আন্না ভাবতে লাগল। হ্যাঁ, আমি গিয়ে ডলির সঙ্গে দেখা করব; যেতেই হবে, নইলে আমি পাগল হয়ে যাব। আর ভ্রন্‌স্কিকে তো একটা তারও করে দিতে পারি। আন্না আসনে বসে একটা টেলিগ্রাম লিখে ফেলল:

"তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, অবিলম্বে ফিরে এস।"

টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিয়ে সে পোষাক বদলাতে গেল। সাজ-পোষাক শেষ করে সে আন্নুশ্‌কার চোখের দিকে তাকাল। সে দুটি ধূসর চোখ সহানুভূতিতে ভরা।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অসহায়ভাবে ভেঙে পড়ে একটা চেয়ারে বসে আন্না বলে উঠল, "আন্নুশ্‌কা; সোনা, এখন আমি কি করব?"

"এত ভেঙে পড়ছেন কেন আন্না আর্কাদিয়েভ্‌না? আপনি তো জানেন

এ রকম হয়েই থাকে। এখন যান তো, বাইরে গেলেই অনেক ভাল লাগবে।" দাসী বলল।

নিজেকে সংহত করে উঠে দাঁড়িয়ে আন্না বলল, "হ্যাঁ, আমি যাব। আমি যাবার পরে যদি কোন টেলিগ্রাম আসে তাহলে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার কাছে পাঠিয়ে দিও···না, আমি নিজেই ফিরে এসে নেব।"

কোন রকম চিন্তা-ভাবনা নয়, আমাকে কিছু করতেই হবে, আমাকে চলে যেতেই হবে; আসলে কথা হল এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়া; বুকের ভিতর হাতুড়ির ঘা শুনতে শুনতে আন্না সভয়ে কথাগুলি বলল। দ্রুত পায়ে বাইরে গিয়ে সে গাড়িতে চাপল।

বক্সে উঠবার আগেই পিয়তর শুধাল, "কোথায় যাবেন মা-জননী?"

"জ্‌নামেংকায় অব্‌লন্‌স্কিদের বাড়ি।"

॥ ২৮ ॥

এখন আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার। সারা সকাল বেশ বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এখন আকাশ পরিষ্কার। বাড়ির ছাদ, রাস্তার দু'পাশের পতাকা, রাস্তার পাথর, গাড়ির চাকা, চামড়া, তামা ও পিতলের সরঞ্জাম—মে মাসের রোদে সব কিছু চক্‌চক্‌ করছে। তিনটে বাজে, পথে লোক-চলাচল সব চাইতে বেশী।

আরামদায়ক গাড়ির এক কোণে বসে ঘোড়া দুটির দুল্‌কি চালের সঙ্গে গাড়ির স্প্রিংয়ের উপর ঈষৎ দুলতে দুলতে গত কয়েকদিনের কথা মনে করে এখন আর আন্নার আগের মত তত খারাপ লাগছে না। মৃত্যুর চিন্তা এখন আর তত স্পষ্ট ও ভয়ংকর হয়ে দেখা দিচ্ছে না; আসলে মৃত্যুকে এখন আর অনিবার্য বলেই মনে হচ্ছে না। এই অসম্মানকে মেনে নেবার জন্য এখন সে নিজেকেই দোষ দিতে লাগল। নিজেকে আমি সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছি। তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছি। সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়েছি। কেন? তাকে ছাড়া কি আমি বাঁচতে পারি না? এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে সে রাস্তার বিজ্ঞাপন পড়তে লাগল।···হ্যাঁ, ডলিকে সব কথা বলব। সে ভ্রন্‌স্কিকে পছন্দ করে না। এ কথা বলা বেদনাদায়ক, লজ্জাকর, তবু সব তাকে বলব! সে আমাকে ভালবাসে, আমি তার পরামর্শ ই নেব। ভ্রন্‌স্কির কাছে আত্ম-সমর্পণ করব না; সে যে আমাকে আমার কি কর্তব্য বলে দেবে তা হবে না।···শেষ পর্যন্ত ডলিও বলবে, দ্বিতীয় স্বামীকে ছেড়ে গেলে আমি ভুল করব। যেন আমি ঠিক করতেই চেয়েছি কোনদিন। আঃ, আমি আর পারছি না! অস্ফুট স্বরে সে বলল। তখন তার প্রায় কেঁদে ফেলবার মত অবস্থা। কিন্তু পরমুহূর্তেই দুটি মেয়েকে হাসতে দেখে সে ভাবল, এদের এত হাসি কেন। মনে হয়, ভালবাসার জন্য। ওরা তো জানে না ভালবাসা কত

নিরানন্দময়, কত ছোট করে দেয় মানুষকে।...রাজপথ...ছেলেমেয়েরা। তিনটি ছেলে ঘোড়া-ঘোড়া খেলছে। সের্গেই! সব কি হারাব, অথচ তাকে ফিরে পাব না। হ্যাঁ, তাকে যদি ফিরে না পাই তাহলে তো আমার সবই গেল।...ভ্রন্স্কি হয় তো ট্রেন ধরতে পারে নি, বাড়িতেই ফিরে এসেছে। আবার সেই কথা ভাবছি—নিজেকে ছোট করতে চাইছি! ডলির কাছেই যাব, তাকে সব কথা বলব, বলব—আমার বড় দুঃখ, এ দুঃখ আমার প্রাপ্য, সব দোষ আমার, তবু আমি বড় দুঃখী, আমাকে সাহায্য কর! এই ঘোড়া, এই গাড়ি—তার গাড়িতে বসেছি বলে নিজেকে আমি কত ঘৃণা করি!—সব কিছুই তো তার; কিন্তু এই শেষবার।

ডলিকে কি বলবে মনে মনে সেই কথা ভাবতে ভাবতে ইচ্ছা করেই মনটাকে বিষে ভরে তুলে আন্না সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

"কোন অতিথি আছেন কি?" হলে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করল।

"একাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভ্না লেভিনা," পরিচারক উত্তর দিল।

কিটি! যে কিটির সঙ্গে ভ্রন্স্কি প্রেমে পড়েছিল, আন্না ভাবল। যে কিটির কথা এখনও সে কত বলে। তাকে বিয়ে করে নি বলে দুঃখ করে। আমাকে সে ঘৃণা করে, আমার সঙ্গে তার জীবনটাকে জড়িয়েছে বলে দুঃখ করে।

দুই বোন বাচ্চার খাওয়া নিয়ে আলোচনা করছিল এমন সময় আন্না সেখানে গেল। তার সঙ্গে দেখা করতে ডলি একাই বেরিয়ে এল।

"তাহলে তোমরা এখনও যাও নি? আমি নিজেই তোমাদের ওখানে যাব ভেবেছিলাম। আজই স্তেভ্-এর চিঠি পেয়েছি।"

কিটিকে দেখবার আশায় চারদিকে তাকিয়ে আন্না বলল, "আমরাও পেয়েছি—একটা টেলিগ্রাম।"

"সে লিখেছে, কারেনিন যে কি চায় তা সে বুঝতে পারছে না, কিন্তু একটা জবাব না পাওয়া পর্যন্ত সেও নড়বে না।"

"আমি ভেবেছিলাম তোমার কাছে কোন অতিথি এসেছে। চিঠিটা পড়তে পারি কি?"

ডলি বিব্রত হয়ে বলল, "কিটি এসেছে। নার্সারিতে আছে। সে খুব অসুস্থ।"

"আমিও তাই শুনেছি। চিঠিটা পড়তে পারি কি?"

"এনে দিচ্ছি। ভেব না যে সে আপত্তি করেছে; বরং ঠিক উল্টো। স্তেভ্ তো অনেক আশা রাখে;" দরজার কাছে থেমে ডলি বলল।

"আমার কোন আশা নেই, এমন কি ইচ্ছাও নেই," আন্না বলল।

এটা কি রকম? আমার সঙ্গে দেখা করলে কি কিটি ছোট হয়ে যেত? একা একা আন্না ভাবতে লাগল। হয় তো সে ঠিকই ভেবেছে। তাহলেও

আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করা তার সাজে না, সেও তো ভ্রন্‌স্কির প্রেমে পড়েছিল। আমি জানি, আমার বর্তমান অবস্থায় কোন শ্রদ্ধেয়া নারীই আমাকে গ্রহণ করতে পারে না। তার জন্য সব কিছু ত্যাগ করার প্রথম মুহূর্ত থেকেই আমি তা জানি। আর এই আমার পুরস্কার! ওঃ, তাকে যে আমি কত ঘৃণা করি। কেন এখানে এলাম? এখানে যে আরও খারাপ লাগছে, আরও অপমান বোধ হচ্ছে। অন্য ঘর থেকে দুই বোনের কথা ভেসে আসছে। এখন আমি ডলিকে কি বলতে পারি? আমার দুঃখের কথা কিটিকে জানতে দিয়ে তার পিঠ চাপড়ানি সহ্য করব কি? না, ডলি বুঝবে না। তাকেও কিছুই বলবার নেই। একমাত্র সান্ত্বনা পেতে পারি কিটির সঙ্গে দেখা করে তাকে যদি বোঝাতে পারি যে আমি প্রতিটি মানুষকে, প্রতিটি জিনিসকে ঘৃণা করি, আর অন্য সব কিছুকেই তুচ্ছ জ্ঞান করি।

ডলি চিঠিটা নিয়ে এল। সেটা পড়ে কোন কথা না বলে আন্না চিঠিটা ফিরিয়ে দিল।

বলল, "এ সবই আমি জানি। এ সবেতে আমার কোনই আগ্রহ নেই।"

কৌতূহলের সঙ্গে আন্নার দিকে তাকিয়ে ডলি বলল, "সে কি? আমার তো বরং অনেক আশা।" আন্নাকে সে আগে কখনও এতখানি বিরক্ত হতে দেখে নি। জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা কবে যাচ্ছ?"

আন্না চোখ কুঁচকে শূন্যে তাকিয়ে রইল; কোন জবাব দিল না।

দরজার দিকে তাকিয়ে আরক্ত মুখে বলল, "কিটি কি আমাকে দেখে লুকিয়েছে?"

"কী বাজে কথা! সে বাচ্চাটাকে দেখেছে; বাচ্চাটারও শরীর ভাল যাচ্ছে না। আমি ওকে পরামর্শ দিচ্ছিলাম। ও খুব খুসিতে আছে। এখনই আসবে," মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত নয় বলে ডলি কোন রকমে কথাগুলি বলল। "আরে, এই তো এসে পড়েছে।"

আন্না এসেছে শুনে কিটি তার সঙ্গে দেখা করতে চায় নি, কিন্তু ডলিই পীড়াপীড়ি করেছে। বেশ চেষ্টা করে কিটি ঘরে ঢুকল, তার মুখ লাল হয়ে উঠল; আন্নার কাছে গিয়ে সে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

কাঁপা গলায় বলল, "খুব খুসি হলাম।"

এই পাপীয়সী নারীর প্রতি বিরূপ মনোভাব ও তার প্রতি সহৃদয় ব্যবহারের চেষ্টা—এই দুয়ের মধ্যে একটা সংঘাতের চিহ্ন কিটির মধ্যে প্রকাশ পেলেও আন্নার সুন্দর সংবেদনশীল মুখটা দেখেই কিটির মনের বিরূপতাটা কেটে গেল।

"তুমি যদি আমার সঙ্গে দেখা না করতে তাহলেও আমি অবাক হতাম না। এখন সব কিছুই আমার সয়ে গেছে: তুমি কি অসুস্থ হয়েছিলে? হ্যাঁ, তুমি অনেক বদলে গেছ।" আন্না বলল।

আন্নার চোখের শত্রুতার ভাব কিটির দৃষ্টি এড়াল না। অনেক দুঃখেই আন্নার মনে শত্রুতার ভাব বাসা বেঁধেছে এ কথা বুঝে কিটি বরং তার জন্য দুঃখিতই হল।

কিটির অসুখ, বাচ্চাটার কথা, স্তেভ্-এর কথা—এই সব নিয়েই সকলে আলোচনা করতে লাগল, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল যে এ সবে আন্নার কোনই আগ্রহ নেই।

সে দাঁড়িয়ে বলল, "তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতেই এসেছিলাম।"

"তোমরা কবে যাচ্ছ?"

আবারও আন্না কোন জবাব দিল না; কিটির দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

হেসে বলল, "তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম। সকলের মুখে, এমন কি তোমার স্বামীর মুখেও তোমার কথা এত শুনেছি। সে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল, আর তাকে আমার প্রচণ্ড ভাল লেগেছিল, "কথাটার মধ্যে একটা দুষ্ট বাসনা ছিল। "তিনি এখন কোথায়?"

আবার সলজ্জভাবে কিটি বলল, "গ্রামে ফিরে গেছে।"

"তাকে আমার প্রীতি জানিও—ভুলো না কিন্তু।"

"ভুলব না," সমবেদনার সঙ্গে আন্নার দিকে তাকিয়ে কিটি বলল।

"আচ্ছা, তাহলে বিদায়," ডলিকে চুমা খেয়ে কিটির হাতে চাপ দিয়ে আন্না দ্রুত পায়ে চলে গেল।

তখন কিটি বলল, "ঠিক সেই রকমই আছে, তেমনই আকর্ষণীয়। কিন্তু ওকে ঘিরে যেন একটা কারুণ্য বিরাজ করছে। ভীষণভাবে করুণ।"

ডলি বলল, "ও যেন আজ সে মানুষই নয়। হল-এ যখন ওকে বিদায় দিলাম তখন মনে হল ওর চোখে বুঝি জল এসে গেছে।"

॥ ২৯ ॥

আন্না যখন গাড়িতে উঠল তখন তার অবস্থা বাড়ি থেকে বের হবার সময়কার অবস্থার চাইতেও শোচনীয়। কিটির হাতে আক্রান্ত ও প্রতিহত হবার মনোভাব যুক্ত হয়েছে তার অন্য সব দুঃখের সঙ্গে।

"কোথায় যাব? বাড়ি?" পিয়তর জানতে চাইল।

"হ্যাঁ, বাড়ি." কোথায় যাবে সে কথা না ভেবেই আন্না বলে দিল।

দুটি লোককে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে আন্না ভাবল, ওরা কেমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে!—যেন ভয়ংকর, দুর্বোধ্য ব্যাখ্যার অতীত কিছু দেখছে। এত তীব্রতার সঙ্গে একজন আর একজনকে কি বলছে? ডলিকে বলতে চেয়েছিলাম, না বলে ভালই করেছি। আমার কষ্ট নিয়ে সে কী মজাটাই না পেত! অবশ্য সে ভাবটা সে গোপন করেই রাখত, কিন্তু আসলে

যে সুখের জন্য সে লালায়িত সেই সুখ ভোগ করতে গিয়ে আমি শান্তি পেয়েছি দেখে সে খুসিই হত। আরও বেশী খুসি হত কিটি। আঃ, আমি যে তার ভিতরটাও দেখতে পেয়েছি! সে তো জানে, তার স্বামীর প্রতি আমার অনুরাগ একটু বেশীই ছিল। তাই তো সে আমাকে ঈর্ষা করে, ঘৃণা করে। তার চোখে আমি তো একটা ভ্রষ্টা নারী। আমি যদি ভ্রষ্টা হতাম তো তার স্বামীকে আমার প্রেমে ডুবিয়ে দিতে পারতাম—ইচ্ছা করলেই পারতাম। ইচ্ছা করেওছিলাম।···সে আমাকে ঈর্ষা করে। আমাকে ঘৃণা করে। আমরা সকলেই একে অন্যকে ঘৃণা করি। আমি কিটিকে, কিটি আমাকে। এটাই সত্য। সে বাড়ি ফিরে এলে কথাটা তাকে বলব, কিটি হেসে নিজেকেই বলল; কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে পড়ে গেল যে মজার কথা বলবার মত কেউ তো তার নেই। আর সত্যি সত্যি মজার কথাও এটা নয়। সবই বিরক্তিকর। সান্ধ্য উপাসনার ঘণ্টা বাজছে, আর ঐ বণিকটি কেমন একান্তভাবে বুকে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকছে!—যেন কোন কিছু হারাবার ভয়ে তাকে পেয়ে বসেছে। এই সব গির্জা, গির্জার ঘণ্টা, এই সব আড়ম্বর—এ সব কেন আছে? পরস্পরের প্রতি আমরা যে ঘৃণা পোষণ করি তাকে লুকিয়ে রাখবার জন্যই তো। ইয়াশ্‌ভিন বলে: সে আমার শার্ট খুলে নিতে চায়, আর আমি চাই তার শার্ট খুলে নিতে। এই তো আসল সত্য।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই গাড়িটা তাদের বাড়ির দরজায় থামতেই তার চিন্তার সুতো কেটে গেল। দরোয়ানকে তার দিকে আসতে দেখে তবে তার মনে পড়ে গেল যে সে একটা চিঠি ও একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল।

"কোন জবাব এসেছে কি?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"দেখছি," বলে দরোয়ান ডেস্কের কাছে গেল; টেলিগ্রামের পাতলা চৌকো খামটা পেয়ে সেটা এনে আন্নার হাতে দিল।

"দশটার আগে ফিরতে পারব না। ভ্রন্‌স্কি," সে পড়ল।

"আর পত্রবাহকটি ফিরে আসে নি?"

"না," দরোয়ান জবাব দিল।

তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে কি করতে হবে তাও আমি জানি, নিজের মনেই আন্না কথাটা বলল; তারপর ক্রমবর্ধমান ক্রোধ ও প্রতিহিংসার তাড়নায় সে ছুটে উপরে উঠে গেল। আমি নিজেই তার কাছে যাব। তাকে চিরদিনের মত ছেড়ে যাবার আগে সব কথা তাকে বলে যাব। ভাবল, এই লোকটাকে যত ঘৃণা আমি করেছি তেমন আর কাউকে নয়! র‍্যাকের উপর তার টুপিটা দেখে সে বিতৃষ্ণায় শিউরে উঠল। সে বুঝতে পারল না যে ভ্রন্‌স্কির টেলিগ্রামটা এসেছে তার টেলিগ্রামের জবাবে; তার চিঠিটা ভ্রন্‌স্কি এখনও পায় নি। মনের চোখে আন্না দেখতে পেল, ভ্রন্‌স্কি শান্ত মনে

তার মা ও প্রিন্সেস সরোকিনার সঙ্গে কথা বলছে আর আন্নার দুঃখ নিয়ে আনন্দে বিগলিত হচ্ছে। আন্না নিজের মনে বলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি যাব, কিন্তু কোথায় যাবে সেটা সে তখনও জানে না। শুধু জানে, এই ভয়ংকর বাড়িতে যে কষ্ট সে সহ্য করেছে তার থেকে দূরে কোথাও তাকে যেতেই হবে। এই সব চাকর, দেয়াল, আসবাবপত্র—সব কিছুই তার ক্রোধ ও ঘৃণাকে জাগিয়ে তুলেছে ; তাকে যেন পিষে মারছে।

এখনই রেলওয়ে স্টেশনে যেতে হবে ; সেখানে তাকে না পেলে চলে যাব কাউণ্টেসের বাড়ি. তার মুখোশ খুলে দেব। আন্না কাগজ খুলে ট্রেনের সময় দেখল। আটটা দু'মিনিটে একটা সান্ধ্য ট্রেন আছে। এখনও সময় আছে। ঘোড়া বদলে দেবার হুকুম দিয়ে আন্না কয়েক দিনের মত জামা কাপড় গুছিয়ে নিল। সে জানে, এ বাড়িতে আর কোন দিন ফিরে আসবে না। আবছা ভাবে নানান কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত স্থির করল, স্টেশনে অথবা কাউণ্টেসের গ্রামের বাড়িতে যাই ঘটুক না কেন, নিঝ্‌নি নভ্‌গরদ রেল পথের প্রথম বড় শহরের একটা টিকিট কেটে সে সেখানেই নেমে পড়বে।

টেবিলে ডিনার সাজানো ছিল ; সেখানে গিয়ে এক টুকরো রুটি-মাখন মুখে দিয়ে সব খাবারের গন্ধই বিরক্তিকর মনে হওয়ায় গাড়ি আনতে হুকুম দিয়ে বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যেই রাস্তার উপর বাড়িটার ছায়া পড়েছে ; শেষ সূর্যের আলোয় সন্ধ্যাটা পরিষ্কার ও আতপ্ত। আন্নার জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে এল আনুশ্‌কা, পিয়তর সেগুলো গাড়িতে তুলল, কোচয়ান তো আগেই চটে ছিল—সকলের মনেই আন্নার প্রতি ঘৃণার ভাব, আর তারাও যা কিছু বলল, যা কিছু করল তাতেই আন্না বিরক্তি বোধ করতে লাগল।

"তোমাকে দরকার হবে না পিয়তর।"

"কে আপনার টিকিট কিনে দেবে ম্যা'ম ?"

"তোমার যেমন ইচ্ছা, আমার কাছে সবই সমান ," আন্না সোজা বলে দিল।

পিয়তর লাফ দিয়ে বক্সে উঠে হাত দুটি ভাঁজ করে কোচয়ানকে বলল, "রেলওয়ে স্টেশনে চালাও।"

॥ ৩০ ॥

যেখানে ছিলাম আবার সেখানেই ফিরে এসেছি ! আবার সব কিছুই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে এসেছে। গাড়ির দুলুনিতে ঈষৎ দুলতে দুলতে আন্না নিজের মনেই কথাগুলি বলল। গাড়িটা তখন পাথরের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে ; রাস্তার দু'পাশের শোভাগুলি সীমাহীন শোকযাত্রায় একের পর এক সরে সরে যাচ্ছে।

সর্বশেষ কি কথা ভেবে আমি এত খুসি হয়েছিলাম ? আন্না স্মৃতির পাতা হাতড়াতে লাগল। হ্যাঁ, ইয়াশ্‌ভিনের সেই কথা—জীবন-সংগ্রাম ও ঘৃণা, এরাই মানুষকে একসূত্রে বেঁধে দেয়। গিয়ে কোন লাভ নেই; একদল যাত্রী চার ঘোড়ার গাড়িতে চেপে গ্রামে চলেছে ছুটি কাটাতে, তাদের লক্ষ্য করে আন্না মনে মনে কথাটা বলল। যে কুকুরটাকে তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছ সেও তোমাদের কাজে লাগবে না। নিজের কাছ থেকে তো কেউ ছাড়া পাবে না। পিয়তরকে ঘাড় ঘোরাতে দেখে সেও সেই দিকেই তাকাল; কারখানার একটি মাতাল মজুরকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ঐ লোকটা তবু অনেক ভাল আছে, সে ভাবল। অনেক আশা নিয়েও কাউণ্ট ভ্রনস্কি ও আমি তো সুখী হতে পারি নি। এই প্রথম একটা উজ্জল আলোয় আন্না তাদের সম্পর্কটাকে দেখতে চেষ্টা করল। আমার মধ্যে সে কি চেয়েছিল ? ভালবাসার চাইতেও বেশী করে চেয়েছিল নিজের অহংকারকে তুষ্ট করতে। তাদের ঘনিষ্ঠতার প্রথম দিকের কথা তার মনে পড়ল; তার কথা, তার মুখের ভাব সবই তখন ছিল একটা অনুগত কুকুরের মতই নীচ। এখন সব কিছুতে সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে। হ্যাঁ, অহংকারের পরিতৃপ্তির জয়-গৌরব সে লাভ করেছিল। অবশ্য ভালবাসাও ছিল, কিন্তু বেশীর ভাগই ছিল জয়ের অহংকার। আমাকে নিয়েই ছিল তার গর্ব। আজ সব শেষ হয়ে গেছে। গর্ব করার কিছুই আর নেই। গর্ব নয়, লজ্জা। আমার কাছ থেকে যতটা পেরেছে নিয়েছে, আজ আর আমাকে তার কোন প্রয়োজন নেই। তার কাছে আমি একটা বোঝামাত্র; আমাকে অসম্মান করতে সে চায় না। কাল তো মুখ ফস্‌কে বলেই ফেলেছে—সে চায় বিবাহ-বিচ্ছেদ, চায় বিবাহ। সে আমাকে ভালবাসে, কিন্তু কেমন করে ? সব রস তো শুকিয়ে গেছে। না, আমাকে দিয়ে এখন আর তার ক্ষিধে মেটে না। আমি যদি তাকে ছেড়ে যাই, তাহলে মনে মনে সে খুসি হবে।

এটা অনুমানমাত্র নয়; যে সন্ধানী আলোয় মানুষের জীবন ও মানবিক সম্পর্কের তাৎপর্য তার কাছে আজ ধরা পড়েছে তাতেই এই সত্য তার কাছে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

আন্না ভাবতে লাগল: আমার ভালবাসা ক্রমাগতই আবেগবর্জিত ও আত্ম-কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে, আর তার ভালবাসা ক্রমেই কমে যাচ্ছে; তাই তো আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ছিটকে পড়েছি। আর এ ছাড়া কোন উপায়ও নেই। আমার কাছে সেই তো সব; আমি চাই সে আমাকে সব কিছু দিয়ে দিক। আর সে চায় ক্রমাগত আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে। মিলনের আগে আমরা দু'জন দু'জনের দিকে এগিয়ে এসেছিলাম; তারপর থেকেই আমরা অনিবার্যভাবে দূরে সরে গিয়েছি। কিছুতেই এর অন্যথা হবে না। সে বলে, আমি ঈর্ষায় পাগল, আমিও বলি আমি ঈর্ষায় পাগল, কিন্তু

সেটা সত্য নয়। আমি ঈর্ষান্বিত নই, আমি অসন্তুষ্ট। কিন্তু···ঠোঁট দুটো ফাঁক করে সে সরে বসল; হঠাৎ একটা নতুন চিন্তা তার মাথায় ঢুকল: আমি যদি তার রক্ষিতা না হয়ে অন্য কিছু হতে পারতাম, তার আদর-ভালবাসা ছাড়া আর কিছু না চাইতাম! কিন্তু আর কিছু হতে আমি পারি না, হতে চাই না। আমার বাসনা তার মনে বিতৃষ্ণা জাগায়, আর আমার মনে জাগায় ক্রোধ; এর অন্যথা তো হতে পারে না। আমি কি জানি না যে সে আমাকে ঠকাবে না, প্রিন্সেস সারোকিনাকে ঘিরে তার মনে কোন মতলব নেই, কিটিকে সে ভালবাসে না, আর আমার প্রতি সে অবিশ্বাসী হবে না? এ সবই আমি জানি, কিন্তু তাতে তো কোন লাভ হচ্ছে না। সে যদি আমাকে ভাল না বেসে শুধু কর্তব্যের খাতিরেই আমাকে দয়া দেখায়, মমতা দেখায়, আমি যা চাই তা যদি সে আমাকে না দেয়—সে যে ক্রোধের চাইতে হাজার-গুণ খারাপ! সে তো নরক! আর আসলেও তাই তো হয়েছে। দীর্ঘদিন হল সে আমাকে ভালবাসে না। আর যেখানে ভালবাসার শেষ, সেখানেই তো ঘৃণার শুরু। এইসব রাস্তাঘাট আমি একেবারেই চিনি না। এই পাহাড়···এই সব বাড়ি···বাড়ি···। সব বাড়িতেই মানুষ···আর মানুষ···। মানুষের শেষ নেই; সকলেই একে অন্যকে ঘৃণা করছে। এবার ভাবা যাক সুখী হতে হলে আমার কি দরকার। ধরা যাক, আমি বিবাহ-বিচ্ছেদ পেলাম। আলেক্সি আলেক্সান্দ্রভিচ সের্গেইকেও আমার হাতে দিল, আর আমি ভ্রন্‌স্কিকে বিয়ে করলাম। কারেনিনের কথা মনে হতেই তার ছবিটা অসাধারণ স্পষ্টতায় আন্নার সামনে ফুটে উঠল, যেন তার সেই দুর্বল, প্রাণহীন, অনুজ্জ্বল দুটি চোখ, সাদা হাতের কালো শিরা, গলার বিশেষ স্বর, আর আঙুলের গাঁট ফোটানোর শব্দ—সব কিছু নিয়ে সে আন্নার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে; তাদের দু'জনের যে সম্পর্ক ভালবাসার নামে চলে যাচ্ছিল সেটা মনে হতেই তীব্র বিতৃষ্ণায় সে শিউরে উঠল। ধরা যাক আমি বিবাহ-বিচ্ছেদ পেলাম ও ভ্রন্‌স্কির স্ত্রী হলাম। তাহলে কি আজ কিটি যেভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিল সে ভাবে আর কখনও তাকাবে না? সেই একইভাবে সে তাকাবে। আর সের্গেই কি আর কখনও আমার দুই স্বামীর কথা চিন্তা করবে না বা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না? ভ্রন্‌স্কি ও আমার জন্য নতুন কোন্ মনোভাবের সৃষ্টি হবে? সুখের মুখ না দেখতে পাই, আমার সব যন্ত্রণার অবসান হওয়াও কি সম্ভব? না, না, আবার বলছি না! সন্দেহের ছায়ামাত্র না রেখে সে নিজেকে বলতে লাগল। অসম্ভব। জীবনই আমাদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, তাকে করে তুলছে দুঃখী, আর সে দুঃখী করে তুলছে আমাকে; এর উপর তার বা আমার কারও কোন হাত নেই। সব রকম চেষ্টা করা হয়েছে; স্ক্রু খুলে গেছে। ছেলে নিয়ে একটি ভিক্ষুনী। ও মনে করছে ওর জন্য আমরা দুঃখিত; একে অন্যকে ঘৃণা করব বলেই কি আমাদের

এই পৃথিবীতে ঠেলে দেওয়া হয় নি? আর সেই জন্যই কি আমরা নিজেদের এবং অন্যকেও কষ্ট দেই না? কয়েকটি স্কুলের ছেলে আসছে হাসতে হাসতে। সেৰ্গে ই? ভাবতাম, তাকে আমি ভালবাসি, তার প্রতি মমতায় আমার সুখের অন্ত নেই। কিন্তু তাকে ছেড়ে এসেও তো আমি বেঁচে আছি, আর এক ভালবাসার জন্য তাকে বিলিয়ে দিয়েছি, আর সেই নতুন ভালবাসা যতদিন আমাকে সুখী রেখেছে ততদিন এই পরিবর্তন নিয়ে কোন নালিশ করি নি। আর যাকে সে একদিন প্রেম নামে ডেকেছিল তার কথা মনে হতেই বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে উঠল। আজ নিজের ও অপরের জীবনকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়ে সে উল্লসিতও হয়ে উঠল। আমরা সকলেই এক: আমি, পিয়তর, কোচয়ান ফিয়দর, সেই বণিক আর ভল্‌গার তীরে তীরে যারা বাস করে—সকলেই, সব সময়, সর্বত্র। চিন্তার শেষেই তারা নিঝ্‌নি নভ্‌গরদ রেলওয়ে স্টেশনের নীচু বাড়িটায় পৌঁছে গেল, আর তাদের মালপত্র নিতে কুলিরা ছুটে এল।

"ওবিরালোভ্‌কা যাবেন তো?" পিয়তর শুধাল।

কোথায় যাবে, কেন যাবে, সে সবই আন্না ভুলে গিয়েছিল। একটু চেষ্টা করে তবে সে পিয়তরের প্রশ্নটা ধরতে পারল।

"হ্যাঁ," বলে সে টাকার থলিটা তার হাতে দিল; তারপর ছোট লাল থলিটা হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল।

ভিড়ের ভিতর দিয়ে প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ের দিকে যেতে যেতে সব কথাই নতুন করে তার মনে পড়ল। আর একবার প্রথমে আশা, তারপরে নিরাশা, তার আহত, ক্ষুব্ধ হৃদয়ের পুরনো ক্ষতের উপর আঘাত করতে লাগল। পাঁচ-কোণা আসনটাতে বসে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও লোকের যাওয়া-আসা দেখতে লাগল; যেন দেখতে পেল, গন্তব্য স্টেশনে পৌঁছে সে ভ্রন্‌স্কিকে একটা হাতচিঠি লিখছে; চিঠিতে কি লিখবে তাও মনে মনে ভাবছে; তারপর সে ভাবতে লাগল, কেমন করে ভ্রন্‌স্কি মার কাছে তার দুঃখের নালিশ জানাচ্ছে, আর সেই সময় আন্না ঘরে ঢুকে তাকে কি কথা বলবে। তখন তার মনে হল, হয় তো এখনও সুখের আশা আছে, কিন্তু হায়! ভ্রন্‌স্কির জন্য তার ভালবাসা ও ঘৃণা কী বেদনাদায়ক! তার বুকের ভিতরটা ভয়ংকরভাবে ঢিপ ঢিপ করছে!

॥ ৩১ ॥

একটা ঘণ্টা বাজল। কয়েকটি কুৎসিত উদ্ধত যুবক ছুটে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তকমা এঁটে, বোতাম-আঁটা জুতো পরে পিয়তর আন্নাকে নিয়ে যাবার জন্য প্রতীক্ষালয়ে ঢুকল। আন্না যখন প্লাটফর্মে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল

হল্লাবাজ যুবকরা তখন চুপ করে গেল ; একজন অপর জনের কানে কানে কি যেন বলল, নিঃসন্দেহে আদিরসাত্মক কিছু। উঁচু সিঁড়ি বেয়ে একটা ফাঁকা কামরায় ঢুকে আন্না একটা গদি-আঁটা ডিভানে বসল। পিয়তর প্লাটফর্ম থেকেই বিদায়-সম্ভাষণ জানাল ; বোকার মত হাসতে হাসতে সোনালী কাজ-করা টুপিটা তুলল। কণ্ডাক্টর সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিল। একটি কুৎসিত মহিলা স্কার্টের নীচে শক্ত প্যাড পরে (আন্না কল্পনায় দেখল সে যেন উলঙ্গ, আর তা দেখে সে মর্মাহত হল) মেয়েকে নিয়ে প্লাটফর্মের উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে।

যাতে কাউকে দেখতে না হয় সেজন্য আন্না তাড়াতাড়ি ফাঁকা কামরার উল্টো দিকের জানালায় গিয়ে বসল। একটা নোংরা, মজুরের টুপি পরা, কুৎসিত বুড়ো মানুষ জানালার পাশ দিয়ে এগিয়ে নীচু হয়ে গাড়ির চাকায় কি যেন করতে লাগল। আন্নার মনে হল, লোকটাকে যেন চেনা-চেনা লাগছে। স্বপ্নের কথা মনে পড়তেই আন্না আতংকে কেঁপে উঠল ; উঠে দরজার গায়ে লেপ্টে দাঁড়াল। আর ঠিক তখনই কণ্ডাক্টর দরজা খুলে একটি লোক ও তার স্ত্রীকে কামরায় ঢুকিয়ে দিল।

"আপনি কি বাইরে যাবেন ?"

আন্না জবাব দিল না। কণ্ডাক্টর বা দম্পতি কারও চোখে গুণ্ঠনের নীচে তার মুখের আতংক ধরা পড়ল না। নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে সে বসে পড়ল। দম্পতিটি বিপরীত দিকে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে সাগ্রহে তার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখতে লাগল। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের প্রতিই আন্না বিরক্ত হয়ে উঠল। স্বামীটি জানতে চাইল, সে ধূমপান করলে আন্নার কোন আপত্তি আছে কি না—আসলে কথা বলার একটা ছুতো পাবার জন্যই সে কথাটা বলল। অনুমতি পেয়েও লোকটি ধূমপানের পরিবর্তে বৌয়ের সঙ্গে ফরাসীতে নানা বিষয়ে আলাপ করতে শুরু করে দিল। শুধু আন্নার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যই দু'জন আজেবাজে নানা কথা বলতে লাগল। আন্না পরিষ্কার বুঝতে পারল, তারা দু'জনই দু'জনকে নিয়ে বিরক্ত, একজন আর একজনকে ঘৃণা করে। আর এ রকম জঘন্য জীবদের ঘৃণা না করাটাই অসম্ভব।

দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজতেই একটা হৈ-হল্লা-হাসি ও মালপত্র টানাটানির শব্দ উঠল। আন্না দেখল, এ হৈ-চৈ কারও ভাল লাগছে না ; আর সেই অট্ট-হাসিতে আন্না এতই বিরক্ত বোধ করল যে দুই হাতে সে কান চেপে ধরল। অবশেষে তৃতীয় ঘণ্টা বাজল, বাঁশী বাজল, এঞ্জিনটা সশব্দে কিছুটা বাষ্প ছেড়ে দিল, শিকলের ঝন্‌ঝন্ শব্দ হল, আর স্বামীটি ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল। বিষ-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আন্না ভাবল, স্বামীটিকে জিজ্ঞাসা করবে যে এ রকম করে কি হয়। রেলপথের অংশনের উপর খটাং-খটাং শব্দ করতে করতে আন্নার কামরাটা প্লাটফর্ম পেরিয়ে, পাথরের দেয়াল, সিগ্‌ন্যাল টাওয়ার ও অন্য ট্রেন-

গুলিকে পেরিয়ে চলে গেল ; অস্ত-সূর্যের রাঙা আলোয় জানালাগুলি আলোকিত হয়ে উঠল ; পর্দায় বাতাস খেলা করতে লাগল। ট্রেনের তালে তালে দুলতে দুলতে তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস টেনে আন্না সহযাত্রীদের ভুলে গেল ; নতুন করে তার নিজের চিন্তায়ই ডুবে গেল :

কোথায় ছেড়েছিলাম? ওঃ, হ্যাঁ, ভাবছিলাম—জীবন যেখানে যন্ত্রণা নয় এমন একটা জায়গা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ; মানুষের জন্মই দুঃখভোগের জন্য ; এ সবই আমরা জানি, তবু নিজেদের কেমন করে ঠকানো যায় তাই ভেবেই জীবন কাটিয়ে দেই। আর সত্যি যদি সত্যের মুখোমুখি হতাম, তাহলে আমাদের কি করতে হত?

"এই জন্যই তো মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি দেওয়া হয়েছিল—যাতে সে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচতে পারে," স্ত্রীটি ফরাসীতে বলল। যেন আন্নার চিন্তার উত্তরেই তার মুখ থেকে কথাগুলি বেরিয়ে এসেছে।

হ্যাঁ, আমি খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি, আর সেই বিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যই তো আমার বুদ্ধিবৃত্তি রয়েছে ; আমাকে তাই তো করতে হবে। যখন দেখবার মত কিছুই নেই, যখন সব কিছুই ঘৃণার্হ, তখন হাতের মোমবাতিটা কেন নিভিয়ে দেওয়া হবে না? কিন্তু কেমন করে? কণ্ডাক্টর কেন করিডর দিয়ে ছুটে গেল? অন্য গাড়ির যুবকরা চীৎকার করছে কেন? তারা কথা বলছে কেন? হাসছে কেন? সব নকল, সব মিথ্যা, সব প্রতারণা, সব শয়তানী!

গন্তব্য স্টেশনে ট্রেনটা থামলে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে আন্নাও গাড়ি থেকে নামল ; কুষ্ঠ রোগীদের এড়িয়ে যাবার মত করে তাদের কাছ থেকে সরে গিয়ে সে প্লাটফর্মে দাঁড়াল ; এতক্ষণে মনে করতে চেষ্টা করল, সে কেন এসেছে, আর কি করতে চায়। আগে সব কিছুই মনে হয়েছিল সহজসাধ্য ; এখন তাই মনে হচ্ছে দুঃসাধ্য, বিশেষ করে এই অবাঞ্ছিত জনতার ভিড়ের কোলাহলে। এই যে কুলিরা এসে তাকে সাহায্য করতে চাইছে ; পরক্ষণেই একদল যুবক প্লাটফর্মের কাঠের পাটাতনে শক্ত বুট ঠুকতে ঠুকতে তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সশব্দে গল্প করতে করতে চলে গেল ; কখনও বা উল্টোদিকের কিছু যাত্রী তাকে ধাক্কা মেরেই চলে গেল।

আন্নার মনে পড়ল, সে স্থির করেছে তার চিঠির কোন জবাব না পেলে সে আরও এগিয়ে যাবে। তাই একটা কুলিকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কির কাছে একটা চিঠি পৌছে দেবার মত কোন কোচয়ান পাওয়া যাবে কি না।

"কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি? ভ্রন্‌স্কিদের গাড়ি তো এইমাত্রও সেখানে ছিল। প্রিন্সেস সরোকিনা ও তার মেয়ের জন্য এসেছিল। কোচয়ানটি দেখতে কেমন?"

আন্না যখন কুলির সঙ্গে কথা বলছিল সেই সময়লাল-মুখ ফূর্তিবাজ কোচয়ান

মিখাইল তাকে দেওয়া কাজটা ঠিক মত করতে পারার গর্বে ফুলতে ফুলতে সেখানে এসে হাজির হল এবং আন্নার হাতে একটা চিঠি দিল। সে খামটা ছিঁড়ে ফেলল; পড়বার আগেই তার বুক কাঁপতে লাগল।

"তোমার চিঠিটা না পাওয়ার জন্য খুবই দুঃখিত। দশটায় বাড়ি পৌছব।" ভ্রন্স্কি তাড়াতাড়িতে এইটুকুই লিখে জানিয়েছে।

তাই দেখছি। ঠিক যা ভেবেছিলাম, প্রতিহিংসাপরায়ণ হাসি হেসে আন্না মনে মনে বলল।

"ঠিক আছে, তাহলে বাড়ি চলে যাও," সে মিখাইলকে বলল। ধীরে ধীরেই কথাটা বলল, কারণ যেরকম তীব্রভাবে তার বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল তাতে সে নিঃশ্বাসই ফেলতে পারছিল না। না, এভাবে তুমি আমাকে নির্যাতন করবে তা আমি হতে দেব না; ক্ষুব্ধ স্বরে সে কথাটা বলল ভ্রন্স্কির উদ্দেশে নয়, নিজের উদ্দেশেও নয়, বলল সেই শক্তিকে যে তাকে কষ্ট দিচ্ছে। তারপরেই স্টেশন বাড়িটা পেরিয়ে প্লাটফর্ম ধরেই সে এগিয়ে গেল।

যে দুটি দাসী প্লাটফর্মে বেড়াচ্ছিল তারা তার দিকে তাকিয়ে তার পোষাকের লেস সম্পর্কে মন্তব্য করল: "আসল চিজ।" যুবকের দল ফিরে এসে তার পিছনে লাগল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হাসল, অস্বাভাবিক উত্তেজনায় চীৎকার করতে লাগল। স্টেশন মাস্টার জিজ্ঞাসা করল, সে কি আরও এগিয়ে যাবে? যে ছেলেটা "কৃবাস" বিক্রি করছিল সেও আন্নার উপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। প্লাটফর্ম ধরে চলতে চলতে আন্না বিড় বিড় করে বলে উঠল, হায় ঈশ্বর, আমি কোথায় যাব? প্লাটফর্মের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌছে সে থেমে গেল। কয়েকটি নারী ও শিশু চশমা-পরা একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এতক্ষণ তারা হৈ-চৈ হাসাহাসি করছিল। এবার আন্নাকে দেখে চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। দ্রুত পা ফেলে সে প্লাটফর্মের একেবারে কিনারায় গিয়ে পৌছল। একটা মাল-গাড়ি আসছিল। প্লাটফর্মটা কাঁপতে লাগল। আন্নার মনে হল, সে আবার ট্রেনে চড়ে চলেছে।

ভ্রন্স্কির সঙ্গে যেদিন তার প্রথম দেখা হয়েছিল সেদিন যে লোকটি ট্রেনে কাটা পড়েছিল সহসা তার কথা মনে পড়ায় সে নিজের কর্তব্য বুঝে ফেলল। দ্রুত হাল্কা পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রেল লাইনের কাছে গিয়ে সে চলমান ট্রেনটার কাছে থামল। গাড়িগুলোর নীচের দিকটায় কার চোখ পড়ল, প্রথম গাড়িটার বল্টু, শিকল, লাইনের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে যাওয়া লোহার উঁচু উঁচু চাকা—সব সে দেখতে পাচ্ছে; সে মনে মনে হিসাব করল কতক্ষণে গাড়িটার সামনের ও পিছনের চাকার ঠিক মাঝখানটা তার সামনা-সামনি আসবে।

ঠিক ওখানে ! গাড়ির নীচেকার ছায়ার ভিতর দিয়ে স্লিপারগুলির ফাঁকে ফাঁকে বালি ও পোড়া কয়লা দিয়ে বোঝাই-করা জায়গাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে নিজের মনেই বলে উঠল। একেবারে মাঝখানে ঠিক ওখানে ; তারপরেই তাকে শাস্তি দিয়ে আমি চলে যাব সকলের নাগালের বাইরে— নিজের নাগালেরও বাইরে।

প্রথম গাড়িটা ঠিক তার সামনে আসতেই তার মাঝখানে ঠিক নীচে সে ঝাঁপ দিতে চাইল, কিন্তু ছোট লাল থলিটা হাত থেকে খুলতে খুলতেই অনেক দেরি হয়ে গেল। পরের গাড়িটার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে। স্নানের সময় ঠাণ্ডা জলে প্রথম ডুব দেবার আগে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল ঠিক সেই রকম অনুভূতি তাকে পেয়ে বসল ; সে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল। সেই পরিচিত ভঙ্গীটি দেখেই শৈশব ও বালিকা বয়সের সব স্মৃতি সার বেঁধে তার মনের মধ্যে এসে ভিড় করে দাঁড়াল ; যে অন্ধকার সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সহসা তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, এবং অতি অল্প সময়ের জন্য জীবনটা তার সামনে এসে দেখা দিল অতীত আনন্দের সব উজ্জ্বলতা নিয়ে। কিন্তু অগ্রসরমান দ্বিতীয় গাড়িটার চাকার উপর থেকে সে তার চোখ দুটিকে সরিয়ে নেয় নি। আর ঠিক যে মুহূর্তে গাড়িটার দুটি চাকার মধ্যবর্তী জায়গাটা তার মুখোমুখি এল, অমনি লাল থলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘাড় দুটো কুঁজো করে সে দুই হাতে ভর দিয়ে গাড়িটার নীচে পড়ে গেল ; তারপর যেন উঠবার চেষ্টাতেই শরীরটাকে সবেগে চালিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাজে সে নিজেই আঁতকে উঠল। আমি কোথায় ? আমি কি করছি ? কেন করছি ? সে উঠতে চেষ্টা করল, নিজেকে পিছনে ঠেলে দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু একটা প্রচণ্ড, অমোঘ কিছু তার মাথায় এসে আঘাত করল, তাকে নীচে টেনে নিয়ে গেল। সংগ্রাম নিষ্ফল বুঝতে পেরে সে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা কর।" একটি বৃদ্ধ কিছু লোহা হাতে নিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন বলছে। আর যে মোমবাতির আলোয় বেদনা, প্রতারণা, দুঃখ ও পাপে ভরা একখানি পুঁথি সে পড়ছিল সেটা যেন আগের চাইতে অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল ; যা কিছু এতদিন ছিল অন্ধকারে ঢাকা তাকেও আলোকিত করে তুলল ; তারপর সে আলোটা কাঁপতে কাঁপতে, কমতে কমতে, এক সময়ে চিরতরে নিভে গেল।

অষ্টম পর্ব

॥ ১ ॥

প্রায় দু'মাস কেটে গেছে। আতপ্ত গ্রীষ্মকালেরও অর্ধেক পার হয়ে গেছে; এতদিনে সের্গে ই আইভানভিচ কোজ্‌নিশেভ মস্কো ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

এই সময়ে তার জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। তার ছয় বছরের প্রচেষ্টার ফল "ইওরোপ ও রাশিয়ায় শাসন-ব্যবস্থার মৌলিক আকার ও নীতির একটি পরীক্ষামূলক পর্যালোচনা" নামক বইটি লেখা শেষ হয়েছিল আগের বছরে। বইটির ভূমিকা ও কয়েকটি অধ্যায় বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় আগেই প্রকাশিত হয়েছে; বাকি অধ্যায়গুলোও সে তার মহলের লোকদের পড়ে শুনিয়েছে; কাজেই এ কথা বলা ভুল হবে যে তার বইতে যে সব চিন্তা-ভাবনাকে প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো জনসাধারণের কাছে সম্পূর্ণ নতুন; তৎসত্ত্বেও কোজনিশেভ আশা করছে যে বইটির প্রকাশ সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করবে; বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় ঠিক একটা বিপ্লব না আনলেও অন্তত পণ্ডিত মহলে একটা সাড়া জাগাবে।

অনেক কষ্ট করে পরিমার্জনা করার পরে বইটি প্রকাশিত হয়েছে এবং পুস্তকবিক্রেতাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

কোজ্‌নিশেভ কখনও বইটি সম্পর্কে খোঁজখবর নেয় নি; বইটি কেমন বিক্রি হচ্ছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উদাসীনতার ভান করে তার জবাব দিয়েছে; আসলে বইটির বিক্রি সম্পর্কে সে নিজেও পুস্তক-বিক্রেতাদের কিছু জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করে নি; তথাপি সম্পাদক ও জনসাধারণের মনে বইটি কি ভাবে রেখাপাত করেছে সেদিকে সে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য রেখেছে।

কিন্তু এক সপ্তাহ গেল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহ গেল, অথচ রেখাপাতের কোন লক্ষণই দেখা গেল না; পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ মহলে তার বন্ধুরা কখনও কখনও বইটার কথা বললেও, সেটা ছিল নেহাৎই ভদ্রতা রক্ষার ব্যাপার। বাকি পরিচিতজনদের ও বিষয়ে কোন আগ্রহ না থাকায় তারা বইটির কথা উল্লেখ পর্যন্ত করল না। বইটার ব্যাপারে সকলেই যে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে রইল তার একটা বড় কারণ সেই সময় একটা জরুরী ব্যাপার নিয়ে জনসাধা-রণের মন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এক মাসের বেশী হয়ে গেল, কোন সাময়িক পত্রিকায় বইটির উল্লেখ পর্যন্ত করা হল না।

একটা সমালোচনা কতদিনে প্রকাশিত হতে পারে কোজ্‌নিশেভ তার

একটা হিসাবও করল, কিন্তু একমাস গেল, দু'মাস গেল, অথচ টু শব্দটি শোনা গেল না।

এ কথা ঠিক যে "দি নর্দার্ণ বীট্‌ল্‌" পত্রিকায় অপেরা-গায়ক দ্রাবান্তিকে নিয়ে যে ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে কোজ্‌নিশেভ-এর বইটাকে এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে তার ফলে সকলেই তার কিম্বৎ বুঝতে পেরে বইটাকে সাধারণের উপহাসের পাত্রে ফেলে দিয়েছে।

অবশেষে তৃতীয় মাসে একটা গুরুগম্ভীর পত্রিকায় বইটার একটা সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রবন্ধ-লেখককে কোজ্‌নিশেভ চেনে। গোলাব্‌ৎসভ্‌দের বাড়িতে তার সঙ্গে কোজ্‌নিশেভ-এর দেখা হয়েছিল। প্রবন্ধকার বয়সে তরুণ, কলমটি দুর্বিনীত, শিক্ষাদীক্ষার অভাব, আর লোকসমাজে লাজুক।

যুবকটির প্রতি যথেষ্ট অবজ্ঞা সত্ত্বেও কোজ্‌নিশেভ মনোযোগ সহকারে সমালোচনাটি পড়ল। প্রবন্ধটি ভয়াবহ। বইটাকে সে যেভাবে বুঝেছে সেটা ক্ষমার অতীত। খুসি মত বেছে বেছে এমন সব অংশের উদ্ধৃতি সে দিয়েছে তাতে বইটা পড়া না থাকলে (খুব অল্প লোকই বইটা পড়েছে) যে কেউ মনে করবে যে বইটা কতকগুলি বড় বড় কথার সংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়, আর সেগুলিও ব্যবহার করা হয়েছে সম্পূর্ণ অবান্তরভাবে, এবং গ্রন্থকার একটি নির্বোধ গর্দভ, এ কাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু এ সব কথাই এমন রসালো করে লেখা হয়েছে যে কোজ্‌নিশেভ-এর মনে হল যে ও রকম রসালো লেখা সে যদি লিখতে পারত তো ভালই হত। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই লেখাটি এত ভয়ংকর বলে মনে হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে কোজ্‌নিশেভ ভাবতে বসল, সমালোচকটির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় সে কি তাকে কোন রকমে অসন্তুষ্ট করেছিল ?

সামান্য চেষ্টাতেই তার মনে পড়ল, সেই সময় একটি শব্দের ভুল প্রয়োগের প্রতি সে যুবকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এতক্ষণে সমালোচনার উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার বোঝা গেল।

এই সমালোচনার পরে কি ছাপায়, কি কথায়, বইটা সম্পর্কে পরিপূর্ণ নীরবতা নেমে এল। কোজ্‌নিশেভ দেখল, তার ছয় বছরের এত পরিশ্রম মানুষের মনে কোন দাগই কাটতে পারল না।

লেখার কাজ নিয়েই সে এতদিন ব্যস্ত ছিল ; তার বদলে আর কোন কাজ হাতে না থাকায় কোজ্‌নিশেভের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল।

তবু কোজ্‌নিশেভের ভাগ্য ভাল, বইটির ব্যর্থতার জন্য সে যখন বেশ মুসড়ে পড়েছিল তখন তৎকালীন সব রকম সমস্যাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে দেখা দিল স্লাভ-সমস্যা। আগে থেকেই যারা এই সমস্যাটিকে জনসাধারণের সামনে

তুলে ধরেছিল কোজ্‌নিশেভ তাদের অন্যতম। এবার সেই সমস্যাটিকে নিয়েই সে পুরোপুরি কাজে নেমে পড়ল।

সেই সময় কোজ্‌নিশেভের বন্ধুরাও স্লাভ-সমস্যা ও সার্বিয়ার যুদ্ধ ছাড়া আর কোন বিষয়েই কিছু লিখত না বা বলত না। অঢেল সময় যাদের হাতে তারাও স্লাভদের কল্যাণের কাজেই সময় কাটাত। বল-নাচ, কনসার্ট, ডিনার, বক্তৃতা, মহিলাদের ফ্যাশন-শো, বীয়ার, সরাইখানা—সর্বত্রই স্লাভদের প্রতি সহানুভূতির আলোচনা।

কোজ্‌নিশেভের মতে, এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে জাতীয়তার মনোভাবই আত্মপ্রকাশ করেছে। এই কাজে যত সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল ততই তার মনের ধারণা দৃঢ়তর হতে লাগল যে একদিন এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করবে; একটি নতুন যুগের সৃষ্টি করবে।

কাজেই এই মহান ব্রতে সে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিল; ফলে বইয়ের চিন্তা তার মাথা থেকে চলে গেল।

এই সব কাজকর্মে গোটা বসন্তকাল ও গ্রীষ্মের প্রথম দিকটা সে এতই ব্যস্ত ছিল যে জুলাই মাস পড়লে তবে সে গ্রামের বাড়িতে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় করতে পারল।

দুই সপ্তাহের বিশ্রামের জন্য সে যাত্রা করল রাশিয়ার একটি দূরতম গ্রামে, যে গ্রাম রুশ জনগণের পবিত্র ভূমি; অন্য সব শহরবাসীদের সঙ্গে তারও দৃঢ় ধারণা, যে জাতীয় অভ্যুত্থান ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে তাকেই সে প্রত্যক্ষ করতে পারবে গ্রামের জীবনযাত্রায়।

কাতাভাসভ-এরও অনেক দিনের ইচ্ছা বন্ধু লেভিনকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে বলে যে কথা সে দিয়েছে সেটা পূরণ করবে। তাই সেও কোজ্‌-নিশেভের সঙ্গে যাত্রা করল।

॥ ২ ॥

কুর্স্ক রেলওয়ে স্টেশনে লোকের বেশ ভিড়। কোজ্‌নিশেভ ও কাতাভাসভ গাড়ি থেকে নেমে মালপত্রসমেত তাদের পরিচারকটি পৌঁচেছে কি না দেখবার আগেই চারটে ভাড়াটে গাড়ি বোঝাই করে যুদ্ধযাত্রী একদল স্বেচ্ছাসৈনিক এসে হাজির হল। মহিলারা ফুলের তোড়া দিয়ে তাদের সম্বর্ধনা জানাল, আর শুভার্থীরা দলে দলে তাদের পিছন পিছন স্টেশনে ঢুকল।

স্বেচ্ছাসৈনিকদের বিদায় জানাতে সমাগত জনৈক মহিলা প্রতীক্ষালয় থেকে বেরিয়ে এসে কোজ্‌নিশেভের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল।

"আপনিও কি ওদের বিদায় জানাতে এসেছেন?"

"না, প্রিন্সেস, আমি এসেছি নিজের কাজে। ভাইয়ের কাছে ছুটি কাটাতে। আপনি কি সব্বাইকেই বিদায় জানাতে আসেন?" প্রায় অদৃশ্য হাসির সঙ্গে কোজ্‌নিশেভ জিজ্ঞাসা করল।

প্রিন্সেস জবাব দিল, "পারলে আসাই তো উচিত। এ কথা কি সত্যি নয় যে ইতিমধ্যেই আমরা আটশ' জনকে বিদায় জানিয়েছি? মাল্‌ভিন্‌স্কি তো আমার কথা বিশ্বাসই করে না।"

"আটশ'র বেশী। যারা মস্কো থেকে সরাসরি যায় নি তাদের ধরলে হাজারেরও বেশী," কোজ্‌নিশেভ জোর দিয়ে বলল।

প্রিন্সেস উল্লসিত হয়ে বলল, "ঠিক বলেছেন, আমিও তো তাই বলেছি! আর এ কথাও কি সত্য নয় যে দান হিসাবে পাওয়া গেছে প্রায় দশ লাখ?"

"আরও বেশী প্রিন্সেস।"

"আর আজকের খবরটা আপনার কেমন লাগছে? তুর্কীরা আবার পরাজিত হয়েছে।"

"হ্যাঁ, পড়েছি," কোজ্‌নিশেভ জবাব দিল। সংবাদপত্রের সর্বশেষ যে সব টেলিগ্রাম বেরিয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে গত তিন দিন ধরে তুর্কীরা সব জায়গাতেই পরাজিত হয়ে ইতস্তত পশ্চাদপসরণ করে চলেছে এবং পর-দিনই একটা চূড়ান্ত যুদ্ধ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

"ওঃ, হ্যাঁ, আমি আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম যে জনৈক যুবক—যুবকটি খুবই চমৎকার লোক—যুদ্ধে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু কোন কারণে তার যাওয়াতে বিঘ্ন ঘটেছে। দয়া করে এ নিয়ে কিছু লিখুন। আমি তাকে চিনি, কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না তাকে পাঠাচ্ছেন।"

তরুণ স্বেচ্ছাসৈনিকটি সম্পর্কে প্রিন্সেসের সব কথা শুনে কোজ্‌নিশেভ প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ে চলে গেল এবং এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্তাব্যক্তির উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখে প্রিন্সেসের হাতে দিল।

চিঠিটা নিয়ে বিজয়িনীর অর্থপূর্ণ হাসি হেসে প্রিন্সেস বলল, "আপনি কি জানতেন যে কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি যিনি···মানে, তিনিও এই একই ট্রেনে যাচ্ছেন।"

"আমি জানতাম তিনি যাচ্ছেন, তবে কখন যাচ্ছেন তা জনতাম না। এই ট্রেনেই কি?"

"আমি তাকে দেখেছি। তিনি এখানেই আছেন। একমাত্র তার মাই তাকে বিদায় জানাতে এসেছেন। আমি অবশ্যই বলব যে কাউণ্ট এটাই সব চাইতে ভাল কাজ করেছেন।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

তারা যখন কথা বলছিল ভিড়ের লোকজন তখন তাদের ঠেলে দিয়ে স্টেশনের রেস্টুরেন্টে ঢুকে গেল। তারাও তাদের দলে মিশে গেল। একটি ভদ্রলোক মদের গ্লাস হাতে নিয়ে জোর গলায় স্বেচ্ছাসৈনিদের উদ্দেশ্যে

বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছে। "ধর্মের নামে, মানবতার নামে, আমার ভাইদের নামে! এই মহান ব্রতে তোমাদের পাঠাবার সময় জননী রাশিয়া তোমাদের আশীর্বাদ করছে—ঝিভিও!" সাশ্রুনয়নে উচ্চকণ্ঠে সে তার বক্তৃতা শেষ করল।

সকলেই চীৎকার করে উঠল—ঝিভিও! প্রিন্সেসকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আরও দর্শক ঘরের মধ্যে এসে ভিড় করল।

হঠাৎ সেই ভিড়ের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে সহাস্য অব্‌লন্‌স্কি বলে উঠল, "আঃ, প্রিন্সেস, একী দৃশ্য! কি ভালই না বলেছে। যেমন গরম তেমনই উদ্দীপনাপূর্ণ! সাবাস! আর সের্গেই আইভানিচ! তুমি কিছু বলছ না কেন?—উৎসাহপূর্ণ দু' চারটি কথা; ও সব তো তুমি ভালই পার," কোজ্‌-নিশেভের হাতটা ধরে সে তাকে আস্তে ঠেলে সামনে এগিয়ে দিল।

"না, আমি চলে যাচ্ছি।"

"কোথায় যাবে?"

"আমার ভাইয়ের বাড়িতে—গ্রামে," কোজ্‌নিশেভ জবাব দিল।

"আচ্ছা, তাহলে তো আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার দেখা হবে। তাকে আমি চিঠি লিখেছি, তবু প্রথমেই তুমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে; দয়া করে তাকে বলো যে আমি সব দিক থেকেই ভাল আছি (সে একটি ইংরেজী বাক্য ব্যবহার করল)। সে বুঝতে পারবে। ভাল কথা, তাকে আরও বলো যে আমি কমিশনের চাকরিটা পেয়েছি···হ্যাঁ, সে বুঝতে পারবে।" তার পর ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গীতে প্রিন্সেসের দিকে ফিরে বলল, "প্রিন্সেস মিয়াকায়া এক হাজার রাইফেল ও বারোটি নার্স পাঠাচ্ছেন। তিনি যে এ সব পাঠাবেন তা আমি আগেই বলি নি?"

"হ্যাঁ, শুনেছি,', নিরুৎসাহ গলায় কোজ্‌নিশেভ জবাব দিল।

অব্‌লন্‌স্কি বলল, "তুমি চলে যাবে এটা খুব খারাপ। কাল আমরা দু'জন স্বেচ্ছাসৈনিক—সেন্ট পিতার্সবুর্গের দিমার বাৎনিয়ান্‌স্কি ও আমাদের গ্রিসা ভেস্‌লভ্‌স্কির সম্মানে একটা ডিনার দিচ্ছি। তারা দু'জনই যাচ্ছে। আর ভেস্‌লভ্‌স্কি তো সবে বিয়ে করেছে। বড় ভাল ছেলে, তাই না প্রিন্সেস?"

প্রিন্সেস কোজ্‌নিশেভের দিকে তাকাল; কোন জবাব দিল না।

এই সময় একটি স্ত্রীলোককে বাটি হাতে আসতে দেখে অব্‌লন্‌স্কি তাকে কাছে ডেকে একটা পাঁচ রুবলের নোট তাতে ফেলে দিল।

বলল, "আমার পকেটে যতক্ষণ একটা তামার পয়সাও থাকে ততক্ষণ এই বাটিগুলো আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। আজকের খবর সম্পর্কে আপনার কি মত? মন্তেনেগ্রিনদের পক্ষে ভাল!"

প্রিন্সেস তাকে জানাল, ভ্রন্‌স্কি এই ট্রেনেই যাচ্ছে।

"ওকথা বলবেন না!" অব্‌লন্‌স্কি চেঁচিয়ে বলল। মুহূর্তের জন্য তার মুখটা

মেঘে ঢেকে গেল, কিন্তু পর মুহূর্তেই লাফিয়ে লাফিয়ে পা ফেলে সে প্রতীক্ষা-লয়ের দিকে গেল ; বোনের মৃতদেহের উপর হতাশায় যে অশ্রুজল সে ফেলেছিল সে কথা একবারও মাথায় এল না ; তার কাছে ভ্রন্‌স্কি এখন একটি নায়ক, একটি পুরনো বন্ধুমাত্র।

অব্‌লন্‌স্কি চলে গেলে প্রিন্সেস কোজ্‌নিশেভকে বলল, "যত দোষই থাক, যার যা প্রাপ্য সেটা তো তাকে দিতেই হবে। ও লোকটি খাঁটি রুশ, প্রকৃতিতে স্লাভ! কিন্তু আমার ভয় হয়, তাকে দেখে ভ্রন্‌স্কি খুসি হবে না। আপনারা যাই বলুন না কেন, লোকটির কপাল দেখে আমার কষ্ট হয়। দয়া করে ট্রেনে তার সঙ্গে কথা বলবেন।"

"সুযোগ পেলে অবশ্যই বলব।"

"তাকে আমি কখনও পছন্দ করতাম না। কিন্তু অনেক প্রায়শ্চিত্তও তো তাকে করতে হচ্ছে। তিনি যে নিজে যাচ্ছেন তাই শুধু নয়, নিজের খরচে একটা গোটা অশ্বারোহী বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন।"

"হ্যাঁ, তাও শুনেছি।"

একটা ঘণ্টা বাজল। সকলেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

"ওই যে তিনি," ভ্রন্‌স্কিকে দেখিয়ে প্রিন্সেস বলে উঠল। লং কোট ও চওড়া কোণওয়ালা কালো টুপি পরে মায়ের হাত ধরে সে এগিয়ে চলেছে।

অব্‌লন্‌স্কির কথায় ভ্রন্‌স্কি প্রিন্সেস ও কোজনিশেভের দিকে তাকাল ; কোন কথা না বলে টুপিটা তুলল। বয়স ও দুঃখের চাপে ঝুলে-পড়া মুখটা যেন পাথরের তৈরি।

প্লাটফর্মে ট্রেনের কাছে পৌঁছে ভ্রন্‌স্কি একপাশে সরে মাকে উঠবার পথ ছেড়ে দাঁড়াল ; তারপর নিজেও কামরায় উঠে গেল।

প্লাটফর্মে তখন "ঈশ্বর জারকে রক্ষা করুন" গান হচ্ছে ; তারপরেই সমবেত চীৎকার শোনা গেল—"হুর্‌রা!" "ঝিভিও!" একটি স্বেচ্ছাসৈনিক হাতের টুপি দুলিয়ে, মাথার ফুলের স্তবক নেড়ে সাড়ম্বরে সকলকে অভিবাদন করল, ছেলেটি খুব চ্যাঙা, বয়স অল্প, আর বুকটা চ্যাপ্টা। তার পিছনে দু'জন অফিসার ও লম্বা দাড়িওয়ালা একজন বয়স্ক লোকও চকচকে টুপি মাথায় দিয়ে সকলকে ঠেলে সামনে এগিয়ে এসে অভিবাদন জানাল।

॥ ৩ ॥

প্রিন্সেসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কোজ্‌নিশেভ ও কাতাভাসভ ভিড়ে-ঠাসা গাড়িতে উঠে পড়ল। ট্রেন ছেড়ে দিল।

জারিৎসিনো স্টেশনে একদল যুবক "বীরদের জয় হোক" বলে ট্রেনটাকে অভ্যর্থনা জানাল; স্বেচ্ছাসৈনিকরা আর একবার জানালা দিয়ে ঝুঁকে সকলকে

অভিবাদন জানাল কিন্তু কোজ্‌নিশেভ তাদের মোটেই পাত্তা দিল না; এই সব স্বেচ্ছাসৈনিকদের সে অনেক দেখেছে, তাদের চরিত্র সে জানে, তাই কোন আগ্রহ দেখাল না। কাতাভাসভ এতকাল পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত ছিল, কাজেই স্বেচ্ছাসৈনিকদের জানবার সুযোগ তার হয় নি; তাই একান্ত কৌতূহলে সে বারবার কোজ্‌নিশেভকে তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল।

কোজ্‌নিশেভ তাকে পরামর্শ দিল, দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে। পরের স্টেশনে কাতাভাসভ সেই মতই কাজ করল।

ট্রেনটা থামতেই সে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় চলে গেল এবং স্বেচ্ছাসৈনিকদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল। সেই বুক চ্যাপ্টা, ঢ্যাঙা যুবকটিই সব চাইতে জোরে জোরে কথা বলছে। মনে হল সে যেন একটু টলছে; ট্রেনিং স্কুলের ঘটনা নিয়েই সে যেন কি বলছিল। তার উল্টো দিকে বসে ছিল একজন অফিসার; পরনে গার্ড-কোর্তা, বয়সও যৌবন পেরিয়ে গেছে। তৃতীয় জনের পরনে গোলন্দাজ বাহিনীর ইউনিফর্ম; সে বসে ছিল কাছেই একটা স্যুটকেসের উপর! চতুর্থ জন ঘুমিয়ে ছিল।

ঢ্যাঙা যুবকটির সঙ্গে কথা বলে কাতাভাসভ জানতে পারল যে সে একজন মস্কোর ব্যবসায়ী; বাইশ বছর বয়স হবার আগেই প্রচুর ধন-দৌলত তার হাতে এসেছিল। যুবকটি বখে গেছে বুঝতে পেরে কাতাভাসভের ভাল লাগল না। মেয়েলি হাবভাব, স্বাস্থ্য খারাপ, অথচ তার ধারণা সে একজন মস্ত বীর, আর বিরক্তিকরভাবে সেই গর্বই করছিল।

একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসারকেও কাতাভাসভের ভাল লাগল না। জীবনে অনেক রকম কাজ সে করেছে। রেল বিভাগে ছিল, নায়েব ছিল, কারখানা চালিয়েছে, আর বড় বড় কথা ভুলভাবে ব্যবহার করে সেই সব কথাই অকারণে শোনাচ্ছিল।

বরং গোলন্দাজ লোকটিকে তার খুব ভাল লাগল। সাদাসিধে নিরীহ মানুষ, নিজের সম্পর্কে একটি কথাও বলছে না, আর অবসরপ্রাপ্ত অফিসারের জ্ঞানের বহর ও যুবক ব্যবসায়ীটির বীরত্বের কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছে। কাতাভাসভ যখন জানতে চাইল সে কেন সাইবেরিয়ায় যাচ্ছে তখন লোকটি বিনীতভাবে জবাব দিল:

"দেখলাম সবাই যাচ্ছে। সার্বদের সাহায্য করাও দরকার। তাদের জন্য দুঃখিত না হয়ে পারলাম না।"

"হ্যাঁ, আমারও মনে হয়, গোলন্দাজ বাহিনীর লোকদের তাদের বড়ই দরকার" কাতাভাসভ বলল।

"গোলন্দাজীর অভিজ্ঞতা আমার বিশেষ নেই; তারা হয় তো আমাকে পদাতিক বাহিনীতে অথবা অশ্বারোহী বাহিনীতে নিতে পারে।"

লোকটির বয়স অনুমান করে কাতাভাসভের মনে হল সে একজন উচ্চ-

পদস্থ লোকই হবে; তাই বলল, "তাদের যখন গোলন্দাজের এত বেশী দরকার, তখন আপনাকে পদাতিক বাহিনীতে ঢোকাবে কেন?"

"গোলন্দাজ বাহিনীতে তো আমি বেশীদিন ছিলাম না, আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী," এই কথা বলে লোকটি কেন পরীক্ষা পাশ করতে পারে নি সেই কথাই বুঝিয়ে বলতে লাগল।

এই সব লোকদের দেখে কাতাভাসভ-এর মনে তাদের সম্পর্কে খুবই বিরূপ ধারণা জন্মাল; তাই একটা স্টেশনে স্বেচ্ছাসৈনিকরা যখন গলা ভেজাতে নেমে গেল তখন অন্যদের সঙ্গে কথা বলে সে তার ধারণাটাকে যাচাই করে নিতে চেষ্টা করল। মিলিটারি কোট পরা একজন বৃদ্ধ যাত্রী এতক্ষণ কাতাভাসভদের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনছিল; এবার তাকে একা পেয়ে কাতাভাসভ তাকে বলল:

"জীবনের নানান্ ক্ষেত্র থেকেই লোকজন সব সেখানে যাচ্ছে।" কাতাভাসভের মনের বাসনা, নিজের মতামত জানিয়ে সে বুড়ো মানুষটির মনের কথা জেনে নেবে।

বুড়ো লোকটি দুটো অভিযানে অফিসার হিসাবে কাজ করেছে। সৈনিকদের কি রকম হওয়া উচিত তা সে জানে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাসৈনিকদের চেহারা, কথাবার্তা, পথ চলতে চলতে ফ্লাস্কগুলো ফাঁক করে দেবার অতি-উৎসাহ, এই সব দেখেশুনেই সে বুঝতে পেরেছে যে সৈনিক হিসাবে এরা খুবই বাজে। তাছাড়া, লোকটি বাস করে কোন মফস্বল শহরে; তার খুব ইচ্ছা হল কাতাভাসভকে বলে যে তাদের শহরের একটি চোর ও মাতাল যুবক আর কোন কাজ জোটাতে না পেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে সে বোঝে যে, বর্তমানে জনসাধারণের যা মনের অবস্থা তাতে স্বেচ্ছাসৈনিকদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা খুবই বিপজ্জনক; তাই সে মুখ বন্ধ করে কাতাভাসভকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

চোখ মিটমিট করে বলল, "তা বটে, যুদ্ধের জন্য তাদেরও তো লোক চাই।" তারপর থেকে যুদ্ধের সর্বশেষ খবর নিয়েই তারা আলোচনা করল এবং যার যার মনের কথা মনে রেখেই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল।

ভণ্ড সাজবার ইচ্ছা না থাকলেও নিজের কামরায় ফিরে গিয়ে কাতাভাসভ স্বেচ্ছাসৈনিকদের সম্পর্কে তার মনোভাবের একটা ভুল বিবরণই কোজ্-নিশেভকে দিল; জানাল, তারা সবাই চমৎকার লোক।

পরবর্তী বড় স্টেশনে আবারও গানে ও জয়ধ্বনিতে স্বেচ্ছাসৈনিকদের আপ্যায়িত করা হল, আবার দান-পাত্র চারদিকে ঘুরতে লাগল, স্থানীয় মহিলারা ফুলের তোড়া নিয়ে এল, স্বেচ্ছাসৈনিকদের সঙ্গে সঙ্গে রেস্টুরেন্টে ঢুকল; কিন্তু এ সবকিছুই হল মস্কোর তুলনায় অল্প উৎসাহে ও ছোট মাপে।

॥ ৪ ॥

একটা মফস্বল স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়ালে কোজ্‌নিশেভ ভোজনালয়ে না ঢুকে প্লাটফর্মে পায়চারি করতে লাগল।

প্রথম যখন সে ভ্রন্‌স্কির কামরার পাশ দিয়ে গেল তখন দেখতে পেল, তার কামরার জানালায় পর্দাটা ফেলা রয়েছে। কিন্তু পরে দেখল বৃদ্ধা কাউণ্টেস জানালায় বসে আছে। কাউণ্টেস তাকে ইসারায় ডাকল।

বলল, "আমি কুর্স্ক পর্যন্ত ওর সঙ্গে যাব।"

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ভিতরে চোখ রেখে কোজ্‌নিশেভ বলল, "হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি।" ভ্রন্‌স্কিকে কামরায় দেখতে না পেয়ে বলল, "তার পক্ষে এ এক মহান ব্রত!"

"এই বিপর্যয়ের পরে সে আর কিই বা করত?"

"ভয়ংকর, ভয়ংকর!" কোজ্‌নিশেভ বলল।

"আঃ, যদি জানতে কী দুঃখে আমার দিন কেটেছে! কিন্তু তুমি ভিতরে এস।...যদি জানতে কী দুঃখে আমার দিন কেটেছে!" কোজ্‌নিশেভ পাশে এসে বসলে কাউণ্টেস আর একবার কথাটা বলল। "বিশ্বাস করা যায় না। ছ' সপ্তাহ ধরে সে কারও সঙ্গে একটা কথাও বলে নি, শুধু আমার কথায় কিছু মুখে দিয়েছে। এক সেকেণ্ডের জন্যও তাকে একা রাখতে সাহস হয় নি। যা কিছু সে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারে সব সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। আমরা দোতলায় ছিলাম, তবু সব সময় ভয়ে ভয়ে কেটেছে। তুমি তো জান, একবার সে নিজেকে গুলি করেছিল—তার জন্যেই করেছিল। হ্যাঁ, তার মত মেয়ের কাছ থেকে যা আশা করা যায় সেইভাবেই সে তার জীবন শেষ করেছে। যে মৃত্যু সে বেছে নিয়েছে সেটাও নীচ, ঘৃণ্য।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোজ্‌নিশেভ বলল, "সে বিচার করবার মালিক আমরা নই কাউণ্টেস, কিন্তু আপনার পক্ষে এ আঘাত যে কত কঠিন তা আমি ভাল করেই বুঝি।"

"আঃ, ও কথা বলো না! আমি গ্রামে বাস করছিলাম, আর সে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। লোকজনরা একটা চিঠি এনে দিল। সেও একটা জবাব লিখে পাঠিয়ে দিল। মেয়েটা যে রেলওয়ে স্টেশনে এসেছে সে ধারণাই আমাদের ছিল না। রাত হলে সবে শুতে গেছি এমন সময় দাসী এসে বলল, একটি মহিলা ট্রেনের নীচে ঝাঁপ দিয়েছে। যেন বজ্রাঘাত হল। বুঝলাম, এ সেই হবে। প্রথমেই দাসীকে বললাম,—ভ্রন্‌স্কিকে বলো না। কিন্তু ততক্ষণে তাকে বলা হয়ে গেছে। কোচয়ানটি সেখানে ছিল, সে সব দেখেছে। দৌড়ে ছেলের ঘরে গিয়ে দেখি, সে আর তখন নিজের মধ্যে নেই। কী ভয়ংকর তাকে দেখাচ্ছিল। কোন কথা না বলে সে স্টেশনের দিকে ছুটে গেল। সেখানে কি ঘটেছিল আমি জানি না, কিন্তু সকলে যখন

তাকে বাড়ি নিয়ে এল তখন সে যেন মরা মানুষ। তাকে দেখে চিনতে পর্যন্ত পারি নি। ডাক্তার বলল, পরিপূর্ণ অবসন্নতা। তারপর থেকেই সে যেন পাগল হয়ে উঠল। আঃ, কিন্তু সে সব কথা বলে আর কি লাভ?" হাত নেড়ে কাউন্টেস বলল। "কী ভয়ংকর সময়! তোমরা যাই বল, সে খারাপ মেয়েমানুষ ছিল। এ রকম ভয়াবহ কামনার কথা কে কবে শুনেছে? সব সময় দেখাতে চেয়েছে সে সাধারণের বাইরে। আর সেটা সে প্রমাণও করেছে। নিজেকে নষ্ট করল আর দুটি ভাল মানুষকেও নষ্ট করল—নিজের স্বামী আর আমার অভাগা সন্তান।"

"তার স্বামীর কি খবর?" কোজ্‌নিশেভ জিজ্ঞাসা করল।

"সে এসে মেয়েটিকে নিয়ে গেছে। প্রথমে আমার আলেক্সি সব কিছুই মেনে নিয়েছিল। এমন অপরিচিত লোকের হাতে মেয়েকে তুলে দেবার জন্য অনুতাপ তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কিন্তু এখন তো আর কথা ফেরানো যায় না। কারেনিন সৎকার-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। আমরাই আলেক্সির সঙ্গে তাকে দেখা করতে দেই নি। তার পক্ষে—মেয়েটার স্বামীর পক্ষে—তো ভালই হয়েছে। মেয়েটা তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। কিন্তু সে যে আমার হতভাগ্য ছেলের সারা জীবন জুড়ে ছিল—মেয়েটার জন্য সে যে সব কিছু—তার উন্নতিকে, আমাকে—পর্যন্ত ত্যাগ করেছিল, অথচ মেয়েটা তার প্রতি কোন রকম করুণা না দেখিয়ে তাকে একেবারে ধ্বংস করে দিল। ইচ্ছা করে। না, না, তোমরা যাই বল, তার মৃত্যু ধর্মহীনা একটি নষ্ট নারীরই মৃত্যু। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু যখন দেখি যে সে আমার ছেলের সর্বনাশ করেছে, তখন তার স্মৃতিকে পর্যন্ত ঘৃণা না করে আমি পারি না।"

"এখন তিনি কেমন আছেন?"

"এই সার্বীয় যুদ্ধ ঘটিয়ে ঈশ্বরই যেন আমাদের বাঁচিয়ে দিলেন। আমি বুড়ো মানুষ, সব কিছু ভাল বুঝি না, কিন্তু তার কাছে এ যুদ্ধ ঈশ্বরেরই দান। স্বভাবতই মা হয়ে তার জন্য আমার ভয়ের অন্ত নেই, কিন্তু এ ছাড়া তো কোন উপায়ও ছিল না। একমাত্র এর জন্যই সে জেগে উঠেছে। তার বন্ধু ইয়াশ্‌ভিন তাস খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে স্থির করল সার্বিয়াতে যাবে। সেই এসে আলেক্সিকে যেতে বলল। এখন তারও আগ্রহ জন্মেছে। দয়া করে তার সঙ্গে কথা বলো; আমি চাই তার মনটা অন্যদিকে ঘুরে যাক। সে এত ভেঙে পড়েছে। এদিকে আবার একটা দাঁত তাকে কষ্ট দিচ্ছে। তোমাকে দেখলে সে খুসি হবে। তার সঙ্গে কথা বলো। ট্রেনের ওদিকটায় সে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

কোজ্‌নিশেভ বলল, সে সানন্দেই ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে আলাপ করবে। স্টেশনের উল্টো দিকেই সে ট্রেন থেকে নেমে গেল।

॥ ৫ ॥

স্টেশন প্লাটফর্মে উঁচু করে বোঝাই করা বস্তার স্তূপ সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে যে তেরছা ছায়া ফেলেছে তার ভিতর দিয়ে ভ্রন্‌স্কি পায়চারি করছে একটা খাঁচায় বন্ধ জন্তুর মত—বিশ পা এগিয়ে হঠাৎ ঘুরে যাচ্ছে। কোজ্‌নিশেভ তার দিকে এগিয়ে গেল। তার মনে হল, ভ্রন্‌স্কি তাকে দেখতে পেয়েও না দেখার ভান করছে। কোজ্‌নিশেভের কাছে সবই সমান। তার ও ভ্রন্‌স্কির মধ্যে ব্যক্তিগত কোন ক্ষোভ থাকার কারণ নেই।

সে সময় কোজ্‌নিশেভের চোখে ভ্রন্‌স্কি একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ—একটি মহান আদর্শে আত্মনিবেদিত; কাজেই তাকে উৎসাহ দেওয়া, সমর্থন জানানো তার কর্তব্য। সে ভ্রন্‌স্কির আরও কাছে এগিয়ে গেল।

ভ্রন্‌স্কি থামল, তার দিকে তাকাল, চিনতে পারল, আর এগিয়ে এসে সাদরে তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল।

কোজ্‌নিশেভ বলল, "আপনি হয় তো আমার সঙ্গে দেখা করতে চান না, কিন্তু আমার মনে হল, হয় তো আমি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি।"

ভ্রন্‌স্কি বলল, "আপনার সঙ্গে দেখা করাটা আমার কাছে খুবই অপ্রীতিকর ব্যাপার। দয়া করে দোষ নেবেন না; এখন আমার কাছে কোন কিছুই প্রীতিকর নয়।"

ভ্রন্‌স্কির বেদনাদীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে কোজ্‌নিশেভ বলল, "আমি জানি, তবু আপনার কাজে লাগতে চাই। আপনার হাতে রিস্‌তিস্ বা মিলানকে চিঠি দিতে পারি কি?"

যেন ব্যাপারটা বুঝতেই কষ্ট হচ্ছে তেমনইভাবে ভ্রন্‌স্কি বলল, "ওঃ, না! যদি কিছু না মনে করেন তো চলুন হাঁটতে থাকি। কামরার ভিতরটা বড়ই গুমোট। চিঠি? না, ধন্যবাদ; মরবার জন্য কোন প্রশংসাপত্রের দরকার হয় না। অবশ্য সে মৃত্যু যদি তুর্কীদের হাতে না হয়?…" এক টুকরো হাসি শুধু তার ঠোঁটের উপরেই খেলে গেল। চোখ দুটি তখনও ভ্রূকুটিকুটিল ও যন্ত্রণাদীর্ণ।

"ঠিক কথা, তবু কারও না কারও সঙ্গে যখন যোগাযোগ করতেই হবে, তখন সেই লোককে আগে থেকেই জানিয়ে রাখাই কি ভাল নয়? অবশ্য আপনি যা বলবেন তাই হবে। আপনার সিদ্ধান্তের কথা শুনে আমি খুসি হয়েছি। স্বেচ্ছাসৈনিকদের নিয়ে এত বেশী সমালোচনা হয়েছে যে আপনার মত লোকই পারবে জনসাধারণের চোখে তাদের উঁচুতে তুলে ধরতে।"

ভ্রন্‌স্কি বলল, "এ কাজের পক্ষে আমি উপযুক্ত লোক, কারণ আমার কাছে জীবনের কোন মূল্য নেই। আর যুদ্ধের মধ্যে ছুটে যাওয়া এবং মারা কিংবা মরার জন্য যে দৈহিক সাহসের দরকার তা আমার আছে। কোন ভাল

কাজে জীবনটা দিতে পারছি জেনেই আমি খুসি ; এ জীবনে আমার কোন প্রয়োজন নেই, এ জীবন আমার কাছে বোঝা। হয় তো এ জীবন অন্য কারও কাজে লাগতে পারে।" অবিরাম বেদনায় এমনভাবে সে দাঁতে দাঁত ঘসতে লাগল যে যথেষ্ট জোরের সঙ্গে সে কথাগুলি বলতে পারল না।

কোজ্‌নিশেভ অভিভূত হয়ে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনি ফিরে আসবেন একটি নতুন মানুষ হয়ে। বিদেশীর জোয়াল থেকে আমাদের ভাইদের মুক্ত করার ব্রত মৃত্যু ও জীবন দিয়ে পালনেরই উপযুক্ত। ঈশ্বর আপনাকে সফলতা দিন, মনের শান্তি দিন," কথাগুলি বলে সে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

ভ্রন্‌স্কি সজোরে হাতটা চেপে ধরল।

অস্ফুট গলায় বলল, "অস্ত্র হিসাবে আমি কিছুটা কাজে লাগতে পারি ; মানুষ হিসাবে আমি একটা ধ্বংসস্তূপ।"

দাঁতের যন্ত্রণায় তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। সে দাঁড়িয়ে গেল ; গাড়ির চাকাগুলির ধীর স্বচ্ছন্দ গতির দিকে তার চোখ পড়ে থেমে গেল।

আর সহসা একটা সম্পূর্ণ আলাদা মনোভাবের ফলে, সেটা ঠিক দৈহিক যন্ত্রণা নয়, কেমন একটা বিষণ্ণতাবোধ, তারই ফলে সে দাঁতের ব্যথা ভুলে গেল। এই মুহূর্তে সে যখন এমন একটি বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে যার সঙ্গে সেই দুর্ঘটনার পরে এই তার প্রথম দেখা তখন এই ট্রেন ও তার লাইনের দৃশ্য তাকে মনে করিয়ে দিল আন্নার কথা, অথবা বলা যায় পাগলের মত ছুটে গিয়ে সে যখন স্টেশনের গার্ডের ঘরে ঢুকেছিল তখন আন্নার যে দেহাবশেষ সে দেখছিল তার কথা : টেবিলের উপর সেই রক্তাপ্লুত দেহ, যা একটু আগেও ছিল জীবনে পরিপূর্ণ আর সেই মুহূর্তে অসংখ্য বিস্মিত একাগ্র দৃষ্টির সামনে লজ্জাজনকভাবে উন্মুক্ত ; ক্ষতবিক্ষত মাথাটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে, ভারী বেণীগুলি ঝুলে পড়েছে, ছোট চুলগুলি কপালে লেপ্টে আছে, সুন্দর মুখের অর্ধোন্মুক্ত লাল ঠোঁটের উপর জমাট-বাঁধা এক বিচিত্র ভঙ্গিমা, দুই ঠোঁট করুণায় সিক্ত আর দুই চোখের স্থির দৃষ্টি ভয়ংকরতায় উচ্ছ্বসিত—তাদের দু'জনের সর্বশেষ ঝগড়ার সময় যে ভয়ংকর কথাগুলি আন্না বলেছিল তাই যেন উচ্চারিত হয়েছে সেই ভঙ্গিমায় : "এ জন্য তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।"

আর একটি রেলওয়ে স্টেশনে প্রথম যেদিন ভ্রন্‌স্কি আন্নাকে দেখেছিল সেদিনের কথা সে মনে করতে চেষ্টা করল ; তখনও সে ছিল রহস্যময়ী, সৌন্দর্যময়ী, প্রীতিময়ী, সুখসন্ধানী ও সুখদায়িনী ; শেষ সংঘর্ষের সময় তার যে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ মূর্তি দেখেছিল তেমনটি মোটেই নয়। দু'জনের মিলিত জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিকে সে স্মরণ করতে চেষ্টা করল ; কিন্তু সে সব মুহূর্ত চিরদিনের মত বিষাক্ত হয়ে গেছে। তার মনে পড়ল শুধু আন্নার মৃত্যুতে বিজয়িনীর মূর্তি ; ব্যর্থ অথচ অক্ষয় অনুশোচনায় আগুনে তাকে

পোড়াবার যে ভয় আন্না তাকে দেখিয়েছিল তাকে সে কার্যে পরিণত করেছে। দাঁতের ব্যথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে উদ্গত কান্নার আবেগে তার মুখটা বেঁকে যেতে লাগল।

রাস্তাগুলোকে দু'বার পরিক্রমা করবার পরে নিজেকে সংযত করে ভ্রন্‌স্কি শান্তভাবে বলল :

"কাল থেকে কোন সংবাদ কি শুনেছেন? আমি জেনেছি, তারা তিন বার তুর্কীদের পরাস্ত করেছে, কিন্তু চূড়ান্ত যুদ্ধটা কাল হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।"

মিলানকে রাজা করবার এবং তার কি ফলাফল হতে পারে সে সব বিষয়ে তারা কিছুক্ষণ আলোচনা করল ; তারপর দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজতেই তারা যার যার কামরায় উঠে পড়ল।

॥ ৬ ॥

কখন মস্কো থেকে যেতে পারবে সেটা সঠিক জানতে না পারায় কোজ্‌-নিশেভ একটা তার করে ভাইকে স্টেশনে থাকতে বলতে পারে নি। স্টেশন থেকে একটা ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে কোজ্‌নিশেভ ও কাতাভাসভ যখন পক্রো-ভ্‌স্কোয়ে ভবনের ফটকে এসে গাড়িটা থামাল তখন লেভিন বাড়িতে ছিল না। দু'জনই ধুলোয় একেবারে ঢেকে গিয়েছিল। বাবা ও ডলির সঙ্গে কিটি ছোট বারান্দায় বসেছিল। কোজ্‌নিশেভ্‌কে চিনতে পেরে সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল।

"আমাদের আগে জানান নি বলে আপনার লজ্জা করছে না?" কোজ্‌-নিশেভের দিকে হাতটা বাড়িয়ে এবং চুমা পাবার জন্য কপালটা এগিয়ে দিয়ে কিটি বলল।

কোজ্‌নিশেভ বলল, "তোমাদের বিরক্ত না করেই তো খাসা চলে এলাম। হাত-পা এত নোংরা হয়েছে যে কোন কিছুই ছুঁতে পারছি না। হাতে এত কাজ ছিল যে কবে রওনা হতে পারব বুঝতে পারি নি। তুমি তো দেখছি মূল স্রোতধারা থেকে অনেক দূরে এই শান্ত জলাশয়ে বেশ মজা করেই জীবনের আনন্দকে ভোগ করছ। এই আমাদের বন্ধু ফিয়দর ভাসিলিচ ; এতদিনে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসার সময় ওর হয়েছে।"

"আমি কিন্তু কৃষ্ণকায় মূর নই—হাত-মুখ ধুলেই সেটা বুঝতে পারবেন," কাতাভাসভ তার স্বভাবসিদ্ধ তামাসার সঙ্গে কথাগুলি বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল। মুখটা নোংরা থাকার জন্ত তার দাঁতগুলি একটু বেশী ঝক্‌মক্‌ করতে লাগল।

"কোস্ত্য়া খুব খুসি হবে। সে খামারে গেছে। যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে।"

"এখন ও খামার নিয়েই মজে আছে। এখানে জীবন যেন শান্ত জলাশয়। সার্বীয় যুদ্ধের জন্য শহরে আমাদের দৃষ্টি অন্য সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমার বন্ধুটি এ সম্পর্কে কি ভাবছে? নিশ্চয় সাধারণ মানুষ যা ভাবে সে রকম কিছু নয়।"

অস্বস্তির সঙ্গে কোজ্‌নিশেভের দিকে তাকিয়ে কিটি বলল, "না, মানে, হ্যাঁ, যা অন্য সকলে ভাবছে তাই। ওকে আনতে লোক পাঠাচ্ছি। বাপিও এখানেই আছে। সে তো এই সবে বিদেশ ভ্রমণ করে এল।"

লেভিনকে ডাকতে লোক পাঠিয়ে, অতিথিদের একজনকে পড়ার ঘরে ও অপর জনকে ডলির পুরনো ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করবার নির্দেশ দিয়ে, দু'জনের স্নানের ব্যবস্থা ও জলখাবারের আয়োজন করে, কিটি ছুটে বারান্দায় চলে গেল। গর্ভাবস্থায় তো ইচ্ছা মত ছুটোছুটি করতে পারে নি, তাই এবার সে সুযোগটা ছাড়ল না।

বলল, "সের্গেই আইভানিচ ও অধ্যাপক কাতাভাসভ এসেছে।"

"সোনা, এই গরমে এখন ঠ্যালা সামলাও," প্রিন্স বলল।

"না, না বাপি, উনি খুব ভাল লোক, আর কোস্ত্য়াও ওকে পছন্দ করে," বাবার গলায় ঠাট্টার আমেজ পেয়ে কিটি হেসে বলল।

"তার বিরুদ্ধে আমি তো কিছু বলি নি।"

কিটি ডলিকে বলল, "তুমি যাও দিদি। ওদের দেখাশুনা করগে। স্টেশনে স্তেভ্‌-এর সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে; তিনি ভালই আছেন। আমি মিত্য়ার কাছে যাচ্ছি। প্রাতরাশের পরে আর তাকে খওয়ানো হয় নি। সে হয় তো জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করেছে।" বুকের দুধ জমে উঠেছে বুঝতে পেরে কিটি দ্রুতপায়ে নার্সারিতে চলে গেল।

সে জানত, নার্সারিতে পৌঁছবার আগেই ছেলে কাঁদতে শুরু করবে। সত্যি তাই। কান্না শুনেই সে আরও দ্রুত পা ফেলতে লাগল। সে যত দ্রুত ছুটছে, ছেলের কান্না তত চড়ছে। সুন্দর, স্বাস্থ্যপূর্ণ কণ্ঠস্বর, কিন্তু ক্ষুধার্ত ও অধৈর্য।

তাড়াতাড়ি ছেলেকে দুধ দেবার জন্য তৈরি হয়ে বসে সে বলল, "অনেকক্ষণ কাঁদছে নাকি নার্স? অনেকক্ষণ? ওকে আমার কাছে দাও। তাড়াতাড়ি! আঃ, নার্স, তুমি এত ধীর কেন? টুপি তো পরেও বাঁধতে পারবে।"

লোভের কান্নায় বাচ্চার গলা আটকে আসছিল।

আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না বেশীর ভাগ সময় নার্সারিতেই কাটায়। সে বলল, "ওভাবে হবে নাগো মা জননী। ওকে পরিষ্কার করতে হবে চক্, চক্, চক্!" মাকে এড়িয়ে সেই বাচ্চাটাকে বলতে লাগল।

নার্স বাচ্চাকে এনে দিল। আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নাও তার পিছন পিছন এল।

বাচ্চার গলা ছাপিয়ে সে বলতে লাগল, "ও আমাকে চিনতে পারে। ঈশ্বর সাক্ষী কাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না, ও আমাকে সত্যি চেনে।"

কিন্তু কিটির ও সব কথায় কান নেই। ছেলে যত অধৈর্য হয়, সেও ততই অধৈর্য হয়ে ওঠে।

আর সেই অধৈর্যের ফলে সব চেষ্টাই বিফলে যায়। বাচ্চাটা যত ভুল জায়গায় ঠোঁট লাগিয়ে টানে তত ক্ষেপে যায়। শেষে অনেক চেষ্টার পরে সব ঠিক হয়ে গেলে মা ও ছেলে দু'জনই শান্ত হল।

কিটি বলল, "আহা বেচারা, একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। আচ্ছা, তুমি কি করে ভাবলে যে ও তোমাকে চিনতে পেরেছে? তা হতেই পারে না! ও যদি কাউকে চিনে থাকে তো সে আমাকে।"

কিটি হাসল। সে জানে, আগাফিয়া মিখাইলভ্‌নাই বল, আর নার্স, বাচ্চার ঠাকুর্দা, এমন কি তার বাবার কথাই বল, তাদের সকলের কাছেই ছোট্ট মিত্‌য়া একটি শিশু ছাড়া আর কিছু নয়; কিন্তু তার মায়ের কাছে সে এমন একটি নৈতিক সত্তা যার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তার একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

তবু আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না বলল, "যখন ঘুম থেকে জাগবে, ঈশ্বর ইচ্ছায় তখন নিজেই দেখতে পাবে। আমি শুধু এই রকম করব—শুধু এই রকম—অমনি ওর মুখে হাসি ফুটবে! সোনা আমার! ঝিল্‌মিলিয়ে উঠবে! গ্রীষ্ম-কালের দিনের মত!"

"খুব হয়েছে, খুব হয়েছে, সে দেখা যাবে," কিটি ফিস্‌ফিস্ করে বলল। "এখন যাও, ও ঘুমিয়ে পড়েছে।"

॥ ৭ ॥

আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল; নার্স পর্দাগুলো নামিয়ে দিল, বাচ্চার বিছানার মশারির মধ্যে যে সব মাছি ঢুকেছিল সেগুলি তাড়িয়ে দিল, জানালার কাঁচের গায়ে একটা বোল্‌তা গুন্‌গুন্ করছিল, সেটাকেও তাড়িয়ে দিল, তারপর বার্চের শুকনো ডাল নিয়ে মা ও ছেলেকে বাতাস করতে লাগল।

"কী গরম! কী গরম! ঈশ্বর যদি এক পশলা বৃষ্টিও দিত," নার্স বিড় বিড় করে বলতে লাগল।

উপর থেকে ভেসে এল প্রিন্সেসের গুরুগম্ভীর স্বর আর কাতাভাসভ-এর হাসি। কিটি ভাবল, আমার সাহায্য ছাড়াই তারা বেশ জমে গেছে। তবু

বড়ই দুঃখের কথা যে কোস্ত্য়া এখনও এল না। বোধ হয় মৌমাছির তদারকিতে গেছে। সেখানে সে এত বেশী সময় কাটায় বলে আমার দুঃখ হয়, আবার আনন্দও হয়। এতে অন্য সব কথা সে ভুলে থাকে। বসন্তকাল অপেক্ষা এখন সে অনেক ভাল আছে, অনেক ফূর্তিতে আছে। তখন সে এত মন-মরা ও বিষণ্ণ হয়ে থাকত যে আমার ভয় করত। সে কী মজার লোক! কিটি হেসে নিজের মনেই বলল।

কিসে যে তার স্বামী দুঃখ পায় তা সে জানে। বিশ্বাসের অভাবই তার দুঃখের কারণ। তাহলে এত বছর ধরে সে দর্শনশাস্ত্র পড়ল কেন? ঐ সব পুঁথিতে যদি সত্যকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয় তাহলে এতদিনে তার তো সবই জানা উচিত। আর ওতে যদি সত্য না থাকে, তাহলে সে ওসব পড়ে কেন? সে তো নিজেই বলে, সে বিশ্বাস করতেই চায়। তাহলে পায় না কেন? আমার মনে হয় সে বড় বেশী ভাবে। বড় বেশী একা একা থাকে বলেই সে বড় বেশী ভাবে। সব সময় একা, সব সময় একা। এ সব কথা তো আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে না। অতিথিদের, বিশেষ করে কাতাভাসভকে সে যে স্বাগত জানাবে এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি। তার সঙ্গে আলোচনা করে স্বামী সুখ পাবে।

হুঃ, অধার্মিক! মাদাম স্তাহ্‌ল-এর মত হওয়ার চাইতে, বা বিদেশে থাকতে আমি যা হতে চেয়েছিলাম তার চাইতে সে যা আছে তাই থাকাই ভাল। সে কখনও কোন কিছুর ভান করবে না।

এই সময় লেভিনের ভালমানুষীর একটা সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত তার মনে পড়ে গেল। দু'সপ্তাহ আগে অব্‌লন্‌স্কি ডলিকে একটা বাজে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিল, তার সম্মান বাঁচাবার জন্য ডলি যেন তার সম্পত্তি বিক্রি করে তার ঋণ শোধ করবার ব্যবস্থা করে। ডলি হতাশায় ভেঙে পড়ল। সে তার স্বামীকে ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে, আবার তার জন্য দুঃখও পায়। সে স্থির করল, স্বামীর অনুরোধ অগ্রাহ্য করবে, তার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করবে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্পত্তির একটা অংশ বিক্রি করাই স্থির করল। স্মিত হাসির সঙ্গে কিটি স্মরণ করল, সে সময় তার নিজের স্বামীটি কি রকম বিব্রত হয়ে পড়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত শ্যালিকাকে সাহায্য করবার একমাত্র উপায় হিসাবে প্রস্তাব করেছিল যে কিটির উচিত সম্পত্তিতে তার নিজের অংশটা ডলিকে দিয়ে দেওয়া; কিটি নিজেও এ কথাটা ভাবতে পর্যন্ত পারে নি।

আর তাকেই কি না বলা হয় অধার্মিক? তার অন্তর কত বড়, একটি শিশুর মনেও আঘাত দিতে সে ভয় পায়। সব কিছু পরের জন্য, নিজের জন্য কিছু নয়! কোজ্‌নিশেভ তো ধরেই নিয়েছে যে তার হয়ে কোস্ত্য়ারই সব বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করা উচিত। ওর দিদিও তাই মনে করে। আর এখন ডলি ও তার পরিবারেরও সেই একই ধারণা। আর চাষীরা সবাই তো

রোজ ওর কাছে এসে ধর্ণা দেয়, যেন তাদের কাজ করে দিতে সে বাধ্য।

"সোনা আমার, বড় হয়ে ঠিক তোমার বাবার মত হয়ো! ঠিক তার মত!" ফিস্‌ফিস্ করে কথাগুলি বলে কিটি মিত্‌য়াকে নার্সের কোলে দিয়ে তার গালে চুমা খেল।

॥ ৮ ॥

লেভিন প্রথম যখন চোখের সামনে আদরের ভাইকে মরতে দেখেছিল এবং শৈশব ও যৌবনের ধারণাগুলির পরিবর্তে বিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে-ওঠা নতুন ধ্যান-ধারণার আতস কাঁচের ভিতর দিয়ে সর্বপ্রথম জীবন ও মৃত্যুর সমস্যাকে দেখেছিল, তখন থেকেই মৃত্যুর চিন্তার চাইতেও এই চিন্তাই তাকে ভয়ে অভিভূত করে রেখেছে যে, জীবন কোথা থেকে আসে, জীবনটা কি, তার অর্থ ই বা কি, আর উদ্দেশ্যই বা কি— এ সব বিষয়ে সামান্যমাত্র জ্ঞান ছাড়াই মানুষ বাঁচে কেমন করে। তার আগেকার বিশ্বাসের জায়গায় এসেছে জীব দেহ, তার অগ্রগতি, তার ধ্বংস, পদার্থের অবিনশ্বরতা, শক্তির সংরক্ষণ নিয়ম প্রভৃতি ধারণা। বুদ্ধির প্রয়োজনের দিক থেকে এই সব কথা ও ধারণা খুবই চমৎকার; কিন্তু জীবন ধারণের দিক থেকে এগুলি কোন কাজেই লাগে না। তাই হঠাৎ লেভিনের মনে হল, সে যেন লোমের কোটের বদলে একটা সুতীর পোষাক পরে তীব্র শীতের মধ্যে বাইরে এসেছে এবং যুক্তিশাস্ত্রসম্মত চিন্তার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছে যে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় থাকার জন্য তাকে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

সেই থেকে অজ্ঞানতাপ্রসূত একটা ভয় লেভিনকে অনবরত তাড়া করে ফিরছে। অবশ্য অস্পষ্টভাবে সে এটা বুঝতে পেরেছে যে, তার দৃঢ়মূল ধারণাগুলো শুধু অজ্ঞানতাই নয়, সেগুলি এমন একটি মানসিক গঠন যার মধ্যে জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করাই অসম্ভব।

বিয়ের পরে প্রথম দিকে নতুন আনন্দ, কর্তব্য ও সব কিছুর সঙ্গে মিলে-মিশে চলার তাগিদে এই সব চিন্তা চাপা পড়েছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে সে যখন মস্কোতে ছিল এবং স্ত্রীর প্রসবের পরে তার কিছুই করার ছিল না, তখন একটি প্রশ্ন নিত্য নতুন তীব্রতা নিয়ে বার বার তার সামনে দেখা দিয়েছে।

প্রশ্নটা এই ধরনের: খৃস্টধর্ম যে সব জবাব দেয় সেগুলি যদি আমি না মানি তাহলে কাকে মানি? তার নিজস্ব ধারণার ভাণ্ডারে এ প্রশ্নের একটা জবাবও সে খুঁজে পেল না।

ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে, অচেতনভাবে, সে এখন প্রতিটি বইতে, প্রতিটি আলোচনায়, প্রতিটি লোকের কাছে, এই প্রশ্ন ও তার জবাবই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সে আরও বিস্মিত ও চিন্তিত হয়েছে এই দেখে যে, তার বয়সের ও সমাজের অধিকাংশ মানুষ যারা তার মতই পুরনো বিশ্বাসের বদলে নতুন ধারণাকে গ্রহণ করেছে তারা এ অবস্থাটাকে মোটেই দুর্ভাগ্য বলে মনে করে না, তারা বেশ খোশ মেজাজেই আছে। আর সেই প্রধান প্রশ্নের সঙ্গে আরও কিছু প্রশ্ন যোগ হয়েছে : এই লোকগুলি কি আন্তরিক? তারা সব ভণ্ড নয় তো? অথবা যে সব প্রশ্ন তাকে বিচলিত করে তুলেছে তা কি বিজ্ঞানের কাছ থেকে পাওয়া জবাবকে আলাদাভাবে আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছে? কাজেই সে আরও বেশী করে সেই সব লোকের মতামত ও এতদসংক্রান্ত বইগুলি পড়তে ও জানতে চেষ্টা করছে।

এই সব প্রশ্ন নিয়ে পড়াশুনা করার ফলে একটা জিনিস সে আবিষ্কার করেছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের কথামত সে যে ধরে নিয়েছিল যে ধর্মের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, এখন আর তার কোন অস্তিত্ব নেই, সেটা তার ভুল ধারণা। জীবনে যে সমস্ত ভাল লোক সে দেখেছে, যাদের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ হয়েছে তারা সকলেই ধর্মবিশ্বাসী : বুড়ো প্রিন্স, ল্ভভ, কোজ্‌নিশেভ, মেয়েরা সকলেই (তার স্ত্রী তো এখনও ছেলেবেলাকার বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে আছে), রুশ জনসাধারণের শতকরা নব্বই জন, আর সেই সব সহজ, সরল মানুষ যাদের জীবনযাত্রাকে সে চিরদিন শ্রদ্ধা করে এসেছে।

অনেক বই পড়ে আরও একটা জিনিস সে আবিষ্কার করেছে; যে সব লোক তার বর্তমান মতামতের অংশীদার তারা কেউই সমস্যাটার গভীরে যায় না, কোন ব্যাখ্যা দেয় না, যে সব প্রশ্নের জবাব ছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয় সেগুলোকে অনায়াসে শুধু বাতিল করে দেয়।

এ সব ছাড়াও আর একটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছে তার স্ত্রীর সন্তান প্রসবের সময়। সে নিজে ধর্মে বিশ্বাসী নয়, অথচ তখন সে প্রার্থনা করেছিল, আর প্রার্থনা করার সময় তার মনে বিশ্বাসও এসেছিল। কিন্তু সে মুহূর্তটা পার হয়ে যেতেই সে বুঝতে পারল যে তার সেই মুহূর্তের মনোভাব তার স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

সে এ কথা স্বীকার করতে পারে না যে তখন সে সত্যকে দেখেছিল আর এখন ভুল পথে চলেছে, কারণ শান্ত চিত্তে সব কিছু চিন্তা করতে যাওয়ামাত্রই সব কিছু ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়, আবার এ কথাও স্বীকার করতে পারে না যে তখন সে ভুলই করেছিল, কারণ সেই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাটিকে সে এখনও সযত্নে বুকের মধ্যে পুষে রেখেছে; সেটাকে মুহূর্তের দুর্বলতা বলে মনে করাটাকেও সে পাপ বলে মনে করে। একটা ভয়ংকর সংগ্রাম চলেছে তার মনে; তার অবসান ঘটাতে সে সাধ্যমত চেষ্টা করছে।

॥ ৯ ॥

তার মনে চিন্তার এই বিভ্রান্তি কখনও বেড়েছে, কখনও কমেছে, কিন্তু কোন সময়ই একেবারে চলে যায় নি। সে অনেক পড়েছে, অনেক ভেবেছে, কিন্তু যত বেশী পড়েছে আর ভেবেছে, সমস্যার সমাধান যেন ততই দূরে সরে গেছে।

জড়বাদীদের কাছ থেকে কোন জবাব পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে মস্কোতে থাকার সময় এবং গ্রামে ফিরে এসেও সে আর একবার সেই সব দার্শনিকদের দিকেই মুখ ফিরিয়েছে যারা জীবনের জড়বাদী ব্যাখ্যা করে নি : মুখ ফিরিয়েছে প্লেটো, স্পিনোজা, কাণ্ট, শেলিং, হেগেল ও সোপেনহাওয়ার-এর দিকে।

এই সব দার্শনিকদের লেখা পড়ে সে অনুপ্রাণিত হল, পড়তে ভালও লাগল, কিন্তু আসল কাজের কাজ কিছু হল না ; মনের দ্বন্দ্ব কাটল না। এক সময় শোপেনহাওয়ার পড়তে পড়তে সে "ইচ্ছা"র জায়গায় "ভালবাসা" কথাটা বসিয়ে নিল, আর দু'একটা দিন এই নতুন দর্শনের মধ্যে একটা সান্ত্বনাও খুঁজে পেল ; কিন্তু যখনই জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে দেখতে চেষ্টা করল অমনি সব কিছু ভেঙে পড়ল ; তার মনে হল, এ সবই সেই সুতীর পোশাক যা তাকে গরম রাখতে পারে না।

কোজ্‌নিশেভ তাকে খোমিয়াকভ-এর ধর্মগ্রন্থ পড়বার পরামর্শ দিল। লেভিন দ্বিতীয় খণ্ডটি পড়ে ফেলল ; লেখকের পরিচ্ছন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত, সুচিন্তিত চিন্তাধারাটি ভাল না লাগলেও গির্জা সম্পর্কে তার বক্তব্যগুলি তার খুব ভাল লাগল। বিশেষ করে ভাল লাগল একটি কথা : মানুষ এককভাবে ঐশ্বরিক সত্যকে লাভ করতে পারে না, সে সত্যকে পেতে হয় ভালবাসার দ্বারা ঐক্য-বদ্ধ হয়ে : গির্জার মাধ্যমে। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্যাথলিক গ্রন্থকারদের লেখা গির্জার ইতিহাস এবং গোঁড়া রুশ গ্রন্থকারদের লেখা গির্জার ইতিহাস পড়ে সে যখন দেখল যে দুটো গির্জাই পরস্পরকে নিন্দা করছে, তখনই খোমিয়াভ-এর বাণী সম্পর্কে তার মোহ কেটে গেল ; দার্শনিকদের গড়া সৌধের মত এ সৌধটাও ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

সারা বসন্ত কাল সে যেন নিজের মধ্যেই রইল না ; তীব্র যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে তার দিন কাটতে লাগল।

আমি কে, কেন আমি এখানে এসেছি—এ কথা না জেনে আমি বাঁচতে পারি না। কিন্তু এ সব কিছুই আমি জানতে পারি না। সুতরাং আমি বাঁচতে পারি না, লেভিন নিজে নিজে বলল।

কাল অনন্ত, স্থান অনন্ত, পদার্থ অনন্ত ; তার মধ্যে দেখা দিল একটা ছোট্ট বুদ্বুদ, এক মুহূর্ত থাকল, তারপর ফেটে গেল, সেই বুদ্বুদটাই—আমি।

এ এক বেদনাদায়ক মিথ্যা, তবু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ পথে মানুষ যত কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছে এটা তো তারই একমাত্র সর্বশেষ সিদ্ধান্ত।

কিন্তু এ তো মিথ্যার চাইতেও কিছু বেশী—এ এক নিষ্ঠুর পরিহাস—একটা পাপের শক্তি থেকে এর উদ্ভব—যে পাপের শক্তির কাছে কখনও আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়।

সে শক্তির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। আর সে মুক্তির পথ সকলের সামনেই খোলা আছে। শুধু পাপের কঠিন কবল থেকে নিজেকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে হবে, আর তার একমাত্র পথ—মৃত্যু।

আর লেভিনের মত একটি হাসি-খুসি, বিবাহিত সুখী লোকও বেশ কয়েক বার আত্মঘাতী হবার এত কাছাকাছি চলে গিয়েছিল যে পাছে সে গলায় দড়ি দেয় এই ভয়ে সব দড়ি লুকিয়ে ফেলেছে, আর পাছে নিজেকেই গুলি করে বসে এই ভয়ে বন্দুক নিয়ে চলাই ছেড়ে দিয়েছে।

লেভিন নিজেকে গুলি করে নি; ফাঁসিতেও ঝোলে নি; সে বেঁচেই আছে।

॥ ১০ ॥

লেভিন যখন দিনরাত ভাবত সে কে আর কিসের জন্ম বেঁচে আছে, তখন কোন জবাব না পেয়ে সে হতাশায় ভেঙে পড়ত; কিন্তু যখন সে এ সব কথা ভাবা বন্ধ করে দিল তখন তার মনে হল এ সব কথাই তার জানা, কারণ সে তো সত্যি বেঁচে আছে, আর স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করে চলেছে।

জুন মাসের গোড়াতে গ্রামে ফিরে সে তার স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করে দিল। খামারের কাজকর্ম, চাষী ও পার্শ্ববর্তী জমিদারদের সঙ্গে চলাফেরা, দিদি ও ভাইয়ের সম্পত্তির তদারকি, স্ত্রী ও আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মেলামেশা, বাচ্চাটিকে দেখা, আর বসন্ত কাল থেকেই যে নতুন কাজটা সে হাতে নিয়েছে অর্থাৎ মৌমাছি ধরা—এ সব কাজেই তার সময় কাটতে লাগল।

আগে যেমন করত এখন আর সে ভাবে বড় বড় নীতির দোহাই দিয়ে সে এ সব কাজ করে না। ঠিক উল্টো। একদিকে, জনসাধারণের দুঃখ মোচনের জন্ম আগে যে সব কাজ সে করেছে তার ব্যর্থতা, আর বর্তমানের কাজকর্মে অতিমাত্রায় ব্যস্ততা; তার ফলে জনসাধারণের দুঃখের কথা ভাববার সময়ই তার নেই। এ কাজ তাকে করতেই হবে, না করে উপায় নেই বলেই সে এখন কাজ করে।

আগেকার দিনে (তার মানে শিশুকাল থেকে একেবারে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত) যখন সে কাজকর্ম করত সকলের ভালর জন্ম—মানবতার জন্ম,

রাশিয়ার জন্য, "সারা-জগৎ-ও-তার-স্ত্রী"র জন্য—তখন সে লক্ষ্য করত যে সে কাজে সুখ থাকলেও তার মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাব ছিল ; যে কাজ সে করত সেটা করা যে সত্যি দরকার সে বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিল না ; গোড়ায় সে সব কাজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও ক্রমেই কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ত। এখন বিয়ের পরে সে যখন শুধু নিজের স্বার্থের উপযোগী কাজগুলিই করে চলেছে তখন সে কাজের মধ্যে সুখের হদিস সে রকম না পেলেও সে এটা বুঝতে পারে যে এ সব কাজ দরকারী, আর ঝিমিয়ে পড়ার পরিবর্তে এ সব কাজক্রমে বেড়েই চলেছে।

এখন প্রায় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে লাঙলের ফলার মত নিজেকে ক্রমেই মাটির গভীর থেকে আরও গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে, আর জমিতে একটা শিরালা না কেটে সে এখন নিজেকে সেখান থেকে টেনে তুলতে পারে না।

তার মনে কোন সন্দেহ নেই যে তার বাপ-ঠাকুর্দার আমলে যেমন চলছিল তার পরিবার আজও সেই ভাবেই চলবে ; অর্থাৎ তাদের জীবনে থাকবে সেই একই সংস্কৃতি ; তাদের ছেলেমেয়েরা সেই একই ভাবে লালিত-পালিত হবে। ক্ষুধার্তের পক্ষে খাদ্যের মতই এটাও একান্ত প্রয়োজনীয় ; আর ক্ষুধার্তকে খাওয়াবার জন্য যেমন খাদ্য প্রস্তুত করা প্রয়োজন, তেমনই পারিবারিক আয়ের জন্য প্রক্রোভ্‌স্কোয়ের সম্পত্তিকেও ভালভাবে দেখাশুনা করা প্রয়োজন। আর ঠিক যে ভাবে একটি লোক তার ঋণ শোধ করতে বাধ্য, ঠিক সেই ভাবে পারিবারিক সম্পত্তিকে এমনভাবে রক্ষা করতে সে বাধ্য যাতে সে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে তার ছেলে তাকে ধন্যবাদ দেবে, যেমন লেভিন তার ঠাকুর্দাকে ধন্যবাদ দিয়েছিল বাড়ি ও জমির জন্য। আর তা করতে হলে জমি খাজনা-বিলি করলে চলবে না, নিজে কাজ করতে হবে, গোরু-মোষ পালতে হবে, জমিতে সার দিতে হবে, গাছ লাগাতে হবে।

দিদির বা কোজ্‌নিশেভের সম্পত্তিকেও সে অবহেলা করতে পারে না, অথবা যে সব চাষী পরামর্শের জন্য তার কাছে আসতেই অভ্যস্ত তাদেরও সে ফিরিয়ে দিতে পারে না, ঠিক যেমন একটি শিশুর ভার নিলে কেউ তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না। তার স্ত্রী ও ছেলে, শ্যালিকা ও তার ছেলেমেয়েরাও যাতে আরামে থাকতে পারে সেটাও তাকে দেখতে হবে ; অন্তত কিছুটা সময় তাদের সঙ্গেই কাটাতে হবে।

এই সব কাজ এবং তার উপরে শিকার-অভিযান ও নতুন নেশা মৌমাছি-শিকার নিয়েই তার জীবনটা ভরে আছে—অথচ যখন সে জীবন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করত তখন তার কাছে এ জীবনের কোন অর্থই ছিল না।…

লেভিন আরও জানে, এখন বাড়িতে ফিরে তাকে প্রথমেই যেতে হবে স্ত্রীর কাছে, কারণ তার শরীর ভাল নয় ; যে সব চাষী তার সঙ্গে দেখা করার

জন্য তিন ঘণ্টা বসে আছে তাদের আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই হবে; আবার নতুন মৌমাছির ঝাঁকটাকে নিজের হাতে বসাবার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে সে কাজটাকে বুড়ো মৌমাছি-রক্ষকের হাতে ছেড়ে দিয়ে আগে তাকে কথা বলতে হবে অপেক্ষমান চাষীদের সঙ্গে।

এ সব কাজ ঠিক কি ভুল তা সে জানে না; এ সব নিয়ে আলোচনা করতে, এমন কি ভাবতেও সে চায় না।

আলোচনা শুধু সন্দেহই জাগিয়ে তোলে, কি করা উচিত আর কি করা অনুচিত তাও বুঝতে দেয় না। যখন সে চিন্তা না করেই জীবন চালায় তখন নিজের মধ্যে একজন অভ্রান্ত বিচারকের উপস্থিতি সে সব সময় উপলব্ধি করে; সেই তাকে বলে দেয় দুটি সম্ভাবিত বিকল্পের মধ্যে কোন্‌টি ভাল; আর যতবার সে যা করা উচিত নয় সেটাই করে বসে ততবারই সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে।

এইভাবে সে কে আর কেনই বা এই জগতে সে বেঁচে আছে—এ সব কথা না জেনে এবং জানবার কোন রকম সম্ভাবনাও না দেখে লেভিন তার জীবনের পথে চলতে লাগল, আর এই জ্ঞানের অভাব তাকে এত তীব্র যন্ত্রণায় দীর্ণ করতে লাগল যে আত্মঘাতী হবার ভয় তাকে পেয়ে বসল। আবার সেই সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের পথও সে গড়ে নিতে লাগল।

॥ ১১ ॥

কোজ্‌নিশেভ যেদিন পক্রোভ্‌স্কোয়েতে এল লেভিনের পক্ষে সেটা বড়ই কঠিন দিন।

পুরো মরশুমের সময়; গ্রামের সমস্ত লোক তখন সব কিছু ভুলে যার যার কাজের মধ্যে ডুবে যায়।

গম ও যই কাটতে হবে, আঁটি বাঁধতে হবে, গাড়ি বোঝাই করতে হবে, মাঠের ঘাস কাটতে হবে, পতিত জমিতে নতুন করে লাঙল দিতে হবে, বীজ ঝাড়াই করতে হবে, শীতের গম বুনতে হবে—এ সব কাজ দেখতে সরল ও সাধারণ মনে হতে পারে; কিন্তু ঠিক ঠিক সময়ে সব কাজ শেষ করতে হলে ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে গাঁয়ের সব মানুষকে তিন বা চার সপ্তাহ কোন রকম বিশ্রাম না নিয়ে একটানা কাজ করতে হয়; এমন কি রাতেও কাজ করতে হয়, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দিনে দু' তিন ঘণ্টার বেশী ঘুমতে পারে না, কালো রুটি আর কৃভাস-এ ভেজানো পেঁয়াজ ছাড়া অন্য কিছু খাওয়া জোটে না। আর প্রতিটি বছর সারা রাশিয়া জুড়ে এই ঘটনাই চলে।

জীবনের বেশীর ভাগ সময় গ্রামে কাটানোর জন্য এবং চাষীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার জন্য এই মরশুমের সময় লেভিনও সর্বদাই চাষীদের উৎসাহ-উত্তেজনার অংশীদার হয়ে ওঠে।

খুব সকালে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে যায় শীতের প্রথম শস্য বোনা দেখতে; তারপর বই-ফসল গাড়িতে বোঝাই করা ও গাদা করা দেখে যখন বাড়ি ফেরে ততক্ষণে তার স্ত্রী ও শ্যালিকা ঘুম থেকে উঠে কফি নিয়ে তৈরি হয়; তারপর হাঁটতে হাঁটতে খামার-বাড়িতে গিয়ে নতুন ঝাড়াই-যন্ত্রটার কাজকর্ম দেখে।

সারাদিন নায়েব, চাষী, স্ত্রী, শ্বশুর, ডলি ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা-বার্তা বললেও সারাক্ষণ লেভিন মনে মনে একটিমাত্র বিষয়ই ভাবে: "আমি কি, কোথায় এসেছি, আর কেন এসেছি?"

নতুন করে ছাওয়া গোলা-ঘরের ঠাণ্ডা ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাজা বাতাসে শ্বাস টানতে টানতেও লোকজনদের কাজকর্ম দেখতে দেখতে যত সব অদ্ভুত চিন্তা তার মাথায় এসে ভিড় করল।

এ সব কাজ ওরা কেন করছে? আমিই বা এখানে দাঁড়িয়ে ওদের কাছ থেকে কাজ আদায় করছি কেন? নিজেদের আন্তরিকতা প্রমাণ করবার জন্য ওরাই বা এত খাটছে কেন? আমার বন্ধু বুড়ি মাত্রোনাই বা এত খাটছে কেন? আজ হোক, কাল হোক, আর দশ বছর পরে হোক, ওকে তো কবরে শোয়ানো হবে; তখন তো ওর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আর ঐ যে খড়ভর্তি কোঁকড়ানো দাড়িওয়ালা ফিয়দর, ওকেও তো কবরে শুইয়ে দেবে। অথচ সে কত পরিশ্রম করে চলেছে। কিন্তু শুধু ওরাই তো নয়—আমাকেও তো কবরে যেতে হবে, কিছুই পড়ে থাকবে না। এ সবের অর্থ কি?

এই সব ভাবতে ভাবতেই সে ঘড়িটা দেখল, এক ঘণ্টায় কতটা ফসল ঝাড়াই হয়েছে সেটা হিসাব করল। সেটার উপরেই নির্ভর করছে পরদিন চাষীদের কি কাজ করতে দেওয়া হবে।

লেভিন ফিয়দরের দিকে এগিয়ে গেল। সে পিপের মধ্যে ফসলের আঁটি জুগিয়ে দিচ্ছিল। যন্ত্রের শব্দকে ছাপিয়ে আরও উঁচু গলায় লেভিন তাকে আরও ধীরে আঁটি জোগাতে বলল।

"বড় তাড়াতাড়ি করছ ফিয়দর। দেখছ না, কেমন জমে যাচ্ছে। ধীরে হাত চালাও!"

ফিয়দরের ঘামে ভেজা মুখটা ধুলোয় ভর্তি হয়ে গেছে। সে চেঁচিয়ে কি যেন জবাব দিল, কিন্তু আগের মতই কাজ করতে লাগল।

লেভিন যন্ত্রটার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে নিজেই আঁটির জোগান দিতে লাগল।

খাবারের সময় পর্যন্ত লেভিন চাষীদের সঙ্গে কাজ করল; তারপর ফিয়-দরকে সঙ্গে নিয়ে ঝাড়াই-ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ফিয়দরের বাড়ি অনেক দূরের এক গ্রামে। অতীতে লেভিন সেখানকার জমি সমবায় সমিতিকে খাজনা-বিলি করত। এখন সে জমি দিয়েছে বাড়ির প্রাক্তন চাকর কিরিলভকে।

ঐ জমি সম্পর্কেই লেভিন ফিয়দরের সঙ্গে কথা বলতে লাগল; জানতে চাইল, ঐ গ্রামেরই ধনী ও নির্ভরযোগ্য চাষী প্লাতন পরের বছর ঐ জমি নেবে কি না।

ভেজা বুকের উপর থেকে খড়ের টুকরোগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ফিয়দর জবাব দিল, "খাজনাটা বড়ই বেশী কন্‌স্তান্তিন দিমিত্রিচ, প্লাতন নিয়ে লাভ করতে পারবে না।"

"কিরিলভ পারে কেমন করে?"

"ওঃ, মিত্‌কা (কিরিলভকে সে তাচ্ছিল্য করে মিত্‌কা বলে ডাকে) তার টাকা ঠিক তুলে নেবে! মজুরদের ঘাড় ভাঙবে আর কি। আমাদের মত খৃস্টানদের জন্ত তার কোন দরদ নেই। ফোকানিচ খুড়োর (বুড়ো প্লাতনকে সে ঐ নামে ডাকে) মত নয়। সে কি জ্যান্ত মানুষের ছাল ছাড়াতে পারে? কক্ষনও পারবে না! একজনকে ধার দেয়, আবার আর একজনকে টাকা না দিয়েই তাড়িয়ে দেয়। কখনও কারও শেষ সম্বল নিংড়ে নেয় না। তার মানুষের আত্মা, হ্যাঁ।"

"আর একজনকে টাকা না দিয়েই তাড়িয়ে দেয় কেন?"

"দেখুন, সব মানুষ তো এক রকম নয়। কেউ বেঁচে থাকে শুধু নিজের জন্ত—যেমন মিত্‌কা। শুধু নিজের পেট ভরাবার কথাই সে ভাবে। কিন্তু ফোকানিচ খুড়ো—সে তো ধার্মিক মানুষ। সে বাঁচে আত্মার জন্ত। সব সময় মনের মধ্যে রাখে ঈশ্বরকে।"

"আত্মার জন্ত বাঁচা, ঈশ্বরকে মনে রাখা—এ সব কথার অর্থ কি?" লেভিন প্রায় চীৎকার করে উঠল।

"অর্থ তো খুব পরিষ্কার—সৎ পথে, ঈশ্বরের পথে চলা। জানেনই তো, সব মানুষ এক রকম হয় না। নিজের কথাই ধরুন—আপনি তো কারও প্রতি অন্তায় করবেন না।"

"বুঝলাম, বুঝলাম, বিদায়," লেভিন বিড় বিড় করে বলল; উত্তেজনায় তার গলা আটকে গেল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ছড়িটা হাতে নিয়ে সে বাড়ির দিকে অতি দ্রুত পা চালিয়ে দিল। ফোকানিচ খুড়ো সৎ পথে চলে, ঈশ্বরের পথে চলে, আত্মার জন্ত বেঁচে থাকে,—চাষীর মুখের এই কথাগুলি যেন এতদিন যে অসংখ্য চিন্তা-ভাবনা তার মধ্যে তালাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল সেগুলিকে মুক্ত করে দিল; তারা সব ঝাঁক বেঁধে একই লক্ষ্যে ছুটে চলল; তাদের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

॥ ১২ ॥

বড় বড় পা ফেলে লেভিন রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল।

চাষীর মুখের কথাগুলো বিদ্যুতের ছোঁয়ার মত তার মনের খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলোকে এক সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে।

তার মনে হল, একটা নতুন কিছু তার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করেছে; সেটা যে কি তাই সে জানতে চায়; তাতেই তার আনন্দ।

নিজের জন্য বাঁচে না, বাঁচে ঈশ্বরের জন্য। ঈশ্বর কে? লোকটি যা বলল তার চাইতে অর্থহীন আর কি হতে পারে? সে বলল, নিজেদের প্রয়োজনে আমাদের বাঁচা উচিত নয়—অর্থাৎ যাকে আমরা জানি, যা আমাদের মনকে টানে, যা আমরা চাই, তার জন্য নয়—আমাদের বাঁচা উচিত এমন কিছুর জন্য যাকে আমরা জানি না, ঈশ্বরের জন্য, যাকে কেউ জানে না, কেউ বোঝাতে পারে না। আচ্ছা? ফিয়দরের অর্থহীন কথাগুলি কি আমি বুঝতে পারি নি? আর বুঝবার পরে আমি কি তাদের সত্যতায় সন্দেহ করেছি? সেগুলিকে কি আমার অর্থহীন, গোলমেলে ও অস্পষ্ট বলে মনে হয়েছে?

না, তা হয় নি। তার কথাগুলিকে আমি ঠিক তার মত করেই বুঝেছি। সম্পূর্ণ বুঝেছি; এত পরিষ্কারভাবে আর কিছুই বুঝি নি; জীবনে সে সব কথায় কখনও সন্দেহ করি নি, সন্দেহ করতে আমি অপারগ। আর আমি একা নই, প্রত্যেকে, এ জগতের প্রত্যেকেই সে কথাগুলি বোঝে; সেগুলিই একমাত্র জিনিস যাকে কেউ সন্দেহ করে না, সেখানে সকলেই একমত।

ফিয়দর বলে, বাড়ির চাকর কিরিলভ তার পেটের জন্যই বাঁচে। এটা তো পরিষ্কার, যুক্তিযুক্ত কথা। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব হিসাবে আমাদের সকলকেই তো পেটের জন্য বাঁচতে হয়। আর তারপরেই ফিয়দর বলে, পেটের জন্য বাঁচাটাই ভুল, আমাদের বাঁচা উচিত কল্যাণের জন্য, ঈশ্বরের জন্য, আর সঙ্গে সঙ্গে তার সে কথা আমি বুঝতে পারলাম! আমি এবং লক্ষ লক্ষ লোক যারা আমার আগে বেঁচেছিল, লক্ষ লক্ষ লোক যারা এখন বেঁচে আছে, চিন্তায় দীন চাষীরা, আর জ্ঞানী ব্যক্তি যারা এ বিষয় নিয়ে অনেক ভেবেছে, তাদের অনুপযুক্ত ভাষায় অনেক লিখেছে—আমরা সকলেই এই একটি বিষয়ে একমত: কোন্‌টা ঠিক, কিসের জন্য আমাদের বাঁচা উচিত। একটিমাত্র জিনিসই পরিষ্কার, নিশ্চিত, আমার ও সকলের সব সন্দেহের অতীত, আর এই একটি জিনিসকেই বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না; এটা আমাদের বুদ্ধির অতীত, এর কোন কারণ নেই, কাজেই কোন কার্যও থাকতে পারে না।

কল্যাণের যদি কোন কারণ থাকে তো সেটা কল্যাণ নয়; তার যদি কোন কার্য—কোন পুরস্কার—থাকে তাহলেও সেটা কল্যাণ নয়। অন্য কথায়, কল্যাণ কার্য-কারণ শৃংখলের অতীত।

সে কথা আমি জানি, আর অন্য সকলেই জানে।

একটা অলৌকিক ঘটনা আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম; দুঃখের কথা, কোন

অলৌকিক ঘটনা কখনও দেখি নি, তাই তাকে চিনতেও পারি না। এই তো অলৌকিক ঘটনা, একমাত্র অলৌকিক ঘটনা, সর্বদা উপস্থিত থেকে আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে, আর আমি তাকে দেখতে পাই নি!

এর চাইতে বড় অলৌকিক ব্যাপার আর কি হতে পারে?

এও কি সম্ভব যে আমার সব সমস্যার সমাধান আমি খুঁজে পেয়েছি? আমার সব যন্ত্রণার অবসান হয়েছে? ধূলিমলিন বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাইরের উত্তাপ ও নিজের ক্লান্তিকে ভুলে গিয়ে লেভিন এই কথাই ভাবতে লাগল, আর যন্ত্রণার অবসানের স্বস্তিতে তার মন ভরে উঠল। এ আনন্দ বিশ্বাসের অতীত। উত্তেজনায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল; আর অগ্রসর হতে না পেরে সে রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল, একটা আস্পেন গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর বসে পড়ল। ভেজা মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিয়ে কনুইতে ভর দিয়ে জঙ্গলের সতেজ ঘাসের উপর শরীরটাকে টান-টান করে ছড়িয়ে দিল।

মনে মনে বলল, আমাকে শান্ত হয়ে সব কিছু ভাবতে হবে। আমি এত খুসি হলাম কেন? কোন্ নতুন বস্তু আমি আবিষ্কার করলাম?

আমি বলে এসেছি, আমার দেহে, ঐ ঘাস ও গুবরে পোকার দেহে একই জড় পদার্থের পরিবর্তনের লীলা চলেছে প্রাকৃতিক, রাসায়নিক ও শারীরিক নিয়মের বশে। আর সব কিছুর ভিতর দিয়েই—এই আস্পেন গাছ, ওই মেঘ, কুয়াসার জাল—সব কিছুর ভিতর দিয়েই এক অবিরাম এগিয়ে চলার ছন্দ। সে চলার শুরু কোথায়? শেষই বা কোথায়? অনন্তকাল এগিয়ে চলা আর সংগ্রাম? যা চিরন্তন তার কি গতি থাকতে পারে, সংগ্রাম থাকতে পারে! লোকটির কথা ভেবে আমার বিস্ময়ের সীমা নেই: ঈশ্বরের জন্য বাঁচা, আত্মার জন্য বাঁচা।

নতুন কিছু আমি আবিষ্কার করি নি। যা আগেই জানতাম তাকেই নতুন করে চিনেছি। যে শক্তি আমাকে অতীতে দিয়েছে জীবন, আর এখনও দিয়ে চলেছে, তাকেই আমি চিনেছি। সব ভ্রান্তি দূরে গেছে। আমি প্রভুকে চিনেছি।

আর একবার সে গত দুই বছরের চিন্তাধারাকে সংক্ষেপে মনে মনে পর্যালোচনা করতে লাগল—তার আদরের ভাইটি যখন রোগের হাতে এলিয়ে পড়েছিল তখনকার সেই সুস্পষ্ট অপরিহার্য মৃত্যুর দৃশ্য থেকে আজ পর্যন্ত।

একমাত্র তখনই সর্ব প্রথম সে উপলব্ধি করেছিল যে সব মানুষের জন্যই অপেক্ষা করে আছে শুধু যন্ত্রণা, মৃত্যু আর চিরন্তন বিস্মৃতি। সে বুঝেছিল, এই চিন্তা নিয়ে সে বেঁচে থাকতে পারে না; হয় তাকে খুঁজে বের করতে হবে জীবনের এমন একটা ব্যাখ্যা যার ফলে জীবনটা একটা দানবীয় পরিহাসমাত্রে পরিণত হবে না, আর না হয় তো নিজেকেই গুলি করতে হবে।

সে অবশ্য দুটোর কোনটাই করল না; চিন্তা ও অনুভূতি নিয়েই বেঁচে রইল। সেই সময়েই সে বিয়েও করল, অনেক আনন্দময় মুহূর্ত কাটাল, সুখী হল, আর তারপরে জীবনের অর্থ খুঁজতে শুরু করল।

এতে কি প্রমাণ হল? প্রমাণ হল যে সে বেঁচেছে ঠিক পথে, আর ভেবেছে ভুল।

যে আধ্যাত্মিক সত্যকে সে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছিল তার শক্তিতেই সে বেঁচেছে (নিজের অজ্ঞাতে), কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে সে সত্যকে শুধু অস্বীকারই করে নি, একটানা তাকে পরিহার করে চলেছে।

এখন সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, যে বিশ্বাস নিয়ে সে বড় হয়ে উঠেছিল সেই বিশ্বাসই তার জীবনকে গ্রহণীয় করে তুলেছে। সেই বিশ্বাস যদি না থাকত, আমি যদি না জানতে পেতাম যে ঈশ্বরের জন্যই আমাকে বাঁচতে হবে, নিজের বাসনার জন্য নয়, তাহলে আমার কি হত, কোন্ জীবনের অধিকারী আমি হতাম? আমি ডাকাতি করতাম, মিথ্যা বলতাম, হত্যা করতাম। যা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখের কারণ তার কোনটাই আমি পেতাম না।

কিন্তু যত চেষ্টাই করুক না কেন, কিসের জন্য সে বেঁচে আছে সেটা না জানলে সে যে কি রকম পশুর মত জীবে পরিণত হত কল্পনায়ও সে-ছবি সে আঁকতে পারল না।

আমার প্রশ্নের একটা জবাব আমি খুঁজেছিলাম। কিন্তু চিন্তা সে জবাব দিতে পারে নি—সে ক্ষমতাই চিন্তার নেই। জীবনই জবাবটা দিল: আমার ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান। আমি নিজে এ জ্ঞান অর্জন করি নি, অন্য সকলের মতই দান হিসাবে পেয়েছি; অর্জন করতে পারি নি বলেই সে দানটি পেয়েছি।

কেমন করে পেলাম? প্রতিবেশীকে ভালবাসব, তার গলা কাটব না—এটা কি যুক্তির সাহায্যে জেনেছি? শিশুকালেই এ কথাটা শুনেছি, খুসি মনে বিশ্বাস করেছি, কারণ যা আগে থেকেই আমার অন্তরের মধ্যে ছিল তার সঙ্গে কথাটা মিলে গিয়েছিল। কে সেটা আবিষ্কার করল? যুক্তি নয়। যুক্তি আবিষ্কার করেছে জীবন-সংগ্রাম; যে তোমার পথের বাধা হবে তাকেই কেটে শেষ কর—এ শিক্ষাও যুক্তির। যুক্তির সাহায্যেই সেই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। যুক্তি প্রতিবেশীকে ভালবাসার কথা শেখাতে পারে না, কারণ সেটা যুক্তিযুক্ত নয়।

পাশ ফিরে উপুড় হয়ে একটা ঘাসের ডগাকে না ছিঁড়ে গিট দিতে চেষ্টা করতে করতে সে আপন মনেই বলল, হ্যাঁ—অহংকার। বুদ্ধির অহংকার বুদ্ধির বোকামিও বটে। আর তার চাইতেও খারাপ—জোচ্চুরি, বুদ্ধির জোচ্চুরি। নিজের মনেই বলল, মনের বেশ্যাবৃত্তি।

॥ ১৩ ॥

ডলি ও তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা সাম্প্রতিক দৃশ্য লেভিনের মনে পড়ে গেল। কাছাকাছি কেউ ছিল না ; সেই ফাঁকে ছেলেমেয়েরা মোমবাতির উপর দুধের বাটি ধরে র‍্যাজবেরী রান্না করল এবং সরাসরি কুঁজো থেকে একে অন্যের গলায় দুধটা ঢেলে দিল। সেটা দেখতে পেয়ে ডলি লেভিনের সামনেই বক্তৃতা শুরু করে দিল ; বড়রা কত পরিশ্রম করে যে সব জিনিস তৈরি করেছে তোমরা সেগুলো ভাঙছ ; সব বাটিগুলো এ ভাবে ভাঙলে তোমাদেরই জল খাবার পাত্র থাকবে না ; আর এভাবে সব দুধ ঢেলে ফেললে তোমাদের খাবারও কিছু থাকবে না, তোমরা না খেয়ে মরবে।

ছেলেমেয়েরা যে রকম নির্বিকার অবিশ্বাসের সঙ্গে মায়ের কথাগুলো শুনলো তা দেখে লেভিন অবাক হয়ে গেল। তাদের মনে এটুকু মাত্র কষ্ট হল যে তাদের মজাটাই বন্ধ হয়ে গেল ; মায়ের কথার একটি শব্দও তারা বিশ্বাস করল না। বিশ্বাস করবেই বা কেন ? এত বেশী জিনিসপত্র তাদের দেওয়া হয় যে এ কথা তারা বিশ্বাস করতেই পারে না যে তার দু'চারটে ভাঙলে বিশেষ কোন ক্ষতি হতে পারে, বা সেগুলি ছাড়া তারা বাঁচতেই পারবে না। এ সবই তো পুরনো জিনিস, সব সময়ই হাতের কাছে মজুত থাকে। আমরা চাই কিছু নতুন জিনিস, আলাদা কিছু ; তাই তো ভাবলাম—মোমবাতির আগুনে বাটিতে করে র‍্যাজবেরি রাঁধি, আর একে অন্যের মুখে দুধ ঢেলে খাই। এটাই তো নতুন, এটাই তো মজা, বাটিতে করে দুধ খাওয়ার চাইতে অনেক ভাল।

আমরা যখন যুক্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তির অর্থ বুঝতে এবং মানব জীবনের তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করি, তখন কি আমরা সকলেই ঐ একই কাজ করি না ? আর বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রও কি এই একই কাজ করে না ?

আর ঐ ছেলেমেয়েদেরই যদি নিজের হাতে বাটি তৈরি করতে, গরুর দুধ দুইতে, আর অন্য সব কাজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে কেমন হয় ? তখন তাদের দুষ্টুমি কোথায় থাকবে ? তারা তো না খেয়ে মরবে। আর এক সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের ধারণা ছাড়াই আমাদেরও যদি ছেড়ে দেওয়া হয় আমাদের চিন্তা ও কামনার হাতে ? ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান ছাড়াই ? পাপের কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই ? তাহলে কি হয় ?

আমরা তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব ?

সব কিছু আপনা থেকেই পেয়েছি বলে তাকে শুধু ভেঙেই ফেলব। ঠিক ঐ ছেলেমেয়েদের মতই।

যে একমাত্র আনন্দময় জ্ঞান আত্মার শান্তি এনে দিতে পারে, তাকে আমি আর এই চাষীরা কোথায় পেলাম ? কোথা থেকে এল সে জ্ঞান ?

খৃস্টান হিসাবে ঈশ্বর-জ্ঞানের পরিবেশেই আমি বড় হয়েছি, খৃস্টধর্মের

আত্মিক আশীর্বাদেই আমার জীবনের পুষ্টি হয়েছে, এই আশীর্বাদই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে; আর তাই ঐ ছেলেমেয়েগুলির মতই আমি কি করছি তা না বুঝেই যা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাকেই ধ্বংস করেছি। কিন্তু জীবনে যখন আসে সংকট-মুহূর্ত তখন শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েদের মতই আমিও তাঁর দিকে মুখ ফেরাই।

আমি যা জেনেছি তা যুক্তির পথে জানি নি, জেনেছি কারণ সে জ্ঞান আমাকে দান করা হয়েছে, আমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে; আমার অন্তর বলে দিয়েছে, আর তাই গির্জার যা প্রধান কথা তাকে আমি বিশ্বাস করেছি।

গির্জা? গির্জা, কথাটার পুনরাবৃত্তি করে লেভিন পাশ ফিরল; কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে তাকিয়ে দেখল, নদীর ওপারে এক পাল গরু জলের দিকে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু গির্জা যা কিছু শেখায় সবই কি আমি বিশ্বাস করতে পারি? এমন অনেক ধর্মীয় শিক্ষা আছে যা তার কাছে অদ্ভুত মনে হয়, যা তার বিশ্বাসকে শিথিল করে দেয়? সৃষ্টি? জীবনকে কি দিয়ে ব্যাখ্যা করব? জীবন দিয়ে? সেটা কি ব্যাখ্যা হল?…অথবা শয়তান ও পাপ? আর পাপেরই বা কি ব্যাখ্যা?…ত্রাণকর্তা?…

না, আমি কিছুই জানি না; সকলেরই যা জানা তার বাইরে আমার পক্ষে কিছুই জানা সম্ভব নয়।

আর এতক্ষণে তার মনে হল, গির্জার এমন একটি বাণীও নেই যা তার মূল বাণীকে নষ্ট করতে পারে; সে মূল বাণী: ঈশ্বরে বিশ্বাস, কল্যাণে বিশ্বাস, আর তাদের সেবাই মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।…

আর একবার চিৎ হয়ে শুয়ে সে নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকাল।

আমি কি জানি না যে ঐ আকাশ অসীম, একটা গোলাকার গম্বুজ নয়? কিন্তু চোখ দুটি অর্ধেক বুজে, সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যত চেষ্টাই করি না কেন, আমি তো একটা অসীম গম্বুজই দেখতে পাচ্ছি; অসীম আকাশের যত জ্ঞানই আমার থাকুক তা সত্ত্বেও আমার এই নিরেট নীল গম্বুজ দেখাটাই সত্য; যখন ওটার বাইরে দৃষ্টিপাতের চেষ্টা করি তার চাইতে ও বেশী সত্য।

চিন্তা থামিয়ে লেভিন যেন কান পাতল; যে সব গোপন কণ্ঠ আনন্দের সুরে আন্তরিকভাবে তার অন্তরের মধ্যে বসে কথা বলছে তাই শুনতে চেষ্টা করল।

এই কি বিশ্বাস? সে অবাক হয়ে ভাবল; এত সুখকে বিশ্বাস করবে সে ভরসা যেন নেই। ঢোক গিলে গলার ডেলাটাকে নীচে ঠেলে দিয়ে দুই হাতে চোখের জল মুছে সে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, প্রিয় ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ।

॥ ১৪ ॥

অদূরবর্তী একপাল গরুর দিকে চোখ ফিরিয়ে লেভিন দেখতে পেল, কোচয়ান তার খামারের গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে আসছে; সে রাখালের সঙ্গে কি কথা যেন বলল; একটু পরেই চাকার ঘর্ঘর শব্দ ও ঘোড়ার হ্রেষা কানে এল; কিন্তু নিজের চিন্তায় লেভিন এতই মগ্ন ছিল যে কোচয়ান কেন আসছে সে কথাটা একবার ভেবেও দেখল না।

একেবারে কাছে এসে কোচয়ান কথা বলল।

"কর্ত্রী ঠাকরুণ আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার ভাই এসেছেন স্যার, সঙ্গে একটি ভদ্রলোক।"

লেভিন গাড়িতে উঠে লাগামটা হাতে নিল।

স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা লোকের মত চারদিকটা বুঝে নিতে লেভিনের বেশ কিছুটা সময় লাগল। সে ঘর্মাক্ত ঘোড়াটার দিকে তাকাল, পাশে বসা কোচয়ান আইভানকে দেখল; হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার ভাইয়ের আসবার কথা ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ভয় হল যে তার এত দেরি দেখে তার স্ত্রী নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে; ভাইয়ের সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি এসেছে সেই বা কে, তাও ভাবতে লাগল। এবার কিন্তু ভাই, স্ত্রী, অপরিচিত অতিথি,—সকলকেই সে আগেকার তুলনায় একটা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করল। তার মনে হল, তাদের সকলের সঙ্গেই এখন তার সম্পর্ক হবে সম্পূর্ণ অন্য রকম।...

বাড়ির প্রায় কাছাকাছি এসে লেভিন দেখল, গ্রিশা ও তানিয়া তাদের দিকেই ছুটে আসছে।

গাড়িতে চড়তে চড়তে তারা বলল, "কোস্তয়া মেসো! মামণি আসছে, আর দাদু, সের্গেই আইভানিচ ও আরও একজন।"

"সেই একজনটি কে?"

"ভীষণ মজার লোক। হাত দিয়ে সব সময় এই রকম করেন," তানিয়া কাতাভাসভের স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গী নকল করে দেখাল।

লেভিন হেসে জিজ্ঞাসা করল, "বুড়ো না যুবক?" তানিয়ার ভাবভঙ্গী দেখে তার একজনের কথা মনে পড়ল।

ভাবল, আমি অপছন্দ করি এমন কোন অতিথি নয় তো!

মোড় ঘুরতেই সে দেখল, কারা সব তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। খড়ের টুপি মাথায় কাতাভাসভকে চিনতে কষ্ট হল না; তানিয়া যে রকম ভঙ্গী করে দেখিয়েছিল, কাতাভাসভ সেইভাবেই হাত দুটি দুলিয়ে দুলিয়ে আসছে।

কাতাভাসভ দার্শনিক আলোচনা খুব ভালবাসে; বিজ্ঞানের যে সব লোক দর্শনশাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করে না তাদের ধ্যান-ধারণাগুলি সে জেনে নিতে চায়। লেভিন যখন প্রথম মস্কো গিয়েছিল তখন দু'জনের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল।

না, না, এবার তার সঙ্গে তর্ক করব না; বোকার মত নিজের মনের কথা তাকে বলব না—পৃথিবীর বিনিময়েও না! লেভিন নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করল যেন।

গাড়ি থেকে নেমে ভাইকে ও কাতাভাসভকে স্বাগত জানিয়ে লেভিন স্ত্রীর খোঁজ করল।

ডলি বলল, "সে তো মিত্য়াকে নিয়ে কোলক বাগানে গেছে। (কোলক বাগান বাড়ির কাছেই।) বাড়িতে এত গরম যে সেখানে একটু আরাম পাবে বলেই নিয়ে গেছে।"

লেভিন বরাবরই স্ত্রীকে বলেছে বাচ্চাকে নিয়ে যেন বাগানে না যায়, জায়গাটা নিরাপদ নয়; তাই এ খবর শুনে সে একটু বিরক্ত হল।

বুড়ো প্রিন্স হেসে বলল, "ও তো বাচ্চাকে নিয়ে এখানে-ওখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বলেছিলাম, বরফ-ঘরে নিয়ে রাখতে।"

ডলি বলল, "সে তো মৌমাছি দেখতেই যাচ্ছিল। ভেবেছিল তুমি সেখানেই আছ। আমরাও তো সেখানে যাচ্ছি।"

কোজ্‌নিশেভ একটু পিছিয়ে পড়ে শুধালো, "আচ্ছা, আজকাল তুমি কি নিয়ে আছ?"

লেভিন জবাব দিল, "বিশেষ কিছু না। যথারীতি খামারের কাজ নিয়েই আছি। বেশ কিছুদিন থাকছ তো? কতদিন থেকে তোমার আসার আশায় রয়েছি।"

"এক পক্ষকালের মত। তুমি তো জান, মস্কোতে আমার কত কাজ।"

দু' ভাইয়ের চোখে চোখ পড়ল; লেভিনের একান্ত ইচ্ছা যে ভাইয়ের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব রেখে চলবে, কোনক্রমেই কোন বিরোধ ঘটাবে না, তবু পুরনো মনোভাবটাই যেন ফিরে এল, কোন কথাই সে খুঁজে পেল না।

কোজ্‌নিশেভের মুখে মস্কোর কাজকর্মের কথা শুনেই লেভিনের মনে হল, সে হয় তো সার্বীয় যুদ্ধ ও স্লাভ সমস্যা নিয়েই কথা তুলবে। তাই সেটাতে বাধা দেবার জন্যই লেভিন কোজ্‌নিশেভের বইয়ের কথাটা তুলল।

"তোমার বইটার কোন সমালোচনা বেরিয়েছে কি?"

কোজ্‌নিশেভ হাসল; বলল, "ওটার কথা এখন আর কেউ ভাবে না।" তারপরেই হাতের ছাতা উঁচিয়ে আস্পেন গাছের মাথায় ঘনায়মান সাদা মেঘটা দেখিয়ে বলল, "দেখ দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না, বৃষ্টি আসছে।"

কথাগুলি বলা হতে না হতেই দু'জনের মধ্যে পরস্পরকে এড়িয়ে চলবার যে সম্পর্কটাকে লেভিন দূরে রাখতে চেয়েছিল সেটাই যেন দুই ভাইয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

লেভিন কাতাভাসভের কাছে গেল।

বলল, "তুমি আসায় ভীষণ খুসি হয়েছি।"

"অনেক দিন থেকেই আসার ইচ্ছা ছিল। এবার অনেক কথা হবে, মত-বিনিময় হবে। তুমি কি স্পেন্সার পড়েছ?"

"শেষ পর্যন্ত পড়ি নি," লেভিন বলল। "এখন আর তাকে আমার দরকার নেই।"

"সে আবার কি? মজার কথা তো। কেন নেই?"

"আমার দৃঢ় ধারণা, যে সব সমস্যায় আমি আগ্রহী তার সমাধান তিনি ও তার মত লোকেরা দিতে পারেন না। আমি এখন—"

হঠাৎ কাতাভাসভের মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল। তা দেখতে পেয়ে লেভিন থেমে গেল।

বলল, "আচ্ছা, সে সব কথা পরে হবে।" সকলকে ডেকে বলল, "আমরা যদি মৌমাছি দেখতে যেতে চাই তো এদিকে, এই পথ ধরে।"

মৌচাক থেকে ভেসে আসা অজস্র গুঞ্জনধ্বনির যেন শেষ নেই—কর্মী-মৌমাছিদের ঐকতান, পুরুষ মৌমাছিদের অলস গুনগুন, প্রথম প্রবেশ-কারীকে হুল ফোটাতে প্রস্তুত শান্ত্রী-মৌমাছিদের সতর্ক গুঞ্জন। বেড়ার ওধারে বুড়ো মৌমাছি-রক্ষক একটা পিপে বানাতে ব্যস্ত ছিল; সে লেভিনকে দেখতে পায় নি। তাকে না ডেকেই লেভিন নিঃশব্দে মৌচাকগুলির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

এতক্ষণে একলা হতে পেরে তার বেশ লাগল; পরিবেশটা যেন বড় তাড়া-তাড়ি তার মেজাজটাকে খিঁচড়ে দিয়েছে।

মনে পড়ল, এর মধ্যেই সে আইভানকে বকেছে, ভাইয়ের সঙ্গে নিরুত্তাপ ব্যবহার করেছে, আর কাতাভাসভের সঙ্গে বোকার মত কথা বলেছে।

এটা কি মনের একটা ক্ষণস্থায়ী ভাব যা অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? সে ভাবতে লাগল।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আবার তার মেজাজ ফিরে এল; সানন্দে সে উপলব্ধি করল যে তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ নতুন কিছু ঘটেছে। বাস্তব জগৎটা সাময়িকভাবে তার আত্মিক শান্তিকে ঢেকে ফেলেছিল, কিন্তু সে শান্তি তার অন্তরে অক্ষুণ্ণই আছে।

চারদিকের মৌমাছির ঝাঁকগুলো যেমন কামড়াবার ভয় দেখিয়ে তার দৈহিক শান্তি নষ্ট করছে, সেই রকমই জাগতিক চিন্তা-ভাবনাও তার আত্মিক শান্তিকে বিঘ্নিত করেছে; কিন্তু যতক্ষণ সে জাগতিক চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ছিল ঠিক ততক্ষণই সে-ভাবটা তার মনে ছিল। মৌমাছি থাকা সত্ত্বেও যেমন তার দৈহিক শক্তি ভিতরে ভিতরে অক্ষুণ্ণই ছিল, ঠিক তেমনই তার নব-আবিষ্কৃত আত্মিক শক্তিও তার মধ্যে অক্ষুণ্ণই আছে।

॥ ১৫ ॥

ছোটদের মধ্যে মধু ও কাঁকুড় পরিবেশন করতে করতে ডলি বলল, "তুমি কি জান কোস্তয়া, সের্গেই আইভানিচ কার সঙ্গে একই ট্রেনে এসেছে? ভ্রন্স্কির সঙ্গে। সে গেছে সার্বিয়ার পথে।"

"আর সে একাই নয়। সঙ্গে নিয়ে গেছে একটা পুরো অশ্বারোহী বাহিনী," কাতাভাসভ যোগ করল।

লেভিন বলল, "খুব ভাল কাজ করেছে। তুমি কি বলছ যে স্বেচ্ছা-সৈনিকরা এখনও যাচ্ছে?" কোজ্‌নিশেভের দিকে ফিরে সে প্রশ্নটা করল।

কোজ্‌নিশেভ জবাব দিল না; একটা ভোঁতা ছুরি ঢুকিয়ে তার কাপের তলা থেকে একটা জ্যান্ত মৌমাছিকে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল।

কাঁকুড় চিবোতে চিবোতে কাতাভাসভ বলল, "যাচ্ছে মানে? কাল স্টেশনে কী সে কাণ্ড, তোমার দেখা উচিত ছিল।"

বুড়ো প্রিন্স আলোচনায় যোগ দিয়ে বলল, "লোকে জানবে কেমন করে? সত্যি বলছি, আমি কিন্তু জানিই না এই সব স্বেচ্ছাসৈনিকরা কোথায়ই বা যাচ্ছে, আর কাদের সঙ্গেই বা লড়ছে; আমাকে বুঝিয়ে বল তো সের্গেই আইভানিচ।"

"তুর্কীদের সঙ্গে," মৌমাছিটাকে তুলতে তুলতে প্রশান্ত হাসি হেসে কোজ্‌নিশেভ জবাব দিল; মধুতে লেপ্টে গিয়ে মৌমাছিটা অসহায়ভাবে ঠ্যাং ছুঁড়ছে; কোজ্‌নিশেভ সেটাকে ছুরি থেকে ছাড়িয়ে একটা শক্ত আস্পেন পাতার উপর রাখল।

"আর তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা ঘোষণা করেছে কারা? আইভানিচ রাগোজভ ও কাউণ্টেস লিডিয়া আইভানভ্‌না, আর, তাদের সঙ্গে মাদাম স্তাহ্‌ল?"

"কেউ যুদ্ধ ঘোষণা করে নি; ভাইদের দুঃখে মানুষের মনে সহানুভূতি জেগেছে; তাই তারা চাইছে তাদের সাহায্য করতে," কোজ্‌নিশেভ বলল।

শ্বশুরের সমর্থনে লেভিন বলল, "প্রিন্স তো সাহায্যের কথা বলেন নি, বলেছেন যুদ্ধের কথা। প্রিন্স বলতে চান, সরকারের হুকুম ছাড়া যুদ্ধে যোগ দেবার অধিকার কোন ব্যক্তিবিশেষের থাকতে পারে না।"

একটা বোলতাকে তাড়াতে তাড়াতে ডলি বলল, "ঐ দেখ কোস্তয়া! একটা মৌমাছি! কামড়াবে না তো?"

"মৌমাছি নয়, ওটা একটা বোলতা," লেভিন বলল।

লেভিনকে তর্কে আহ্বান জানিয়ে ঈষৎ হেসে কাতাভাসভ বলল, "এস, এস, তোমার মতটাই শোনা যাক। আচ্ছা, ব্যক্তিবিশেষের সে অধিকার থাকবে না কেন?"

"এটা আমার নিজের কথা: একদিকে, যুদ্ধ এমনই একটা নিষ্ঠুর,

পাশবিক, ভয়াবহ ব্যাপার যে একজন খৃস্টানের কথা তো ছেড়েই দাও, অন্ত যে কোন একজন মানুষের পক্ষেও একটা যুদ্ধ শুরু করার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেওয়া উচিত নয়; সে দায়িত্ব নিতে পারে একমাত্র সরকার, কারণ সেটা সরকারেরই কাজ, আর সে কাজ করতে সরকার বাধ্য হয়। অপর দিকে, নীতিগতভাবে এবং সাধারণ বুদ্ধিমতেও সরকারের কাজের বেলায়, বিশেষ করে যুদ্ধ ঘোষণার বেলায়, ব্যক্তিবিশেষকে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে পরিত্যাগ করতেই হবে।"

কাতাভাসভ ও কোজ্‌নিশেভ একই সঙ্গে তাদের নিজ নিজ তৈরি জবাব-টাই দিল।

"আহা বাপু, সেটা তো মোটামুটি কথা; কিন্তু অনেক সময় এমন অবস্থা দেখা দেয় যে সরকার জনসাধারণের ইচ্ছা পূর্ণ করছে না, তখন তো জন-সাধারণকেই ঘোষণা করতে হয় তারা কি চায়।"

এ যুক্তিতে কোজ্‌নিশেভের সমর্থন আছে বলে মনে হল না; ভুরু কুঁচকে সে নিজের যুক্তিটা উপস্থিত করল:

"এ ভাবে প্রশ্নটাকে রেখে তুমি ভুল করেছ। এটা যুদ্ধ ঘোষণার প্রশ্নই নয়, এটা কেবলমাত্র মানবিক, খৃস্টীয় মনোভাবের প্রকাশ। আমাদের ভাইদের—রক্ত সম্পর্কের ভাই ও ধর্ম-সম্পর্কের ভাই—হত্যা করা হচ্ছে। তারা যদি আমাদের ভাই নাও হত, যদি কেবলমাত্র নারী শিশু ও বৃদ্ধই হত, তাহলেও তো আমরা রুশরা ক্ষোভে ফেটে পড়তাম, তাদের উদ্ধারের জন্য ছুটে যেতাম। ধর, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে তুমি দেখলে যে একটা মাতাল কোন নারী বা শিশুকে মারধোর করছে; আমার তো মনে হয় না তখন তুমি ভাবতে বসবে যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে কি না; বরং অসহায় আক্রান্ত মানুষটাকে বাঁচাতে তুমি সেই লোকটির উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

"কিন্তু আমি তাকে মেরে ফেলব না," লেভিন বলল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেরেই ফেলবে।"

"ঠিক বলতে পারি না। এ রকম অবস্থায় পড়লে তৎকালীন প্রেরণা অনুসারেই কাজ করব; কি যে করব সে কথা আগাম বলতে পারি না। কিন্তু উৎপীড়িত স্লাভদের বেলায় তো স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা নেই, থাকতে পারে না।"

চোখ কুঁচকে কোজ্‌নিশেভ বলল, "সে প্রেরণা তুমি অনুভব না করতে পার, কিন্তু অন্যরা করছে। 'হাগার-এর অধার্মিক পুত্রদের' জোয়ালে আবদ্ধ সত্য-ধর্মে বিশ্বাসী স্লাভদের দুর্দশার কাহিনী তো আজও লোকের মুখে মুখে ফিরছে। আমাদের জনগণ তাদের ভাইদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনেছে, আর তাই তাদের মনের ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছে।"

"হয় তো তাই," লেভিন এড়িয়ে যাবার সুরে বলল। "আমি নিজে তা

দেখি নি। আমি তো জনগণেরই একজন, আর ও রকম কোন অনুভূতি আমার হয় নি।"

"আমারও হয় নি," প্রিন্স যোগ করল। "যখন বিদেশে ছিলাম তখন খবরের কাগজ পড়েছি; কিন্তু আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে বাল্‌গারীয়দের নৃশংস অত্যাচারের আগে আমি তো বুঝতেই পারি নি, স্লাভ ভাইদের জন্ত রুশদের হঠাৎ এত ভালবাসা উথ্‌লে উঠল কেন। আমার তো সে রকম কোন অনুভূতি হয় নি। তখন আমার খারাপ লেগেছিল, ভেবেছিলাম আমি বুঝি একটা ব্যতিক্রম, অথবা কার্লস্‌বাদ্‌ আমকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু বাড়ি ফিরে যখন দেখলাম, যাদের স্বার্থ শুধু রাশিয়াতেই সীমাবদ্ধ, স্লাভ ভাই-দের স্বার্থের কথা যারা ভাবে না, সে রকম লোক শুধু আমি একা নই, কন্‌-স্তান্তিনও আছে সেই দলে, তখন আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

কোজ্‌নিশেভ বলল, "ব্যক্তিগত মতামতের কোন অর্থই নেই। সমগ্র রাশিয়া, সমগ্র জনগণ যেখানে তাদের ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছে সেখানে কারও ব্যক্তিগত মতামতের ধার কে ধারে?"

প্রিন্স বলল, "মাফ করতে হল, এ রকম কোন কিছু আমি তো জানি না। জনগণ কিছুই জানে না, জানতে চায়ও না।"

ডলি বলে উঠল, "আঃ বাপি, ব্যাপারটা ঠিক ওরকম নয়। গির্জায় রবিবারে কি হয়? আমাকে তোয়ালেটা দাও তো।...এটা হতেই পারে না যে কেউই—"

আচ্ছা রবিবারে গির্জায় কি হয়? পুরোহিতের উপর নির্দেশ আছে তাকে উপদেশাবলী পড়তে হবে; তিনিও তাই পড়েন। লোকজনরা কিছুই বোঝে না; শুধু বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর তাদের বলা হয় যে আত্মার উদ্ধারের জন্ত গির্জার তরফ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা হচ্ছে, আর তারা পকেট থেকে কোপেক তুলে পাত্রের উপর ফেলে দেয়। আমি শপথ করে বলতে পারি, কি জন্ত তারা এটা করে তা তারা জানেও না।"

"জনসাধারণ না জেনেই পারে না; প্রত্যেক মানুষের অন্তরে আছে বিবেক; এ রকম পরম মুহূর্তে সেই বিবেক জাগ্রত হয়, কথা বলে," বুড়ো মৌমাছি-রক্ষকের দিকে চোখ ফিরিয়ে কোজ্‌নিশেভ ঘোষণা করল।

লৌহ-ধূসর দাড়ি আর ঘন পাকা চুল মাথায় সেই সুদর্শন বৃদ্ধ একপাত্র মধু হাতে নিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল; শান্তভাবে এই সব ভদ্রলোকদের দেখছিল; পরিষ্কার বোঝা যায়, তারা যা বলছে তা সে বুঝতে পারে নি, আর বুঝবার ইচ্ছাও নেই।

কোজ্‌নিশেভের চাউনির জবাবে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে মাথা নাড়তে নাড়তে বৃদ্ধ বলল, "ঠিক তাই স্যার।"

লেভিন বলল, "ওকেই জিজ্ঞাসা কর। ও কিছুই জানে না, কিছু দানঃ

ও করে নি। আচ্ছা মিখাইলিচ, তুমি কি যুদ্ধের কথা শুনেছ? তোমার কি মনে হয়? আমাদের খৃস্টান ভাইদের হয়ে আমাদের কি যুদ্ধ করা উচিত?"

"আমি মনে করবার কে? সম্রাট আলেক্সান্দার নিকোলায়েভিচ, আমাদের হয়ে সব চিন্তা-ভাবনা তো তিনিই করেন; এ সব ব্যবস্থাও তিনিই করবেন। এ সব ব্যাপার আমাদের চাইতে তিনিই ভাল বোঝেন। আর একটা পাউরুটি আনব কি? ছেলে কি আরও খাবে?" গ্রিসার পাউরুটি ফুরিয়ে আসছে দেখে সে ডলিকে জিজ্ঞাসা করল।

কোজ্‌নিশেভ বলল, "আমার কাউকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। আমরা দেখেছি, এখনও দেখছি, রাশিয়ার নানা দিক-দেশ থেকে শয়ে শয়ে লোক সব কিছু ছেড়ে এই মহাব্রত সাধনে ছুটে আসছে, সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের উদ্দেশ্য ও প্রেরণার কথা বলছে। তারা আসছে যার যার কোপেক সঙ্গে নিয়ে, স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদান করছে, কেন এ কাজ করছে তাও পরিষ্কার করে বলছে। এতে কি প্রমাণ হয়?"

একটু গরম হয়ে লেভিন বলল, "আমার মতে এতে এই প্রমাণ হয়, আট কোটি লোকের মধ্যে সব সময়ই, কেবল শয়ে-শয়ে নয়, এমন হাজার-হাজার লোক থাকে যারা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশায় যে কোন জায়গায় ছুটে যেতে প্রস্তুত—*তা সে পুগাচেভ-এর দলে হোক, খিভাতে হোক, আর সার্বিয়াতেই* হোক,—কারণ তারা সামাজিক মর্যাদা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে অথবা নেহাৎই দুঃসাহসের নেশা তাদের পেয়ে বসেছে।"

"শয়ে-শয়ে নয়, আমি বলছি, দুঃসাহসিকও নয়, তারাই রুশ জনগণের সেরা প্রতিনিধি!" এত তীব্রতার সঙ্গে কোজ্‌নিশেভ এই পাল্টা জবাবটা দিল যেন সে তার শেষ কোপেকটি বাঁচাবার চেষ্টা করছে।" আর এই সব দান? এখানে আমরা নিশ্চয়ই সমগ্র জনতার ইচ্ছার প্রকাশই দেখতে পাচ্ছি।"

"জনতা শব্দটাই খুব অস্পষ্ট," লেভিন বলল। "স্থানীয় মহুরি, শিক্ষক, আর হাজারে একজন চাষী হয় তো এ ব্যাপারটা বোঝে। আট কোটির আর যারা বাকি রইল তারা এই মিখাইলিচ-এর মতই তাদের মতকে প্রকাশ তো করেই না, উপরন্তু কোন্ বিষয়ে মত প্রকাশ করবে সে সম্পর্কেই তাদের তিল-মাত্র ধারণা নেই। কাজেই এটাই জনতার ইচ্ছা—এ কথা বলবার কি অধিকার আমাদের আছে?"

॥ ১৬ ॥

কোজ্‌নিশেভ অভিজ্ঞ তার্কিক; সে আলোচনার বিষয়বস্তুকে পাল্টে দিল:

"আহা, অবশ্য জনগণের আত্মাকে বুঝবার জন্য তুমি যদি অংকের আশ্রয়

নিতে চাও, তাহলেও অসুবিধায় পড়ে যাবে। ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা আমরা করি নি, কখনও করতেও পারব না, কারণ তাতে জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় না; কিন্তু সেটা জানবার অন্য উপায় আছে। সেটা বাতাসে ভেসে বেড়ায়, মানুষের অন্তরে অনুভূত হয়; জনতার বিশাল সমুদ্রে যে সব অন্তঃস্রোত ইতিমধ্যেই বইতে শুরু করেছে, সে স্রোতধারা পক্ষপাতদুষ্ট চোখ ছাড়া আর সকলের চোখেই ধরা পড়েছে, তার কথা না হয় নাই বললাম। সংকীর্ণ অর্থে সমাজ বলতে যাকে বোঝায় তার দিকে তাকিয়ে দেখ। বিদগ্ধ মহলের যে সব দল-উপদল এতদিন পরস্পরের তীব্র বিরোধী ছিল তারা সকলেই আজ এক সাথে মিলেছে; সব ভেদ ভুলেছে, জনতার সব মুখপাত্রের মুখেই এক কথা, সেই মূল শক্তি সম্পর্কে সকলেই সচেতন হয়ে উঠেছে যা তাদের জাগিয়ে তুলেছে, নিয়ে চলেছে একই লক্ষ্যের দিকে।"

প্রিন্স মন্তব্য করল, "হ্যাঁ, সব কাগজেরই এক রা সে কথা সত্যি। তারা তো সব ব্যাঙের জাত, ঝড়ের আগে এক সুরেই গ্যাঙর গ্যাঙর ডাক ছাড়ে। তাদের ডাকের ঠেলায় তো আর কিছু কানেই ঢোকে না।"

ব্যাঙ হোক আর যাই হোক—আমি কোন কাগজের মালিক নই। আর তাদের পক্ষ সমর্থনের ইচ্ছাও আমার নেই; আমি শুধু বলছি যে বিদগ্ধজনরা এ সম্পর্কে এক মত," ভাইয়ের দিকে ঘুরে কোজ্‌নিশেভ বলল।

লেভিন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বুড়ো প্রিন্স মুখ খুলল।

"এক মতের কথাই যদি উঠল, তো সেটাকেও আর একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। আমার জামাই স্তেপান আর্কাদিচ-এর কথা ধর—তাকে তুমি তো চেন। সে কোন একটা কমিটির সচিব নিযুক্ত হয়েছে—কমিটির নামটা মনে করতে পারছি না। আমি শুধু জানি সেখানে তার করবার কিছুই নেই—আহা, ডলি, এটা গোপন কথা কিছু নয়—আর সেজন্য সে বেতন পাবে আট হাজার রুবল! আচ্ছা, এখন তুমি যদি তাকে জিজ্ঞাসা কর যে তার চাকরিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কি না, তাহলে সে নিশ্চয়ই প্রমাণ করে দেবে যে এটাই পৃথিবীর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ চাকরি। আর সে তো একজন সৎলোক; তাই বলে আট হাজার রুবলের গুরুত্বে কি সন্দেহ করা যায়?"

প্রিন্সের মন্তব্যটাকে কুরুচির পরিচায়ক বলে মনে হওয়ায় ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কোজ্‌নিশেভ বলল, "ও হ্যাঁ; দারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না, সে তোমাকে জানাতে বলেছে যে চাকরির নিয়োগ-পত্রটা সে পেয়ে গেছে।"

"আমাদের সংবাদপত্রগুলির এক মত হওয়াটাও ঠিক ঐ রকমই ব্যাপার। কে যেন আমাকে বেশ বুঝিয়ে দিয়েছিল: যুদ্ধ বাঁধলেই তাদের লাভ দ্বিগুণ হয়। কাজেই তারা কি এটা বিশ্বাস না করে পারে যে আমাদের জনগণের ভাগ্য···যে আমাদের প্রিয় স্লাভ ভাইরা···এই সব আর কি?"

"আমাদের অনেক কাগজকেই আমি সমর্থন করি না, কিন্তু আপনি তাদের প্রতি অবিচার করছেন," কোজ্‌নিশেভ বলল।

"আমার কথা যদি চলত তাহলে আমি একটা শর্ত চাপিয়ে দিতাম," প্রিন্স বলতে লাগল। "প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের ঠিক আগে একটা প্রবন্ধে আল্‌ফোঁস কার ভারী সুন্দর একটা কথা লিখেছিল। 'তোমরা মনে করছ যে আমাদের যুদ্ধে যাওয়া উচিত? ভাল কথা। কিন্তু একটা কথা—যারা যুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচার চালাবে তাদের সবাইকে নিয়ে একটা ঝটিকা-বাহিনী তৈরি করে আক্রমণের পুরোভাগে রাখতে হবে।'"

"আমাদের সম্পাদকমশাইদের কী এক-একখানা চেহারাই না ফুটে উঠবে!" সেই বিশেষ বাহিনীতে নিজের পরিচিত সম্পাদকদের উপস্থিতি কল্পনা করে কাতাভাসভ হো-হো করে হেসে উঠল।

ডলি বলল, "তারা তো পালাবে। শুধু ক্ষতিই ডেকে আনবে।"

"পালাতে যদি চেষ্টা করে তো পিছন থেকে মার গুলি, আর না হয় তো অশ্বারোহী কসাকদের চাবুক হাতে লেলিয়ে দাও," প্রিন্স বলল।

"এটা যদি ঠাট্টাও হয়, তাহলেও খুব বাজে ঠাট্টা প্রিন্স," কোজ্‌নিশেভ বলল।

"আমি এটাকে ঠাট্টা বলে মনে করি না; আমি মনে করি—" লেভিন বলতে শুরু করতেই কোজ্‌নিশেভ তাকে থামিয়ে দিল।

বলল, "সমাজের প্রতিটি লোকেরই সাধ্যমত কাজ করা উচিত। চিন্তাশীল লোকরা জনমতকে প্রকাশ করেই তাদের কর্তব্য পালন করে থাকে। জনমতের পরিপূর্ণ প্রকাশই সংবাদপত্রের অবদান, আর তাকে আমরা স্বাগত জানাই। বিশ বছর আগে আমরা তো চুপ করেই থাকতাম, কিন্তু আজ আমরা রুশ জনগণের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই; তারা একতাবদ্ধ হয়ে তাদের উৎপীড়িত ভাইদের জন্য জীবনপাত করতেও প্রস্তুত; সম্মুখের দিকে এই তো আমাদের শক্তির প্রথম আস্বাদন।"

লেভিন শান্তভাবে বলল, "শুধু জীবনপাত করাই নয়, তুর্কীদের হত্যা করাও। হত্যার জন্য নয়, আত্মার জন্য আত্মত্যাগ করতে মানুষ আজও প্রস্তুত আছে। চিরকালই থাকবে। "তার সাম্প্রতিক চিন্তার সঙ্গে বর্তমান আলোচনাকে যুক্ত করে সে কথাগুলি যোগ করল।

"আত্মার জন্য? একজন বিজ্ঞানমনস্ক লোকের পক্ষে কিন্তু এ ধারণাটা বুঝে ওঠা বড় শক্ত। আত্মা ঠিক কি জিনিস?" কাতাভাসভ হেসে শুধাল।

"আত্মা যে কি তা তুমি জান।"

"সত্যি বলছি, আমার এতটুকু ধারণা নেই," বলে কাতাভাসভ আবার হেসে উঠল।

"খৃস্ট বলেছেন, 'শান্তি নয়, আমি এনেছি একখানি তরবারি,'" কোজ্‌-

নিশেভ মৃদুস্বরে ধর্মগ্রন্থের এই শ্লোকটি এমনভাবে আবৃত্তি করল যেন বুঝবার পক্ষে এর চাইতে সরল জিনিস আর কিছু হতে পারে না।

তার উপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় বুড়ো মৌমাছি-রক্ষক বলে উঠল, "ঠিক তাই স্যার।"

"পরাস্ত, পরাস্ত! সম্পূর্ণ পরাস্ত," কাতাভাসভ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল।

লেভিনের মুখ বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠল; তর্কে পরাস্ত হয়েছে বলে নয়, তর্ক করবে না বলে যে সংকল্প করেছিল সেটা ভেঙেছে বলে।

নিজের মনেই বলল, এদের সঙ্গে আমি তর্ক করব না। এরা সশস্ত্র, আমি নিরস্ত্র।···

তাছাড়া, লেভিন বুঝেছে যে কোন যুক্তিই তাদের নড়াতে পারবে না। একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে—এই মুহূর্তে তর্ক কোজ্‌নিশেভকে বিরক্ত করে তুলেছে; কাজেই তর্ক করা ভুল। লেভিন তাই তর্ক থামিয়ে ঘনায়মান মেঘের দিকে অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, বৃষ্টি নামবার আগেই সকলের বাড়ি ফেরা উচিত।

॥ ১৭ ॥

বুড়ো প্রিন্স ও কোজ্‌নিশেভ গাড়িতে চাপল; অন্য সকলে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ি ফিরে চলল।

কিন্তু মেঘের দল কখনও হাল্কা হয়ে, কখনও ঘন হয়ে এত দ্রুত ছুটতে লাগল যে বৃষ্টির আগে বাড়ি ফিরতে হলে তাদের আরও জোরে পা চালাতে হবে। একেবারে কাছের ধোঁয়ার মত কালো মেঘগুলি অসাধারণ জোরে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। তারপর যখন বাতাস উঠে এল বাড়ি তখনও প্রায় দু'শ পা দূরে; যে কোন মুহূর্তে ঝড় উঠতে পারে।

ভয়ে ও আনন্দে চীৎকার করতে করতে বাচ্চারা আগে আগে ছুটতে লাগল। ছেলেমেয়েদের উপর সারাক্ষণ চোখ রেখে কোন রকমে পায়ে জড়িয়ে যাওয়া স্কার্ট সামলে নিয়ে ডলিও দৌড়তে লাগল। টুপি চেপে ধরে পুরুষরাও তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। বারান্দার সিঁড়িতে পা দিতে না দিতেই জলের প্রথম বড় ফোঁটাটা টিনের ছাদের উপর আছড়ে পড়ল। বড়দের পিছনে ফেলে ছোটরা হৈ-হৈ করে ছাদের নীচে আশ্রয় নিল।

আগাফিয়া মিখাইলভ্‌না কোট ও শাল হাতে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়েছিল। লেভিন তাকে শুধাল, "একাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভ্‌না কোথায়?"

"আমরা তো ভেবেছি তিনি আপনাদের সঙ্গেই আছেন," সে জবাব দিল।

"আর মিত্য়া?"

"তারা নিশ্চয় কোলক বাগানেই আছে ;. নার্সও তাদের সঙ্গেই আছে।"

শালটা টেনে নিয়ে লেভিন জঙ্গলের দিকে ছুটল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো মেঘ সূর্যের মুখটা ঢেকে ফেলল ; চারদিক গ্রহণের সময়কার মত অন্ধকার হয়ে এল। বাতাস বার বার লেভিনকে ঠেলে দিচ্ছে, লিণ্ডেন গাছের ফুল-পাতা ছিঁড়ে ফেলছে, বার্চ গাছের ডালপালাকে এলোমেলো করে দিচ্ছে, আর ঘাস, ফুল, লতা, বাবলা বন ও গাছের মাথা—সব কিছুকে একই দিকে হেলিয়ে দিচ্ছে। যে মেয়েরা বাগানে কাজ করছিল তারা চেঁচামেচি করতে করতে চাকরদের ঘরের দিকে ছুটছে। বৃষ্টির একটা উজ্জ্বল পর্দা দূরের বন ও কাছের অর্ধেক মাঠকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে দ্রুত বেগে কলোক বাগানের দিকে ছুটে চলেছে। বৃষ্টির ভেজা-ভেজা গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

মাথা নীচু করে পোষাক সামলাতে সামলাতে লেভিন কলোক বাগানে প্রায় পৌঁছে গেছে, একটা বড় ওক গাছের পিছনে অস্পষ্ট সাদা চেহারার কিছু তার চোখেও পড়েছে, এমন সময় একটা আকস্মিক বিদ্যুৎ-চমকে গোটা পৃথিবীটা যেন ঝল্‌সে উঠল, আকাশটাকে কেটে দুই ভাগ করে দিল। ঝলসানো চোখে লেভিন বৃষ্টির পর্দার ভিতর দিয়ে বাগানের দিকে তাকাতে চেষ্টা করল ; সভয়ে দেখল, বাগানের ঠিক মাঝখানে দাঁড়ানো ওক গাছটার মাথায় এক আশ্চর্য রূপান্তর। ওখানে কি বাজ পড়েছে ? ভাবতে না ভাবতেই সে দেখল, গাছের মাথাটা দ্রুতগতিতে নামতে নামতে অন্য সব গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্য গাছের উপর একটা বড় গাছ পড়ার বিকট আওয়াজ তার কানে এল।

বিদ্যুতের চমক, বজ্রের গর্জন, আর তলপেটে একটা শির্‌-শির্‌ করা ভাব—সব মিলিয়ে আতংকের একটা তীক্ষ্ণ অনুভূতি।

"হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! শুধু ওদের উপর যেন না পড়ে!" লেভিন প্রার্থনার স্বরে বলল।

সে জানে, যে ওক গাছটা ভেঙে পড়েছে তাতে তারা যেন মারা না পড়ে এ প্রার্থনা একান্তই অবাস্তব, তবু বারবার সে এই প্রার্থনাই করতে লাগল, কারণ সে এও জানে যে, এই অবাস্তব প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছুই তার করবার নেই।

যেখানে তাদের থাকবার কথা, লেভিন সেখানে ছুটে গেল। সেখানে তারা নেই।

তারা ছিল বাগানের আর এক প্রান্তে একটা বুড়ো লিণ্ডেন গাছের নীচে। সেখান থেকেই তারা লেভিনকে ডাকল। কালো ফ্রক-পরা দুটি মূর্তি একটা কিছুর উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তারা কিটি ও নার্স। লেভিন যখন তাদের কাছে পৌঁছল তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, ধীরে ধীরে আলো

ফুটছে। নার্সের স্কার্টের নীচের দিকটা শুকনো, কিন্তু কিটি আগাগোড়া ভিজে জবজবে; ভেজা পোষাক গায়ে লেপ্টে আছে। বৃষ্টি থেমে গেলেও ঝড়ের সময় তারা যে ভাবে দাঁড়িয়েছিল এখনও সেই অবস্থায়ই আছে। দু'জনই সবুজ ঢাকনা-দেওয়া একটা পেরাম্বুলেটারের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

জল-ছপ্‌ছপ্‌ জুতোয় পথের উপর জমা জল ছিটিয়ে সে দিকে যেতে যেতে লেভিন চীৎকার করে বলল, "বেঁচে আছে? আঘাত লাগে নি? ঈশ্বরের জয় হোক!"

জলে-ভেজা রাঙা মুখ তুলে কিটি তার দিকে তাকাল; ভেজা টুপির নীচ থেকে সলজ্জভাবে একটু হাসল।

লেভিন একেবারে ফেটে পড়ল। "তোমার লজ্জা করে না? তুমি যে এত বেপরোয়া কি করে হতে পার আমি বুঝি না।"

"সত্যি আমার কোন দোষ নেই। বাড়ি ফিরতে যাব এমন সময় ও জেগে উঠল, আর ওর পোষাক বদলাতে হল। আমরা সবে—" আত্ম-পক্ষ-সমর্থনে কিটি বলতে লাগল।

মিত্‌য়া বহালতবিয়তে শুকনোই আছে; গোটা ঝড়ের সময়টা ঘুমিয়েছে।

"ঠিক আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।" কি বলেছি আমি নিজেই জানি না।

সকলে ভিজে-পোষাক সামলে নিল; নার্স বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে বাড়ি চলল। হঠাৎ রেগে যাওয়ায় লজ্জিত হয়ে লেভিন তার স্ত্রীর পাশাপাশি হাঁটতে লাগল, আর নার্সের অলক্ষ্যে তাকে জড়িয়ে ধরে এগিয়ে চলল।

॥ ১৮ ॥

দিনের বাকি সময়টা লেভিন চারপাশের আলোচনায় যোগ দিল বটে, কিন্তু নেহাৎই "বাইরে-বাইরে।" নিজের চরিত্রের যে পরিবর্তন সে আশা করেছিল সেটা না ঘটায় সে হতাশ হয়েছে; তবু সে সারাক্ষণই বুঝতে পারছে যে তার অন্তরটা আনন্দে ভরে আছে।

বৃষ্টির পরে পথঘাট এত ভিজে রয়েছে যে বেড়ানো চলে না; তাছাড়া দিগন্তে তখনও ঝড়ো মেঘের আনাগোনা। কাজেই সকলেই বাড়িতেই আছে।

আর কোন তর্কাতর্কি হল না; বরং ডিনারের পরে সকলেরই মেজাজ বেশ খুসি।

প্রথমে কাতাভাসভ একটা চুট্‌কি শুনিয়ে মহিলাদের খুসি করে দিল; যারা প্রথম শুনল তারা তো একেবারে মুগ্ধ। কোজ্‌নিশেভের কথা মত খুব সরস ভঙ্গীতে সে সাধারণ মাছিদের কথা, তাদের জীবনযাত্রা, চারিত্রিক পার্থক্য—সব কিছুর বর্ণনা দিল। কোজ্‌নিশেভেরও মন ভাল ছিল; লেভিনের

অনুরোধে প্রাচ্য সমস্যা সম্পর্কে তার মতামত বিবৃত করল, আর সেটা এত ভাল করে বলল যে সকলেই শুনে খুসি হল।

তার কথাগুলি কিটির শোনা হল না। সে মিত্য়াকে স্নান করাতে গেল।

তার কয়েক মিনিট পরেই লেভিনেরও নার্সারিতে যাবার ডাক পড়ল।

চা ফেলে, আকর্ষণীয় আলোচনাটা ফেলে যেতে তার দুঃখ হল, কিন্তু হঠাৎ কেন তার ডাক পড়ল সেটা জানতেও সে উদ্বিগ্ন বোধ করল। রুশদের সহযোগিতায় চার কোটি স্লাভ কেমন করে ইতিহাসের একটি নতুন যুগের সূচনা করবে, কোজ্‌নিশেভের মুখে সেই বিবরণ শুনতে লেভিন খুবই আগ্রহী; নার্সারিতে কেন তার ডাক পড়েছে সেটা জানতেও তার আগ্রহ কম নয়; তবু যে মুহূর্তে সে একা হল অমনি সকাল বেলাকার চিন্তাগুলি তার মাথায় এসে ভিড় করল। বিশ্বের ইতিহাসে স্লাভদের গুরুত্বের কথা সে সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেল; তার মন চলে গেল সকাল বেলাকার মেজাজে।

এবার আর পুরো চিন্তাধারাটাকে সে অনুসরণ করল না; তার কোন দরকারও ছিল না। সে বুঝতে পারল, তার অনুভূতিটা এখন আগের চাইতেও বেশী শক্তিশালী ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আগে তাকে মনের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে হত, ধাপে ধাপে চিন্তার ধারাকে অনুসরণ করতে হত। এখন আনন্দ ও শান্তির অনুভূতি আগের চাইতে তীব্রতর হয়েছে; তার চিন্তা সে অনুভূতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারছে না।

সে বারান্দাটা পার হয়ে গেল; কালো আকাশের বুকে এই মাত্র দুটো তারা দেখা দিয়েছে। হ্যাঁ, তার মনে পড়ল, আকাশের দিকে তাকিয়ে তখন আমিই মনে মনে বলেছিলাম যে ঐ গম্বুজটা মায়া নয়; কিন্তু তখন আমি সবটা ভাবি নি, নিজের কাছেই কিছুটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। সে যাই হোক, তাতে কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। চিন্তা করলেই সব কিছু পরিষ্কার বোঝা যায়।

নার্সারিতে ঢুকবার মুখে তার মনে পড়ে গেল, যা সে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল সেটা কি। সেটা এই: ন্যায় ও অন্যায়ের প্রভেদই যদি দেবত্বের আত্মপ্রকাশের প্রধান প্রমাণ হয়, তাহলে সে-প্রকাশ কেবলমাত্র খৃষ্টীয় গির্জার একচেটিয়া অধিকার হবে কেন? এই প্রকাশের সঙ্গে বৌদ্ধ ও মুসলমানদের সম্পর্ক কি? তারাও তো এই প্রভেদ শিখিয়েছে এবং ন্যায়ের পথে চলতে চেষ্টা করেছে।

তার বিশ্বাস, এ প্রশ্নের জবাব সে জানে, কিন্তু সে কথা নিজেকে বলবার আগেই সে নার্সারিতে ঢুকে পড়ল।

যে গামলায় বাচ্চাকে স্নান করানো হচ্ছিল কিটি আস্তিন গুটিয়ে সেটার পাশেই দাঁড়িয়েছিল; স্বামীর পায়ের শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে সে ইসারায় তাকে কাছে ডাকল। শিশু স্নানার্থীটি গামলায় চিৎ হয়ে ভেসে পা

ছুঁড়ছে ; কিটি এক হাতে তার মাথাটাকে তুলে ধরে অন্য হাতে একটা স্পঞ্জ দিয়ে তার গায়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে।

স্বামী কাছে এলে সে বলল, "দেখ, দেখ, আগাফিয়া মিখাইলভ্না ঠিকই বলেছে। ও আমাদের চিনতে পারে।"

মিত্য়া যে সেদিন থেকেই আশেপাশের লোকদের চিনতে পারছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গামলার কাছে পৌঁছেই লেভিন একটা নতুন পরীক্ষার সাক্ষী হয়ে গেল ; পরীক্ষাটা বেশ সফলও হল। রাঁধুনিটি বাচ্চার উপর ঝুঁকে দাঁড়াল। মিত্য়া ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল। কিটি তার উপর ঝুঁকল ; বাচ্চার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, দুই হাতে স্পঞ্জটাকে আঁকড়ে ধরে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে এমন একটা শব্দ করল যাতে শুধু কিটি নয়, নার্স ও লেভিনও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

বাচ্চাকে গামলা থেকে তোলা হল, একটা জগে করে তার গায়ে জল চালা হল, তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে তার গা মুছে দেওয়া হল, তারপর তাকে মায়ের কোলে তুলে দেওয়া হল ; সারাক্ষণই বাচ্চাটা একটানা চীৎকার করে চলল।

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঠিক জায়গামত বসবার পরে কিটি স্বামীকে বলল, "দেখ, তুমি ওকে ভালবাসতে শুরু করেছ দেখে আমি খুসি হয়েছি। ভীষণ খুসি হয়েছি। আমার তো ভয় হচ্ছিল। তুমিই বলতে, ওর জন্য তোমার কোন ভাবান্তরই হয় নি।"

"ও কথা আমি নিশ্চয়ই বলি নি। আমি শুধু বলেছি, আমি হতাশ হয়েছি।"

"ওর জন্য ?"

"ওকে নিয়ে আমার মনোভাবের জন্য। আমি অনেক বেশী আশা করেছিলাম। আশা করেছিলাম, হঠাৎ বিস্ময়ের মত একটা আশ্চর্য নতুন অনুভূতি আমার মধ্যে প্রকাশ পাবে। আর তার পরিবর্তে—শুধু করুণা আর বিতৃষ্ণা।"

সরু আঙুলে আংটিগুলো পরতে পরতে বাচ্চার মাথার উপর দিয়ে তাকিয়ে কিটি মন দিয়ে তার কথাগুলি শুনতে লাগল।

"সুখের তুলনায় করুণা ও ভয় হল অনেক বেশী। কিন্তু আজ ঝড়ের সময় এত বেশী ভয় পেতেই বুঝতে পারলাম, ওকে আমি কত ভালবাসি।"

কিটির মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলে, তাই না ? আমিও ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু এখন সে কথা মনে করে যেন আরও বেশী ভয় করছে। ফিরে গিয়ে ওক গাছটাকে একবার দেখে আসব। কাতাভাসভ কী চমৎকার লোক! আর মোটের উপর দিনটা বেশ আনন্দেই কাটল। ইচ্ছা করলে সের্গেই আইভানিচ-এর প্রতিও তো তুমি ভাল ব্যবহার করতে পার। দেখ,

এখন তাদের কাছে যাও। স্নানের পরে এ জায়গাটা সব সময়ই গরম ও ধোঁয়াটে হয়ে ওঠে।"

॥ ১৯ ॥

নার্সারির বাইরে এসে যেই সে একা হল, অমনি অস্পষ্ট চিন্তাগুলি আবার তার মনের মধ্যে ফিরে এল।

বসবার ঘর থেকে অনেকের গলা ভেসে আসছিল; সোজা সেখানে না গিয়ে লেভিন বারান্দায় থামল; রেলিং-এ ভর দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল।

বেশ অন্ধকার; তার সামনে দক্ষিণ দিকে মেঘ নেই; মেঘ জমেছে উল্টোদিকের আকাশে। সেখানেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘ ডাকছে। লেভিন কান পেতে শুনল, বাগানের লিণ্ডেন গাছ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে; পরিচিত ত্রিভুজ তারকাপুঞ্জের দিকে তাকাল; ছায়াপথটা ভেসে চলেছে তার ভিতর দিয়ে। প্রতিটি বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গেই ছায়াপথ ও উজ্জ্বল তারাগুলিও মুছে যাচ্ছে, কিন্তু যেই বিদ্যুতের আলো ম্লান হয়ে যাচ্ছে অমনি তারা ঠিক আগের জায়গায়ই আবার ফিরে আসছে, যেন কোন অভ্রান্ত হাত তাদের ঠিক জায়গায় ঠেলে দিচ্ছে।

দেখা যাক, কিসে আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম? লেভিন নিজেকে প্রশ্ন করল; এ প্রশ্নের জবাব এখনও না জানলেও জবাবটা যে তার অন্তরের মধ্যেই রয়েছে সে বিষয়ে সে নিশ্চিত।

হ্যাঁ, দেবত্বের একমাত্র স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত প্রকাশ হল ন্যায়-অন্যায়ের বিধান; সে বিধানকে ঈশ্বরই জগতের কাছে প্রকাশ করেন; আমি আমার নিজের মধ্যে তাকে চিনতে পারি; আর গির্জা নামক ঈশ্বরবিশ্বাসী সৌভ্রাত্রের একজন হতে চাই বা না চাই, তাদের সঙ্গেই নিজেও একসূত্রে বাঁধা পড়ে যাই। আর ইহুদি, মুসলমান, কন্‌ফিউশীয়, বৌদ্ধদের বেলায়? তাদের বেলায় কি হবে? এই বিপজ্জনক প্রশ্নের মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতেই হল। এর কি হতে পারে—যে আশীর্বাদ না পেলে জীবনের কোন অর্থই থাকে না,—এই সব লক্ষ লক্ষ মানুষ তা থেকে বঞ্চিত থাকবে? মুহূর্তের জন্য সে কথাটা ভাবল। আমার প্রশ্নটা কি? আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করছি, সব দেশের, সব ধর্মের—যাদের অনেকের সম্বন্ধেই আমার ধারণা খুবই অস্পষ্ট—তাদের সঙ্গে এই দেবত্বের সম্পর্কের কথা। আমি নিজেকে প্রশ্ন করছি, সমগ্র মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের কথা। কেন করছি? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বুদ্ধির অতীত সেই জ্ঞান ব্যক্তিগতভাবে

আমার কাছে, আমার অন্তরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ; তবু বার বার আমি চেষ্টা করছি সেই জ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ করে বুদ্ধির অধীন করতে।

একটা উজ্জ্বল তারা বার্চ গাছটার একেবারে মাথায় উঠে এসেছে। সে দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করল, আমি কি জানি না যে তারারা নিশ্চল ? কিন্তু আকাশ-পথে যখন তারাদের চলতে দেখি তখন পৃথিবীই যে চলছে সেটা কল্পনা করা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়, আর তাই আমি বলি যে তারারা চলছে।

পৃথিবীর সব বিচিত্র ও জটিল গতিবিধি বিবেচনা করলে জ্যোতির্বিদরা কি কোন কিছু বুঝতে পারত, বা তাদের হিসাব চালাতে পারত ? গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব, ওজন, গতিবিধি ও গতি-পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে তারা যে সমস্ত চমকপ্রদ অনুমান করেছে সে সবই তো প্রতিষ্ঠিত নিশ্চল পৃথিবীর চারদিকে ঘূর্ণায়মান গোলকসমূহের গতিবিধির পর্যবেক্ষণের উপর ; সেই একই গতিবিধিকে তো আমিও এখন প্রত্যক্ষ করছি, যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে প্রত্যক্ষ করেছে ; সে গতিবিধি অতীতে যেমন ছিল চিরকাল ঠিক তেমনই থাকবে, আর সেই জন্য তার উপর নির্ভর করাও চলে। জ্যোতির্বিদদের এই সব অনুমান যদি পরিদৃশ্যমান আকাশের পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত না হত, তাহলে সেগুলো হত অলস কল্পনা ও সন্দেহের বিষয় ; ঠিক সেই রকম আমার অনুমানগুলিকে যদি ন্যায়-অন্যায়ের সেই বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি যা সর্বকালের সকল মানুষের কাছে একই আছে এবং থাকবে, খৃস্টধর্মের ভিতর দিয়ে যা আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে, এবং যার উপর আমার আত্মা নির্ভর করতে পারে, তাহলে আমার অনুমানগুলিও হবে অলস কল্পনা ও সন্দেহের বিষয়। অন্য সব ধর্মবিশ্বাস ও দেবত্বের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিষয় নিয়ে কোন রকম বিচার করবার অধিকার বা সম্ভাবনা কোনটাই আমার নেই।

বসবার ঘরে যাবার পথে লেভিনের পাশে থেমে গিয়ে কিটি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "সে কি ? তুমি ভিতরে যাও নি ?" তারার আলোয় সাগ্রহে তার মুখটা ভাল করে দেখে নিয়ে আবার বলল, "তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো, কি বল ?"

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বিদ্যুতের ঝলকানি তারাগুলোকে নিভিয়ে দিয়ে তার মুখের উপর যদি আলো না ফেলত তাহলে কিটি হয় তো স্পষ্ট করে কিছু দেখতেই পেত না। তবু আবার তার মনে হল, লেভিন সম্পূর্ণ শান্তিতে ও সুখে আছে। সে একটু হাসল।

লেভিন নিজেকে বলল, কিটি বুঝতে পেরেছে। ও জানে আমি কি ভাবছি। ওকে কি সব বলব, না বলব না ? হ্যাঁ, বলব। কিছু বলবার আগেই আবার কিটি কথা বলল।

"কোস্তয়া, প্রিয়, দয়া করে কোণের ঘরটায় গিয়ে দেখ সের্গেই আই-ভানিচ-এর জন্য ঘরটা ঠিকঠাক করা হয়েছে কি না," কিটি বলল। আমি নিজে যেতে চাই না। নতুন ওয়াশ-বেসিনটা এনেছে কি না সেটাও দেখো।"

সোজা হয়ে কিটিকে চুমা খেয়ে লেভিন বলল, "অবশ্যই ; এখনই যাচ্ছি।"

কিটি তার আগে আগে বেরিয়ে গেল। লেভিন ভাবল, ওকে বলব না। এটা শুধু আমার কাছেই জীবন-মরণের গোপন কথা, একে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ছেলের প্রতি ভালবাসার বেলায় যেমন এখানেও তেমনি এই নতুন অনুভূতি আমাকে একটি নতুন, আলোকিত, উল্লসিত মানুষ করে তুলতে পারে নি ; অথচ সেটাই আমি আশা করেছিলাম। এই অনুভূতি একটা সানন্দ বিস্ময় হয়ে আমার উপর ভেঙে পড়ে নি। এটাই কি ধর্মবিশ্বাস ? হয় তো। আমি বলতে পারি না। কিন্তু এ অনুভূতি আমার মধ্যে এসেছে সম্পূর্ণ অগোচরে, যন্ত্রণার পথ বেয়ে, আমার আত্মার মধ্যে দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়েছে।

এখনও আমি কোচয়ান আইভান-এর উপর রাগ করব, তর্ক করব, বোকার মত মনের কথা বলে ফেলব ; এখনও যা আমার অন্তরের পবিত্র হতে পবিত্রতম অনুভূতি তার আর অন্যের মধ্যে এমন কি আমার স্ত্রীর মধ্যে—একটা প্রাচীর থেকেই যাবে ; আমাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হব, আবার সে জন্য অনুতাপও করব ; আর এখনও কেন যে প্রার্থনা করি তা বুঝতে পারব না, অথচ প্রার্থনা করেই যাব। কিন্তু এখন থেকে যাই ঘটুক না কেন আমার জীবন, গোটা জীবন, তার প্রতিটি মুহূর্ত আর আগের মত অর্থহীন থাকবে না ; ভরে উঠবে কল্যাণের এক অলংঘণীয় তাৎপর্যে—জীবনকে যে তাৎপর্য দান করবার শক্তি শুধু আমারই আছে।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

তলস্তয় উপন্যাসসমগ্র

সুবৃহৎ ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। অনুবাদ : মণীন্দ্র দত্ত।

বিদেশের নিষিদ্ধ উপন্যাস

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। অনুবাদ : মণীন্দ্র দত্ত, সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ।

শেকস্‌পীয়ার রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। ৩৭টি নাটক, ৪টি দীর্ঘ কবিতা এবং দেড়শতাধিক সনেটের অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ।

হোমার রচনাসমগ্র

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। গ্রীক মহাকাব্য হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসির গদ্যানুবাদ করেছেন সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ।

অস্‌কার ওয়াইল্ড রচনাসমগ্র

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। এতে আছে লেখকের সম্পূর্ণ উপন্যাস, নাটক এবং ছোট গল্প। অনুবাদ করেছেন সুনীলকুমার ঘোষ।

মপাসাঁ রচনাবলী

চার খণ্ডে সম্পূর্ণ। অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ, সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ ও শেখর সেনগুপ্ত।

দান্তে রচনাসমগ্র

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। 'ডিভাইন কমেডি'র ৩ খণ্ড একত্রে। অনুবাদ করেছেন সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ।

শার্লক হোমস্‌ অমনিবাস

আর্থার কোনান ডয়েল-এর রহস্যভেদী শার্লক হোমস্‌ একটি বিখ্যাত নাম। চার খণ্ডে সম্পূর্ণ। অনুবাদ করেছেন মণীন্দ্র দত্ত।

দেশবন্ধু রচনাসমগ্র

চিত্তরঞ্জন দাসের সকল বাংলা ও ইংরেজী রচনা এক খণ্ডে। ভূমিকা : ডক্টর ভবতোষ দত্ত। সম্পাদনা : মণীন্দ্র দত্ত ও হারাধন দত্ত।

গ্যেটে রচনাসমগ্র

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। বিখ্যাত কাব্য-নাটক 'ফাউস্ট', ৩টি উপন্যাস, খণ্ড কবিতা, দুটি নাটক, দুটি গল্প ও আত্মজীবনী। অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ।

গ্রীক নাটক সঙ্কলন

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। বাছাই করা ১৫টি নাটকের সঙ্কলন। অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ।

ঈশপের গল্পসমগ্র

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। পাতায় পাতায় জন্তু-জানোয়ারের ছবি। বহু রঙে শোভিত প্রচ্ছদ। তারাপদ রাহা অনূদিত।

মার্কটোয়েন গল্পসমগ্র

সুবৃহৎ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। অনুবাদ : মণীন্দ্র দত্ত।

তলস্তয় গল্পসমগ্র

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। অনুবাদ : মণীন্দ্র দত্ত।